www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তাফসীরে

বুরহানুল কুরআন

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তাফসীরে

বুরহানুল কুরআন

(১ম খণ্ড)

[সূরা বাকারা–সূরা তাওবা]

তত্ত্বাবধানে

হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান

আমীর, মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ
মুহতামিম, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা- ১২০৪

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

গ্রন্থকার, "আহকামে যিন্দেগী", "ফাযায়েলে যিন্দেগী",
"বয়ান ও খুতবা", "ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ"
ও "ইসলামী মনোবিজ্ঞান" প্রভৃতি।

প্রকাশনায়

আল-কুরআন পাবলিকেশন্স

কিতাব মার্কেট, মাদরাসা রোড
(যাত্রাবাড়ি মাদরাসা সংলগ্ন)
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪
মোবা: 01764-185654

আরও পাওয়া যায়

মাকতাবাতুল আবরার

ইসলামী টাওয়ার
১১/১ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০
মোবা: 01712-306364

www.maktabatulabrar.com

তাফসীরে বুরহানুল কুরআন

প্রথম প্রকাশ:
রবিউল আউয়াল, ১৪২৯ হিজরী,
মার্চ, ২০০৮ ইংরেজী,
চৈত্র, ১৪১৪ বাংলা

২য় সংস্করণ
রমজান, ১৪৩৯ হিজরী
জুন, ২০১৮ ইংরেজি
(সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

মূল্য: ৭১০.০০ (সাতশত দশ টাকা)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সূচিপত্র

- ❑ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেবের কথা ৯
- ❑ "বুরহানুল কুরআন" রচনা ও সংকলন প্রসঙ্গে কিছু কথা ১১
- ❑ সম্পাদকের কথা ১৪
- ❑ তাফসীর শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা–র ব্যাখ্যা
  - * ওহী ১৬
  - * ওহিয়ে মাতলূ ও ওহিয়ে গায়র মাতলূ ১৬
  - * কুরআন ১৬
  - * ছবাবে নুযূল/শানে নুযূল ১৬
  - * মক্কী আয়াত ১৬
  - * মাদানী আয়াত ১৭
  - * মক্কী সূরা ১৭
  - * মাদানী সূরা ১৭
  - * তাফসীর ১৭
  - * ইলমুত্তাফ্সীর–এর تعريف ১৭
  - * ইলমুত্তাফ্সীর–এর موضوع ১৭
  - * ইলমুত্তাফ্সীর–এর فائدة ১৮
  - * তাবীল ১৮
  - * তাফসীর ও তাবীল–এর মধ্যে পার্থক্য ১৮
  - * তাফসীর বির্ রায় ১৮
  - * নসখ, নাসিখ ও মানসূখ ১৯
  - * ইসরাঈলিয়্যাত ১৯
  - * হিযব বা মানযিল ১৯
  - * পারা/যুজ ২০
  - * সূরা ২০
  - * রুকূ ২০
- ❑ তাফসীর শাস্ত্রের কতিপয় মূলনীতি
  - * শানে নুযূলের গুরুত্ব ও উপকারিতা ২০
  - * সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর গুরুত্ব ও উপকারিতা ২০
  - * তাফসীরের উৎস ২১
  - * তাফসীরের অগ্রহণযোগ্য উৎস ২২
  - * মুফাস্সিরের যোগ্যতা ও গুণাবলী ২৩
  - * তাফসীরের ক্ষেত্রে ভ্রষ্টতার কারণসমূহ ২৪

- ❑ কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২৫
- ❑ তাফসীর শাস্ত্র ও তার ক্রমবিকাশ ২৭
- ❑ নির্ভরযোগ্য কয়েকটি তাফসীর গ্রন্থের পরিচিতি ২৮
- ❑ কুরআন সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য ২৯
- ❑ কুরআন তেলাওয়াতের সুন্নাত ও আদবসমূহ ৩০
- ❑ তাফসীর পাঠকারীদের জন্য বিশেষ জ্ঞাতব্য ৩২
- ❑ পারা– ১ ..... ৩৩
- * সূরা ফাতেহা ৩৪
- * সূরা বাকারা ৩৬
- ❑ পারা– ২ ..... ১১১
- ❑ পারা– ৩ ..... ১৯১
- * সূরা আলে ইমরান ২১৭
- ❑ পারা– ৪ ..... ২৬১
- * সূরা নিছা ৩২৩
- ❑ পারা– ৫ ..... ৩৪১
- ❑ পারা– ৬ ..... ৪১৩
- * সূরা মায়েদা ৪২৮
- ❑ পারা– ৭ ..... ৪৭৭
- * সূরা আনআম ৪৯৮
- ❑ পারা– ৮ ..... ৫৫১
- * সূরা আ'রাফ ৫৮৩
- ❑ পারা– ৯ ..... ৬২০
- * সূরা আনফাল ৬৭৪
- ❑ পারা– ১০ ..... ৬৯৪
- * সূরা তাওবা ৭১৪
- ❑ পারা– ১১ ..... ৭৬৪

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ-এর আমীর, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-এর মুহতামিম ও শায়খুল হাদীছ

হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেবের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ O

اَلحمدُ لله الذِي نزَّل الفُرقانَ على عَبدِه لِيكُونَ لِلعالمِينَ نَذيرًا. وَالصلوةُ والسَّلامُ على رَسولِه المبعوثِ إلى كافَّةِ النَّاس لِيُفَسِّرَ لهم ما نُزِّل إليه من ربِه تفسيرا. أمَّا بَعدُ!

"কুরআনে মাজীদ" মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সার্বিক কামিয়াবী অর্জন করার দিক নির্দেশনা সম্বলিত এক মহান কিতাব। "কুরআনে মাজীদ" মানব জাতির সার্বিক হেদায়াতের নিমিত্তে প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। জীবনের এমন কোন বিষয় নেই, যে ব্যাপারে কুরআনের দিক নির্দেশনা অনুপস্থিত। সেসব দিক-নির্দেশনা বাণী কুরআনে কারীমে কোথাও বিবৃত হয়েছে সংক্ষেপে কোথাও কিছুটা সবিস্তারে, কোথাও স্পষ্ট ভাষ্যে কোথাও ইশারা-ইংগিতে। যুগ যুগ ধরে মুফাস্সিরীনে কেরাম বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে সেসব সংক্ষিপ্ত বিবরণকে সবিস্তারে এবং ইশারা-ইংগিতে স্পষ্ট ভাষ্যে ব্যাখ্যা-বিবরণ প্রদান করে কুরআনের শিক্ষা ও দিক নির্দেশনাকে সহজসাধ্য ও সুবিন্যস্ত করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। আর এই ধারা চলতে থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত। বস্তুত কুরআনের বিস্ময় শেষ হবে না কোন দিন!

মুফাস্সিরীনে কেরামের রচিত ও সংকলিত এসব তাফসীর গ্রন্থের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও বহুল প্রচলিত তাফসীর গ্রন্থাদির সিংহভাগই আরবী ভাষায় রচিত ও সংকলিত। উর্দূ ভাষাতেও বেশ কিছু তাফসীর ও টীকা-টিপ্পনী সম্বলিত তর্জমা প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের বাংলা ভাষাতেও বেশ কিছু সংখ্যক আরবী, উর্দূ তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকখানা মৌলিক তাফসীরও পূর্ণাঙ্গ বা আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

আমার মনে আকাংখা ছিল বাংলা ভাষায় এমন একখানা পূর্ণাঙ্গ তাফসীর রচনা করা, যাতে সব ধরনের হুকুম-আহকাম ও দিক নির্দেশনা সহ কুরআনের ইশারা-ইংগিত থেকে লব্ধ সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয়াদিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সেমতে "বুরহানুল কুরআন" নামে কাংখিত তাফসীরের কাজ শুরু করি। প্রথমে ৩০ নং পারা থেকে কাজ আরম্ভ করি। ৩০ নং পারার সিংহভাগ কাজ সম্পন্নও হয়ে যায়। পর্যায়ক্রমে মাসিক "আল-জামেয়া"তে রচিত অংশগুলো প্রকাশিতও হতে থাকে। বেশ কয়েকজন বিজ্ঞ আলেম তাফসীরের এ অংশগুলো দেখে আমাকে এই ধারায় কাজটি সম্পন্ন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। কিন্তু বহুমুখী কাজের ব্যস্ততায় কাজকে সমাপ্ত করা সম্ভবপর হয়ে উঠবে না বলে মনে হল। তারপর একসময় আরও কিছু উলামায়ে কেরামের সহযোগিতায় অবশিষ্ট কাজকে চূড়ান্তে উপনীত করার পরিকল্পনা মনে জাগে। সেমতে আমার বিশেষ স্নেহভাজন মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন সাহেবের তত্ত্বাবধানে কাজটি সম্পন্ন করার ইরাদা করি। তাঁর মাধ্যমে আরও কয়েকজন লেখককে নিয়ে কাজটির ব্যাপারে মাশওয়ারা করি এবং রচনা ও সংকলনের কিছু নীতি নির্ধারণ করে কাজ শুরু করা হয়। প্রায় তিন বৎসর তিন মাসের মেহনতে আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত তাওফীক ও রহমতে কাজটিকে বর্তমান পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভবপর হয়।

"বুরহানুল কুরআন"-এর সূচনালগ্নে তাফসীরের যে ব্যাপকতা লক্ষ্যণীয় ছিল, বক্ষমান তাফসীরে সেই ব্যাপকতা পরিকল্পনায় রাখা হয়নি। তবে তর্জমার বিশুদ্ধতায় বৈশিষ্ট্য আনয়ন, তর্জমা বোঝার জন্য আনুষঙ্গিক টীকা-টিপ্পনী সংযোজন এবং প্রত্যেকটি আয়াত থেকে সংক্ষেপে ও সুবিন্যস্ত আকারে "আহকাম ও শিক্ষা" বর্ণনার যে লক্ষ্য সামনে নিয়ে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে, এটি একই সাথে তালিবে ইল্ম ও সাধারণ মানুষ উভয় শ্রেণীর জন্যই আকর্ষণীয় ও সহজে আয়ত্ব করার উপযোগী হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক পর্যায়ে আমার বিশেষ হিতাকাংখী টিকাটুলির জনাব আলহাজ্জ মনীর আহমদ সাহেব ও মহাখালীর মাষ্টার প্রিন্টার্স-এর জনাব আঃ ওয়াজেদ সাহেব-এর অনুপ্রেরণা ও আর্থিক সহযোগিতায় এ তাফসীর গ্রন্থখানা লেখার মহৎ কর্মের সূচনা ঘটে। আলহাজ্জ মনীর আহমদ সাহেব আজ দুনিয়াতে নেই। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তিনি এ তাফসীর গ্রন্থখানির জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে আর্থিক সহায়তায় এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর সন্তানাদির মধ্যেও এরূপ কাজের জন্য অনুকূল মনোভাব অব্যাহত রয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় চট্টগ্রাম নিবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন সচিব জনাব মোহাম্মাদ মহসীন চৌধুরী-র নাম। তাঁর প্রতিষ্ঠিত "ইঞ্জিনিয়ার চৌধুরী মোহাম্মাদ মহসীন ফাউন্ডেশন ফর হিউমান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট"-এর বিশেষ আর্থিক সহায়তায় কাজটি বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান এনায়েত করুন। এই কাজের জন্য সবচেয়ে বেশি মেধা ও শ্রম দিয়েছেন মাওলানা হেমায়েত উদ্দীন সাহেব। দুআ করি আল্লাহ তাআলা যেন তাঁকে উভয় জাহানে কামিয়াব করেন এবং তাঁর দ্বারা দ্বীনের আরও বড় বড় খেদমত নেন। এই তাফসীরের রচনা-সংকলনসহ অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ে যারা যেভাবেই শরীক হয়েছেন সকলকে আল্লাহ তাআলা জাযায়ে খায়ের দান করুন। আল্লাহ তা'আলার কাছে আরও কামনা করি বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান নর-নারীর জন্য এই তাফসীর গ্রন্থখানি যেন কুরআনে কারীমের শিক্ষা গ্রহণ ও আমলের উৎস হয়ে থাকে। আমীন!

তাং
১৫/১১/১৪২৮ হিজরী
২৮/১১/২০০৭ ঈসায়ী

বিনীত
(মাওলানা) মাহমূদুল হাসান
আমীর, মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ
মুহতামিম, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা- ১২০৪

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

"বুরহানুল কুরআন" রচনা ও সংকলন প্রসঙ্গে কিছু কথা

আল্লাহ তা'আলার কালাম "কুরআনে মাজীদ"–এর তাফসীর পৃথিবীর কত ভাষায়, কত ধাচে এবং কত সংখ্যায় হয়েছে, তা বোধ করি আজ পর্যন্ত কেউ গণনায় আনতে সক্ষম হননি। বস্তুত তা হাজারে নয় বরং লক্ষে বা লক্ষাধিকে উপনীত হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। আমাদের দেশের মাতৃভাষা বাংলাতেও বেশ কিছুসংখ্যক আরবী, উর্দু তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকখানা মৌলিক তাফসীরও পূর্ণাঙ্গ/আংশিক প্রকাশিত হয়েছে। এসত্ত্বেও কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনকে সামনে রেখে "বুরহানুল কুরআন" নামক বক্ষমান তাফসীর গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

এই প্রয়োজনগুলোর পূর্ণতা বিধানপূর্বক একখানি তাফসীরগ্রন্থ রচনা ও সংকলনের তাগিদে হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেব ১৯৯৩ সালের ৩০ জুন বাদ মাগরিব জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসার অফিস কক্ষে অত্র তাফসীরের লেখকদেরকে নিয়ে বিশেষ পরামর্শ সভার আয়োজন করেন। অতঃপর ১৩ জুলাই বুধবার সকাল উপরোক্ত স্থানে এ বিষয়ে আরও একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভাগুলোতে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে আমার (মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন–এর) সাথে রচনা ও সংকলনের কাজে কমবেশ শরীক হয়েছেন মাওলানা মুফতী মাহমূদুল হাছান, মাওলানা আহমদ মায়মুন, মাওলানা আঃ গাফ্ফার ও মাওলানা আবূ সাবের আব্দুল্লাহ সাহেবগণ। পরবর্তীতে মাওলানা আঃ মতীন এবং মাওলানা আবূ বকর সাহেবকেও এ কাজে সংযুক্ত করা হয়।

উপরোক্ত সভাগুলোতে অনুবাদ ও তাফসীরের নীতিমালা নির্ধারিত হয় এবং সে মোতাবেক প্রয়োজনীয় সহযোগী তর্জমা/তাফসীর গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করা হয়। অক্টোবর (১৯৯৩ ইং) থেকে রচনা ও সংকলনের কাজ শুরু হয় এবং সিদ্ধান্ত মোতাবেক হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (দামাত বারাকাতুহুম)–এর সারপোরস্তী এবং আমার (মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন–এর) প্রযত্নে কাজ অগ্রসর হতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে ৩ বৎসর ৩ মাস পর ১৯৯৭ ইং সালের জানুয়ারী মাসে রচনা ও সংকলনের কাজ সমাপ্ত হয়।

তাফসীরটি-র শুরু থেকে ২৯ পারা পর্যন্ত রচনা ও সংকলনের কাজ সু-সম্পন্ন করেছেন ৭ জন লেখক, যাদের নাম পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। ৩০ নং পারার সিংহভাগ তাফসীর হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান দামাত বারাকাতুহুম–এর রচিত ও সংকলিত। এ অংশটুকু সুদীর্ঘ, ব্যাপক তথ্যভিত্তিক ও গবেষণামূলক। এ অংশটুকু অবশিষ্ট পারাসমূহের দীর্ঘ তাফসীর করা এবং ব্যাপক ও সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম তথ্য আহরণের বুৎপত্তি সৃষ্টির সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

যে প্রয়োজনগুলো সামনে রেখে "বুরহানুল কুরআন" নামক বক্ষমান তাফসীর গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে, তা নিম্নরূপঃ

১. যথাসাধ্য এমন নির্ভুল অনুবাদ পেশ করা, যা শব্দের মূলধাতু (رُوْحٌ) এবং কুরআনের বালাগাত ও ফাসাহাত (অলংকার) এবং নাহু (ব্যাকরণ)–এর কাছাকাছি থেকে সম্পন্ন হবে।

২. উপরোক্ত নীতিতে অনুবাদ সম্পন্ন করতে গিয়ে প্রচলিত অনুবাদ থেকে কোথাও ব্যতিক্রম ঘটে থাকলে সেই ব্যতিক্রম কেন ঘটল বিশেষ বিশেষ স্থানে তার ব্যাখ্যা সংযুক্ত করে দেয়া, যাতে

মাদ্রাসার তালিবে ইল্‌ম ও আরবী বোদ্ধা অনুসন্ধিৎসু পাঠকের ব্যুৎপত্তি সৃষ্টির সহায়ক হয়। এরূপ অংশগুলো সাধারণ পাঠকদের কাছে অবোধগম্য থাকলেও তাতে তাদের কুরআনে কারীমের মূল বক্তব্য বোঝার ক্ষেত্রে কোন ব্যাঘাত ঘটবে না।

৩. সংশ্লিষ্ট অনুবাদ বোঝার জন্য সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী, শানে নুযূল ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী তুলে ধরা।

৪. প্রতিটি আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সংক্ষেপে সুবিন্যস্তভাবে পেশ করা, যাতে সাধারণ মানুষের পক্ষে

কুরআনে কারীমের আহকাম ও শিক্ষাগুলো সহজে আয়ত্ত করা সহজ হয়।

৫. কোন বিষয়ের সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা ও সুদীর্ঘ তাফসীর থেকে বিরত থাকা, যাতে পাঠকবর্গ দীর্ঘ বর্ণনার আবর্তে পড়ে

মূল কথা ও মূল শিক্ষণীয় বিষয় হারিয়ে না ফেলেন।

৬. অনুবাদ ও তাফসীরের ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল রাখা, যাতে সব শ্রেণীর পাঠক সহজে বুঝতে সক্ষম হয়।

এই রচনা ও সংকলনের কাজে বেশকিছু সংখ্যক তর্জমা ও তাফসীর গ্রন্থের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে নিম্নোক্ত তর্জমা ও তাফসীরসমূহের নাম উল্লেখযোগ্য।

১. মাআরিফুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.)
২. বয়ানুল কুরআন, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)
৩. তর্জমায়ে শায়খুল হিন্দ ও ফাওয়ায়েদে উছমানী (রহ.)
৪. আইছারুত্তাফাসীর, আবূ বকর জাবের আল-জাযাইরী (রহ.)
৫. তাফসীরে আবিস-সুউদ, আবুস-সুউদ আল-'ইমাদী আল-হানাফী (রহ.)
৬. মাআরিফুল কুরআন, মাওলানা ইদরীস কান্ধলবী (রহ.)
৭. আহকামুল কুরআন, জাফর আহমদ উছমানী (রহ.)
৮. তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, ইব্‌নে কাছীর (রহ.)
৯. তাফসীরে কাশ্‌শাফ, আল্লামা যামাখশারী (রহ.)
১০. রূহুল মাআনী, সাইয়্যেদ মাহমূদ আলূছী আল-বাগদাদী (রহ.)
১১. সাফওয়াতুত্তাফাসীর, মুহাম্মাদ আলী আস-সাবূনী (রহ.)
১২. তাফসীরে জালালাইন, জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও জালালুদ্দীন মহল্লী (রহ.)

এ ছাড়াও "তর্জমায়ে আহমদ আলী লাহোরী", "তাফসীরে মাযহারী", "মুজিহুল কুরআন", "রওয়াইউল বয়ান", "আহকামুল কুরআন, জাস্‌সাস", "আল-কুরআনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন", "আল-মুফরাদাত ফী গরীবিল কুরআন, রাগেব ইস্ফাহানী" প্রভৃতি থেকেও কিছু কিছু সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমোক্ত ছয়টি তাফসীর বা তর্জমা থেকেই সিংহভাগ তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে।

তাফসীরের রচনা ও সংকলনের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সম্পাদনা কাজের সমাপ্তি ও মুদ্রণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে দেরী হওয়ায় তাফসীরটির প্রকাশনায় বিলম্ব ঘটে। অবশেষে আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে সবকিছু অনুকূল হয় এবং তাফসীরখানা প্রকাশনার এই পর্যায়ে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। সবকিছুর জন্য আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য শোকর।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তাফসীরটির তথ্য, ভাষা ও মুদ্রণগত ত্রুটি সংশোধনের যথাসাধ্য প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। তারপরও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। আন্তরিক পাঠকবর্গ এরূপ কোন ভুল-ত্রুটি সম্বন্ধে আমাদেরকে অবহিত করলে কিংবা যে কোনভাবে আমরা তা অবগত হলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে তা সংশোধন করার উদ্যোগ গ্রহণ করব।

তাফসীরটির রচনা-সংকলন, অর্থায়ন, প্রুফ দেখা, মুদ্রণকর্ম ইত্যাদিতে যারা সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে উপযুক্ত জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং তাফসীরখানাকে উম্মতের কুরআন বোঝার মাধ্যম ও আমল করার ওছীলা হিসেবে কবুল করুন। আমীন!

বুরহানুল কুরআনের অনুবাদ প্রসঙ্গে আরও বিশেষ কয়েকটি কথা:

বুরহানুল কুরআনের অনুবাদ প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করছি। তা হল–

১. অনুবাদ যথাসম্ভব শব্দের মূল ধাতুগত অর্থের কাছাকাছি থেকে সম্পন্ন করা হয়েছে, যাতে করে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাৎপর্যের দিকে চিন্তাকে অগ্রসর করা সহজ হয়।

২. অনুবাদের ক্ষেত্রে الفاظ -এর تركيبى অবস্থান, فصاحت , بلاغت -এর ভিত্তিতে তর্জমার কি বৈশিষ্ট্য হওয়া চাই, সংশ্লিষ্ট স্থানে سوف , س , ان , ثم , ف , و ইত্যাদি প্রকৃত কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যথাসম্ভব সেসব তাহকীক সামনে রেখে অনুবাদ করা হয়েছে।

৩. বহু স্থানে بيان مبين , عطف تفسيرى , تمييز , حال ইত্যাদির তর্জমা সংশ্লিষ্ট মর্মজ্ঞাপক স্পষ্ট শব্দেই করা হয়েছে, যাতে করে এসব বিষয়ে তাহকীকে আগ্রহী তালিবে ইল্‌মরা উপকৃত হতে পারে।

৪. কুরআনে কারীমের বর্ণনাশৈলী সবস্থানে একরকম নয়। কোথাও সাহিত্যিক বর্ণনাশৈলী (اسلوب ادبى) কোথাও তাত্ত্বিক বর্ণনাভংগি (اسلوب علمى), কোথাও ভাষণ বা সম্বোধনের ভংগি (اسلوب خطابى) প্রয়োগ করা হয়েছে। আবার কোথাও রয়েছে সাংবিধানিক ভাবগাম্ভির্যপূর্ণ বর্ণনাভংগি। অতএব সবস্থানে সাহিত্যিক ভাষার লালিত্যে অনুবাদ সম্পন্ন করা আমাদের কাছে সংগতিপূর্ণ মনে হয়নি। স্থান হিসেবে যেখানে যেমন ভাষা ও বর্ণনাভংগি সংগতিপূর্ণ মনে হয়েছে, সেভাবেই অনুবাদ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫. যেখানে কোন শব্দ বা বাক্যের একাধিক তর্জমা হতে পারে, সেখানে যে তর্জমাটি আমাদের কাছে শব্দের মূল ধাতুর কাছে থেকে সম্পন্ন হয় বা যেটি পূর্বাপর বিষয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় বলে প্রতিপন্ন হয়েছে সে তর্জমাটিই আমরা গ্রহণ করেছি। বিশেষ বিশেষ স্থানে টীকাতে অন্য যে তর্জমা হতে পারে তা উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে।

এই সবকিছুর দ্বারা যতটুকু উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলার শোকর জ্ঞাপন করছি। আর যা কিছু ভুল-ত্রুটি হয়েছে তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমীন!

বিনীত

মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

www.maktabatulabrar.com

সম্পাদকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الحمدُ لله ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسَّلامُ على سيدِ المُرسلينَ وخاتمِ النبيينَ، وعلى آله وأصحابه أجمعينَ. أمَّا بعدُ!

"বুরহানুল কুরআন" নামক বক্ষ্যমান তাফসীর গ্রন্থটি হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান দামাত বারাকাতুহুম-এর পরিকল্পনা ও তাঁর ঐকান্তিক কামনার ফসল। এটি আদ্যোপান্ত তাঁরই সারপোরস্তীতে সু-সম্পন্ন একটি সংক্ষিপ্ত তাফসীর গ্রন্থ, যা বহু তাফসীরের সার-নির্যাস। ১৯৯৩ ইং সালের অক্টোবর মাসে তাঁর সেরপোরস্তীতে এটির রচনা ও সংকলনের কাজ শুরু হয় এবং ১৯৯৭ ইং সালের জানুয়ারি মাসে সমাপ্ত হয়।

তাফসীর গ্রন্থটির কাজ শুরু করার পূর্বে এর রচনা ও সংকলনের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে লেখকদের সাথে হযরতের বিভিন্ন সময়ে যে বৈঠকগুলো অনুষ্ঠিত হয়, তাতে এই রচনা ও সংকলনের কাজে অপর পাঁচজন লেখকের সাথে আমার শরীক থাকা এবং কাজ সমাপ্তি লাভ করার পর এর সম্পাদনা করারও দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেমতে আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও সম্পাদনার দায়িত্ব পালন আমাকেই করতে হয়েছে।

সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিশেষভাবে আমাকে যেকাজগুলো করতে হয়েছে, তা হল–

১. সকল লেখকের ভাষা ও বর্ণনাশৈলীকে এক ধাচে আনা।

২. প্রয়োজনীয় স্থানে টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করা।

৩. আহকাম ও শিক্ষায় সংযোজন করা।

৪. তথ্যগত ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা।

৫. ভাষাগত ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা।

৬. কিছু কিছু স্থানে প্রয়োজনবোধে লেখকগণ কর্তৃক প্রদত্ত বরাত যাচাই করা।

বিশেষত তর্জমার ক্ষেত্রে الفاظ – এর تركيبى অবস্থান, فصاحت , بلاغت –এর ভিত্তিতে তর্জমার কি বৈশিষ্ট্য হওয়া চাই, সংশ্লিষ্ট স্থানে حروف معانى ইত্যাদি প্রকৃত سوف , س , ان , إن , ثم , حتى , ف , و কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, সেসব তাহকীক সামনে রেখে তর্জমা-অংশের সম্পাদনা করতে গিয়ে তর্জমার প্রায় সিংহভাগই আমাকে নতুনভাবে করতে ও ঢেলে সাজাতে হয়েছে। 'আহকাম ও শিক্ষা' অংশেরও সিংহভাগ আমারই সংযোজিত। তাফসীরের পরিভাষাসমূহ এবং তাফসীর শাস্ত্রের প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি ইত্যাদির বর্ণনাও আমার সংযোজিত। বস্তুত এটা প্রচলিত অর্থে সম্পাদনা নয় বরং এটা হল পুরো লেখাকেই নতুনভাবে ঢেলে সাজানো এবং প্রয়োজনীয় বহু কিছুর সংযোজন ঘটানো।

আমি আমার সাধ্যমত উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছি। এরপরও ত্রুটি-বিচ্যুতি

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিজ্ঞজনের দৃষ্টিতে এরূপ কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে তা অবহিত করার সনির্বন্ধ নিবেদন রইল। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে আমরা তা সংশোধনের চেষ্টা করব।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই মেহনতকে কবুলিয়াত দান করুন এবং এই তাফসীর গ্রন্থটিকে বাংলা ভাষা-ভাষীদের কুরআন বুঝার ওছীলা ও আমলের উৎস বানান। আমীন!

বিনীত

(মাওলানা) মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

১৮/১১/২০০৭ ঈসায়ী

৬/১১/১৪২৮ হিজরী

তাফসীর শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা-র ব্যাখ্যা

❑ ওহী (وحي) :

"ওহী" শব্দের আভিধানিক অর্থ দ্রুত কোন দিকে ইংগিত করা। পরিভাষায় ওহী হল- "আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত এমন বার্তা, যা তাঁর কোন নবীর উপর অবতীর্ণ হয়।"

❑ ওহিয়ে মাত্‌লূ (وحي متلو) ও ওহিয়ে গায়র মাত্‌লূ (وحي غير متلو):

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দু'প্রকার ওহী নাযেল হয়েছে। এক প্রকার হল কুরআনে কারীমের আয়াত, যার শব্দ ও অর্থ উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। উলামায়ে কেরামের পরিভাষায় এ প্রকারের ওহীকে "ওহিয়ে মাত্‌লূ" (وحي متلو) [পঠিত ওহী অর্থাৎ, তেলাওয়াত হয়- এমন ওহী।] বলা হয়। আর এক প্রকার হল যা কুরআনের অংশ নয় তবে তার মাধ্যমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক হুকুম-আহকাম দেয়া হয়েছে। এ প্রকারের ওহীকে বলা হয় "ওহিয়ে গায়র মাত্‌লূ" (وحي غير متلو) [অপঠিত ওহী অর্থাৎ, তেলাওয়াত হয় না- এমন ওহী।]। এ প্রকারের ওহী বিশুদ্ধ হাদীছ রূপে সংরক্ষিত রয়েছে।

❑ কুরআন (قرآن):

"কুরআন" শব্দটি আভিধানিকভাবে قرأ يقرأ قرآنا (ن) থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ একত্রিতকরণ। পরে তা পঠন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি مصدر (ক্রিয়ামূল)। আর اسم مفعول শব্দ (Past Participle) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ অর্থেই কুরআনে কারীমকে "কুরআন" (পঠিত গ্রন্থ) বলা হয়।

"কুরআন"-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

المنزل على الرسول، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا نقلا متواترا بلا شبهة.

অর্থাৎ, "কুরআন" হল আল্লাহর এমন বাণী, যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে, সন্দেহাতীত ধারাবাহিক সূত্র-পরম্পরায় আমাদের নিকট পৌঁছেছে।

❑ ছবাবে নুযূল/শানে নুযূল (سبب نزول/شان نزول) :

মুফাস্‌সিরীনে কেরামের পরিভাষায় কোন অবস্থার প্রেক্ষাপট ও সময়ের চাহিদা অনুযায়ী আয়াত/ সূরা অবতীর্ণ হওয়াকে "ছবাবে নুযূল" বা "শানে নুযূল" (অবতরণ প্রসঙ্গ/অবতরণের প্রেক্ষাপট) বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, কুরআনে কারীমের কিছু আয়াত বা সূরা বিশেষ কোন ঘটনা কিংবা কারও কোন প্রশ্ন ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা নিজের থেকে নাযেল করেছেন। আর কিছু আয়াত বা সূরা বিশেষ কোন ঘটনা প্রসঙ্গে বা কারও কোন প্রশ্নের জবাবে নাযেল করেছেন। এই শেষোক্ত প্রকারের ঐ ঘটনা বা প্রশ্নই হল "ছবাবে নুযূল" বা "শানে নুযূল"।

❑ মক্কী আয়াত (مكي آيت) :

অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের পরিভাষায় "মক্কী আয়াত" বলতে বোঝায় যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মদীনায় হিজরতের পূর্বে নাযেল হয়েছে। চাই তা মক্কা নামক নগরীতেই নাযেল হোক বা অন্য কোন স্থানে নাযেল হোক।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

❑ মাদানী আয়াত (مدنی آیت) :

আর "মাদানী আয়াত" বলতে বোঝায় যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মদীনায় হিজরতের পরে নাযেল হয়েছে। চাই তা মদীনা নামক নগরীতেই নাযেল হোক বা অন্য কোন স্থানে নাযেল হোক।

❑ মক্কী সূরা (مکی سورہ) :

যে সূরা সম্পূর্ণটা কিংবা যে সূরার অধিকাংশটা হিজরতের পূর্বে নাযেল হয়েছে, তাকে "মক্কী সূরা" বলা হয়। সম্পূর্ণটা মক্কী হওয়ার উদাহরণ হল সূরা মুদ্দাস্‌সির। আর অধিকাংশটা মক্কী হওয়ার উদাহরণ হল সূরা আ'রাফ। উভয় প্রকারের সূরাকেই মক্কী সূরা বলা হয়।

❑ মাদানী সূরা (مدنی سورہ):

যে সূরা সম্পূর্ণটা কিংবা যে সূরার অধিকাংশটা হিজরতের পরে নাযেল হয়েছে, তাকে "মাদানী সূরা" বলা হয়। সম্পূর্ণটা মাদানী হওয়ার উদাহরণ হল সূরা নাস্‌র। আর অধিকাংশটা মাদানী হওয়ার উদাহরণ হল সূরা হজ্জ। উভয় প্রকারের সূরাকেই মাদানী সূরা বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, সাধারণত কোন সূরায় মক্কী আয়াতের সংখ্যা বেশি হলে মক্কী আর মাদানী আয়াতের সংখ্যা বেশি হলে মাদানী বলা হয়। যেমন পূর্বে বর্ণনা করা হল। আবার এমনও হয়ে থাকে যে, যেসব সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো হিজরতের পূর্বে নাযেল হয়েছে, অবশিষ্ট আয়াত হিজরতের পরে নাযেল হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোকে মক্কী সূরা বলা হয়।

❑ তাফসীর (تفسیر):

"তাফসীর" (تفسیر) শব্দের আভিধানিক অর্থ খোলা, উন্মুক্ত করণ, স্পষ্টকরণ, বিশ্লেষণ। তাফসীরের মাধ্যমে কুরআনে কারীমের অর্থ ও বিষয়বস্তুকে খুলে দেয়া হয়, স্পষ্ট করা হয় এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় বিধায় তাফসীরকে "তাফসীর" বলা হয়। সাধারণ পরিভাষায় কুরআনের তাফসীর বলতে কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশদ বিবরণকে বোঝানো হয়ে থাকে।

❑ ইল্‌মুত্তাফ্‌সীর-এর تعریف:

আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী সংক্ষেপে ইল্‌মুত্তাফ্‌সীর (علم التفسیر) তথা "তাফসীর শাস্ত্র"-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন-

علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.

অর্থাৎ, "তাফসীর শাস্ত্র" হল এমন শাস্ত্র, যার দ্বারা আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নবী- মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি নাযেলকৃত কিতাব- কুরআনের বুঝ অর্জিত হয় এবং তার অর্থগত ব্যাখ্যা, বিধি-বিধান ও হেকমতসমূহ উদঘাটন করা যায়। (البرهان في علوم القرآن للزركشي جـ/১)

❑ ইল্‌মুত্তাফ্‌সীর-এর موضوع :

ইল্‌মুত্তাফ্‌সীর-এর موضوع বা আলোচ্য বিষয় হল কুরআনে কারীম (অর্থ ও ব্যাখ্যার দিক থেকে)।

(مناهل العرفان)

❑ ইল্‌মুত্তাফ্‌সীর-এর ফায়দা :

ইল্‌মুত্তাফ্‌সীর-এর ফায়দা হল এর দ্বারা কুরআনে কারীমের উচ্চতর শিক্ষা লাভ হয়, কুরআনে কারীমের মূল্যবান তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায় এবং কুরআনে কারীমের পক্ষে সুন্দরভাবে প্রতিরোধ তোলার যোগ্যতা অর্জিত হয়। (مناهل العرفان)

❑ তাবীল (تاویل) :

তাবীল (تاویل) শব্দের আভিধানিক অর্থ রুজূ করা, প্রত্যাগমন করা, ফিরে যাওয়া, ফিরানো ইত্যাদি। কেউ কেউ বলেছেন, তাবীল শব্দটি আভিধানিকভাবে তাফসীর-এর সমার্থবোধক। (التفسير والمفسرون)

মুতাকাদ্দিমীন তথা প্রাচীন যুগের উলামায়ে কেরামের নিকট তাবীল (تاویل) শব্দের পারিভাষিক অর্থে কোন পার্থক্য ছিল না। তবে পরবর্তীদের নিকট এতদুভয় শব্দের পারিভাষিক অর্থে কিছু পার্থক্য রয়েছে।

❑ তাফসীর (تفسیر) ও তাবীল (تاویل)-এর মধ্যে পার্থক্য:

প্রাচীন যুগে "তাফসীর" শব্দের স্থলে "তাবীল" (تاویل) শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। পরবর্তী-তে উলামায়ে কেরামের মাঝে এ শব্দ দুটি সমার্থবোধক কি না তা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। ইমাম আবূ উবায়দ প্রমুখের মতে শব্দ দুটি সমার্থবোধক, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শব্দ দুটির মাঝে প্রকৃত কোন পার্থক্য নেই।

অনেকে শব্দ দুটির মাঝে বিভিন্ন ভাবে পার্থক্য করেছেন। এ ব্যাপারে এত মতামত হয়েছে যে, সবগুলিকে সমন্বিত করা সম্ভব নয়। নিম্নে সংক্ষেপে বিশেষ কয়েকটি মতামত তুলে ধরা হল।

১. বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দের পৃথক পৃথক ব্যাখ্যার নাম "তাফসীর" আর বাক্যের সমষ্টিগত ব্যাখ্যার নাম "তাবীল"।

২. শব্দের বাহ্যিক অর্থ বর্ণনা করাকে "তাফসীর" আর আসল উদ্দেশ্য বর্ণনা করাকে "তাবীল" বলে।

৩. যে আয়াতে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা নেই, তার ব্যাখ্যাকে "তাফসীর" বলে। আর একাধিক ব্যাখ্যার সম্ভাবনা বিশিষ্ট আয়াতের যে কোন একটি ব্যাখ্যাকে দলীলের সাথে গ্রহণ করাকে "তাবীল" বলে।

৪. পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে ব্যাখ্যা করাকে "তাফসীর" আর দোদুল্যমানতার সাথে ব্যাখ্যা করাকে "তাবীল" বলে।

৫. শব্দের ভাবার্থ বর্ণনা করাকে "তাফসীর" আর ভাবার্থ থেকে নির্গত শিক্ষা ও ফলাফলকে সবিস্তারে বর্ণনা করাকে "তাবীল" বলে।

(علوم القرآن: تقی عثمانی থেকে গৃহীত)

❑ তাফসীর বির্ রায় (التفسير بالراي)

"তাফসীর বির্ রায়" (التفسير بالراي)-এর শাব্দিক অর্থ নিজস্ব চিন্তার ভিত্তিতে কোন ব্যাখ্যা করা। পরিভাষায় (নিষিদ্ধ) তাফসীর বির্ রায় বলতে বোঝানো হয়, তাফসীরের ক্ষেত্রে শরীয়তের স্বীকৃত

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

নীতিমালাকে উপেক্ষা করে নিজস্ব চিন্তার ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তমূলক ব্যাখ্যা প্রদান করা। সাধারণভাবে এরূপ ব্যাখ্যাকে "মনগড়া ব্যাখ্যা" বলা হয়। "তাফসীর বির্ রায়" বা "মনগড়া ব্যাখ্যা" নিষিদ্ধ। সহীহ হাদীছে বলা হয়েছে, এরূপ পন্থায় তাফসীর করতে গিয়ে কেউ যদি সঠিক সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়, তবুও সে ভুল করল। কেননা, সে ভুল পথ অবলম্বন করেছে।

❑ নস্খ (نَسْخ), নাসিখ (ناسخ) ও মান্সূখ (منسوخ)

"নস্খ" (نَسْخ) শব্দের আভিধানিক অর্থ "নিশ্চিহ্ন করা", "দূরীভূত করা"। এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হল–

رفع حكم شرعي بدليل شرعي .

অর্থাৎ, কোন শর্য়ী দলীল দ্বারা কোন শর্য়ী বিধানকে রহিত করা।

আল্লাহ তা'আলা অবস্থার চাহিদানুযায়ী নিজ প্রজ্ঞার ভিত্তিতে কোন বিধানকে বিলুপ্ত করে তার স্থলাভিষিক্ত অন্য কোন বিধান জারি করে থাকেন। এভাবে যে বিধানকে বিলুপ্ত করা হয়, সেটাকে বলে "মান্সূখ" (منسوخ) এবং যে নতুন বিধান প্রতিষ্ঠিত করা হয় সেটাকে বলে "নাসিখ" (ناسخ)। আর এ ধরনের পরিবর্তনকে বলা হয় "নস্খ"(نَسْخ)।

❑ ইসরাঈলিয়্যাত (اسرائيليات):

"ইসরাঈলিয়্যাত" (اسرائيليات) অর্থ ইয়াহুদী ও নাসারাদের সূত্রে প্রাপ্ত বর্ণনাবলী, যা তাদের ধর্ম গ্রন্থ বা কিংবা আরবদের ইয়াহুদী ও নাসারাদের সমাজে প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে এসেছে। এরূপ ইসরাঈলী রেওয়ায়াত তিন ধরনের। যথা:

১. এরূপ ইসরাঈলী রেওয়ায়াত, কুরআন বা সহীহ হাদীছে যার সত্যায়ন পাওয়া যায়। এরূপ ইসরাঈলী রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য।

২. এরূপ ইসরাঈলী রেওয়ায়াত, কুরআন বা সহীহ হাদীছ দ্বারা যার মিথ্যা হওয়া সাব্যস্ত হয়। এরূপ ইসরাঈলী রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. এরূপ ইসরাঈলী রেওয়ায়াত, বাস্তবভিত্তিক দলীল-প্রমাণ দ্বারা না তার সত্য হওয়া প্রমাণিত, না মিথ্যা হওয়া প্রমাণিত। এরূপ ইসরাঈলী রেওয়ায়াত সম্পর্কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لا تصدقوها ولا تكذبوها.

অর্থাৎ, না এগুলোকে সত্য হিসেবে স্বীকৃতি দাও, না মিথ্যা হিসেবে।

এরূপ ইসরাঈলী রেওয়ায়াত বর্ণনা করা জায়েয, তবে এর উপর কোন দ্বীনী মাসআলা– মাসায়েলের ভিত্তি রাখা যাবে না। এ ধরনের রেওয়ায়েত বর্ণনা করাতে কোন মঙ্গলও নেই।

❑ হিয্ব বা মান্যিল (حزب/منزل):

সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীগণের অনেকে সপ্তাহে অন্তত এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। এ উদ্দেশ্যে তারা প্রতিদিন তেলাওয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। এই নির্দিষ্ট পরিমাণকেই "হিয্ব" (حزب) বা "মান্যিল" (منزل) বলা হয়ে থাকে। এভাবে পূর্ণ কুরআনে কারীমকে মোট সাতটি মানযিলে বিভক্ত করা হয়েছে।

❑ পারা/যুজ (جزء/پارہ):

"পারা" (پارہ) বা "যুজ" (جزء) শব্দের অর্থ অংশ। কুরআনে কারীমে এরূপ ত্রিশটি পারা বা যুজ রয়েছে। অর্থ বা বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে নয় বরং শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যের সুবিধার্থে এরূপ ভাগ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ সাহাবায়ে কেরামের যুগের পর এটা করা হয়েছে।

❑ সূরা (سورہ):

"সূরা" (سورہ) শব্দের আভিধানিক অর্থ বিচ্ছিন্ন, স্তর। একটি একটি সূরা যেন এক একটি স্তর এবং একটা অন্যটা থেকে ভিন্ন– এ জন্যে সূরাকে সূরা বলা হয়। পরিভাষায় "সূরা" (سورہ) বলা হয় কুরআনের কতিপয় আয়াতের সমষ্টিকে, যার সূচনা ও সমাপ্তি রয়েছে। (مناهل العرفان)

❑ রুকূ (رکوع):

আয়াতে যেখানে একটি প্রসঙ্গ শেষ হয়, সেখানে পৃষ্ঠার পাশে একটি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটাকে "রুকূ" বলা হয়ে থাকে। নামাযের এক রাকআতে এতটুকু পরিমাণ তেলাওয়াত করে রুকূ করা যেতে পারে– এ দিকে লক্ষ করেই সম্ভবত "রুকূ" নামকরণ করা হয়ে থাকবে। কুরআনে কারীমে এরূপ সর্বমোট ৫৪০ টি রুকূ রয়েছে।

তাফসীর শাস্ত্রের কতিপয় মূলনীতি

শানে নুযূলের গুরুত্ব ও উপকারিতা

কুরআনে কারীমের তাফসীর বোঝার জন্য শানে নুযূল (অবতরণ প্রসঙ্গ/অবতরণের প্রেক্ষাপট) সম্পর্কিত জ্ঞান একটি আবশ্যকীয় বিষয়। কেননা, কোন ঘটনা বা কারও কোন প্রশ্নের ভিত্তিতে যখন কোন আয়াত নাযেল হয়, তখন সেই ঘটনা বা প্রশ্নই হল সংশ্লিষ্ট আয়াতের "শানে নুযূল" (شان نزول) বা "ছবাবে নুযূল" (سبب نزول)। এ ক্ষেত্রে ঐ ঘটনা বা প্রশ্ন সম্পর্কে জানা না থাকলে তথা শানে নুযূল জানা না থাকলে শুধু আয়াতের শব্দাবলী থেকে মর্মোদ্ধার করতে গেলে হয়তো সংশ্লিষ্ট ঘটনার দিকে ইংগিতসূচক শব্দ থাকার কারণে সেই শব্দের মর্মোদ্ধারে অস্পষ্টতা থেকে যাবে কিংবা ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে যাবে। ক্ষেত্র বিশেষে ঘটনা জানা না থাকার কারণে সংশ্লিষ্ট ঘটনার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত আয়াতের অনেক শব্দ অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হবে। অতএব কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা দূরীকরণ, ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত থাকা ও কুরআনে ব্যবহৃত শব্দাবলীর যথার্থতা উপলব্ধি করার স্বার্থে শানে নুযূল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর গুরুত্ব ও উপকারিতা

কুরআনে কারীমে বহুস্থানে কোন ঘটনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট আয়াত নাযেল হওয়া নয় বরং আয়াতের মধ্যে বিশেষ কোন ঘটনার দিকে ইংগিত থাকে বা সংক্ষেপে কোন ঘটনা বিবৃত হয়। এগুলোকে আয়াতের শানে নুযূল নয় বরং আয়াতের সংশ্লিষ্ট ঘটনা (قصة متعلقة) বলা হয়। এ ক্ষেত্রে ঐ সংশ্লিষ্ট ঘটনা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানা থাকলে আয়াতে ব্যবহৃত শব্দাবলীর যথার্থতা উপলব্ধি করা, আয়াতের মর্মোদ্ধার করা ও আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করা সহজতর হয়। সংশ্লিষ্ট ঘটনা বা ঘটনাবলী জানা না থাকলে কঠিন হয়।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তাফসীরের উৎস (مَأخَذ التَّفسِير)

উল্লেখ্য যে, কুরআনে কারীমের কিছু আয়াত এমন রয়েছে, যার অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট ও সহজবোধ্য, যার ভাবার্থে কোন জটিলতা বা অস্পষ্টতা নেই, আরবী ভাষায় পারদর্শী ব্যক্তি মাত্রই পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে তার মর্ম বুঝতে সক্ষম হয়। এরূপ আয়াতের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য আরবী ভাষায় পারদর্শিতা ও সুস্থ বিবেক ব্যতীত অন্য কোন উৎসের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু যে সব আয়াতের বিষয়বস্তু অস্পষ্ট কিংবা সংক্ষিপ্ত, সেসব আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে শুধু আরবী ভাষা ও অভিধানই যথেষ্ট নয় বরং সে ক্ষেত্রে আরও ৬টি উৎস (مَأخَذ) রয়েছে। যথা–

১. প্রথম উৎস হল স্বয়ং কুরআন। অনেক বিষয়ে এক আয়াত অন্য আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করে থাকে। এক আয়াতে কোন অস্পষ্টতা থাকলে অন্য আয়াতে সে অস্পষ্টতা দূরীভূত করা হয়।

২. দ্বিতীয় উৎস হল হাদীছ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়াতে প্রেরণের উদ্দেশ্যই ছিল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথা ও কাজ দ্বারা কুরআনে কারীমের ব্যাখ্যা প্রদান করবেন। অতএব নবীর কথা ও কাজ তথা হাদীছ হল কুরআনের ব্যাখ্যা। সুতরাং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর হাদীছ কুরআন ব্যাখ্যার একটি উৎস।

৩. তৃতীয় উৎস হল সাহাবায়ে কেরামের উক্তি। সাহাবায়ে কেরাম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর কথা ও কাজ দেখে কুরআনে কারীমের ব্যাখ্যা ও তৎসংশ্লিষ্ট শিক্ষা অর্জন করেছেন। অতএব সাহাবায়ে কেরামের উক্তি কুরআন ব্যাখ্যার একটি উৎস।

৪. চতুর্থ উৎস হল তাবিয়ীগণের উক্তি। তাফসীরের ক্ষেত্রে তাবিয়ীগণের উক্তি গ্রহণযোগ্য কি না এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। হাফেজ ইবনে কাছীরের সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ ক্ষেত্রে তিনটি সূরত রয়েছে। হুকুমসহ সে তিনটি সূরত নিম্নরূপ–

(১) তাবিয়ী যদি কোন তাফসীর কোন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, তবে তা সাহাবায়ে কেরামের তাফসীরের হুকুমে ধর্তব্য হবে এবং তা গ্রহণযোগ্য হবে।

(২) তাবিয়ী যদি কোন তাফসীর নিজের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, আর এ ব্যাপারে অন্য কোন তাবিয়ীর মতবিরোধ না থাকে, তাহলে এরূপ তাফসীরও গ্রহণযোগ্য এবং তার অনুসরণ করা ওয়াজিব।

(৩) তাবিয়ী যদি কোন তাফসীর নিজের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, আর এ ব্যাপারে অন্য কোন তাবিয়ীর ভিন্ন মত থাকে, তাহলে তাবিয়ীর এরূপ রায় (মত) গ্রহণযোগ্য হবে না। সে ক্ষেত্রে আয়াতের তাফসীরের জন্য কুরআনে কারীম, হাদীছে রসূল, আছারে সাহাবা, আরবী ভাষা ও অন্যান্য শরয়ী দলীলাদির উপর গভীর চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৫. পঞ্চম উৎস হল আরবদের ভাষা। যেখানে কুরআন, হাদীছ ও আছারে সাহাবার মধ্যে কোন শব্দের তাফসীর না পাওয়া যায়, তাবিয়ীগণের দ্বিতীয় প্রকারের উক্তিও না পাওয়া যায়, সেখানে আয়াতের ঐ তাফসীর করা হবে, যা আরবদের প্রচলিত ভাষায় শ্রবণমাত্রই বুঝে আসে। এ ক্ষেত্রে আরবী কবিতা পেশ করে এমন অল্প প্রচলিত অর্থ বর্ণনা করা ভুল হবে যা অভিধানে তো লেখা হয়ে থাকে কিন্তু আরবদের প্রচলিত সাধারণ ভাষায় তা ব্যবহৃত হয় না।

৬. ষষ্ঠ উৎস হল সুস্থ বিবেক। উপরোক্ত পাঁচটি উৎস দ্বারা কুরআনে কারীমের বিষয়বস্তুকে প্রয়োজন পরিমাণ তো উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু সুস্থ বিবেক প্রসূত চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কুরআনে কারীমের কূল-কিনারা বিহীন মাআরিফ, হাকায়িক ও গোপন-সূক্ষ্ম বিষয়াদির অবারিত দ্বার উন্মুক্ত করত আরও অভিনব তত্ত্ব, তথ্য ও রহস্য সংযোজনের অবকাশও রয়ে গেছে।

উল্লেখ্য যে, বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা লব্ধ নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্যাবলীর মধ্যে কেবল সেগুলোই গ্রহণযোগ্য হবে যা উপরোক্ত পাঁচটি উৎসের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

তাফসীরের অগ্রহণযোগ্য উৎস:

পূর্বে তাফসীরের নির্ভরযোগ্য ৬টি উৎস সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি অনির্ভরযোগ্য ৩টি উৎস রয়েছে। যথা:

১. ইসরাঈলী রেওয়ায়াত। এ সম্বন্ধে পূর্বে ("তাফসীর শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা–র ব্যাখ্যা" শিরোনামের অধীনে) আলোচনা করা হয়েছে।

২. তাফসীর বির্-রায় বা মনগড়া ব্যাখ্যা। এ সম্বন্ধেও পূর্বে ("তাফসীর শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষার ব্যাখ্যা" শিরোনামের অধীনে) আলোচনা করা হয়েছে।

৩. সূফীগণের তাফসীর। বিভিন্ন আয়াতের অধীনে সূফীগণের এমন কিছু উক্তি পাওয়া যায় যেগুলো বাহ্যত তাফসীর বলে মনে হলেও তা আয়াতের বাহ্যিক ও বর্ণিত অর্থের পরিপন্থী। এ ধরনের উক্তির ব্যাপারে নিম্নোক্ত ৪টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

(১) এ ধরনের উক্তি শুধু ভাবাবেগের মর্যাদা রাখে, এটাকে কুরআনে কারীমের তাফসীর এবং আয়াতের আসল উদ্দেশ্য মনে করা যাবে না। বরং আয়াতের তাফসীর ও মূল উদ্দেশ্য সেটাই যা তাফসীরের নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে বুঝে আসে।

(২) এ ধরনের উক্তির মধ্যে কেবল সেটাকেই সঠিক বলে মনে করা যেতে পারে, যা কুরআনে কারীমের বাহ্যিক অর্থ ও শরীয়তের কোন স্বীকৃত মূলনীতির বিপরীত না হয়।

(৩) এ ধরনের উক্তি তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তা কুরআনে কারীমের বিকৃতির পর্যায়ে না পৌঁছে। যেমন কোন ব্যক্তি مَن ذَا الَّذِى يَشفَعُ إلخ আয়াতকে (যার অর্থ হল– কে এমন আছে, যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ব্যতীত?) বিকৃত করে বলল, এটা হল مَن ذَلَّ ذِى يَشفَعُ যার অর্থ হল– যে ব্যক্তি প্রবৃত্তিকে লাঞ্ছিত করবে, সে শিক্ষা পেয়ে যাবে। এ ধরনের বিকৃতি গোমরাহী ও খোদাদ্রোহিতা।

(৪) যদি কেউ মনে করে যে, বাহ্যিকভাবে কুরআনের যে অর্থ বুঝে আসে, প্রকৃত পক্ষে সেটা আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রত্যেকটি কথা দ্বারা একটি বাতেনী উদ্দেশ্য রয়েছে, সেটাই কুরআনে কারীমের প্রকৃত তাফসীর। যেমন প্রাচীনকালে "বাতেনিয়া" নামক একটি দলের এরূপ দাবি ছিল। এ ধরনের বিশ্বাস পোষণকারী উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে কাফের। অতএব সূফীগণের কোন উক্তির ব্যাপারে এ ধরনের বিশ্বাস স্থাপন করা হলে তা হবে বাতেনিয়াদের মতবাদের অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখ্য যে, সূফীগণ থেকে বিভিন্ন আয়াতের অধীনে এমন কিছু উক্তিও পাওয়া যায় যেটাকে তারা আয়াতের মূল তাফসীর হিসেবে নয় বরং আয়াত থেকে তাদের অন্তরে যে বিষয়টি উদ্ভাসিত হয়েছে সেটাকে চিন্তা-ভাবনায় রাখা যায়– এ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁরাও সংশ্লিষ্ট আয়াতের সর্বজন

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

স্বীকৃত অর্থ ও মর্মকেই তাফসীর রূপে গ্রহণ করেছেন। যেমন কুরআনে কারীমের আয়াত– قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ (যার অর্থ– তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে জেহাদ কর।)–এর ব্যাখ্যায় কোন কোন সূফী বলেছেন, তোমরা জেহাদ কর প্রবৃত্তির সাথে; কেননা এটা মানুষের সবচেয়ে নিকটবর্তী শত্রু। এ দৃষ্টান্তে সূফীগণের এ উদ্দেশ্য নয় যে, আয়াতে কাফেরদের সাথে জেহাদের যে নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, তা এখানে প্রযোজ্য নয়। বরং তাদের উদ্দেশ্য হল কাফেরদের সাথে জেহাদের যে নির্দেশ এখানে বর্ণিত হয়েছে, সেটাই কুরআনের মূল দাবি। তবে এর পাশাপাশি এ বিষয়টিও চিন্তা-ভাবনায় রাখা চাই যে, প্রবৃত্তি মানুষের সবচেয়ে নিকটবর্তী শত্রু।

মুফাস্‌সিরের যোগ্যতা ও গুণাবলী (شرائط التفسير)

আল্লামা ইব্‌নে আবিদ্দুনিয়া (রহ.) বলেছেন, পনেরটা বিষয় এমন রয়েছে, যে সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা ব্যতীত কেউ মুফাস্‌সির হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে না। এই পনেরটা বিষয়ের পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা ব্যতীত কেউ তাফসীর করলে তার তাফসীর 'তাফসীর বির্-রায়' তথা মনগড়া ব্যাখ্যা বলে আখ্যায়িত হবে। পনেরটি বিষয় এই :–

১. লোগাত (আরবী ভাষা)।
২. নাহু (আরবী ব্যাকরণ)।
৩. সরফ (আরবী শব্দ প্রকরণ)
৪. ইল্‌মে ইশতেক্বাক্ব (শব্দের ব্যুৎপত্তি জ্ঞান)।
৫. ইল্‌মে মাআনী (আরবী অলংকার শাস্ত্রের একটি শাখা)।
৬. ইল্‌মে বয়ান (আরবী অলংকার শাস্ত্রের একটি শাখা)।
৭.ইল্‌মে বাদী' (আরবী অলংকার শাস্ত্রের একটি শাখা)।
৮. ইল্‌মে ক্বেরাত।
৯. উসূলে দ্বীন।
১০. উসূলে ফেকাহ।
১১. ফেকাহ।
১২. আসবাবে নুযূল ও ক্বাসাস (কুরআনের অবতরণ–পেক্ষাপট ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী)।
১৩. নাসেখ, মান্‌সূখ।
১৪. কুরআনের মুজমাল ও মুবহাম–এর ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছসমূহ।
১৫. 'ইলমুল মাওহিবাহ' তথা কেউ ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে যে বিশেষ জ্ঞান দান করেন সেই জ্ঞান।

উপরোক্ত বিষয়াদি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করার সাথে সাথে মুফাসসিরের মধ্যে আরও কয়েকটি বিষয় থাকতে হবে। ইমাম আবুত্তাইয়্যেব তাবারী (রহ.) বলেছেন, মুফাসসিরের আকীদা সহীহ হতে হবে, তার মধ্যে সুন্নাতের ইত্তেবা থাকতে হবে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লা-মের বর্ণনার উপর নির্ভরতা থাকতে হবে, সাহাবা ও তাবিয়ীনের বর্ণনার উপর নির্ভরতা থাকতে হবে। তাঁদের বর্ণনার মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলে যথাসাধ্য সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হলে তা করতে হবে। (الإتقان في علوم القرآن للسيوطي থেকে গৃহীত)

www.maktabatulabrar.com

তাফসীরের ক্ষেত্রে ভ্রষ্টতার কারণসমূহ

১. অযোগ্যতা: তাফসীরের ক্ষেত্রে ভ্রষ্টতা বা পদস্খলনের সবচেয়ে বড় কারণ হল প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছাড়াই তাফসীরের ক্ষেত্রে নিজের অভিমত পেশ করতে যাওয়া।

উল্লেখ্য– অধুনা অনেকে মনে করেন যে, কুরআনে কারীম আরবী ভাষায় লিখিত কিতাব। অতএব কেউ শুধু আরবী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করলেই তিনি কুরআনের তাফসীর করতে পারেন। কেউ শুধু আরবী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করলেই তিনি আলেম। অথচ একথা সর্বজনবিদিত যে, কেউ শুধু ইংরেজি ভাষায় অভিজ্ঞ হলেই ইংরেজি ভাষায় লিখিত চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থ পাঠ করে তিনি ডাক্তার বলে স্বীকৃতি পান না। ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রকৌশল শাস্ত্রের গ্রন্থ পাঠ করে তিনি ইঞ্জিনিয়ার বলে স্বীকৃতি পান না। ইংরেজী ভাষায় লিখিত আইন শাস্ত্রের গ্রন্থ পাঠ করে তিনি আইনজীবী বলে স্বীকৃতি পান না। বরং এ সবের স্বীকৃতি পেতে হলে ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞতা ছাড়াও আরও অনেক কিছু শর্ত রয়েছে।

২. কুরআনকে নিজের চিন্তার অধীন করা: তাফসীরের ক্ষেত্রে ভ্রষ্টতা বা পদস্খলনের আর একটি বড় কারণ হল কুরআনকে নিজের চিন্তার অধীন করা। যদি কেউ আগে থেকেই মনে কিছু পূর্ব ধারণা লালন করে এবং পূর্ব ধারণাকে ভিত্তি করে সেই দৃষ্টিতে কুরআন পড়তে শুরু করে, তারপর কুরআনের বক্তব্যকে সেই ধারণার অধীনে আনার চেষ্টা করে, তাহলে এটাই হল কুরআনকে নিজের চিন্তার অধীন করা। এর অর্থ হল সে হেদায়াত লাভ করার উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করেনি বরং নিজস্ব চিন্তার সমর্থন লাভের জন্য কুরআন পাঠ করেছে। আর এরূপ করা নিঃসন্দেহে গোমরাহী। এর থেকেই তাফসীর বির্–রায় বা মনগড়া ব্যাখ্যা জন্ম নেয়।

৩. সমকালীন মতাদর্শের প্রভাব: তাফসীরের ক্ষেত্রে ভ্রষ্টতা বা পদস্খলনের আর একটি বড় কারণ হল সমকালীন মতাদর্শের প্রভাব। কুরআন-হাদীছের সুগভীর জ্ঞানের অভাব রয়েছে– এমন কোন ব্যক্তির মন-মগজে যদি সমকালের কোন জ্ঞান, কোন মতবাদ বা কোন শাস্ত্রের প্রভাব চেপে বসে আর কুরআনের কথাকে তিনি তার মনের মধ্যে স্থিত সেই জ্ঞান, সেই মতবাদ বা সেই শাস্ত্রের আলোকে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন, তাহলে তাফসীরের ক্ষেত্রে তার পদস্খলন ঘটবে। এরূপ ব্যক্তিদের কাছে কুরআনের কোন কথা তাদের দর্শনের বিপরীত মনে হলে সেই দর্শনকে মিথ্যা আখ্যায়িত করার পরিবর্তে তারা কুরআনে কারীমের মাঝে বিকৃতি ও পরিবর্তন শুরু করে দেয়।

৪. কুরআনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভুল বোঝা: তাফসীরের ক্ষেত্রে ভ্রষ্টতা বা পদস্খলনের আর একটি বড় কারণ হল কুরআনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভুল বোঝা। কিছু লোক কুরআনে কারীমে এমন সব বিষয়বস্তু খুঁজে বেড়ায়, যা মূলত কুরআনে কারীমের বিষয় বহির্ভূত। যেমন কুরআনে কারীম থেকে সকল বিষয়ের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উদঘাটনের চেষ্টা করা। এ উদ্দেশ্যে তারা কুরআনের বিভিন্ন শব্দের ভুল অর্থ করে থাকে। অথচ বিজ্ঞান কুরআনে কারীমের মূল বিষয়বস্তু নয়। যদিও কুরআনে কারীমে আনুষ-ঙ্গিকভাবে অনেক বিষয়ের তাত্ত্বিক কোন আলোচনা এসে গিয়েছে, তবে তা নিতান্তই আনুষঙ্গিক। এরূপ কোন তত্ত্ব পাওয়া গেলে অবশ্যই তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, তবে জোর পূর্বক সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বের করার চেষ্টা করা হলে তা হবে চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থ থেকে আইনের বিধান অনুসন্ধান করার মত অবান্তর প্রচেষ্টার নামান্তর।

(تقي عثماني : علوم القرآن থেকে সংক্ষেপিত)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কুরআনে কারীম সুদীর্ঘ ২৩ বৎসরে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে নাযেল হত বলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর জীবদ্দশায় কুরআনে কারীমকে বিন্যস্ত কোন গ্রন্থ রূপে সংকলন করা সম্ভব ছিল না।

অন্যান্য আসমানী কিতাবের মুকাবেলায় কুরআন শরীফের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এই কুরআনকে লিখিত আকারে সংরক্ষণের চেয়ে মুখস্থ করার মাধ্যমে সংরক্ষণের উপর বেশী জোর দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ.

অর্থাৎ, কুরআনের এই সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ জ্ঞানীজনের বক্ষে সংরক্ষিত।

ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাওয়ার আশংকায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখস্থ করে নেয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতেন। আল্লাহ তা'আলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ করেন,

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ.

অর্থাৎ, কুরআনকে আয়ত্ব করার জন্য তোমার ব্যতিব্যস্ত হয়ে রসনা সঞ্চালনের প্রয়োজন নেই। এর পঠন–পাঠন, সঞ্চয়ন–সংকলন আমারই দায়িত্বে। সহীহ মুসলিমের এক হাদীছে বর্ণিত আছে– আল্লাহ তা'আলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন,

وَمُنْزِّلٌ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ.

অর্থাৎ, আমি তোমার নিকট এমন একটি কিতাব নাযেল করছি, পানি যাকে কোনদিন ধুয়ে নিতে পারবে না। অর্থাৎ, মু'মিনের বক্ষে তা সংরক্ষিত থাকবে। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ.

অর্থাৎ, অগ্র-পশ্চাত কোন দিক থেকে তাতে বাতিল আসতে পারবে না।

সুতরাং এই শাশ্বত গ্রন্থ চির সংরক্ষিত।

প্রথম দিকে প্রধানতঃ কুরআন মুখস্থের মাধ্যমেই সংরক্ষিত হয়েছে। প্রতি বৎসরের মতো ইন্তিকালের বৎসরও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জিবরাঈল (আ.)–এর সাথে পূর্ণ কুরআন 'দাওর' করেছেন। হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পূর্ণ কুরআন শরীফ মুখস্থ শুনিয়েছেন। খোদা প্রদত্ত প্রখর স্মৃতিশক্তির পুরোটাই সাহাবায়ে কেরাম কুরআন শরীফ হেফজ করার পেছনে ব্যয় করেছেন। ফলে চার খলীফাসহ সাহাবায়ে কেরামের মাঝে পূর্ণ কুরআন শরীফের বহু সংখ্যক হাফেজ বিদ্যমান ছিলেন।

মুখস্থ করার মাধ্যমে সংরক্ষণের পাশাপাশি লিখিত আকারে সংরক্ষণের ব্যবস্থাও তখন চালু ছিল। ওহী অবতীর্ণ হওয়া মাত্রই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "কাতিবে ওহী" (ওহী লেখক) কাউকে ডেকে লিখিয়ে নিতেন। তিনি তখন বলে দিতেন, এই আয়াত অমুক সূরায় অমুক আয়াতের পর লিখে রাখ। লেখা শেষ হলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাচাই-বাছাই করে দেখতেন।

হযরত যায়েদ ইব্নে ছাবেত (রা.)সহ তখন ৪০ জন সাহাবী ওহী লেখার কাজ আঞ্জাম দিতেন। তাঁরা হাড়ে, পাথরে, গাছের পাতায়, বাঁশের টুকরায়, কাগজে ও চামড়ায় পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ লিখে রাখতেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)–এর খেলাফাত কালে বিক্ষিপ্ত আকারে লিখিত কুরআন শরীফকে গ্রন্থাকারে সংরক্ষণ ও সংকলনের কাজ শুরু হয়। ইয়ামামার যুদ্ধে প্রচুর সংখ্যক হাফেজ ও কারী সাহাবী শাহাদাত বরণ করায় হযরত উমর (রা.) কুরআন শরীফকে গ্রন্থাকারে সংরক্ষণ ও সংকলনের পরামর্শ দেন। প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত যায়েদ ইব্নে ছাবেত (রা.)কে পবিত্র কুরআন সংকলনের দায়িত্ব অর্পন করেন।

সংকলন-কালে কেউ কোন আয়াত পেশ করলে হযরত উমর (রা.) এবং হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) যৌথভাবে নিরীক্ষণ করে নিতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর সামনে লিখিত হয়েছে– এ মর্মে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তারা লিখিত আয়াত গ্রহণ করতেন। এরপর হযরত আলী (রা.)সহ যাদের কাছে পূর্ণ বা আংশিক লেখা ছিল তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেন।

এই সংকলনে আয়াতসমূহকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর নির্দেশিত বিন্যাস অনুযায়ী সাজানো হয়। এতে "সাত হরফ" তথা আরবের সাত গোত্রের আঞ্চলিক ভাষা–পদ্ধতির সমন্বয় ছিল। এই সংকলনের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি সার্বজনীন নুস্খা তৈরী করা যার দিকে উম্মতের সকলে যে কোন সমস্যায় রুজূ করবে এবং সমাধান গ্রহণ করবে।

কুরআন শরীফ মূলত কুরায়শী ভাষা-পদ্ধতি অনুসারে নাযেল হয়েছিল। হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত এই এক হরফেই (পদ্ধতিতেই) কুরআনে কারীমের পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল। কিন্তু হিজরতের পর সহজীকরণার্থে সাময়িকভাবে আরবের আরও ছয়টি গোত্রের ভাষা-পদ্ধতি অনুসারে পঠন-পাঠনের অনুমতি দেয়া হয়। হযরত উছমান (রা.)–এর খেলাফাত কালে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে, এমনকি খোদ মদীনাতেও এই সমস্যা দেখা যায় যে, অজ্ঞতাবশত এক গোত্র অন্য গোত্রের হরফ বা পাঠ-পদ্ধতিকে এবং দূরবর্তী অঞ্চলের মুসলমানগণ নিজেদের শেখা কেরাত ব্যতীত অপর কেরাতগুলিকে অশুদ্ধ ও ভুল সাব্যস্ত করতে থাকেন। পরিস্থিতি এতই জটিল আকার ধারণ করে যে, একে অপরকে কাফের পর্যন্ত আখ্যায়িত করতে আরম্ভ করেন।

হযরত উছমান (রা.) জানতেন যে, সাত হরফে পড়ার অনুমতি ছিল সাময়িক প্রয়োজনের খাতিরে। বর্তমানে সে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। উপরন্তু তা সমস্যার সৃষ্টি করছে। তাই সমস্যার সমাধান কল্পে তিনি শুধুমাত্র কুরায়শী ভাষা-পদ্ধতিতে কুরআন শরীফের 'নুস্খা' তৈরি করার জন্য হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)সহ আরও কয়েকজন সাহাবীকে দায়িত্ব দেন। (এ দায়িত্বে কে কে ছিলেন তা জানার জন্য দেখুন "কুরআন সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য" শিরোনামের আলোচনা।) তাঁরা মাসহাফে আবূ বকরকে সামনে রেখে সাতটি নুসখা তৈরী করেন। হযরত উছমান (রা.) বিভিন্ন অঞ্চলে এসব নুসখা পাঠিয়ে দেন এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে লিখিত নুসখাগুলো পুড়িয়ে ফেলেন। এভাবে সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এবং এর উপর সকল সাহাবীর ইজমা তথা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

হযরত উছমান (রা.)–এর সংকলনের বৈশিষ্ট্য হল– মাসহাফে আবূ বকরে সূরাগুলো একসঙ্গে ছিল না, বিন্যস্ত ছিল না। এই মাসহাফে এক সঙ্গে সবগুলো সূরাকে বিন্যস্ত করে দেয়া হয়। হযরত উছমান (রা.) কৃত মাসহাফই আজ আমাদের সামনে বিদ্যমান।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মাসহাফে উছমানীতে হরকত, নুকতা ইত্যাদি ছিল না। পরবর্তীতে তেলাওয়াত সজহ করার নিমিত্তে হরকত, নুকতা ইত্যাদি সংযোজন করা হয়।

মুদ্রণ-যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে হাতে লিখে কুরআনে কারীমের নুসখা তৈরী করা হত। এই কাজে নিয়োজিত থাকতেন বহু কাতেব। আর একে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে হস্ত লিখন শিল্প।

মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর সর্বপ্রথম জার্মানীর হামবুর্গ শহরে ১১১৩ হিজরী সনে কুরআনে কারীম মুদ্রিত হয়। এর একটি কপি মিসরের দারুল কুরআনে এখনও সংরক্ষিত আছে। এরপর প্রাচ্যবিদদের অনেকেই কুরআন শরীফ মুদ্রণ করে। তবে মুসলিম বিশ্বে তাদের মুদ্রিত কুরআন শরীফ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম মাওলায়ে উছমান কর্তৃক রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে কুরআন শরীফের একটি কপি মুদ্রিত হয়। একই সময়ে কাযান শহরেও একটি কপি মুদ্রিত হয়। ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের তেহরান শহরে কুরআন শরীফের আরও একটি কপি মুদ্রিত হয়। এরপর থেকে বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও ছাপাখানার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে কুরআন শরীফের মুদ্রণ হতে থাকে।

তাফসীর শাস্ত্র ও তার ক্রমবিকাশ

কুরআন শরীফের কোন্ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কি উদ্দেশ্য তা নির্ধারণ করাই হলো তাফসীর। এ পর্যায়ে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, আল্লাহ তা'আলা নিজেই কুরআন শরীফে এক আয়াত দ্বারা অন্য আয়াতের তাফসীর তথা ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং তাফসীরের প্রধান উৎস কুরআন নিজেই। আর আল্লাহ তা'আলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাফসীর করার হুকুম দিয়ে ইরশাদ করেছেন,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ.

অর্থাৎ, তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এজন্য যে, তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তুমি তা মানুষকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিবে।

সাহাবায়ে কেরাম আরবী ভাষা-ভাষী হওয়া সত্ত্বেও কুরআনে কারীমের কোন কিছু না বুঝলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করতেন আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তা বুঝিয়ে দিতেন। সুতরাং তাফসীরের দ্বিতীয় উৎস হাদীছে রসূল।

সাহাবায়ে কেরামের যুগে বিভিন্ন অঞ্চল বিজিত হওয়ায় এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধিত হওয়ায় নতুন নতুন মাসআলা সামনে আসতে থাকে। তখন সাহাবায়ে কেরাম কুরআন শরীফ থেকে উদ্ভাবন করে সেসব সমস্যার সমাধান দিতেন। এ ক্ষেত্রে ১০ জন সাহাবী বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের মাঝে হযরত আলী (রা.) থেকে সবচেয়ে বেশী তাফসীরী রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। আর এই তাফসীর শাস্ত্রে সবচেয়ে বেশি দক্ষ ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)।

সাহাবায়ে কেরামের যুগ শেষে তাফসীরের এক নতুন যুগ শুরু হয়। তাবেয়ীগণ সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাফসীর শিক্ষা লাভ করেন। তখন মক্কা, মদীনা, বসরা ও কুফায় তাফসীরের প্রসিদ্ধ দরসগুলো বসত। সাহাবায়ে কেরামের এই সকল দরস থেকে তাফসীর জ্ঞান অর্জন করেন আতা ইবনে আবী রবাহ, ইকরিমা, হাছান বসরী, সাঈদ ইবনে যুবায়ের, মুজাহিদ প্রমুখ।

উমাইয়া খেলাফতের শেষ দিক থেকে আব্বাসীয় খেলাফতের প্রথম দিক পর্যন্ত সময়টুকুতে তাফসীর প্রণয়ন ও সংকলনের মূল ভিত রচিত হয়। এর আগ পর্যন্ত তাফসীরকে হাদীছেরই অংশ বলে ধরা হত। এই যুগে তাফসীর হাদীছ থেকে আলাদা হয়ে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করে এবং

কুরআন শরীফের বিন্যাস অনুযায়ী প্রতিটি আয়াতের তাফসীর লেখা হয়। এ ক্ষেত্রে ইবনে মাজা, ইবনে জারীর তাবারী, ইবনে আবী হাতেম ও ইমাম হাকিম প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এ যুগেও তাফসীর বলতে تفسير بالمأثور أو الرواية তথা পূর্বসূরীগণের বর্ণিত রেওয়ায়াতের সমষ্টিকে বোঝাতো। তখনও তাফসীরের মাঝে নতুন কিছু যুক্ত হয়নি।

আব্বাসীয় খেলাফত আমল থেকে বর্তমান কাল তথা কেয়ামত পর্যন্ত পুরো সময় তাফসীরের ৫ম যুগ হিসেবে চিহ্নিত। এই যুগে তাফসীরের মাঝে নতুন নতুন অনেক বিষয় সংযোজিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হতে থাকবে। যেমন ফেকাহ, আরবী সাহিত্য, বালাগাত তথা আরবী ভাষার অলংকার, আরবী ব্যাকরণ, ইতিহাস, ইল্‌মে কালাম ইত্যাদি। প্রত্যেক শাস্ত্রবিদ আপন আপন রুচি অনুসারে তাফসীর রচনা করেছেন, করে যাচ্ছেন। এই যুগেই "তাফসীর বিল ইজতিহাদ" আরম্ভ হয়। তথা তাফসীর স্বীকৃত উৎস থেকে শর্ত অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তিগণ নিজস্ব আঙ্গিকে গবেষণাভিত্তিক রচনা আরম্ভ করেন। এই ধারায় বর্তমান কাল পর্যন্ত অসংখ্য তাফসীর রচিত হয়েছে।

নির্ভরযোগ্য কয়েকটি তাফসীর গ্রন্থের পরিচিতি

বিখ্যাত কয়েকখানা রেওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীর গ্রন্থ

১. আল্লামা আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইব্‌নে জারীর (রহ.) [ওফাত ৩১০ হি.] কৃত 'তাফসীরে তাবারী' এ তাফসীর গ্রন্থটির মূল নাম 'জামিউল বয়ান'।

২. হাফিজ ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্‌নে কাছীর (রহ.) [ওফাত ৭৭৪ হি.] কৃত 'তাফসীরে ইব্‌নে কাছীর'। এ তাফসীর গ্রন্থটির মূল নাম 'তাফসীরুল কুরআনিল আযীম'।

৩. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) [ওফাত ৯১০ হি.] কৃত ' আদ-দুররুল মানছূর'।

বিখ্যাত কয়েকখানা ইজতিহাদ (গবেষণা) ভিত্তিক তাফসীর গ্রন্থ

১. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) [ওফাত ৬০৬ হি.] কৃত 'তাফসীরে কাবীর'। এ তাফসীর গ্রন্থটির মূল নাম 'মাফাতীহুল গায়েব'। পরবর্তীকালে এটি "তাফসীরে কাবীর" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

২. আল্লামা আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌নে আহমদ আল-কুরতুবী (রহ.) [ওফাত ৬৭১ হি.] কৃত 'তাফসীরে কুরতুবী'। এ তাফসীর গ্রন্থটির মূল নাম 'আল-জামে' লি-আহকামিল কুরআন'।

৩. আল্লামা আবূ হাইয়্যান গারনাতী উন্দলূসী (রহ.) [ওফাত ৭৫৪ হি.] কৃত 'তাফসীর আল-বাহরুল মুহীত'।

৪. জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) [ওফাত ৯১০ হি.] ও জালালুদ্দীন মহল্লী (রহ.) [ওফাত ৮৬৪ হি.] কৃত 'তাফসীরে জালালাইন'।

৫. কাজী আবুস-সুউদ (রহ.) [ওফাত ৯৮২ হি.] কৃত 'তাফসীরে আবিস সুউদ'।

৬. আল্লামা কাজি ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.) [ওফাত ১২২৫ হি.] কৃত 'তাফসীরে মাযহারী'।

৭. আল্লামা সাইয়্যেদ মাহমূদ আলূসী (রহ.) [ওফাত ১২৭০ হি.] কৃত 'রূহুল মাআনী'। এ তাফসীর গ্রন্থটির পুরো নাম 'রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াছ-ছাবয়িল মাছানী'। প্রভৃতি।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

উর্দু ভাষায় রচিত নির্ভরযোগ্য কয়েকখানা তাফসীর গ্রন্থ

১. হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) কৃত 'বয়ানুল কুরআন'।
২. হযরত মাওলানা শাব্বির আহমদ উছমানী (রহ.) কৃত 'তাফসীরে উছমানী'।
৩. হযরত মুফতী শফী সাহেব (রহ.) কৃত 'মাআরিফুল কুরআন'।
৪. হযরত মাওলানা ইদরীস কান্ধলবী (রহ.) কৃত 'মাআরিফুল কুরআন'।

কুরআন সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য

❑ কুরআনের সূরা সংখ্যা : ১১৪
❑ কুরআনের পারা সংখ্যা : ৩০
❑ কুরআনের রুকূ সংখ্যা : ৫৪০
❑ কুরআনের মানযিল সংখ্যা : ৭

❑ কুরআনের আয়াত সংখ্যা

ক্বেরাত বিশারদগণ এ বিষয়ে একমত যে, কুরআন শরীফে ছয় হাজার দুইশত আয়াত আছে, কিন্তু তার পরের সংখ্যাগুলোতে মতভেদ আছে। কয়েকটি মতামত বর্ণিত আছে– ৬২০৪, ৬২০৫, ৬২১০, ৬২১৪, ৬২১৭, ৬২১৯, ৬২২০, ৬২২৬, ৬২৩৬। (البيان في علوم القرآن ومناهل العرفان) বর্তমানে প্রচলিত কুরআনের নুসখায় কূফী গণনা অনুসারের ৬২৩৬ আয়াত রয়েছে।

❑ কুরআনের সর্বপ্রথম যে আয়াত নাযেল হয়

নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর উপর সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো নাযেল হয় তা হল সূরা "আলাক্ব"–এর শুরুর কয়েকটি আয়াত ... اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

❑ কুরআনের সর্বশেষ যে আয়াত নাযেল হয়

কুরআনে কারীমের সর্বশেষ আয়াত নাযেল হয় কোন্‌টি এ বিষয়ে অনেকগুলো মত পাওয়া যায়। সার্বিক বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সর্বশেষ নাযেল হয় সূরা বাকারার ২৮১ নং আয়াত– وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

কেউ কেউ এর পূর্বের ২৮০ নং আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে, সেটিই সবার শেষে নাযেল হয়। জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) বলেছেন, এই দুই উক্তির মধ্যে মূলত কোন বৈপরিত্য নেই। উভয় আয়াতই একই সঙ্গে নাযেল হয়, যেমন কুরআনে কারীমের তারতীব রয়েছে। সে ক্ষেত্রে কেউ প্রথম আয়াতের কথা এবং কেউ শেষ আয়াতের কথা উল্লেখ করেছেন। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)ও বলেছেন, এ দুটি উক্তির মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই; উভয় আয়াতই একই প্রসঙ্গে অর্থাৎ, সূদ প্রসঙ্গে এবং একটি আয়াত অপর আয়াতের সাথে حرف عطف (সংযোগ অব্যয়) যোগে সংযুক্ত।

কেউ কেউ বলেছেন, সর্বশেষ নাযেল হয় সূরা নিছার সর্বশেষ আয়াত (১৭৬ নং আয়াত)। জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) ও ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেছেন, ফারায়েয তথা মীরাছ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের মধ্যে সর্বশেষে এটি নাযেল হয়। এ হিসেবে এটিকে সর্বশেষ বলা হয়েছে। সামগ্রিক বিবেচনায় কুরআনের সর্বশেষ আয়াত নয়। (الإتقان في علوم القرآن للسيوطي থেকে গৃহীত)

❑ কুরআনের লেখক (কাতেবে ওহী) ছিলেন

ওহী লিপিবদ্ধ করার কাজে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)সহ ৪০ জনের নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন– হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত উছমান (রা.),

www.maktabatulabrar.com

হযরত আলী (রা.), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ সারাহ (রা.), হযরত যুবায়ের ইবনে আউয়াম (রা.), হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রা.), হযরত আবান ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রা.), হযরত হানযালা ইবনে রবী' (রা.), হযরত আকিব ইবনে আবূ ফাতিমা (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আরকাম যুহায়রী (রা.), হযরত শুরাহবীল ইবনে হাসনাহ (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা.), হযরত আমের ইবনে ফুহায়রা (রা.), হযরত আমর ইবনুল আস (রা.), হযরত ছাবেত ইবনে কায়ছ ইবনে শাম্মাস (রা.), হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.), হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.), হযরত মুআবিয়া ইবনে আবূ সুফইয়ান (রা.) ও হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)। (علوم القرآن لتقي العثماني نقلا عن فتح الباري والبيان في علوم القرآن)

❑ কুরআন সংকলন হয় কয়বার?

কুরআন সংকলন হয় দু'বার। প্রথমবার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)–এর জমানায়। দ্বিতীয়বার হযরত উছমান (রা.)–এর জমানায়। দ্বিতীয়বারের সংকলনই সারা বিশ্বে চালু হয় এবং অদ্যাবধি সেটিই চালু রয়েছে।

❑ কুরআন কে সংকলন করেন?

প্রথমবার কুরআন সংকলন করা হয় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)–এর খেলাফত কালে। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)–এর দিকনির্দেশনা মোতাবেক হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) কুরআন সংকলন করেন।

দ্বিতীয়বার কুরআন সংকলন করা হয় হযরত উছমান (রা.)–এর খেলাফত কালে। এ সময় কুরআন সংকলনের দায়িত্ব অর্পন করা হয় চারজন সাহাবীর সমন্বয়ে গঠিত একটি জামাতের উপর। সে চারজন হলেন– হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.), হযরত সাঈদ ইবনে আস (রা.) ও হযরত আব্দুর রহমান ইবনে হারিছ ইবনে হিশাম (রা.)।

উপরোক্ত চারজন সাহাবীর সাথে কুরআন সংকলন কাজে আরও অনেকে সহযোগিতা করেন। ইমাম আবূ দাউদের বর্ণনানুযায়ী তাদের সংখ্যা ছিল ১২। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.), হযরত কাছীর ইবনে আফলাহ (রা.), হযরত মালিক ইবনে আবূ আমর (রা.), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)ও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

কুরআন তেলাওয়াতের সুন্নাত ও আদবসমূহ

* কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে মিসওয়াক করে নেয়া উত্তম। (التبيان في آداب حملة القرآن)

* কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে উযূ করে নেয়া মুস্তাহাব, আর কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে হলে উযূ করে নেয়া জরুরী। (أيضا)

* ভাল পোশাক পরিধান করে খুশবু মেখে এবং পরিপাটি হয়ে তেলাওয়াতে বসা আদব। (شرعة الإسلام)

* কেবলামুখী হয়ে বসে (হেলান বা টেক না দিয়ে) তেলাওয়াত করা আদব। (شرعة الإسلام والتبيان في آداب حملة القرآن)

* কুরআন তেলাওয়াতের স্থান পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হওয়া উত্তম। (التبيان في آداب حملة القرآن)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

* এখলাসের সাথে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করতে হবে। কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে এখলাস ওয়াজিব। (أيضا)

* তেলাওয়াতের সময় এই মনোভাব জাগ্রত রাখবে যে, সে মহান আল্লাহ্‌র কিতাব তেলাওয়াত করছে, আল্লাহ্‌র সাথে তার একান্ত কথাবার্তা হচ্ছে, আল্লাহ তাকে দেখছেন। (كتاب الأذكار)

* খুশু-খুযূ ও বিনয়ের সাথে তেলাওয়াত করা উত্তম। (كتاب الأذكار والتبيان في آداب حملة القرآن)

* আমলের নিয়তে তেলাওয়াত করবে।

* কুরআনের বিষয়বস্তুর প্রতি খেয়াল ও চিন্তা সহকারে তেলাওয়াত করা উত্তম। তবে কেউ না বুঝে পড়লেও তার তেলাওয়াত অর্থহীন নয়। কেউ যদি বলে যে, না বুঝে পড়লে কোন লাভ নেই, তাহলে সে ব্যক্তি মূর্খ বা বে-দ্বীন। কেননা, কুরআন তেলাওয়াত দ্বারা নিম্নোক্ত ফায়দাগুলো সর্বাবস্থায় লাভ হয়ে থাকে–

(১) তেলাওয়াতের দ্বারা দিলের জং (গোনাহের কালিমা) মুছে যায়।

(২) কুরআন তেলাওয়াত করলে প্রতি হরফে অন্তত ১০টি নেকী অর্জিত হয়।

(৩) কুরআন তেলাওয়াতের দ্বারা আল্লাহ্‌র মহব্বত বৃদ্ধি পায়।

* তেলাওয়াতের শুরুতে "আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম" ও "বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম" বলা মোস্তাহাব। তেলাওয়াতের মধ্যে কোন নতুন সূরা আসলে তার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলবে সূরা তাওবা ব্যতীত, তবে তওবা থেকেই তেলাওয়াত শুরু করলে তখন বিসমিল্লাহ বলবে। সূরা তওবার শুরুতে আউযুবিল্লাহি মিনান্নারি ... যে দু'আ পড়ার রেওয়াজ রয়েছে এ দু'আর কোন প্রমাণ নেই।

* তাজবীদ ও তারতীল সহকারে তেলাওয়াত করা ওয়াজিব। (التبيان في آداب حملة القرآن)

"তাজবীদ" অর্থ প্রত্যেকটা হরফকে যথাযথ হক সহকারে আদায় করা।

* তারতীল সহকারে তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব। (أيضا)

* দরদ এবং ওয়াজ্‌দ (মহব্বত) এর স্বরে তেলাওয়াত করা উত্তম।

* রোদন বা রোদনের ভঙ্গি সহকারে তেলাওয়াত করা উত্তম। (كتاب الأذكار)

* সুন্দর আওয়াজে তেলাওয়াত করা উত্তম। সুন্দর আওয়াজ বলতে বুঝায় এমন স্বরে তেলাওয়াত করা যেন শ্রবণকারী বুঝতে পারে যে, সে আল্লাহ্‌র ভয় নিয়ে তেলাওয়াত করছে। (شرعة الإسلام)

* রিয়ার আশংকা থাকলে কিংবা কোন নামাযী বা ঘুমন্ত ব্যক্তি প্রমুখের অসুবিধার আশংকা থাকলে নিম্নস্বরে তেলাওয়াত করা উত্তম। অন্যথায় মধ্যম পর্যায়ের জোর আওয়াজে তেলাওয়াত করা উত্তম। (كتاب الأذكار)

* কুরআন শরীফ রেহাল/বালিশ প্রভৃতি উঁচু কিছুর উপর রেখে তেলাওয়াত করবে।

* কুরআন খতম হলে তখনই আবার শুরু থেকে কিছুটা আরম্ভ করে রাখা সুন্নাত। (سنن الترمذي)

* কুরআন খতম করার প্রাক্কালে দু'আ করা মোস্তাহাব। (كتاب الأذكار)

* তেলাওয়াতের শুরু বা শেষে কুরআনকে চুমু দেয়া বা চোখে মুখে ছোয়া লাগানো জায়েয। (خير الفتاوى جـ/١)

তাফসীর অধ্যয়নকারীদের জন্য বিশেষ জ্ঞাতব্য

- তর্জমা ও তাফসীর পাঠ করুন কুরআন বুঝে তদনুযায়ী আমল করার নিয়তে।
- ভক্তি ও ইখলাসের সাথে তর্জমা-তাফসীর পাঠ করুন।
- কুরআনের আদব ও তা'যীম রক্ষা করে পাঠ করুন।
- আপনি যদি আলেম না হন, তাহলে কুরআন থেকে গবেষণা করে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা হতে বিরত থাকুন। এটা আপনার জন্য নিরাপদ নয়। এতে আপনি বিভ্রান্তির শিকার হতে পারেন। কোথাও নতুন কিছু মনে জাগলে বিজ্ঞ আলেম থেকে সেটা ভালভাবে বুঝে নিন।
- কুরআনের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক। সুতরাং তর্জমা ও তাফসীরের প্রত্যেকটা শব্দ খুব মনোযোগের সাথে পাঠ করুন এবং ভেবে-চিন্তে মর্ম উদ্ধার করুন।
- আপনি যদি আলেম না হন, আর তর্জমা বা তাফসীরের বক্তব্যে কোথাও কোন অস্পষ্টতা বোধ হয় তাহলে নিজে অনুমান করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন না। বরং কোন বিজ্ঞ আলেম থেকে বিষয়টি ভালভাবে বুঝে নিবেন।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পারা-১

ইস্‌তিআযা

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○

আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই বিতাড়িত শয়তান থেকে।

মাসআলা: কুরআন মাজীদ পাঠ করার পূর্বে "আউযুবিল্লাহ" ও "বিসমিল্লাহ" পাঠ করা সুন্নাত।

তাসমিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে[১]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতানুসারে এখানে بِسْمِ اللّٰهِ এর ب হরফটি اِسْتِعَانَت বা সাহায্য কামনা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেদিকে ইঙ্গিত করার জন্য অনুবাদে 'সাহায্য কামনা করে' কথাটি যোগ করা হল। (মাআরিফুল কুরআন, মাওঃ ইদ্রীস কান্ধলবী)

আহকাম ও শিক্ষা

মাসআলা: "বিস্‌মিলাহ" সর্বসম্মতিক্রমে সূরা "নাম্‌ল"-এর একটি আয়াত। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে এটা অন্য কোন সূরার অংশ নয়। দুটো সূরার মাঝে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত। দুটো সূরার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য এটি নাযেল হয়। তাই অন্যান্য আয়াতের ন্যায় এর সম্মান করাও জরুরী। উযূ ছাড়া একে স্পর্শ করা জায়েয নয়। নাপাক অবস্থায় তেলাওয়াত করাও জায়েয নয়।

মাসআলা: নামাযের প্রথম রাকআতে "আউযুবিল্লাহ" ও "বিস্‌মিল্লাহ" এবং পরবর্তী রাকআতগুলোতে শুধু "বিসমিল্লাহ" পাঠ করা সুন্নাত। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে অনুচ্চ স্বরে পড়তে হবে। নামাযে সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা পাঠ করার পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করা মোস্তাহাব।

মাসআলা: কুরআন পাঠ ব্যতীত অন্য সকল কাজ শুরু করার পূর্বে শুধু বিসমিল্লাহ পাঠ করা সুন্নাত। সূরা তওবা ব্যতীত অন্যান্য সূরাগুলো একটি শেষ করে আরেকটি শুরু করার পূর্বেও বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করতে হয়। তবে তেলাওয়াতের প্রথমেই সূরা তওবা থেকে তেলাওয়াত শুরু করলে সেক্ষেত্রে আউযু ও বিস্‌মিল্লাহ উভয়ই পাঠ করতে হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(১) সূরা ফাতেহা মক্কী
৭ আয়াত, ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে[১]।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١	(১) প্রকৃত[১] প্রশংসা[২] জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই[৩] জন্য।
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢	(২) যিনি অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান।
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣	(৩) প্রতিফল দিবসের[৪] মালিক।
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤	(৪) আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য কামনা করি।
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥	(৫) তুমি আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত কর।[৫]
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ	(৬) তাদের পথে, যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ।
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧	(৭) যারা নয় গযব নিপতিত, আর না পথভ্রষ্ট।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

সূরা ফাতেহার ফযীলত:

হযরত উবাই ইব্‌নে কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সূরা ফাতেহা পাঠ করে শোনালেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, সেই সত্তার কছম ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর ও কুরআনে অনুরূপ কোন সূরা নাযেল করা হয়নি। (মুসনাদে আহমাদ)

(১) "প্রকৃত প্রশংসা" বলে ইশারা করা হয়েছে যে, এখানে اَلْحَمْدُ (প্রশংসা)-এর ال হাকীকত বোঝানোর জন্য। আল্লামা যামাখ্‌শারীও এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেউ কেউ اِسْتِغْرَاق হিসেবে অর্থ করেছেন 'সমস্ত প্রশংসা'।

www.maktabatulabrar.com
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(২) যে কাজ ইল্‌ম ও এখতিয়ার, শক্তি ও ইচ্ছার দ্বারা সম্পন্ন হয়, তার যথার্থ সৌন্দর্য বর্ণনা করাকেই 'হাম্‌দ' তথা প্রশংসা বলা হয়।

(৩) "আল্লাহর" শব্দের সাথে "ই" যোগ পূর্বক ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, الله -এর ل বর্ণটি اختصاص বা বিশেষত্বের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৪) অর্থাৎ, কেয়ামত দিবসের।

(৫) "হেদায়াত" অর্থ কাউকে অনুগ্রহের সাথে গন্তব্যস্থানের দিকে পথ প্রদর্শন করা ও গন্তব্যে পৌঁছে দেয়া। হেদায়াতের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এর এমন কোন স্তর নেই, যার পর তদপেক্ষা উন্নত ও উত্তম স্তর বিদ্যমান নেই। এজন্য প্রত্যেক ব্যক্তি হেদায়াত প্রার্থনার জন্য আদিষ্ট হয়েছে। হেদায়াত তলবকারী এর কোন স্তর লাভ করতে সক্ষম হলেও হেদায়াতের সর্বোচ্চ স্তর লাভ করা তার জন্যও আবশ্যক। অধিকন্তু হেদায়াতের উপর অটল-অবিচল থাকার জন্য সর্বদা আল্লাহর সাহায্য ও তাওফীকের প্রয়োজন। তাই এ আয়াতে অধিক হেদায়াত প্রার্থনা করা ও হেদায়াতের উপর দৃঢ়পদ থাকার শিক্ষা দান করাই উদ্দেশ্য।

আহকাম ও শিক্ষা

১. সূরা ফাতেহা-য় আল্লাহ তা'আলার কাছে দুআ করার নীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। দুআর পূর্বে আল্লাহর কিছু প্রশংসার কথা উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, দুআর পূর্বে আল্লাহর প্রশংসা করে নিতে হয়।

২. আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও ইবাদত করা বৈধ নয়। ইবাদত অর্থ কারও চরম মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শনার্থে নিজেকে চরমভাবে হেয় ও হীন প্রতিপন্ন করা।

৩. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট সাহায্য চাওয়াও জায়েয নয়। উল্লেখ্য যে, গায়রুল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া তখনই হারাম হবে, যখন ভরসা ও নির্ভরতা গায়রুল্লাহর উপর হবে। কিন্তু নির্ভরতা যদি শুধু আল্লাহর উপরই নিবদ্ধ থাকে এবং গায়রুল্লাহকে কেবল খোদায়ী সাহায্যের প্রকাশ মাধ্যম মনে করে শুধু জাহিরীভাবে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তা না-জায়েয হবে না।

৪. ইবাদতের কথা বলার সাথে সাহায্য চাওয়ার কথা উল্লেখ করে ইংগিত করা হয়েছে যে, ইবাদত করতে পারার জন্যেও আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করতে হয়।

৫. হেদায়াতের উপর অটল-অবিচল থাকার জন্য সর্বদা আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও তাওফীকের প্রয়োজন। তাই আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক হেদায়াত প্রার্থনা করা চাই ও হেদায়াতের উপর দৃঢ়পদ থাকা চাই।

৬. আল্লাহর কাছে গোমরাহী ও গোমরাহ লোকদের পথ থেকে পানাহ কামনা করা চাই।

৭. সঠিক পথের পরিচয় দিতে গিয়ে অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথের কথা উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, হেদায়াতের জন্য শুধু কিতাবুল্লাহ তথা কুরআন-কিতাবই যথেষ্ঠ নয়, হকপন্থী ব্যক্তিবর্গ তথা রিজালুল্লাহ-ও আবশ্যক। রিজালুল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া হেদায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নামান্তর।

৮. অতএব কিতাবুল্লাহর সাথে সাথে রিজালুল্লাহকেও আঁকড়ে থাকতে হবে।

৯. অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথই সিরাতে মুস্তাকীম।

১০. সূরা ফাতিহা-র শেষে "আমীন" বলা সুন্নাত।

www.maktabatulabrar.com

(১) সূরা বাকারাহ, মাদানী
২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে, যিনি অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান।

الٓمّٓ ①

(১) আলিফ-লাম-মীম[১]

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ②

(২) এই কিতাবই প্রকৃত কিতাব।[২] এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। এটা মুত্তাকী (পরহেযগার)দের জন্য পথ নির্দেশক।[৩]

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ③

(৩) যারা অদৃশ্যে[৪] বিশ্বাস রাখে, যথাযথ ভাবে[৫] নামায আদায় করে এবং আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ④

(৪) এবং যারা বিশ্বাস করে এই কিতাবকে, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেইসব কিতাবকে যা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতের প্রতি যারা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে।

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ⑤

(৫) তারাই স্বীয় প্রতিপালক থেকে প্রাপ্ত হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই সফলতা লাভকারী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

সূরা বাকারার ফযীলত:

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের গৃহকে কবর বানিও না। অবশ্যই যে গৃহে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয়, তাতে শয়তান প্রবেশ করে না। (তিরমিযী)

(১) অধিকাংশ সাহাবী, তাবিঈ ও তাফসীরবিদগণ কুরআনের বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে উল্লেখিত এই "হুরূফে মুকাত্তাআত" বা খণ্ডিত হরফসমূহ সম্পর্কে মত ব্যক্ত করেছেন যে, এগুলো মুতাশাবিহাত (অর্থ জ্ঞাপনে অস্পষ্ট)-এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ ব্যতীত কেউই এর প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে নিশ্চিত অবগত নয়।

(২) আল্লামা যামাখশারী (রহ.)-এর মতানুসারে এখানে আমরা ذلك الكتب لا ريب فيه -এ গুলোকে পৃথক পৃথক বাক্য গণ্য করেছি। এতে বালাগাতের অধিক বিকাশ ঘটে। ذلك হল مبتدا বা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

উদ্দেশ্য আর الكتب হল خبر বা বিধেয়। উভয়টি এখানে معرفة বা নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে حصر তথা সীমাবদ্ধতার অর্থ দিয়েছে। তাই উক্ত অনুবাদ গ্রহণ করা হল। (কাশশাফ) অথবা অনুবাদ হবে- এই মহান কিতাব, এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। এ অনুবাদে اسم اشارة قريب -এর স্থলে اسم اشارة بعيد ব্যবহৃত হয়েছে بعد رتبي বোঝানের জন্য। তাই অনুবাদে "মহান" শব্দটি যোগ হবে।

(৩) কারণ তারাই এর দ্বারা উপকৃত হতে সক্ষম হয়।

(৪) "অদৃশ্য" বলতে এখানে আল্লাহর জাত ও সিফাত, নবী-রসূল, আসমানী গ্রন্থ, ফেরেশতাকুল, পরকাল, জান্নাত, জাহান্নাম, পুনরুত্থান ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

(৫) ইকামাতে সালাত অর্থ হল ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব সহ নামায যত্নের সাথে আদায় করা। তাই অনুবাদে "যথাযথভাবে" কথাটি উল্লেখ করা হল।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১-৫ নং আয়াতসমূহ:

১. আল্লাহর কিতাব সন্দেহের উর্ধ্বে কেউ এর কোন বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করলে সেটা হবে অমূলক এবং অবশ্যই সে সন্দেহ প্রত্যাখ্যাত।

২. কুরআন থেকে হেদায়াত পেতে হলে অন্তরে পরহেযগারির চেতনা তথা মান্যতার চেতনা বিদ্যমান থাকতে হবে।

৩. যারা ঈমান রাখে এবং নামায আদায় করে ও ব্যয় করে তথা যারা ঈমান রাখে ও আমল করে, তারাই হল মুত্তাকী বা পরহেযগার।

৪. "আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে"-একথা বলে ইংগিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর হুকুমমত ব্যয় করতে সংকোচবোধ করা অযৌক্তিক। কারণ, সম্পদ তো তাঁরই দেয়া।

৫. পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহকেও আল্লাহর কিতাব বলে বিশ্বাস করতে হবে, তবে সর্বশেষ কিতাব কুরআন আসার পর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের বিধান রহিত হয়ে গেছে। তদুপরি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ বিকৃতও হয়ে গেছে। তাই এখন শুধু সর্বশেষ কিতাবেরই বিধান মানা হবে।

৬. যারা মুত্তাকী অর্থাৎ, যাদের মধ্যে ঈমান আমল আছে-তারাই সফলকাম, এ কথা বলে বোঝানো হয়েছে যে, সফলতার মাপকাঠি হল ঈমান এবং আমল, অন্য কিছু নয়।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٦	(৬) নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে, তুমি তাদেরকে সতর্ক কর কিংবা তুমি তাদেরকে সতর্ক না কর, তাদের পক্ষে (উভয়ই) সমান, তারা ঈমান আনবে না।[১]
خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝٧	(৭) আল্লাহ মোহর করে[২] দিয়েছেন তাদের অন্তরসমূহের ওপর ও তাদের কর্ণের ওপর। আর তাদের চোখগুলোর ওপর রয়েছে বিশেষ ধরনের[৩] পর্দা আর তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে আবূ জাহ্‌ল, আবূ লাহাব প্রমুখের মত যেসকল কাফের ঈমান আনয়ন না করে কুফ্‌রী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে।

(২) কাফেররা কুরআন-নির্দেশিত পথ পরিহার করে হটকারিতা সহকারে অন্যায় অসত্যের পথে নিজেদেরকে পরিচালিত করায় তাদের অন্তর সদুপদেশ গ্রহণে অযোগ্য, কর্ণ হিতোপদেশ শ্রবণে অসমর্থ ও চক্ষু সৎ পথ দর্শনে বাঁধাপ্রাপ্ত। অর্থাৎ, তাদের হেদায়াত গ্রহণের যোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে। এটাকেই রূপক অর্থে মোহর করে দেয়া ও দৃষ্টিশক্তির উপর আবরণ বলা হয়েছে। অনেকে বাস্তব অর্থেও এটাকে গ্রহণ করেছেন।

(৩) غشاوة এর তানবীনটা نوع বা বিশেষ প্রকার বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হওয়ায় অনুবাদে "বিশেষ ধরনের" কথাটি যোগ করা হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬ নং আয়াত:

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সতর্ক করা বা না করা কাফেরদের পক্ষে সমান বটে, তবে উপদেশদাতার জন্য সমান নয়। উপদেশদাতা এর ছওয়াব পেয়েই যাবেন, তারা মানুক বা না মানুক।

● ৭ নং আয়াত:

১. কুফরের উপর হটকারিতা করলে হেদায়াত গ্রহণ করার যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়।

২. কাফেরদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি তথা জাহান্নামের শাস্তি।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۝٨	(৮) আর কিছু লোক এমন রয়েছে,[১] যারা বলে আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়।
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝٩	(৯) তারা চালবাজি করে আল্লাহ ও মু'মিনদের সাথে; বস্তুত তারা নিজেদের ছাড়া (কারও সাথে) চালবাজি করে না। অথচ তারা তা টের পায় না।
فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۢ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝١٠	(১০) তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি।[২] অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।[৩] আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কারণ, তারা মিথ্যা বলে আসছে।
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ۙ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝١١	(১১) যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ করো[৪] না, তখন তারা বলে, আমরা তো কেবল সংশোধনকারী।
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۝١٢	(১২) সাবধান! নিশ্চিতভাবে এরাই ফ্যাসাদকারী। কিন্তু তারা বোঝে না।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে ১৩টি আয়াতে মুনাফেকদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

(২) "ব্যাধি" বলতে এখানে তাদের অজ্ঞতা ও মন্দ আকীদা-বিশ্বাস এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে শত্রুতা ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে।

(৩) আল্লাহ কর্তৃক তাদের রোগ বৃদ্ধি করার অর্থ হল তাদের অন্তরে মোহর করে দেয়া। (আবুস সুউদ)

(৪) মুনাফেকরা বিভিন্নরূপে ফ্যাসাদ করত। কখনো মুসলমানদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিত, কখনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে উসকে দিত। কখনো কাফেরদের প্রশ্নাবলী দুর্বল মু'মিনদের সামনে তুলে ধরত। অধিকন্তু কপটতাই একটি বড় ফ্যাসাদ।

আহকাম ও শিক্ষা

- ৮-১২ নং আয়াতসমূহ:

১. অন্তরে ঈমান নেই অথচ মুখে ঈমান জাহের করা হল মুনাফেকী।

২. চালবাজি করা মুনাফেকী চরিত্র।

৩. "অথচ তারা টের পায় না" কথা দ্বারা বোঝা যায় মুনাফেকী প্রভৃতি পাপে অন্তর জর্জরিত হয়ে পড়লে অন্তরের সুস্থ উপলব্ধি নষ্ট হয়ে যায়।

৪. মুনাফেকদের পরিণাম জাহান্নাম।

৫. মিথ্যা বলা মুনাফেকী চরিত্র এবং মহাপাপ।

৬. ফ্যাসাদ করা মুনাফেকী চরিত্র।

৭. মুনাফেকরা ফ্যাসাদ করেও নিজেদেরকে সংশোধনকারী বলে দাবী করত। এ থেকে বোঝা যায় নিজের অপকর্মের সদ্ব্যাখ্যা প্রদান করা মুনাফেকী চরিত্র এবং এটা চরম অপরাধ।

৮. মুনাফেকদের ফ্যাসাদকারিতা থেকে সাবধান থাকতে হবে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ⑬	(১৩) আর যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা ঈমান আনয়ন কর এই লোকদের[১] ঈমান আনার মত, তখন তারা বলে, নির্বোধরা যেরূপ ঈমান এনেছে আমারাও কি সেরূপ ঈমান আনব? সাবধান! মূলত তারাই নির্বোধ।[২] কিন্তু তারা জানে না।
وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ⑭	(১৪) যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তো ঈমান আনয়ন করেছি। আর যখন তাদের শয়তানদের[৩] সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো (মুসলমানদের কাছে ঈমান প্রকাশ করে তাদের সাথে) ঠাট্টা-তামাশা করি মাত্র।

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ⑮	(১৫) আল্লাহ তাদের সাথে উপহাস করে থাকেন[৪] আর তিনি তাদেরকে অবাধ্যতায় ঢিল দিয়ে যাচ্ছেন, (ফলে) তারা তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্ছে।
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۪ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ⑯	(১৬) এই সব লোকেরাই হেদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতাকে খরিদ করেছে। বস্তুত তাদের (এই) ব্যবসা লাভজনক হয়নি আর না তারা (ব্যবসার) সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়েছে।[৫]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "এই লোকদের" বলে সাহাবায়ে কেরামকে বোঝানো হয়েছে। তাফসীরে আবুস-সুউদ- এর বর্ণনা মোতাবেক এখানে الناس এর ال বর্ণ جنس অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আর جنس এখানে كمال -এর অর্থ বোঝানোর জন্য। সেমতে ভাবার্থ হল- এই কামেল ও মহান ব্যক্তিরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন।

(২) তারা সাহাবীদের এজন্য নির্বোধ ভাবত যে, তাদের দৃষ্টিতে সাহাবীরা কালের পট-পরিবর্তন সম্পর্কে কোন খবর রাখে না। যদি কাফেরদের বিজয় সূচিত হয়, তবে এদের কী পরিণতি হবে?

(৩) অর্থাৎ, তাদের দলপতি মানুষরূপী শয়তানদের সাথে যখন নির্জনে সাক্ষাৎ করে।

(৪) দুনিয়াতে আল্লাহর উপহাস এই যে, তিনি তাদেরকে ধন-দৌলত দিয়েছেন, যাতে তারা তাতে খুব মগ্ন ও তার মায়াজালে আবদ্ধ হয়। অতঃপর হঠাৎ তিনি তাদেরকে পাকড়াও করেন। আখেরাতের পরিহাস সম্পর্কে হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, কেয়ামত দিবসে তাদের জন্য একটি জান্নাতের দরজা খোলা হবে। যখন তারা এর নিকটবর্তী হবে, তখন তা বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়া হবে।

(৫) কারণ, ব্যবসার উদ্দেশ্য হয় মুনাফা অর্জনের সাথে সাথে মূলধন সংরক্ষণ করা। যেহেতু মূলধন থাকলে একবার মুনাফা না হলে আরেকবার হবে। কিন্তু যে মূলধনই হারিয়ে ফেলল, সে মুনাফা তো দূরের কথা আসলও হারাল। ঠিক মুনাফেকদের মূলধন ছিল হেদায়াত, তা হারিয়ে তারা লাভ ও আসল সবই হারিয়ে ফেলল।

আহকাম ও শিক্ষা

- ১৩-১৬ নং আয়াতসমূহ:

১. সাহাবীদের ঈমানের মত ঈমান আনয়ন করার নির্দেশ থেকে প্রমাণিত হয় সাহাবীগণ ঈমানের ক্ষেত্রে মাপকাঠি। অত্র সূরা-র ১১৪ নং আয়াতে আমলের ক্ষেত্রেও সাহাবীদের মাপকাঠি হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতএব সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ঈমান ও আমল উভয় ক্ষেত্রে মাপকাঠি তথা তাঁরা হলেন হক ও সত্যের মাপকাঠি।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. হকপন্থীদেরকে নির্বোধ আখ্যায়িত করা কাফের মোনাফেকদের পুরাতন অভ্যাস।

৩. "কিন্তু তারা জানে না" কথাটা বলে বোঝানো হয়েছে যে, ঈমান আমলহীন লোকদের অন্তর থেকে ভাল আর মন্দের মাঝে পার্থক্য করার সুস্থ বিবেচনাবোধ তিরোহিত হয়ে যায়।

৪. কাফের নেতারা শয়তানের দোসর।

৫. ঈমান, আমল ও মুমিন-মুসলমানদের নিয়ে উপহাস করা মুনাফেক ও কাফেরদের চরিত্র এবং এটা জঘন্য অপরাধ।

৬. কাফের মুনাফেকরা তাদের উপহাসের জওয়াব পাবে।

৭. কাফের মুনাফেকদেরকে ঢিল দেয়া হয় তাদের অবাধ্যতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রমাণের জন্য।

৮. হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী অবলম্বন নিশ্চিত ক্ষতির পথ।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّا
أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ
وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ⑰

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ⑱

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ
وَبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ
الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌ
بِالْكَافِرِينَ ⑲

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا
أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ
قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ
وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑳

(১৭) তাদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির অবস্থার মত, যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করল। অতঃপর আগুন যখন তার আশপাশকে বেশ[১] আলোকিত করল, তখন আল্লাহ তাদের মূল আলোই[২] নিয়ে গেলেন এবং তাদেরকে ছেড়ে দিলেন বহুবিধ অন্ধকারে[৩], তারা কিছুই দেখতে পায় না।

(১৮) (তারা) বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরবে না।

(১৯) কিংবা (তাদের অবস্থা) যেমন আকাশের প্রবল বৃষ্টি, যাতে রয়েছে বহুবিধ অন্ধকার, প্রচণ্ড[৪] গর্জন ও বিদ্যুৎ চমক। মৃত্যু ভয়ে বজ্রধ্বনির কারণে তারা নিজ নিজ কানে তাদের আঙ্গুল প্রবেশ করায়। অথচ আল্লাহ কাফেরদের পরিবেষ্টন করে আছেন।

(২০) বিদ্যুৎ চমক যেন তাদের দৃষ্টিশক্তি দ্রুত ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। যখনই সেই বিদ্যুৎ তাদের সামনে চমকায়, তারা এর আলোকে পথ চলে, আর যখনই তাদের ওপর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখনই তারা থমকে দাঁড়ায়। আর যদি আল্লাহ চাইতেন তবে অবশ্যই তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করে নিতেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পূর্ণ শক্তিমান।[৫]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "বেশ" শব্দটি এ জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, استيقاد শব্দের অর্থই হল অত্যাধিক আলোকিত করা।

(২) 'নূর' বলা হয় মূল আলোকে। اضائت –এর অর্থ আলোর প্রখরতা ও প্রসারতা। এখানে যদি اضائت তথা আলোর প্রখরতা ও প্রসারতা নিয়ে গেলেন বলা হত, তাহলে সন্দেহ হত আল্লাহ হয়ত মূল আলো রেখে এর প্রখরতা ও ব্যাপ্তিকে নিয়ে গেছেন, তাই "নূর নিয়ে গেলেন"- এভাবে কথাটা উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) গোমরাহী, সন্দেহ প্রভৃতির অন্ধকারে।

(৪) "প্রচণ্ড" শব্দ দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, رعد শব্দের তানবীনটি تعظيم -এর জন্য।

(৫) ১৭ থেকে ২০ নং আয়াত পর্যন্ত মুনাফেকদের দু'টি উপমা দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথমটি সেইসব মুনাফেকের জন্য, যারা কুফরীতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন ছিল, কিন্তু জাগতিক স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করত। আর ২য় উপমাটি সেই সব মুনাফেকের জন্য, যারা ইসলামের সত্যতায় প্রভাবিত হয়ে কখনো প্রকৃত মু'মিন হতে চাইত, কিন্তু বিভিন্ন কারণ ও স্বার্থে তারা এ থেকে বিরত থাকত। এভাবে তারা দোটানায় দোদুল্যমান অবস্থায় কালযাপন করত।

১ম উপমার বিশ্লেষণে হযরত ইবনে আব্বাস, আবুল আলিয়া ও কাতাদা প্রমুখ বলেন যে, এমনি-ভাবে মুনাফেকরা শুধু মুখে কালেমা পাঠ করে এবং বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে কালেমা তাইয়্যেবা-র আলোকে এই ফায়দা লুটে, কিন্তু মরণের সাথে সাথে তারা চিরস্থায়ী আযাবে গ্রেফতার হয়। ২য় উপমায় বলা হয়, দোটানায় দুলতে থাকে। যখন ইসলাম গ্রহণে জান মালের নিরাপত্তা ও গনীমতে অংশ লাভের আশা বোধ করে, তখন সাচ্চা মুসলমান হতে চায়। আবার যখন জেহাদের কষ্ট দেখে, তখন পিছু টান দেয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭-২০ নং আয়াতসমূহ:

১. কোন অর্থের বিকাশ ঘটানোর জন্য উপমা পেশ করা বিধিবদ্ধ। যেমন এখানে আল্লাহ তাআলা কাফের মুনাফেকদের অবস্থাকে বিকশিত করার উপমা পেশ করেছেন।

২. ظلمات (অন্ধকারপুঞ্জ) শব্দকে বহুবচন আনা থেকে বোঝা যায় ভ্রান্ত পথ অনেক। পক্ষান্তরে হকের পথ মাত্র একটা।

৩. কারও মুখ থাকা সত্ত্বেও যদি হক কথা স্বীকার না করে, চোখ থাকা সত্ত্বেও যদি হক জিনিস না দেখে, এবং কান থাকা সত্ত্বেও যদি হক কথা না শোনে, তাহলে তাদের হক পথে ফিরে আসার কোন উপায় থাকে না।

৪. কুরআনের আদর্শকে বৃষ্টির সঙ্গে উপমা দেয়া হয়েছে। বৃষ্টির দ্বারা যেমন ভূমি উর্বর হয়, কুরআ-নের আদর্শ দ্বারাও অন্তর সজীব হয়।

৫. পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার হওয়া না হওয়াকে ধর্মের উপর চলার নির্ভরতা বানানো মুনাফেকের চরিত্র, খাঁটি মু'মিনের চরিত্র নয়।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٢١﴾

(২১) হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আশা করা যায়[১] তোমরা (জাহান্নাম থেকে) রক্ষা পাবে।

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ص وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

(২২) যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা স্বরূপ, আকাশকে ছাদ স্বরূপ বানিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন অতঃপর তা (সেই পানি) দ্বারা তোমাদের খাদ্য হিসাবে নানান ধরনের ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিও না। অথচ তোমরা জান (তিনি এক)।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "আশা করা যায়" কথাটি প্রতিশ্রুতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২১-২২ নং আয়াতদ্বয়:

১. আল্লাহর ইবাদত করা ফরয।

২. আল্লাহর গুণাবলীসহ আল্লাহকে চেনা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. আল্লাহর সাথে শিরক করা নিষিদ্ধ ও হারাম। (প্রাগুক্ত)

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ص وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾

(২৩) আর আমি আমার (খাছ)[১] বান্দার উপর যেই কিতাব ক্রমান্বয়ে[২] নাযেল করেছি সে সম্পর্কে তোমরা যদি সামান্য[৩] সন্দেহেও থাক, তবে তোমরা এর অনুরূপ ক্ষুদ্র[৪] একটি সূরা বানিয়ে আন এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সহযোগীদেরকেও ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ج اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٤﴾

(২৪) অনন্তর যদি তোমরা (তা) না পার এবং কখনোও তোমরা পারবেও না, তাহলে সেই আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর, যার ইন্ধন হল মানুষ ও পাথর। তা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে عبدنا শব্দের اضافت বা সম্বন্ধ تخصيص (বিশেষত্বের)-এর জন্য।

(২) ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, نزلنا ক্রিয়ার ক্রিয়ামূল (مصدر) হল تنزيل এর অর্থ ক্রমে ক্রমে নাযেল করা।

(৩) ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ريب শব্দের তানবীনটি تقليل তথা স্বল্পতা ও তুচ্ছতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

(৪) এখানে سورة শব্দের তানবীন تكثير এর জন্য। অর্থাৎ, যে কোন একটি সূরা -যার সর্বনিম্ন পরিমাণ হল তিন আয়াত- তোমরা বানিয়ে পেশ কর। (রূহুল মাআনী, ১খ.)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৩-২৪ নং আয়াতদ্বয়:

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনা দ্বারা তাঁর নবুয়ত স্ব-প্রমাণিত হয়।

২. কুরআন মানব রচিত নয়।

৩. কুরআনে কারীম দুনিয়ায় এক সাথে নাযেল হয়নি বরং ক্রমান্বয়ে নাযেল হয়েছে।

৪. কেউ কোন দিন কুরআনের সমকক্ষ কালাম রচনা করতে পারবে না। কোন এক ব্যক্তি নয় বরং সকলে মিলেও তার সমকক্ষ কালাম রচনা করতে সক্ষম হবে না।

৫. কাফেরদের পরিণাম হল জাহান্নাম।

৬. জাহান্নামীদের মনস্তাপ বৃদ্ধি করার জন্য জাহান্নামে ইন্ধন হিসেবে মূর্তির পাথরকেও আগুনের সাথে রাখা হবে।

৭. "প্রস্তুত করা হয়েছে" কথা দ্বারা বোঝা যায়, জাহান্নাম পূর্ব হতে তৈরী করে রাখা হয়েছে। এমন নয় যে, পরবর্তিতে তৈরি করা হবে।

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا لا قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ لا وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ط وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ق وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥﴾

(২৫) আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমলাদি করে, তাদেরকে শুভ সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য অবশ্যই রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত থাকবে নহরসমূহ। যখনই তাদেরকে সেখান (জান্নাতসমূহ) থেকে কোন ফল আহার করতে দেয়া হবে, তখনই তারা বলবে, "এটা তো তা-ই যা আমাদেরকে পূর্বে দেয়া হয়েছে"। আর তাদেরকে সেটা দেয়া হবে পরস্পর সদৃশ অবস্থায় এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র সংগিণীগণ। এবং তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ أَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۭ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ۭ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۝

(২৬) নিশ্চয়ই আল্লাহ যে কোন উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না, মশাই হোক বা (ক্ষুদ্রতায়) তার চেয়ে উপরের হোক।[১] বস্তুত যারা ঈমান এনেছে, তারা তো ভালভাবেই জানে যে, সেটা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ ঠিক (অর্থাৎ, স্থানোপযোগী)। আর যারা কাফের তারা বলে, এ (উপমা) দ্বারা আল্লাহ কী ইরাদা করেছেন? এর দ্বারা আল্লাহ অনেককে বিভ্রান্ত করেন।[২] আবার এর দ্বারা তিনি অনেককে হেদায়াত দান করেন। আর এ দ্বারা আলাহ বিভ্রান্ত করেন কেবল ফাসেকদেরকেই।

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۠ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

(২৭) যারা ভঙ্গ করতে থাকে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার তা সুদৃঢ় করার পর এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক অটুট রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তা[৩] ছিন্ন করতে থাকে, আর দুনিয়ায় ফ্যাসাদ করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কুরআন যে আল্লাহর বাণী, সে সম্পর্কে কোন কোন বিরুদ্ধবাদী আপত্তি উথাপন করে বলেছিল যে, এতে বিভিন্ন উপমা প্রদান প্রসঙ্গে মশা-মাছি প্রভৃতি তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর অবতরণা করা হয়েছে। যদি এটি সত্য সত্যই আল্লাহর বাণী হত, তবে এতে এরূপ নিকৃষ্ট বস্তুর উল্লেখ থাকত না। এ প্রসঙ্গেই উক্ত আয়াত নাযেল হয়।

(২) "আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন" বলতে বুঝানো হয়েছে তিনি তাদেরকে স্বীয় মেহেরবাণী ও তাওফীক থেকে বঞ্চিত রাখেন। আর তা-ও তাদেরই সীমালংঘন, মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ ও হুকুমের বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি। হুকুমের বিরুদ্ধাচরণের অভিশাপে তাদের সত্যান্বেষণের যোগ্যতা তিরোহিত হয়ে যায়।

(৩) এ সম্পর্ক দ্বারা যাবতীয় শরীয়ত সম্মত সম্পর্ককে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক, মানুষে মানুষে সম্পর্ক সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৬ নং আয়াত:

১. মু'মিনদের জন্য জান্নাত রয়েছে।

২. জান্নাতের ফলফলাদি দেখতে একরকম হলেও স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন হবে।

৩. জান্নাতের সংগিনীগণ পবিত্র হবেন; তাদের শরীরে, চরিত্রে কোনরূপ অপবিত্রতা থাকবে না।

৪. মু'মিনগণ জান্নাতে চিরস্থায়ী হবেন।

● ২৬ নং আয়াত:

১. ভাল কথা ও ভাল কাজ করার ক্ষেত্রে লজ্জাকে অন্তরায় বানানো ঠিক নয় এবং প্রকৃত পক্ষে সেটাকে লজ্জা হিসেবে অভিহিত করাও সঠিক নয়।

২. মর্ম স্পষ্ট করার জন্য উপমা পেশ করা ভাল।

৩. হেদায়াতের কথা ও বিষয় দ্বারা মু'মিনদের হেদায়াত ও কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে কাফের মুনাফেকদের গোমরাহী ও অকল্যাণ বৃদ্ধি পায়। উভয় শ্রেণীর মানসিকতায় বিভিন্নতার ফলে এরূপ বিভিন্নতা সূচীত হয়ে থাকে।

● ২৭ নং আয়াত:

১. কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বা চুক্তি লংঘন করা জঘন্য অপরাধ।

২. আত্মীয়তা সংশ্লিষ্ট শরীয়তী বিধান মেনে চলা ওয়াজিব এবং তা লংঘন করা মারাত্মক অন্যায়।

৩. ফ্যাসাদ করা মারাত্মক অপরাধ।

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

(২৮) তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার কর, অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ! অতঃপর তিনি তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন। আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। পুনরায় তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন। অনন্তর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۚ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَاۗءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۭ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

(২৯) তিনিই এমন সত্তা, যিনি পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তোমাদের কল্যাণার্থে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দেন। আর সেগুলোকে যথাযথভাবে সপ্তাকাশে পরিণত করেন। আর তিনি সর্ব বিষয়ে খুব ভালো জানেন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৮-২৯ নং আয়াতদ্বয়:

১. আল্লাহকে অস্বীকার করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ।

২. জীবন দান, মৃত্যু ঘটানো প্রভৃতি আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ।

৩. "পৃথিবীর সবকিছু মানুষের কল্যাণার্থে" এ কথা বলে বোঝানো হয়েছে– খাদ্য-খাবার, পানীয়, লেবাস-পোশাক, যানবাহন ইত্যাদি সবই মানুষের জন্য হালাল। তবে যার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নায় নিষিদ্ধ হওয়ার ভিন্ন দলীল রয়েছে তা ব্যতিক্রম। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. আল্লাহর সৃষ্ট কোন কিছুকে মানবের অকল্যাণে ব্যবহার করা সৃষ্টির উদ্দেশ্য পরিপন্থী। অতএব তা নিষিদ্ধ।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی
الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ؕ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ
فِیْهَا وَ یَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ
مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

(৩০) আর (স্মরণ করিয়ে দাও)[১] যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে খলীফা[২] সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, তারা বললো, আপনি সেখানে এমন কাউকে খলীফা বানাবেন, যে সেখানে ফ্যাসাদ করবে এবং অন্যায়[৩] রক্তপাত করবে? অথচ আমরাই তো সর্বদা[৪] আপনার হামদসহ তাসবীহ পাঠ করি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি জানি, যা তোমরা জান না।[৫]

وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی
الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ
كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝

(৩১) আর তিনি আদমকে (সকল বস্তুর) যাবতীয় নামের জ্ঞানদান করলেন। অতঃপর সে সমুদয়কে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করে বললেন, 'আমাকে এই সমুদয়ের নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক'।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ
اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ ۝

(৩২) তারা বলল, 'আপনি পূত-পবিত্র। আপনি যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ব্যতীত আমাদের কোন ইলম নেই। বস্তুত আপনিই মহাজ্ঞানী, অত্যন্ত হেকমতের অধিকারী।'

قَالَ یٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآىِٕهِمْ ۚ فَلَمَّاۤ اَنْۢبَاَهُمْ
بِاَسْمَآىِٕهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ
غَیْبَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۙ وَ اَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ
وَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝

(৩৩) তিনি বললেন, 'হে আদম! তুমি তাদেরকে এই সকল বস্তুর নাম বলে দাও।' অনন্তর যখন আদম তাদেরকে সে সবের নাম বলে দিল, তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয়ই আমি আকাশ-মণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে অবহিত আর তোমরা যা প্রকাশ করছ আর যা গোপন করে আসছ আমি জানি'।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আরবী বাগধারা অনুযায়ী বাক্যের প্রারম্ভে اِذْ থাকলে প্রায়ই "স্মরণ কর" কথাটি উহ্য থাকে। এখানে আদম সৃষ্টির বিষয়টা মক্কার কাফিরদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। তাই "স্মরণ করিয়ে দাও" কথাটি উহ্য ধরা হল। (আবুস সুউদ, ১খ.)

(২) খলীফা অর্থ নায়েব বা প্রতিনিধি। মানুষের মধ্যে আল্লাহর কামালাতের নমুনা বিদ্যমান থাকায় সে এই মহান মর্যাদায় ভূষিত হতে পেরেছে। খলীফা হিসেবে তার দায়িত্ব হল আল্লাহর কাজ আঞ্জাম দেয়া। আল্লাহর কাজ বলতে বুঝায় স্বীয় মাখলূকের লালন-পালন, তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন, তা'লীম ও তারবীয়্যাত দান, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধকরণ, আপন বিধান জারীকরণ, সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন, সৃষ্টি ও উদ্ভাবন ইত্যাদি। সে হিসেবে মানুষের করণীয় হল সন্তান-সন্ততির প্রতিপালন, মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন, তাদের প্রতি দয়া-মায়া প্রদর্শন, সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধকরণ, বিভিন্ন বস্তুর আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, তখ্‌তে খিলাফতে বসে রাজ্য শাসন ও রাজ্য জয় করণ, পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান জারীকরণ ইত্যাদি।

নবী রসূলগণ হলেন আল্লাহর প্রত্যক্ষ খলীফা। তাঁরা মানুষকে হেদায়াতের পথ দেখাতেন, মানবাত্মার তারবিয়্যাত করতেন। আল্লাহ যেমন তাদেরকে তা'লীম দিয়েছেন তেমনি তাঁরাও মানুষকে তা'লীম দিতেন। আল্লাহর বিধান কার্যকরী করতেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম তাঁর খলীফা হন। এরপর তাঁদের খলীফা হন তাবিঈন, তাবেঈগণের খলীফা হন তাবে তাবিঈন। উলামায়ে রাব্বানী, খাঁটি পীর-মাশায়েখ, সত্য-নিষ্ঠ দরবেশ ও সুফী-সাধকগণ সকলেই আল্লাহর খলীফা। তাঁরা সর্বশক্তি ব্যয় করে মানুষকে সরল সঠিক পথ দেখিয়ে থাকেন। তাদের ইসলাহ ও সংশোধন করেন। এইতো খিলাফতের কাজ। খুলাফায়ে রাশিদীন রাজত্ব করেও দেখিয়ে গেছেন কিভাবে সিংহাসনে বসে উম্মতকে সঠিক পথে পরিচালিত করা যায়। (খুতবাতে হাকীমুল ইসলাম, ২খ.)

(৩) يَسْفِكُ শব্দটা سَفْك থেকে উদ্গত। এটা সর্বদা অন্যায় রক্তপাত করার অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাই অনুবাদে 'অন্যায়' শব্দটা যোগ করা হয়েছে। (আবুস সুউদ, ১খ.)

(৪) نُسَبِّحُ শব্দটা এখানে অতীত ও বর্তমান উভয়কাল ব্যাপী অর্থবোধক হওয়ায় অনুবাদে 'সর্বদা' শব্দটা যোগ করা হয়েছে।

(৪) অর্থাৎ, আদমকে প্রতিনিধি বানানোর পেছনে কি কল্যাণ ও রহস্য লুকায়িত রয়েছে তা কেবল আমিই জানি, তোমরা জান না।

আহ্‌কাম ও শিক্ষা

● ৩০ নং আয়াত:

১. মানব সৃষ্টির সূচনা সম্বন্ধে জানা গেল।

২. নিখিল বিশ্বের সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ তাআলা।

৩. পৃথিবীতে খোদায়ী বিধান ও খোদায়ী কাজ প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের জন্য নবী-রসূলগণ হলেন তাঁর খলীফা।

৪. হযরত আদম (আ.)-এর মর্যাদা প্রমাণিত।

৫. মাশওয়ারার নীতি জানা গেল।

৬. ফেরেশতাগণ তাসবীহ তাহমীদ পাঠ করেন।

৭. আল্লাহর এমন হেকমত জানা আছে, যা অন্যের জানা নেই।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ৩১-৩৩ নং আয়াতসমূহ:

১. আল্লাহ্‌র কুদরত বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হযরত আদম (আ.)কে যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান শিক্ষা দেন।

২. গায়র আলেমের উপর আলেমের ফযীলত প্রমাণিত।

৩. কোন বিষয় না জানলে তা অকপটে স্বীকার করা উত্তম।

৪. যে ব্যক্তি যে বিষয়ের যোগ্য নয় সে তা দাবী করলে তাকে তিরস্কৃত করা যায়।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٤﴾

(৩৪) আর (এ বিষয়টি স্মরণীয়) যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, 'তোমরা আদমকে সাজদা কর।' তৎক্ষণাত[১] তারা সকলে সাজদা করল[২] ইবলীস ব্যতীত; সে কথা অমান্য করল, অহংকার করল। আর (এভাবে) সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٥﴾

(৩৫) আর আমি বললাম,হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং যেথা ইচ্ছা জান্নাত থেকে স্বাচ্ছন্দে পর্যাপ্ত[৩] আহার কর। তবে তোমরা এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না; তাহলে তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে যারা নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে।

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۪ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٣٦﴾

(৩৬) অনন্তর সেই বৃক্ষের দ্বারা[৪] শয়তান তাদের উভয়কে পদস্খলিত[৫] করে দিল এবং তারা যেখানে[৬] ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বের করে দিল। আর আমি বললাম, 'তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও। আর তোমাদের জন্য রয়েছে পৃথিবীতে কিছুকাল পর্যন্ত অবস্থান এবং উপভোগ।'

فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٣٧﴾

(৩৭) অতঃপর আদম সাদরে গ্রহন করে নিল[৭] তার প্রতিপালকের নিকট থেকে কয়েকটি কথা।[৮]পরে আল্লাহ তার তাওবা কবূল করলেন। নিঃসন্দেহে তিনিই অতি তাওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) فسجدوا এর ف বর্ণটা مسارعت এর অর্থ জ্ঞাপন করছে। তাই অনুবাদে "তৎক্ষণাত" শব্দটি যোগ করা হয়েছে। (আবুস সুউদ, ১খ. দ্র.)

(২) পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়তে বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে সাজদা করা বৈধ ছিল। তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীয়তে তা রহিত হয়ে যায়। (মাআরিফুল কুরআন, ১খ.)

(৩) رَغَدًا শব্দটি আরবীতে সেসব আহার্যবস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যা লাভ করতে কোন শ্রম-সাধনার প্রয়োজন হয় না এবং এত পর্যাপ্ত ও ব্যাপক পরিমাণে লাভ হয় যে, তাতে হ্রাস-প্রাপ্তি বা শেষ হয়ে যাওয়ার কোন আশংকা বিদ্যমান থাকে না। (মাআরিফুল কুরআন, ১খ.)

(৪) عنها শব্দে ها সর্বনামটি দ্বারা বৃক্ষ বা জান্নাত উভয় উদ্দেশ্য হতে পারে। যদি বৃক্ষ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে عن শব্দটি سببية বা হেতুবোধক হবে এবং اَزَلَّ ক্রিয়ার অর্থ হবে পদস্খলিত করে দিল। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এই ব্যাখ্যাটাকেই প্রথমে উল্লেখ করেছেন, যা তাদের নিকট পছন্দনীয় ও প্রাধান্য প্রাপ্তহওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। আমাদের অনুবাদে আমরা এটাকেই গ্রহণ করেছি। আর যদি ها সর্বনামটি দ্বারা জান্নাত উদ্দেশ্য হয়, তবে عن অর্থ হবে "থেকে" এবং اَزَلَّ অর্থ হবে "সরিয়ে দেয়া"। এ হিসেবে অর্থ দাঁড়াবে -শয়তান তাদেরকে জান্নাত থেকে সরিয়ে দিল। (আবুস সুউদ, ১খ. ও কাশশাফ, ১খ. অবলম্বনে)

(৫) পদস্খলন ঘটানোর বিষয়কে শয়তানের দিকে সম্পৃক্ত করে মূলতঃ একথাই বুঝানো হয়েছে যে, হযরত আদম (আ.) এই কাজ বুঝে-শুনে, ইচ্ছাকৃতভাবে করেননি; বরং তার দ্বারা ভুল হয়ে গিয়েছিল বা ইজতিহাদগত বিচ্যুতি ঘটেছিল, যা প্রকৃতপক্ষে কোন পাপ নয়; শয়তানই এই পদস্খলন ঘটিয়েছিল। হযরত আদম (আ.) অন্যান্য সকল নবীর মতই নিষ্পাপ ছিলেন, কিন্তু তাঁর শানে নবুয়ত ও সুউচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে এই বিচ্যুতিকে যথেষ্ট বড় মনে করা হয়েছে, আর তাই এক স্থানে عصى غوى শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে।

(৬) পূর্বের ها সর্বনাম দ্বারা 'বৃক্ষ' উদ্দেশ্য হলে এখানে ما كانا فيه দ্বারা 'স্থান' উদ্দেশ্য হবে। আর যদি সর্বনাম দ্বারা জান্নাত অর্থ নেয়া হয়, তবে এই দ্বারা উচ্চ মান-মর্যাদা ও সুখ-সম্ভোগ অর্থ গ্রহণ করতে হবে। (আবুস-সুউদ, ১খ. অবলম্বনে)

(৭) تلقى অর্থ হল কোন কথাকে সাদরে গ্রহণ করা এবং তদনুসারে আমল করা।

(৮) সেই কথাগুলো ছিল– رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৪ নং আয়াত:

১. ফেরেশতাদেরকে হযরত আদম (আ.)-এর উদ্দেশ্যে সাজদা করার নির্দেশ।

২. ইবলীসের অহংকারের বর্ণনা।

৩. কতক গোনাহ কুফরী বা কুফরে উপনীত করে। যেমন যদি কেউ আল্লাহ পাকের কোন হুকুমের বিরোধিতা ও মোকাবিলা করে আল্লাহর কোন হুকুমকে যুক্তি ও কল্যাণের পরিপন্থী মনে করে তবে সে কাফের হয়ে যায়। যেমন ইবলীস কাফের হয়েছে।

● ৩৫ নং আয়াত:

১. আয়াতে বসবাসের ক্ষেত্রে হযরত আদম (আ.)কে প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করাতে দু'টি বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রথমত স্ত্রীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব স্বামীর ওপর। দ্বিতীয়ত বসবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর অধীন। সেমতে যে বাড়ীতে স্বামী বসবাস করবে সে বাড়ীতেই স্ত্রীর বসবাস করা উচিৎ। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. পক্ষান্তরে আহারের ক্ষেত্রে ১৫বলে উভয়কে প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করাতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর অনুসারী বা অধীন নয়। স্বামী যেমন নিজস্ব ইচ্ছানুসারে প্রয়োজন ও চাহিদা মত খাবার ব্যবহার করতে পারে, তেমনি স্ত্রীও নিজ চাহিদা ও ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করতে পারে। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. এ আয়াতে বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করায় এ কথা প্রমাণিত হয় যে, কোন জিনিস নিজস্বভাবে নিষিদ্ধ না হলেও তাতে যদি কোন নিষিদ্ধ বস্তুর কারণ বা মাধ্যম হওয়ার আশংকা থাকে, তবে তাও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৩৬ নং আয়াত:

১. মানুষের প্রতি শয়তানের শত্রুতা।

২. শয়তানের ওয়াছওয়াছার ধরন বুঝতে হবে যাতে করে তা থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. পৃথিবী ক্ষণিকের আবাসস্থল।

● ৩৭ নং আয়াত:

১. গোনাহ থেকে তওবা করা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. তওবা করলে আল্লাহ তওবা কবুল করেন।

৩. তওবা কবুলের অধিকারী আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ নয়।

৪. কোন আলিম, পীর, পাদ্রী-পুরোহিত কারোই পাপ মোচনের কোন ক্ষমতা নেই। তারা বড় জোর দুআ করতে পারেন। (মাআরিফুল কুরআন)

৫. আল্লাহ তাআলা অতি দয়ালু।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٨﴾	(৩৮) আমি বললাম, তোমরা সবাই সেখান থেকে নেমে যাও। অনন্তর আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট কোন হেদায়াত পৌঁছলে যারা আমার (সে) হেদায়াত অনুসারে চলবে, তাদের না কোন ভয় হবে, আর না তারা দুঃখিত হবে।[১]
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٩﴾	(৩৯) আর যারা প্রত্যাখ্যান করবে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে আমার আয়াতসমূহকে,[২] তারাই- হবে দোযখবাসী- সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) خوف হল ভবিষ্যত দুঃখ-কষ্ট জনিত আশংকার নাম এবং حزن বলা হয় অতীতের কোন উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার কারণে সৃষ্ট দুঃখ ও অনুতাপকে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) এখানে আয়াত দ্বারা আসমানী কিতাব কিংবা নবীগণ বা কুরআন অথবা আল্লাহর অস্তিত্বকে বুঝায়-এমন সব কিতাব ও সৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৮ নং আয়াত:

১. দুনিয়াতে মানুষের আগমন ঘটেছে জান্নাত থেকে।

২. গোনাহ দূর্ভাগ্য ও বঞ্চনার কারণ। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. দুনিয়া ও আখেরাতের ভয় ও দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ তথা সফলতার চাবিকাঠি হল নবী-রসূলগণের আনীত শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করা।

● ৩৯ নং আয়াত:

যারা হেদায়াতকে হেদায়াত মনে করতে বা তার অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে (যেমন কাফেরগণ), তারাই চিরকাল দোযখে থাকবে। (কিন্তু মু'মিনগণ –যারা হেদায়াতকে হেদায়াত মনে করে– তারা কার্যত যত পাপই করুক শাস্তি ভোগান্তে দোযখ থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে।)

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٤٠﴾	(৪০) হে বানী ইসরাঈল[১] তোমরা আমার সেই বিশেষ বিশেষ[২] নেয়ামতকে[৩] স্মরণ কর, যা আমি তোমাদেরকে এনআম দিয়েছি। আর তোমরা পূরণ কর আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার,[৪] তাহলে আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি[৫] পূরণ করব। আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।
وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ ۠ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۫ وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾	(৪১) আর তোমরা ঈমান আন যা (অর্থাৎ, কুরআন) আমি নাযেল করেছি তোমাদের নিকটস্থ কিতাবের সত্যায়নকারীরূপে তার প্রতি এবং তোমরা এর প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না[৬] এবং তোমরা আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ কর না[৭] আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।
وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾	(৪২) আর তোমরা হককে বাতিলের[৮] সাথে মিশ্রিত কর না এবং জেনে বুঝে হককে[৯] গোপন কর না।
وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾	(৪৩) আর তোমরা যথানিয়মে[১০] নামায আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করবে।[১১]

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হিব্রু ভাষায় 'ইসরা' অর্থ আবদ বা বান্দা এবং 'ঈল' অর্থ আল্লাহ। সে হিসাবে ইসরাঈল অর্থ হয় আব্দুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দা। এটা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর উপাধি ছিল। "বানী ইসরাঈল" বলে তাঁর বংশধরদের বুঝানো হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

(২) এখানে نعمة শব্দটিকে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। সম্বন্ধ পদ تخصيص বা বিশেষত্বের অর্থ দেয়, তাই অনুবাদে 'বিশেষ বিশেষ' অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) বিশেষ নিয়ামত বলতে এখানে ফেরআউনের অত্যাচার থেকে মুক্তিদান, সমুদ্র বিদারণ, মান্ন ও সালওয়া দান, মেঘের ছায়া প্রদান ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।

(৪) "আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা" বলতে অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে সূরা মায়েদার ১২ নং আয়াতের বিষয়বস্তুকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ (১) যথা নিয়মে নামায পড়া, (২) যাকাত প্রদান করা, (৩) রসূলগণকে বিশ্বাস করা, (৪) তাঁদের সহযোগিতা করা (৫) এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করা তথা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা।

(৫) "আল্লাহর প্রদত্ত অঙ্গীকার" বলতে উক্ত আয়াতে উল্লেখিত প্রতিদানকেই বুঝানো হয়েছে। আর তা হল তাদের পাপ মোচন করা এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করা।

(৬) কারণ এমনিতে প্রত্যাখ্যানকারী হওয়া মারাত্মক অন্যায়, তদুপরি প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হলে পরবর্তীতে যত লোক তোমাদের অনুসরণে কুফরী করবে, তাদের সকলের সমান পাপ তোমাদেরকেই বহন করতে হবে। হাদীছ শরীফে আছে- কেউ যদি মন্দ কাজের প্রচলন ঘটায় তাহলে তার উপর বর্তাবে নিজের গুনাহ এবং যারা তদনুসারে আমল করবে তাদের গুনাহও।

(৭) অর্থাৎ মানুষের মর্জি ও স্বার্থের তাগিদে বা নিজেদের নেতৃত্ব খতম হয়ে যাওয়ার আশংকায় আয়াত সমূহের মর্ম বিকৃত করে বা ভুলভাবে প্রকাশ করে কিংবা তা গোপন রেখে টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করবে না।

(৮) অর্থাৎ, তওরাতের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কিছুকে তওরাতে লিপিবদ্ধ কর না। করলে আল্লাহ কর্তৃক নাযেলকৃত হক তোমাদের লেখা বাতিলের সাথে মিশ্রিত হয়ে যাবে। (কাশ্‌শাফ)

(৯) অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রশংসা ও বিবরণসমূহ। (জালালাইন)

(১০) اقامت صلوت। (নামায কায়েম করা)-এর অর্থ কেবল নামায পড়া নয় বরং এর অর্থ হল নির্ধারিত সময়ে যাবতীয় শর্ত ও নিয়ম তথা ফরয, ওয়াজিব ও মুস্তাহাবসহ নামায আদায় করা। (কাশ্‌শাফ)

(১১) অর্থাৎ, জামাআতে নামায আদায় করবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪০ নং আয়াত:

১. আল্লাহর নেয়ামতের স্মরণ তথা তাঁর শোকর আদায় করা ওয়াজিব।

২. অঙ্গীকার ও চুক্তির শর্তাবলী পালন করা অবশ্য কর্তব্য এবং তা লংঘন করা হারাম। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গিকার পূর্ণ করলে তথা তাঁর বিধি-নিষেধ মান্য করলে আল্লাহও বান্দার সাথে তাঁর কৃত অঙ্গিকার পূর্ণ করবেন তথা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

৪. আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ। শোকর আদায় ও অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ দানের পর আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দান থেকে বোঝা যায় আল্লাহর ভয় নির্দেশ পালন ও নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

● ৪১ নং আয়াত:

১. কুরআনের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ।

২. কুরআন অস্বীকার করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা।

৩. মানুষের মর্জি ও স্বার্থের তাগিদে বা নিজেদের নেতৃত্ব খতম হয়ে যাওয়ার আশংকায় আয়াত-সমূহের মর্ম বিকৃত করে বা ভুলভাবে প্রকাশ করে কিংবা তা গোপন রেখে টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ উপার্জন করা নিষেধ।

● ৪২ নং আয়াত:

১. মানুষকে বিভ্রান্ত করা ও সত্য থেকে ফিরানোর উদ্দেশ্যে হককে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করা হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. সত্য গোপন করা ও তাতে সংযোজন ও বিয়োজন করা হারাম বা নিষিদ্ধ।

● ৪৩ নং আয়াত:

১. নামায কায়েম করার নির্দেশ।

২. যাকাত প্রদানের নির্দেশ।

৩. এ আয়াতে জামাআতের সাথে নামায আদায় করার প্রতি জোর তাকিদ প্রদান করা হয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মতে জামাআতের সাথে নামায আদায় করা সুন্নাতে মুআক্কাদা।

(৪৪) তোমরা কি লোকদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর নিজেদের ভুলে যাও! অথচ তোমরা কিতাব (তাওরাত) পাঠ কর। তবে কি তোমরা বুঝ না[১]?	اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۴۴﴾
(৪৫) তোমরা সবর[২] ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। আর নিঃসন্দেহে এই নামায কঠিন বটে, তবে খুশুওয়ালাদের উপর (কঠিন) নয়।	وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿۴۵﴾
(৪৬) (খুশুওয়ালা তারা) যারা মনে করে যে, অবশ্যই তারা স্বীয় প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং নিশ্চয়ই তারা তাঁরই কাছে ফিরে যাবে।	الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿۴۶﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতটি ইয়াহুদী আলেমদের শানে নাযেল হয় যারা গোপনে নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদেরকে ইসলামের উপর অটল থাকার নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজেরা হাদিয়া ও উপঢৌকনের লোভে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ করত না। (আবুস সুউদ)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(২) "সবর" শব্দের মূল অর্থ ধরে রাখা। বিপদে ধৈর্য ধারণ করা, পাপাচার থেকে নিজেকে বিরত রাখা ও আনুগত্যের কাজে নিজেকে অটল অবিচল রাখা সবই সবরের অন্তর্ভুক্ত।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৪ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে আমলহীন উপদেশদাতাকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। হাদীছ শরীফেও এই ধরনের লোকদের সম্পর্কে করুণ পরিণতি ও ভয়ঙ্কর কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে এ আয়াতের উদ্দেশ্য এই নয় যে, বে-আমল আলেম উপদেশ দান করতে পারবে না। বরং উদ্দেশ্য হল নিজেরও আমল করা আবশ্যক। তার করণীয় ছিল দুটি- (১) নিজে আমল করা (২) অন্যকে উপদেশ দেয়া। সুতরাং অন্যকে উপদেশ দিলে তার একটি কর্তব্য পালিত হবে। অপরটির কারণে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

২. "অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর। তবে কি তোমরা বুঝ না"- একথা বলে বোঝানো হয়েছে যে, মন্দ কাজ কোন আলেম বা দ্বীনের বুঝ আছে- এমন ব্যক্তি থেকে সংঘটিত হওয়া আরও বেশী মন্দ। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৪৫-৪৬ নং আয়াতদ্বয়:

১. বিপদ-আপদ ও প্রতিকূল মুহূর্তে সবর ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার বিধিবদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। হাদীছে এসেছে- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মুখে কোন গুরুতর বিষয় উপস্থিত হলেই তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।

২. খুশু-খুযূর ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. নামাযে খুশু-খুযূ আনয়নের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। তা হল নামাযের মধ্যে পরকালে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়া এবং তাঁর কাছে সবকিছুর (এমনকি এই নামাযেরও) হিসাব প্রদানের চিন্তা মনে জাগরূক রাখা।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾

(৪৭) হে বনী ইসরাঈল! তোমরা স্মরণ কর আমার সেই বিশেষ বিশেষ নেয়ামতকে, যা আমি তোমাদেরকে এনআম[১] দিয়েছি, আর এ-ও যে, আমি নিশ্চিতই তোমাদেরকে সারা বিশ্বের ওপর মর্যাদা দান করেছি।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٨﴾

(৪৮) আর তোমরা সেই দিন সম্পর্কে সাবধান হও, যেদিন কেউ কারও কোন কাজে আসবে না এবং (তার পক্ষে) কারও থেকে কোন সুপারিশও কবূল করা হবে না এবং কারও কাছ থেকে মুক্তিপণও নেয়া হবে না। আর তাদেরকে কোন রকম সাহায্যও করা হবে না।[২]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "এনআম" অর্থ যা কিছু পুরস্কার স্বরূপ দেয়া হয়।

(২) মোটকথা, দুনিয়াতে সাহায্য করার যত পদ্ধতি আছে, ঈমান ব্যতীত সেগুলোর কোনটাই আখেরাতে কার্যকর হবে না।

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۭ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿٤٩﴾

(৪৯) আর (তোমরা স্মরণ কর,) যখন আমি তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিলাম ফেরআউনী সম্প্রদায় থেকে[১] যারা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাত; তারা তোমাদের পুত্রদেরকে যবেহ করত এবং তোমাদের কন্যাদেরকে জীবিত রাখত। আর তার মধ্যে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক মহা পরীক্ষা।

وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٠﴾

(৫০) আর যখন আমি তোমাদের কারণে[২] সাগরকে বিদীর্ণ করলাম,[৩] অনন্তর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিলাম এবং ফেরআউনী সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে দিলাম, আর তোমরা (তা স্বচক্ষে) দেখছিলে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) একদা ফেরআউন স্বপ্নে দেখল বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে আগুনের শিখা এসে মিসর ঘেরাও করে এবং তা প্রত্যেক কিবতীর ঘরে প্রবেশ করে ঘর জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু বনী ইসরাঈলের ক্ষতি সাধন করে না। গণকরা তাকে বলল, এর ব্যাখ্যা হল বনী ইসরাঈলে একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করবে, যার হাতে আপনার রাজ্যের পতন ঘটবে। তখনই ফেরআউন আইন জারী করে যে, বনী ইসরাঈলের সকল পুত্র সন্তানকে হত্যা করে ফেলবে এবং কেবল কন্যাদেরকে জীবিত রাখবে। আল্লাহ তাআলার মহান কুদরতে ফেরআউনের ঘরেই মূসা (আ.) লালিত পালিত হন। পরবর্তীতে তাঁর দ্বারাই বনী ইসরাঈল ফেরআউনের গোলামী থেকে মুক্তি পায়। আয়াতে এই ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(২) بِكُمْ শব্দের ب হরফটি হেতুবোধক। তাই অনুবাদে "কারণে" কথাটি উল্লেখ করা হল।

(৩) ফেরআউনের ঘরে বড় হয়ে এবং পরবর্তীতে নবুয়ত লাভ করে হযরত মূসা (আ.) ফেরআউনকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু ফেরআউন কোনক্রমেই ফিরে আসলো না। তখন হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি রাতের আঁধারে বনী ইসরাঈলসহ মিসর ত্যাগ করার হুকুম হল। কিন্তু পথে সমুদ্র প্রতিবন্ধক হল। ইতিমধ্যে পেছন দিক থেকে ফেরআউন সসৈন্যে সেখানে এসে পৌঁছলো। আল্লাহ পাকের হুকুমে সমুদ্র বিদীর্ণ হওয়ায় বনী ইসরাঈল পথ পেয়ে পার হয়ে গেল। ফেরআউন পৌঁছা পর্যন্ত সমুদ্র বিভক্ত হয়েই রইল। সেও পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে সেপথেই ঢুকে পড়লো। এমন সময়

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দু'দিক থেকে পানি চেপে আসলো এবং স্বদলবলে ফেরআউন সমুদ্রে নিমজ্জিত হল। অত্র আয়াতে উক্ত ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধিকাংশের মতে এ সাগরটি হল লোহিত সাগর-এর শাখা সুয়েজ উপসাগর।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৯-৫০ নং আয়াতদ্বয়:

১. নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শোকরের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

২. আল্লাহ তাআলা বান্দাদের মর্যাদা বুলন্দ করার জন্য পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাদের প্রতি নেয়ামত বর্ষিত হয়।

وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰۤى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿۵۱﴾	(৫১) আর যখন আমি মূসার সাথে চল্লিশ রাত্রির ওয়াদা করলাম।[১] অনন্তর তার (প্রস্থানের) পরই তোমরা অন্যায়কারী হয়ে[২] গো-বৎসকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করলে।
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۵۲﴾	(৫২) এরপরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম, এই আশায় যে, তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।
وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۵۳﴾	(৫৩) আর (স্মরণ কর,) যখন আমি মূসাকে কিতাব ও ফুরকান[৩] দিলাম, যাতে তোমরা হেদায়াত লাভ করতে পার।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ফেরআউনের নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী ইসরাঈল মিসর বা অন্য কোন শহরে প্রবেশ করলো। আল্লাহ পাক তাদের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে তাওরাত প্রদানের ওয়াদা করলেন এবং এও স্থির করলেন যে, হযরত মূসা (আ.) চল্লিশ রাত তূর পাহাড়ে এ'তেকাফ করবেন। সেমতে হযরত মূসা (আ.) তূর পর্বতে গমন করলেন। ইত্যবসরে মুনাফেক সামিরী গো-বৎস পূজার ফিৎনা সৃষ্টি করে। আয়াতে এই ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(২) واتم ظلمون বাক্যটি اتخذتم -এর ضمير থেকে حال হয়েছে। সেভাবেই এখানে তর্জমা করা হয়েছে। এ বাক্যটি প্রাসঙ্গিক معترضة জুমলা ও হতে পারে। (আবুস-সুউদ)

(৩) "ফুরকান" অর্থ পার্থক্যকারী। অর্থাৎ, যা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। "ফুরকান" দ্বারা এখানে তাওরাতে বর্ণিত বিধি-বিধান বা মু'জিযাকে বুঝানো হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫১-৫৩ নং আয়াতসমূহ:

১. ৪০ দিন ব্যাপী রিয়াজত সাধনার বিশেষ ফায়দা রয়েছে বলে ইংগিত পাওয়া যায়।

২. শিরক করা জুলুম।

৩. আসমানী কিতাব হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করে দেয়।

৪. আসমানী কিতাব প্রেরণের উদ্দেশ্য হল হেদায়াত।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْۤا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ؕ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۵۴﴾	(৫৪) আর (স্মরণ কর) যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা গো-বৎসকে উপাস্য বানানোর কারণে নিশ্চিতভাবেই নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ। সুতরাং[১] তোমরা স্বীয় স্রষ্টাভিমুখী হও[২] অতঃপর নিজেদেরকে হত্যা কর।[৩] এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর তোমাদের স্রষ্টার নিকট। অতঃপর তিনি তোমাদের তওবা কবুল করলেন। নিঃসন্দেহে তিনিই অতি তাওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু।
وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿۵۵﴾	(৫৫) আর যখন তোমরা বললে, 'হে মূসা! আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে না দেখা পর্যন্ত কখনো তোমাকে বিশ্বাস করব না।' অতঃপর বজ্র তোমাদিগকে পাকড়াও করল আর তোমরা নিজেরাই দেখছিলে।[৪]
ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۵۶﴾	(৫৬) অনন্তর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করলাম, আশা ছিল যে, তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে।[৫]
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۵۷﴾	(৫৭) আর আমি তোমাদের[৬] উপর মেঘের ছায়া বিস্তার করলাম এবং তোমাদের নিকট মান্ন ও সালওয়া[৭] প্রেরণ করলাম। (আমি বললাম,) তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তার পবিত্রটা থেকে আহার কর। আর তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি বরং তারা নিজেদেরই ক্ষতি করতে থাকে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) فتوبوا এর ب হরফটি এখানে হেতুবোধক, তাই অনুবাদে "সুতরাং" শব্দটি উল্লেখ করা হল।

(২) بارئ শব্দের অর্থ হল যেই সত্তা, যিনি মানুষকে দোষ-ত্রুটিমুক্ত ও তারতম্যহীন করে সৃষ্টি করেছেন। (আবুস সুউদ)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৩) গো-বৎস পূজার অপরাধের কারণে তওবার পদ্ধতি হিসাবে বনী ইসরাঈলকে এই হুকুম দেয়া হয়। অর্থাৎ, তাদের মধ্যে যারা গো-বৎস পূজা করেনি তারা গো-বৎস পূজার অপরাধে জড়িতদেরকে হত্যা করে ফেলবে। বনী ইসরাঈল স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে এই হুকুম মেনে নিল। তারা এক ময়দানে সমবেত হল এবং খঞ্জর ও তরবারী দ্বারা পূজারীদেরকে হত্যা করতে লাগল। হযরত আলী, ইব্নে 'আব্বাস, হাসান বছরী, সাঈদ ইব্নে যুবায়ের, মুজাহিদ ও কাতাদা প্রমুখ হতে এটাই বর্ণিত হয়েছে এবং তাওরাতের ভ্রমণ-পর্বের বত্রিশতম অনুচ্ছেদেও এই ব্যাখ্যাই উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে ৭০ হাজার বনী ইসরাঈল নিহত হলে হযরত মূসা (আ.) ও হারূন (আ.) আল্লাহ পাকের দরবারে অত্যন্ত বিনীত হয়ে দুআ করলেন এবং ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন। আল্লাহ পাক তাঁদের দুআ কবূল করলেন। নিহতদের তিনি ক্ষমা করলেন, তারা শহীদের মর্যাদা লাভ করলেন এবং অবশিষ্টদেরকে তিনি গোনাহমুক্ত করে দিলেন। (মাআরিফুল কুরআন, ইদ্রীস কান্ধলবী)

(৪) গো-বৎস পূজার অপরাধ সম্পর্কে আল্লাহর নিকট ওযরখাহী করার জন্য বনী ইসরাঈলের ৭০ জন লোক হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে তূর পর্বতে গেলেন। তারা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট আবেদন করলেন, তিনি যেন তাদেরকে আল্লাহ পাকের কালাম শুনিয়ে দেন। হযরত মূসা (আ.)-এর অনুরোধে আল্লাহ পাক তাঁর সাথে কালাম করেন। বনী ইসরাঈল পেছনে দাঁড়িয়ে তা শ্রবণ করে। হযরত মূসা (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর কালাম শুনলে তো?' তারা বলল, 'আমরা প্রকাশ্যভাবে আল্লাহকে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস করব না।' তখনই একটি বজ্র এসে তাদেরকে পাকড়াও করে এবং তারা সাথে সাথেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। (মাআরিফুল কুরআন, ইদ্রীস কান্ধলবী)

(৫) বনী ইসরাঈলের মৃত্যু দেখে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর দরবারে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ! বনী ইসরাঈল এমনিতেই আমার প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে থাকে, এখন তারা ভাববে যে, এ লোকগুলোকে কোথাও নিয়ে গিয়ে আমি নিজেই তাদেরকে মেরে ফেলেছি। সুতরাং মেহেরবাণী করে আমাকে সম্ভাব্য এ অপবাদ থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ পাক দয়া পরবশ হয়ে তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করে দিলেন।

(৬) এখানে এবং পূর্বাপর বেশ কিছু আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে জীবিত ইয়াহুদীগণকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদের পিতৃপুরুষদের উপর যে অনুগ্রহ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে তাদেরকে সংবাদ দেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য হল, তাদেরকে আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ করানো, যেন তারা ঈমান আনয়ন করে।

(৭) 'মান্ন' হচ্ছে বরফের মত স্বচ্ছ-শুভ্র এক প্রকার সুমিষ্ট খাবার যা গুলিয়ে শরবত বানানো হত। আর 'সালওয়া' পক্ষী বিশেষ। বনী ইসরাঈলকে যখন আমালিকাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার নির্দেশ দেয়া হল, তারা তাদের শৌর্য-বীর্যের কথা শুনে সাহস হারিয়ে হীনবল হয়ে পড়ল। অবশেষে তারা বলেই ফেলল, হে মূসা! আপনি এবং আপনার প্রভু গিয়ে লড়াই করুন, আমরা এখানেই বসে থাকব। এই অপরাধে তারা একাধারে ৪০ বৎসর পর্যন্ত একটি ময়দানে হয়রান-পেরেশান হয়ে ঘুরে বেড়ানোর শাস্তি প্রাপ্ত হল। ময়দানটি তীহ প্রান্তর নামে পরিচিত। তখন হযরত মূসা (আ.) এর দুআয় আল্লাহ তাআলা একটি শুভ্র মেঘখণ্ড তাদের ছায়া দানের জন্য পাঠালেন। অত্র আয়াতে এই ঘটনার দিকেই

ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.)-এর মতে এ মেঘখণ্ড সাধারণ মেঘ ছিল না বরং এটা ছিল অত্যন্ত শীতল ও পবিত্র। এটা ছিল সেই মেঘ, যাতে করে বদর প্রাঙ্গনে ফেরেশতাগণ নাযেল হয়েছিলেন। (মাআরিফুল কুরআন, ইদ্রীস কান্ধলবী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৪ নং আয়াত:

১. গায়রুল্লাহর পূজা করা জুলুম তথা শিরক।

২. গো-বৎস পূজারী বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন। ফলে পরকালে এ কারণে তাদের কোন শাস্তি হবে না।

৩. মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদেরকে হত্যা করার বিধিবদ্ধতা প্রমাণিত হয়। হাদীছে এসেছে- مَن بَدَّلَ دِينَه فَاقْتُلُوه অর্থাৎ, যে তার ধর্ম (দ্বীনে ইসলাম) পরিত্যাগ করে তাকে হত্যা করে দাও।

৪. যথাযথভাবে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা তওবা কবূল করেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

● ৫৫-৫৬ নং আয়াতদ্বয়:

১. বনী ইসরাঈল গোয়ার্তুমি করে সরাসরি আল্লাহকে দেখার মত অসম্ভব বিষয়ের আবেদন করেছিল বলে তাদের উপর শাস্তি আপতিত হয়। এতে বোঝা যায় আল্লাহকে দুনিয়ার চোখে দুনিয়াতে সরাসরি দেখা সম্ভব নয়। আরও বোঝা গেল অসম্ভব জিনিসের দুআ করা নিষেধ।

২. আল্লাহ তাআলা মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম। এতে পরকালের পুনরুত্থান সম্ভব বলে প্রমাণিত হয়।

৩. আল্লাহ কর্তৃক জীবন দানের উদ্দেশ্য হল (আল্লাহর ইবাদত করার মাধ্যমে) তাঁর শোকর আদায় করা।

● ৫৭ নং আয়াত:

১. বনী ইসরাঈলের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে মান্ন ও সালওয়া প্রেরিত হয়েছিল।

২. আহার্য পবিত্র ও হালাল হওয়া চাই।

৩. বনী ইসরাঈল মান্ন ও সালওয়া-র ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করে নিজেদের প্রতি অবিচার করেছিল।

৪. আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করা নিজেরই প্রতি অবিচার করার নামান্তর।

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾	(৫৮) আর যখন আমি বললাম, 'তোমরা এই নগরীতে[১] প্রবেশ কর অতঃপর এর যেখান থেকে ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দে পর্যাপ্ত আহার কর এবং তার দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর অবনত হয়ে আর বল, 'ক্ষমা চাই।' তাহলে আমি তোমাদের ভুল-ভ্রান্তিসমূহ ক্ষমা করে দিব এবং অতিসত্বর ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে সৎকর্ম সম্পাদনকারীদেরকে[২] আমি অধিক দান করব।'

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৫৯) কিন্তু জালেমরা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তা ভিন্ন অন্য কথা বলল।[৩] অতঃপর আমি নাযেল করলাম সেই জালেমদের উপর আসমান থেকে ভয়াবহ শাস্তি[৪] এ কারণে যে, তারা ক্রমাগত[৫] আনুগত্য ত্যাগ করে আসছিল।	فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٥٩﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "এই নগরী" বলতে বাইতুল মুকাদ্দাসকে বুঝানো হয়েছে। এই ঘটনাটি তখনকার, যখন বনী ইসরাঈল তীহ প্রান্তরে চল্লিশ বছর অতিক্রম করার পর পূর্ব নির্দেশিত জেহাদের উদ্দেশ্যে হযরত ইউশা ইবনে নূন (আ.)-এর সঙ্গে বের হয়েছিল। সূর্যাস্তের পূর্বে বিজয় সূচিত হচ্ছিল। চূড়ান্ত বিজয় লাভের নিমিত্ত কিছুক্ষণের জন্য সূর্যের অস্তগমনকে ঠেকিয়ে দেয়া হয়েছিল। তখন আল্লাহর তরফ থেকে নির্দেশ হল যে, তোমরা নগর দ্বারে প্রবেশ কর অবনত অবস্থায় এবং মুখে ক্ষমা ভিক্ষা ও স্বীয় অপরাধ স্বীকার করে।

(২) 'মুহসিন' বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে সৎকর্ম সম্পাদন করে।

(৩) তারা حِطَّةٌ (ক্ষমা কর) এর পরিবর্তে উপহাস করে বলল حَبَّةٌ فِي شَعِيْرَةٍ (অর্থাৎ, যবের মধ্যে শষ্য) এবং নত হওয়ার পরিবর্তে তারা শিরদাঁড়া সোজা রেখে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে হেচঁড়িয়ে হেচঁড়িয়ে তাতে প্রবেশ করল।

(৪) "ভয়াবহ" শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে رجزا এর تنوين ও تفخيم এর জন্য (আবুস সুঊদ, ১খ.) আসমান থেকে অর্থ সেখান থেকে বরাদ্ধকৃত। এ ভয়াবহ শাস্তি প্লেগের আকারে এসেছিল এবং তাতে বহু লোক মৃত্যুবরণ করেছিল।

(৫) "ক্রমাগত' দ্বারা এখানে মূলত ماضى استمرارى (ঘটমান অতীতকাল)-এরই অনুবাদ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এটা তাদের অব্যাহত অবাধ্যতারই শাস্তি ছিল।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৮ নং আয়াত:

১. শিক্ষা গ্রহণের জন্য অধস্তনদের নিকট পূর্বপুরুষদের কাহিনী বর্ণনা করার নীতি প্রমাণিত।

২. ক্ষমা চাইলে আল্লাহ পাক ক্ষমা করেন।

৩. আল্লাহ সৎকর্মশীলদের পুরস্কার বৃদ্ধি করে দেন।

● ৫৯ নং আয়াত:

১. শব্দগত পরিবর্তনে যদি অর্থও সম্পূর্ণ পাল্টে যায় তবে এ ধরনের পরিবর্তন সর্ববাদীসম্মতরূপে হারাম, চাই তা কুরআনেই হোক বা হাদীসে কিংবা অন্য কোন খোদায়ী বিধানে। আর যদি অর্থ সম্পূর্ণ ঠিক থাকে, তবে সেখানে শব্দগত পরিবর্তন বৈধ কি না-এ ব্যাপারে ইমাম কুরতুবী মন্তব্য করেন যে, কোন কোন বাক্যাংশে বা বক্তব্যে শব্দই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং মর্ম ও ভাব প্রকাশের জন্য শব্দই অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। এ ধরনের উক্তি ও বাণীর ক্ষেত্রে শব্দগত পরিবর্তনও জায়েয নয়। যেমন কুরআন মাজীদের শব্দাবলী, আযানের শব্দাবলী বা নামাযের মাঝে নির্দিষ্ট দুআ- (সানা, আত্তাহিয়্যাতু, দুআ কুনূত ইত্যাদি)-এর শব্দাবলী। হাঁ, যে বক্তব্যে অর্থই মূল উদ্দেশ্য শব্দ নয়, সেখানে যদি শব্দগত এমন পরিবর্তন করা হয় যাতে অর্থের ক্ষেত্রে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হয়, তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকীহ-এর মতে এ পরিবর্তন জায়েয আছে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ কর্তৃক শাস্তির ফয়সালা হয়ে থাকে।

(৬০) আর (স্মরণ কর,) যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করল[১] তখন আমি বললাম, 'তুমি তোমার লাঠি দ্বারা ঐ পাথরটায় আঘাত কর। (পাথরটায় আঘাত করতেই[২]) তৎক্ষণাত[৩] সেখান থেকে সবেগে[৪] প্রবাহিত হল ১২টি প্রস্রবণ। প্রত্যেক গোত্রই নিজ নিজ পান-স্থান জেনে নিল। (আমি বললাম,) আল্লাহ প্রদত্ত রিযক থেকে খাও, পান কর। আর বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী হয়ে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়িও না।'	وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٦٠﴾
(৬১) (স্মরণ কর,) যখন তোমরা বললে, হে মূসা! আমরা একই খাদ্যের উপর আর মোটেই ধৈর্যধারণ করব না[৫]। তাই আপনি স্বীয় প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য উৎপাদন করেন কিছু ভূমিজাত দ্রব্য অর্থাৎ[৬], শাক-শব্জী, কাকঁড়, গম[৭], মসুর ও পেঁয়াজ। সে (মূসা) বলল, তোমরা কি বদলে নিতে চাও যেটা নিকৃষ্ট সেটাকে, যেটা উৎকৃষ্ট তার মোকাবেলায়? তোমরা অবতরণ কর কোন একটি নগরে[৮]। কেননা তোমরা যা চেয়েছ তা অবশ্যই সেখানে রয়েছে। আর তাদের উপর লাঞ্ছনার ও হীনম্মন্যতার[৯] ছাপ মেরে দেয়া হল। আর তারা আল্লাহর ক্ষোভের পাত্র[১০] হল। এটা[১১] এ কারণে যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে[১২] হত্যা করত। এটা তাদের অবাধ্যতার কারণে এবং এ জন্য যে, তারা সীমা লংঘন করত।	وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۗ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٦١﴾

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ ঘটনাটিও তীহ প্রান্তরেই ঘটেছিল। সেখানে পিপাসার্ত হয়ে তারা পানি চাইল। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর নিকট দুআ করলেন। আল্লাহর অপার মহিমায় লাঠির আঘাতে নির্দিষ্ট একটি পাথর থেকে বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হল। হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর বার পুত্র হতে বারটি গোত্র বিস্তৃত হয়েছিল। তাই প্রত্যেক গোত্রের জন্য পৃথক প্রস্রবণ দেয়া হল।

(২) 'পাথরে আঘাত করতেই' কথাটি এখানে উহ্য আছে। এটা মূলত উহ্য শর্ত।

(৩) 'তৎক্ষণাত' শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে فَانْفَجَرَتْ বাক্যটি عطف হয়েছে فَضَرَبَ উহ্য বাক্যের উপর। এটি এখানে উহ্য রাখা হয়েছে 'খুব দ্রুত প্রবাহিত হওয়ার' অর্থ প্রকাশের জন্য। (আবুস সুউদ)

(৪) انفجار শব্দের অর্থই হল সবেগে প্রবাহিত হওয়া। তাই অনুবাদে এই কথাটি বৃদ্ধি করা হল। উল্লেখ্য, এখানে انفجرت বা সবেগে প্রবাহিত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর সূরা আ'রাফে فانبجست শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্থ হল অল্প অল্প পানি বের হওয়া। হযরত ইমাম রাযী (রহ.) বলেছেন, হতে পারে প্রয়োজনের মুহূর্তে সবেগে বের হত আর প্রয়োজন ফুরিয়ে এলে অল্প অল্প বের হত। (মাআরিফুল কুরআন, ইদ্রীস কান্ধলবী)

(৫) এ ঘটনাও তীহ প্রান্তরে সংঘটি হয়। মান্ন ও সালওয়ার প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে তারা ওসব সবজি ও শষ্যের আবেদন করে।

(৬) من بقلها إلخ – এখানে من বর্ণটি بيانيه - সেমতে অনুবাদে "অর্থাৎ" শব্দটি যোগ করা হয়েছে।

(৭) কেউ কেউ বলেছেন فوم শব্দের অর্থ রসুন।

(৮) হযরত মূসা (আ.) বললেন, দু'আর প্রয়োজন নেই। তোমরা যখন উত্তমকে অনুত্তমের দ্বারা বদলাতে চাচ্ছ, তখন কোন শহরে যাও; সেখানে সবজি ও শস্যের বাজার রয়েছে। তোমাদের উদ্দিষ্ট জিনিস সেখানেই লাভ করতে পারবে।

(৯) যিল্লত তথা লাঞ্ছনা দু'ধরনের: (১) প্রকৃত বা বাতেনী। আর তা হল কারো আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া। (২) জাহেরী যিল্লত। তা হল মানুষের দৃষ্টি থেকে পড়ে যাওয়া, মান-মর্যাদাহীন হয়ে যাওয়া। এ অবস্থা চলতে থাকলে মানুষ নিজেই নিজেকে হেয় ও হীন মনে করতে থাকে। মানসিক এ হেয়তা ও হীনমন্যতাকেই "মাসকানাহ" (مسكنة) দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। (ইসরাঈল: কুরআন ও সুন্নত কী রোশনী মে, কারী মুহাম্মাদ তায়্যিব)

(১০) আরবী ভাষায় غضب বলা হয় যখন কেউ অপরের দ্বারা নিহত হওয়ার উপযুক্ত হয়। তাই যামাখশারী (রহ.) আয়াতের অর্থ করেছেন- তারা আল্লাহর ক্ষোভ ও রোষের উপযুক্ত হল। এ হিসাবেই অনুবাদে 'ক্ষোভের পাত্র হল' উল্লেখ করা হয়েছে। (কাশ্‌শাফ, ১খ.)

(১১) অর্থাৎ, আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করা ও নবীগণকে হত্যা করার দুঃসাহস পয়দা হওয়ার পেছনে তাদের অবাধ্যতা ও অব্যাহত সীমালংঘন কার্যকর ছিল।

(১২) "অন্যায়ভাবে" কথাটি এখানে তাকিদ স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, নবীগণকে হত্যা করা কখনো ন্যায়ও হয়ে থাকে, কখনো অন্যায়। বরং এর উদ্দেশ্য হল, তারা নিজেরাও এ কাজকে অন্যায় জ্ঞান করত। হঠকারিতা ও অবাধ্যতাই তাদেরকে এ হীন কাজে উৎসাহিত করেছে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কারণ তাদের নিকটও বিদ্যমান ছিল না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬০ নং আয়াত:

১. এস্তেসকা তথা পানি প্রার্থনার জন্য বিশেষ কোন নামায জরুরী নয়। শুধু দুআর উপরও নির্ভর করা চলে। এস্তেসকার নামায সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মত এটাই। (মাআরিফুল কুরআন, ইদ্রীস কান্ধলবী)

২. নবীগণের মু'জিযা প্রমাণিত। পাথর ফেটে পানি বের হওয়া ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা।

৩. পৃথিবীতে ফ্যাসাদ করা নিষেধ।

● ৬১ নং আয়াত:

১. ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র আরোপিত হয়েছিল।

২. ইয়াহুদী সম্প্রদায় আল্লাহর রোষের পাত্র।

৩. আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করা এবং নবীগণকে হত্যা করা মহা অন্যায়। হাদীছে আছে কেয়ামত দিবসে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি পাবে ঐ ব্যক্তি, যে ব্যক্তিকে কোন নবী হত্যা করেছেন বা সে কোন নবীকে হত্যা করেছে। (মুসনাদে আহমাদ)

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝٦٢

(৬২) যারা মুসলমান হয়েছে, যারা ইয়াহুদী হয়েছে এবং খৃষ্টান ও সাবিঈন[১] (এদের মধ্য থেকে) যারাই আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার তাদের রব-এর নিকট। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অধিকাংশের মতে 'সাবিঈন' একটি বিশেষ সম্প্রদায়, যারা তৎকালে সকল দ্বীন হতে নিজেদের পছন্দমত কিছু কিছু বিষয় দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তারা নক্ষত্র ও ফেরেশতা পূজা করত, যাবূর পাঠ করত এবং কা'বার দিকে মুখ করে উপাসনা করত।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬২ নং আয়াত:

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়- পরকালীন মুক্তি ও সফলতা বিশেষ কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয় বরং তা নির্ভর করে বিশুদ্ধ ঈমান ও বিশুদ্ধ সৎকর্মের উপর। বলা বাহুল্য, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের পর তাঁর ও তাঁর শরীয়তের প্রতি ঈমান এবং তাঁর শরীয়ত নির্দেশিত আমলই বিশুদ্ধ ঈমান ও বিশুদ্ধ আমল বলে বিবেচিত। তাঁর আগমনের পর অন্য সকল নবীর শরীয়তের উপর আমল রহিত করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾	(৬৩) আর (স্মরণ কর[১]) যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূরকে[২] তোমাদের উপর তুলে ধরেছিলাম[৩] আর বলেছিলাম যে,[৪] তোমাদেরকে আমি যে কিতাব দিয়েছি তা দৃঢ়তার সাথে ধর এবং তাতে যা আছে স্মরণ রাখ, যাতে তোমরা মুত্তাকী হয়ে যাও।
ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٤﴾	(৬৪) অনন্তর তারপরও[৫] তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে। বস্তুত তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী না থাকলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে।[৬]
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ﴿٦٥﴾	(৬৫) আর তোমরা ভালরূপে জেনেছ তোমাদের মধ্যকার ঐ সব লোকদেরকে, যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালংঘন করেছিল।৭ আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলাম, 'তোমরা লাঞ্ছিত বানরে পরিণত হও'।
فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٦﴾	(৬৬) অতঃপর আমি এ ঘটনাকে তার সমসাময়িক ও তার পরবর্তীকালের লোকদের জন্য শাস্তির দৃষ্টান্ত ও মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করে দিয়েছি।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে 'স্মরণ কর' কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।

(২) 'তূর' সিনাই অঞ্চলে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম, যেখানে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথোপকথন করেছিলেন।

(৩) ইহুদীরা হযরত মূসা (আ.)-এর দ্বীন গ্রহণ করার পর অঙ্গীকার করেছিল যে, আল্লাহ তাআলা কিতাব নাযেল করলে তারা তা গ্রহণ করে নেবে। কিন্তু তাওরাত নাযেল হওয়ার পর তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় আল্লাহ তাআলা তূর পাহাড়কে তাদের উপর তুলে ধরেছিলেন। পাহাড় চাপা পড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা অবশেষে বাধ্য হয়ে তাওরাত মেনে নিতে স্বীকার করেছিল।

(৪) 'বলেছিলাম' কথাটি এখানে আরবীতে উহ্য আছে।

(৫) তাওরাত গ্রহণ করবে বলে অঙ্গীকার করার পরও।

(৬) এ আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের ইহুদীদের প্রতি প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারী রয়েছে যে, তাওরাতের দাবীদার হয়েও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি

ঈমান না আনা তাওরাতের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের শামিল। কেননা, তাওরাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের সুসংবাদ রয়েছে ও তাঁর প্রতি ঈমান আনতে তাগিদ করা হয়েছে। এই বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ধ্বংস করছেন না তাঁর অপার করুণা ও মেহেরবানীর কারণেই।

(৭) **সংশ্লিষ্ট ঘটনা:** বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের জন্য শনিবার মাছ শিকার করা নিষিদ্ধ ছিল। কারণ, শনিবার ছিল শুধুই ইবাদতের জন্য। প্রথম দিকে কৌশলের আশ্রয় নিয়ে এবং পরবর্তীতে সরাসরি তারা শনিবারে মাছ শিকার করতে আরম্ভ করে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর আকৃতি (ছুরত) রূপান্তরের আযাব নাযিল করেন এবং তাদেরকে বানরের আকৃতিতে রূপান্তরিত করেন। মনুষ্য অনুভূতি চেতনা তাদের পূর্বের ন্যায়ই ছিল, কিন্তু কথা বলার শক্তি তাদের রহিত হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় তারা একে অপরের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত কিন্তু কথা বলতে পারত না। তিনদিন এ অবস্থায় থাকার পর তারা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিছু সংখ্যক বনী ইসরাঈল এই অন্যায় কর্ম থেকে অপরাধীদের বিরত রাখতে চেষ্টা করেছিল। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা এই ভয়াবহ আযাব থেকে রেহাই দিয়েছেন। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, যুবকরা বানরে ও বৃদ্ধরা শুকরে রূপান্তরিত হয়েছিল। রূপান্তরিত বানররা নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনকে চিনত এবং অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করত।

একটি ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন:

সহীহ মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, কয়েকজন সাহাবী একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর! আমাদের যুগের বানর ও শুকরগুলো কি সেই রূপান্তরিত ইয়াহুদী সম্প্রদায়? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর আকৃতি রূপান্তরের আযাব নাযিল করেন তখন তারা ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তিনি আরও বললেন, বানর ও শুকর পৃথিবীতে পূর্বেও ছিল ভবিষ্যতেও থাকবে। এদের সাথে রূপান্তরিত বানর ও শুকরের কোন সম্পর্ক নেই।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৩ নং আয়াত:

১. ইহুদীরা দ্বীন গ্রহণ করেছিল পূর্বেই। তাওরাত মেনে নিতে অস্বীকার করায় তাদের মাথার উপর পাহাড় তুলে ধরে তাদের উপর জবরদস্তি করা হয়েছে, যাতে তারা তাওরাত মেনে নেয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, দ্বীন গ্রহণ করার পর কেউ যদি দ্বীন ত্যাগ করতে উদ্যত হয় বা দ্বীনের বিধি-নিষেধ মানতে অস্বীকার করে, তবে সেক্ষেত্রে জবরদস্তি নিষিদ্ধ নয় বরং বৈধ। সুতরাং সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতটিতে (لا اكراه فى الدين) দ্বীনের ব্যাপারে জবরদস্তির যে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে, তা এক্ষেত্রে কোন সংশয় সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ, সে আয়াতে দ্বীন গ্রহণ করানোর ব্যাপারে জবরদস্তি করতে নিষেধ করা হয়েছে। মুরতাদ বা দ্বীনের উপর আমল বর্জনকারীর ক্ষেত্রে সে আয়াত প্রযোজ্য নয়।

২. অঙ্গীকার পালন করা কর্তব্য। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. আল্লাহ প্রদত্ত কিতাবের বিধি-বিধান শক্তভাবে ধারণ করা কর্তব্য। (প্রাগুক্ত)

৪. আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত বিধি-বিধান শক্তভাবে ধারণ করা ব্যতীত তাকওয়া পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে না। (প্রাগুক্ত)

www.maktabatulabrar.com
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ৬৪ নং আয়াত:

১. ইয়াহুদীরা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গিকার ভঙ্গ করেছিল।

২. আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত লাভের পন্থা গ্রহণ করা দ্বারাই ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করা যায়।

● ৬৫-৬৬ নং আয়াতদ্বয়:

১. এ আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, হারামকে বৈধ করার বাহানা গ্রহণ করাও হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. অতীতের ঘটনাসমূহ উপদেশ গ্রহণের নিয়তে পাঠ করা চাই।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٦٧﴾

(৬৭) এবং (স্মরণ কর) যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলল, আল্লাহ তো তোমাদেরকে একটি গরু যবাই করতে আদেশ করেছেন।[১] তারা বলল, আপনি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?[২] সে (মূসা) বলল, আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ؕ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ ؕ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٨﴾

(৬৮) তারা বলল, আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আমাদের জন্য পরিষ্কার করে বলে দেন তা কিরূপ?[৩] সে (মূসা) বলল, তিনি তো বলেছেন, সেটা এমনই গরু যা বৃদ্ধও নয়, আবার অল্প বয়স্কও নয়– এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বয়সী। অতএব (এখন) তোমাদেরকে যা আদেশ দেয়া হচ্ছে তা করে ফেল।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ﴿٦٩﴾

(৬৯) তারা বলল, (তাহলে) আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আমাদের জন্য পরিষ্কার করে বলে দেন, তার রং কিরূপ? সে (মূসা) বলল, তিনি তো বলেছেন যে, তা (হবে) অবশ্যই হলুদ বর্ণের গরু; তার (হলুদ) বর্ণটি নির্ভেজাল (হলুদ)[৪], যা দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۙ اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ؕ وَاِنَّآ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٧٠﴾

(৭০) তারা বলল, আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আমাদের জন্য পরিষ্কার করে বলে দেন গরুটি কিরূপ? নিশ্চয়ই সেই গরুটি আমাদের নিকট অস্পষ্ট রয়ে গেছে।[৫] আর আল্লাহ চাহেন তো অবশ্যই (এবার) আমরা দিশা পাবই।

قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا ؕ قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ؕ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧١﴾

(৭১) সে বলল, তিনি তো বলেছেন যে, তা অবশ্যই এমন গরু যা ব্যবহৃত নয় জমি চাষ করণে আর না ক্ষেতে পানি সেচকরণে, নিখুঁত, যাতে ভিন্ন কোন রং নেই। তারা বলল, এতক্ষণে আপনি যথার্থ বর্ণনা এনেছেন। অতঃপর তারা তা যবাই করল, অথচ তারা (তা) করার কাছাকাছি ছিল না।[৬]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এই আয়াত এবং পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে সংঘটিত একটি ঘটনার কিছু কিছু অংশ বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। বনী ইসরাঈলদের মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। গোপনে হত্যাকারী গা ঢাকা দেয়ার ফলে তাকে সনাক্ত করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তখন আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে একটি গরু যবাহ্ করতঃ যবাহকৃত গরুর একটি অংশ মৃতব্যক্তির শরীরে ছোঁয়া লাগানোর নির্দেশ দেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এর ফলে মৃ'জিযা স্বরূপ মৃতব্যক্তি জীবিত হয়ে উঠবে এবং হত্যাকারীর নাম বলে দিবে। বনী ইসরাঈল কর্তৃক বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপনের কারণে নির্দেশটি প্রতিপালন বিলম্বিত হলেও শেষ পর্যন্ত অবশ্য তারা তা পালনে সক্ষম হয়।

(২) বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ.)-এর কথাটিকে নিছক ঠাট্টা ও উপহাস বলে মনে করল। কারণ, যবাইকৃত গরুর একটি অংশের ছোঁয়ায় মৃতব্যক্তি জীবিত হয়ে যাওয়ার ঘটনা তাদের নিকট বোধগম্য ছিল না।

(৩) অর্থাৎ, তা কিরূপ বয়সের?

(৪) অর্থাৎ, উজ্জ্বল গাঢ় হলুদ।

(৫) গরুটি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা কর। কারণ, কোন্ গরুটি যবাই করতে হবে তা এখনও আমাদের নিকট অস্পষ্ট রয়ে গেছে। হাদীছে বর্ণিত আছে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় এতসব প্রশ্নাদি না করে যে কোন একটি গরু যবাই করলেই তাদের জন্য যথেষ্ট হত, কিন্তু তারা প্রশ্ন করে নিজেরাই নিজেদের জন্য সঙ্কট সৃষ্টি করে নেয়। তাদের প্রশ্নাদির কারণেই আল্লাহ তাআলা গরুর ব্যাপারে শর্তাদি আরোপ করেন।

(৬) বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় তাদের চিরাচরিত অভ্যাস ও প্রকৃতি অনুযায়ী এতে নানা প্রকার প্রশ্নের অবতারণা করতে থাকে। কিন্তু অবশেষে তারা যবাই করে। আয়াতের শেষাংশে তাদের নিন্দা বর্ণিত হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৭ নং আয়াত:

১. ঠাট্টা ও উপহাস করা নির্বোধ ও মূর্খদের কাজ, বিশেষত দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়ে।

২. কোন নবীর পক্ষে এরূপ কাজ হতেই পারে না।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ৬৮-৭১ নং আয়াতসমূহ:

১. আয়াতসমূহে বনী ইসরাঈল কর্তৃক নবীর আদেশ পালনে টাল-বাহানার নিন্দা করে বুঝানো হয়েছে যে, নবীর আদেশ-নিষেধ কোনোরূপ অভিযোগ উত্থাপন ছাড়াই এবং বিনা টাল-বাহানায় মেনে নেয়া ওয়াজিব, যদিও তার ফায়দা ও রহস্য বুঝে না আসে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. কড়াকড়িতে না যেয়ে সহজে যেটা আমল করলে চলে সেটাই গ্রহণ করা উত্তম। (প্রাগুক্ত)

৩. "ইনশাআল্লাহ" বলার ফায়দা বর্ণিত হয়েছে। কেননা বনী ইসরাঈল "ইনশাআল্লাহ" না বললে কখনই উদ্দিষ্ট গাভী পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হত না। (প্রাগুক্ত)

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ؕ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٧٢﴾

(৭২) আর (স্মরণ কর) যখন তোমরা[১] এক ব্যক্তিকে হত্যা[২] করেছিলে এবং একে অপরকে দোষারোপ করছিলে। আর তোমরা যা গোপন করছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ[৩] করতে চান।

فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ؕ كَذٰلِكَ يُحْىِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٣﴾

(৭৩) তখন আমি বললাম, এর কোন অংশ দ্বারা তাকে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ্ মৃতদেরকে জীবিত[৪] করবেন। আর তিনি তোমাদেরকে স্বীয় নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে থাকেন এই আশায় যে, তোমরা বুদ্ধি প্রয়োগ করবে।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِىَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ؕ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ؕ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ؕ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٤﴾

(৭৪) অনন্তর তারপরও[৫] তোমাদের হৃদয় কঠিন রয়ে গেল। সুতরাং তা পাথরের ন্যায় বা আরও কঠিন। কতক পাথরও তো এমন আছে, যা থেকে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ এবং তন্মধ্যে কতক তো এমন আছে, যা ফেটে যায় অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয়, আবার তন্মধ্যে কতক এমনও আছে যা আল্লাহর ভয়ে উপর থেকে নিচে পতিত হয়[৬]। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তোমাদের পূর্বসূরীরা। "তোমরা" বলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগের ইহুদীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। যেহেতু তাদেরই পূর্বসূরীরা হত্যা করেছিল, তাই 'তোমরা হত্যা করেছিলে' বলা হয়েছে।

(২) মিশকাতের শরাহ মিরকাতের বর্ণনানুযায়ী হত্যার কারণ ছিল বিবাহজনিত। জনৈক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব করে। কন্যার পিতা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে প্রস্তাবকারী তাকে হত্যা করে গা ঢাকা দেয়। কোন কোন বর্ণনানুযায়ী নিহত ব্যক্তির ভ্রাতুষ্পুত্র

উত্তরাধিকার সূত্রে নিহত ব্যক্তির সম্পত্তি যথাশীঘ্র হস্তগত করার উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা করে। যাহোক, হত্যা সংঘটিত হওয়ার পর বনী ইসরাঈল একে অপরকে হত্যাকারী বলে দোষারোপ করতে থাকে।

(৩) বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে শ্রুত আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ মোতাবেক একটি গরু চড়ামূল্যে খরিদ করত যবাই করে। যবাইকৃত গরুর একটি অংশ দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করলে সে জীবিত হয়ে ওঠে এবং তার হত্যাকারীর নাম বলে পুনরায় মৃত্যুবরণ করে।

(৪) আল্লাহ তাআলা এভাবেই মৃতদেরকে তাঁর অসীম কুদরতে পুনঃজীবিত করবেন। তিনি মাঝে মাঝে পৃথিবীতে তার নমুনা প্রদর্শন করে থাকেন। যেন মানুষ একটু চিন্তা করলেই উপলব্ধি করতে পারে যে, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করা তাঁর জন্যে অসাধ্যকর নয় মোটেই।

অত্র সূরায় মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করার পাঁচটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যেগুলো নিদর্শনস্বরূপ আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতেই সংঘটি করে দেখিয়েছেন। তন্মধ্যে এ ঘটনাটি অন্যতম। অপর চারটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে ৫৬, ২৪৩, ২৫৯ ও ২৬০ নং আয়াতে।

(৫) মৃতব্যক্তি জীবিত হওয়ার এই ঘটনার পরও।

(৬) পাথরের তিনটি প্রকার উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, কোন কোন পাথর স্বল্প হলেও কিছু পানি প্রবাহিত করে এবং অপেক্ষাকৃত কম হলেও তা দ্বারা সৃষ্টিকূলের উপকার সাধিত হয়। কোন কোন পাথর দ্বারা কেউ উপকৃত না হলেও সেগুলো স্থবির নয় বরং তাতেও কিছুটা ক্রিয়া ও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; সেগুলো আল্লাহর ভয়ে ভীত-কম্পিত হয়ে নিচে খসে পড়ে। কিন্তু ইহুদীদের অন্তর এত কঠিন, পথভ্রষ্টতার নিরেট আবরণে এরূপভাবে আচ্ছাদিত যে, আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করেও বিগলিত হয় না এবং তাতে সত্য প্রবেশ করে না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭২-৭৪ নং আয়াতসমূহ:

১. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণিত হয়। কেননা তিনি ইয়াহুদীদের কাছে তাদের পূর্ব পুরুষদের এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অথচ এ ঘটনা ইয়াহুদী ব্যতীত অন্য কারও জানা ছিল না।

২. আল্লাহ তাআলা মৃতকে জীবন দান করতে সক্ষম। এ দ্বারা পরকালের পুনরুত্থান সম্ভব হওয়াও প্রমাণিত হয়।

৩. ইয়াহুদীদের মনের অবস্থা ব্যক্ত করা হয়েছে। তাদের অন্তর অত্যন্ত শক্ত। অদ্যাবধিও শক্ত। আজও মানব জাতির উপর নির্যাতনের ষ্টিমরোলার চালিয়ে তারা তৃপ্তির হাসি হাসে।

৪. অন্তর নরম করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

৫. পাথরের মধ্যেও অনুভূতি আছে। যেমন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের পায়ের তলে উহুদ পাহাড় কেঁপে উঠেছিল, আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে স্থির হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে হাদীছে বর্ণিত আছে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৭৫) তবুও কি তোমরা[১] আশা কর যে, তারা[২] তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? অথচ তাদের একদল[৩] এমন ছিল যে, তারা আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত, অতঃপর তা বুঝার পরও পরিবর্তন[৪] করে দিত এবং তারা তা অবগত ছিল।	اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾
(৭৬) আর যখন তারা মুমিনদের সঙ্গে সাক্ষাত করে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি।' আর যখন তারা নিভৃতে একে অন্যের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, 'আল্লাহ্ তোমাদের কাছে যা প্রকাশ করেছেন তা কি তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) বলে দিচ্ছ?' পরিণামে যে তারা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে এ দিয়ে যুক্তি দাঁড় করাবে, তবুও কি তোমরা (খেয়াল করবে না এবং) বুঝবে না?[৫]	وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٦﴾
(৭৭) তারা কি (ওদেরকে এভাবে শাসাতে থাকবে আর) জানবে না যে, তারা যা গোপন করে আর যা প্রকাশ করে আল্লাহ্ তা (সব) জানেন?[৬]	اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٧﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

(২) ইয়াহুদীরা।

(৩) 'একদল' বলে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর কালাম শ্রবণের উদ্দেশ্যে তূর পাহাড়ে গমন করেছিল। সেখান থেকে এসে তারা স্বগোত্রীয়দেরকে বলেছিল, "আল্লাহ তাআলা নির্দেশাবলী শুনিয়ে উপসংহারে বলে দিয়েছেন যে, তোমাদের পক্ষে যে নির্দেশ পালন করা সম্ভব তা পালন করবে, যা সম্ভব নয় তা পালন না করলেও চলবে।" এতদ্ব্যতীত ইহুদীদের একদল তাওরাতে আল্লাহ তাআলার কালামে শব্দগত ও অর্থগত পরিবর্তন সাধন করত। 'একদল' বলে এদেরকেও বুঝানো হতে পারে।

(৪) তাদের উপরোক্ত মিথ্যা সংযোজনকে বিকৃতি সাধন বা পরিবর্তন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৫) একদল মুনাফিক –যারা ছিল মূলত ইহুদী– তোষামোদের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের কাছে এসে নিজেদেরকে মুসলমান বলে জাহির করত এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে

www.maktabatulabrar.com

তাওরাতে যেসব বর্ণনা রয়েছে তা মুসলমানদের নিকট ব্যক্ত করত। এরপর নিজেরা যখন একে অপরের সঙ্গে মিলিত হত, তখন এদেরই একে অপরকে তিরস্কার করে বলত, তোমরা যে নিজেদের কিতাবে বর্ণিত মুহাম্মাদের প্রশংসা মুসলমানদেরকে শুনিয়ে দিচ্ছ, এতে করে তো তারা পরকালে তোমাদের বিরুদ্ধে এ দিয়েই প্রমাণ পেশ করবে যে, এরা সত্য জেনেও মুহাম্মাদের প্রতি ঈমান আনেনি। তোমরা তখন নিরুত্তর হয়ে যাবে। এই সাধারণ বিষয়টাও কি তোমরা বোঝ না? এ থেকে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্যতা এবং ইহুদীদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়।

(৬) অর্থাৎ, তাদের সবকিছুই যখন আল্লাহ তাআলা অবগত, তখন তারা গোপন করুক আর প্রকাশ করুক কিছুই আসে যায় না। আল্লাহ্ তাআলা তো মুসলমানদেরকে সবই জানিয়ে দিতে পারেন এবং জানিয়ে দিয়েছেনও।

আহকাম ও শিক্ষা

- ৭৫ নং আয়াত:

১. যারা এরূপ মন্দ কর্মে লিপ্ত হতে পারে তারা কখনও অন্যের সদুপদেশে ঈমান আনবে না।

২. ইয়াহুদীরা আল্লাহর কিতাবে বিকৃতি সাধন করত।

৩. "তারা তা অবগত ছিল" এ থেকে বুঝা যায় যে, জেনে-শুনে অপরাধ করা জঘন্য অপরাধ।

- ৭৬ নং আয়াত:

১. ইয়াহুদীদের কিতাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রশংসা বর্ণিত ছিল।

২. রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যতা ও ইয়াহুদীদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়।

- ৭৭ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহ আআলা গুপ্ত ও প্রকাশ্য সকল বিষয়ে সম্যক অবগত।

(৭৮) আর তাদের (ইয়াহুদীদের) মধ্যে বহু নিরক্ষর লোক রয়েছে। তারা কতিপয় ভুয়া আশা ব্যতীত কিতাবের জ্ঞান রাখে না। তারা অমূলক ধারণা পোষণ করে মাত্র।[১]	وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٧٨﴾
(৭৯) অতএব তাদের জন্য রয়েছে বড় দুরবস্থা, যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে, অনন্তর বলে, 'এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ)', উদ্দেশ্য– তার দ্বারা সামান্য কিছু অর্থ উপার্জন করবে।[২] অতএব তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ তাদের হাতের লেখার কারণে এবং তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ তারা যা উপার্জন করে তার কারণে।	فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ۗ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ﴿٧٩﴾

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ؕ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٠﴾

(৮০) আর তারা বলে, হাতে গোণা কয়েক দিন ব্যতীত (জাহান্নামের) আগুন আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না।[৩] তুমি বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহর নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছ, অতএব আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার খেলাফ করবেন না, না কি তোমরা আল্লাহর উপর এমন কথা আরোপ করছ যা তোমরা জান না?

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨١﴾

(৮১) হাঁ অবশ্যই[৪] যারা পাপ উপার্জন করে এবং তাদের পাপ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নেয়,[৫] তারাই জাহান্নামবাসী। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨٢﴾

(৮২) পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনে ও নেক আমলাদি করে তারাই জান্নাতবাসী। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অক্ষরজ্ঞানহীনতার কারণে ইয়াহুদী জনসাধারণ তাওরাত পড়তে অক্ষম ছিল। ইয়াহুদী আলেমরা তাদেরকে মিথ্যা ও কাল্পনিক কিছু আশার বাণী শুনিয়ে রেখেছিল। যেমন: আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করবেন, তারা যদি জাহান্নামে যায়ও তবে অল্প কয়েক-দিনই মাত্র জাহান্নামে থাকতে হবে, তাদের পিতৃতুল্য নবীগণ তাদের জন্য সুপারিশ করবেন, তারা আল্লাহর সন্তান ও প্রিয়পাত্র ইত্যাদি। ইয়াহুদী জনসাধারণ এগুলো বিশ্বাস করত, অথচ এসবই ছিল মিথ্যা ও অলীক কল্পনা মাত্র।

(২) পূর্বোক্ত আয়াতে বর্ণিত মূর্খ ইয়াহুদী জনসাধারণের অমূলক ধারণা সৃষ্টির পিছনে মূলত ইয়াহুদী আলেমদেরই কার্যকর ভূমিকা ছিল। তারা মুর্খ জনসাধারণের মনতুষ্টি এবং তার বিনিময়ে পার্থিব উদ্দেশ্য হাছিলের লক্ষ্যে তাওরাতে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে তা আল্লাহর উক্তি বলে চালিয়ে দিত। আয়াতে তাদের এই অপকর্ম এবং এর অশুভ পরিণাম চিত্রিত করা হয়েছে।

(৩) এটা ছিল তাদের অমূলক ধারণাসমূহের অন্যতম। হযরত মূসা (আ.)-এর ধর্ম ও তাওরাত রহিত হয়নি, সুতরাং তাঁর ধর্ম ও তাওরাতে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে তারা এখনও ঈমানদার। আর ঈমানদার চিরদিন জাহান্নামে থাকতে পারে না-এই ছিল তাদের দাবী। পরবর্তী আয়াত দু'টিতে আল্লাহ্ তাআলা চিরজাহান্নামী কারা হবে এবং চিরজান্নাতী কারা হবে সে সম্পর্কে মূলনীতি ব্যক্ত করে তাদের উপরোক্ত অলীক ধারণা ও মিথ্যা দাবী খণ্ডন করেছেন।

(৪) অর্থাৎ, অবশ্যই তারা চিরদিন জাহান্নামে থাকবে।

(৫) পাপ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হওয়ার অর্থ পাপে জর্জরিত হয়ে যাওয়া, কোথাও পূণ্য ও সৎকর্মের লেশমাত্র না থাকা। বলা বাহুল্য, এরূপ অবস্থা কাফেরের ক্ষেত্রেই সৃষ্টি হয়। কারণ ঈমান না থাকার

কারণে তার কোন সৎকর্মই গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে তার আপাদমস্তক গোনাহ দ্বারা পরিবেষ্টিত। পক্ষান্তরে মু'মিনের ঈমানই একটা বিরাট নেকী ও সৎকর্ম। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সৎকর্ম তো রয়েছেই।

আহকাম ও শিক্ষা

- ৭৮ নং আয়াতে ইয়াহুদীদের পরকালে মুক্তি পাওয়ার ধারণা অমূলক বলে জানানো হয়েছে।
- ৭৯ নং আয়াতে ইয়াহুদী আলেমগণ কর্তৃক তাওরাতে পরিবর্তন পরিবর্ধন পূর্বক তা আল্লাহর উক্তি বলে চালিয়ে দেওয়া এবং তাদের এই অপকর্ম এবং এর অশুভ পরিণাম চিত্রিত করা হয়েছে।
- ৮০ নং আয়াতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক কুরআন আনয়ন করার পর হযরত মূসা (আ.)-এর ধর্ম ও তাওরাত রহিত হওয়া সত্ত্বেও তাতে বিশ্বাসী হওয়ার ভিত্তিতে ইয়াহুদীরা ঈমানদার, ফলে চিরদিন জাহান্নামে থাকতে পারে না-এই দাবীকে খণ্ডন করা হয়েছে।
- ৮১-৮২ নং আয়াতদ্বয়ে কারা চিরজাহান্নামী এবং কারা চিরজান্নাতী এ সম্পর্কে মূলনীতি ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۟ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٨٣﴾

(৮৩) আর (স্মরণ কর) যখন আমি বনী ইস্রাঈলের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করবে না। আর পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও দরিদ্রদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে, মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলবে,[১] নামায কায়েম করবে ও যাকাত দিবে। অনন্তর তোমাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে। আর তোমরা তো মুখ ফিরিয়ে নিতেই অভ্যস্ত।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٨٤﴾

(৮৪) আর (স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা নিজেদের (একে অপরের) রক্তপাত করবে না এবং নিজেদের (একে অপর)কে নিজ ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কার করবে না[২] অতঃপর তোমরা স্বীকার করে নিয়েছিলে এমনভাবে যে, তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ।[৩]

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ؕ وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى

(৮৫) তারপর এই তোমরাই পরস্পরকে হত্যা করছ এবং তোমাদের একদলকে তাদের ঘর বাড়ি থেকে বহিষ্কার করছ। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করছ অন্যায় ও সীমালংঘনের

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মাধ্যমে এবং তারা যদি বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তোমরা মুক্তিপণ দাও, অথচ তাদের বহিষ্করণই ছিল তোমাদের জন্য অবৈধ। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর আর কিছু অংশকে অবিশ্বাস কর?[৪] বস্তুত তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা[৫] এবং কেয়ামতের দিন তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে কঠিনতম আযাবের দিকে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।	تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ؕ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٥﴾
(৮৬) এরাই আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে, সুতরাং না তাদের থেকে শাস্তি লাঘব করা হবে আর না তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٨٦﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আয়াতে لِلنَّاسِ শব্দটি বিশেষণ মুক্ত রেখে বোঝানো হয়েছে যে, মুমিন, কাফের নির্বিশেষে সকল মানুষের সঙ্গেই নম্রভাবে কথা বলা উচিৎ। দ্বীন বা ধর্মের প্রশ্নে কঠোর ও অনমনীয় হয়েও সর্বপ্রকার মানুষের সঙ্গে সুন্দর ও নম্র কথাবার্তা বলা সম্ভব।

(২) সরাসরি বহিস্কার করবে না বা এরূপ আচরণ করবে না যাতে ঘর-বাড়ি ত্যাগে বাধ্য হয়।

(৩) কোন কোন সময় কারও বক্তব্যের ভেতরেই কোন কিছুর অঙ্গীকার বা স্বীকারোক্তি বোঝা যায়। কিন্তু তাতে দ্বিধা ও অনিশ্চয়তা থেকে যায় ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ (তোমরা স্বীকার করে নিয়েছিলে।) এ বাক্যে কারও সংশয় সৃষ্টি হতে পারে যে, তাদের স্বীকারোক্তিও সম্ভবত এরূপ কোন বক্তব্য-আশ্রয় ছিল যা দ্ব্যর্থহীন ছিল না। وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ বলে আল্লাহ তাআলা সে সংশয়ের অপনোদন করে দিলেন যে, তাদের স্বীকারোক্তি ও অঙ্গীকার সাক্ষ্যদানের মতই সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ছিল। (বয়ানুল কুরআন অবলম্বনে) এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, তোমরা (তোমাদের পূর্বসূরীদের এই স্বীকৃতির ব্যাপারে) সাক্ষ্যও প্রদান করে থাক। (আবুস-সুউদ)

(৪) মদীনাবাসীদের মধ্যে 'আউস' ও 'খাযরাজ' নামক দু'টি গোত্র ছিল। শত্রুতাবশত তারা একে অপরের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে যুদ্ধে লিপ্ত হত। মদীনার আশে পাশে বনূ কুরায়যা, বনূ নুযায়র নামক দু'টি ইয়াহুদী গোত্র বাস করত। আউস গোত্র ছিল বনূ কুরায়যার মিত্র এবং খাযরাজ গোত্র ছিল বনূ নুযায়রের মিত্র। আওস ও খাযরাজের মাঝে যুদ্ধ আরম্ভ হলে বনূ কুরায়যা আউসের এবং বনূ নুযায়র খাযরাজের পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধে লিপ্ত হত। ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে বনূ কুরায়যা ও বনূ নুযায়র উভয় গোত্রই আউস ও খাযরাজের ন্যায় ক্ষতির সম্মুখীন হত। উভয় গোত্রের লোকজন হতাহত এবং বন্দী

হত। বনূ কুরায়যার লোকজনকে হত্যা ও বাস্তুভিটা থেকে উৎখাতের ভূমিকায় যেমন খাযরাজ গোত্রের সঙ্গে বনূ নুযায়র শামিল থাকত, তেমনি বনূ নুযায়রের লোকজনকে হত্যা ও বাস্তুভিটা থেকে উৎখাতের ভূমিকায় আউস গোত্রের সঙ্গে শামিল থাকত বনূ কুরায়যা। তবে তাদের একটি আচরণ ছিল বড় অদ্ভুত! বনূ কুরায়যার কেউ খাযরাজের হাতে বন্দী হলে অথবা বনূ নুযায়রের কেউ আউসের হাতে বন্দী হলে ইয়াহুদীরাই স্বীয় মিত্রদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করে আনত; এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলত, বন্দীকে মুক্ত করা আমাদের উপর ওয়াজিব। অথচ পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ এবং স্বদেশ হতে বহিষ্করণই তাদের জন্য ছিল নিষিদ্ধ। তারা এ নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করত এবং বন্দীকে মুক্ত করার আদেশ পালন করত যথাযথভাবেই। আয়াতে একথাই বলা হয়েছে যে, তারা কিতাবের কিংদাংশে বিশ্বাসী ও তা পালনে তৎপর এবং কিয়দাংশকে অমান্যকারী। (মাআরিফুল কুরআন, ঈষৎ পরিবর্তিত)

(৫) তাদের পার্থিব জীবনের এই শাস্তি এভাবে বাস্তবরূপ লাভ করেছিল যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমলেই মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিভঙ্গের অপরাধে বনূ কুরায়যা মৃত্যুদন্ডে দণ্ডিত ও বন্দী হয়েছে এবং বনূ নুযায়রকে চরম অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে শামে নির্বাসিত হতে হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৩ নং আয়াত:

১. ইবাদত করা ফরয।

২. তাওহীদের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

৩. নম্রভাবে কথা বলার শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

৪. মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীম মিসকীনদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। এই সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব।

৫. নামায কায়েম করা ফরয।

৬. যাকাত প্রদান করা ফরয।

● ৮৪-৮৬ নং আয়াতসমূহ:

১. মানুষের সাথে উত্তমভাবে মুআমালা করা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. ৮৫ নং আয়াতাংশে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি-বিধানের কিয়দাংশকে গ্রহণ ও মান্য করে অপর কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান ও অমান্য করা মুক্তি পাওয়ার জন্য যথেষ্ঠ নয়। এর দ্বারা দুনিয়াতও লাঞ্ছনা আসবে, আখেরাতেও আযাব হবে। অতএব এ থেকে মুক্তির আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি-বিধানের কিয়দাংশ নয় বরং পুরোটাই মানতে হবে।

৩. পরকালে কাফেরদের আযাব লঘু করা হবে না। কোনভাবে কারও থেকে তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

৪. আল্লাহ তাআলা সকলের সব আমল সম্বন্ধে খবর রাখেন। সেমতে অন্তরের ঈমান সম্বন্ধেও খবর রাখেন। অতএব আল্লাহ তাআলাকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব হবে না।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۖ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ۗ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ﴿٨٧﴾

(৮৭) আর অবশ্যই আমি মূসাকে কিতাব দান করেছি এবং তাঁর পরে পর্যায়ক্রমে রসূল প্রেরণ করেছি; আর মারয়াম-তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণাদি[১] দান করেছি এবং পবিত্র রূহ[২] দ্বারা তাঁকে শক্তিশালী করেছি। অতঃপর যখনই তোমাদের কাছে কোন রসূল এমন নির্দেশ নিয়ে এসেছে, যা তোমাদের মনঃপুত হয়নি তখনই কি তোমরা অহংকার করনি? ফলশ্রুতিতে একদলকে অস্বীকার করেছ এবং একদলকে হত্যা করেছ।[৩]

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾

(৮৮) তারা বলেছিল, আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত (সংরক্ষিত)।[৪] (না,) বরং কুফরের কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত করেছেন।[৫] সুতরাং তারা যে ঈমান আনে তা অতি অল্পই।[৬]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) 'প্রমাণ' অর্থ এখানে মু'জিযা। হযরত ঈসা (আ.) কে মৃতকে জীবিত করা, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিরাময় করা ইত্যাদি মু'জিযা দান করা হয়েছিল। এগুলো ছিল তাঁর নবুয়তের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

(২) অর্থাৎ, জিবরাঈল (আ.)। তিনি সবসময় হযরত ঈসা (আ.)-এর সঙ্গে থাকতেন। ভিন্ন মতে "পবিত্র রূহ" বলে হযরত ঈসা (আ.)-এর রূহকে বোঝানো হয়েছে।

(৩) প্রশ্নের সূরে তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে। ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ.)সহ অনেক রসূলকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং হযরত যাকারিয়া (আ.) ও হযরত ঈয়াহ্ইয়া (আ.)কে হত্যা করেছে।

(৪) ইহুদীরা নিজেদের প্রশংসা করে এরূপ বলত। তারা বলতে চাইত যে, আমাদের অন্তর এমন সংরক্ষিত যে, তাতে ধর্ম-বিরোধী প্রভাব তথা ইসলামের প্রভাব প্রতিফলিত হয় না, নিজ ধর্মের ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত। আল্লাহ্ বলেন যে, তোমাদের অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করতে না পারার কারণে সত্যধর্মের প্রতি তোমাদের দৃঢ়তা নয় বরং আল্লাহ্র অভিশম্পাত।

(৫) আল্লাহ্র লা'নত বা অভিসম্পাতের অর্থ রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। রহমত থেকে দূরে থাকার কারণেই তারা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে রহিত ধর্মকেই পুঁজি করে নিয়েছে।

(৬) 'অল্প ঈমান'-এর অর্থ সমগ্র বিষয়ে তারা ঈমান আনে না। কিছু কিছু বিষয় যেমন- আল্লাহ্ ও কেয়ামত ইত্যাদিতে ঈমান আনে, আর কিছু কিছু বিষয় যেমন– মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়ত ও কুরআন ইত্যাদিতে ঈমান আনে না। ফলে তাদের ঈমান পূর্ণ নয়। আয়াতের এই অংশের অর্থ এরূপও হতে পারে যে, 'তাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান আনে'।

আহকাম ও শিক্ষা

- ৮৭ নং আয়াত:

১. হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।
২. হযরত মূসা (আ.)-এর পর অনেক নবীর আগমন ঘটেছিল।
৩. হযরত ঈসা (আ.) মু'জিযাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।
৪. নিজেদের খাহেশ মোতাবেক না হলে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা নিন্দনীয়।
৫. সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা ও হত্যা করা জঘন্য অপরাধ।

- ৮৮ নং আয়াত:

১. হেদায়াত ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভুলের মধ্যে থেকেও তা নিয়ে অহংকার প্রদর্শন করা এবং হেদায়াত ও সত্য জ্ঞানের প্রয়োজন থাকাকে অস্বীকার করার পরিণাম খুব খারাপ।
২. কুফরীর কারণে আল্লাহর লা'নত হয়।
৩. আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হলে ঈমান ও হেদায়াত নসীব হয় না। অতএব ঈমান ও হেদায়াতের জন্য আল্লাহর রহমত ও তাওফীক কামনা করা চাই।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۚ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾

(৮৯) আর যখন তাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব[১] আসল, যা (পূর্ব থেকে) তাদের নিকটস্থ কিতাবের সত্যায়নকারী আর তারা (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের) পূর্বে কাফেরদের বিরুদ্ধে (তাঁর ওছীলায়) বিজয় কামনা করত; অতঃপর যখন তাদের নিকট আসল সে পরিচিত ব্যক্তি, তখন তাঁকে সম্পূর্ণ অমান্য করল; সুতরাং আল্লাহর লা'নত হোক এরূপ কাফেরদের উপর।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩٠﴾

(৯০) (জেনে বুঝেই ইয়াহুদীরা কেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অমান্য করল-এ সম্পর্কে সামনে ইরশাদ হয়েছে) অতি মন্দ সে জিনিসটি, যার[২] বিনিময়ে তারা বিক্রি করল নিজেদেরকে (অর্থাৎ, নিজেদের আখেরাতকে) আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অস্বীকার করে শুধু এই হঠকারিতা[৩] ও প্রতিহিংসার দরুণ যে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ (ওহী) নাযেল করেন; সুতরাং তারা রোষের উপর রোষ[৪] নিয়ে ফিরল; আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক[৫] শাস্তি।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

সংশ্লিষ্ট ঘটনা: 'আমাদের হৃদয় সংরক্ষিত' বলে ইয়াহুদীরা কুরআনকে অস্বীকার করে। অথচ ইতিপূর্বে তারা কুরআন ও কুরআনের নবীর ওছীলায় মুশরিকদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করত। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযেল হয়।

(১) তাদের নিকট যে কিতাব আসে তা কুরআন। পূর্ব থেকে যে কিতাব ছিল তা তাওরাত। কুরআন অবতরণের আগে কখনও ইয়াহুদীরা মুশরিকদের নিকট পরাজিত হলে এ মর্মে দু'আ করত, হে খোদা, আমাদেরকে শেষ নবীর ওছীলায় বিজয় দান কর। অথচ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের পর প্রতিহিংসাবশত এবং ক্ষমতা ও নেতৃত্বের লোভে তাঁকে সম্পূর্ণ অমান্য করল।

(২) যে জিনিসের বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রি করল তা ছিল কুফর, কুরআনের অস্বীকৃতি।

(৩) ইয়াহুদীরা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেবল এই জিদের বশবর্তী হয়ে অমান্য করে যে, ওহী তথা আল্লাহর আখেরী পয়গাম বনী ইসরাঈলে অবতীর্ণ না হয়ে বনী ইসমাঈলে কেন হল! উল্লেখ্য যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশে।

(৪) কুফরির দরুণ তারা রোষের উপযুক্ত তো ছিলই। আবার প্রতিহিংসার দরুণ আরও রোষের উপযুক্ত হল।

(৫) গোনাহগার মু'মিনদেরকে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে পবিত্র করার জন্য, অপমানীত করার জন্য নয়। পক্ষান্তরে কাফেরদের শাস্তি পবিত্র করণের জন্য নয়। বরং অপমানী করার জন্যই।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৯ নং আয়াত:

১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুপস্থিতিতেও তাঁর ওছীলায় দুআ করা জায়েয আছে।

২. কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী।

৩. আয়াত থেকে আরও বোঝা যায়, শুধু জানাকেই ঈমান বলা যায় না, বরং বিশ্বাস ও মানার নাম ঈমান।

৪. কাফেরদের উপর আল্লাহর লা'নত তথা অভিসম্পাত।

● ৯০ নং আয়াত:

১. হিংসা বিদ্বেষ ও জিদ হক ও হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হওয়ার অন্যতম কারণ।

২. ইয়াহুদী সম্প্রদায় আল্লাহর রোষের পাত্র হয়েছে।

৩. কুফরির দরুণ আল্লাহর রোষের পাত্র হতে হয়।

৪. প্রতিহিংসার দরুণও আল্লাহর রোষের পাত্র হতে হয়।

৫. কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩١﴾

(৯১) (ইয়াহুদীদের প্রতিহিংসার দলীল হিসেবে ইরশাদ হয়েছে,) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ঈমান আন সে কিতাবের উপর, যা আল্লাহ নাযেল করেছেন, তখন তারা বলে, আমরা ঈমান আনব শুধু ঐ কিতাবের প্রতি যা আমাদের উপর নাযেল হয়েছে। আর তদ্ব্যতীত অন্যটাকে তারা অস্বীকার[১] করে; অথচ সেটাও পরম সত্য এবং তাদের নিকট যে কিতাব রয়েছে তার সত্যায়নকারী; তুমি বলে দাও যদি তোমরা মু'মিন ছিলে তবে কেন ইতিপূর্বে আল্লাহর নবীগণকে[২] হত্যা করতে?

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٩٢﴾

(৯২) (ইয়াহুদীদের ঈমানের দাবির খণ্ডন হিসেবে ইরশাদ হয়েছে-) আর নিশ্চয় মূসা (আ.) তোমাদের নিকট নিয়ে আসল সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ[৩] তবুও তোমরা তার (তূর পাহাড়ে যাওয়ার)[৪] পর অন্যায়কারী হয়ে বাছুরকে (মাবূদ) বানিয়েছ।[৫]

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ۗ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ۗ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۗ وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۗ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩٣﴾

(৯৩) (তাওরাতের উপর ইয়াহুদীদের ঈমানের অবস্থা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,) আর আমি যখন তোমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম এবং (এ উদ্দেশ্যে) তোমাদের উপর তূর পাহাড়কে তুলে ধরলাম; (আর বললাম,) যা কিছু (আহকাম) আমি তোমাদেরকে দিয়েছি দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর এবং শোন[৬], তারা বলল- 'আমরা শুনলাম কিন্তু মানলাম না।' আর তাদের কুফরের[৭] কারণে তাদের অন্তরে বাছুর প্রীতি সিঞ্চিত হয়ে (অর্থাৎ, মিশে) গিয়েছিল; তুমি বলে দাও, তোমরা মু'মিন হয়ে থাকলে তোমাদের ঈমান তোমাদেরকে যার আদেশ করছে তা অতি নিন্দনীয়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইয়াহুদীরা কুরআনুল কারীমকে অস্বীকার করে, অথচ তাওরাতে তাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে- 'তাওরাতের সত্যায়ণকারী' যে নবী আসবেন তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, তাঁর সাহায্য করবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(২) সকল খোদায়ী গ্রন্থের মতেই নবীদেরকে হত্যা করা কুফর। অথচ তোমাদের পূর্ব পুরুষেরা নবীদেরকে হত্যা করেছে এবং তাদের এ জঘন্য অপরাধের প্রতি তোমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। সুতরাং তাওরাতের প্রতি তোমাদের ঈমানের দাবীও অসার প্রমাণিত হয়।

(৩) তাওরাত অবতরণের পূর্বে হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণের জন্য যেসব মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছিল, আয়াতে "সুস্পষ্ট প্রমাণ" বলে তাই বুঝানো হয়েছে। যথা লাঠি, শুভ্র সমুজ্জ্বল হাত, পানি দ্বিধাবিভক্ত হওয়া ইত্যাদি।

(৪) হযরত মূসা (আ.) যখন কয়েক দিনের জন্য তূর পাহাড়ে গেলেন, এ মুহূর্তে তোমরা বাছুরকে মা'বূদ বানিয়েছ। অথচ তখনও হযরত মূসা (আ.) তোমাদের মাঝে জীবিত আছেন। তখন হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর শরীয়তের প্রতি তোমাদের ঈমান কোথায় ছিল? শেষ নবীর প্রতি বিদ্বেষবশত আজ মূসা (আ.)-এর শরীয়তকে এমনভাবে আকড়ে থাকছ যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশও অমান্য করছ। অবশ্যই তোমরা জালেম। (ফাওয়ায়েদে উছমানিয়া)

(৫) অন্যান্য আম্বিয়া দূরের কথা, ইয়াহুদীরা স্বয়ং হযরত মূসা (আ.)-এর ও বিরোধিতা করে। তাও আবার তাওহীদের ন্যায় বুনিয়াদী বিষয়ে।

(৬) প্রাণ ভয়ে কিংবা তখনকার মত সাময়িকভাবে মুখে বলেছিল- 'আমরা শুনলাম।' কিন্তু তখনও অন্তরে ছিল যা পরবর্তীতে বলল, 'আমরা মানি না।'

(৭) লোহিত সাগর পাড়ি দেয়ার পর এক মূর্তিপূজক সম্প্রদায়কে দেখে ইয়াহুদীরা এক কুফরী বাক্য উচ্চারণ করেছিল 'হে মূসা! আমাদের জন্য এরূপ এক সাকার মা'বূদ তৈরী করে দাও।' তখন তারা হযরত মূসা (আ.)-এর শাষানোর ফলে যদিও তাওবা করে নেয়, কিন্তু তাওবারও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। উচ্চস্তরের তাওবার অভাবে তাদের অন্তরে কুফরের কালিমা থেকেই যায়। পরে সেটাই বেড়ে গিয়ে বাছুর পূজার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯১ নং আয়াত:

১. ইয়াহুদীদের প্রতিহিংসা পরায়ণতার বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

২. 'শুধু আমাদের প্রতি অবতারিত কিতাবের উপর ঈমান আনব, অন্যান্য গ্রন্থের প্রতি নয়' -ইয়াহুদীদের এ উক্তি সুস্পষ্ট কুফর এবং একথা থেকে তাদের অন্তরে বিদ্যমান প্রতিহিংসা প্রমাণিত হয়, যা হক গ্রহণের পথে বাধা। সুতরাং কোনরূপ তারতম্য ছাড়া সকল আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনা ফরয।

৩. কুরআন হক কিতাব।

৪. নবীদেরকে হত্যা করা জঘন্য অপরাধ, যে অপরাধে ইয়াহুদ জাতি অপরাধী।

● ৯২ নং আয়াত:

১. হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক মু'জিযা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

২. গায়রুল্লাহর পূজা করা জুলুম তথা শিরক।

● ৯৩ নং আয়াত:

১. তাওরাত মেনে নিতে অস্বীকার করায় ইয়াহুদীদের মাথার উপর পাহাড় তুলে ধরে তাদের উপর জবরদস্তি করা হয়েছে, যাতে তারা তাওরাত মেনে নেয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, দ্বীন গ্রহণ করার পর

কেউ যদি দ্বীন ত্যাগ করতে উদ্যত হয় বা দ্বীনের বিধি-নিষেধ মানতে অস্বীকার করে, তবে সেক্ষেত্রে জবরদস্তি নিষিদ্ধ নয় বরং বৈধ। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন অত্র সূরার ৬৩ নং আয়াতের আহকাম ও শিক্ষা।

২. অঙ্গীকার পালন করা কর্তব্য। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. আল্লাহ প্রদত্ত কিতাবের বিধি-বিধান শক্তভাবে ধারণ করা কর্তব্য। (প্রাগুক্ত)

৪. সত্যের প্রতি ঈমান ভাল কর্মে উদ্বুদ্ধ করে আর বাতিল মতবাদে বিশ্বাস মন্দ কর্মের উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٤﴾	(৯৪) (যাবতীয় কুফর ও অন্যায়-অপরাধের পরও ইয়াহুদীরা একমাত্র নিজেদেরকে জান্নাতের অধিকারী মনে করত– এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে,) তুমি বলে দাও, যদি আখেরাতের বাসস্থান আল্লাহর নিকট একমাত্র[১] তোমাদের জন্যই[২] একান্ত হয়ে থাকে অন্য লোকদের বাদ দিয়ে, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা[৩] করে দেখাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।
وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٥﴾	(৯৫) কস্মিনকালেও[৪] তারা মৃত্যু কামনা করবে না ঐসব গুনাহের কারণে যা তারা অগ্রীম প্রেরণ করেছে। আর আল্লাহ এসব জালেম[৫] সম্পর্কে সবিশেষ অবগত আছেন।
وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۛ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾	(৯৬) আর তুমি নিশ্চয়ই তাদেরকে সাধারণ লোক অপেক্ষা পার্থিব জীবনের প্রতি অধিক লালায়িত পাবে, এমন কি মুশরিকদের[৬] চেয়েও। তাদের এক একজন কামনা করে– যদি তাকে হাজার বছর আয়ু দেয়া হত! অথচ এরূপ আয়ুপ্রাপ্তি তাকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আর তারা যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইয়াহুদীরা বলত, আমরা ছাড়া আর কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা যখন নিশ্চিত জান্নাতী, তবে মৃত্যুকে এত ভয় কর কেন?

(২) لَكُم এর 'লাম' تخصيص এর জন্য। সেমতে অনুবাদে 'ই' বর্ণটি যোগ করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৩) দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে যদি তোমরা সত্য-মিথ্যার ফয়সালা করতে না পার, তবে একটি অতিপ্রাকৃতিক মাধ্যম গ্রহণ কর, যেখানে জ্ঞান, বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার কোন প্রয়োজন হবে না। কেবল মুখ নেড়ে মৃত্যু কামনা কর। এতটুকু বলতে পারলেই আমরা হারব, তোমরা জিতবে। অন্যথায় আমরা সত্যবাদী এবং তোমরা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবে। কারণ, আখেরাতের নাজাত ও খোদার নৈকট্য লাভের ব্যাপারে যাদের এতখানি ইয়াকীন থাকবে, তাদের কাছে আখেরাতের যিন্দেগী প্রিয় হওয়া স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত। আর সেখানে পৌছার একমাত্র পথ মৃত্যু। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) কেননা, তারা নিশ্চিত রূপেই জানে যে, তারা কুফর ও বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ভয়ে তারা মুখও খুলতে পারেনি। অন্যথায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি তাদের যে প্রতিহিংসা ছিল সেহেতু 'তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না' কুরআনের এ ভবিষ্যদ্বাণী শোনামাত্রই উত্তেজিত হয়ে তারা মৃত্যু কামনা করে ফেলত।

(৫) উপরোক্ত চ্যালেঞ্জ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগের ইয়াহুদীদেরকে দেয়া হয়েছিল, যারা তাঁকে নবী হিসেবে ভালভাবে জানার পরও কেবল শত্রুতা ও হঠকারিতাবশত অস্বীকার করেছিল। সকল যুগের ইয়াহুদীদেরকে এ চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়নি। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) আরবের মুশরিকদের পরকালে বিশ্বাস ছিল না। তাদের মতে যাবতীয় সুখ-সাচ্ছন্দ সবই পার্থিব। এ কারণে তারা দীর্ঘায়ু কামনা করলে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। কিন্তু ইয়াহুদীরা শুধু পরকালে বিশ্বাসী ছিল না, বরং তাদের ধারণা মতে পরকালের নেয়ামতরাজি একমাত্র তাদেরই প্রাপ্য। এরপরও তাদের পার্থিব জীবনের ব্যাপারে এত আগ্রহী হওয়া শুধু আশ্চর্যের নয় বরং পারলৌকিক নেয়ামত সম্পর্কে তাদের দাবীর অসারতাও প্রমাণ করে। প্রকৃত ব্যাপার তাদেরও জানা ছিল যে, মৃত্যুর পর জাহান্নামই হবে তাদের ঠিকানা। তাই যতদিন বেঁচে থাকা যায় ততই মঙ্গল। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৪-৯৫ নং আয়াতদ্বয়:

১. পরকালের সুখ-শান্তি একমাত্র ইয়াহুদীদের জন্য- ইয়াহুদীদের এ বক্তব্য ঠিক নয়।

২. ইয়াহুদীদেরকে তাদের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য মৃত্যু কামনা করার চ্যালেঞ্জ পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তা করতে না পেরে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়েছে। ইসলাম সত্য ও ইয়াহুদী ধর্ম বাতিল প্রমাণিত হয়েছে।

৩. আল্লাহর মহব্বত, তাঁর দীদারের পরম স্পৃহায় মৃত্যু কামনা করা জায়েয আছে। বরং এটা বিলায়তের আলামত। তবে বিপদে মৃত্যু কামনা জায়েয নেই।

৪. তারা (সেই ইয়াহুদীরা) মৃত্যু কামনা করবে না- এ মর্মে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে প্রমাণিত হওয়ায় কুরআন সত্য- এটাও প্রমাণিত হল।

● ৯৬ নং আয়াত:

১. ইয়াহুদীদের পার্থিব জীবনের প্রতি লোভ লালসার বর্ণনা পেশ করা হয়েছে।

২. মনের মধ্যে পার্থিব লোভ-লালসা থাকলে মৃত্যু বেশি কষ্টকর বোধ হয়। পক্ষান্তরে পার্থিব জীবনের প্রতি নির্মোহ থাকলে মৃত্যু তেমন কষ্টকর বোধ হয় না।

www.maktabatulabrar.com

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٧﴾	(৯৭) (ইয়াহুদীরা বলে, আমরা কুরআন মানি না, কেননা কুরআন আনয়নকারী জিবরাঈল আমাদের শত্রু। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে,) তুমি বলে দাও যে, কেউ জিবরাঈলের শত্রু[১] হলে (সে কারণে কুরআনকে অস্বীকার করা যায় কিরূপে?) যেহেতু সে (জিবরাঈল) আল্লাহর আদেশে এ কুরআন তোমার অন্তকরণে নাযেল করেছে; যা সত্যায়নকারী স্বীয় পূর্ববর্তী কিতাব-সমূহের এবং মু'মিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদ দানকারী।
مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٩٨﴾	(৯৮) যে ব্যক্তি শত্রু হয় আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর রসূলদের এবং জিবরাঈল ও মীকাঈলের, নিশ্চিতই আল্লাহ এরূপ কাফেরদের শত্রু।
وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ﴿٩٩﴾	(৯৯) আর[২] নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি বহু স্পষ্ট প্রমাণ নাযেল করেছি এবং নাফরমান লোকেরা ব্যতীত (কেউ এগুলো) অবিশ্বাস করে না।
اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٠﴾	(১০০) আর[৩] যখনই তারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে, তাদের কোন না কোন একদল কি তা ছুঁড়ে[৪] ফেলেনি ? বরং তাদের অধিকাংশই ঈমান রাখে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) **শানে নুযূল:** ইয়াহুদীরা বলে, জিবরাঈল (আ.) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর ওহী আনয়ন করে, অথচ সে আমাদের শত্রু। তাঁর দ্বারা আমাদের পূর্ব পুরুষদের অনেক কষ্ট হয়েছে। সেহেতু জিবরাঈল ব্যতীত মীকাঈল ফেরেশতা ওহী আনলে আমরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর ঈমান আনতাম। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযেল করেন। (বয়ানুল কুরআন)

(২) কোন কোন ইয়াহুদী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল, আপনার প্রতি এমন কোন দলীল নাযেল হয় না কেন যা আমাদের জানা-শোনা। এর জবাবে ইরশাদ হয়, একটি কেন আমি তো অনেক উজ্জ্বল প্রমাণ নাযেল করেছি, যা তারাও ভালভাবে জানে। সুতরাং তাদের এ অস্বীকৃতি না জানার কারণে নয় বরং মজ্জাগত নাফরমানির কারণে। (বয়ানুল কুরআন)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৩) হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর ঈমান আনার ব্যাপারে তাওরাতে ইয়াহুদীদের থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়, কোন কোন ইয়াহুদীকে সে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে তারা মূল অঙ্গীকার গ্রহণকেই অস্বীকার করে বসে। আয়াতটি এ ব্যাপারে নাযেল হয়।

(৪) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ইয়াহুদীদের মজ্জাগত অভ্যাস। বরং অনেক ইয়াহুদী তো তাওরাতের প্রতিও যথাযথ ঈমান রাখে না। অতএব ওয়াদা রক্ষার ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে কী আশা করা যায়?

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৭ নং আয়াত:

১. হযরত জিবরাঈল (আ.) কুরআন নিয়ে আগমন করতেন।

২. তিনি আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে কুরআন নাযেল করতেন। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত নয়।

৩. কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী।

৪. কুরআন মানুষের জন্য হেদায়াত।

৫. কুরআন মু'মিনদের জন্য সু-সংবাদ দানকারী।

● ৯৮ নং আয়াত:

১. এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি এবং তাঁর প্রিয় বান্দাদের প্রতি কোনরূপ শত্রুতার মনোভাব রাখা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার প্রতি শত্রুতা রাখার নামান্তর। (তর্জমায়ে লাহোরী)

২. আল্লাহর শত্রু কাফেরদের সাথে মু'মিনদেরও শত্রুতা রাখা চাই। পক্ষান্তরে আল্লাহর প্রিয়জনদের সাথে মু'মিনদের বন্ধুত্ব রাখা চাই।

● ৯৯-১০০ নং আয়াতদ্বয়:

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বহু প্রমাণ নাযেল হয়েছিল।

২. আল্লাহ, আল্লাহর রসূলের ক্রমাগত অবাধ্যতা কুফরী ও অস্বীকৃতির দিকে ধাবিত করে। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. ইয়াহুদীগণ অঙ্গীকার ভঙ্গে অভ্যস্ত। সুতরাং তাদের অঙ্গীকারে কখনই আশ্বস্ত না হওয়া চাই। (প্রাগুক্ত)

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾

(১০১) আর যখন তাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহান[১] রসূল আগমন করল যে[২] ঐ কিতাবের সত্যায়ন করে যা তাদের কাছে রয়েছে, তখন আহলে কিতাবের একদল আল্লাহর এই গ্রন্থকেই তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করল-যেন তারা (কিছুই) জানে না[৩]।

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ

(১০২) (ইয়াহুদীরা আল্লাহর কিতাবকে ছুড়ে ফেলল) আর তারা এমন জিনিসের অনুসরণ করল শয়তান যা চর্চা[৪] করত সুলাইমানের রাজত্ব কালে;

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ؕ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ؕ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ؕ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۗ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

আর সুলাইমান[৫] কুফরী করেনি; কিন্তু হাঁ শয়তানেরাই (যাদুর মাধ্যমে) কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে যাদু[৬] শিক্ষা দিত এবং (তারা ঐ যাদুরও অনুসরণ করল) যা বাবেল[৭] শহরে হারূত মারূত[৮] ফেরেশতাদ্বয়ের উপর নাযেল করা হয়; আর তারা কাউকেও শিক্ষা দিত না, যে পর্যন্ত না বলে নিত যে, আমরা কেবল[৯] পরীক্ষার জন্য। সুতরাং কুফরী করো না। অতঃপর লোকেরা তাদের কাছ থেকে এমন যাদু শিখত যদ্বারা কোন পুরুষ ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাত। আর তারা তদ্দারা কারো ক্ষতি করতে পারত না আল্লাহর আদেশ ছাড়া। আর তারা শিখত এমন বিষয় যা তাদের ক্ষতি সাধন করত- উপকারে আসত না। আর তারা নিশ্চিতভাবে জানে, যে ব্যক্তি যাদু অবলম্বন করে পরকালে তার জন্য কোনো অংশ নেই। আর নিতান্ত মন্দ সে জিনিস, যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করে, যদি তারা জানত!

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٣﴾

(১০৩) আর যদি তারা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে নিশ্চয় আল্লাহর কাছের প্রতিদান উত্তম ছিল; যদি তারা জানত (অর্থাৎ, বুঝত)।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) رَسُوْلٌ এর মাঝে তানবীনটা تعظيم এর জন্য। সেমতে অনুবাদে 'মহান' শব্দটি যোগ করা হয়েছে।

(২) মহান 'রসূল' দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে এবং 'ঐ কিতাবের সত্যায়ণকারী যা তাদের কাছে রয়েছে' ও 'আল্লাহর এই গ্রন্থ' উভয়ের দ্বারা তাওরাতকে বুঝানো হয়েছে।

(৩) তাওরাতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়তের সুসংবাদ রয়েছে। এমতাবস্থায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনা তাওরাতের উপরই আমল করা। তবুও ইয়াহুদীদের এক দল তাওরাতকেই পশ্চাতে নিক্ষেপ করে। নিজেদের কিতাবের উপর যারা ঈমান রাখে না, তাদের কাছ থেকে আর কী আশা করা যায়! (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) تلو অর্থাৎ, বর্ণনা করা বা চর্চা করা। (মুফরদাতুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৫) হযরত সুলাইমান (আ.)-এর রাজত্ব কালে জিনেরা যাদুর প্রক্রিয়া সম্বলিত একটি গ্রন্থ জন সাধারণের মধ্যে প্রচার করেছিল। হযরত সুলাইমান (আ.) উক্ত কিতাবটি সিন্দুকে আবদ্ধ করে মাটিতে পুতে ফেলেন। হযরত সুলাইমান (আ.)-এর ইন্তিকালের পর জিনেরা সে কিতাব বের করে লোকসমাজে বলল, হযরত সুলাইমান (আ.) এই কিতাবের বলেই রাজত্ব করতেন। আল্লাহ তাআলা এ মিথ্যারোপ খণ্ডন করে বলেন, সুলাইমান যাদুর আমল করতেন না।

(৬) কুরআন হাদীছের পরিভাষায় যাদু এমন অদ্ভুত কর্মকাণ্ড, যাতে কুফর, শিরক এবং পাপাচার অবলম্বন করে জিন ও শয়তানকে সন্তুষ্ট করে তাদের সাহায্য নেয়া হয়। কুরআনে বর্ণিত বাবেল শহরের যাদু ছিল তাই। যাদু প্রাকৃতিক কার্যকারণের আওতাভুক্ত। তবে কারণটা অদৃশ্য থাকে। পক্ষান্তরে মু'জিযা ও কারামত প্রাকৃতিক কার্যকারণ ছাড়া সরাসরি আল্লাহর কাজ। সুতরাং যাদু একটি বিদ্যা, যে কেউ তা শিখতে পারে। কিন্তু মু'জিযা কোন বিদ্যা নয়। সম্পূর্ণ অলৌকিক, অতিপ্রাকৃতিক। (মাআরিফুল কুরআন)

(৭) বাবেল বা ব্যাবিলন শহরটি ইরাকের ফুরাত/ইউফ্রেটিস নদীর তীরে অবস্থিত। খৃষ্টপূর্ব ৩০০ সালে তৎকালীন পৃথিবীতে এটি একটি অতি উন্নত শহর বলে গণ্য হত। (আল-কুরআনুল কারীম ইঃ ফাঃ)

(৮) এক সময় পৃথিবীতে বিশেষ করে বাবেল শহরে যাদু বিদ্যার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। যাদুর অত্যাশ্চর্য ক্রিয়া দেখে মুর্খলোকদের মধ্যে যাদু ও নবীর মু'জিযার স্বরূপ সম্পর্কে বিভ্রান্তি দেখা দিতে থাকে। এমনকি কেউ কেউ যাদুকরদেরকেও অনুসরণযোগ্য মনে করতে থাকে। এই বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা বাবেল শহরে হারূত ও মারূত নামের দুইজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তাদের কাজ ছিল যাদুর স্বরূপ ও ভেল্কিবাজী সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা, যাতে বিভ্রান্তি দূর হয়, তারা সুস্পষ্টভাবে যাদু ও মু'জিযার পার্থক্য অনুধাবন করতে পারে এবং যাদুর আমল ও যাদুকরদের অনুসরণ থেকে দূরে থাকতে পারে। (বয়ানুল কুরআন)

(৯) সুতরাং হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয় যাদুর স্বরূপ ও নিয়মনীতি সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করতে থাকেন। তারা যাদুর হাকীকত ও নিয়মনীতি সম্পর্কে অবহিত করার পূর্বে অধিক সতর্কতাবশত বলে নিতেন, আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ। তোমরা নেক নিয়তের সাথে, যাদু থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে এর হাকীকত জেনে নাও। কিন্তু তারা খারাপ উদ্দেশ্যে এটা গ্রহণ করে এবং এর অপব্যবহার করে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০১ নং আয়াত:

১. তাওরাত আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত কিতাব।

২. জানা সত্ত্বেও সত্যকে অস্বীকার করা এমনভাবে যেন জানে না - এটা না জেনে অস্বীকার করার চেয়ে বেশি জঘন্য।

● ১০২ নং আয়াত:

১. যে যাদুর মাঝে কোন কুফরী আমল থাকে, সে যাদু সম্পূর্ণ কুফর। যেখানে কুফরী আমল থাকে না তবে গোনাহের আশ্রয় নিতে হয়, সেটা কবীরা গোনাহ। সুতরাং এ প্রকারের যাদু শিক্ষা করা, শিক্ষা দেয়া এবং এর উপর আমল করা সবই হারাম।

www.maktabatulabrar.com

২. যদি জায়েয তথা মুবাহ বিষয় কিংবা কুরআন হাদীছের শব্দের দ্বারা কাজ নেয়া হয় তাহলে জায়েয হবে। তবে নাজায়েয ও অসৎ উদ্দেশ্যে এর ব্যবহারও হারাম। যেমন– কাউকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তাবীজ করা, ওজীফা পড়া ইত্যাদি। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. বাজিগরী আধুনিক ম্যাসমেরিজম ইত্যাদিও শিক্ষা করা ঠিক নয়। কারণ, এসব বাতিল ও ধোঁকা। খেল-তামাশা ও আনন্দ-ফূর্তির উদ্দেশ্যে এর প্রদর্শন মাকরূহ। (রওয়াইউল বয়ান)

৪. যেসব যাদু-বাক্যের অর্থ জানা যায় না, তবে জিন ও শয়তানের সাহায্য গ্রহণের আশংকা রয়েছে, তাও হারাম। (মাআরিফুল কুরআন)

● ১০৩ নং আয়াত:

১. ঈমান ও তাকওয়ার বিনিময়ে আল্লাহ্‌র কাছে উত্তম প্রতিদান রয়েছে।

২. "যদি তারা জানত" বলে বোঝানো হয়েছে জানা সত্ত্বেও তদনুযায়ী আমল না করায় তাদের যেন জানাই নেই। অতএব ইল্‌ম অনুযায়ী আমল না থাকলে সে ইল্‌ম ইল্‌ম হিসেবে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য নয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۰۴﴾ مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۱۰۵﴾

(১০৪) হে মুমিনগণ! 'রায়িনা'[১] বলো না, বরং 'উনযুরনা' বল এবং (ভালভাবে এ নির্দেশ) শুনে রাখ, আর কাফেরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(১০৫) (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর সাথে ইয়াহুদীদের ব্যবহার কিরূপ ছিল তা বর্ণনা করার পর মুসলমানদের সম্পর্কে তাদের মনোভাব বর্ণনা করে বলা হচ্ছে-) মোটেও পছন্দ[২] করে না এ কাফেররা আর না মুশরিকরা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের উপর কোন প্রকার কল্যাণ অবতীর্ণ হওয়া; আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার রহমতের জন্য খাস করে নেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কোন কোন দুরাচার ইয়াহুদী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এসে 'রায়িনা' বলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করত। তাদের হিব্রু ভাষায় এ শব্দের অর্থ আহাম্মক। আর এ খারাপ অর্থেই তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে উক্ত বাক্য ব্যবহার করত। আরবি ভাষায় উক্ত বাক্যের অর্থ যেহেতু 'আমাদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখুন', তাই আরবিভাষী সাহাবায়ে কেরাম তাদের এ দুরভিসন্ধি বুঝতে পারেননি। ভাল অর্থে তাঁরাও এ বাক্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করতে থাকেন। এতে দুরাচারেরা আরো সুযোগ পায়।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তাদের এ অপকৌশল বন্ধ করার জন্য আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা 'উনযুরনা' (اُنظُرنَا) [আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন] বল, 'রায়িনা' (رَاعِنَا) বল না। (বয়ানুল কুরআন)

(২) ইয়াহুদী ও মুশরিকরা তোমাদের উপর কুরআন অবতরণকে মোটেও পছন্দ করে না। বরং ইয়াহুদীরা চায় শেষ নবীর আগমন বনী ইসরাঈলে হোক। মক্কার মুশরিকরা তাদের মাঝে কামনা করে। তবে আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি উম্মীদের মাঝে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০৪ নং আয়াত:

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে কথাবার্তা ও সম্বোধনে আদব রক্ষা করা ওয়াজিব। অসম্মানসূচক কোন বাক্য বা শব্দ প্রয়োগ জায়েয নয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উত্তরসূরী উলামায়ে কেরামের ক্ষেত্রেও এ নীতি প্রযোজ্য।

২. এ আয়াত দ্বারা আরও বুঝা যায় কারও মুবাহ তথা জায়েয কাজ দ্বারা যদি অন্য কেউ নাজায়েয কাজের আস্কারা পায়, তাহলে সে জায়েয কাজটিও জায়েয থাকবে না। (বয়ানুল কুরআন)

৩. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা শোনা তথা মান্য করা ওয়াজিব।

৪. কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

● ১০৫ নং আয়াত:

১. ইয়াহুদী, নাসারা ও মুশরিকরা মুসলমানদের চরম শত্রু। তারা কখনও মুসলমানদের কল্যাণ চায় না। (তর্জমায়ে লাহোরী)

২. মুসলমানদের প্রতি ইয়াহুদী, নাসারা ও মুশরিকদের হাছাদ বা হিংসা ছিল।

৩. আল্লাহ তাআলা কারও প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে অন্য কারও হাছাদ বা হিংসা সেটা প্রতিহত করতে পারে না।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾

(১০৬) আমি[১] কোন আয়াতের হুকুম রহিত[২] করলে কিংবা আয়াতটিকেই[৩] বিস্মৃত করিয়ে দিলে (ছওয়াব ও সহজ হওয়ার দিক থেকে) তদপেক্ষা উত্তম বা তদনুরূপ আনয়ন করি; (হে প্রশ্নকারী) তুমি কি জান না আল্লাহ সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান?

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٠٧﴾

(১০৭) তুমি কি জান না যে, আসমানসমূহ ও জমিনের আধিপত্য একমাত্র[৪] আল্লাহরই; আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের আর কোন বন্ধুও নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কিবলা পরিবর্তন হলে ইয়াহুদীরা এ ব্যাপারে সমালোচনা করে এবং মুশরিকরাও প্রশ্ন তোলে। তারা বলে, এ কিতাব যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তাহলে যে দোষের কারণে কোন বিধান এখন রহিত হল, পূর্ব হতে আল্লাহ কি সে দোষ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না? আল্লাহ তাআলা বলেন, সময়ের প্রেক্ষিতে আমলকারীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে যা চান তিনি হুকুম করতে পারেন। তখন বায়তুল মুকাদ্দাস কিবলা হওয়ার হুকুম যথার্থ ছিল, এখন বায়তুল্লাহ শরীফ কেবলা হওয়ার হুকুমই যথার্থ। যেমন ডাক্তার রোগীর অবস্থা ভেদে প্রেসক্রিপসন পরিবর্তন করে থাকে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) এক বিধানের স্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করাকে নস্খ (রহিতকরণ) বলা হয়।

(৩) আয়াতে কুরআনী আয়াত রহিত হওয়ার সম্ভাব্য সকল প্রকারের বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

(৪) তোমরা কি আল্লাহকে আসমান জমিনের মালিক মনে কর না? সুতরাং মালিক যখন যে হুকুম ভাল মনে করেন তা করতে পারেন। (তর্জমায়ে লাহোরী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০৬ নং আয়াত:

১. কুরআনের আয়াতে নস্খ হয়েছে।

২. আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

● ১০৭ নং আয়াত:

১. আসমান জমিনের আধিপত্য একমাত্র আল্লাহর।

২. মালিক হিসেবে আল্লাহ তাআলা যখন যে হুকুম ভাল মনে করেন তা করতে পারেন।

৩. আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ সাহায্যকারী নেই।

اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٠٨﴾

(১০৮) তোমরা কি তোমাদের রসূলকে[১] সেরূপ প্রশ্ন[২] করতে চাও যেরূপ (অবান্তর) প্রশ্ন[৩] পূর্বে মূসা কে করা হয়েছিল; আর যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফর গ্রহণ করে, নিশ্চয় সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٩﴾

(১০৯) আর আহ্‌লে কিতাবদের অনেকেই[৪] তোমাদের ঈমান আনার পর ঈর্ষামূলক মনোভাব বশত কামনা করে যে, যদি তোমাদেরকে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী রূপে ফিরিয়ে দিতে পারত! (এটা তারা করে) তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও।[৫] অতএব তোমরা মাফ করতে থাক[৬] এবং উপেক্ষা করতে থাক, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর নির্দেশ আনয়ন করেন। অবশ্যই আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাশক্তিমান।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(১১০) আর তোমরা নামায কায়েম রাখ[৭] এবং যাকাত দিতে থাক; আর যে নেক কাজই নিজ কল্যাণের জন্য অগ্রিম প্রেরণ করতে থাকবে, আল্লাহর নিকট তা মওজুদ পাবে; তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।	وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١٠﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) রসূল দ্বারা যুগের রসূলকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এ প্রশ্ন হবে না যে, ইয়াহুদীরা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বীকারই করত না। (বয়ানুল কুরআন, টীকা দ্রঃ)

(২) কোন কোন ইয়াহুদী হঠকারিতাবশত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে আবেদন করেছিল, তাওরাত কিতাব যেমন একসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে আপনিও তদ্রূপ কুরআনকে সমষ্টিগতভাবে আনুন। তদুত্তরে এই আয়াত নাযেল হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) যেমন আল্লাহ তাআলাকে প্রকাশ্যে দেখার দরখাস্ত।

(৪) ইয়াহুদীরা মুসলমানদেরকে মুরতাদ বানাতে চায় অথচ তারা ভালভাবে জানে যে, মুসলমানদের দ্বীন, কিতাব, নবী সবই হক।

(৫) بعد اسکے کہ ظاہر ہو হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) এর তরজমা করেছেন مِن بعدِ ما تبيَّن لهُم الحقُّ چکا ان پر حق

(৬) তখনকার অবস্থানুযায়ী ক্ষমার নির্দেশ ছিল। পরবর্তীকালে জেহাদের আয়াতসমূহ নাযেল হয়। অতপর ইয়াহুদীদের প্রতিও আইন বলবৎ করা হয় এবং অপরাধের মাত্রানুপাতে দুষ্টদের হত্যা, নির্বাসন ও জিযয়া (প্রতিরক্ষা কর) ইত্যাদি শাস্তি দেয়া হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৭) তাদের নির্যাতনে ধৈর্য ধারণ কর এবং ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জোরদার কর। আর কিতালের (যুদ্ধের) নির্দেশ আসার আগ পর্যন্ত জানী মালী কুরবানী পেশ করতে থাক। (তর্জমায়ে লাহোরী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০৮ নং আয়াত:

১. আল্লাহ, আল্লাহর রসূলের হুকুম-আহকামের সামনে আত্মসমর্পন করা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করা বৈধ নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. দ্বীনী বিষয়ে হটকারিতামূলক প্রশ্ন করা নিন্দনীয়। (প্রাগুক্ত)

৩. ইয়াহুদীরা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে হটকারিতামূলক আবেদন পেশ করার অপরাধ করেছিল।

৪. ঈমানের পরিবর্তে কুফরী গ্রহণ করা গোমরাহী।

● ১০৯ নং আয়াত:

১. ইয়াহুদ নাসারা সম্প্রদায় ইসলাম সত্য এবং মুসলমানগণ সত্য পথে রয়েছে– এ কথা জানার পরও মুসলমানদের প্রতি হিংসাবশত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ থেকে বিরত থেকেছে; উপরন্তু মুসলমানদের

বিপথগামিতা কামনা করেছে। (আজও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে এই মানসিকতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।)

২. জেহাদের বিধান আসার পূর্ব পর্যন্ত শুধু ক্ষমা করারই বিধান ছিল।

৩. আয়াতে পরবর্তীতে জেহাদের বিধান আসার ইংগিত রয়েছে।

● ১১০ নং আয়াত:

১. জেহাদের বিধান আসার আগ পর্যন্ত নামায, যাকাত ইত্যাদি নেক আমল এবং ক্ষমা প্রভৃতি আখলাক চর্চা দ্বারা আত্মিক উন্নতির মাধ্যমে জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. নামায কায়েম করা ফরয।

৩. যাকাত প্রদান করা ফরয।

৪. আল্লাহর কাছে সমস্ত নেক আমলের পুরস্কার পাওয়া যাবে।

৫. "আল্লাহ সব কিছু দেখেন"– এ কথা চিন্তায় জাগ্রত রাখলে আল্লাহর নির্দেশ পালন করার ও তা লঙ্ঘন করা থেকে বিরত থাকার চেতনা শক্তিশালী হয়ে থাকে।

(১১১) আর তারা বলে, কস্মিনকালেও কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না (ইয়াহুদীরা বলে,) তবে যারা ইয়াহুদী হয়েছে, কিংবা (নাসারারা বলে, তবে যারা) নাসারা হয়েছে; এটা কেবল তাদের মনভুলানো[১] কথা। তুমি বল, নিজ নিজ দলীল আন যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١١١﴾
(১১২) (তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই, তবে জান্নাতের শর্ত হল) হাঁ (অন্যরাও জান্নাতে যাবে) যে কেউ আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ[২] করে এবং সে সৎকর্মশীলও[৩] তবে তারই জন্য রয়েছে তার প্রতিপালকের নিকট তার প্রতিদান, আর তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না।	بَلٰى ۾ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١١٢﴾
(১১৩) ইয়াহুদীরা বলল, খৃষ্টানরা কোন ভিত্তির উপর নেই (অর্থাৎ, তাদের ধর্ম ভিত্তিহীন) আর খৃষ্টানরা বলল, ইয়াহুদীরা কোন ভিত্তির উপর নেই, অথচ তারা (সবাই) কিতাব পাঠ করে। এইভাবে যারা মূর্খ,[৪] তারাও তাদের ন্যায় উক্তি করল। যাহোক তারা যে বিষয় নিয়ে পরস্পর মতবিরোধ করে আসছে, কেয়ামতের দিন তাদের মধ্যে আল্লাহ ফয়সালা করবেন।[৫]	وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَىْءٍ ۖ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَىْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বয়ানুল কুরআনে হযরত থানভী (রহ.) اَمَانِی শব্দের তর্জমা করেছেন دل بہلانے کی باتیں

(২) ইয়াহুদী ও খৃষ্টান প্রত্যেকেই ধর্মের প্রকৃত মর্ম তথা আকীদা ও ইখলাসপূর্ণ নেক আমলকে উপেক্ষা করে নিছক ধর্মের নামভিত্তিক জাতীয়তা গড়ে তোলে এবং তারা প্রত্যেকেই স্বজাতিকে জান্নাতী এবং আল্লাহর একমাত্র প্রিয়পাত্র বলে দাবী করে। বস্তুত ইয়াহুদী খৃষ্টান বা ইসলাম যে কোন ধর্ম হোক সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে দু'টি বিষয়: (১) বান্দা মনেপ্রাণে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করবে। তাঁর আনুগত্যকেই নিজের মত ও পথ মনে করবে। (২) নেক আমল। আর নেক আমলের ক্ষেত্রে সে পন্থা অবলম্বন করতে হবে, যা আল্লাহ তাআলা রসূলের মাধ্যমে বর্ণনা ও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যদি কেউ মনে প্রাণে আল্লাহর আনুগত্যের সংকল্প করে, কিন্তু নেক আমল তথা আনুগত্য ও ইবাদত নিজের খেয়াল খুশীমত মনগড়া পন্থায় করে, তাও জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। প্রথম কথাটিই اسلم وجهه لله বাক্যাংশের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় বিষয়টি وهو محسن বাক্যাংশের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে।

(৩) আকীদা তো সকল রসূল ও সব শরীয়তে একই রকম ছিল। তবে নেক আমলের রূপ পরিবর্তন হতে থাকে। তাওরাতের যুগে নেক সেটাই ছিল যা হযরত মূসা (আ.)-এর শিক্ষা অনুযায়ী ছিল। এমনিভাবে ইঞ্জীলের যুগে সেটাই যা হযরত ঈসা (আ.)-এর শিক্ষা অনুযায়ী ছিল। এখন কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর কেয়ামত পর্যন্ত নেক আমল সেটাই, যা শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ অনুযায়ী হবে। সুতরাং জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য সংকল্পই যথেষ্ট নয়, বরং নেক আমলেরও প্রয়োজন আছে। বস্তুত কুরআন ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যশীল শিক্ষা ও কর্মপন্থাই হুসনে আমল বা নেক আমল। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) "মূর্খ" বলে আরবের মুশরিক ও মূর্তিপূজারীদেরকে বোঝানো হয়েছে।

(৫) এই ফয়সালা হবে কার্যত অর্থাৎ হকপন্থীদেরকে জান্নাতে এবং বাতিলপন্থীদেরকে জাহান্নামে প্রেরণ করে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১১ নং আয়াত:

১. ইয়াহুদীদের দাবী ছিল একমাত্র তারাই জান্নাতী, অন্য কেউ নয়। নাসারাদেরও দাবী ছিল একমাত্র তারাই জান্নাতী, অন্য কেউ নয়। এ আয়াতে ইয়াহুদী ও নাসারাদের এ দাবী খণ্ডন করা হয়েছে।

২. ইয়াহুদী ও নাসারাদের উপরোক্ত দাবির স্বপক্ষে কোন দলীল নেই।

● ১১২ নং আয়াত:

১. ধর্মের ক্ষেত্রে মূল জিনিস হল– (১) বান্দা মনেপ্রাণে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করবে। তাঁর আনুগত্যকেই নিজের মত ও পথ মনে করবে। (২) নেক আমল করবে।

২. যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করবে ও নেক আমল করবে তাদের কোনো ভয় ও দুঃখ

থাকবে না।

● ১১৩ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মূর্তি পূজারকদের মতবিরোধের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, তারা প্রত্যেকেই নিজেদেরকে সত্যধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবি করত এবং অপর সকলের ধর্মকে ভিত্তিহীন বলত। অতপর তাদের মধ্যে কিয়ামতে ফয়সালার কথা উল্লেখ পূর্বক সতর্ক করা হয়েছে যে, কোন ধর্মের ক্ষেত্রে শুধু মৌখিক দাবিই যথেষ্ট নয়। এই নীতিটি মুসলমানদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। অতএব শুধু মৌখিকভাবে মুসলমান হওয়ার দাবি বা ভৌগোলিকভাবে ও পুরুষানুক্রমে মুসলমান হিসেবে পরিচিতি কিংবা মুসলমানদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকাই মুসলমান হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় বরং তার জন্য ঈমান ও আমল শর্ত। (মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত)

২. কেয়ামতের দিন সকল মতবিরোধের ফয়সালা হবে।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ؕ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٤﴾

(১১৪) এবং তার চেয়ে বড় জালেম কে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম নিতে বাধা দেয় এবং সেগুলো বিরাণ করার চেষ্টা করে?[১] ওদের পক্ষে তো নির্ভীকভাবে সেগুলোতে (মসজিদসমূহে) প্রবেশ করাই সংগত নয়। ওদের জন্য দুনিয়াতে রয়েছে লাঞ্ছনা।[২] আর পরকালে ওদের মহা শাস্তি হবে।

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾

(১১৫) পূর্ব ও পশ্চিম (অর্থাৎ, সমস্ত দিক) আল্লাহরই। অতএব তোমরা যেদিকে মুখ ফিরাও, সেদিকেই আল্লাহ অভিমুখী আছেন।[৩] নিশ্চয় আল্লাহ (সবদিক) বেষ্টনকারী, সর্বজ্ঞ।[৪]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) **শানে নুযূল:** হিজরতের ১৬/১৭ মাস পরে কেবলা পরিবর্তনের সময় ইয়াহুদীরা মুসলমানদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ সৃষ্টির অপচেষ্টা করেছিল। এই অপচেষ্টা প্রকারান্তরে মসজিদকে বিরাণ করার অপচেষ্টা ছিল। কেননা, মুসলমানদের অন্তরে এই সন্দেহ স্থান করতে পারলে তারা রিসালাতে ও নামাযের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ত। ফলশ্রুতিতে নামায ত্যাগ করত এবং মসজিদসমূহ বিশেষভাবে মসজিদে নববী বিরাণ হয়ে যেত।

৭০ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানদের পূর্বসূরীগণ রোমক সম্রাট তাইতাস-এর নেতৃত্বে বায়তুল মুকাদ্দাসের অবমাননা করত সেখানকার নামাযীদের নামাযে ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল। আর উত্তরসূরী খৃষ্টানরা এটাকে সমর্থন করায় তারাও এ অপরাধে শরীক।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে সদলবলে কা'বা শরীফে উমরা

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পালন ও নামায আদায়ের জন্য গমন করলে মক্কার মুশরিকরা বাঁধা প্রদান করে। এভাবে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিক এই তিন সম্প্রদায়ই মসজিদ বিরাণ করণের অপচেষ্টায় অপরাধী। এদের প্রসঙ্গেই আয়াতটি নাযেল হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(২) সেমতে দুনিয়াতে তারা পরাজিত হয়েছে, বন্দী হয়েছে এবং কর দিয়ে তাদেরকে মুসলমানদের রাজ্যে বাস করতে হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) فثم وجه الله এর শাব্দিক অর্থ সেদিকেই আল্লাহর মুখ রয়েছে। ভাবার্থ সেদিকেই আল্লাহ অভিমুখী আছেন বা সেদিকেই তাঁর মনোযোগ রয়েছে।

(৪) **শানে নুযূল:** হিজরতের ১৬/১৭ মাস পর কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ হয়। তখন ইয়াহুদীরা প্রশ্ন তোলে যে, মুসলমানরা এদিক থেকে সেদিক মুখ ফিরিয়ে নিল কেন? এর উত্তরে আয়াতটি নাযেল হয়। কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন, একদা কতিপয় মুসাফির রাত্রে মেঘের ঘন অন্ধকারে কেবলা নির্ণয় করতে না পেরে অনুমান দ্বারা ভিন্ন দিকে নামায পড়েছিলেন। পরে দেখা গেল কারও কেবলা ঠিক হয়নি। মদীনায় এসে তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট উক্ত নামাযের কাযা পড়ার বিষয় জানতে চাইলে এই আয়াতটি নাযেল হয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১৪ নং আয়াত:

১. যে কোন মসজিদ বিরাণ করা ও তথায় নামায আদায়ে বাঁধা প্রদানের অপচেষ্টা করা জুলুম ও হারাম।

২. মসজিদে নববী, বায়তুল মুকাদ্দাস ও মসজিদে হারামের অবমাননা যেমন বড় জুলুম, তেমনি অন্যান্য মসজিদের বেলায়ও তা সমভাবে প্রযোজ্য।

৩. মসজিদে যিকর, তেলাওয়াত, তাসবীহ ইত্যাদিতে বাঁধা দেয়ার সব পন্থাই হারাম। (মাআরিফুল কুরআন)

● ১১৫ নং আয়াত:

১. কোন কোন মুফাস্সির আয়াতটিকে সফরে নফল নামাযের বিধান বলে সাব্যস্ত করেছেন। সেমতে সফরে কোন ব্যক্তি উট, ঘোড়া ইত্যাদি যানবাহনে সওয়ার হলে তাকে তদবস্থায় ইশারায় নফল নামায পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তার জন্য যানবাহন যে দিকে চলে সে দিকে মুখ করাই যথেষ্ট। তবে স্মরণ রাখা দরকার যে, এই বিধান শুধু ঐ সব যানবাহনের বেলায়ই প্রযোজ্য, যাতে সওয়ার হয়ে চলার সময় কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন। অন্যথায় সম্ভব হলে নফল নামাযেও কেবলার দিকে মুখ করতে হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. অপারগতার মুহূর্ত ব্যতীত নামাযে কেবলামুখী হওয়া ফরয।

৩. আল্লাহ কোন নির্দিষ্ট স্থান বা নির্দিষ্ট দিকে নন, বরং তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তাঁর সত্তা অসীম, তিনি কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নন।

৪. আল্লাহর জ্ঞান সর্বব্যাপী। সেমতে কোনকিছুই আল্লাহ থেকে গোপন নয়; সবকিছুই আল্লাহর গোচরে থাকে।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿١١٦﴾

(১১৬) এবং ওরা বলে, আল্লাহর সন্তান আছে।[১] সুবহানাল্লাহ![২] বরং আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁরই তাবেদার।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿١١٧﴾

(১১৭) (তিনি) আসমানসমূহ এবং জমিনের আদি স্রষ্টা, আর তিনি যখন কোন কিছু করতে সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার উদ্দেশ্যে শুধু বলেন, "হয়ে যা" ব্যস, তা হয়ে যায়।

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَاۤ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿١١٨﴾

(১১৮) আর যারা জানে না[৩] তারা বলে, আল্লাহ কেন আমাদের সাথে কথা বলেন না? কিংবা আমাদের নিকট কোন প্রমাণ আসুক।[৪] এমনিভাবে যারা তাদের পূর্বে ছিল, তারাও তাদের ন্যায় উক্তি করেছিল। তাদের অন্তর পরস্পর সদৃশ।[৫] আমি তো স্পষ্টভাবে বহু দলীল বর্ণনা করেছি সেই লোকদের জন্য, যারা দৃঢ় বিশ্বাস করে।

اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿١١٩﴾

(১১৯) নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সত্যধর্মসহ সুসংবাদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে। আর দোযখীদের সম্বন্ধে তোমার নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا এর শাব্দিক অর্থ আল্লাহ সন্তান বানিয়েছেন বা সন্তান গ্রহণ করেছেন। এর ভাবার্থ, আল্লাহর সন্তান আছে।

(২) "সুবহানাল্লাহ" অর্থ আল্লাহ পবিত্র। অর্থাৎ, সন্তান গ্রহণ তাঁর পক্ষে অসংগত, এটা বাজে কথা। তিনি এ থেকে পবিত্র।

(৩) "যারা জানে না" বা "যারা মূর্খ" বলে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও আরবের মুশরিকদেরকে বোঝানো হয়েছে। এদের মধ্যে প্রচুর শিক্ষিত লোকও ছিল, তবুও তাদেরকে জানে না অর্থাৎ, মূর্খ বলার কারণ হল, প্রচুর পরিমাণে অকাট্য ও শক্তিশালী দলীল প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোকেও অস্বীকার করা মূর্খতারই নামান্তর। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) এখানে اَوْ تَاْتِيْنَا اٰيَةٌ "কিংবা আমাদের নিকট কোন প্রমাণ কেন আসে না?" এরূপ অর্থও করা যায়। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মূর্খদের অন্তর হটকারিতা ও বোকামীতে একই রকম। তাই সবার মুখ থেকে একই রকম কথা বের হয়। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১৬ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে ঈমান সম্পর্কিত একটি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। ইয়াহুদীরা হযরত উযায়র (আ.) কে এবং খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আ.) কে আল্লাহর পুত্র এবং আরবের মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলত। এগুলি ভ্রান্ত এবং বিশুদ্ধ ঈমান পরিপন্থী। এটা শিরক। ইসলামে শিরকের স্থান নেই।

২. আল্লাহ সন্তান গ্রহণের মুখাপেক্ষী নন। কেননা আসমান জমিনের সবকিছুরই মালিক তিনি। তার মুখাপেক্ষী হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

৩. ওহী ব্যতীত আল্লাহর দিকে কোন জিনিস সম্পৃক্ত করা হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১১৭ নং আয়াত:

১. আল্লাহ আসমান জমিনের আদি স্রষ্টা। যখন তিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেন তখন তাঁর সামনে কোন নমুনা ছিল না। তিনি নমুনা বিহীন সৃষ্টিকর্তা।

২. আল্লাহর নির্দেশেই সবকিছু সম্পন্ন হয়, তিনি কোন আসবাব ও উপকরণের মুখাপেক্ষী নন, তবে বিভিন্ন আসবাব ও উপকরণকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন মানুষকে আসবাব গ্রহণের শিক্ষা দেয়ার জন্য। এমনিভাবে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ ফেরেশতা নিযুক্ত করা ইত্যাদি কোন না কোন রহস্যের উপর নির্ভরশীল। এর কোনটিই এ জন্যে নয় যে, মানুষ এগুলোকে ক্ষমতাশীল মনে করে তাদের কাছে সাহায্য চাইবে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফল কুরআন)

● ১১৮ নং আয়াত:

১. কাফের মুশরিকদের বিভিন্ন হটকারী ও বোকামীপ্রসূত উক্তির কথা উল্লেখপূর্বক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, পূর্ববর্তীরাও তাদের নবীগণের সামনে এরূপ উক্তি করত, এটা কোন নতুন বিষয় নয়। নবীর উত্তরসূরীদেরকেও এরূপ পরিস্থিতিতে এভাবেই মানসিক সান্ত্বনা লাভ করতে হবে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. কোন জিনিস জেনেও না মানা মূর্খতার নামান্তর।

৩. সবযুগে এবং সবস্থানে বাতিলপন্থীদের অন্তর একরকম। কারণ তারা সকলেই শয়তানের আনুগত্য করে ও শয়তানের আহবানে সাড়া দেয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. যারা অন্তর ও বুদ্ধি-বিবেক সুস্থ থাকার ভিত্তিতে ইয়াকীন-বিশ্বাস রাখে আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনাবলী দ্বারা একমাত্র তারাই উপকৃত হতে পারে। (প্রাগুক্ত)

● ১১৯ নং আয়াত:

১. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত ধর্ম সত্য।

২. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'মিনদের জন্য সু-সংবাদদাতা ও কাফেরদের জন্য সতর্ককারী।

৩. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদেরকে দাওয়াত দেয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত। কিন্তু কাফেরগণ না মানলে সেজন্য তাঁকে জবাবদিহী করতে হবে না। নবীর ওয়ারিছ দায়ীগণের ক্ষেত্রেও এ কথাই প্রযোজ্য।

৪. মু'মিনের দায়িত্ব দাওয়াত প্রদান করা। হেদায়াত আল্লাহর হাতে। (আইছারুত্তাফাসীর)

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۱۲۰﴾

(১২০) এবং তোমার প্রতি কখনই সন্তুষ্ট হবে না এই[১] ইয়াহুদীরা আর না এই খৃস্টানরা; যে যাবত না তুমি তাদের ধর্মের অনুসারী হবে। তুমি বলে দাও, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ যে পথ প্রদর্শন করেন তাই একমাত্র[২] সঠিক পথ। আর যদি তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর, তাহলে তোমার জন্য থাকবে না আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে কোন উদ্ধারকারী, আর না কোন সাহায্যকারী।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۲۱﴾

(১২১) যাদেরকে আমি দান করেছি কিতাব, (যদি) তারা তা যথোচিতভাবে তেলাওয়াত[৩] করে, তারাই তৎপ্রতি বিশ্বাস করে। আর যারা তা বিশ্বাস করে না তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) اليهود ও النصرى শব্দদ্বয়ের ال বর্ণ عهد خارجى অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় অনুবাদে "এই" শব্দটি যোগ করা হয়েছে। সেমতে পূর্বোল্লেখিত বিশেষ শ্রেণীর ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব বহুসংখ্যক ইয়াহুদী ও খৃষ্টান যে ঈমান এনেছে, তা এই আয়াতের পরিপন্থী নয়।

(২) আরবী অলংকার শাস্ত্রের قصر নিয়মের ভিত্তিতে এখানে অনুবাদে "একমাত্র" শব্দটি যোগ করা হয়েছে। (সফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) "যথোচিত ভাবে তেলাওয়াত করা"-র অর্থ বোধশক্তিকে বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করার কাজে এবং ইচ্ছাশক্তিকে সত্যের অনুসরণে ব্যবহার করা। (বয়ানুল কুরআন) কেউ কেউ যথাযথভাবে তেলাওয়াত করার ব্যাখ্যায় বলেছেন, তার তরীকা হল তাজবীদ অনুযায়ী তেলাওয়াত করা, তার দিক নির্দেশনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, তার হুকুম-আহকামের প্রতি ঈমান আনয়ন করা, তাতে বর্ণিত হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম জানা এবং তার নির্দেশিত হুদূদ তথা শাস্তির বিধান বাস্তবায়িত করা। (আইছারুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২০ নং আয়াত:

১. বিধর্মীদের ধর্মের প্রতি কোন আনুকূল্য প্রদর্শন না করা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিকে কোন কোন জায়েয বিষয়ে তাঁর স্বাভাবিক নম্রতাবশত কিতাবীদের চিত্তজয়ের উদ্দেশ্যে তাদের অনুকূলে রায় দিতেন, আল্লাহ তাআলা এরূপ ব্যবহার থেকে ক্ষান্ত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. এই আয়াতে "আল্লাহ প্রদর্শিত পথই একমাত্র পথ" বলে বোঝানো হয়েছে যে, প্রত্যেক যুগে তখনকার নবীর মাধ্যমে আল্লাহ যে পথ দেখান সেটাই পথ; অন্য কোন ধর্মাদর্শ গ্রহণযোগ্য নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী) অতএব ইসলাম আগমনের পর এখন আর অন্য কোন ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. ইয়াহুদী খৃস্টান সম্প্রদায় নিজেদের খেয়াল-খুশি মত চলত। তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ যারা করবে তারা আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে।

৪. কুরআন-সুন্নাহর ইলম অনুযায়ী না চললে আল্লাহর আযাব থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে না। এরূপ লোককে কোনভাবে সাহায্য করার কেউ থাকবে না।

● ১২১ নং আয়াত:

১. আল্লাহর কিতাবকে যথাযথ ভাবে তেলাওয়াত করতে হবে।

২. কুরআন অস্বীকারকারীগণ কাফের ও চিরক্ষতিগ্রস্ত।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٢﴾

(১২২) হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার সেই বিশেষ বিশেষ নেয়ামতের[১] কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাদেরকে এনআম দিয়েছি এবং এ-ও যে, আমি নিশ্চিতই তোমাদেরকে জগদ্বাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢٣﴾

(১২৩) আর ভয় কর ঐ দিনকে[২] (যেদিন) কেউ কারও পক্ষ থেকে কিছুই কাজে আসবে না এবং কারও নিকট থেকে কোন বিনিময় গৃহীত হবে না আর কোন সুপারিশ তার পক্ষে ফলপ্রদ হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ফেরআউনের কবল থেকে উদ্ধার, নিরাপদে সমুদ্র পার করানো, তীহ প্রান্তরে মান্ন ও সালওয়া প্রেরণ, বনী ইসরাঈলকে মিসর রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিতকরণ প্রভৃতি বহু নেয়ামত দ্বারা আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে অনুগৃহিত করেছিলেন।

(২) অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২২ নং আয়াত:

আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলদের প্রতি কৃত অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করতে বলেছেন, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা পোষণ ও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ইবাদত-বন্দেগীর প্রেরণা লাভ করতে পারে। তদ্রূপ প্রত্যেকেরই আল্লাহর নেয়ামতরাজির কথা স্মরণ করত কৃতজ্ঞতার প্রেরণা লাভ ও তাঁর ইবাদত-বন্দেগীতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

www.maktabatulabrar.com

● ১২৩ নং আয়াত:

যাদের ব্যাপারে কোন সুপারিশ গৃহিত হবেনা বলা হয়েছে, তারা হল কাফির বা যাদের মধ্যে ঈমান থাকবে না। তদ্রূপ বিনিময় প্রদান বা কারও সাহায্য লাভ প্রভৃতি কোন পদ্ধতিই তার মুক্তি দিতে পারবে না। অতএব মুক্তির জন্য প্রত্যেককেই ঈমান ও আমলের সম্বল সংগ্রহ করতে হবে।

وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ۭ قَالَ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ۭ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۭ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٢٤﴾

(১২৪) আর (স্মরণ কর) যখন পরীক্ষা করলেন ইবরাহীমকে তাঁর প্রতিপালক কয়েকটা কথায়[১] (অর্থাৎ, কয়েকটা বিষয়ে) এবং সে তা পূর্ণ করে দিল। (তখন) আলাহ বললেন, আমি তোমাকে সমগ্র মানুষের নেতা[২] বানাব। সে বলল, আর আমার বংশধরগণের কতককেও[৩]। তিনি বললেন, আমার অঙ্গীকার (বা পদ[৪]) অত্যাচারী-দের পর্যন্ত পৌছবে না।[৫]

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ۭ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ۭ وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّاۗىِٕفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿١٢٥﴾

(১২৫) এবং (স্মরণ কর) যখন কা'বা গৃহকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র[৬] ও নিরাপত্তাস্থল[৭] করেছিলাম এবং (বলেছিলাম) তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে[৮] নামাযের স্থান বানাও। আর ইবরাহীমও ইসমাঈলকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, এ'তে-কাফকারী ও রুকু' সাজদাকারীদের জন্য পবিত্র করে রাখ।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٢٦﴾

(১২৬) আর (স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার প্রতিপালক, তুমি এ (স্থান)কে[৯] নিরাপত্তাময় শহরে পরিণত কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আলাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, তাদেরকে ফলমূল হতে জীবিকা প্রদান কর।[১০] তিনি বললেন, আর যে কুফরী করে তাকেও; বস্তুত তাকে অল্পকাল ভোগ করতে দিব অতঃপর তাকে বল প্রয়োগে দোযখের আযাবে ঠেলে দিব, আর সেটা কত নিকৃষ্ট বাসস্থান!

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কি কি বিষয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল, যে সম্বন্ধে সাহাবী ও তাবেয়ীনদের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ কেউ হজ্জের ক্রিয়াকর্ম, খাতনা, মেসওয়াক প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী) কেউ কেউ অগ্নিতে নিক্ষেপ, দেশ থেকে হিজরত

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(উল্লেখ্য যে, তিনি বর্তমান ইরাকের উর বা তাল্লুল মুকাইয়ার নামক শহর থেকে প্যালেস্টাইন হিজরত করেন), সন্তানের কুরবানী প্রভৃতি বিষয় বলেছেন। কেউ খোদায়ী বিধানসমূহের মধ্য থেকে দশটি, কেউ ত্রিশটি আবার কেউ কম বেশী অন্য বিষয় উল্লেখ করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই বরং সবগুলোই ছিল পরীক্ষার বিষয়বস্তু। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, ধর্মীয় নেতা। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এক পুত্র হযরত ইসহাক (আ.)-এর আওলাদের মধ্যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নবুয়ত ছিল। দ্বিতীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মলাভ করেন।

(৪) আরবীতে عهد শব্দটি 'পদ' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, অত্যাচারী বা আমার আইন অমান্যকারীগণ নেতৃত্বদান বা নবুয়তদান সংক্রান্ত এই অঙ্গীকার লাভ করবে না। তবে অনুগতদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তা প্রাপ্তও হবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) প্রতি বৎসর হজ্জের উদ্দেশ্যে লোকেরা সমবেত হয়। এ মর্মে কা'বাগৃহ মানব জাতির মিলনকেন্দ্র। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৭) কা'বাগৃহে গমনান্তে হজ্জ পালনকারীগণ জাহান্নামের আযাব থেকে নিরাপত্তা লাভ করেন কিংবা সেখানে কেউ কারও প্রতি বাড়াবাড়ি করে না- এই মর্মে কা'বা গৃহ নিরাপত্তার প্রতীক। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৮) "মাকামে ইবরাহীম" একটি বিশেষ পাথরের নাম, যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) কা'বা গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। এ পাথরে মু'জেযাস্বরূপ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পায়ের চিহ্ন অংকিত হয়েছিল এবং এখনও তা রয়েছে। "হজরে আসওয়াদ"-এর ন্যায় এই পাথরটিও জান্নাত থেকে আনা হয়েছে। কা'বাগৃহের অনতিদূরে পূর্ব দিকে এই পাথরটি রাখা আছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(৯) অর্থাৎ, মক্কা শরীফে হযরত ইবরাহীম (আ.) কা'বাগৃহ নির্মাণের সময় এই দুআ করেছিলেন যে, হে প্রভু! এই জন-মানবহীন প্রান্তরকে এক আবাদ শহরে পরিণত কর। বস্তুত তেমনই হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(১০) হযরত ইবরাহীম (আ.) মক্কার ঈমানদার অধিবাসীদের জন্য ফলমূল রিযিক দানের দুআ করেছিলেন, কাফেরদের জন্য দুআ করেননি। কেননা, ইতিপূর্বে নেতৃত্বের দুআর ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, শুধু মু'মিনদের পক্ষে তা কবুল করা হল। তাই এ ক্ষেত্রে তিনি শুধু মু'মিনদের জন্যই দুআ করলেন। অতপর আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হল যে, কাফেরদেরকেও আমি রিযিক দিব। রিযিক প্রদানের বিষয়টি নেতৃত্ব প্রদানের মত নয় যে শুধু মু'মিনদেরকেই দেয়া হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২৪ নং আয়াত:

১. হযরত ইবরাহীম (আ.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

২. মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা নেয়া হয়ে থাকে।

৩. সর্বতোভাবে শরয়ী বিধি-বিধান মান্য করার ভিত্তিতেই ইমামত তথা ধর্মীয় নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

● ১২৫ নং আয়াত:

১. কা'বাগৃহকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল বানানো হয়েছে।

২. মাকামে ইবরাহীম এর আশে পাশে তাওয়াফকারীর জন্য দু'রাকআত নামায পড়া ওয়াজিব। (আহকামুল কুরআন, জাসসাস)

৩. কা'বাগৃহকে পবিত্র রাখার নির্দেশের মধ্যে বাহ্যিক নাপাকী ও আবর্জনা এবং আত্মিক অপবিত্রতা উভয়টি থেকেই পবিত্র রাখা অন্তর্ভুক্ত। (প্রাগুক্ত)

৪. আর بيتي (আমার গৃহ) শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে এই আদেশটি সকল মসজিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; কারণ সকল মসজিদই আল্লাহর ঘর। (প্রাগুক্ত)

৫. কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে নামায পড়া বৈধ। (প্রাগুক্ত)

● ১২৬ নং আয়াত:

১. পরিবার-নীতি সম্পর্কিত একটি দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, সন্তানদের জান-মালের নিরাপত্তা, তাদের জীবিকা প্রভৃতি জাগতিক কল্যাণের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করাও পিতার দায়িত্ব।

২. কাফেরগণ কুফরীর কারণে দুনিয়াতে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয় না।

৩. কাফেরদের দুনিয়ায় ভোগ-বিলাসের সামগ্রী প্রাপ্তি পরকালে মুক্তি লাভের প্রমাণ নয়।

৪. কাফেরগণ জাহান্নামের শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٢٧﴾	(১২৭) এবং (স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম কা'বাগৃহের প্রাচীর তুলছে[১] এবং ইসমাঈলও (তারা বলেছিল,) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল কর।[২] নিঃসন্দেহে তুমিই খুব শ্রবণকারী, অত্যন্ত জ্ঞানী।
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۠ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٨﴾	(১২৮) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার অনুগত বানিয়ে নাও এবং আমাদের বংশধর থেকেও তোমার এক অনুগত দল কর, আর আমাদেরকে আমাদের হজ্জের নিয়ম পদ্ধতি[৩] দেখিয়ে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমিই খুব তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٢٩﴾	(১২৯) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদের মধ্য থেকেই এমন একজন রসূল[৪] প্রেরণ কর, যে তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত[৫] শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে পবিত্র[৬] করবে। নিশ্চয় তুমিই একমাত্র প্রবল ক্ষমতাবান, অত্যন্ত হেকমত- ওয়ালা।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত ইবরাহীম (আ.) কা'বাগৃহের প্রাচীর তুলেছিলেন সে বিষয়টি অতীতের ঘটনা। অতীতের প্রাচীর নির্মাণের সেই মহান চিত্রটিকে পাঠকের স্মৃতিতে বর্তমানের ন্যায় মূর্তিমান করে তোলার জন্য অলংকার শাস্ত্রের প্রসিদ্ধরীতি استحضار الصورة الماضية অনুসারে এখানে يرفع (তুলছেন) এরূপ বর্তমান সূচক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) অর্থাৎ, আমাদের এই নির্মাণ কাজকে কবূল কর। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) مناسك শব্দের অর্থ 'হজ্জের স্থানসমূহ'। 'ইবাদতের রীতিনীতি'-এরূপ তর্জমাও হতে পারে।

(৪) এই রসূল প্রেরণের দুআ হযরত ইবরাহীম ও তদীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.) উভয়েই একই সঙ্গে করেছিলেন। অতএব এই রসূল উভয়েরই বংশধরদের মধ্যে থেকে হবেন। বস্তুত হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশে আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিন্ন আর কোন রসূল আসেননি। সুতরাং এই রসূল আমাদেরই প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(৫) حكمة "হেকমত" শব্দের বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে- সুন্নাত, বিশুদ্ধ জ্ঞান, সৎকর্ম, সুবিচার, সত্যকথা ইত্যাদি। (মাআরিফুল কুরআন) এক মতে এর অর্থ কুরআনের তাফসীর। (আল মুফরাদাত, রাগেব ইস্ফাহানী) হযরত শায়খুল হিন্দের অনুবাদে এর অর্থ করা হয়েছে "গূঢ়তত্ত্ব"।

(৬) বাহ্যিক ও আত্মিক সর্বপ্রকার প্রবিত্রতা এর অন্তর্ভুক্ত। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২৭ নং আয়াত:

১. হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ.) কা'বাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন।

২. হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) কা'বাগৃহ নির্মাণ শেষে উক্ত নির্মাণ কাজ কবূল হওয়ার দুআ করে এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, কোন আমল যতই বড় হোক তার জন্য অহংকার নয় বরং বিনয়ী হওয়া উচিত এবং কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে তা কবূল হওয়ার জন্য দুআ করা প্রয়োজন। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. নেক কাজ করার পরও তা কবূল না হওয়ার আশংকা মনে রেখে তা কবূল হওয়ার জন্য দুআ করা চাই। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১২৮ নং আয়াত:

১. আনুগত্যের মহাকীর্তি সম্পাদন করার পরও হযরত ইবরাহীম (আ.) দুআ করেন যে, হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে তোমার অনুগত বানাও। এ থেকে বোঝা যায় আল্লাহ সম্পর্কিত মা'রেফাত জ্ঞান যার যত বেশী সে তত বেশী অনুভব করতে পারে যে, তার দ্বারা যথার্থ আনুগত্য হচ্ছে না।

২. হযরত ইবরাহীম (আ.) দুআর মধ্যে নিজের সাথে সন্তান-সন্ততিকেও শামেল করেছেন। এ থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, সন্তানদের আত্মিক ও পারলৌকিক আরামের প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. নিজের জন্য এবং সন্তান-সন্ততির জন্য ইসলামের উপর অটল থাকার প্রার্থনা করা চাই।

৪. যিনি হজ্জ বা উমরা করতে চান তার জন্য হজ্জ ও উমরার মাসায়েল শিক্ষা করা ওয়াজিব।

● ১২৯ নং আয়াত:

এই আয়াতে রসূল প্রেরণের তিনটি উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে:

১. কিতাব তেলাওয়াত অর্থাৎ, কুরআনের শব্দ পাঠ ও তার সংরক্ষণ।

২. কিতাব ও হেকমত শিক্ষাদান। এখানে কুরআনের তেলাওয়াতকে কুরআন শিক্ষাদান থেকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হতে বোঝা যায়- অর্থ না বুঝে হলেও শুধু তেলাওয়াত করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তা বৃথা নয়, যদিও অর্থ না বুঝে শুধু তেলাওয়াত করে তুষ্ট হয়ে বসে থাকা উচিত নয়। কারণ, কুরআন অবতরণের আসল লক্ষ্য হল তার প্রদর্শিত শিক্ষার বাস্তবায়ন; যা বোঝা বিহীনে সম্ভব নয়। এমনিভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব অর্পন করা থেকে বোঝা যায়- কুরআন হাদীছ শিক্ষা করার জন্য শিক্ষকের দিক নির্দেশনা গ্রহণ আবশ্যক।

৩. পবিত্রকরণ। এটাকে রসূলের পৃথক কর্তব্য সাব্যস্ত করা থেকে বোঝা যায় যে, গুরুজনের অধীনে শিক্ষণীয় বিষয়ের অনুশীলন গড়ে তুলতে হবে। তাসাওউফ ও সুলূকের লাইনে কামেল পীর তথা শায়খে তরীকতের কাজও এই। (মা'আরিফুল কুরআন)

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ۚ وَ اِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٣٠﴾

(১৩০) যে মূলেই নির্বোধ[১] সে ছাড়া ইবরাহীমী ধর্ম থেকে আর কে মুখ ফিরিয়ে নিবে? নিশ্চয় আমি তাঁকে মনোনীত করেছি দুনিয়াতে; আর পরকালেও সে উপযুক্তদের[২] অন্তর্ভুক্ত।

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣١﴾

(১৩১) (স্মরণ কর) যখন তাঁর প্রভূ তাঁকে বললেন, অনুগত হও; সে বলল, আমি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালকের অনুগত হলাম।

وَوَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَ يَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

(১৩২) এবং এরই ওছিয়ত করে গেছেন ইবরাহীম নিজ পুত্রগণকে এবং ইয়াকূবও যে, হে আমার পুত্রগণ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্মকে মনোনীত করেছেন, কাজেই মুসলমান না হয়ে তোমরা মৃত্যু বরণ করো না।

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِىْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَ اِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٣﴾

(১৩৩) তোমরা কি উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকূবের নিকট এসেছিল মৃত্যু (অর্থাৎ, অন্তিম সময়) যখন সে নিজ পুত্রদেরকে বলেছিল, আমার পর তোমরা কিসের ইবাদত করবে? তারা বলেছিল, আমরা আপনার মাবূদের ও আপনার পিতৃপুরুষ- ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের মা'বূদের ইবাদত করব অর্থাৎ, একমাত্র মা'বূদের। আমরা সবাই তাঁরই অনুগত।[৩]

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(১৩৪) তাঁরা ছিল একটি জামাআত, যা বিগত হয়ে গেছে। তাঁরা যা অর্জন করেছে তা তাঁদের জন্য এবং তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্য, আর তারা কি করত সে সম্বন্ধে তোমাদের কাছে কৈফিয়ত তলব করা হবে না।	تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) من سفه نفسه অর্থ যে নিজের সম্পর্কে নির্বোধ বা যে মূলেই নির্বোধ। স্বকর্মক ক্রিয়া হিসেবে من سفه نفسه এর অর্থ "যে নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করেছে" -এরূপও হতে পারে। তবে তিরস্কারের স্থান হিসেবে প্রথমোক্ত অর্থই অধিকতর সংগতিপূর্ণ।

(২) الصلحين শব্দের অর্থ সৎকর্মশীল বা উপযুক্তগণ। "হযরত ইবরাহীম (আ.) পরকালে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন" এরূপ অর্থ করার চেয়ে তিনি উপযুক্ত তথা মহান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবেন-এরূপ অর্থ করাই তাঁর শান তথা ব্যক্তি মর্যাদার সাথে অধিকতর সংগতিপূর্ণ। বয়ানুল কুরআনে শেষোক্ত অর্থটিই গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) শানে নুযূল: ইয়াহুদীরা বলত, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ.) ইয়াহুদী ছিলেন। পক্ষান্তরে খৃষ্টানরা বলত, তাঁরা খৃষ্টান ছিলেন। তাদের উক্তির খন্ডনে এই আয়াত নাযেল হয়। এতে বলা হয়েছে- বনী ইসরাঈলের মূল পিতৃপুরুষ- হযরত ইয়াকূব (আ.)-ই অন্তিম সময়ে তাঁর পুত্রগণকে একত্ববাদ তথা ইসলামের ব্যাপারে ওছিয়ত করে গেছেন, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা সে একত্ববাদে প্রতিষ্ঠিত নেই। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩০ নং আয়াত:

১. ইবরাহীমী ধর্ম থেকে মুখ ফিরানোকে নির্বুদ্ধিতা সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর বিভিন্ন আয়াতের মর্ম অনুযায়ী ইবরাহীমী ধর্মের মূলকথা হল আল্লাহর আনুগত্য। আর আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য বর্তমানে শুধু ইসলাম ধর্মের মাঝেই সীমাবদ্ধ। অতএব ইসলাম ধর্ম থেকে মুখ ফিরানো নির্বুদ্ধিতা।

২. হযরত ইবরাহীম (আ.) জান্নাতে উঁচু মাকামের অধিকারী হবেন।

● ১৩১ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে আল্লাহর সামনে অনুগত থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

২. ইবরাহীমী ধর্মের মূলকথা হল আল্লাহর আনুগত্য।

● ১৩২ নং আয়াত:

১. মৃত্যুর পূর্বে সন্তানদেরকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওছিয়ত করে যাওয়ার শিক্ষা পাওয়া যায়।

২. সর্বদা ঈমান ও আমলের উপর অটল থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, মুসলমান না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ কর না অর্থাৎ, ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার উপর সর্বদা অটল থাকবে,

www.maktabatulabrar.com

যাতে ইসলামের অবস্থাতেই তোমাদের মৃত্যু হয়। একটা হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী তোমরা জীবনে যে অবস্থাকে আঁকড়ে থাকবে, তোমাদের মৃত্যুও সে অবস্থাতেই হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

● ১৩৩ নং আয়াত:

১. হযরত ইয়াকূব (আ.) অন্তিমকালে -যখন মানুষ সাধারণত সন্তানকে বৃহত্তম ধন-সম্পদ দিয়ে যেতে চায়, সেই মুহূর্তে- পুত্রগণকে ধর্মোপদেশ দান করেন। এ থেকে বোঝা যায়, ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষাদানই সন্তানের জন্য সবচেয়ে বড় দান।

২. আয়াতে হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক (আ.) সকলকে পিতৃপুরুষ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দাদাকেও পিতা বলা হয়। হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) এই আয়াত দৃষ্টে বলেছেন যে, উত্তরাধিকার স্বত্বে দাদাও পিতার ন্যায় সম অংশীদার। (মাআরিফুল কুরআন)

● ১৩৪ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে একটি ভ্রান্ত ধারণার খন্ডন করা হয়েছে। তা হল বাপ-দাদার সৎকর্মের দ্বারা সন্তানের মুক্তি হয়ে যাবে কিংবা বাপ-দাদার পাপের জন্য সন্তানরা দায়ী হবে- ইহুদীদের এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। এরূপ ধারণার খণ্ডন করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেকের ভাল মন্দের ফলাফল সে-ই ভোগ করবে, অন্য কেউ নয়। (বয়ানুল কুরআন)

২. পূর্বসূরীদের ব্যাপারে উত্তরসূরীদের কাছে কৈফিয়ত তলব করা হবে না।

(১৩৫) আর তারা বলে, তোমরা ইহুদী বা খৃস্টান হয়ে যাও[১] তবেই তোমরা সঠিক পথ পেয়ে যাবে। তুমি বলে দাও[২], (কখনই না) বরং ইবরাহীমের মিল্লাত[৩] (অবলম্বন করেছি এবং তাতেই থাকব) যাতে কোন বক্রতা নেই এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।	وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾
(১৩৬) তোমরা বলে দাও, আমরা আল্লাহর প্রতি, যা নাযেল করা হয়েছে আমাদের প্রতি যা নাযেল করা হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তার বংশধরদের প্রতি, আর যা মূসা ও ঈসাকে দেয়া হয়েছে এবং যা অন্যান্য নবীদেরকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে (তৎসমুদয়ের প্রতি) ঈমান রাখি।[৪] আমরা তাঁদের মধ্য থেকে কারও ক্ষেত্রে পার্থক্য করি না[৫] আর আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।	قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(১৩৭) অতএব তোমরা যার প্রতি ঈমান এনেছ অনুরূপভাবে[৬] তারা যদি ঈমান আনে তবে তো তারা হেদায়াত পাবে, আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে (আশ্চর্যের কিছু নেই কারণ,[৭]) তারাতো সর্বদাই[৮] বিরোধিতায় রয়েছে। তবে শীঘ্রই আল্লাহ তাদের (অনিষ্ঠ) থেকে তোমার জন্য যথেষ্ট হবেন। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾
(১৩৮) (আমরা গ্রহণ করলাম) আল্লাহর রঙ[৯] আর রঞ্জনে আল্লাহর চেয়ে কে অধিকতর সুন্দর? আর আমরা তাঁরই ইবাদতকারী।	صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿١٣٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, ইয়াহুদীরা মুসলমানদেরকে বলে, "তোমরা ইয়াহুদী হয়ে যাও" এবং খৃষ্টানরা বলে, তোমরা খৃষ্টান হয়ে যাও, তবেই তোমরা হেদায়াত পাবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) শানে নুযূল: প্রচলিত ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ধর্মে শিরক ছিল (দ্রঃ ৯ঃ ২৯ নং আয়াত) আর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মে কোন শিরক ছিল না। তিনি ছিলেন খালেছ তাওহীদবাদী। অথচ ইবরাহীমী ধর্মের অনুষ্ঠিত খৎনা, হজ্জ প্রভৃতি কোন কোন কাজ করার দরুণ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা নিজেদেরকে মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসারী বলে দাবী করত। এমনিভাবে আরবের মুশরিকরাও এই দাবী করত। এই তিন শ্রেণীরই প্রতিবাদে এই আয়াত নাযেল হয়। এই আয়াতের সারকথা হল, তোমাদের ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মধ্যে যখন শিরক ও তাওহীদের পার্থক্য, তখন কেবল কোন কোন আনুষ্ঠানিক কার্য পালন করেই তোমরা কীভাবে মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসারী বলে দাবী করতে পার ? (বয়ানুল কুরআন)

(৩) মৌলিকভাবে প্রত্যেক ধর্মে তিনটি বিষয় থাকে: ১। আকাইদ বা আকীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়, (যেমন- তাওহীদ, নবুয়ত প্রভৃতি) প্রত্যেক ধর্মেই এসব ব্যাপারে ঐক্যমত লক্ষ্য করা যায়। ২। মৌলিক নীতিমালাকেই মূলত 'মিল্লাত' বলা হয়। মিল্লাতে মুহাম্মাদী ও মিল্লাতে ইবরাহীমীর ঐক্য ও অভিন্নতা এই ক্ষেত্রেই। ৩। শাখা প্রশাখাগত বিষয় ও মৌলনীতিমালার সমষ্টি (যাকে শরীয়ত বলা হয়)। সারকথা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইবরাহীম (আ.)-এর মিল্লাত অভিন্ন এবং শরীয়ত ভিন্ন ভিন্ন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) আমরা সকল নবী এবং সমস্ত কিতাবকে সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করি এই অর্থে যে, নিজ নিজ যুগে তখনকার নবী ও তৎকালীন কিতাবের অনুসরণ জরুরী ছিল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, নবীদের মধ্যে কোন একজনের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে অন্যজন থেকে পার্থক্য করিনা এভাবে যে, এজনকে নবী বলে বিশ্বাস করব, আরেকজনকে করব না। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) بمثل ما امنتم به এর অনুবাদে بمثل শব্দটি زائد নয় বরং ب বর্ণটি آلہ অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে এবং مثل অর্থ অনুরূপ। অন্যথায় بمثل এর যথাযথ অর্থ করা সম্ভব হয় না। (বায়জাবী অবলম্বনে)

(৭) বন্ধনীর মধ্যকার বাক্যটি محذوف বাক্যের তর্জমা। (বয়ানুল কুরআন)

(৮) فسما هم فى شقاق বাক্যটি جملۂ اسمیہ যা دوام এর ফায়দা দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অনুবাদে "সর্বদাই" শব্দটি যোগ করা হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(৯) শানে নুযূল: খৃস্টানদের কোন শিশু জন্মগ্রহণ করলে খাৎনার স্থলে সপ্তম দিনে তাকে, কিংবা কেউ খৃস্টধর্মে নতুন দীক্ষিত হলে তাকে "মা'মূদীয়া" নামক হলুদ এক ধরনের রঙ্গের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে বলত, ব্যাস, এখন সে পবিত্র হয়েছে এবং খাঁটি খৃস্টান হয়েছে। এর উত্তরে আল্লাহ পাক বললেন, তোমরা বল, "আমরা গ্রহণ করলাম আল্লাহর রঙ অর্থাৎ, আল্লাহর দ্বীন (ইসলাম), আর আল্লাহর চেয়ে কে অধিক সুন্দর রাঙ্গাতে পারে? অর্থাৎ, আল্লাহর দ্বীন দ্বারা যেরূপ পবিত্রতা লাভ হয় আর কিসের দ্বারা সেরূপ হতে পারে? (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও আসবাবুন নুযূল, ওয়াহিদী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩৫ নং আয়াত:

১. একমাত্র ইসলামেই হেদায়াত রয়েছে। কেননা ইসলাম খালেস তাওহীদের ধর্ম। ইয়াহুদী নাসারাগণ তাদের ধর্মে হেদায়াত থাকার যে দাবী করেছিল তা খণ্ডন করে একনিষ্ঠ তাওহীদের ধর্ম গ্রহণ করলে হেদায়াত পাওয়া যাবে বলে বোঝানো হয়েছে ইয়াহুদী নাসারাদের ধর্মে তাওহীদ নেই, অতএব সেখানে হেদায়াতও নেই।

২. খালেস তাওহীদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

৩. মিল্লাতে ইবরাহীমী ছিল খালেস তাওহীদের ধর্ম।

৪. হযরত ইবরাহীম (আ.) মুশরিক ছিলেন না।

৫. আয়াতে মুশরিকদের দাবীও খণ্ডন হয়ে গেল। তারা দাবী করত যে, আমরা মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসারী। অথচ তারা শিরক করত, আর হযরত ইবরাহীম (আ.) শিরক মুক্ত ছিলেন।

● ১৩৬ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে ঈমান সম্পর্কিত একটি জরুরী নীতি বর্ণনা করা হয়েছে যে, সকল নবী ও সমস্ত আসমানী কিতাবকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। তবে পরবর্তী নবীর আনীত বিধান দ্বারা পূর্বেকার বিধান আমলগতভাবে রহিত হয়ে যায়।

২. নবীগণের প্রতি ঈমানের ক্ষেত্রে পার্থক্য করা যাবে না। সকলকেই সত্য নবী বলে বিশ্বাস করতে হবে। একজনের সাথেও কুফরী করা সকলের সাথে কুফরী করার নামান্তর।

৩. আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পনের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

● ১৩৭ নং আয়াত:

১. আল্লাহ, রসূল, ফেরেশতা, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের প্রতি ঈমানের স্বরূপ হতে হবে তৎকালীন মুসলমান তথা সাহাবীদের ঈমানের ন্যায়, এক্ষেত্রে কারও মনগড়া উদ্ভাবন বা অপব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

২. সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ঈমানের ক্ষেত্রে মাপকাঠি, যেমন তাঁরা আমলের ক্ষেত্রেও মাপকাঠি। তাঁদের আমলের ক্ষেত্রে মাপকাঠি হওয়ার বিষয়টি অত্র সূরা-র ১১৪ নং আয়াত দ্বারাপ্রমাণিত হয়।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সারকথা সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ঈমান ও আমল উভয় ক্ষেত্রে মাপকাঠি তথা সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হকের মাপকাঠি।

৩. আয়াতে কাফেরদের না মানার ক্ষেত্রে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে।

৪. ইয়াহুদ নাসারাগণ সর্বদাই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত থাকবে। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন, যদি মুসলমানগণ আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী ও আখলাক-চরিত্রে অটল থাকে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৩৮ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে দ্বীনকে 'রঙ' বলে ব্যক্ত করে এই ইংগিত করা হয়েছে যে, রঙ বা নমুনা যেমন চোখে ধরা পড়ে, তদ্রূপ দ্বীন এবং ঈমানও আকার-অবয়বে, উঠা-বসায়, চলা-ফেরায়, কাজ-কর্মে ও অভ্যাস-আচরণে ফুটে ওঠা প্রয়োজন। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন)

২. শানে নুযূলের আলোকে এই আয়াত হতে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, কোন ধর্মের আনুষ্ঠানিক কিছু কর্ম বা আংশিক কিছু পালন করেই নিজেকে সেই ধর্মের অনুসারী বলে দাবী করা যথার্থ নয়।

৩. একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

(১৩৯) তুমি বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমাদের সাথে বিতর্ক জুড়ছ[১]? অথচ তিনি আমাদেরও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক এবং আমাদের জন্য আমাদের আমল ও তোমাদের জন্য তোমাদের আমল। আর আমরা তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ।	قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ﴿١٣٩﴾
(১৪০) নাকি তোমরা বলছ যে, নিশ্চয়ই ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক এবং ইয়াকূব ও তাঁর সন্তানগণ ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছিলেন ? তুমি বলে দাও, তোমরা কি বেশী জান, না আল্লাহ (বেশী জানেন)?[২] আর তার চেয়ে বড় জালেম কে, যে গোপন করে এমন সাক্ষ্য যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে প্রমাণিত? এবং তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ বে-খবর নন।	اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٠﴾
(১৪১) তাঁরা (ছিল) একটি জামাত, যা বিগত হয়ে গেছে। তাঁরা যা অর্জন করেছে তা তাদের জন্য এবং তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্য। আর তারা কি করত সে সম্বন্ধে তোমাদের কাছে কৈফিয়ত তলব করা হবে না।	تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤١﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহর রহমত একমাত্র তোমারই লাভ করবে (এরূপ তাদের বক্তব্য ছিল) অন্য কেউ নয়। এরূপ বিতর্ক যুক্তিহীন। কেননা আল্লাহ যেমন তোমাদের প্রতিপালক, আমাদেরও প্রতিপালক। আর আমরা যা আমল করি তা খালেছভাবে তাঁরই জন্য করি; তোমাদের ন্যায় পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণে ও মনগড়া পদ্ধতিতে করি না। তবে কেন তোমাদের আমল গ্রহণযোগ্য হবে আর আমাদেরটা হবে না ? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক প্রমুখ নবীদের ব্যাপারে ইয়াহুদীদের দাবী ছিল যে, তাঁরা ইয়াহুদী ছিলেন এবং খৃষ্টানদের দাবী ছিল যে, তারা খৃষ্টান ছিলেন। (৩ঃ ৬৩) আল্লাহ তাআলার বক্তব্যের বিপরীত ছিল তাদের দাবী। তাই আল্লাহ পাক এখানে বলেছেন, তবে কি তোমরা বেশী জান, না আল্লাহ বেশী জানেন? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩৯ নং আয়াত:

১. মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তারা আল্লাহর ব্যাপারে একনিষ্ঠ। একনিষ্ঠ হওয়ার অর্থ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা এবং ধর্ম-কর্ম একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে করা। (মাআরিফুল কুরআন)

২. প্রত্যেকের আমলের বিনিময় প্রত্যেকে প্রাপ্ত হবে।

● ১৪০ নং আয়াত:

১. হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক প্রমুখ নবী ইহুদী বা খৃষ্টান ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন একনিষ্ঠ তাওহীদপন্থী।

২. সাক্ষ্য গোপন করা জুলুম তথা হারাম।

৩. আল্লাহ তাআলা মানুষের আমল সম্বন্ধে বে-খবর নন। এ কথাটি মনে রাখলে জুলুম তথা পাপ করতে ভয় আসবে এবং তা থেকে বিরত থাকা সহজ হবে।

● ১৪১ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে একটি ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন করা হয়েছে। তা হল বাপ-দাদার সৎকর্মের দ্বারা সন্তানের মুক্তি হয়ে যাবে কিংবা বাপ-দাদার পাপের জন্য সন্তানরা দায়ী হবে- ইহুদীদের এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। এরূপ ধারণার খণ্ডন করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেকের ভাল মন্দের ফলাফল সে নিজেই ভোগ করবে, অন্য কেউ নয়। (বয়ানুল কুরআন)

২. প্রত্যেককে নিজ নিজ আমলের ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার দিকে ইংগিত প্রদান করা হয়েছে।

৩. পূর্বসূরীদের ব্যাপারে উত্তরসূরীদের কাছে জবাব তলব করা হবে না।

১ নং পারা সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পারা-২

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ؕ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ؕ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٤٢﴾

(১৪২) এখন বোকা লোকেরা বলবে, কিসে তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) ফিরিয়ে দিল তাদের ঐ কেবলা থেকে, যার উপর তারা ছিল? তুমি বলে দাও, পূর্ব ও পশ্চিম (দিক) আল্লাহরই অধিকারে। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٣﴾

(১৪৩) আর এইরূপে[১] আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী[২] উম্মত করেছি, যেন তোমরা মানবমণ্ডলীর প্রতিপক্ষে[৩] সাক্ষী হও এবং রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হয়।[৪] আর যে কেবলার উপর তুমি ছিলে তাকে আমি এ জন্যই কেবলা করেছিলাম, যাতে জানতে পারি[৫] কে রসূলকে অনুসরণ করে আর কে পশ্চাৎপদ হয়।[৬] আর নিশ্চিতই এটা (কেবলা পরিবর্তন) বড়ই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল কিন্তু তাদের জন্য নয়, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত করেছেন। আর আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করে দিবেন। বাস্তবিকই আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, অতি করুণাময়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

১৪২ নং আয়াতের শানে নুযূল: মদীনায় হিজরতের পর ১৬/১৭ মাস পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণসহ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায পড়তেন। অতঃপর তিনি পবিত্র কা'বার দিকে ফিরে নামায পড়তে আদিষ্ট হন। আর যেদিকে ফিরে নামায পড়া হয়, তাকে 'কেবলা' বলা হয়। এই কেবলা পরিবর্তনের কারণে ইয়াহুদী, মুনাফেক এবং কোন কোন মুশরিকও নানা প্রকার সমালোচনা করতে লাগল, এরই প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাযিল হয়। (বয়ানুল কুরআন)

১৪৩ নং আয়াতের শানে নুযূল: নামাযে কা'বা ঘরের দিকে মুখ করার আদেশ হলে ইয়াহুদীরা বলতে লাগল, কা'বাই যদি মূল কেবলা হয়ে থাকে, তাহলে এতদিন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে যে

নামায পড়া হয়েছে, তা বিনষ্ট হয়েছে। আর ইতিমধ্যে যাদের মৃত্যু হয়েছে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। এই উক্তির অসারতা প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযেল হয়।

(১) অর্থাৎ, যেরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ কেবলা অর্থাৎ, কা'বাকে তোমাদের কেবলা করেছি, তদ্রূপ তোমাদেরকে সব উম্মত থেকে শ্রেষ্ঠ উম্মত করেছি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) امة وسطا এর শাব্দিক অর্থ মধ্যপন্থী উম্মত। মুসলিম সম্প্রদায়ের আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত প্রভৃতি কোন ক্ষেত্রেই চরম বা নরম পন্থা কিংবা বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি নেই, বরং সবক্ষেত্রেই মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বপ্রকার ভারসাম্য নিহিত রয়েছে। তাই এই উম্মতকে মধ্যপন্থী উম্মত বলা হয়েছে। হাদীছে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে মধ্যপন্থাই উৎকৃষ্ট পন্থা। অতএব মধ্যপন্থী উম্মত বলে "উৎকৃষ্ট উম্মত" বা "শ্রেষ্ঠ উম্মত" বোঝানো হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) على الناس এখানে على অব্যয়টি خلاف অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় অনুবাদে "প্রতিপক্ষে" শব্দটি যোগ করা হয়েছে।

(৪) আলোচ্য আয়াতে হাশরের ময়দানের একটি ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়েছে। যখন পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা তাদের পয়গম্বরগণের হেদায়াত ও প্রচারকার্য অস্বীকার করে বলবে, দুনিয়াতে আমাদেরকে কোন পয়গম্বর হেদায়াত করেননি, তখন মুসলিম সম্প্রদায় পয়গম্বরদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে যে, পয়গম্বরগণ সব যুগেই তাঁদের উম্মতের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত পৌঁছে দিয়েছেন। বিবাদী উম্মতরা প্রশ্ন তুলে বলবে যে, এরা আমাদের আমলে ছিল না, অতএব আমাদের ব্যাপারে এদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। মুসলিম সম্প্রদায় উত্তরে বলবে, আমরা একজন সত্যবাদী রসূল ও আল্লাহর গ্রন্থ কুরআনের মাধ্যমে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। তাই আমাদের সাক্ষ্য সত্য। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত হয়ে সাক্ষীদের সমর্থন করে বলবেন, তারা যা কিছু বলছে সবই সত্য। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) আল্লাহ তাআলা ভূত-ভবিষ্যত সবই জানেন। অতএব এখানে "জানতে পারি" অর্থ প্রকাশ করে দেই।

(৬) অর্থাৎ, মূল কেবলা কা'বাই ছিল, যা হযরত ইবরাহীম (আ.) থেকে চলে আসছিল। কিছু দিনের জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসকে কেবলা করা হয়েছিল পরীক্ষা করার জন্য যে, কে রসূলের অনুসারী থাকে আর কে তার অনুসারী হওয়া থেকে বিমুখ হয়ে যায়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪২ নং আয়াত:

১. কেবলা সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করায় ইয়াহুদী, নাসারা ও মুশরিকদেরকে "বোকা" আখ্যায়িত করা থেকে বোঝা যায় কুরআন হাদীছ প্রবর্তীত ও সমর্থিত কোন বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করা বোকামী।

২. এতে বলা হয়েছে, পূর্ব দিক হোক পশ্চিম দিক হোক সব দিকই আল্লাহর মালিকানাধীন। মালিকসুলভ ক্ষমতার দ্বারা তিনি যে দিককেই ইচ্ছা কেবলার জন্য নির্দিষ্ট করবেন, এ ব্যাপারে কারণ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

জিজ্ঞেস করার অধিকার কারও নেই। শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাসই সরল পথ। এরূপ বিশ্বাস করার তাওফীক যাদের হয় না, তারাই অনর্থক কারণ খুঁজে ফেরে। (বয়ানুল কুরআন)

৩. হেদায়াত আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি যাকে চান তাকে হেদায়াত দান করেন। অতএব সকল বিষয়ে আল্লাহর কাছে হেদায়াত কামনা করা চাই।

● ১৪৩ নং আয়াত:

১. অন্য সব উম্মতের উপর এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত।

২. মুসলিম সম্প্রদায় ভারসাম্যপূর্ণ তথা ন্যায়ানুগ হওয়ায় তারা সাক্ষ্যদানের যোগ্য হবে। এতে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি ন্যায়ানুগ বা নির্ভরযোগ্য নয়, সে সাক্ষ্যদানের যোগ্য নয়।

৩. অন্যান্য উম্মতের বিপক্ষে এই উম্মতের বক্তব্য দলীলরূপে গৃহীত হওয়া থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই উম্মতের ইজমা বা ঐক্যমত একটি দলীল এবং তা পালন করা ওয়াজিব। (মাআরিফুল কুরআন)

৪. এ আয়াত থেকে আরও বোঝা যায় যে, হাদীছ দ্বারা শরীয়তের বিধি-বিধান প্রমাণিত হয়। কেননা, বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায পড়ার নির্দেশ কুরআনের কোথাও বর্ণিত হয়নি বরং তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশে করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তা আল্লাহ তআলার কাছে গ্রহণীয়। সেমতে সেটাকে তিনি নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে বলেছেন, "যে কেবলার উপর তুমি ছিলে তাকে আমি এ জন্যই কেবলা করেছিলাম..."।

৫. বিধি-বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমেও পরীক্ষা নেয়া হয়েছে।

৬. ইসলামে "নস্‌খ" তথা বিধি-বিধান রহিতকরণ সংঘটিত হয়েছে।

৭. পূর্বের কেবলার দিকে যারা নামায পড়েছেন তাদের নামায নষ্ট হয়নি। এতে করে বোঝা গেল পূর্বে যে কেবলা ছিল সেটাও তখন যথার্থ ছিল।

৮. কোন বিধান রহিতকরণ পূর্বের অজ্ঞানতা বা পূর্বে ভুল থাকা বোঝায় না, বরং এটা হল সময়ের উপযোগীতা বিবেচনায় ব্যবস্থাপত্রে পরিবর্তন আনয়ন।

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۴﴾

(১৪৪) নিশ্চয় আমি দেখছি বারংবার আকাশের দিকে তোমার মুখমণ্ডল উঠতে।[১] অতএব অবশ্যই আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিব সেই কেবলার দিকে যা তুমি পছন্দ কর। অতএব এখন তোমার চেহারা (নামাযে) মসজিদে হারামের (কা'বার) দিকে ফিরিয়ে লও। আর তোমরা যেখানেই থাক স্বীয় চেহারা ঐদিকেই ফিরাও। আহলে কিতাবরাও অবশ্যই জানে[২] যে, এটা প্রকৃতই সত্য তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। আর আল্লাহ বে-খবর নন ঐসব কার্যকলাপ থেকে, যা তারা করে।

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۵﴾

(১৪৫) আর যদি তুমি আহলে কিতাবদের কাছে (সম্ভাব্য) যাবতীয় প্রমাণাদিও উপস্থিত কর, তবুও তারা তোমার কেবলার অনুসরণ করবে না, আর না তুমি তাদের কেবলার অনুসরণ করবে এবং তাদের একে অপরের কেবলা অনুসরণ করে না।[৩] আর যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশী মত চল ঐ জ্ঞান লাভের পর যা তোমার নিকট এসেছে, তবে নিশ্চয়ই তখন তুমি অবিচারকারীদের মধ্যে (পরিগণিত) হবে।[৪]

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۴۶﴾

(১৪৬) যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে[৫] চিনে যেরূপ তারা চিনে থাকে আপন পুত্রদেরকে।[৬] আর নিশ্চয় তাদের একদল বাস্তব সত্যকে জানা সত্ত্বেও গোপন করছে।

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿۱۴۷﴾

(১৪৭) এই বাস্তব সত্য তোমার পতিপালকের পক্ষ থেকে, অতএব তুমি কখনও সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বিভিন্ন কারণে কা'বা মুসলমানদের কেবলা হোক এটাই ছিল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর আন্তরিক বাসনা। এজন্যে তিনি কেবলা পরিবর্তনের দুআ করেছিলেন এবং তা কবূল হবে বলে আশাবাদী ছিলেন। এ কারণেই তিনি বারংবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতেন যে, ফেরেশতা কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ নিয়ে আসছে কি-না। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযেল হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) আহলে কিতাব তাদের কিতাবের মাধ্যমে জেনেছিল যে, শেষনবী কিছু দিন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায পড়বেন এবং পরিশেষে কা'বা-ই হবে তাঁর স্থায়ী কেবলা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা একে অপরের কেবলা মানে না। ইয়াহুদীদের কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি নির্দিষ্ট পাথর এবং খৃষ্টানদের কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাস হতে পূর্ব দিক যেখানে ঈসা (আ.)-এর মধ্যে রূহ সঞ্চারিত হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) এখানে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও যদি এমনটি করেন, (অবশ্য তা অসম্ভব) তবে তিনিও অবিচারকারী ও সীমালংঘনকারী

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বলে সাব্যস্ত হবেন। এমতাবস্থায় উম্মতের পক্ষে এরূপ করা কতইনা কঠিন ব্যাপার! (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে।

(৬) অর্থাৎ, তাওরাত ও ইঞ্জীলে বর্ণিত সুসংবাদসমূহের ভিত্তিতে কিতাবীগণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রসূল হিসেবে এমন সন্দেহাতীত ভাবে চিনত, যেমন আকার অবয়ব প্রভৃতি দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে সন্তান-সন্ততিকে চিনতে পারে। এখানে "পুত্রদেরকে" বলে সন্তান-সন্ততিদেরকে বোঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪৪ নং আয়াত:

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আন্তরিক বাসনা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কা'বা শরীফের দিকে কেবলা পরিবর্তিত হোক।

২. নামাযে কেবলামুখী হওয়া ফরয।

৩. এ আয়াতে "কা'বার দিকে মুখ কর" বলার পরিবর্তে মসজিদুল হারামের দিকে মুখ কর বলা হয়েছে, তবে বোঝা যায় দূরবর্তী দেশসমূহে বা দূরবর্তী অঞ্চলে হুবহু কা'বার দিকে এমন কি হুবহু মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করাও জরুরী নয় বরং মসজিদে হারাম যে দিকে অবস্থিত, সে দিকের প্রতি মুখ করাই যথেষ্ট। অতএব বরাবর কেবলা হতে সামান্য ডানে বামে সরে গেলেও কেবলার দিক ঠিকই থাকবে এবং নামায দুরস্ত হয়ে যাবে। (মাআরিফুল কুরআন)

৪. কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি পূর্ব থেকেই কিতাবীদের জানা ছিল।

● ১৪৫ নং আয়াত:

১. "তুমি তাদের কেবলার অনুসরণ করবে না" বলা দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে, কেয়ামত পর্যন্ত বায়তুল্লাহ শরীফই কেবলা থাকবে, এ বিধান কখনই রহিত হবে না। এতে ইয়াহুদী নাসারাদের সেই ধারণারও খণ্ডন হল যে, মুসলমানদের কেবলার কোন স্থিতি নেই, এক সময় আবার হয়ত তারা বায়তুল মুকাদ্দাসকেই কেবলা বানিয়ে নেবে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. কুরআন হাদীছের কথা বাদ দিয়ে কারও খেয়াল-খুশি মত চলার অবকাশ নেই।

● ১৪৬ নং আয়াত:

১. তাওরাত ও ইঞ্জীলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ছিল। কিতাবীগণ যে বিষয়ে সম্যক অবগত ছিল। (তবুও তারা মানেনি পার্থিব হীনস্বার্থ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে।)

২. কিতাবীগণ জেনে বুঝে সত্যকে গোপন করত।

● ১৪৭ নং আয়াত:

১. কেবলা পরিবর্তন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিজের খেয়াল-খুশি মত হয়নি। বরং এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে।

২. আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রমাণিত ও যে কোন বাস্তব সত্যের ব্যাপারে সন্দিহান না হওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

وَ لِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ
اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ؕ اِنَّ
اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۴۸﴾

(১৪৮) প্রত্যেক (ধর্মাবলম্বী)-এর একটি দিক (কেবলা) রয়েছে, যেদিকে সে মুখ করে থাকে।[১] সুতরাং তোমরা নেক কাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাও। তোমরা যেখানেই থাকবে আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্রিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে পূর্ণ শক্তিমান।

وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَ اِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ؕ
وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۹﴾

(১৪৯) আর যেখান থেকেই তুমি বের হও, নিজের মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফিরাও। আর নিশ্চয় এটা সম্পূর্ণ হক তোমার প্রভুর তরফ থেকে এবং তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে বে-খবর নন।

وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا
وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ
حُجَّةٌ ۬ۗ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَ اخْشَوْنِیْ ۫ وَ لِاُتِمَّ نِعْمَتِیْ عَلَيْكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۵۰﴾

(১৫০) এবং যেখান থেকেই তুমি বের হও তোমার চেহারা (নামাযে) মসজিদে হারামের দিকে ফিরাও, আর যেখানেই তোমরা থাক সেদিকেই তোমাদের চেহারা ফিরাও; যাতে করে মানুষের জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে কোন দলীল (অর্থাৎ, বিতর্ক বা সমালোচনার সুযোগ) না থাকে।[২] তবে তাদের মধ্যে অবিচারীরা ব্যতীত।[৩] কাজেই তাদেরকে (তাদের আপত্তির কারণে) ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর। আর তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত যেন পূর্ণ করে দিতে পারি আর যেন তোমরা সঠিক পথে থাক।

كَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ
اٰيٰتِنَا وَ يُزَكِّيْكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ
وَ يُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۵۱﴾

(১৫১) যেমন[৪] আমি প্রেরণ করেছি তোমাদের মধ্যে একজন রসূল তোমাদেরই মধ্যে থেকে, যে তোমাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে (শুনায়), তোমাদের পবিত্র করে[৫] এবং তোমাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও তার গূঢ়তত্ত্ব[৬] আর তোমাদেরকে শিক্ষা দেয় যা তোমরা জানতে না।

فَاذْكُرُوْنِیْۤ اَذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِیْ
وَ لَا تَكْفُرُوْنِ ﴿۱۵۲﴾

(১৫২) সুতরাং (এই নেয়ামতসমূহের দরুণ) তোমরা আমাকে স্মরণ রাখ, আমি তোমাদের স্মরণ রাখব[৭] আর আমার শোকর কর এবং

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) প্রত্যেক উম্মতের জন্য এক একটি কেবলা রয়েছে, ইবাদতের সময় যেদিকে তারা মুখ করে থাকে, কিংবা মুসলমানগণ কা'বার বিভিন্ন দিকে অবস্থিত রয়েছে; কেউ পূর্বে কেউ পশ্চিমে, অতএব কেবলার দিক নিয়ে বিতর্ক করা অনর্থক এবং নিজেদের কেবলার দিকের উপর হটকারিতা অর্থহীন বরং নেক কাজ –যা মূল উদ্দেশ্য– তার দিকেই ধাবিত হওয়া কর্তব্য। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, তারা যেন বলতে না পারে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী হয়ে থাকলে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায পড়েন কেন? অথচ কা'বাই তাঁর প্রকৃত কেবলা হওয়া তার নবুওয়তের অন্যতম নিদর্শন। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) যারা অবিবেচক, ন্যায়নীতি ও কান্ডজ্ঞানহীন তাদের কথা আলাদা। তারা তবুও বলবে যে, এ আবার কেমন নবী, সব নবীর বিরোধিতা করে কা'বার দিকে ফিরে নামায পড়ে। (প্রাগুক্ত)

(৪) যোগসূত্র ঃ অর্থাৎ, কা'বাকে কেবলা নির্ধারণ করে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বায়তুল্লাহ নির্মাণকে কবুল করা সংক্রান্ত দুআকে এভাবে কবুল করেছি, যেমন তোমাদের মধ্যে একজন রসূল প্রেরণ করে তার এ সংক্রান্ত দুআ কবুল করেছি। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) জাহেলী যুগের ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণ থেকে পবিত্র করে। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) অত্র সূরার ১২৯ নং আয়াতের টীকা দ্রঃ।

(৭) অর্থাৎ, জবান, অন্তর, যিকর ও ফিকর দ্বারা এবং সার্বিকভাবে আমার আনুগত্যের মাধ্যমে আমাকে স্মরণ কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে ছওয়াব ও মাগফেরাত দান করব এবং তোমাদের প্রতি আমার নিত্য নতুন রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণের মাধ্যমে তোমাদেরকে স্মরণ করব। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪৮নং আয়াত:

১. কেবলা পরিবর্তনের হেকমত বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের জন্য আল্লাহ তাআলা একেকটি কেবলা নির্ধারণ করে থাকেন। শরীয়াতে মুহাম্মাদীও একটি স্বতন্ত্র ধর্ম, কাজেই এর অনুসারীদের জন্যেও একটি কেবলা নির্ধারণ করে দেয়া হল। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. এ আয়াতে অহেতুক বিতর্ক ও অনর্থক কর্ম পরিহার করতঃ নেক কাজের প্রতি পূর্ণ মনোযোগিতা ও নেক কাজে প্রতিযোগীতামূলকভাবে এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

● ১৪৯–১৫০ আয়াতদ্বয়:

১. এই দুটি আয়াতেই কেবলার দিকে ফেরার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। মুফাসসিরগণ বারবার এই পুনরাবৃত্তির কারণ নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন।

এক– তিনটি আয়াতে তিনটি কারণ বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাসনা পূর্ণ করার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর ক্ষেত্রে আল্লাহ কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন কেবলা বির্ধারণের নীতি অনুসারে এই পরিবর্তন সাধনের কথা বলা হয়েছে এবং তৃতীয় আয়াতে মানুষের সমালোচনার মুখ বন্ধ করার কারণ বর্ণিত হয়েছে।

দুই– কেবলার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় তদুপরি বিরোধীদের জন্য এটা হৈ চৈ-য়ের ব্যাপার হওয়ায় এবং ইসলামে এটি সর্বপ্রথম নসখ (বিধান রহিত করা) হওয়ায় তাগিদের জন্য বারবার এই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

তিন– প্রকৃতপক্ষে পুনরাবৃত্তি নয় বরং প্রথম আয়াতে অবস্থার ব্যাপকতা, দ্বিতীয় আয়াতে স্থানের ব্যাপকতা এবং তৃতীয় আয়াতে কাল ও সময়ের ব্যাপকতা বর্ণিত হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. নামাযে কেবলার দিকে ফেরা ফরয। তবে কোন ব্যক্তি সফরে উট, ঘোড়া, কার, প্লেন ইত্যাদি যানবাহনে সওয়ার হলে তাকে তদবস্থায় ইশারায় নফল নামায পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তার জন্য যানবাহন যে দিকে চলে সে দিকে মুখ করাই যথেষ্ট। এ সম্পর্কে অত্র সূরার ১১৫ নং আয়াতের আহকাম ও শিক্ষায় বর্ণনা দেখুন।

৩. অবিবেচক, ন্যায়নীতিহীন ও কান্ডজ্ঞানহীন লোকদের কথাকে ভয় না করে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

● ১৫১ নং আয়াত:

এতে রসূলের দায়িত্বের বিবরণ রয়েছে। রসূলের উত্তরাধিকারীদেরকে উত্তরাধিকারী হিসেবে এ দায়িত্বগুলো আঞ্জাম দিতে হবে।

● ১৫২নং আয়াত:

১. এতে যিকরের বহু ফযীলতের মধ্যে একটা ফযীলত এই বর্ণিত হয়েছে যে, যিকর বা আল্লাহকে স্মরণ করলে বিনিময়ে আল্লাহও বান্দাকে স্মরণ করেন। (মাআরিফুল কুরআন)

২. নেয়ামতের শোকর আদায় করা ওয়াজিব।

৩. না-শোকরী করা হারাম।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٣﴾	(১৫৩) হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবর[১] ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য কামনা কর।[২]নিশ্চিত রূপেই আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে থাকেন।
وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿١٥٤﴾	(১৫৪) এবং আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদের সম্বন্ধে বল না যে, (তারা) মৃত, বরং (তারা) জীবিত; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না।
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾	(১৫৫) এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ জানপ্রাণ ও ফল ফসলের ক্ষতি দ্বারা। আর সু-সংবাদ দাও ধৈর্যশীলদেরকে।[৩]
الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿١٥٦﴾	(১৫৬) যারা তাদের উপর মুসীবত আসলে তখন বলে, আমরাতো আল্লাহরই মালিকানাধীন এবং আমরাতো তাঁরই নিকট ফিরে যাব।
اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿١٥٧﴾	(১৫৭) ঐ সমস্ত লোক, তাদের প্রতি-পালকের তরফ থেকে তাদের প্রতি অনুগ্রহরাজী ও রহমত[৪] (বর্ষিত) হবে এবং তারাই সরল পথে রয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) صبر (সবর)-এর শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা। পরিভাষায় এর তিনটি শাখা রয়েছে: এক. নফসকে হারাম ও নাজায়েয বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা। দুই. ইবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য রাখা। তিন. বিপদ ও সংকটে ধৈর্য ধারণ করা।

(২) পূর্বে বর্ণিত যিকর ও শোকর-এর মধ্যে শরীয়তের যাবতীয় বিধি-নিষেধ অন্তর্ভুক্ত, যা পালন করা কঠিন ব্যাপার, তা সহজ করার জন্য ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। ধৈর্য ও নামাযের নিয়মানুবর্তিতা দ্বারা অন্যান্য বিষয়াদি পালন করা সহজ হয়ে যায়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, যারা বিপদ-মুসীবতের সময় ধৈর্যধারণ করে এবং আল্লাহর না-শোকরী থেকে বিরত থাকে বরং মুসীবতকেই শোকর ও যিকরের ওছীলা বানায়, তাদেরকে হে নবী সু-সংবাদ শুনিয়ে দাও। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) صلوت বলে অনুগ্রহরাজী বা বিশেষ বিশেষ রহমত এবং رحمة দ্বারা সাধারণ ব্যাপক রহমত বোঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫৩ নং আয়াত:

১. ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে শরীয়তের অন্যান্য বিধি-নিষেধ পালন সহজ হয়ে যায়।

২. সকল সংকটের প্রতিকার হল ধৈর্য ও নামায। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে কোন সংকট উপস্থিত হলেই তিনি নামায পড়তে শুরু করতেন।

৩. সবরকারীদের সাথে আল্লাহর সান্নিধ্য তথা খোদায়ী শক্তির সমাবেশ ঘটে।

● ১৫৪ নং আয়াত:

১. এতে আলমে বরযখে শহীদদের রূহানী জীবন সম্পর্কে একটি তথ্য বর্ণিত হয়েছে যে, সেখানে তাদের রূহানী জীবন সাধারণ মৃত্যের জীবন অপেক্ষা স্বতন্ত্র। শহীদদের দেহ পঁচে গলে যায় না, তারা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন। তাই তাদেরকে সাধারণ মৃতের ন্যায় মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

২. শহীদদের মর্যাদা প্রমাণিত।

● ১৫৫ নং আয়াত:

এতে মু'মিনের জীবনে বহুমুখী পরীক্ষার আগমন ও তৎকালে ধৈর্যধারণের শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

● ১৫৬ নং আয়াত:

এতে কেউ বিপদে পড়লে "ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন" দুআটি পাঠ করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এতে একাধারে যেমন ছওয়াব লাভ হবে, আবার বিপদে আন্তরিক শান্তি লাভ এবং সংশ্লিষ্ট বিপদ থেকে উৎরানো সহজতর হয়ে যাবে। (মাআরিফুল কুরআন)

● ১৫৭ নং আয়াত:

১. বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণনকারীদের প্রতি আল্লাহর রহমত হয়ে থাকে। ২. বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণনই সঠিক পন্থা।

(১৫৮) নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহর স্মৃতি নিদর্শনসমূহের[১] অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে বাইতুল্লাহর হজ্জ করে কিংবা উমরা করে, তার কোন গোনাহ নেই এতদুভয়ের মাঝে যাতায়াত[২] (সায়ী) করাতে। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন নেক আমল করে তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ গুণগ্রাহী[৩] সর্বজ্ঞ।	اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآىِٕرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۵۸﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সাফা ও মারওয়া কা'বা শরীফের নিকটস্থ দু'টি পাহাড়ের নাম। হযরত ইসমাঈল (আ.) যখন শিশু অবস্থায় খাদ্য ও পানির অভাবে মৃতপ্রায় অবস্থায় ছিলেন, তখন তাঁর মাতা বিবি হাজেরা খাদ্য-পানীয় কিংবা লোকের সন্ধানে এই দু'টি পাহাড়ের মাঝে ছুটাছুটি করেছিলেন, তখন আল্লাহর অনুগ্রহে একটি ঝর্ণা (যমযম) চালু হয়। এখানেই বিবি হাজেরার সবরের চরম বিকাশ ঘটে। সর্বোপরি একটি মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এ পাহাড় দু'টি আল্লাহর স্মৃতি নিদর্শন বলে পরিগণিত।

(২) হজ্জ ও উমরার সময় সাফা মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে ছুটাছুটি বা সায়ী করা হয়। মুশরিকরা এই দুটি পাহাড়ে মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিল। এ কারণে মুসলমানদের কারও কারও মনে এরূপ একটা দ্বিধা সৃষ্টি হয়েছিল যে, বোধ হয় এ সায়ী জাহেলী যুগের কোন অনুষ্ঠান এবং এটা অনুসরণ করা গোনাহের কাজ। এরই অপনোদন কল্পে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

(৩) شاكر -এর শাব্দিক অর্থ কৃতজ্ঞ। আল্লাহর জন্য এ শব্দটি ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় গুণগ্রাহী বা পুরস্কারদাতা।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫৮ নং আয়াত:

১. হানাফী মাযহাব মতে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে "সায়ী" করা ওয়াজিব। বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহর কিতাবসমূহে দ্রষ্টব্য।

২. আল্লাহ তাআলা সব ধরনের নেক আমলের পুরস্কার দান করে থাকেন।

(১৫৯) নিশ্চয় যারা গোপন করে[১] আমি যেসব স্পষ্ট হুকুম ও হেদায়াতের কথা অবতীর্ণ করেছি, মানুষের জন্য কিতাবে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার পরও, ঐসব লোকদের উপর লা'নত করেন আল্লাহ এবং অন্যান্য বহু লা'নতকারী[২] তাদের উপর লা'নত করে।	اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَاۤ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ﴿۱۵۹﴾

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(১৬০) তবে যারা তাওবা করে নেয়, সংশোধন করে এবং প্রকাশ করে দেয়, তবে ঐ সমস্ত লোকের তাওবা আমি কবূল করি। এবং আমিই তওবা কবূল করায় খুব অভ্যস্ত, পরম দয়ালু।	إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾
(১৬১) নিশ্চয় যারা কুফরী করে[৩] এবং কাফের অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে, ঐ সমস্ত লোকদেরই প্রতি আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং সমগ্র মানুষের লা'নত।	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾
(১৬২) তারা অনন্তকাল তাতেই (লা'নতের মধ্যেই[৪]) থাকবে। না তাদের উপর থেকে আযাব হালকা করা হবে আর না তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে।	خَالِدِينَ فِيهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿١٦٢﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে ইয়াহুদীদেরকে বোঝানো হয়েছে। তারা তাওরাতে বর্ণিত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্যায়ন, কেবলা পরিবর্তনের বিষয় প্রভৃতি গোপন করত। পার্থিব স্বার্থে আল্লাহর যে কোন বিধি-নির্দেশ গোপনকারী এই আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) اللعنون এর ال এখানে استغراق عرفی। অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন) এখানে বহু লা'নতকারী দ্বারা উদ্দেশ্য জিন, মানুষ, ফেরেশতা বরং প্রাণীজগতের সব কিছু। এমনকি জড়পদার্থ পর্যন্ত তাদের জন্য লা'নত বা বদদুআ করে। কেননা তাদের সত্য গোপনের ফলে পৃথিবীতে মহামারী প্রভৃতি যেসব বিপর্যয় দেখা দেয়, তার বিষফল সকলকেই ভোগ করতে হয়। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, যে নিজে সত্য গোপন করল কিংবা অন্যের সত্য গোপনের কারণে বিভ্রান্ত হল এবং তাওবা নসীব না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত কাফের অবস্থাতেই তার মৃত্যু হল, সে চির অভিশপ্ত ও জাহান্নামী, মৃত্যুর পর তাওবা কবূল হয় না। (প্রাগুক্ত)

(৪) লা'নতের মধ্যে থাকবে অর্থাৎ, জাহান্নামে থাকবে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫৯ নং আয়াত:

১. দ্বীনের ইলম প্রকাশ করা ওয়াজিব এবং গোপন করা কঠিন পাপ ও হারাম। অবশ্য অনেক সময় কোন কোন হুকুম প্রকাশ করতে গেলে সাধারণ মানুষের মাঝে ফিতনা ফ্যাসাদ বিস্তার লাভ করার আশংকা থাকে। এ সময়ে ধর্মীয় কল্যাণ বিবেচনায় যদি কোন বিশেষ হুকুম জনসাধারণের মাঝে প্রকাশ না করা হয়, তবে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

২. কোন কোন পাপ এমনও রয়েছে যার জন্য সমগ্র সৃষ্টি লা'নত করে। (প্রাগুক্ত)

● ১৬০ নং আয়াত:

এ আয়াতে "তবে যারা তাওবা করে নেয় এবং সংশোধন করে এবং প্রকাশ করে দেয়, তবে ঐ সমস্ত লোকের তাওবা আমি কবূল করি" এ কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাওবা কবূল হওয়ার জন্য শর্ত হল যে গোনাহ থেকে তাওবা করবে সে গোনাহের দ্বারা যে রকম ক্ষতি হয়েছে সে ক্ষতিগুলোর সংশোধন করে দিতে হবে। যেমন– হককে গোপন করে থাকলে তা প্রকাশ করে দিতে হবে, কোন হক কথার বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে থাকলে তার সঠিক ব্যাখ্যা পেশ করে দিতে হবে, অন্যায়ভাবে কারও হক গ্রাস করে থাকলে হকদারকে তার হক ফিরিয়ে দিতে হবে ইত্যাদি।

● ১৬১ নং আয়াত:

১. সাধারণভাবে কাফেরদের প্রতি লা'নতের উল্লেখ থেকে বুঝা যায় কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি লা'নত করা ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ নয়, যতক্ষণ না তার কাফের অবস্থায় মৃত্যু হওয়ার বিষয় নিশ্চিত হওয়া যায়। আর আমাদের পক্ষে যেহেতু কারও শেষ পরিণতির (মৃত্যুর) নিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোন উপায় নেই, সেহেতু নির্দিষ্ট কোন কাফেরের নাম নিয়ে তার প্রতি লা'নত বা অভিশাপ করা জায়েয নয়। অবশ্য সাধারণ কাফের ও জালেমদের প্রতি অনির্দিষ্টভাবে লা'নত করা যায়। (আহকামুল কুরআন, জাসসাস)

২. "কাফের অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে" কথাটা বলে বোঝানো হয়েছে মৃত্যুর পূর্বে কোন কাফের ঈমান আনয়ন করলে (আর ঈমান অবস্থায় তার মৃত্যু হলে) সে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে।

● ১৬২ নং আয়াত:

১.জাহান্নাম আল্লাহর লা'নত তথা অভিশাপের মূর্ত প্রতীক।

২. কাফেররা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে।

৩. জাহান্নামে কাফেরদের আযাব লঘু করা হবে না।

৪. কাফেরদেরকে ওজরখাহী করার অবকাশ দেয়া হবে না। (আইছারুত্তাফাসীর)

(১৬৩) আর তোমাদের মা'বূদ একই মা'বূদ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই, (তিনি) অত্যন্ত দয়ালু, পরম করুণাময়।	وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾
(১৬৪) নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও জমিনের সৃষ্টিতে, পর্যায়ক্রমে রাত দিনের আগমনে, জাহাজসমূহে –যা সমুদ্রে চলাচল করে মানুষের লাভজনক পণ্যদ্রব্য নিয়ে– এবং পানিতে –যা আল্লাহ আসমান থেকে বর্ষণ করেছেন অতঃপর তা দ্বারা জমিনকে সরস ও সতেজ করেছেন তা অনুর্বর হওয়ার পর এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব রকমের জীব-জন্তু– আর বায়ুরাশির (দিক) পরিবর্তনে এবং মেঘমালায় –যা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত, (এসবের মধ্যে)– নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য, যারা জ্ঞান রাখে।[১]	إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শানে নযূল: ১৬৩ নং আয়াতে একত্ববাদের কথা বর্ণিত হওয়ার পর আরবের মুশরিকরা বলতে লাগল, একমাত্র মা'বূদের পক্ষে সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় কার্যনির্বাহ করা কী করে সম্ভব? তখন পরবর্তী আয়াত নাযেল হয়, তাতে আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতার নিদর্শনসমূহ বর্ণিত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন-সংক্ষেপিত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬৩ নং আয়াত:

১. তাওহীদ বা একত্ববাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

২. আল্লাহ একক, তাঁর কোন শরীক বা সমকক্ষ নেই, অতএব তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। ইবাদতেও তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা যাবেনা।

● ১৬৪ নং আয়াত:

১. আয়াতে আল্লাহর অসীম ক্ষমতার নিদর্শনসমূহ বর্ণিত হয়েছে, যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে দেব-দেবীর অক্ষমতা অনুধাবন ও আল্লাহর একত্ববাদ হৃদয়ঙ্গম করা এবং একত্ববাদে আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা সহজ হয়ে ওঠে।

২. নিদর্শনসমূহ থেকে শিক্ষা অর্জন করার জন্য বিবেকশক্তি ও বোধশক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

(১৬৫) আর কতক লোক এমন রয়েছে, যারা আল্লাহ ব্যতীত (অন্যকে) অংশীদার সাব্যস্তকরে। আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে তারা ভালবাসে।[১] আর যারা মু'মিন আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা (ওদের তুলনায়) বহুগুণ বেশী।[২] আর কতইনা ভাল হত যদি[৩]জালেমরা যখন বিপদ দেখে তখন এটা বুঝত যে, সমস্ত ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই এবং আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾

(১৬৬) যখন অনুসৃতগণ[৪] অনুসারীদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে[৫] এবং তারা আযাব দেখতে পাবে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের সমস্ত সম্পর্ক।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

(১৬৭) এবং অনুসারীরা বলবে কতইনা ভাল হত যদি আমরা একটু ফিরে যেতে পারতাম (দুনিয়াতে), তাহলে আমরাও তাদের থেকে পৃথক হয়ে যেতাম, যেমন তারা আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে। এরূপেই আল্লাহ তাদের কর্মগুলীকে তাদের পরিতাপ রূপে তাদেরকে দেখাবেন।[৬] আর আগুন (অর্থাৎ, দোযখ) থেকে তারা কস্মিনকালেও বের হতে পারবে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহকে যেরূপ ভালবাসা আবশ্যক তারা তাদের দেব-দেবীকে তদ্রূপ ভালবাসে।

(২) অর্থাৎ, দেব-দেবীদের প্রতি মুশরিকদের যতটুকু ভালবাসা আল্লাহর সাথে ঈমানদারদের ভালবাসা তার চেয়ে বহুগুণ বেশী ও দৃঢ়, কেননা দুনিয়ার বিপদ-আপদের সময় বহুক্ষেত্রে দেব-দেবীদের প্রতি মুশরিকদের ভালবাসা রহিত হতে দেখা যায় আর পরকালের আযাব দেখার সময় তো সে ভালবাসা সম্পূর্ণই তিরোহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর সাথে মু'মিনদের ভালবাসা সুঃখে-দুঃখে, বিপদে-শান্তিতে, ইহকালে-পরকালে সর্বাবস্থায়ই অবশিষ্ট থাকে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) □□ এখানে □□□ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) মুশরিকদের দেব-দেবী, তাদের নেতৃবৃন্দ –যাদের কথায় তারা বিপথে পরিচালিত হত– সবই "অনুসৃতগণ" এর অন্তর্ভুক্ত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(৫) تبرا শব্দের অর্থ অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে, দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করবে, পৃথক হয়ে যাবে ইত্যাদি।

(৬) অর্থাৎ, তাদের সমস্ত কর্মকে আল্লাহ তাদের পরিতাপের কারণ বানাবেন। কেননা, হজ্জ, উমরা, দান-খয়রাত প্রভৃতি ভাল কর্ম যা তারা করেছিল শিরকের কারণে তা নিষ্ফল ও প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে, আর শিরক প্রভৃতি পাপের দরুণ শাস্তি ভাগ্যে জুটবে। মোটকথা ভালমন্দ সবকর্মই তাদের পরিতাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬৫ নং আয়াত:

১. এ আয়াত থেকে বুঝা যায় খোদার প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রেও অন্যকে সমকক্ষ বা শরীক স্থাপন করা মুশরিকদের কাজ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. আল্লাহ ক্ষমতাধর ও কঠিন শাস্তিদাতা।

৩. আয়াতে আল্লাহ ক্ষমতাধর ও শাস্তিদানে কঠোর– এ বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করার জন্য তাগিদ রয়েছে।

● ১৬৬-১৬৭ নং আয়াতদ্বয়:

১. মুশরিকদের দেব-দেবী ও কাফের নেতৃবৃন্দ কেয়ামতের দিন তাদের পূজারী ও অনুসারীদের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে ও তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্নতা ঘোষণা করবে।

২. অনুসারীগণের আফসুস হবে এবং কামনা করবে যদি আর একবার দুনিয়ায় যাওয়ার সুযোগ ঘটে তাহলে আর তারা দেব-দেবী ও কাফের নেতৃবৃন্দের অনুসরণ করবে না। কিন্তু তাদের এই কামনা আদৌ পূরণ হবে না।

৩. কাফের মুশরিকদের কর্ম তাদের নিজেদের জন্য পরিতাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

৪. কাফের মুশরিকগণ অনন্ত জাহান্নামী।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

(১৬৮) হে লোকসকল[১], তোমরা আহার কর পৃথিবীতে যা রয়েছে তার মধ্য থেকে হালাল ও পবিত্র খাদ্যবস্তু এবং শয়তানের পদাংকসমূহ অনুসরণ কর না।[২] বাস্তবিক সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦٩﴾

(১৬৯) সে তো তোমাদেরকে হুকুম (অর্থাৎ, শিক্ষা) দিবে মন্দ ও অশ্লীল বিষয়ের এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন উক্তি করার যা তোমরা জান না।[৩]

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٧٠﴾

(১৭০) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী চল, তখন তারা বলে (কখনো না) বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি সে অনুযায়ী চলব। যদিও তাদের পিতৃপুরুষগণ কিছুই বুঝত না এবং তারা হেদায়াত প্রাপ্তও ছিল না, তথাপিও?

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٧١﴾

(১৭১) এই কাফেরদের উদাহরণ এরূপ, যেন কেউ এমন জন্তুকে আহ্বান করছে –যা কোন কিছুই শুনে না ডাকাডাকি আর চিৎকার ছাড়া–। বধির, মূক ও অন্ধ। তাই তারা কিছুই বোঝে না।[৪]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শানে নুযূল: কোন কোন মুশরিক দেব-দেবীর নামে গৃহপালিত পশু ছেড়ে দিত এবং এগুলোর সম্মানার্থে এগুলো থেকে কোন প্রকার ভোগ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ বলে মনে করত, আর তাদের এই অপকর্মকে আল্লাহর আদেশ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায় মনে করত। তাদের ধারণা ছিল, এই দেব-দেবীদের সুপারিশের মধ্যস্থতায় আল্লাহর নৈকট্য লাভ হবে। এ প্রসঙ্গেই গোটা মানুষকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলছেন হে মানুষ! ...

(২) অর্থাৎ, শয়তানী কাজ-কর্ম ও শয়তানের শিখানো ধ্যান-ধারণা থেকে বিরত থাক।

(৩) যেমন শরীয়তের বিধি-বিধান বর্ণনা করে নিজেদের খেয়াল খুশী মত মাসআলা ও আকীদা বিশ্বাস তৈরী করে নেয়া এবং এগুলোকে আল্লাহর হুকুম মনে করে নেয়া।

(৪) অর্থাৎ, অজ্ঞানতার ক্ষেত্রে কাফেরদের তুলনা এমন জন্তুর ন্যায়, যাকে আহবান করা হলে সে চিৎকার ব্যতীত কোন মর্মই বুঝে না, তদ্রূপ এই কাফেররাও বাহ্যিক কথাবার্তা শুনে বুঝে কিন্তু

নিজের কাজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বধির, যেন কিছুই শোনে না। তারা যেন বোবা, তাই কোন ভাল কথাই তাদের মুখে সরে না। তারা যেন অন্ধ, তাই লাভ-ক্ষতির ব্যাপার তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬৮ নং আয়াত:

১. হালাল জীবিকা গ্রহণ করা এবং হালালের উপর ক্ষান্ত করা ওয়াজিব।

২. আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোন প্রাণী ছেড়ে দেয়া এবং এ কাজকে নৈকট্য ও বরকতের বিষয় বলে ধারণা করা এবং এ সমস্ত জীব-জন্তুকে নিজেদের জন্য হারাম মনে করা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে হারাম করা হয়েছে।

● ১৬৯ নং আয়াত:

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, মন্দ ও অশ্লীল কাজ এবং সব ধরনের পাপের পশ্চাতে শয়তানী ওয়াস-ওয়াসার প্রভাব থাকে। কাজেই এরূপ বিষয়গুলো পরিত্যাজ্য। (মাআরিফুল কুরআন-সংক্ষেপিত)

● ১৭০ নং আয়াত:

এ আয়াতে পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণের নিন্দাবাদ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ভ্রান্ত ও মিথ্যাবিশ্বাস এবং অন্যায় কাজকর্মের ক্ষেত্রে বাপ-দাদা পূর্বপুরুষদের অনুকরণ-অনুসরণ নিষিদ্ধ। সত্য ও সঠিকবিশ্বাস এবং সৎকর্মে অন্যের অনুসরণ এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন মুজতাহিদ ইমামগণের তাকলীদ বা অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এরূপ অনুসরণ নিষিদ্ধ তো নয়ই বরং তা ধর্মীয় নীতিমালার একটা স্বতন্ত্র ভিত্তি এবং মুসলমানদের জন্য ধর্মের হেদায়াত লাভের একটা বড় উপায়। কারণ, যারা নিজেরা ইজতিহাদ বা উদ্ভাবনের যোগ্যতা রাখে না, ধর্মীয় ব্যাপারে অন্যের অনুসরণের উপরই তাদেরকে নির্ভর করতে হয়। (মাআরিফুল কুরআন-সংক্ষেপিত)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾

(১৭২) হে ঈমানদারগণ! যে পবিত্র বস্তু আমি তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা আহার কর, আর আল্লাহর শোকর– আদায় কর যদি তোমরা তাঁরই ইবাদতকারী (তথা তাঁরই বান্দা) হয়ে থাক।

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٧٣﴾

(১৭৩) নিশ্চয়[১] তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত ও শুকরের গোশত এবং সেসব জীব যা গায়রুল্লার নামে উৎসর্গ করা হয়। তথাপি যে ব্যক্তি অনোন্যপায় হয়ে পড়ে আস্বাদ প্রত্যাশী ও সীমালংঘনকারী না হয় তবে তার কোন গোনাহ নেই।[২] নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে اِنَّ সীমাবদ্ধতা বুঝানোর জন্য নয় বরং بَلْ (নিশ্চয়ের) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (জাওয়াহিরুল কুরআন)

(২) সাধারণ কষ্ট বা প্রয়োজন নয় বরং প্রাণের আশংকা হওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় ইযতিরার বা অনোন্যপায় বলা হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭২ নং আয়াত

১. হালাল রিযিক গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

২. আল্লাহর দেয়া রিযিক গ্রহণের সাথে সাথে আল্লাহর শোকরগুযারীর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

● ১৭৩ নং আয়াত:

১. "মৃত জন্তু" হারাম। শরীয়ত অনুসারে যে প্রাণী যবাই করা জরুরী তা যবাই ছাড়া মারা গেলে সেটা মৃত জন্তু। মৃত জন্তু খাওয়া, তার ক্রয়-বিক্রয় এবং যেকোনরূপ ব্যবহার সম্পূর্ণ হারাম। তবে মৃত জন্তুর হাড়, চুল ইত্যাদি যেগুলি আহার্য নয় তা পাক, সেগুলির ব্যবহার জায়েয আছে।

২. চামড়ার উপর যেহেতু রক্ত ইত্যাদি নাপাকী লেগে থাকে, তাই দাবাগত (বিশেষ প্রক্রিয়ায় শুকিয়ে পাক করা) ছাড়া এর ব্যবহার হারাম। (মাআরিফুল কুরআন)

অন্য আয়াতের প্রেক্ষিতে এখানে "রক্ত" দ্বারা প্রবাহমান রক্তকে বুঝানো হয়েছে। এতদ্ভিন্ন জমাট বাঁধারক্ত, মাথা প্লিহা ও কলিজা হারাম নয়। এ কারণেই মশা, মাছি ও ছারপোকার রক্ত নাপাক নয়। হাঁ যদি বেশী হয় এবং ছড়িয়ে পড়ে তবে ধুয়ে ফেলা উচিত।

৩. রক্ত পান করা যেমন হারাম, তেমনি এর ক্রয় বিক্রয় বা যেকোনরূপ ব্যবহার সবই হারাম। (মাআরিফুল কুরআন)

৪. সাধারণ অবস্থায় কারো গায়ে অন্যের রক্ত দেয়া জায়েয নেই। তবে নিরুপায় অবস্থায় চিকিৎসার জন্য জায়েয আছে। নিরুপায় অবস্থার অর্থ হচ্ছে রোগীর যদি জীবন-সংশয় দেখা দেয় এবং অন্য কোন ঔষধ তার জীবন রক্ষার জন্য কার্যকর বা মওজুদ না থাকে আর তার রক্ত দেয়ার ফলে তার জীবন রক্ষার সম্ভাবনা যদি প্রবল থাকে, সে অবস্থায় রোগীর দেহে অন্যের রক্ত দেয়া জায়েয। তবে স্মর্তব্য যে, রক্তের ক্রয় বিক্রয় সর্বাবস্থায় হারাম। অনোন্যপায় রোগীর জন্য বিনামূলে রক্ত না পাওয়া গেলে ক্রয় করা জয়েয হবে। কিন্তু বিক্রয়কারীর জন্য অর্থ গ্রহণ জায়েয হবে না। (জাওয়াহিরুল ফিক্‌হ)

৫. শুকরের গোশত খাওয়া হারাম।

৬. গায়রুল্লাহর নামে উৎসর্গ করা অর্থাৎ, যেসব জন্তু আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে উৎসর্গ করা হয় সাধারণতঃ এর তিনটি সূরত প্রচলিত আছে।

প্রথমতঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয় এবং যবাহ করার সময়ও সে নামে যবাহ করা হয়। এমতাবস্থায় উক্ত যবাইকৃত জন্তু সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যায়। এর কোন অংশ দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করা জায়েয নয়। এ সূরতটি আলোচ্য আয়াতের সরাসরি অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় সূরত হচ্ছে: আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি বা নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা যবাই করা হয়। তবে যবাই করার সময় আল্লাহর নাম নিয়েই যবাই করা হয়। যেমন অনেক অজ্ঞ মুসলমান পীর বুযুর্গের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে গরু, ছাগল, মুরগী ইত্যাদি মান্নত করে তা যবাই করে। কিন্তু যবাই করার সময় আল্লাহর নাম নিয়েই যবাই করে। এ সূরতটিও সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী হারাম এবং এরূপ যবাইকৃত জন্তু মৃতের শামিল।

তৃতীয় সূরত হচ্ছে: পশুর কান কেটে অথবা শরীরের অন্য কোথাও কোন চিহ্ন অংকিত করে দেব-দেবী বা পীর –ফকীরের নামে ছেড়ে দেয়া এবং সেগুলো দ্বারা কোন কাজ না নেয়া, যবাই করাও উদ্দেশ্য থাকে না বরং যবাই করাকে হারাম মনে করা হয়। এধরনের কাজ কুরআনের সরাসরি নির্দেশ অনুযায়ী হারাম। তবে এধরনের হারাম আমল এবং সংশ্লিষ্ট পশুটিকে হারাম মনে করার ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে সেটি হারাম হয়ে যাবে না বরং এরূপ উৎসর্গকৃত পশু অন্যান্য সাধারণ পশুর মত হালাল। শরীআতের বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পশুর উপর তার মালিকের মালিকানা বিনষ্ট হয় না। উৎসর্গকারী যদি সে পশু কারো নিকট বিক্রি করে বা অন্য কাউকে দান করে, তবে তা ক্রেতা ও দানগ্রহীতার জন্য হালাল। (মাআরিফুল কুরআন)

৭. উপরোল্লিখিত হারাম জিনিসগুলো অননোপায় অবস্থায় জায়েয। অননোপায় না হলে জায়েয নয়।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٤﴾	(১৭৪) আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন রাখে[১] এবং তার বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য[২] গ্রহণ করে, তারা আর কিছুই নয় নিজেদের পেটে আগুন পুরছে এবং আল্লাহ কেয়ামতের দিন না তাদের সাথে কথা[৩]বলবেন আর না তাদেরকে পবিত্র[৪] করবেন। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾	(১৭৫) এরাই হল (সে সমস্ত লোক) যারা হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করেছে এবং ক্ষমার বিনিময়ে আযাব ক্রয় করেছে। সুতরাং আগুন সহ্য করতে তারা কতইনা ধৈর্যশীল!
ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۭ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ ﴿١٧٦﴾	(১৭৬) এটা এই জন্য যে, নিশ্চিত আল্লাহ সত্যসহ কিতাব নাযেল করেছেন। আর বস্তুত যারা কিতাবের মাঝে বিরোধ করেছে তারা সুদূর মতবিরোধে রয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইয়াহুদীদের একটি জঘন্য মনোবৃত্তি ছিল সত্য গোপন করা। এ পর্যায়ে তারা শেষ নবীর পরিচিতি এবং তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত তাওরাতের তথ্যাবলীও জনগণ থেকে গোপন করে রাখত। খোদায়ী বিধানের মাঝে ইচ্ছামত রদ বদল করত। এভাবে তারা নিজেরা যেমন হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হত, অন্যদেরকেও হেদায়াত থেকে বঞ্চিত করত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) দুনিয়ার সম্পদ মাত্রই তুচ্ছ।

(৩) দয়া ও রহমতের কথা বলবেন না। অন্যথায় শাস্তি ও ধমকের কথাতো বলবেনই।

(৪) গোনাহ মাফ করে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭৪–১৭৬ নং আয়াতসমূহ:

১. কুরআনে বর্ণিত বিধি-নিষেধ ও তথ্যাবলী গোপন করা হারাম ও জঘন্য অপরাধ বরং ইলমে দ্বীন ও জ্ঞানের প্রচার-প্রসার বিশেষ জরুরী। অবশ্য অনেক সময় কোন কোন হুকুম প্রকাশ করতে গেলে সাধারণ মানুষের মাঝে ফিতনা ফ্যাসাদ বিস্তার লাভ করার আশংকা থাকে। এ সময়ে ধর্মীয় কল্যাণ বিবেচনায় যদি কোন বিশেষ হুকুম জনসাধারণের মাঝে প্রকাশ না করা হয়, তবে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. উলামায়ে ইসলামকে সতর্ক করা হয়েছে তাঁরা যেন ইয়াহুদী আলেমদের ন্যায় পার্থিব হীন স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে সত্যকে গোপন না করে এবং ভুল ফতওয়া ও ভ্রান্ত দর্শন শিক্ষা না দেয়।

৩. যারা এরূপ করে তারা গোমরাহ এবং পরকালে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

৪. কুরআনে এমন কোন মতবিরোধ করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে যা মুসলমানদের মাঝে বিরোধ ও মতানৈক্যের জন্ম দিবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَ فِي الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿۱۷۷﴾

(১৭৭) সমুদয় নেকী[১] শুধু এই নয় যে, তোমরা নিজ নিজ চেহারা পূর্বদিকে ফিরাবে কিংবা পশ্চিম দিকে বরং (প্রকৃত) নেকী হল তার, যে ঈমান রাখে আল্লাহ, কেয়ামত দিবস, ফেরেশতা, সমস্ত কিতাব এবং নবীদের প্রতি, আর মাল প্রদান করে আল্লাহর মহব্বতে আত্মীয়-স্বজনকে, এতীমদেরকে, মিসকীনদেরকে ও মুসাফিরদেরকে এবং ভিক্ষুকদেরকে ও দাসত্ব মোচনে। আর নামাযের পাবন্দী করে এবং যাকাত আদায় করে। আর যারা আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী হয় যখন প্রতিজ্ঞা করে, আর যারা ধৈর্যধারণকারী হয় অভাব-অনটনে, রোগে-শোকে এবং যুদ্ধের সময়। তারাই হল এমন লোক যারা সত্যপন্থী এবং তারাই মুত্তাকী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কেবলা পরিবর্তনের সময় ইয়াহুদী নাসারারা কেবল এটা নিয়েই আলোচনা-সমালোচনা করতে থাকে, যেন সমুদয় নেক কাজ নির্দিষ্ট কোন দিকে ফেরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাই আল্লাহ পাক সতর্ক করে দিলেন যে, কেবল এটাই নেক কাজ নয়– আরো বহু নেক কাজ রয়েছে। সেদিকে মনোনিবেশ কর। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭৭ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে খাঁটি মু'মিন-মুত্তাকীর ৫টি গুণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যথা:

(এক) اتى المال على حبه ذوى القربى الخ (মাল প্রদান করে আল্লাহর মহব্বতে) কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র যাকাত প্রদানের মাধ্যমেই সম্পদের হক আদায় হয় না। বরং যাকাত ছাড়াও আরো বহু ক্ষেত্রে মাল ব্যয় করা ফরয ও ওয়াজিব হয়ে থাকে।

(দুই) "যে ব্যক্তি ঈমান রাখে" থেকে বুঝে আসে যে, যার আকীদা-বিশ্বাস দুরস্ত।

(তিন) "নামায কায়েম রাখে" দ্বারা বোঝা যায় যার যাবতীয় ইবাদত দুরস্ত।

(চার) "প্রতিশ্রুতিপূর্ণকারী" থেকে প্রমাণিত হয় যার মু'আমালা তথা লেন-দেন সহীহ।

(পাঁচ) "ধৈর্যধারণকারী" দ্বারা প্রতীয়মান হয় যার আখলাক দুরস্ত। এসব গুণের অধিকারীরাই প্রকৃত মু'মিন, সত্যপন্থী এবং সত্যিকারের মুত্তাকী খোদাভীরু। (মাআরিফুল কুরআন)

২. আয়াতে ঈমানের আরকান তথা যে বিষয়গুলির প্রতি ঈমান রাখতে হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে। যথা– আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, আসমানী কিতাবসমূহ এবং নবী-রসূলগণ। এসবের উপর ঈমান রাখতে হবে।

৩. কাদের জন্য সম্পদ ব্যয় করতে হবে তার বিবরণ পেশ করা হয়েছে। যথা: আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির, ভিক্ষুক এবং দাস-দাসীনী (কে দাসত্ব মোচনের জন্য)।

৪. অঙ্গিকার পূর্ণ করা ওয়াজিব।

৫. সবর করা ওয়াজিব, বিশেষত যুদ্ধের সময়। (আইছারুত্তাফাসীর)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۸﴾

(১৭৮) হে মু'মিনগণ! তোমাদের উপর কিসাস[১] গ্রহণ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে নিহত ব্যক্তিদের ব্যাপারে– আযাদ[২] ব্যক্তির পরিবর্তে আযাদ ব্যক্তি, গোলামের পরিবর্তে গোলাম এবং নারীর পরিবর্তে নারী। হাঁ যাকে স্বীয়[৩] ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছু মাফ করা হয় তবে যেন ন্যায়সঙ্গত ভাবে তাগাদা করে এবং (হত্যাকারী যেন) সদ্ভাবে তার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়।[৪] এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সহজকরণ ও বিশেষ অনুগ্রহ। অতএব এরপরও যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে, তবে তার জন্য রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি!

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(১৭৯) আর হে জ্ঞানীগণ! তোমাদের জন্য কিসাসের মাঝে জীবন[৫] রয়েছে, যাতে তোমরা বিরত থাকতে[৬] পার।	وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "কিসাস" শব্দের আভিধানিক অর্থ বরাবরী, সমতা। ইচ্ছাকৃতভাবে লোহা বা অন্য কোন প্রকার কর্তনকারী অস্ত্র –যদ্বারা রক্ত প্রবাহিত করা যায় এমন হাতিয়ার– দ্বারা কাউকে হত্যা করলে কেবল এসূরতে কিসাস তথা জানের বদলে জানের বিধান প্রযোজ্য হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(২) জাহিলী যুগে ইয়াহুদী এবং আরবদের মাঝে প্রচলিত নিয়ম ছিল কূলীন পরিবারের গোলামের পরিবর্তে অকূলীন পরিবারের আযাদকে হত্যা করা হত। অন্যদিকে হত্যাকারী সবল বা সম্ভ্রান্ত হলে প্রাণদণ্ড এড়িয়ে যেত। এধরনের অন্যায় নিয়ম রহিত করে কেবল হত্যাকারীকে সে যেই হোকনা কেন প্রাণদণ্ড দানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, কূলীন-অকূলীন, সুস্থ্য-অসুস্থ সবার জীবনের মর্যাদা সমান। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) এখানে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার জন্য নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে "ভাই" বলা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) নিহত ব্যক্তির কোন এক উত্তরাধিকারী হত্যাকারীর উপর কিসাসের দাবী না করলে কিংবা দাবী করে তা প্রত্যাহার করলে বিধিমত হত্যাকারীর উপর "দিয়াত" তথা অর্থদণ্ড দাবী করতে পারবে। এরূপ ক্ষেত্রে হত্যাকারীকে সানন্দে দিয়াত আদায় করে দেয়া উচিত।

(৫) এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ হলে অনেক জীবন রক্ষা পাবে।

(৬) কিসাসের ভয়ে হত্যা থেকে, আখেরাতের শাস্তি থেকে কিংবা কিসাসের হেকমত ও উপকারিতা জানার পর এর বিরোধিতা থেকে বিরত থাকতে পারবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭৮–১৭৯ নং আয়াতদ্বয়:

১. কিসাস বিধান তথা জানের বদলে জানের বিধান প্রমাণিত।

২. হত্যার দায়ে আযাদের পরিবর্তে যেমন আযাদকে হত্যা করা হয়, তদ্রূপ গোলামের পরিবর্তেও আযাদকে হত্যা করা হবে। এবং নারীর পরিবর্তে যেমন নারীকে হত্যা করা হবে তদ্রূপ নারীর বিনিময়ে পুরুষকেও হত্যা করা হবে। (বয়ানুল কুরআন)

৩. নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হত্যাকারীর উপর কিসাসের দাবী না করে বিধিমত হত্যাকারীর উপর দিয়াত তথা অর্থদণ্ড দাবী করতে পারবে।

৪. এরূপ ক্ষেত্রে হত্যাকারীর পক্ষে সানন্দে দিয়াত আদায় করে দেয়া উচিত।

৫. কিসাস বিধানের ফায়দা বর্ণিত হয়েছে যে, এর দ্বারা বহু জীবন রক্ষা হবে। কেননা এতে করে মানুষ কিসাসের ভয়ে হত্যা থেকে বিরত থাকবে এবং হত্যার বদলা না পেলে নিহত ব্যক্তির আপনজন প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যে হত্যা ঘটাত এবং এই ধারায় ভবিষ্যতে সম্ভাব্য যত হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারত সেসব হত্যাকাণ্ড বন্ধ হবে।

(১৮০) তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে– তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ রেখে যায় পিতা মাতা আত্মীয়-স্বজনের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে কিছু ওছিয়ত[১] করা। মুত্তাকীদের উপর (এটা) কর্তব্য।	كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۨ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٨٠﴾
(১৮১) অতঃপর যদি কেউ ওছিয়ত শ্রবণান্তে তাতে কোনরূপ পরিবর্তন[২] সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন করে তাদেরই উপর এর গোনাহ বর্তাবে। আল্লাহ নিশ্চয় সব শোনেন, জানেন।	فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٨١﴾
(১৮২) অনন্তর যদি কেউ ওছিয়তকারীর পক্ষ থেকে আশংকা করে পক্ষপাতিত্বের, অথবা কোন অন্যায়ের, অতঃপর সে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয় তবে তার কোন গোনাহ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٨٢﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মীরাছের হুকুম নাযেল হওয়ার পূর্বে মরণোন্মুখ ব্যক্তির উপর মাতা-পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের জন্য তাজ্য সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ওসিয়ত করা ফরয ছিল। মীরাছ সম্পর্কিত বিধান নাযেল হওয়ার পর উক্ত হুকুম রহিত হয়ে যায়। তবে ওয়ারিছ ছাড়া অন্যদের জন্য সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে ওছিয়ত করা এখনও মুস্তাহাব। কিন্তু যাদের জন্য শরীয়ত উত্তরাধিকার হতে হিস্সা নির্ধারণ করে দিয়েছে, সেসব ওয়ারিছদের জন্য ওছিয়ত জায়েয নয়।

(২) ওছিয়তের ক্ষেত্রে যদি কোন কারণে মৃত ব্যক্তি ভুল করে থাকে বা অন্যায়ভাবে কারো পক্ষপাতিত্ব করে কিংবা জেনে শুনে খোদায়ী বিধান লংঘন করে এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি যদি শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে দেয় আর তা করতে গিয়ে প্রয়োজনে ওছিয়তের মাঝে পরিবর্তন করে এতে তার কোন গোনাহ হবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৮০–১৮২ নং আয়াতসমূহ:

১. ওয়ারিছদের জন্য ওছিয়তের বিধান। তবে এ বিধানটি রহিত হয়ে গেছে।

২. কেউ প্রচুর সম্পদ রেখে গেলে বিভিন্ন নেক কাজের জন্য তার সম্পদ ব্যয় করার ওছিয়ত করে যাওয়া উত্তম। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. ওছিয়তে অকল্যাণমূলক পরিবর্তন ঘটানো হারাম। (প্রাগুক্ত)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٣﴾

(১৮৩) হে মু'মিনগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা পরহেযগার[১] হও।

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٤﴾

(১৮৪) হাতে গোণা কয়েক দিন (-এর জন্য)। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে নেয়া (বিধেয়)। আর যাদের জন্য এটা অতিশয় কষ্টদায়ক[২] তাদের জিম্মায় ফিদয়া[৩]–একজন মিসকীনের খোরাক। আর কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ[৪] করলে সেটা তার জন্য অধিক কল্যাণকর। আর তোমাদের রোযা রাখা তোমাদের জন্য খুবই উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কেননা, রোযা রাখার দ্বারা বিভিন্ন কামনা-বাসনা থেকে প্রবৃত্তিকে বিরত রাখার অভ্যাস গড়ে ওঠে। আর এ অভ্যাসের দৃঢ়তাই মুত্তাকী হওয়ার ভিত্তি। (বয়ানুল কুরআন)

(২) এমন কষ্ট যা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওজর বলে গণ্য। যেমন অতিবার্ধক্য, চির রোগ ইত্যাদি।

(৩) 'ফিদয়া"-র শাব্দিক অর্থ ক্ষতিপূরণ। এর পরিমাণ হল একদিনের রোযার পরিবর্তে একজন দরিদ্রকে দু'বেলা পেট ভরে খেতে দেয়া বা এক সের সাড়ে বার ছটাক গম দেয়া কিংবা তার মূল্য দেয়া।

(৪) ফিদয়া বেশী দেয়া তথা এক রোযার পরিবর্তে দু'বেলার বেশী খানা দেয়া বা কয়েক মিসকীনদের পেট ভরে খাওয়ানো, এটা আরো উত্তম। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৮৩ নং আয়াত:

১. (রমযান মাসে) রোযা রাখা ফরয।

২. রোযা দ্বারা তাকওয়ার প্রবৃত্তি গড়ে ওঠে।

৩. রোযাতে কষ্ট বোধ করার কিছু নেই। কেননা পূর্ববর্তীদের উপরও রোযার বিধান ছিল। তারা রাখতে পারলে আমরা কেন পারব না।

● ১৮৪ নং আয়াত:

১. রোগীর পক্ষে রোযা রাখা খুব কষ্টকর কিংবা ক্ষতিকর হলে রোযা ভাঙ্গা জায়েয।

২. মুসাফিরের জন্য রোযা ভাঙ্গা জায়েয।

www.maktabatulabrar.com

৩. রোগী বা মুসাফির ব্যক্তি যে কয়টা রোযা ভেঙ্গেছে, রমযানের পর সুস্থ্য বা মুকীম হলে সে কয়টা রোযা কাযা করবে (এক সঙ্গে বা পৃথক পৃথক)।

৪. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين (আর যাদের জন্য এটা অতিশয় কষ্টদায়ক তাদের জিম্মায় ফিদয়া– একজন মিসকীনের খোরাক।) দ্বারা বোঝা যায় গর্ভবতী মহিলা ও দুগ্ধদায়িনী মহিলার রোযা রাখতে অতিশয় কষ্ট হলে তাদের জন্য রোযা ভাঙ্গা জায়েয। তবে পরে কাযা করতে হবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

৫. অতিবার্ধক্য বা চির রোগের কারণে রোযা ভাঙ্গলে তার বদলে ফিদয়া দিতে হবে।

৬. ফিদয়া-র পরিমাণ হল একদিনের রোযার পরিবর্তে একজন দরিদ্রকে দু'বেলা পেট ভরে খেতে দেয়া। (বা এক সের সাড়ে বার ছটাক গম দেয়া কিংবা তার মূল্য দেয়া।)

৭. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون (আর তোমাদের রোযা রাখা খুবই উত্তম যদি তোমরা বুঝতে পার।) দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে যে, রোযার মধ্যে (ধর্মীয় ও সামাজিক) বহুবিধ ফায়দা রয়েছে।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٥﴾

(১৮৫) রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযেল করা হয়েছে মানুষের জন্য হেদায়াত, সঠিক পথের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এবং হক বাতিলের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী হিসেবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসে বর্তমান থাকবে[১], সে যেন তাতে রোযা রাখে। আর কেউ অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকলে অন্য দিনে গণনা পূরণ করে নেয়া (বিধেয়)। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং তোমাদের উপর কঠোরতার ইচ্ছা করেন না। আর যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদেরকে দিক নির্দেশনা[২] দান করার দরুণ আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর[৩] আর যেন তোমরা শোকর আদায় কর।[৪]

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿١٨٦﴾

(১৮৬) আর আমার বান্দারা[৫] আমার ব্যাপারে তোমার নিকট জিজ্ঞেস করলে আমি তো নিকটেই রয়েছি। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই, যখন সে আমার কাছে আহ্বান করে। অতএব তারা যেন আমার আহ্বানে সাড়া দেয় এবং আমার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে, আশা করা যায় তারা সু-পথ লাভ করতে পারবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) রমযান মাসে বর্তমান থাকার মর্ম হল রমযান মাসটিকে এমন অবস্থায় পাওয়া যাতে রোযা রাখার সামর্থ থাকে। অর্থাৎ, মুসলমান, আকেল (বুদ্ধিমান), সাবালক, মুকীম এবং হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র অবস্থায় বর্তমান থাকে।

(২) কাযা-র বিধানই হচ্ছে এই দিক নির্দেশনা। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা ও মহত্ত্ব কীর্তন করা এ জন্য যে, ওজরের অবস্থায় কাযাকৃত রোযার কাযা রাখার বিধান দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এমন এক পন্থা বলে দিয়েছেন যাতে রোযার বরকত ও ফললাভে বঞ্চিত হতে না হয়। কাযা করা ওয়াজিব না হলে কে কাযা রেখে পরিপূর্ণ ছওয়াব অর্জন করতে পারত? (বয়ানুল কুরআন)

(৪) ওজরের কারণে রমযানে রোযা না রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এই সহজ করার জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করা চাই। (প্রাগুক্ত)

(৫) পল্লীবাসী কিছু লোক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিল যদি আমাদের পরওয়ারদিগার আমাদের নিকটেই থেকে থাকেন, তবে আমরা আস্তে আস্তে দুআ করব। আর যদি দূরে থেকে থাকেন, তবে উচ্চঃস্বরে ডাকব। এ প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযেল হয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৮৫ নং আয়াত:

১. রমযান মাসে কুরআন নাযেল করার কথা বলে রমযান মাসের ফযীলত বোঝানো হয়েছে।

২. কুরআন হচ্ছে মানুষের জন্য হেদায়াত।

৩. কুরআন হচ্ছে হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী।

৪. রমযান মাসে রোযা রাখা ফরয।

৫. রমযান মাসে রোযা ফরয হওয়ার জন্য রোযা রাখার যোগ্য অবস্থায় রমযান মাসে বর্তমান থাকা শর্ত। সেই যোগ্যতা হল মুসলমান, আকেল (বুদ্ধিমান), সাবালক, মুকীম এবং হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া।

৬. রোগী বা মুসাফির ব্যক্তি রোযা ভাঙ্গলে রমযানের পর (সুস্থ্য বা মুকীম হলে) যে কয়দিনের রোযা ভেঙ্গেছে সে কয়দিনের রোযা কাযা করবে (এক সঙ্গে বা পৃথক পৃথক)।

৭. ইসলামী শরীয়ত সহজ, এতে কোন কঠিনতা নেই।

৮. এই সহজ করার জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করা চাই।

৯. ওজরের অবস্থায় কাযাকৃত রোযার কাযা রাখার বিধান দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রোযার বরকত ও ফলাফল লাভ থেকে বঞ্চিত না হওয়ার পন্থা বলে দিয়েছেন বলে আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা ও প্রশংসা করা চাই।

● ১৮৬ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে فانى قريب (আমি নিকটেই রয়েছি) বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ধীরে সুস্থে নীরবে দুআ করা উত্তম। উচ্চঃস্বরে দুআ করা পছন্দনীয় নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

২. রোযার আলোচনার পর দুআর প্রসঙ্গ উল্লেখ থেকে বোঝা যায় রোযা অবস্থায় বিশেষভাবে দুআর এহতেমাম করা চাই। হাদীছে এসেছে– ইফতার করার সময় রোযাদারের দুআ কবূল হয়ে থাকে। (আবূ দাউদ)

www.maktabatulabrar.com

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

(১৮৭) রোযার[১] রাতে তোমাদের স্ত্রীগমন তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ আর তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি নিশ্চিত খেয়ানত[২] করে যাচ্ছিলে। যাহোক তিনি তোমাদের তওবা কবূল করেছেন এবং তোমাদের গোনাহ মিটিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে (স্ত্রীদের সাথে) মেলামেশা কর এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য লিখেছেন[৩] তা সন্ধান কর। আর পানাহার কর যে পর্যন্ত না তোমাদের নিকট কাল রেখা থেকে ভোরের সাদা রেখা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। আর স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করো না যখন তোমরা এ'তেকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর। এই সব হল আল্লাহর (বেঁধে দেয়া) সীমারেখা। অতএব এগুলি (লঙ্ঘন)-এর কাছেও যেও না। এভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য নিজ বিধানমূহ বর্ণনা করে থাকেন, যাতে তারা বাঁচতে পারে।

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

(১৮৮) আর তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং তা (-র মিথ্যা মুকদ্দমা) বিচারকদের নিকট এ উদ্দেশ্যে পেশ করো না যাতে মানুষের সম্পদের একাংশ অবৈধ পন্থায় আত্মসাৎ করে নাও। অথচ তোমরা (আপন মিথ্যা ও জুলুম সম্পর্কে) অবগত আছ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) প্রথম যখন রোযা ফরয করা হয়েছিল তখন ইফতারের পর থেকে শয্যা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী ব্যবহারের অনুমতি ছিল। ঘুমিয়ে পড়ার সাথে সাথে এসবকিছু হারাম হয়ে যেত। সাহাবী হযরত কায়স ইবনে সারমা আনসারী (রা.) একবার দিনভর কঠোর পরিশ্রম করে ইফতারের সময় ঘরে এসে দেখেন ঘরে খাওয়ার মত কিছুই নেই। স্ত্রী বললেন, একটু অপেক্ষা করুন আমি কোন স্থান থেকে কিছু সংগ্রহ করে আনার চেষ্টা করি। স্ত্রী যখন কিছু খাবার সংগ্রহ করে ফিরে এলেন,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ততক্ষণে সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। এরপর তিনি জাগ্রত হন। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ার দরুণ খানা পিনা পূর্বেই হারাম হয়ে যায়। ফলে পরদিন তিনি এ অবস্থাথেই রোযা রাখেন। কিন্তু দুপুর বেলায় শরীর দুর্বল হয়ে তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে যান। অনুরূপভাবে কোন কোন সাহাবী গভীর রাতে ঘুম ভাঙ্গার পর স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়ে যান। এসব ঘটনার পর উক্ত আয়াত নাযেল হয়। যাতে পূর্ববর্তী হুকুম রহিত করে সূর্যাস্তের পর হতে সুবহে সাদেক উদিত হওয়া পর্যন্ত পানাহার এবং স্ত্রী ব্যবহার বৈধ করা হয়েছে।

(২) ঘুমানোর পর স্ত্রীগমন দ্বারা আল্লাহর হুকুম লংঘিত হয়। এতে তোমরা গোনাহগার হচ্ছ এবং নিজেদের উপর নিজেরা খেয়ানত করছ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য যে সন্তানাদি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন স্ত্রী মিলনের দ্বারা সেটাও উদ্দেশ্য হওয়া চাই। কেবল যৌনতা ও সম্ভোগকামিতা নয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৮৭ নং আয়াত:

১. রমযানের রাতে সূর্য অস্ত যাওয়া থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীগন বৈধ।

২. وابتغوا ما كتب الله لكم (আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখেছেন তা সন্ধান কর।) এ আয়াতে আযল মাকরূহ হওয়া এবং জন্মনিরোধের ব্যবস্থাগ্রহণ ও সমকামিতা হারাম হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৩. ثم اتموا الصيام الى الليل (অতঃপর রোযা পূর্ণ করতে থাক।) থেকে রোযার সময়সীমা বোঝা যায়। তা হল সুবহে সাদেক থেকে পরবর্তী সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. ثم اتموا الصيام الى الليل (অতঃপর রোযা পূর্ণ করতে থাক।) আয়াত থেকে 'সওমে বেসাল' তথা ইফতার না করে লাগাতার রোযা রাখা নিষেধ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৫. এ'তেকাফের বিধিবদ্ধতা বিশেষ ভাবে রমযান মাসে।

৬. এ'তেকাফ অবস্থায় স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ।

৭. "স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করো না" বলে সহবাস করো না বোঝানো হয়েছে। ইংগিত সূচক শব্দ ব্যবহার করে লজ্জা শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

৮. تلك حدود الله (এই সব হল আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমারেখা।) এখানে বোঝানো হয়েছে- খানা পিনা এবং রোযার মধ্যে সুবহে সাদেকের উদয় সঠিকভাবে নির্ণয়ই হচ্ছে সীমারেখা। এ সীমারেখা উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খানাপিনা বন্ধ করা জরুরী মনে ভাবা যেমন জায়েয নয়, তেমনি সুবহে সাদেক উদয় হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর খানাপিনা করাও হারাম এবং রোযা নষ্ট হওয়ার কারণ তা এক মিনিটের জন্যে হলেও। (মাআরিফুল কুরআন)

৯. আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করা হারাম।

● ১৮৮ নং আয়াত:

১. চুরি, আত্মসাৎ, ধোঁকা, জালিয়াতী প্রভৃতি অন্যায় পন্থায় কোন মুসলমানের মাল গ্রাস করা হারাম।

২. অন্যায়ভাবে নিজের পক্ষে রায় নেয়ার জন্য বিচারককে ঘুষ প্রদান করা হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. "অথচ তোমরা (আপন মিথ্যা ও জুলুম সম্পর্কে) অবগত আছ।" বলে বোঝানো হয়েছে- জেনে বুঝে পাপ করা অধিকতর অপরাধ।

৪. রোযা সম্পর্কিত বিধি-বিধান বর্ণনার সাথে সাথে হারাম মাল সম্পর্কে বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় রোযার সাথে হালাল মালের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। রোযার সেহরী ও ইফতার হালাল মাল দ্বারা হওয়া চাই।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ؕ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۸۹﴾

(১৮৯) তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে নতুন চাঁদের অবস্থা সম্বন্ধে[১]। তুমি বলে দাও এটা সময় পরিচয়ের চিহ্ন মানুষের জন্য এবং হজ্জ আদায়ের জন্য। আর এতে কোন[২] নেকী নেই যে, তোমরা ঘরসমূহে তার পিছন দিক থেকে প্রবেশ কর, কিন্তু নেকী হল তার, যে তাকওয়া অবলম্বন করে। আর তোমরা গৃহে তার দরজা দিয়ে প্রবেশ কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। কারণ চাঁদের আকৃতি সূর্য থেকে ভিন্নতর। চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির মূল কারণ কিংবা এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য লক্ষ্য, সুবিধা-অসুবিধা ছিল তাদের জিজ্ঞাস্য। যদি প্রশ্ন হয় হ্রাস-বৃদ্ধির উদ্দেশ্য লক্ষ্য সম্পর্কে, তবে তো প্রশ্ন অনুযায়ী জবাব হয়ে গেছে। আর যদি প্রশ্ন হ্রাস-বৃদ্ধির মূল কারণ সম্পর্কে হয়ে থাকে, তাহলে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির মূল কারণ বর্ণনার পরিবর্তে উদ্দেশ্য লক্ষ্য বর্ণনার দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে। আর মানুষের ইহলৌকিক পারলৌকিক কোন বিষয় এই জ্ঞান লাভের উপর নির্ভরশীল নয়। কাজেই হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন নিরর্থক। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) জাহেলী যুগের লোকেরা মনে করত- হজ্জ বা উমরার ইহরাম বেঁধে দরজা দিয়ে প্রবেশ করা মহাপাপ। ছাদের উপর চড়ে কিংবা পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে পুণ্য লাভ হয়। তাদের এ কুসংস্কার খণ্ডন করে উক্ত ব্যাপারে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পথচলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৮৯ নং আয়াত:

১.শরীয়তের দৃষ্টিতে চান্দ্র মাসের হিসাব বা সৌর হিসাব উভয়টা জায়েয। তবে যেহেতু হজ্জ রোযা ইত্যাদি শরীয়তের অনেক বিধি-বিধান চান্দ্র মাসের সাথে সম্পৃক্ত, তাই চান্দ্র মাসের হিসাব

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

রাখা ফরযে কিফায়াহ এবং সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং লেন-দেনের ক্ষেত্রেও চান্দ্রপঞ্জীর অনুসরণকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। চাঁদ এক হিসেবে শি'আরে ইসলাম বা ইসলামের প্রতীক, সেহেতু সৌর হিসাবকে এত প্রাধান্য দেয়া যে, চান্দ্রপঞ্জী ও চান্দ্র মাসের হিসাব একেবারে ভুলে যাওয়া, এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ। (মাআরিফুল কুরআন)

২. لیس البر بان (এতে কোন নেকী নেই যে, ...) আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়– যে বিষয়কে ইসলামী শরীয়ত প্রয়োজনীয় বা ইবাদত বলে মনে করে না, তাকে নিজের পক্ষ থেকে ইবাদত বা প্রয়োজনীয় মনে করা জায়েয নেই। এমনিভাবে যে জিনিসটি শরীয়তে জায়েয ও মুবাহ, তাকে হারাম বা পাপ মনে করাও গোনাহ। বিদআত নাজায়েয হওয়ার প্রধান দুটো কারণ এটাই। কেননা সেক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় জিনিসকে ফরয ওয়াজিবের মত আবশ্যকীয় মনে করা হয় অথবা কোন কোন জায়েয জিনিসকে না-জায়েয ও হারাম বলে গণ্য করা হয়। সুতরাং আয়াত থেকে বিদআত প্রচলনের নিষেধাজ্ঞা ও সুস্পষ্টভাবে বুঝে আসে। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. তাকওয়া দ্বারা কামিয়াবী অর্জিত হয়।

وَقَاتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ الَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ ﴿۱۹۰﴾

(১৯০) আর লড়াই[১] কর আল্লাহর রাস্তায় তাদের সাথে, যারা তোমাদের সাথে[২] লড়াই করে এবং সীমালংঘন[৩] করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

وَاقْتُلُوْهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَیْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰی یُقٰتِلُوْكُمْ فِیْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ؕ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِیْنَ ﴿۱۹۱﴾

(১৯১) আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে তাদেরকে নাগালে পাও এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে, যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। আর এরূপ[৪] ফিৎনা[৫] হত্যার চেয়ে গুরুতর।[৬] আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদের হারামের আশে পাশে, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের সাথে সেখানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। অবশ্য যদি তারা আগেই যুদ্ধ প্রস্তুতি[৭] গ্রহণ করে তবে তোমরাও তাদেরকে হত্যা কর। এরূপ কাফেরদের শাস্তি এটাই।

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۱۹۲﴾

(১৯২) অনন্তর (যুদ্ধ শুরুর পরও) যদি তারা (কুফর থেকে) ফিরে আসে, তবে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰی لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّیَكُوْنَ الدِّیْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَی الظّٰلِمِیْنَ ﴿۱۹۳﴾

(১৯৩) আর তোমরা[৮] তাদের সাথে লড়াই কর এ পর্যন্ত যে, ফিৎনা থাকবে না এবং (তাদের) দ্বীন একমাত্র[৯] আল্লাহর জন্য হয়ে যাবে। অতঃপর যদি তারা (কুফর থেকে) ফিরে আসে, তবে (জেনে রাখ) অনাচারীদের ব্যতীত কারো প্রতি কোন কঠোরতা নেই।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰی عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰی عَلَیْكُمْ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِیْنَ ﴿۱۹۴﴾

(১৯৪) সম্মানিত মাসের পরিবর্তে[১০] সম্মানিত মাস। আর এই সম্মানগুলি বিনিময়ের বিষয়[১১] (অর্থাৎ, উভয় পক্ষের সমভাবে রক্ষণীয়।) অতএব যে ব্যক্তি তোমাদের উপর সীমালংঘন করে, তোমরাও তার উপর সীমালংঘন কর, যেমন সে তোমাদের উপর সীমালংঘন করেছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ ভয় করনেওয়ালাদের সাথে থাকেন।

وَاَنْفِقُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَیْدِیْكُمْ اِلَی التَّهْلُكَةِ ۛۚ وَاَحْسِنُوْا ۛۚ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۱۹۵﴾

(১৯৫) আর তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে[১২] ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না।[১৩] আর তোমরা কাজ উত্তমভাবে সম্পন্ন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ উত্তমভাবে কর্ম সম্পন্নকারী লোকদেরকে ভালবাসেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ষষ্ঠ হিজরীতে যিলকদ মাসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু পথিমধ্যে মুশরিক কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন। পরিশেষে দীর্ঘ আলোচনার পর হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদিত হয়। এতে বলা হয়, মুসলমানগণ এ বছর মদীনায় ফিরে যাবে। আগামী বছর উমরা পালন করবে। সে মতে সপ্তম হিজরীর যিলকদ মাসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তখন মুসলমানদের অন্তরে আশংকা জাগে, যদি কাফেররা চুক্তি লংঘন করে তবে এমতাবস্থায় চুপ থাকা যেমন উচিত নয় আবার যুদ্ধ করাও সমীচীন নয়। কারণ, তখনও আশহুরে হুরুমে তথা সম্মানিত মাস চতুষ্টয় যিলকদ, যিলহজ্জ মুহাররম ও রজবে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। এহেন অবস্থায় এ আয়াত নাযেল হয়।

(২) অন্যান্য কাফেরদের ন্যায় এ চুক্তিবদ্ধ কাফেরদের সাথে চুক্তি হেতু তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু করতে পারবে না। কিন্তু তারা যদি চুক্তি লংঘন করে, তবে তোমরাও নিঃসংকোচে তাদের সাথে যুদ্ধ কর। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৩) প্রথমে নিজেরা চুক্তি লংঘন করে সীমা অতিক্রম করবে না। এমনিভাবে শিশু, বৃদ্ধ, সংসারত্যাগী, সন্ন্যাসী, অন্ধ, পঙ্গু-অসমর্থ, কাফেরদের অধীনস্থ মযদূর –যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না– এসব লোককে যুদ্ধে হত্যা করা সীমালংঘনের অন্তর্ভুক্ত। তবে হাঁ এরা যদি কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বা তাদেরকে সাহায্য করতে থাকে, তবে এদেরকেও হত্যা করা জায়েয। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) القتلة –এর আলিফ লাম عهد خارجى –এর অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। সেমতে তর্জমায় "এরূপ" শব্দ যোগ করা হয়েছে।

(৫) 'ফিৎনা' শব্দ দ্বারা কুফর, শিরক এবং ইবাদত ও দ্বীনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করাকে বুঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) এহেন ফিৎনা ক্ষতির দিক থেকে হত্যার চেয়ে মারাত্মক। যেহেতু ফিৎনা হত্যার কারণ হয়ে থাকে। (প্রাগুক্ত)

(৭) বয়ানুল কুরআনে فان قتلوكم –এর এরূপ তর্জমা করা হয়েছে اگر وہ خود ہی لڑنے کا سا مان کرنے لگیں

(৮) এ হুকুম কেবল আরব কাফেরদের বেলায় প্রযোজ্য। তাদের বেলায় কেবল ইসলাম, না হয় যুদ্ধ। তৃতীয়টির অবকাশ নেই। অন্যান্য কাফেরদের ক্ষেত্রে জিযয়া (প্রতিরক্ষা কর) প্রদানের স্বীকারোক্তিতে যুদ্ধ না করার অনুমতি আছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৯) কারো দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়া নির্ভর করে ইসলাম গ্রহণ করার উপর। অর্থাৎ, তারা কুফর ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করা পর্যন্ত। (প্রাগুক্ত)

(১০) সম্মানিত মাস তোমাদেরকে যুদ্ধ থেকে তখনই বিরত রাখতে পারবে, যখন তারাও সম্মানিত মাস চতুষ্টয়ের সম্মান রক্ষার্থে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। (প্রাগুক্ত)

(১১) প্রাচীন আরবদের নিকট যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহাররম এবং রজব মাস পবিত্র হিসেবে গণ্য হত। কিন্তু তারাই যিলকদ মাসে মুসলমানদেরকে উমরা পালনে বাধা প্রদান করার মাধ্যমে এ মাসের পবিত্রতা বিনষ্ট করে। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, তারা যদি পবিত্রতা রক্ষা না করে তবে তোমাদের জন্য তা জরুরী নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(১২) এখানে "নিজেদেরকে" কথাটি উহ্য রয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(১৩) অর্থাৎ, আল্লাহর পথে ব্যয় না করা এবং কাফেরদের মুকাবিলায় জেহাদে অংশ না নেয়ার ফলে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তারা শক্তিশালী হয়ে উঠবে, যা তোমাদের ধ্বংসের কারণ হবে। অতএব তোমরা জেহাদে ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংস করো না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯০ নং আয়াত:

১. যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। আর যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে তাদের সাথে যুদ্ধ করা নিষেধ। (এ বিধান পরবর্তী ১৯৪ নং আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে যায়।)

২. যুদ্ধে শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদেরকে হত্যা করা সীমালংঘন, আর সীমালংঘন নিষিদ্ধ। তবে তারা যদি যুদ্ধে শরীক হয় বা যোদ্ধাদেরকে সহযোগিতা করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা করা জায়েয।

● ১৯১ নং আয়াত:

১. জেহাদে হত্যাকাণ্ড হয়ে থাকে বিধায় জেহাদকে খারাপ মনে করা ভুল। কেননা জেহাদ হয় ফেতনা নির্মূল করার জন্য। আর ফেতনা হত্যা থেকে গুরুতর। অতএব গুরুতর অনিষ্টতাকে নির্মূল করার স্বার্থে জেহাদ উত্তম।

২. মসজিদে হারামের নিকটে অর্থাৎ, মক্কা ও হুদূদে হারামের মধ্যে নিজেদের থেকে যুদ্ধের সূচনা করা নিষেধ। তবে শত্রুপক্ষ নিজেদের থেকে সেখানে যুদ্ধের অবতারণা করলে তখন এ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে না।

● ১৯২ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে বলা হয়েছে "তারা যদি (কুফর থেকে) ফিরে আসে, তবে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" এ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, কুফর বর্জন করে ইসলাম গ্রহণ করলে পূর্বের সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়।

২. আল্লাহ তাআলা অতিশয় দয়ালু ও ক্ষমাশীল। এ কথা বলে মানুষকে ক্ষমা করার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

● ১৯৩ নং আয়াত:

১. জেহাদের বিধান বর্ণিত হয়েছে। জেহাদ ফরয। কখনও ফরযে কেফায়া, কখনও ফরযে আইন।

২. প্রতিপক্ষ দ্বীন গ্রহণ না করা পর্যন্ত জেহাদ বলবৎ থাকবে।

● ১৯৪ নং আয়াত:

১. প্রতিপক্ষ সম্মানিত মাসের পবিত্রতা রক্ষা না করলে মুসলমানদের জন্য তা রক্ষা করা জরূরী নয়।

২. অধিকাংশ ইমামের ইজমা' হল, "সম্মানিত মাসসমূহে লড়াই করা নাজায়েয" সংক্রান্ত বিধান রহিত হয়ে গেছে। এসব মাসে জেহাদ করা এখন জায়েয আছে। তবে নিজেদের পক্ষ হতে যুদ্ধের সূচনা না করাই উত্তম। (বয়ানুল কুরআন)

৩. তাকওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৪. তাকওয়ার বহুবিধ ফায়দার মধ্য থেকে একটা ফায়দা এই বর্ণিত হয়েছে যে, মুত্তাকীদের সাথে আল্লাহর নুসরত ও সাহায্য থাকে।

● ১৯৫ নং আয়াত:

১. জেহাদে ব্যয় করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

২. জেহাদে ব্যয় না করা প্রকারান্তরে নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংস করা। (এ কথাটির ব্যাখ্যার জন্য ১৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

৩. সৎকর্ম উত্তমভাবে সম্পন্ন করা চাই। আল্লাহ তাআলা উত্তমভাবে কর্মসম্পন্নকারী লোকদেরকে ভালবাসেন।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ ۪ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۱۹۶﴾

(১৯৬) আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর। অনন্তর তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হলে[১] কুরবানীর জীব যা সহজলভ্য হয় (তা যথারীতি কুরবানী করবে।) এবং কুরবানীর পশু স্বস্থানে পৌছার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা নিজেদের মাথা মুণ্ডন করো না। অবশ্য তোমাদের কেউ পীড়িত হলে অথবা তার মাথায় তকলীফ থাকলে রোযা, সদকা অথবা কুরবানীর দ্বারা (এর) ফিদয়া[২] দিয়ে দেয়া (বিধেয়)। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন কেউ হজ্জের সাথে উমরাকে একত্রিত করে লাভবান হতে চাইলে[৩] কুরবানীর জীব যা সহজলভ্য হয় তা (কুরবানী করবে)। আর কেউ কুরবানীর পশু না পেলে তিন দিন রোযা রাখা (বিধেয়) হজ্জের সময়, আর সাত দিন যখন তোমাদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় হয়[৪] এই হল পূর্ণ দশ। এই বিধান তাদের জন্য, যাদের পরিবার-পরিজন মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং জেনে রাখ যে, অবশ্যই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, অসুস্থতা কিংবা শত্রুর পক্ষ হতে বাধার কারণে হজ্জ ও উমরা পূরণ করতে অক্ষম হলে সহজলভ্য কুরবানীর পশু যবেহ স্থলে পাঠিয়ে দিতে হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) বৈধ কারণবশত ধর্মীয় কোন বিধান পালনে অক্ষম হলে তার পরিবর্তে অর্থদান কিংবা এধরনের যে বিধান রয়েছে তাকে ফিদয়া বলে।

(৩) "হজ্জের সাথে উমরাকে একত্রিত করে লাভবান হতে চাওয়া"-র মধ্যে হজ্জে তামাত্তু ও হজ্জে কেরান উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

(৪) যখন গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় হবে অর্থাৎ, যখন হজ্জ পূর্ণ করা হবে। হজ্জ পূর্ণ করার পর সাত দিন রোযা রাখবে, গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর হোক অথবা সেখানেই থেকে হোক। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯৬ নং আয়াত:

১. হজ্জ বা উমরার ইহরাম বেধে হজ্জ বা উমরা শুরু করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব, যদিও নফল হজ্জ বা নফল উমরা হোক।

www.maktabatulabrar.com

২. "ইহ্সার"-এর হুকুম বর্ণিত হয়েছে যে, কেউ যদি হজ্জ বা উমরার ইহরাম বাধার পর কোন কঠিন ব্যধি বা শত্রুর কারণে হজ্জ বা উমরা পূর্ণ করণে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তখন হজ্জ বা উমরা পালন করতে না পারে তাহলে সে কুরবানী করার আগ পর্যন্ত হালাল হতে পারবে না। কুরবানী করে মাথা মুণ্ডনের মাধ্যমে হালাল হতে হবে।

৩. এরূপ ব্যক্তি কুরবানীর পশু যবেহ স্থলে পৌছার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করতে পারবে না।

৪. এরূপ ব্যক্তি যদি অসুস্থতার কারণে কুরবানীর পশু যবেহ স্থলে পৌছার পূর্বেই মাথা মুণ্ডন করে ফেলে, তবে তার জন্য এটা জায়েয আছে। কিন্তু তাকে ফিদয়া স্বরূপ তিন দিন রোযা পালন অথবা ছয়জন মিসকীনের প্রত্যেককে সদকায়ে ফিতর পরিমাণ দান কিংবা একটি বকরী যবেহ-এর মাধ্যমে ফিদয়া দিতে হবে। (বয়ানুল কুরআন)

৫. হজ্জে কেরান ও হজ্জে তামাত্তুকারীর উপর দমে শোকর ওয়াজিব। উল্লেখ্য- মীকাত অর্থাৎ, ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থান হতে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বেঁধে একই ইহরামে হজ্জ ও উমরা উভয় ইবাদত সম্পন্ন করাকে "হজ্জে কেরান" বলে। আর মীকাত হতে প্রথমে উমরার ইহরাম বেঁধে উমরা সম্পন্ন করার পর হজ্জের সময়ে মক্কা হতে হজ্জের ইহরাম বেঁধে একই সফরে উভয় ইবাদত আদায় করাকে "হজ্জে তামাত্তু" বলে।

৬. হজ্জে কেরান ও হজ্জে তামাত্তুকারী দমে শোকর আদায় করার ক্ষমতা না রাখলে তাকে দশদিন রোযা রাখতে হবে। হজ্জের সময় তিন দিন আর হজ্জ পূর্ণ করার পর (গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর হোক অথবা সেখানে থেকেই হোক) সাত দিন। (বয়ানুল কুরআন)

৭. "হজ্জে কেরান" এবং "তামাত্তু" শুধুমাত্র সেসব ব্যক্তির জন্য জায়েয, যারা মীকাত-এর বাইরে অবস্থান করেন। (বয়ানুল কুরআন)

৮. আয়াতের শেষে তাকওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে এবং আল্লাহর আযাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। বস্তুত তাকওয়া আল্লাহর ভয় ও আযাবের কথা উল্লেখ করে উপরোক্ত বিধি-নিষেধ লংঘন থেকে সাবধান করা হয়েছে।

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوْنِ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿۱۹۷﴾

(১৯৭) হজ্জ (-এর সময়) কয়েকটি সুবিদিত মাস।[১] অতঃপর কেউ এসব মাসে হজ্জ করা স্থির করলে[২] (তার জন্য) হজ্জের সময়ে স্ত্রী-সম্ভোগ, পাপকার্য এবং কলহ-বিবাদ (জায়েয) নেই। আর তোমরা নেক কাজের যা কিছু কর আল্লাহ তা জানেন। আর তোমরা পাথেয় সাথে নিও।[৩] কেননা পাথেয়ের মধ্যে অবশ্যই উত্তম কথা হল (ভিক্ষাবৃত্তি থেকে) বেঁচে থাকা[৪]। আর হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(১৯৮) তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ অন্বেষণ করাতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। এরপর যখন তোমরা আরাফা থেকে ঢলের ন্যায় ছুটবে, তখন মাশআরুল হারামের[৫] কাছে পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তিনি তোমাদেরকে যেভাবে শিখিয়েছেন সেভাবে তাকে স্মরণ করবে। যদিও তোমরা ইতিপূর্বে নিশ্চিতই পথভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।	لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ فَاِذَاۤ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۪ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿۱۹۸﴾
(১৯৯) অতঃপর লোকেরা যেখান থেকে ফিরে আসে তোমরাও সে স্থান থেকে ফিরে আসবে।[৬] আর আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۹۹﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শাওয়াল, যিলকদ এবং যিলহজ্জের প্রথম দশদিন হজ্জের মাস বা হজ্জের সময়। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইহরাম বাঁধে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) ইসলাম পূর্ববর্তী সময়ে একটি ভ্রান্ত রীতি এই ছিল যে, তারা তাওয়াক্কুল ও তাকওয়ার নামে প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগ্রহ ব্যতীত হজ্জের সফরে গিয়ে মানুষের কাছে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করত এবং এটাকে তারা ছওয়াবের কাজ মনে করত। আল্লাহ তাআলা এরূপ কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) خير الزاد التقوى : এখানে تقوى শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

(৫) আরাফা ও মিনার মধ্যবর্তী 'মুযদালিফা' নামক উপত্যকায় অবস্থিত পাহাড়কে 'মাশআরুল হারাম' বলা হয়। আরাফার ময়দানে অবস্থান শেষে যিলহজ্জের ৯ম তারিখ দিবাগত রাত্রে মুযদালিফায় অবস্থানকালীন সময়ে উল্লেখিত পাহাড়ের পাদদেশে আল্লাহ তাআলার যিকির করতে বলা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) শানে নুযূল: কুরাইশ গোষ্ঠী অভিজাত্যের অহমিকায় সর্বসাধারণের সাথে মক্কার বাইরে অবস্থিত আরাফার ময়দানে গমনের পরিবর্তে মক্কার ভিতরে অবস্থিত মুযদালিফা উপত্যকায় অবস্থান করত এবং বলত যে, আমরা মক্কার প্রতিবেশী। আমাদের জন্য বাইরে গমন করা উচিত নয়। আলোচ্য আয়াতে এরূপ অহংকার পরিত্যাগ করে সর্বসাধারণের সাথে আরাফার ময়দানে অবস্থান শেষে মক্কায় তওয়াফের উদ্দেশ্যে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯৭ নং আয়াত:

১. হজ্জের মাস সুবিদিত অর্থাৎ, শাওয়াল, যিলকদ এবং যিলহজ্জের প্রথম দশদিন। এটা হল হজ্জের মাস বা সময়। অতএব এ সময়ের পূর্বে হজ্জের এহরাম বাঁধলে চলবে না।

২. হজ্জের সময়ে পাপকার্য এবং কলহ-বিবাদ জায়েয নয়। এগুলি অন্য সময়েও খারাপ, তবে হজ্জের সময়ে আরও বেশী খারাপ।

৩. "তোমরা নেক কাজের যা কিছু কর আল্লাহ তা জানেন।" হজ্জের আলোচনা কালে এ কথা বলে হজ্জের সময়ে নেক কাজের প্রতি বিশেষ যত্ন রাখার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

৪. হজ্জে পাথেয় তথা পথ-খরচ নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পথ-খরচ না নিয়ে হজ্জে গমন করা এবং সেখানে গিয়ে ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে মানুষকে পেরেশান করা জায়েয নয়। তবে কারও যদি পূর্ণ তাওয়াক্কুল থাকে এবং ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত না হয়, তবে পথ-খরচ ছাড়াও হজ্জে গমন করা জায়েয আছে। (বয়ানুল কুরআন)

● ১৯৮ নং আয়াত:

১. হজ্জের উদ্দেশ্যে গমন করে সেখানে ব্যবসা করা তথা অর্থ উপার্জন করা জায়েয আছে। তবে যদি হজ্জে গমনের দ্বারা ব্যবসা করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তবে অবশ্যই হজ্জের ছওয়াবে ঘাটতি হবে। (বয়ানুল কুরআন)

২. আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর 'মাশআরুল হারাম'-এর নিকট তথা মুযদালিফায় অবস্থান কালীন সময়ে আল্লাহ তাআলার যিকির করতে বলা হয়েছে।

● ১৯৯ নং আয়াত:

১. হজ্জের ক্রিয়াদি আদায় করার ক্ষেত্রে সকল হাজী সমান। এ ক্ষেত্রে কারও কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য নেই। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. এ আয়াতের দ্বারা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজনীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হল, সমাজের নেতৃস্থানীয় এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কখনই সর্বসাধারণের কাছ থেকে দূরত্বে অবস্থান করা সমীচিন নয় বরং সমাজ জীবনে তাদের কাছাকাছি থাকা উচিত। এর দ্বারা পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি এবং ভালবাসা ও সৌহার্দ সৃষ্টি হয় এবং ধনী-দরীদ্রের ব্যবধান ও মালিক-শ্রমিকের সংঘাত মিটে যায়।

৩. অত্র আয়াতে মুযদালিফায় অবস্থান করে নিজেদের স্বাতন্ত্র রক্ষায় আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে সতর্ক করেছেন এবং তাদের কর্মকে গোনাহ আখ্যা দিয়ে তওবা করার নির্দেশ দিয়েছেন। (মাআরিফুল কুরআন)

৪. আয়াতে বেশী বেশী ইস্তেগফার করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

৫. ইস্তেগফার করার কথা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলার ক্ষমা গুণের কথা উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, ইস্তেগফার করলে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন।

৬. আয়াতের শেষে আল্লাহ তাআলার দয়া গুণের কথা বর্ণিত হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾	(২০০) অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের আমলসমূহ সম্পন্ন করবে তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করবে, যেরূপে তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে স্মরণ করতে।[১] বরঞ্চ তার চেয়ে বেশী। বস্তুত কতক মানুষ এমন আছে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেই দাও। (তাদের যা পাওয়ার তা দুনিয়াতেই পেয়ে যাবে।) আর পরকালে তাদের জন্য কোনই অংশ নেই।
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾	(২০১) আর তাদের মধ্যে কতক এমন মানুষ আছে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ[২] দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও। আর জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।
اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾	(২০২) তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই। আর আল্লাহ তাআলা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।
وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾	(২০৩) আর তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনসমূহে[৩] আল্লাহকে স্মরণ করবে। অনন্তর যে দুই দিনে তাড়াহুড়া করে (চলে আসে) তার কোন গোনাহ নেই। আর কেউ বিলম্ব করলে তারও কোন গোনাহ নেই।[৪] (এটা) তার জন্য, যে তাকওয়া অবলম্বন করে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর জেনে রাখ যে, তোমাদেরকে তাঁরই কাছে একত্রিত করা হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) প্রথম যুগে আরববাসীগণ হজ্জের আমল সমাপ্ত করে মীনায় একত্রিত হয়ে নিজ নিজ পিতৃপুরুষদের শৌর্য-বীর্যের কথা কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে বর্ণনা করত। এই অর্থহীন কাজের পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা অত্র আয়াতে যিকিরের তালীম দিয়েছেন। (বয়ানুল কুরআন)

(২) حسنة (কল্যাণ) শব্দটি এখানে ইহলৌকিক, পারলৌকিক এবং দৈহিক ও আত্মিক সব ধরনের কল্যাণ বুঝানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দুনিয়াতে 'কল্যাণ' হলো, নিজ ও পরিবারের সুস্বাস্থ্য, হালাল জীবিকা উপার্জন, সৎকর্ম, উত্তম চরিত্র, সুনাম, দ্বীনি ইল্‌ম, বিশুদ্ধ আকীদা, সঠিক পথের দিশা,

ইখলাস ইত্যাদি। আর পরকালে 'কল্যাণ' হলো, জান্নাত ও তার অফুরন্ত নেয়ামত, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও তাঁর দর্শন লাভ ইত্যাদি। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) নির্দিষ্টসংখ্যক দিনসমূহ হচ্ছে– যিলহজ্জের ১০, ১১, ১২ এবং ১৩ তারিখ। এসব তারিখে হজ্জ থেকে ফারেগ হয়ে মিনায় অবস্থান করার নির্দেশ আছে এবং এদিনসমূহে কঙ্কর নিক্ষেপের সময় এবং প্রত্যেক নামায আদায়ের পর তাকবীর ধ্বনী উচ্চারণ করার বিধান রয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, ১০ তারিখের পর ১১ এবং ১২ তারিখে মিনায় অবস্থান করে ১৩ তারিখে অবস্থান না করে চলে আসা জায়েয আছে এবং অবস্থান করাও জায়েয আছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২০০-২০১ নং আয়াতদ্বয়:

১. মীনায় একত্রিত হয়ে নিজ নিজ পিতৃপুরুষদের শৌর্য-বীর্য বর্ণনার মত অর্থহীন কাজের পরিবর্তে যিকিরের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

২. আল্লাহর কাছে শুধু দুনিয়া নয় বরং দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতের জন্য চাওয়া উত্তম।

৩. رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ দুআর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত।

● ২০৩ নং আয়াত:

১. নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনসমূহে অর্থাৎ, যিলহজ্জের ১০, ১১, ১২ এবং ১৩ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এবং এ দিনগুলিতে প্রত্যেক নামায আদায়ের পর তাকবীর (তাকবীরে তাশরীক্ব) পড়ার বিধান রয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

২. "যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুইদিনে চলে আসে, তবে তার কোন গোনাহ নেই।" এ কথা বলে বোঝানো হয়েছে– ১০ তারিখের পর ১১ এবং ১২ তারিখে মিনায় অবস্থান করে ১৩ তারিখে অবস্থান না করে চলে আসার অনুমতি আছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও আইছারুত্তাফাসীর)

৩. তাকওয়ার নির্দেশ বর্ণনার পর আল্লাহর শাস্তির কথা উল্লেখ করে ইংগিত করা হয়েছে যে, পরকালের শাস্তির কথা এবং হিসাব-নিকাশ ও হাশর-নাশরের কথা চিন্তা করলে তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত হয়।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾	(২০৪) আর কতক মানুষ এমন আছে[১], যার কথাবার্তা –যা পার্থিব জীবন সম্বন্ধে হয়– তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তার অন্তরের বিষয় সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। অথচ সে বিরোধিতায় কঠোরতর।
وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾	(২০৫) আর যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শষ্য-ক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর বংশ বিনাশের চেষ্টা করে; আর আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(২০৬) আর যখন তাকে বলা হয়, "তুমি আল্লাহকে ভয় কর", তখন তার আত্মাভিমান তাকে ঐ গোনাহে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং জাহান্নামই তার জন্য যোগ্য এবং এটি অতি নিকৃষ্ট আবাসস্থল।	وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۲۰۶﴾
(২০৭) আর কতক মানুষ এমন আছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজের জীবনকে বিক্রয় (উৎসর্গ) করে দেয়।[২] আর আল্লাহ (তার) বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿۲۰۷﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে আখনাস বিন শোরাইক সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সে সাহিত্যিক হওয়ার সুবাদে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে শপথ করে ইসলামের দাবী করত এবং পরক্ষণেই দরবার হতে উঠে গিয়ে মুসলমানদের উপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চালাত। (বয়ানুল কুরআন)

(২) হযরত ছুহাইব (রা.) হিযরত করে মদীনায় গমনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেছিলেন। পথিমধ্যে মুশরিক দল তাকে পরিবেষ্টন করে ফেলে। হযরত ছুহাইব (রা.) তাদেরকে বললেন, তোমরা আমার বাড়ী, সহায়-সম্পত্তি সবকিছু নিয়ে যাও এবং এর বিনিময়ে আমাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হতে দাও। এতে তারা রাজী হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা হযরত ছুহাইব (রা.) এবং অন্যান্য মুখলিস সাহাবায়ে কেরামের আত্মদানের প্রশংসা করে আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২০৪-২০৬ নং আয়াতসমূহ:

১. কারও কথা ও বর্ণনাভঙ্গির চানক্যে প্রতারিত না হওয়া চাই, যদি সে ঈমান ইখলাসের অধিকারী না হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ তাআলা অন্তরের বিষয়েও অবগত আছেন।

৩. যে ফ্যাসাদ ঘটায় ও মানুষের অনিষ্ট সাধন করে সে নিকৃষ্ট ব্যক্তি।

৪. অহংকারী ব্যক্তিগণ নছীহত কবূল করে না। বরং নছীহত করার ফলে তাদের পাপের যাত্রা আরও বেড়ে যায়। কাজেই তাদেরকে নছীহত করা হতে বিরত থাকাই শ্রেয়। (বয়ানুল কুরআন)

৫. অহংকার মহাপাপ।

৬. মু'মিনের গুণ হল তার থেকে কোন অন্যায় প্রকাশ পাওয়ার কেউ তাকে আল্লাহকে ভয় করার কথা বললে সে রাগান্বিত হবে না এবং যে তাকে এরূপ বলবে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবে না বরং সে নিজের পাপের কথা স্মরণ করে তওবা এস্তেগফার করবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২০৭ নং আয়াত:

১. আয়াতে জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

২. নিজের সব মাল আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দেয়া জায়েয; এটা অপচয় বা অপব্যয় নয়।

৩. আল্লাহ তাআলা বান্দাদের প্রতি দয়াদ্র।

(২০৮) হে মু'মিনগণ! তোমরা পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ কর[১] এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۲۰۸﴾
(২০৯) অনন্তর তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ আসার পর যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তবে জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, অত্যন্ত হেকমতের অধিকারী।	فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۰۹﴾
(২১০) তারা এরই প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ মেঘের ছায়ায় তাদের কাছে উপস্থিত হবেন এবং সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে। আর সমস্ত বিষয় আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তিত হবে।	هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۲۱۰﴾
(২১১) তুমি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস কর, আমি তাদেরকে কত স্পষ্ট নিদর্শন[২] প্রদান করেছিলাম। আর কেউ তার কাছে আল্লাহর অনুগ্রহ আসার পর সেটা পরিবর্তন করলে অবশ্যই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।	سَلْ بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۭ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۲۱۱﴾
(২১২) পার্থিব জীবন কাফেরদের কাছে সুশোভিত। আর (এ কারণেই) তারা মু'মিনদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে থাকে।[৩] অথচ (মুসলমানগণ) যারা (কুফর, শিরক) থেকে বিরত থাকে, তারা কেয়ামতের দিন তাদের উর্ধ্বে থাকবে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করে থাকেন।	زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۱۲﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইয়াহুদীদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইব্নে সালাম প্রমুখ ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের সাথে সংঘাত-মুখর নয় এমন কিছু তাওরাতের বিধান মেনে চলার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। যেমন উটের গোস্ত এবং দুধ খাওয়া তাওরাতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং ইসলামে এগুলো ভক্ষণ করা ওয়াজিব নয়। এগুলোও ভক্ষণ পরিত্যাগের মাধ্যমে কুরআন ও তাওরাতের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যাপারে তারা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আগ্রহী ছিলেন। আল্লাহ তাআলা এরূপ ধ্যান-ধারণার সংশোধনের উদ্দেশ্যে এ আয়াত নাযেল করেছেন। (বয়ানুল কুরআন)

(২) যেমন, তাওরাত দান, আল্লাহ পাকের বাণী শ্রবণ, মান্ন ও সালওয়ার প্রেরণ ইত্যাদি। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) কাফেরদের কাছে আখেরাতের শাস্তির পরিবর্তে পার্থিব জীবনের সুখ ও ধন-সম্পদ-ই মুখ্য ছিল। এজন্য তারা হযরত ছুহাইব (রা.), হযরত বেলাল (রা.) প্রমুখ বিত্তহীন সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে বিদ্রূপ করত। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২০৮ নং আয়াত:

১. ইসলামের বিধি-বিধান পূর্ণাঙ্গভাবে মান্য করা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম একটি মুকাম্মাল নিজামে হায়াত বা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানব জীবনের সবকিছুই এর মাঝে বিদ্যমান। যারা ইসলামকে শুধুমাত্র ইবাদত এবং মসজিদের সাথে খাস রাখতে চান, তাদের জন্য এ আয়াত একটি বড় ধরনের সতর্কবাণী। তারা পারস্পরিক লেনদেন এবং সমাজনীতিকে ইসলামের গন্ডিবহির্ভূত মনে করেন। এসব বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টাও তাদের নেই। বাস্তবায়নের প্রয়াস তো নেই-ই। নাউযুবিল্লাহ! (মাআরিফুল কুরআন)

৩. শয়তানের পদাংক অনুসরণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। যে ব্যক্তি হারামকে হালাল মনে করে বা কোন ফরয-ওয়াজিব তরক করে সে শয়তানের পদাংক অনুসরণকারী। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২০৯ নং আয়াত:

১. ইসলামী বিধি-বিধান থেকে পদচ্যুত হওয়া তথা অবাধ্যতা ও গোনাহে পতিত হওয়ার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে।

২. আল্লাহ তাআলা হেকমতের অধিকারী। সেমতে তাঁর দেয়া সকল বিধানের মধ্যে নিগূঢ়তম রহস্য বিদ্যমান রয়েছে।

● ২১০ নং আয়াত:

১. কেয়ামতের দিন বিচারের জন্য আল্লাহর আগমনের বিষয় প্রমাণিত।

২. কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালা করবেন। তাঁরই নিকট সকল বিষয় প্রত্যানীত হবে।

৩. তওবা করতে টাল-বাহানা করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

৪. ইসলামের সত্যতা প্রমাণিত করার জন্য যেসব দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শন এসেছে তার চেয়েও আরও অধিক নিদর্শনের উপর ঈমান-বিশ্বাসকে ঝুলন্ত রাখার ব্যাপারে নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

● ২১১ নং আয়াত:

১. আল্লাহর নেয়ামতের সাথে কুফরী করা হারাম। এর কারণে শাস্তির হুমকী প্রদান করা হয়েছে।

২. ইসলাম তথা দ্বীন-ধর্মও আল্লাহর এক বড় নেয়ামত। এই নেয়ামতের সাথে কুফরী করা তথা ইসলাম থেকে বিমুখ হওয়া কঠিন শাস্তির কারণ হবে।

www.maktabatulabrar.com

● ২১২ নং আয়াত:

১. পার্থিব জীবনের চাকচিক্যে মোহিত হওয়া কাফেরদের কাজ।

২. পার্থিব জীবনের চাকচিক্যে মোহিত হওয়া দ্বীন থেকে বিচ্যুতির কারণ।

৩. মু'মিনদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কাফেরদের কাজ।

৪. পরকালে মু'মিন মুত্তাকীগণ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে।

৫. অধিক ধন-সম্পদ পেয়ে অহংকার না করা চাই। কারও অধিক ধন-সম্পদ হলেই আল্লাহর কাছেও সে ভাল তা মনে করা ঠিক নয়। কেননা রিযিক কম বেশী হওয়া নির্ভর করে ভাগ্যের উপর, এটা মকবূলিয়ত বা শ্রেষ্ঠত্ব বোঝায় না। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিযিক দিয়ে থাকেন। অতএব কেউ ধন-সম্পদে বড় হলেই আল্লাহর কাছেও সে বড় এবং গ্রহণযোগ্য তা প্রমাণিত হয় না।

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ف فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ ص وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ج فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ط وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٢١٣

(২১৩) সকল মানুষ একই উম্মতভুক্ত[১] ছিল। অনন্তর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেন। আর তাঁদের সাথে হক বিশিষ্ট কিতাব (ও) প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য– ঐ লোকদের মাঝে ফয়সালা করে দিবে যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছিল। আর যাদেরকে তা দেয়া হয়েছিল তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরে তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষ বশত সে বিষয়ে বিরোধিতা করত। অতঃপর আল্লাহ মু'মিনদেরকে নিজ অনুগ্রহে তারা যে সত্যের বিষয়ে মতানৈক্য করত সে বিষয়ে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) একটি সময় এমন ছিল যখন মানুষ আকীদা-বিশ্বাসে একই দলভুক্ত তথা তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল। সে সময়টির ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। ১. আলমে আযল তথা রূহ জগতে সকলে একই দলভুক্ত ছিল। ২. কারও কারও মতে হযরত আদম (আ.) হতে শুরু করে হযরত ইদ্রীস (অঃ) পর্যন্ত এক হাজার বছর ঐক্য ছিল। ৩. কারো মতে, হযরত নূহ (আ.)-এর কিশতিতে আরোহণ করে যারা ধ্বংস হতে রক্ষা পেয়েছিল তাদের মধ্যে এই ঐক্য ছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২১৩ নং আয়াত:

১. এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যায়, বিভিন্ন নবী ও কিতাব প্রেরণের ফলে মানুষের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হয়নি। বরং স্বার্থের কোন্দলে মানব সমাজ বিভক্ত হওয়ার পর নবী ও কিতাব প্রেরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির প্রয়াস চালানো হয়েছে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. ধর্ম এবং আকীদা-বিশ্বাসের ঐক্যই জাতীয়তা এবং ঐক্য সৃষ্টির মৌল উপাদান। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. নবীগণ ঈমান-বিশ্বাসের অধিকারীদের জন্য সু-সংবাদদাতা এবং কাফেরদের জন্য সর্তককারী-রূপে প্রেরিত হন।

৪. নবীগণকর্তৃক আনীত আসমানী কিতাবের দ্বারা আদর্শগত বিরোধের সত্যিকার নিষ্পত্তি ঘটে থাকে।

৫. হেদায়াত আল্লাহর হাতে। সেমতে সর্বদা আল্লাহর কাছে হেদায়াত কামনা করা চাই।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

(২১৪) তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্তী (মুসলমান)দের অবস্থা এখনও আসেনি?[১] (ভয় ও দারিদ্র্যের) কঠোরতা এবং (রোগ ও দুঃখ-যন্ত্রণার) তীব্রতা তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং (বিপদ-আপদে) তারা কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রসূল এবং তাঁর সাথে ঈমান আনয়নকারীগণ (অস্থির হয়ে) বলে উঠেছিল, "আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে ?"[২] হাঁ অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য আসন্ন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বুঝা গেল, দ্বীনের পথে দুঃখ ও কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করা ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ করা ব্যতীত দ্বীনের পথে অন্য কোন দুঃখ ভোগ করেনি- সেও জান্নাত লাভ করবে। কারণ, প্রবৃত্তি ও শয়তানের সাথে লড়াই করে ইসলাম গ্রহণ করাও যথেষ্ট মুজাহাদা ও পরিশ্রমের কাজ। তবে যে যতবেশী দ্বীনের পথে কষ্ট ও মুজাহাদা করবে, তার মর্যাদা ততবেশী হবে।

(২) "আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে" রসূল এবং তার সঙ্গীদের এরূপ উক্তির দ্বারা আল্লাহর সাহায্য দ্রুত কামনা করাই উদ্দেশ্য, সাহায্য আসার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করা নয়। কারণ, যদিও আল্লাহ তাআলা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিন্তু তার সুনির্দিষ্ট সময়তো বলে দেননি। এছাড়া এরূপ প্রার্থনা করা তাওয়াক্কুলের খেলাফ নয়। বরং আল্লাহ তাআলা বান্দাদের এরূপ রোনাযারীইতো ভালবাসেন। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২১৪ নং আয়াত:

১. হক পথের অনুসারীদের সামনে কিছু পরীক্ষা এসেই থাকে। সব যুগেই এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

২. আয়াতে সালাফে সালেহীন তথা পূর্বসূরী নেককার লোকদের আদর্শ অনুসরণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

৩. আল্লাহর সাহায্য বিলম্বিত হওয়ার কারণে নবীর সামনে অস্থিরতা ব্যক্ত করার অবকাশ রয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

(২১৫) তারা কি ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে? তুমি বলে দাও, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম, অভাবগ্রস্থ এবং মুসাফিরদের জন্য।[১] আর উত্তম কাজের যা কিছু তোমরা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) তারা কি ব্যয় করবে এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে ব্যয়ের স্থানসমূহের কথা আলোচনা করা হয়েছে। পরে "উত্তম কাজের যা কিছু" বলে মূল প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য- এ আয়াতটি যাকাত সম্পর্কিত নয়, বরং নফল সদকা সম্পর্কিত।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২১৫ নং আয়াত:

১. আয়াতে জানার জন্য জিজ্ঞাসা করার নীতি পাওয়া যায়। এটাই জানার পদ্ধতি।

২. আয়াতে নফল সদকার ক্ষেত্রগুলো বর্ণিত হয়েছে।

৩. নফল সদকা পিতাকে দেয়া জায়েয আছে। যাকাত কিংবা ওয়াজিব সদকা পিতাকে দেয়া জায়েয নেই। এ আয়াতে নফল সদকার কথা আলোচিত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

৪. আয়াতে উত্তম কাজের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

(২১৬) তোমাদের উপর জেহাদ ফরয করা হয়েছে; অথচ তোমাদের নিকট তা অপছন্দনীয়।[১] হতে পারে যে, তোমরা কোন কিছুকে অপছন্দ কর অথচ তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর; আরও হতে পারে যে, তোমরা কোন কিছুকে পছন্দ কর অথচ তোমাদের জন্য তা অনিষ্টকর।[২] আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) জীবনের প্রতি মমতা প্রতিটি প্রাণীরই স্বভাবজাত। কাজেই জীবননাশী জেহাদ মানুষের নিকট অপছন্দনীয় হওয়াই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতার কথাই বলা হয়েছে। নতুবা, আল্লাহর নির্দেশে জীবন বিলিয়ে দেয়াই তো মু'মিনের ঈমানী চেতনা।

(২) অর্থাৎ, তোমাদের পছন্দ-অপছন্দের ধারণা বাস্তবের বিপরীতও হতে পারে। জেহাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সে রকমই।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২১৬ নং আয়াত:

১. কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা ফরয। (অবশ্য এর জন্য শর্তাদি রয়েছে এবং কখনও তা ফরযে আইন হয়, কখনও ফরযে কিফায়াহ। বিস্তারিত জানার জন্য ফেকাহর কিতাব দ্রষ্টব্য।)

২. কোন বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা ও পরিণাম সম্পর্কে মানুষ অজ্ঞ। ফলে তার জন্য যা কল্যাণকর তা সে অপছন্দ করে। পক্ষান্তরে তার জন্য যা অকল্যাণকর তা সে পছন্দ করে। কাজেই আল্লাহর আদেশ-নিষেধই এ ক্ষেত্রে একমাত্র আলোকবর্তিকা। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। তাঁর আদিষ্ট সব বিষয়ই মানুষের জন্য কল্যাণকর, আর তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন তার সবই মানুষের জন্য অনিষ্টকর।

৩. আল্লাহ তাআলা সবকিছুর প্রকৃত অবস্থা, রহস্য ও পরিণাম সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۫ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٧﴾

(২১৭) তারা তোমাকে সম্মানিত মাস[১] সম্পর্কে অর্থাৎ, তাতে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে;[২] তুমি বলে দাও, তাতে যুদ্ধ করা মহাপাপ।[৩] আর আল্লাহর পথে বাঁধা দেয়া, তাঁর সাথে কুফরী করা, মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাঁধা দেয়া এবং মসজিদুল হারামবাসীদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষাও ভীষণ গোনাহ।[৪] এবং ফিতনা[৫] সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ। আর তারা সর্বদাই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন হতে ফেরাতে পারে –যদি তারা সক্ষম হয়–।[৬] আর তোমাদের যে কেউ নিজের দ্বীন ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাবে[৭] অতঃপর কাফের অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে[৮] এবং তারাই জাহান্নামবাসী; তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল।

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٨﴾

(২১৮) নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে ও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের আশা করে। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।[৯]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) প্রাচীনকাল থেকেই যিলক্বদ, যিলহজ্জ, মুহাররাম ও রজব–এই চারটি মাসকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে করা হত। এসব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ গর্হিত কাজ বলে মনে করা হত।

(২) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ বিন জাহাশকে আমীর মনোনীত করে কয়েকজন মুসলমানকে কাফেরদের বিরুদ্ধে একটি খণ্ডযুদ্ধে প্রেরণ করেন। তাঁরা একজন কাফেরকে হত্যা করে গণীমতের সম্পদ হস্তগত করে ফিরে আসেন। ঘটনাক্রমে দিনটি ছিল রজব মাসের পহেলা তারিখ। কিন্তু মুসলমানগণ মনে করেছিলেন, দিনটি জুমাদাল উখরার ত্রিশ তারিখ। কাফেররা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘটনাটিকে বদনাম ছড়ানোর মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে বলতে লাগল যে, মুসলমানরা সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকে না। সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে আয়াতটি নাযেল হয়।

(৩) অর্থাৎ, সম্মানিত মাসসমূহে যুদ্ধ করা নিশ্চয়ই মহাপাপ। কিন্তু মুসলমানগণ তো তাদের ধারণা অনুযায়ী জুমাদাল উখরায় যুদ্ধ করেছেন সুতরাং তারা ক্ষমার যোগ্য। তাদের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন নিতান্তই অযৌক্তিক।

(৪) মুসলমানদের সমালোচনায় লিপ্ত কাফেররা তো এসব কাজ অহরহ করে থাকে, যেগুলো সম্মানিত মাসে যুদ্ধ অপেক্ষাও বেশী জঘন্য। সুতরাং তারা মুসলমানদের সমালোচনায় লিপ্ত হয় কোন মুখে? বিশেষতঃ মুসলমানগণ যখন ভুলবশত রজব মাসে যুদ্ধ করেছে, জেনেশুনে করেনি।

(৫) "ফিতনা" বলে এখানে ঐ সকল কাজ বোঝানো হয়েছে, যা মানুষকে দ্বীন থেকে বিমুখ করে তোলে। উদাহরণত আলোচ্য ঘটনায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা সংক্রান্ত কাফেরদের অপপ্রচারণার উদ্দেশ্য ছিল জনগণের মাঝে দ্বীন-ইসলামের প্রতি ঘৃণা জন্মানো, যাতে তারা এই দ্বীন গ্রহণ না করে। তাদের এ কাজ সম্মানিত মাসে যুদ্ধ অপেক্ষাও জঘন্যতর।

(৬) অর্থাৎ, তারা সুযোগ পেলে তোমাদেরকে ও তোমাদের দ্বীনকে চিরবিলুপ্ত করে দেয়ার উদ্দেশ্যে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই তাদের চির অভ্যাস। সেক্ষেত্রে তারা না স্থানের কোন বিবেচনা করবে, না কালের। অতীতেও তারা এরূপ করেছে, ভবিষ্যতেও করবে।

(৭) দ্বীন থেকে বিমুখ করার যে প্রচেষ্টায় কাফেররা লিপ্ত, তাতে যদি তারা সফল হয় তথা কোন মুসলমান যদি দ্বীন ত্যাগ করে, তবে তার পরিনাম কী হবে তা বর্ণনা করে দেয়া হল।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۭ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۡ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۭ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ ۭ قُلِ الْعَفْوَ ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۝

فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۭ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۭ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۭ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۭ وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

(২১৯) তারা তোমার কাছে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে[১] তুমি বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে বড় গোনাহ্[২] এবং মানুষের অনেক উপকার। কিন্তু এ দুইয়ের গোনাহ্[৩] এগুলোর উপকারের তুলনায় অনেক বেশী।[৪] আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে৫, তারা কী ব্যয় করবে। তুমি বলে দাও, (যা) প্রয়োজন-উদ্বৃত্ত।[৬] এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ (অর্থাৎ, বিধানাবলী) স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

(২২০) দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারে।[৭] এবং তারা তোমার কাছে এতীম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।[৮] তুমি বলে দাও, তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম।[৯] আর যদি তোমরা তাদেরকে মিলিয়ে নাও তবে তারা তো তোমাদের ভাই।[১০] আর আল্লাহ জানেন কে হিতকারী কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতেন।[১১] নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মদ ও জুয়ার সমূহক্ষতি ও অকল্যাণের বিষয় উপলব্ধি করে হযরত ফারুকে আযম (রা.), হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) প্রমুখ সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

(২) অর্থাৎ, মদ ও জুয়া অনেক বড় বড় পাপকর্মের কারণ। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, মদ ও জুয়ার কারণে সৃষ্ট 'যাবতীয় ক্ষতি'। শারীরিক ও বৈষয়িক ক্ষতির তুলনায় যেহেতু গোনাহের কর্ম মানুষের জন্য অধিক ক্ষতিকর, এ কারণে اِثْم বা গোনাহ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। নতুবা এখানে বোঝানো উদ্দেশ্য 'যাবতীয় ক্ষতি।' (বয়ানুল কুরআন)

(৪) মদপানে সাময়িক আনন্দ লাভ হয়, সাময়িক উত্তেজনা ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। জুয়ায় বিনা ক্লেশে অর্থ লাভ হয়। কিন্তু এই যৎসামান্য উপকারের চেয়ে ক্ষতির দিকটি অনেক বিস্তৃত ও গভীর। উদাহরণতঃ মদপানে অরুচি, স্নায়ু দৌর্বল্য, শারীরিক অকর্মন্যতা, ক্যান্সার, যক্ষ্মা প্রভৃতি মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয়। সর্বাপেক্ষা ক্ষতির দিক হল মদ মানুষের চিন্তা ও বোধশক্তিকে বিনষ্ট করে দেয়। ফলে মদপানকারী নেশাগ্রস্থ অবস্থায় হত্যা ব্যভিচারসহ নানারকম অপরাধ করে বসে এবং পরবর্তীতেও এর প্রভাব ক্রিয়াশীল থাকে। অনুরূপভাবে জুয়া মানুষের অন্তরে অর্থলোলুপতার জন্ম দেয়, মানুষকে

(৮) দুনিয়ায় তাদের আমল বিনষ্ট হওয়ার অর্থ হল, তাদের কৃত সমস্ত নেককাজ বাতিল হয়ে যাবে, তাদের জানমালের নিরাপত্তা লাভের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হবে, মীরাছ থেকে বঞ্চিত হবে, মুসলিম নারীর সঙ্গে তাদের বিবাহ ছিন্ন হয়ে যাবে ইত্যাদি। আর আখেরাতে আমল নষ্ট হওয়ার অর্থ হল আখেরাতে নেককাজের কোন যথাযথ বিনিময় তারা লাভ করবে না এবং চির জাহান্নামী হবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৯) মুসলমানগণ পূর্ববর্তী আয়াত দ্বারা যদিও বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁদের ভুলের কারণে তাদের কোন শাস্তি হবে না, কিন্তু আখেরাতে তাঁরা এই যুদ্ধের ছওয়াব পাবেন কিনা–এ ব্যাপারে তাঁরা সংশয়ে ছিলেন। এই আয়াতে জানিয়ে দেয়া হল যে, তাঁরা যেন আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে আশাবাদী থাকে। কারণ আল্লাহ্ এরূপ অনুগতদেরকে স্বীয় রহমত থেকে বঞ্চিত করেন না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২১৭ নং আয়াত:

১. সম্মানিত মাসসমূহে যুদ্ধবিগ্রহ হারাম। অবশ্য অধিকাংশ তাফসীরবিদ ও ফেকাহবিদগণের মতে এই বিধান রহিত হয়ে গেছে।

২. আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখার সকল প্রকার প্রচেষ্টা বা এ পথের পথিকদেরকে কোন প্রকারে কষ্ট দান ও তাদেরকে জ্বালাতন করা আল্লাহর নিকট অধিকতর জঘন্য ও মহাপাপ বলে বিবেচিত।

৩. হত্যা অপেক্ষা ফিতনা সৃষ্টি মহাপাপ।

৪. কাফেরদের জঘন্য মানসিকতাও আয়াতাংশ থেকে পরিস্ফুটিত হল যে, তারা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ব্যাপারে চিরসংকল্পবদ্ধ।

৫. দ্বীনত্যাগী মুরতাদের সমুদয় নেক আমল বাতিল বলে পরিগণিত হবে এবং তওবা না করে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সে চির জাহান্নামী হবে।

মাসআলা ঃ মুরতাদকে তওবার সুযোগ দেয়া হবে। যদি তওবা করতঃ পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। মহিলা হলে তার শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড। কারণ দ্বীন ত্যাগ করা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদন্ড বৈ কী হতে পারে? (বয়ানুল কুরআন)

● ২১৮ নং আয়াত:

১. আয়াত থেকে বোঝা গেল যে, আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে আশাবাদী থাকা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। মু'মিনের অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল।

২. এ আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের একটি বিশেষ গুণ তথা হিজরতের কথা উল্লেখ করে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

৩. সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব সেই সঙ্গে ঈমান, হিজরত ও আল্লাহর পথে জেহাদের ফযীলতও আয়াত দ্বারা বোঝা যায়।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কর্মবিমুখ করে তোলে। এতে সময় ও অর্থের অপচয় হয়। জুয়াড়ী জুয়ায় জয়লাভের আশায় ভিটেমাটি পর্যন্ত হারিয়ে বসে। এসব ক্ষতির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে সূরা মায়েদার ৯১ নং আয়াতে।

(৫) وانفقوا فى سبيل الله (তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় কর) আয়াতটি নাযেল হলে সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যয়ের পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযেল হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) العفو শব্দের এটাই মূল অর্থ। এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, 'যা প্রয়োজন পূরণের পর উদ্বৃত্ত থাকে। অপর এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যা ব্যয় করলে কষ্টে নিপতিত হতে হয় না। (রুহুল মাআনী)

উভয় ব্যাখ্যার তাৎপর্য অভিন্ন। কারণ প্রয়োজন পূরণের পর উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যয় করলে কষ্টে নিপতিত হতে হয় না।

(৭) ২২০ নং আয়াতের এ অংশটুকু পূর্ববর্তী আয়াতের تتفكرون (চিন্তা করতে পার) শব্দের সাথে সম্পৃক্ত। (রুহুল মাআনী) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা স্পষ্টরূপে বিধানাবলী ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার যে, কোন্ বিষয়টি দুনিয়া, আখেরাত উভয় জগতের জন্য মঙ্গলজনক আর কোন্‌টি উভয় কালের জন্য অমঙ্গলজনক।

(৮) অর্থাৎ, তাদের অর্থ-সম্পদ নিজেদের অর্থ-সম্পদের সাথে মিলিয়ে রাখা ও আলাদা করে রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।

২২০ নং আয়াতের শানে নুযূল: "তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদের কাছে যেয়ো না" (সূরা. ৬, আয়াত: ১৫২ এবং "যারা অন্যায় ভাবে ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ ভক্ষণ করে তারা তাদের উদরে আগুন ভক্ষণ করে।" (সূরা. ৪ আয়াত: ১০) –এই আয়াত দু'টি নাযেল হলে সাহাবায়ে কেরাম ভীত-সন্তস্ত্র হয়ে ইয়াতীমদের অর্থ-সম্পদ আলাদা করে দিলেন। তাদের রান্নাবান্না আলাদা হতে থাকল। ফলে নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি হল। সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে আয়াতটি নাযেল হয়।

(৯) এতীমের অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত হল যে, মূল কাম্য হচ্ছে তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা। তা সে সুব্যবস্থা তাদেরকে একান্নভুক্ত রেখেই হোক বা পৃথক করেই হোক।

(১০) এতীমের খরচাদি নিজেদের খরচাদির সঙ্গে একীভূত করে নেয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে বলা হয় যে, তাদের সুবন্দোবস্ত করতে যদি তোমরা এই ব্যবস্থা গ্রহণ কর, তবে তাতেও কোন অসুবিধা নেই বরং ভাল। কারণ তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই, আর ভাই ভাই তো একসঙ্গেই থাকে।

(১১) অর্থাৎ, কঠিন বিধি-বিধান আরোপ করতেন। কিন্তু তিনি তা না করে এমন বিধান আরোপ করেন যা মানুষের পক্ষে সঙ্কটের সৃষ্টি করে না বরং তা পালন করা তাদের জন্য সহজসাধ্য হয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২১৯ নং আয়াত:

১. আলোচ্য আয়াতে মদকে যদিও হারাম করা হয়নি কিন্তু তাতে ক্ষতির আধিক্যের কথা বলে তা পরিত্যাগ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। (অবশ্য পরবর্তীতে নামাযের অব্যবহিত পূর্বে মদপান

নিষিদ্ধ করে সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াত নাযেল হয়। অবশেষে সূরা মায়েদার ৯০ নং আয়াত দ্বারা মদ ও জুয়াকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করে দেয়া হয়।)

২. আয়াত থেকে আরও বোঝা গেল যে, এমন উপকার সর্বাবস্থায়ই পরিত্যাজ্য, যা ক্ষতি বহন করে। লাভ অর্জন করার চেয়ে ক্ষতি থেকে দূরে থাকাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। সুতরাং যে বস্তু বা কাজে লাভের সঙ্গে ক্ষতি অনিবার্য তা বর্জনীয়।

● ২২০ নং আয়াত:

১. যা ব্যয় করলে কষ্টে নিপতিত হতে হয় না (অর্থাৎ, প্রয়োজনের অতিরিক্তটা)–আল্লাহর রাস্তায় সেরূপ ব্যয় বা সদকাই উত্তম।

২. দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারে চিন্তা করে চলা উচিৎ যে, উভয় জগতের জন্য কোন্‌টি মঙ্গলজনক।

৩. এতীমের অভিভাবক এতীমের অর্থ-সম্পদ নিজের অর্থ-সম্পদের সাথে সংমিশ্রিত করতে পারে, যদি এ সংমিশ্রন এতীমের জন্য লাভজনক ও কল্যাণকর হয় এবং তখন এ সংমিশ্রনই উত্তম।

৪. মানুষের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত। কাজেই সর্বক্ষেত্রে নিজের কাজকর্মের উদ্দেশ্য কল্যাণমূলক হওয়া চাই। উদাহরণতঃ এতীমদের অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক তাতে নিজেদের স্বার্থ চিন্তা নয় বরং তাদের কল্যাণ চিন্তাই লক্ষ্য হওয়া উচিৎ।

৫. এও জানা গেল যে, আল্লাহ মানুষের জন্য সঙ্কটপূর্ণ বিধি-বিধান প্রদান করেন না, কারণ তিনি প্রজ্ঞাময়।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

(২২১) আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। নিশ্চয় মু'মিন ক্রীতদাসী মুশরিক নারী[১] অপেক্ষা উত্তম, যদিও সে (মুশরিক নারী) তোমাদেরকে মুগ্ধ করে।[২] এবং মুশরিক পুরুষদের সঙ্গে (মু'মিন নারীকে৩) বিবাহ দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। নিশ্চয় মু'মিন ক্রীতদাস মুশরিক পুরুষ অপেক্ষা উত্তম, যদিও সে (মুশরিক পুরুষ) তোমাদেরকে মুগ্ধ করে।[৪] তারা আহ্বান করে জাহান্নামের দিকে৫ আর আল্লাহ্ নিজ আদেশের মাধ্যমে আহবান করেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। আর তিনি মানুষের জন্য স্পষ্টরূপে তাঁর আয়াতসমূহ (তথা হুকুম-আহ্‌কাম) বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, মুশরিক নারী যদি স্বাধীনা হয় তবুও মু'মিন ক্রীতদাসী তার চেয়ে উত্তম। কেননা ঈমান সবচেয়ে দামী জিনিস।

(২) অর্থাৎ, যদিও মুশরিক নারীর রূপ-সৌন্দর্য আকর্ষণীয় হয়, তবুও তার চেয়ে মু'মিন ক্রীতদাসী উত্তম।

(৩) মুশরিক পুরুষের সঙ্গে 'মুসলিম নারীকে' বিবাহ দিতে নিষেধ করা হচ্ছে। "মুসলিম নারীকে" কথাটি এখানে উহ্য রয়েছে।

(৪) অর্থাৎ, যদিও মুশরিক পুরুষের রূপ-সৌন্দর্য এবং ধন-সম্পদের কারণে সে তোমাদের নিকট আকর্ষণীয় হয় এবং যোগ্য পাত্র বলে বিবেচিত হয়, তবুও মু'মিন ক্রীতদাস তার চেয়ে উত্তম। আয়াতে মুশরিক নারী না মুশরিক পুরুষ বলে সর্বপ্রকার মুশরিককে বোঝানো হয়েছে। কিতাবী হোক বা কিতাবী না হোক সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) আয়াতে উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞার একটি কারণ বর্ণনা করা হল। মুশরিক তার আক্বীদা-বিশ্বাস ও কাজকর্ম দ্বারা নিজেও জাহান্নামের দিকে ধাবিত হয়, অপরকেও জাহান্নামের পথে পরিচালিত করে। সুতরাং তাদের সংসর্গ অবলম্বন বিশেষতঃ তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিজের দ্বীন ও ঈমানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। অবশ্য এটিই বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার মূল ও একমাত্র কারণ নয়। (আহকামুল কুরআন, থানভী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২২১ নং আয়াত:

১. মুশরিক নারী-পুরুষের সঙ্গে মুসলিম পুরুষ বা নারীর বিবাহ অবৈধ। ফেকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, বিবাহের পর যদি জানা যায় যে, স্ত্রী বা স্বামীর আক্বীদা-বিশ্বাস ইসলামী নয় বরং স্ত্রী বা স্বামী নাস্তিকতায় বিশ্বাসী বা তার আক্বীদা-বিশ্বাস তাওহীদের পরিপন্থী, তাহলে উভয়ের বিবাহ ছিন্ন হয়ে যাবে।

বর্তমানে ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে আমাদের সমাজে ইসলাম ও তাওহীদ বিরোধী আক্বীদা-বিশ্বাস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। অতএব হবু স্ত্রী বা স্বামীর আক্বীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হয়ে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিৎ। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকের দায়িত্বও কম নয়।

২. আয়াত দ্বারা এ কথাও বোঝা যায় যে, রূপ-সৌন্দর্য ও অর্থ-সম্পদ নয় বরং দ্বীনই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সর্বপ্রথম বিবেচনার যোগ্য বিষয়।

৩. اولئك يدعون الى النار (তারা জাহান্নামের দিকে আহবান করে) আয়াতাংশ দ্বারা বোঝা যায় যে, যাদের সংগ দ্বারা ঈমান ও আমল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা উচিৎ নয়, তাদের সংসর্গ এড়িয়ে চলাই কর্তব্য। কারণ দাম্পত্য জীবনে ঈমান আমলের ক্ষেত্রে একজনের উপর আর একজনের অত্যন্ত প্রভাব পড়ে থাকে।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۭ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۗءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۝

(২২২) আর তারা তোমাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।[১] তুমি বলে দাও, তা এক অপবিত্র জিনিস। সুতরাং তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাক এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না।[২] আর তারা যখন উত্তমরূপে পবিত্র হয়ে যাবে[৩] তখন তাদের নিকট গমন করবে সে স্থান দিয়ে[৪] যে স্থান দিয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ (তথা অনুমতি) দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন তওবাকারীদেরকে এবং ভালবাসেন যারা অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকে তাদেরকে।

نِسَاۗؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۠ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۡ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۭ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(২২৩) তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ।[৫] অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে[৬] আগমন কর যেভাবে চাও[৭]; আর তোমাদের নিজেদের জন্য পূর্বেই (কিছু) প্রেরণ কর।[৮] আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, তাঁর সঙ্গে তোমাদের অবশ্যই সাক্ষাত করতে হবে। আর এরূপ মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দান কর।[৯]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইয়াহুদীদের রীতি ছিল এই যে, তারা স্ত্রীর ঋতুস্রাব চলাকালে স্ত্রীকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখত, স্ত্রীর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া বা একই ঘরে অবস্থান ইত্যাদি বর্জন করত। অপরদিকে খ্রীষ্টানরা এ অবস্থায় যৌনমিলন হতেও বিরত থাকত না। উভয় জাতির এরূপ বাড়াবাড়ি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলে আয়াতটি নাযেল হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতঃপর বলে দিলেন, যৌন মিলন ব্যতীত সবকিছু এ অবস্থায় বৈধ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) لا تقربوا ও فاعتزلوا শব্দদ্বয়ের শাব্দিক অর্থ হল, বিচ্ছিন্ন থাক, নিকটবর্তী হয়ো না। কিন্তু আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, স্ত্রী সঙ্গম থেকে বিরত থাক।

(৩) অর্থাৎ, নিশ্চতরূপে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) আল্লাহ্ তাআলা সম্মুখদ্বারে সঙ্গম করতে অনুমতি দিয়েছেন, পশ্চাদ্বারে নয়। কারণ পশ্চাদ্বার সন্তান উৎপাদনক্ষেত্র নয়।

(৫) কারণ স্ত্রী সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৬) এ কথাটি পূর্ববর্তী আয়াতের "যেভাবে আল্লাহ আদেশ করেছেন"-অংশটির ব্যাখ্যা স্বরূপ। সম্মুখদ্বারে সঙ্গম করলেই সন্তান উৎপাদিত হয়, পশ্চাদ্বারে নয়।

(৭) ইয়াহুদীদের ধারণা ছিল স্ত্রীর পিছন দিক থেকে সম্মুখদ্বারে সঙ্গম করলে টেরা চোখ বিশিষ্ট সন্তান জন্মে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এতদসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আয়াতটি নাযেল হয়। "যেভাবে চাও" বলে ইয়াহুদীদের এ ধারণা খণ্ডণ করা হল এবং যৌন মিলনে যে কোন আসন গ্রহণের স্বাধীনতা দেয়া হল। তবে সঙ্গম হতে হবে সম্মুখদ্বারে, পশ্চাদ্বারে নয়।

(৮) অর্থাৎ, আখেরাতের জন্য দুনিয়ায় থেকে নেক আমলের মাধ্যমে সম্বল সঞ্চয় কর। তন্মধ্যে একটি নেক আমল হল শরীয়তের বিধান অনুযায়ী স্ত্রী ব্যবহার।

(৯) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হল, যারা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে ঈমান রাখে, নেক আমল করে, আল্লাহকে ভয় করে, তাদেরকে আখেরাতের সফলতার ব্যাপারে সু-সংবাদ দান করতে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২২২ নং আয়াত:

১. ঋতুস্রাব চলাকালে স্ত্রীগমন অবৈধ বা হারাম। অবশ্য স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া বা একই বিছানায় অবস্থান নিষিদ্ধ নয়; বরং স্ত্রীকে এরূপ বিচ্ছিন্ন রাখা ইয়াহুদী রীতি। (টীকা দ্রষ্টব্য)

২. উত্তমরূপে পবিত্র হওয়ার পরই স্ত্রীগমনকে বৈধ বলা হয়েছে, আর উত্তমরূপে পবিত্র হওয়ার অর্থ যেহেতু নিশ্চিতরূপে ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া, তাই ঋতুস্রাবের সর্বোচ্চ মেয়াদ দশদিন পূর্ণ হওয়ার পর স্রাব বন্ধ হলে গোসল ব্যতিরেকেই স্ত্রীগমন বৈধ। তবে গোসল করে নেয়া ভাল।

আর সর্বোচ্চ মেয়াদের কমে স্বাভাবিক নিয়মের দিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই বন্ধ হলে অবশিষ্ট দিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে স্ত্রীগমন বৈধ নয়, কারণ এক্ষেত্রে পুনরায় স্রাব নির্গত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

৩. 'যে স্থান দিয়ে আল্লাহ আদেশ করেছেন'-এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পশ্চাদ্বারে সঙ্গম হারাম। পরবর্তী আয়াতে এর ব্যাখ্যা রয়েছে।

৪. এরূপ কোন গোনাহ হয়ে থাকলে তওবা করলে আল্লাহ মাফ করবেন। আল্লাহ তাআলা তওবাকারীদেরকে ভালবাসেন।

● ২২৩ নং আয়াত:

১. পশ্চাদ্বারে সঙ্গম করা অবৈধ। কারণ পশ্চাদ্বার সন্তান উৎপাদনক্ষেত্র নয়। আর আল্লাহ বলেছেন সন্তান উৎপাদনক্ষেত্র ব্যবহার করতে।

২. আখেরাতের জন্য মৃত্যুর পূর্বেই পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে।

৩. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাচনিক আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'মিনদের জন্য সু-সংবাদ রয়েছে।

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۲۴﴾

(২২৪) আর তোমরা আল্লাহ (-এর নাম) কে তোমাদের শপথকৃত কর্ম[১] (তথা) সৎকাজ, তাকওয়া ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর্মের অন্তরায় বানিও না।[২] আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۲۲۵﴾

(২২৫) আল্লাহ তোমাদের অর্থহীন কসমের জন্য তোমাদেরকে ধরবেন না।[৩] কিন্তু তিনি ঐ সব (কসমের) ব্যাপারে তোমাদেরকে ধরবেন যে সব কসমে তোমাদের অন্তর ইচ্ছা করেছে।[৪] আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।[৫]

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۲۶﴾

(২২৬) যারা নিজেদের স্ত্রীদের ব্যাপারে কসম[৬] করে বসে, তাদের জন্য রয়েছে চার মাসের অবকাশ।[৭] অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে[৮] তো আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।[৯]

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۲۷﴾

(২২৭) আর যদি তারা তালাকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে[১০] তো আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) الايمان শব্দটি اليمين এর বহুবচন। অর্থ হচ্ছে 'শপথ'। কিন্তু এখানে বোঝানো হয়েছে ঐ সব কর্ম, যেগুলোর ব্যাপারে শপথ করা হয়েছে। অর্থাৎ, শপথযুক্ত বা শপথকৃত কর্ম। تصلحوا থেকে ان تبروا পর্যন্ত শব্দগুলো الايمان শব্দের ব্যাখ্যা (عطف بيان)। তাই বন্ধনীতে 'তথা' শব্দটি যুক্ত করে দেয়া হল। (রুহুলমাআনী)

(২) অর্থাৎ, এই কাজগুলো করবে না-আল্লাহর নামে এই শপথ করে এই কাজগুলো থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ্র নামকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করো না। উদ্দেশ্য এই যে, এই কাজগুলো করবে না বলে আল্লাহ্র নামে শপথ করো না।

(৩) কোন অতীত ঘটনার ব্যাপারে মুখ দিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কসম বের হয়ে যাওয়াকে এখানে 'অর্থহীন কসম' বলা হয়েছে। যেমন: রাশেদ এসেছে কসমকারীও তা জানে, কিন্তু মনের অজান্তে অনিচ্ছাকৃতভাবে সে কসম করে বলে ফেলল যে, রাশেদ আসেনি।

এছাড়া কোন অতীত ঘটনার ব্যাপারে কসমকারী যদি নিজের ধারণার উপর ভিত্তি করে কসম করে, আর তার ধারণা প্রকৃত ঘটনার বিপরীত হয়, তবে সে ক্ষেত্রেও তার কসম এই অর্থহীন কসমের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। আরবী পরিভাষায় এ ধরনের কসমকে (ইয়ামীনে লাগ্‌ব) তথা অর্থহীন কসম

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বলা হয়।

(৪) كسبت শব্দের আভিধানিক অর্থ উপার্জন করেছে। অন্তরের ইচ্ছা বা সংকল্পই অন্তরের উপার্জন। কোন ঘটনার ব্যাপারে জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কসম করার হুকুম বলা হল যে, এরূপ কসমের জন্য আল্লাহ্ তাআলা তাকে আখেরাতে ধরবেন তথা কসমকারী গোনাহ্গার হবে। আরবী পরিভাষায় এরূপ কসমকে يمين غموس (ইয়ামীনে গুমূছ) বলা হয়।

(৫) তাই ইয়ামীনে লাগ্‌ব এর ব্যাপারে আল্লাহ্ ধরেন না এবং ইয়ামীনে গুমূছ এর শাস্তি দুনিয়াতে না দিয়ে আখেরাতে দেন।

(৬) ঈলা (ءلية) অর্থ শপথ করা। শরীয়তের পরিভাষায় চার মাস বা তদুর্ধ সময় স্ত্রীগমন না করার শপথ করাকে "ঈলা" বলা হয়। (রুহুল মাআনী)

(৭) অর্থাৎ, ঈলার মেয়াদ চার মাস। চার মাস পর্যন্ত উক্ত শপথ ভঙ্গ না করলে ঈলার বিধান বর্তাবে এবং চার মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ইচ্ছা করলে সে শপথ ভঙ্গ করতে পারে।

(৮) অর্থাৎ, শপথ ভঙ্গ করতঃ স্ত্রীগমন করে। (তাহলে তাদের বিবাহ পূর্ববৎ বহাল থাকবে, তবে কাফ্ফারা দিতে হবে।)

(৯) আর তাই এরূপ অন্যায় শপথ অতঃপর শপথ ভঙ্গের দরুণ শপথকারীর জন্য কাফ্ফারা ব্যতীত আখেরাতে শাস্তির ব্যবস্থা রাখেননি।

(১০) অর্থাৎ, শপথের উপর দৃঢ় থেকে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার সংকল্প করে, তবে আল্লাহ সে অনুযায়ী উপযুক্ত বিধান দান করেছেন; কেননা তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২২৪ নং আয়াত:

ভাল কাজ না করা এমনিতেই দোষণীয়। ভাল কাজ না করার জন্য আল্লাহ্‌র নামে শপথ করা আরও দোষণীয়। শপথ করে ফেললেও তা ভঙ্গ করতে হবে। (অবশ্য শপথ ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে।)

● ২২৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে জানা গেল যে, অর্থহীন কসমে কোন গোনাহ্ হয় না। কিন্তু জেনে শুনে মিথ্যা কসম করাতে গোনাহ্ হয়। তবে পার্থিব শাস্তি তথা কাফ্ফারা এ ক্ষেত্রেও ওয়াজিব হয় না। (যে কসমে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়, তা সূরা মায়েদার ৮৯ নং আয়াতে বিবৃত হয়েছে।)

● ২২৬-২২৭ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় দ্বারা বোঝা গেল যে, স্ত্রীগমন না করার শপথ করার পর চার মাস পর্যন্ত যদি শপথ বহাল রাখা হয় এবং স্ত্রীগমন না করা হয় তাহলে তা 'ঈলা' হবে এবং স্ত্রীর উপর তালাক পড়ে যাবে। আর যদি চার মাসের মধ্যেই শপথ ভঙ্গ করে এবং স্ত্রীগমন করে, তবে এ শপথ ঈলা বলে গণ্য হবে না এবং বিবাহ পূর্ববৎ বহাল থাকবে। (অবশ্য শপথ ভঙ্গের দরুণ কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।)

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۠ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾

(২২৮) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা তিন ঋতুকাল পর্যন্ত নিজেদেরকে অপেক্ষায় রাখবে।[১] এবং তাদের জন্য বৈধ নয় আল্লাহ তাদের গর্ভাশয়ে[২] যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা, যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী[৩] হয়। এবং এর মধ্যে[৪] তাদের স্বামীরা তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার রাখে[৫] যদি তারা সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করে।[৬] আর তাদের (নারীদের) অধিকার রয়েছে (পুরুষদের উপর), যেরূপ রয়েছে তাদের উপর (পুরুষদের) নিয়মমত।[৭] আর তাদের (অর্থাৎ, নারীদের) উপর পুরুষদের রয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব।[৮] আর আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, এই সময়ের মধ্যে অন্য কোন পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না। এইরূপ অপেক্ষাকে শরীয়তের পরিভাষায় ইদ্দত পালন বলা হয়। উল্লেখিত বিধান ঐ সকল স্ত্রীর জন্য যারা গর্ভবতী নয় এবং ঋতুবতী। তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী গর্ভবতী হলে বা ঋতুহীনা হলে তার বিধান ভিন্ন। এ সম্পর্কে সূরা তালাকের ৪ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

(২) অর্থাৎ, গর্ভাশয়ে সন্তান রয়েছে, না ঋতুস্রাব রয়েছে, তিন ঋতু অতিক্রান্ত হয়েছে, না হয়নি ইত্যাদি বিষয় গোপন রাখা বৈধ নয়। সঠিক তথ্য প্রকাশ করে দেয়া উচিৎ। কারণ এরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন বিধান সংশ্লিষ্ট। ফলে গোপন রাখলে ইদ্দতের হিসাব ও বিধানগত অসুবিধা সৃষ্টি হবে।

(৩) অর্থাৎ, গোপন না করা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী হওয়ার নিদর্শন।

(৪) অর্থাৎ, এই তিন ঋতুকালের মধ্যে।

(৫) অর্থাৎ, পুনঃবিবাহ ব্যতীত পুনরায় স্ত্রী হিসাবে তাকে গ্রহণ করার অধিকার স্বামীর রয়েছে। আয়াতের প্রথমাংশে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর কথা বলে রাজঈ তালাক বা বায়েন তালাক উভয় প্রকার তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে যে, তাদের ইদ্দত তিন ঋতুকাল। কিন্তু আয়াতের এই অংশে শুধু রাজঈ তালাপ্রাপ্তা স্ত্রী সম্পর্কে বলা হল যে, তাদের স্বামীরা ইচ্ছা করলে তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। তবে শর্ত হল প্রত্যাহার হতে হবে তিন ঋতুকালের মধ্যে।

(৬) অর্থাৎ, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠাই যদি স্বামীর উদ্দেশ্য থাকে, তবেই স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারবে। পুনরায় কলহ সৃষ্টির উদ্দেশ্য থাকলে তালাক প্রত্যাহার না করাই কর্তব্য।

(৭) বন্ধনীযুক্ত শব্দগুলো যথাস্থানে উহ্য রয়েছে।

(৮) অর্থাৎ, পুরুষের অধিকারের মাত্রা নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশী আর তা হল কর্তৃত্ব। (সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াত দ্রষ্টব্য)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আহকাম ও শিক্ষা

● ২২৮ নং আয়াত:

১. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি ঋতুবতী হয় এবং গর্ভবতী না হয়, তাহলে তিন ঋতুকাল পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে এবং এ সময়ের মধ্যে সে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না।

২. রাজঈ তালাক প্রদানের পর স্বামী ইচ্ছা করলে তালাক প্রত্যাহার করতঃ স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারবে। ৩. এই প্রত্যাহারের সময়সীমা তিন ঋতুকাল।

৪. তালাক প্রত্যাহার বা স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ উভয়ের মাঝে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা করা, কলহ-বিবাদ করা নয়।

৫. ঋতুসংক্রান্ত ব্যাপারে সঠিক তথ্য দেয়া তালাকপ্রাপ্তা নারীর একান্ত কর্তব্য।

৬. স্বামী ও স্ত্রীর প্রত্যেকেরই অপরের উপর হক বা অধিকার রয়েছে। (অবশ্য প্রত্যেকের হক বা অধিকারের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন।) ৭. স্ত্রীর তুলনায় স্বামীর অধিকারের মাত্রা একটু বেশী।

الطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ص فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ
بِإِحْسَانٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ
اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا إِلَّآ أَنْ يَّخَافَآ أَلَّا يُقِيْمَا
حُدُوْدَ اللّٰهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ
اللّٰهِ لا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط
تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ج وَمَنْ يَّتَعَدَّ
حُدُوْدَ اللّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ
زَوْجًا غَيْرَهٗ ط فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ
أَنْ يَّتَرَاجَعَآ إِنْ ظَنَّآ أَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط
وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٠﴾

(২২৯) এই[১] তালাক দুইবার। অতঃপর (দুটি পথ রয়েছে)[২] নিয়ম মাফিক[৩] রেখে দেয়া অথবা সুন্দররূপে ছেড়ে দেয়া।[৪] এবং তোমাদের জন্য বৈধ নয় তাদেরকে তোমরা যা দিয়েছ তা থেকে[৫] কোন কিছু গ্রহণ করা; অবশ্য তারা উভয়ে যদি আশঙ্কা করে যে, তারা আল্লাহর বিধানসমূহ রক্ষা করতে পারবে না।[৬] যাহোক তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহর বিধানসমূহ রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করে নিলে তাতে উভয়ের কোন গোনাহ নেই।[৭] এসব আল্লাহর সীমানা[৮], সুতরাং তোমরা এগুলো লংঘন করো না। আর যারা আল্লাহর সীমানা লংঘন করে, তারাই জালেম।

(২৩০) অতঃপর[৯] যদি সে তাকে তালাক দেয়[১০] তবে এরপর স্ত্রী তার জন্য বৈধ হবে না, যতক্ষণ না স্ত্রী অপর স্বামীকে বিবাহ করে। অতঃপর এই স্বামী[১১] যদি তাকে তালাক দেয়, তবে তাদের উপর কোন গোনাহ নেই পরস্পরে পুনরায় মিলিত হওয়াতে[১২] যদি উভয়ের প্রবল ধারণা হয় যে, তারা আল্লাহ নির্ধারিত সীমানা (তথা নীতিমালা) রক্ষা করতে পারবে।[১৩] আর এগুলো আল্লাহ নির্ধারিত সীমানা; তিনি ঐ সম্প্রদায়ের জন্য এগুলো স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন যারা জ্ঞান রাখে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যে তালাকের পর ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করা যায়, তা হল রাজঈ তালাক। স্পষ্টভাবে 'তালাক' শব্দ ব্যবহার করে এক বা দুই তালাক দেয়াকে রাজঈ তালাক বলা হয়। আয়াতে তালাক শব্দ সংযুক্ত আলিফ ও লাম নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক, যা পূর্বে আলোচিত বিষয়কে নির্দেশ করে। সুতরাং এখানে তালাক শব্দে আলিফ লাম ব্যবহার করে পূর্ববর্তী আয়াতে আলোচিত তালাককেই বোঝানো হয়েছে। তাই অনুবাদে 'এই' শব্দটি বৃদ্ধি করা হল।

(২) কথাটি সংযুক্ত না করলে পূর্ণ একটি বাক্য হয় না বিধায় বন্ধনীয় সাহায্যে কথাটি যুক্ত করে দেয়া হল।

(৩) অর্থাৎ, শরীয়ত নির্দেশিত নিয়ম অনুযায়ী। আর তা হচ্ছে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মুখে বলা, আমি তালাক প্রত্যাহার করলাম বা স্ত্রীগমন অথবা স্ত্রীচুম্বন ইত্যাদি। এর দ্বারা পূর্ববিবাহ বহাল থাকবে।

(৪) ছেড়ে দেয়ার দুটো পন্থা রয়েছে। এক. নতুন ভাবে আরও একটি তালাক দেয়া। দুই. তালাক প্রদান না করে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করা। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববিবাহ এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যাবে।

(৫) অর্থাৎ, স্বামী মোহর হিসেবে স্ত্রীকে যা দিয়েছে তা থেকে।

(৬) তাহলে এটা একটি ব্যতিক্রমী অবস্থা। এরূপ আশঙ্কা হলে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবেনা।

(৭) পূর্বোল্লিখিত ব্যতিক্রমী অবস্থার বিশদ বর্ণনা দেয়া হল।

(৮) "হুদূদ" এর প্রকৃত অর্থ সীমানা। আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের মাধ্যমে মানুষের জীবন চলার পথে সীমারেখা টেনে দেয়া হয়। কাজেই সীমানা বলে আইন-কানুন ও বিধি-বিধানকে বোঝানো হয়। এখানে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার সংক্রান্ত আল্লাহপ্রদত্ত বিধি-বিধান বা নীতিমালা বোঝানো হয়েছে।

(৯) অর্থাৎ, দুই তালাক প্রদানের পর। আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতের প্রথমাংশ الطلاق مرتن এর সাথে সম্পর্ক রাখে। মাঝখানে প্রসঙ্গতঃ খুল'আর বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

(১০) অর্থাৎ, তৃতীয় তালাক।

(১১) দ্বিতীয় স্বামী।

(১২) অর্থাৎ, পুনর্বিবাহে। পুনর্বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক তালাক প্রদানের পর ইদ্দত অতিবাহিত হওয়া শর্ত। এভাবে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ অতঃপর দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হয়ে পূর্ব স্বামীর জন্য বৈধ হওয়ার এই পদ্ধতিকে পরিভাষায় 'হালালা' বলা হয়।

(১৩) পুনর্বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য এটা শর্ত নয়। পুনর্বিবাহে গোনাহমুক্ত থাকার জন্য শর্ত অবশ্যই। বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর নীতিমালা রক্ষা করে দাম্পত্য জীবনে শান্তি স্থাপনের মত ইচ্ছা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা না থাকলে পুনর্বিবাহ উচিৎ নয়, তাতে গোনাহ হবে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আহকাম ও শিক্ষা

● ২২৯ নং আয়াত:

১. দুই তালাক দেয়ার পর স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করা যেতে পারে, যদি তা রাজঈ তালাক হয়।

২. এও বোঝা গেল যে, ইচ্ছা করলে সম্পূর্ণ ত্যাগও করতে পারে।

৩. একসঙ্গে তিন তালাক প্রদান গর্হিত কাজ। প্রথমে এক তালাক বা দুই তালাক প্রদান করাই বিধেয়। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন তালাক দুইবার।

৪. স্ত্রীকে প্রদত্ত মোহরের অর্থ ফেরত গ্রহণ স্বামীর জন্য বৈধ নয়। তবে একে অপরের অধিকার রক্ষা করে চলতে পারবে না, দাম্পত্য জীবন কলহ-বিবাদে পূর্ণ থাকবে– উভয়ে যদি এই আশঙ্কা করে এবং স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করে নিতে চায়, তবে স্বামী তা গ্রহণ করতে পারবে এবং এই লেনদেনে কারও কোন প্রকার গোনাহ্ হবে না।

৫. আল্লাহর আইন কানূন লংঘনকারী মাত্রই জালেম। কারণ সে কমপক্ষে আইন লংঘন করে নিজের প্রতি অবিচার করেছে অর্থাৎ, নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

● ২৩০ নং আয়াত:

১. তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ অতঃপর দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হওয়া ব্যতীত প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ নয়। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করার জন্য দ্বিতীয় স্বামীকে তালাক প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা অত্যন্ত গর্হিত ও গোনাহের কাজ।

২. উভয়ের মাঝে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা ও শান্তি স্থাপনের সদিচ্ছা থাকলে তবেই তালাকপ্রাপ্তাকে পুনরায় বিবাহ করা উচিৎ, নতুবা নয়।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۪ وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۠ وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٣١﴾

(২৩১) এবং যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিবে অতঃপর তারা ইদ্দতপূর্তির কাছাকাছি[১] পৌঁছে যাবে, তখন তাদেরকে তোমরা নিয়মমাফিক রেখে দাও অথবা নিয়মমাফিক[২] মুক্ত করে দাও।[৩] আর তাদেরকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে আঁটকে রেখো না, এই ইচ্ছায় যে, সীমালংঘন (তথা অত্যাচার) করবে। যে এরূপ করবে, বস্তুত সে নিজের প্রতিই জুলুম করবে। আর আল্লাহর বিধি– বিধানকে হাসি তামাশার বস্তু বানিও না[৪] এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত এবং যে কিতাব ও হিকমত[৫] তোমাদের উপর তিনি নাযেল করেছেন –যদ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন– তা স্মরণ কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٢﴾

(২৩২) এবং তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিবে, অতঃপর তারা তাদের চূড়ান্ত সময়সীমায় পৌঁছে যাবে[৬] তখন তোমরা তাদেরকে তাদের স্বামীদের[৭] সাথে বিবাহ বসতে বাঁধা দিও না, যদি তারা পরস্পরে নিয়মমাফিক রাজী হয়ে যায়। এ দ্বারা উপদেশ করা হচ্ছে তোমাদের মধ্য থেকে ঐ ব্যক্তিকে, যে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস রাখে।[৮] এটা তোমাদের জন্য অধিক শুদ্ধকর ও অধিক পবিত্রকর।[৯] আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) اجل শব্দের অর্থ নির্ধারিত সময়ের চূড়ান্ত সীমা। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর পূর্ব বিবাহ বহাল থাকার চূড়ান্ত সীমা হচ্ছে তিন ঋতুকাল বা ইদ্দত কাল। এরপর পূর্ব স্বামীর সঙ্গে তার বিবাহ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে যায়। তাই এখানে "ইদ্দত পূর্তি" অনুবাদ করা হল।

بلغ শব্দটি بلوغ শব্দ থেকে নির্গত। অর্থ হচ্ছে কোন কিছুর চূড়ান্তে পৌছা। কখনও কখনও চূড়ান্ত সীমার কাছাকাছি পৌছার অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখানে এই অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। (আবুস সুউদ)

২. 'নিয়মমাফিক' এর ব্যাখ্যার ২২৯ নং আয়াত দ্রষ্টব্য

(৩) ২২৯ নং আয়াতে রাজঈ তালাকের বর্ণনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে পুনরায় বর্ণনা করে বিষয়টির প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করা হল। তাছাড়া সেখানে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছিল প্রসঙ্গত আর এখানে এ বিষয়টিই বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। সুতরাং পুনরুক্তি দোষ ঘটেনি। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অলসতাবশত বা উদাসীনতাবশতঃ আল্লাহর বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল না করাটাই তাঁর বিধি-বিধানকে হাসি তামাশার বস্তু বানানো। প্রকৃত অর্থেই যদি কেউ আল্লাহর বিধি-বিধানকে হাসি তামাশার বস্তু বানায়, তাঁর বিধান নিয়ে যে কোনভাবে ঠাট্টা–বিদ্রুপ করে, তবে তা কুফরী। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়।

(৬) অর্থাৎ, তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ হয়ে যাবে।

(৭) তালাক প্রদানকারী স্বামী বা অন্য কোন স্বামীকে।

(৮) কারণ এমন ব্যক্তিই আল্লাহর উপদেশ গ্রহণ করে।

(৯) অর্থাৎ, বাধা না দেয়া অধিক শুদ্ধকর ও পবিত্রকর। কারণ তাতে ব্যভিচার ও অশ্লীলতা ছড়াবে না।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৩১ নং আয়াত:

১. তালাক প্রদানকারী স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে কষ্টদানের উদ্দেশ্যে তালাক প্রত্যাহার করে রেখে দেয়া বৈধ নয়।

২. তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে রাখুক বা প্রত্যাহার না করে স্ত্রীকে মুক্ত করে দিক তা হতে হবে নিয়মমাফিক।

৩. বিষয়গুলো অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ফলে গুরুত্বের সাথে নসীহত করা হয়েছে।

৪. আল্লাহর বিধি-বিধানকে হাসি-তামাশার বস্তু বানানো নিষিদ্ধ। তা সে বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল না করেই হোক কিংবা প্রকৃত অর্থেই ঠাট্টা-বিদ্রূপের মাধ্যমে হোক।

৫. আল্লাহ্‌র নেয়ামতের স্মরণ বান্দার কর্তব্য। (এ স্মরণ হয় মুখ ও অন্তর দ্বারা এবং আল্লাহর ইবাদতের দ্বারা।)

৬. জীবনের প্রতিটি কর্মকান্ডে আল্লাহকে ভয় করা জরুরী; কেননা তিনি সর্বজ্ঞ।

● ২৩২ নং আয়াত:

১. তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে পুনর্বিবাহে বাধা দান নিষিদ্ধ।

২. নারীদের উপর পুরুষদের অভিভাবকত্ব প্রমাণিত। কেননা আয়াতে পুরুষদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, "তোমরা তাদের স্বামীদের সাথে বিবাহ বসতে বাঁধা দিও না"। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. ঈমানদারের জন্যই উপদেশ কার্যকর হয়।

৪. তালাকপ্রাপ্তা মহিলার পুনর্বিবাহ তার জন্য তো বটেই সমাজের জন্যও মঙ্গলকর।

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۘ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ

(২৩৩) আর সন্তানবতী নারীরা দুধ পান করাবে নিজ সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর, (এটা) তার জন্য, যে দুধ খাওয়ানোর মুদ্দত (নির্দিষ্ট সময়) পূর্ণ করতে চায়। আর যার সন্তান (অর্থাৎ, পিতা) তার দায়িত্ব ঐ নারীদের খোর-পোষ দেয়া নিয়মনুযায়ী। কাউকে কষ্ট দেয়া হয় না; কিন্তু তার সাধ্যানুযায়ী।[১] না কোন মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে তার সন্তানের জন্য, আর না যার সন্তান (অর্থাৎ, পিতা) তাকে তার সন্তানের জন্য। আর ওয়ারিছদের উপরও অনুরূপ (সন্তান পালনের) দায়িত্ব। অতএব যদি তারা (মাতা-পিতা) চায় যে, (দু'বছরের ভিতরেই) নিজেদের পারস্পরিক সন্তোষ ও পরামর্শের ভিত্তিতে ছাড়িয়ে নিবে, তবে (এতে) তাদের কোন গোনাহ নেই।

اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

আর যদি তোমরা চাও যে, কোন ধাত্রীর[২] দুধ পান করাবে তোমাদের সন্তানদেরকে, তবে তাতেও তোমাদের কোন গোনাহ নেই, যখন তোমরা দিয়ে দিবে যা কিছু (বিনিময়) তোমরা দেয়া সাব্যস্ত করেছ নিয়মানুযায়ী। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, অবশ্যই আল্লাহ তোমারা যা কর তা ভালো করেই[৩] দেখেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কোন আদেশই মানুষের সামর্থের বাইরে নয়। সুতরাং দুধ পান করানো নারীদের জন্য সহজ বলেই তাদেরকে সেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর পুরুষদের জন্য খরচ বহন করা সহজ বিধায় তাদেরকে সেই আদেশ দেয়া হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) এখানে "ধাত্রী" অর্থ প্রকাশক শব্দটি অর্থাৎ, المراضع শব্দটি যা تسترضعوا-এর প্রথম مفعول – উহ্য আছে। কিন্তু المحذوف كالملفوظ নীতি অনুসারে মূল অর্থের সাথে তা উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন, টীকা)

(৩) بصير শব্দটি যেহেতু مبالغة অর্থবোধক। এ জন্য তার অর্থ "ভালো করেই" দেখেন, করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৩৩ নং আয়াত:

এ আয়াতটিতে শিশুদের দুধ পান করানো ও তার আনুসঙ্গিক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। যথাঃ

১. الوالدات يرضعن (সন্তানবতী নারীরা দুধ পান করাবে) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সন্তানের মা যদি কোন কারণবশতঃ মা'যূর না হয়, তবে দিয়ানাতদারী হিসেবে বিবাহে আবদ্ধ অথবা ইদ্দত থাকা অবস্থায় সন্তানকে দুধ পান করানো তার উপর ওয়াজিব; এর জন্য কোন বিনিময় নেয়া জায়েয নয়। (বয়ানুল কুরআন)

২. حولين كاملين (পূর্ণ দু'বছর) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুধ পান করানোর পূর্ণ মুদ্দত দু'বছর। দুধ পান করাতে অসুবিধা এমন কোন বিশেষ ওজর যদি দেখা না দেয়, তবে সন্তানের হক তাকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করানো। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. حولين كاملين (পূর্ণ দু'বছর) দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, দুধ পান করানোর পূর্ণ মুদ্দত দেয়া হয়েছে দু'বছর; এরপর আর পান করানো যাবে না। (মাআরিফুল কুরআন; আহকামুল কুরআন, থানভী ও বয়ানুল কুরআন)।

৪. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (আর যার সন্তান [অর্থাৎ, পিতা] তার দায়িত্ব ঐ নারীদের

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

খোর-পোষ নিয়মানুযায়ী।) দ্বারা বুঝা যায় যে, সন্তানকে দুধ পান করানোর দায়িত্ব যদিও মায়ের-র, কিন্তু খাওয়া-পরা এবং জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের দায়িত্ব পিতার উপর। (মাআরিফুল কুরআন)

৫. এটাও বোঝা যায় যে, দুধ পান করানোর উজ্‌রত্ বা বিনিময় কেবলমাত্র পিতার উপরই ওয়াজিব–এতে অন্য কেউ শরীক নয়; তদ্রূপ সন্তানের খরচ বহনও একমাত্র পিতার উপর ওয়াজিব। (আহকামুল কুরআন, থানভী)

৬. بالمعروف (নিয়মনুযায়ী) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বামীর উপর স্ত্রীর যে খোর-পোষ ওয়াজিব, তা স্বামীর সামর্থানুযায়ীই হবে। কারণ, তার সামর্থের বাইরে কোন কিছু তার উপর ওয়াজিব সাব্যস্ত করা معروف (বিধি সম্মত) বিবেচিত হবে না। ঠিক তদ্রূপ, তার সামর্থের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের কিছু তার জিম্মায় ওয়াজিব সাব্যস্ত করাও معروف গণ্য হয় না। (আহকামুল কুরআন, থানভী ও মাযহারী)

৭. لا تضار والدة (কোন মাকে ক্ষতিগ্রস্থ করা যাবে না) দ্বারা এই বিধান প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন মা তার সন্তানকে দুধ পান করাতে না চায়, তবে স্বাভাবিকভাবে আমাদের এ ধারণাই রাখতে হবে যে, মা কোন কারণে মা'যূর। অতএব চাপ সৃষ্টি করে তাকে দুধ পান করাতে বাধ্য করা যাবে না। (বয়ানুল কুরআন)

৮. لا تضار والدة (কোন মাকে ক্ষতিগ্রস্থ করা যাবে না) দ্বারা এ বিধানটিও জানা যায় যে, যদি মা দুধ পান করাতে চায় এবং তার দুধে কোন অসুবিধাও না থাকে, এমতাবস্থায় পিতার জন্য এটা জায়েয নেই যে, মাকে দুধ পান করাতে না দিয়ে অন্য ধাত্রীর দুধ পান করাবে। (বয়ানুল কুরআন)।

৯. ولا مولود والدة (যার সন্তান [অর্থাৎ, পিতা] তাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবেনা) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যদি সন্তান অন্য কোন ধাত্রীর দুধ পান করতে না চায় এবং অন্য কোন প্রকার দুধও পান না করে, তবে এমতাবস্থায় তাকে বাধ্য করা হবে সন্তানকে দুধ পান করাতে। (বয়ানুল কুরআন)

১০. وعلى الوارث مثل ذلك (ওয়ারিসদের উপরও অনুরূপ (সন্তান পালনের) দায়িত্ব।) দ্বারা এতীম সন্তানের লালন-পালনের বিধান জানা যায়। সন্তানের পিতা মারা গেলে যদি সন্তানের নিজস্ব সম্পদ থাকে, তাহলেতো সেই সম্পদ দ্বারাই তার লালন-পালন করা হবে। যদি তার নিজস্ব সম্পদ না থাকে, তবে তার মালদার মাহরাম ওয়ারিসদের উপর খরচের দায়িত্ব বর্তাবে। "মাহরাম ওয়ারিস" বলতে এমন আত্মীয় বুঝানো হয় যে, সন্তানের সাথে তার এমন সম্পর্ক যে, ঐ দু'জনার যে কোন একজনকে যদি পুরুষ এবং অন্য জনকে স্ত্রী সাব্যস্ত করা হয়, তবে তাদের মধ্যে বিবাহ জায়েয হয় না। এদের মধ্যে মাতাও গণ্য হবে। উদাহরণ স্বরূপঃ একটি এতীম সন্তানের মা আছে এবং দাদাও আছে, এমত-াবস্থায় তার খরচের এক তৃতীয়াংশ মার দায়িত্বে, আর বাদ বাকী দুই তৃতীয়াংশ দাদার দায়িত্বে। কারণ, এরা উভয়জন মাহরামও এবং সন্তানের মীরাছও (সন্তান মারা গেলে) এ হারেই পাবে। (বয়ানুল কুরআন)

১১. فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما প্রমাণ করে যে, মাতা-পিতা পারস্পরিক

সন্তোষ ও পরামর্শক্রমে যদি দুবছরের পূর্বেই দুধ ছাড়াতে চায় –চাই সেটা মায়ের অসুবিধার কারণে হোক, অথবা সন্তানের কোন অসুবিধার কারণে হোক– তবে এতে তাদের কোন পাপ নেই। (মাআরিফুল কুরআন)

১২. "পারস্পারিক সন্তোষ ও পরামর্শ" কে শর্ত হিসেবে এজন্যই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুধ ছাড়ানোর ক্ষেত্রে সন্তানের মঙ্গলই লক্ষ্য থাকা উচিত। সন্তানকে পরস্পরের ঝগড়া বিবাদের নিশানাবস্তু বানানো উচিত নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

১৩. وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم (যদি তোমরা চাও যে, কোন ধাত্রীর দুধ পান করাবে তোমাদের সন্তানদেরকে, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই।) দ্বারা এ মাসআলাটি জানা যায় যে, মা দুধ পান করাতে রাজী থাকা সত্ত্বেও যদি পিতা দেখে যে, মা-র দুধ বাচ্চার জন্য ক্ষতিকর, তবে পিতার এ অধিকার আছে যে, মাকে দুধ পান করাতে দিবে না; বরং অন্য কোন ধাত্রীর দুধ পান করাবে। (বয়ানুল কুরআন)

১৪. اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف (যখন তোমরা দিয়ে দিবে যা কিছু [বিনিময়] তোমরা দেয়া সাব্যস্ত করেছ নিয়মানুযায়ী।) থেকে এই মাসআলা বোঝা যায় যে, যাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য রাখা হবে, তার সাথে তার ভাতা ও পারিশ্রমিক সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কথা-বার্তা চূড়ান্ত করে নিবে, যাতে করে পরে কোন ঝগড়া-বিবাদ দেখা না দেয় এবং এটাও বোঝা যায় যে, নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত ভাতা বা পারিশ্রি-মক তাকে দিয়ে দিবে, এতে কোন প্রকার হের-ফের করবে না। (মাআরিফুল কুরআন)

১৫. দুধ পান করানোর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয।

১৬. ان الله بما تعملون بصير (অবশ্যই তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভালো করেই দেখেন।) বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি কেউ উক্ত নিয়ম-কানূনের খেলাফ কিছু করে, অথবা সন্তানের অমঙ্গল হয় এমন কোন সিদ্ধান্ত নেয়, তবে সে আল্লাহ তাআলার কাছে শাস্তিযোগ্য হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝	(২৩৪) আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যু বরণ করে এবং ছেড়ে যায় (নিজেদের) স্ত্রীদেরকে; তখন উক্ত স্ত্রীগণ অপেক্ষায় রাখবে নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন। অতঃপর যখন তারা পূর্ণ করবে নিজেদের ইদ্দত, তখন তোমাদের কোন পাপ হবে না ঐ বিষয়ে যা কিছু তারা নিজেদের ব্যাপারে (শরীয়তের) নিয়মানুসারে করবে। এবং আল্লাহ তোমাদের সকল কাজের খবর রাখেন।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۲۳۵﴾

(২৩৫) আর এতে তোমাদের কোন গোনাহ্ হবে না যে, উক্ত[১] মহিলাদেরকে (ইদ্দতের ভিতরে) আকার ইঙ্গিতে বিবাহের যে প্রস্তাব দাও, অথবা নিজেদের অন্তরে গোপন রাখ। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা ঐ সকল মহিলাদের কথা স্মরণ করবে। কিন্তু তাদের সাথে গোপনে[২] (বিবাহের) প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না। অবশ্য এটা হতে পারে যে, শরীয়তের প্রথা অনুসারে কোন কথা[৩] বলে দিবে। আর (এখনই) বিবাহ বন্ধনের সংকল্প করো না, যে পর্যন্ত না নির্ধারিত ইদ্দত তার চূড়ান্ত সময়সীমায় উপনীত হয়। আর জেনে রেখো যে, অবশ্যই আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমাদের অন্তরে আছে; সুতরাং তাকে ভয় করতে থাকো; এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "উক্ত" অর্থটি النساء শব্দের ال হতে সংগৃহিত; কারণ, النساء এর ال এখানে عهد خارجی হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বয়ানুল কুরআনে এরূপ অর্থ করা হয়েছে।

(২) "গোপন" سرا শব্দের আভিধানিক অর্থ "গোপনে"। কোন কোন মুফাস্সির এখানে আভিধানিক অর্থই গ্রহণ করেন। হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) তাঁর অনুবাদে আভিধানিক অর্থই গ্রহণ করেছেন। তার অনুসরণে আমরাও এটাকে প্রাধান্য দিয়েছি। আর سرا –এর রূপক অর্থ বিবাহ, কোন কোন মুফাস্সির এই অর্থকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) তাঁর বয়ানুল কুরআনে দ্বিতীয় অর্থকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

(৩) "প্রথা অনুসারে কোন কথা বলা" দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য আকার-ইঙ্গিতে বিবাহের কথা বলা বা প্রস্তাব দেয়া। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৩৪ নং আয়াত:

এ আয়াতে বিধবা মহিলাদের সম্পর্কে কয়েকটি মাসআলা বর্ণিত হয়েছে-

১. বিধবা মেয়েলোকের ইদ্দত চার মাস দশ দিন। অবশ্য এ ইদ্দত ঐ বিধবার জন্য যে গর্ভবতী নয়। যদি বিধবা গর্ভবতী হয়, তাহলে তার ইদ্দত গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত। (বয়ানুল কুরআন)

২. বিধবা মহিলা যখন তার ইদ্দত শেষ করবে –অর্থাৎ, গর্ভবতী না হলে চার মাস দশ দিন, আর গর্ভবতী হলে গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত– তখন তার জন্য শরীয়তের নিয়মানুসারে কোথাও বিবাহ

বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় কোন গোনাহ নেই এবং সুগন্ধি ও সাজ-সজ্জাও তার জন্য হালাল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৩. فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهن بالمعروف (বিধবা মহিলারা নিয়মানুসারে নিজেদের ব্যাপারে কিছু করলে তোমাদের কোন গোনাহ হবে না)– আয়াতের এই অংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি কোন ব্যক্তি শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করে, তবে অন্যদের উপরও ওয়াজিব শক্তি অনুযায়ী তাকে বাধা প্রদান করা। অন্যথায় তারাও গোনাহ্গার হবে। (বয়ানুল কুরআন)

● ২৩৫ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে (বিধবা মহিলা সম্পর্কে) ইদ্দতের অবস্থায় চারটি বিধানের উল্লেখ করা হয়েছে। যথা–

(১) মুখে স্পষ্ট ভাষায় বিবাহের প্রস্তাব দেয়া হারাম।

(২) মৌখিকভাবে ইশারা-ইঙ্গিতে প্রস্তাব দেয়া জায়েয।

(৩) অন্তরে এই ইচ্ছা পোষণ করা যে, এখনই অর্থাৎ, ইদ্দতের মধ্যেই বিবাহ করবে ইহা হারাম।

(৪) অন্তরে এই ইচ্ছা পোষণ করা যে, ইদ্দতের পর বিবাহ করবে ইহা জায়েয। (বয়ানুল কুরআন)

২. মাসআলা: যে মহিলা তালাকে বায়েনের ইদ্দত পালন করছে, তার জন্যও (উপরোক্ত চারটি বিষয়ে) ঐ একই বিধান। (বয়ানুল কুরআন)

৩. মাসআলা: যার স্বামী মারা যায় তার জন্য ইদ্দতের ভিতরে সুগন্ধি ব্যবহার করা, সাজ-সজ্জা করা, চিকিৎসার প্রয়োজন ছাড়া সুরমা এবং তেল ব্যবহার করা, মেহেদী লাগানো এবং রঙ্গিন কাপড় পরা জায়েয নয়। তালাকে বায়েন প্রাপ্তা মহিলার জন্যও ঐ একই বিধান। অবশ্য এর জন্য দিবাকালেও একান্ত অপারগতা ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয নয়। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

৪. আল্লাহ তাআলা সবকিছু সম্বন্ধে অবগত এমনকি মনের ইচ্ছা ও সংকল্প সম্বন্ধেও অবগত অতএব ইদ্দতের অবস্থায় তাকে বিবাহ করার সংকল্প করলেও আল্লাহর কাছে তা গোপন থাকবে না। সেমর্মে সাবধান থাকা চাই।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۖۚ وَّمَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا ۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۲۳۶﴾

(২৩৬) কোন গোনাহ নেই তোমাদের, যদি তোমরা তালাক দিয়ে দাও (তোমাদের) স্ত্রীদেরকে এমতাবস্থায় যে, না[১] তাদেরকে স্পর্শ করেছ আর না তাদের জন্য কোন মহর[২] ধার্য করেছ এবং তাদেরকে "মুতআ" তথা উপকারের জিনিস[৩] দিয়ে দাও; বিত্তবান তার সামর্থ্যানুযায়ী এবং বিত্তহীন তার সামর্থানুযায়ী, বিধিসম্মত উপকারের জিনিস; যা সৎকর্মশীলদের উপর ওয়াজিব।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؕ وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؕ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٧﴾

(২৩৭) আর যদি তোমরা তাদেরকে তালাক দাও স্পর্শ করার পূর্বে এ অবস্থায় যে, তাদের জন্য তোমরা মহর ধার্য করেছ, তাহলে যা তোমরা ধার্য করেছ তার অর্ধেক (ওয়াজিব হয়েছে), অবশ্য যদি স্ত্রীগণ ক্ষমা করে দেয়, অথবা ক্ষমা[৪] করে দেয় ঐ ব্যক্তি যার হাতে বিবাহের বন্ধন[৫] (তবে সেটা স্বতন্ত্র কথা)। এবং তোমাদের ক্ষমা করে দেয়া তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আর তোমরা[৬] নিজেদের মধ্যে পরস্পরে সদাচারের কথা ভুলে যেয়ো না। নিঃসন্দেহে তোমরা যা কিছু কর তা আল্লাহ ভালো ভাবেই দেখেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) تفرضوا শব্দটি এখানে او এবং لم تفرضوا او এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, تفرضوا শব্দটি পূর্বের لم تمسوهن শব্দের উপর عطف হয়েছে। সুতরাং معطوف عليه এর মধ্যে نفى এর অর্থ থাকার কারণে معطوف এর মধ্যেও نفى এর অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। আর لم এখানে نفى احد الامرين এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআনের আলোকে)

(২) فريضة শব্দটি বস্তুত مفروضة অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, (যার আভিধানিক অর্থ ধার্যকৃত, আর ভাবার্থ মহর।) এর মধ্যে অক্ষরটি শব্দটিকে صفيت থেকে اسميت এর দিকে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। (বায়জাবী)

(৩) "মুতআ" তথা উপকারের জিনিস দ্বারা উদ্দেশ্য এক জোড়া জামা-কাপড়।

(৪) স্বামীর পূর্ণ মহর দেয়াকে "ক্ষমা করা" শব্দ দ্বারা বর্ণনা করার দুটি কারণ হতে পারে (১) বালাগাতের প্রসিদ্ধ নীতি صناعت مشاكلة (যুগ্ম অলংকার) হিসেবে, অথবা (২) এ কারণে যে, সাধারণতঃ আরবের লোকেরা বিবাহের মুহূর্তেই স্ত্রীদেরকে পূর্ণ মহর দিয়ে দিত। অতঃপর যে ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে নির্জনবাসের পূর্বেই তাকে তালাক দিত, সে তার দেয়া মহরের অর্ধেক ফেরৎ পেত। এখন যদি সে ফেরৎ না আনে, তবে এটা তার ক্ষমা করে দেয়াই হল। (বায়জাবী)

(৫) "যার হাতে বিবাহের বন্ধন" দ্বারা উদ্দেশ্য স্বামী। (মাজহারী ও আহকামুল কুরআন, থানভী)

(৬) এখানে "তোমরা" দ্বারা بطريق التغليب পুরুষ নারী উভয় শ্রেণীকে সম্বোধন করা হয়েছে। (আবুস-সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৩৬ নং আয়াত:

১. বিবাহের সময় মহর ধার্য না করলেও বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যায়।

২. এরূপ স্ত্রীকে যদি নির্জনবাসের পূর্বে তালাক দেয়। তবে মহর দিতে হবে না, বরং মুত্আ অর্থাৎ, তিনটি কাপড়ের একটি সেট, যার মধ্যে থাকবে একটি কামিস, একটি ওড়না ও একটি বড় চাদর –যার দ্বারা মাথা হাত পা পর্যন্ত সর্ব শরীর ঢাকা যায়– দেয়া ওয়াজিব।

৩. এই মুত্য়ার (মান নির্ণয়ের) ক্ষেত্রে পুরুষের সামর্থ বিবেচনা করা হবে, স্ত্রীর অবস্থা বিবেচনা করা হবে না।

৪. এরূপ স্ত্রীকে উক্ত মুত্আ দেয়া ওয়াজিব এবং এটা মহরের স্থলাভিষিক্ত।

৫. এই মুত্আর মূল্য পাঁচ দেরহামের চেয়ে কম হবে না এবং এরূপ মহিলার মহ্রে মিছ্ল (খান্দানী মহর)–এর অর্ধেকের চেয়ে বেশী হবে না। (বয়ানুল কুরআন)

● ২৩৭ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে বলা হয়েছে, বিবাহের সময় যার মহর ধার্য করা হয়েছে এবং তার সাথে নির্জনবাসের পূর্বেই তালাক দেয়া হয়েছে, এমতাবস্থায় ধার্যকৃত মহরের অর্ধেক স্বামীর দায়িত্বে ওয়াজিব হবে।

২. (যার হাতে বিবাহ বন্ধন অর্থা, স্বামী) হাদীছে মারফু দ্বারা প্রমাণিত যে, বিবাহ বন্ধনের মালিক একমাত্র স্বামী (আহকামুল কুরআন, থানভী) সুতরাং বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর বিবাহ বন্ধন অক্ষুন্ন রাখা বা ছিন্ন করার অধিকার একমাত্র স্বামীর, তালাক কেবলমাত্র স্বামীই দিতে পারে–স্ত্রী নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. (আর তোমাদের ক্ষমা করে দেয়া তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।) এর মাধ্যমে স্ত্রীর পক্ষ থেকে মহর মাফ করে দেয়ার অপেক্ষায় না থেকে সম্পূর্ণ সম্পদের প্রতি লিপ্সা থেকে হৃদয়কে পবিত্র করার মহান শিক্ষা পাওয়া যায়। (বয়ানুল কুরআন)

৪. মহর ও সহবাসের প্রেক্ষিতে তালাকের চারটি অবস্থা–

(১) মহরও ধার্য হয়নি, সহবাসও হয়নি।

(২) মহর ধার্য হয়েছে কিন্তু সহবাস হয়নি। এই দুই প্রকার তালাকের বিধান উপরোক্ত দু'টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

(৩) মহর ধার্য হয়েছে এবং সহবাসও হয়েছে। এক্ষেত্রে ধার্যকৃত মহর সম্পূর্ণ দিতে হবে।

(৪) মহর ধার্য হয়নি এবং নির্জনবাসের পর তালাক দিয়েছে, এমতাবস্থায় মহরে মিছ্ল (অর্থাৎ, স্ত্রীর অন্যান্য মহিলা আত্মীয়দের ক্ষেত্রে প্রচলিত মহর) পরিশোধ করতে হবে। শেষের দুটি অবস্থার বিধানও কুরআনের অন্যান্য স্থানে বর্ণিত আছে। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৫. (তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরে সদাচারের কথা ভুলে যেয়ো না।) বলে তালাক প্রদানকারীর পরিবার ও তালাক প্রাপ্তার পরিবারের মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার আহবান জানানো হয়েছে। তালাক যেন তাদের মধ্যে শত্রুতা ও সম্পর্ক ছিন্নতার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। (বিচ্ছেদ পূর্ববর্তী নিজেদের মধ্যকার সহানুভূতি ও হৃদ্যতার কথা স্মরণ রাখলে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা সহজ হবে।) [আইছারুত্তাফাসীর]

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(২৩৮) তোমরা যত্নবান হও নামাযসমূহের ব্যাপারে এবং (বিশেষত) মধ্যবর্তী[১] নামাযের (ব্যাপারে)। আর দাঁড়াও আল্লাহর সামনে বিনীত হয়ে[২]।	حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۚ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿٢٣٨﴾
(২৩৯) আর যদি তোমাদের (যথারীতি নামায পড়তে) ভয় হয়, তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায় অথবা বাহনে চড়া অবস্থায় (নামায) পড়ে নিও।[৩] অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন আল্লাহর স্মরণ[৪] সেভাবে কর, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিখিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।	فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٩﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) 'মধ্যবর্তী নামায' দ্বারা উদ্দেশ্য অধিকাংশ মুফাস্সিরের নিকট আছরের নামায। কারণ, এর পূর্বের অংশে দিবা কালের দুই ওয়াক্তের নামায তথা ফজর ও জোহর, আর পরের অংশে রাত্রিকালের দুই ওয়াক্তের নামায তথা মাগরিব ও এশা রয়েছে। (আহকামুল কুরআন, থানবী ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) قنوت শব্দের মূল অর্থ আনুগত্য। বিনয় বা আদবের সাথে দাঁড়ানো মূলত আনুগত্যেরই বহিঃপ্রকাশ। এ কারণে ভাবার্থ হিসেবে قنوت এর অনুবাদ করা হয়েছে "বিনীত হয়ে দাঁড়ানো।"

(৩) "পড়ে নাও" ক্রিয়াটি এখানে উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) "আল্লাহর স্মরণ" দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য নামায। অর্থাৎ, যখন তোমাদের ভয়ের অবস্থা কেটে যাবে, তখন সমস্ত নিয়ম-নীতি রক্ষা করেই স্বাভাবিক নিয়মে নামায আদায় করতে হবে। (মাযহারী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৩৮ নং আয়াত:

১. নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

২. এ আয়াতের আগে ও পরে তালাকের আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। মধ্যখানে নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দানের দুটি কারণ হতে পারে। যথা- (১) পার্থিব কাজ-কর্ম এবং ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে কখনও আল্লাহর ইবাদতকে ভুলে না যায়- এব্যাপারে সতর্ক করা। অথবা (২) খাহেশ ও প্রবৃত্তির তাড়নায় অর্থ লিপ্সা ও কার্পন্যতার দরুণ ন্যায় ও ইনসাফের উপর আমল করা, বিশেষত ক্ষোভ ও তালাকের অবস্থায় খুবই কঠিন ব্যাপার; তদুপরি "ক্ষমা" ও "পারস্পারিক" সহানুভূতির" উপর আমল করা রীতিমত দুঃসাধ্য বলেই মনে হয়। সুতরাং চিকিৎসা স্বরূপ বলা হয়েছে নামাযকে সংরক্ষণ করতে ও নামাযের প্রতি যত্নবান হতে। কারণ, হীন স্বভাব দূরীকরণে এবং মহৎ স্বভাব অর্জনে নামাযের বিশেষ কার্যকারিতা রয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৩. وقوموا لله قنتين আয়াতের এ অংশ প্রমাণ করে যে, নামাযের মধ্যে যে কোন ধরনের কথা বলা -চাই ইচ্ছে করে বলুক, অথবা নামায সংশোধনের উদ্দেশ্যে বলুক- নামাযকে নষ্ট করে দেয়। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

হযরত জায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে নামাযের ভিতরে কথাবার্তা বলতাম। আমাদের কেউ তার পার্শ্বের অন্য জনের সাথে কথা বলত। এধারা অব্যাহত ছিল। পরিশেষে যখন وقوموا لله قنتين অবতীর্ণ হয়, তখন আমাদেরকে নীরব থাকার নির্দেশ দেয়া হয় এবং কথাবার্তা বলতে নিষেধ করা হয়। (মাযহারী ও আহকামুল কুরআন, থানবী)

৪. আবু বকর জাস্সাস (রহ.) বলেন, وقوموا لله দ্বারা নামাযের মধ্যে কিয়াম (দাঁড়ানো) ফরয, এটা প্রমাণিত হয়। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

● ২৩৯ নং আয়াত:

১. আয়াতে সালাতুল খাওফের কথা বর্ণিত হয়েছে যে, শত্রু বা কোন কারণে যদি ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হয় তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায় ইশারায় ও সওয়ার অবস্থায় নামায পড়ে নিবে।

মাসআলা ঃ দাঁড়ানো অবস্থায় ইশারায় নামায পড়া তখনই জায়েয, যখন একই স্থানে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা সম্ভব। চলন্ত অবস্থায় নামায পড়া জায়েয নেই। অবশ্য যদি অবস্থা এমন হয় যে, একই স্থানে দাঁড়িয়ে নামায পড়া সম্ভব হচ্ছে না, যেমন লড়ায়ী চলাকালীন, তাহলে নামায কাযা করবে এবং পরে পড়ে নিবে। (বয়ানুল কুরআন)

২. নামাযের প্রতি যত্নবান থাকার নির্দেশ। তা এভাবে যে, শত্রু বা কোন কারণে যদি এমন ভয়ানক অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, স্বাভাবিক নিয়মে রুকু-সাজদা করে নামায আদায় করা সম্ভব নয়, এমত-াবস্থায়ও নামাযের প্রতি যত্নবান থাকতে বলা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন অবলম্বনে)

৩. আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৪. নেয়ামতের শোকর আদায় করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত ইল্ম দান করার শোকর আদায়ের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(২৪০) আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যু বরণ করে এবং রেখে যায় (নিজেদের) স্ত্রীদেরকে, তারা যেন ওছিয়ত করে যায় নিজ স্ত্রীদের জন্য এক বছরের খরচ দিতে (এ রূপে যে,) ঘর থেকে বহিষ্কৃত করা হবে না। হ্যাঁ, যদি তারা নিজেরা বের হয়ে যায়[১], তবে তোমাদের কোন গোনাহ নেই তাতে যা তারা নিজেদের বেলায় বিধিসম্মত ভাবে[২] করবে। আর আল্লাহ মহা প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়।	وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٤٠﴾

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(২৪১) আর সব তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য রয়েছে বিধিসম্মতভাবে উপকারের জিনিস[৩], পরহেজগারদের দায়িত্ব।	وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤١﴾
(২৪২) এই ভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিজের হুকুমসমূহ সুস্পষ্ঠভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।	كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٤٢﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) চার মাস দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর অথবা সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া (وضع حمل)-এর পর ইদ্দত পূর্ণ করে।

(২) যেমন- বিবাহ প্রভৃতি।

(৩) চাই সেটা ওয়াজিব পর্যায়ের হোক বা মোস্তাহাব পর্যায়ের। (বয়ানুল কুরআন) যেমন ভরণ-পোষণ, জোড়া কাপড় প্রভৃতি।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৪০ নং আয়াত:

জাহেলী যুগে বিধবা নারীর ইদ্দত ছিল এক বছর। ইসলামী বিধানে এক বছরের পরিবর্তে চার মাস দশ দিন ধার্য করা হল। তবে যেহেতু ঐ সময় পর্যন্ত মিরাছের হুকুম অবতীর্ণ হয়নি, যার কারণে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদে স্ত্রীর কোন অংশ নির্ধারিত ছিল না। এ কারণে স্ত্রীর জন্য এই সুযোগ রাখা হয়েছিল যে, যদি স্ত্রী স্বামীর পরিত্যক্ত ঘরে থাকতে চায়, তবে এক বছর পর্যন্ত থাকার অধিকার সে পাবে এবং খোরপোষও পাবে। উক্ত আয়াতে এ বিধানটিই বর্ণনা করা হয়েছে এবং স্বামীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সে যেন এ বিষয়ে ওছিয়ত করে যায়। আর যেহেতু এটা স্ত্রীর অধিকার, সেই জন্য এ অধিকার গ্রহণ করা না করার এখতিয়ারও তার ছিল। এ কারণে অন্যান্য ওয়ারিছদের জন্য জায়েয ছিল না যে, উক্ত বিধবাকে বের করে দিবে। কিন্তু তার জন্য জায়েয ছিল যে, সে ঐ ঘরে না থেকে তার প্রাপ্য অধিকার অন্যান্য ওয়ারিছদের জন্য ছেড়ে দিয়ে যাবে। তবে বিধবার স্বেচ্ছায় ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য শর্ত ছিল, তার ইদ্দত চার মাস দশ দিন অতিক্রান্ত হতে হবে। ইদ্দতের পর ঘর থেকে বের হওয়া, বিবাহ করা ইত্যাদি সব কিছুই তার জন্য জায়েয, معروف "বিধিসম্মতভাবে" কথাটির দ্বারা এই শর্তটিই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং ইদ্দতের মধ্যে ঘর থেকে বের হওয়া, বিবাহ করা ইত্যাদি সব কিছুই পাপ, বিধবার জন্যও আর তাদের জন্যও যারা বাধা প্রদানের শক্তি থাকা সত্ত্বেও বাধা দেয়নি।

অবশ্য পরে মিরাছের আয়াত দ্বারা উপরোক্ত হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে। অতএব এখন বিধবা নারী মৃত স্বামীর সম্পদ থেকে মিরাসসূত্রে তার নিজের অংশেই থাকবে, বসবাস করবে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

● ২৪১ নং আয়াত:

পূর্বেও "খরচ" বা মুতআ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেটা ছিল ঐ তালাকের পর, যে তালাকের পূর্বে স্ত্রীর সাথে নির্জনবাসও হয়নি, আর মহরও ধার্য করা হয়নি। আর এ আয়াতের নির্দেশ সকল তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য। অবশ্য পার্থক্য এতটুকু যে, পূর্বোক্ত মুতআ দেয়া ওয়াজিব, আর সাধারণ ভাবে সকল তালাকপ্রাপ্তা নারীকে মুতআ দেয়া মুস্তাহাব। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

● ২৪২ নং আয়াত:

যেমনিভাবে এ যাবত বিবাহ, তালাক ও ইদ্দতের বিধানসমূহ বর্ণনা করেছেন, তদ্রূপ আল্লাহ তাআলা তার (অন্যান্য) বিধান ও নির্দেশসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার এবং আমল করতে পার। (ফাওয়ায়েদে উছমানী) এ আয়াতের সারকথা হল আল্লাহর নির্দেশাবলী বোঝা এবং সেমতে আমল করা চাই।

(২৪৩) তুমি কি তাদেরকে দেখনি[১] যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিল, আর তারা (সংখ্যায়) ছিল হাজার হাজার?[২] অতঃপর আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা মরে যাও, তারপর আল্লাহ তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল[৩]। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকর গোজারী করে না।[৪]	اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ص فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ق ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٢٤٣﴾
(২৪৪) আর তোমরা জেহাদ কর[৫] আল্লাহর পথে এবং জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।	وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٤﴾
(২৪৫) কোন ব্যক্তি আছে এমন, যে আল্লাহকে ঋণ দিবে[৬] উত্তম ঋণ[৭]; অতঃপর আল্লাহ তার জন্য উহা বৃদ্ধি করে দিবেন বহু গুণে? আর আল্লাহ (ই) সংকুচিত করেন এবং তিনি (ই) প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।	مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ط وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ص وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٤٥﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) الم تر "তুমি কি দেখনি" বলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে, অথচ ঘটনাটি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগের অনেক পূর্বেকার। এজন্য মুফাস্সিরগণ বলেন, কুরআনের যে সকল জায়গায় الم تر বলে সম্বোধন করা হয়েছে, সব জায়গাতেই

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দেখার উদ্দেশ্য অন্তরের দেখা। অর্থাৎ, الم تر এর অর্থ الم تعلم (তুমি কি জান না)। কিন্তু الم تر দ্বারা বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, ঘটনাটি বহুল আলোচিত ও সুপ্রসিদ্ধ, যেন ইচ্ছে করলে এখনও দেখা যেতে পারে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) "তারা ছিল হাজার হাজার" الوف শব্দটি অধিকতাবাচক বহুবচন, যার নিম্নতম সংখ্যা দশ। সুতরাং কুরআনের ভাষায় বুঝা যায় যে, তাদের সংখ্যা দশ হাজারের কম ছিল না। তবে নির্দিষ্ট সংখ্যা কত ছিল এ ব্যাপারে যথেষ্ট মত পার্থক্য রয়েছে। (মাঃ কুঃ ১ঃ ৫৯৫)। সংখ্যা নির্ণয় সম্পর্কে তিন হাজার, চার হাজার, আট হাজার, ত্রিশ হাজারের উর্দ্ধে, চল্লিশ হাজার, আটচল্লিশ হাজার এবং সত্তর হাজার পর্যন্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। (মাযহারী)

(৩) ذو فضل "বড়ই অনুগ্রহশীল" এখানে فضل এর অর্থ "বড় অনুগ্রহ" করার কারণ, فضل এর تنوين টি تخفيف এর জন্য। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) উক্ত আয়াতে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটি উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য, পরবর্তী দুটি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক জেহাদ অর্থাৎ, মানুষের জীবন ও সম্পদ আল্লাহর পথে উৎসর্গ করার যে নির্দেশ দিয়েছেন, তারই ভূমিকা স্বরূপ এ ঘটনাটির অবতারণা করেছেন। অর্থাৎ, মরণের ভয়ে জেহাদ থেকে পালিয়ে যাওয়া অর্থহীন। প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে আল্লাহর নির্দেশ পালনের মধ্যেই। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) পূর্বোক্ত আয়াতে জেহাদের প্রতি উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে ভূমিকা স্বরূপ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে সরাসরি মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে, আল্লাহর পথে জেহাদ কর। (বয়ানুল কুরআন)

ঐতিহাসিক ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

বনী ঈসরাঈল সম্প্রদায়ের কিছু লোক, যাদের আবাস ছিল "ওয়াছিত" এর নিকটবর্তী "দাদারওয়ান" নামক গ্রামে। তাদের গ্রামে ব্যাপক ভাবে মহামারী দেখা দেয়ার কারণে, অথবা বাদশাহ কর্তৃক তাদেরকে জেহাদের নির্দেশ দেয়ার কারণে মরণের ভয়ে তারা আপন আবাস ভূমি ছেড়ে পালিয়ে যায়। পালিয়ে গিয়ে "আফীহ্" নামক এক প্রশস্ত ময়দানে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করে। আল্লাহ তাআলা তাদের উদ্দেশ্যে দু'জন ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। তারা ময়দানের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে এমন এক বিকট শব্দ করে, যাতে তারা সকলেই মারা যায়। পার্শ্ববর্তী লোকেরা যখন জানতে পারে, তখন এত অধিক লোকের দাফন-কাফনের তেমন কোন সুব্যবস্থা করতে না পারায় চতুর্দিক দেয়ালের মত করে ঘিরে দেয়। দীর্ঘ দিন পর তাদের লাশ পচে-গলে গেলে (অন্য বর্ণনা মতে এক সপ্তাহ পর) বনী ইসরাঈলের এক নবী -যার নাম হিযকীল (আ.)- ঐ স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এই অবস্থা দেখে আশ্চার্যান্বিত হলেন। পরে ওহীর মাধ্যমে সম্পূর্ণ ঘটনা তাঁকে অবগত করানো হয়। তিনি আল্লাহর দরবারে তাদেরকে পুনরায় জীবিত করে দেয়ার জন্য দুআ করলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর দুআ কবুল করেন এবং তাদের সকলকে পুনরায় জীবিত করে বিশ্বের মানুষের জন্য এক মহান নিদর্শন স্থাপন করেন। (মাযহারী ও মাআরিফুল কুরআন থেকে গৃহীত।)

২৪৫ নং আয়াতের শানে নুযূল: ইমাম বুখারী ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যখন مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل الاية আয়াতটি (যার মধ্যে

দানের বদলা সাতশত গুণ বর্ণনা করা হয়েছে) অবতীর্ণ হয়, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে প্রতিপালক! আমার উম্মতের জন্য আপনি আরো (বহুগুণ) বৃদ্ধি করে দিন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। (মাযহারী)

(৬) "ঋণ" দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য নেক আমল ও আল্লাহর পথে ব্যয় করা। এটাকে রূপক অর্থে ঋণ বলা হয়েছে, নতুবা সবকিছুরই প্রকৃত মালিক তো আল্লাহই। অর্থাৎ, ঋণ যেমন অবশ্যই পরিশোধ করা হয়ে থাকে, তদ্রূপ তোমাদের সদ্ব্যয়ের প্রতিদানও অবশ্যই মিলবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৭) "উত্তম ঋণ"-এর অর্থ ইখলাছের সাথে সন্তুষ্ট চিত্তে ঋণ দেয়া। (মাযহারী) হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) উত্তম ঋণের ব্যাখ্যায় বলেন, যে ঋণ দেয়ার পর তাগাদা করবে না, নিজের অনুগ্রহের কথা চিন্তা করবে না, বিনিময় চাবে না এবং যাকে ঋণ দেয়া হল তাকে তুচ্ছও জানবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৪৩ নং আয়াত:

১. মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই। বরং মৃত্যু তার যথা নিয়মে সঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হবেই। সুতরাং মৃত্যুর ভয়ে জেহাদ থেকে পলায়ন করা, অথবা মহামারী কবলিত স্থান থেকে পালিয়ে যাওয়া কেবল মাত্র আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণই নয়, বরং চরম নির্বুদ্ধতা ও বোকামীও বটে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. যে শহর বা এলাকায় কোন সংক্রামক ব্যাধি -পেগ, মহামারী দেখা দেয়, সেখান থেকে পলায়ন করে অন্যত্র যাওয়া জায়েয নেই, যেমন জায়েয নেই জেহাদ থেকে পলায়ন করা। (বয়ানুল কুরআন)

উল্লেখ্য- হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহামারী আক্রান্ত এলাকায় অন্য কোন এলাকার লোকের জন্য যাওয়া নিষেধ। এ নিষেধাজ্ঞার হেকমত বা তাৎপর্য দু'টি হতে পারে- (১) বহিরাগত কোন ব্যক্তির ওখানে যাওয়ার পর মৃত্যু হল। তার তাকদীরে মৃত্যুর নির্ধারিত সময় ঐটাই ছিল। কিন্তু কেউ ভাবতে পারে যে, সেখানে যাওয়ার কারণেই সে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করল। এভাবে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই নিষেধাজ্ঞার দ্বারা সে পথ রুদ্ধ দিয়েছেন। অথবা (২) মহান আল্লাহ পাক মানুষকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, শুধু মাত্র তাকদীরের উপর ভরসা করে নীরব ও নির্বাক থাকা উচিৎ নয়, বরং যে কোন ধরনের অমঙ্গল থেকে নিজেকে রক্ষার ব্যাপারে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ ও ইসলামী বিধান।

৩. আল্লাহ মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম। সুতরাং এর দ্বারা পরকালে পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতাও প্রমাণিত হল।

৪. আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য শোকর আদায় করা কর্তব্য।

● ২৪৪ নং আয়াত:

১. জেহাদ করা ফরয। (অবশ্য অবস্থা ভেদে কখনও তা ফরযে কেফায়া হয় কখনও ফরযে আইন হয়।) [বিস্তারিত জানার জন্য ফেকাহর কিতাব দ্রষ্টব্য।]

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. فى سبيل الله "আল্লাহর পথে" কথাটি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, জেহাদ কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হল নিয়ত খালেছ হতে হবে। অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই মূল লক্ষ্য থাকবে-পার্থিব কোন স্বার্থ জেহাদের লক্ষ্য হলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।

৩. প্রসঙ্গত এটাও প্রমাণিত হয় যে, যে কোন কাজ তা যত মহৎ ও ঝুকিপূর্ণই হোক না কেন, সেটা কবুল হওয়ার জন্য মৌলিক শর্ত একটাই, তা হলো কাজের মূল লক্ষ্য থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। অন্যথায় সকল শ্রমই বৃথা।

৪. ان الله سميع عليم "আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও সব কিছু জানেন" অর্থাৎ, যারা জেহাদ করে তাদের কথাবার্তাও শোনেন আর যারা জেহাদ করে না তাদের কথাবার্তাও শোনেন এবং সকলের নিয়ত সম্পর্কেও জানেন। সুতরাং প্রত্যেককেই উপযুক্ত বদলা দিবেন। (বয়ানুল কুরআন)

● ২৪৫ নং আয়াত:

১. নেক আমল ও আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

২. আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা এই ব্যয়ের পুরষ্কার বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন।

৩. রিযিক ও ধন-সম্পদ কম বা বেশী হওয়া আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি নিজ হেকমত অনুযায়ী এটা করে থাকেন।

৪. আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়া ও তাঁর নিকট হিসাব-নিকাশ প্রদানের চিন্তা জাগ্রত রাখার প্রতি ইংগিত প্রদান করা হয়েছে। এই চিন্তা জাগ্রত থাকলে আমল করা এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেতনা জাগ্রত হয়।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٤٦﴾

(২৪৬) তুমি কি দেখনি মুসার পরবর্তীকালে বনী ইসরাঈলের একটি দলকে[১]; যখন তারা তাদের নবীকে বলল, আপনি নির্ধারিত করে দিন আমাদের জন্য একজন বাদশাহ, যাতে আমরা যুদ্ধ করতে পারি আল্লাহর পথে। সে (নবী) বলল, তোমাদের দ্বারা এমন সম্ভাবনা আছে কি যে, তোমরা যুদ্ধ করবে না, যদি তোমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়? তারা বলল, আমাদের কী হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব না? অথচ আমাদেরকে আমাদের ঘর-বাড়ী ও আমাদের সন্তান-সন্ততি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। অতঃপর যখন তাদের উপর জেহাদের বিধান দেয়া হল, তখন তাদের মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া সকলেই ফিরে গেল। আর আল্লাহ জালেমদেরকে খুব ভালো ভাবেই জানেন।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٧﴾

(২৪৭) আর তাদেরকে তাদের নবী বলল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য তালূতকে বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল, আমাদের উপর তার রাজত্ব কেমন করে হতে পারে[২], অথচ আমরা তার চেয়ে রাজত্বের বেশী হকদার, আর তাকে আর্থিক স্বচ্ছলতাও দেয়া হয়নি! সে (অর্থাৎ, নবী) বলল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তাঁকে মনোনীত করেছেন এবং তাঁকে জ্ঞান ও স্বাস্থে আধিক্য দান করেছেন[৩] এবং আল্লাহ তাঁর রাজত্ব যাকে ইচ্ছে দান করেন। আর আল্লাহ প্রশস্ততা দানকারী ও সর্বজ্ঞানী।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٤٨﴾

(২৪৮) এবং তাদেরকে তাদের নবী বলল, তার বাদশাহ হওয়ার আলামত তো[৪] এই যে, তোমাদের নিকট একটি সিন্দুক আসবে, যার মধ্যে রয়েছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হৃদয়ের সান্ত্বনা[৫] এবং মূসা ও হারূনের[৬] রেখে যাওয়া উদ্বৃত্ত কিছু বস্তু; যাকে বহন করে আনবে ফেরেশতাগণ। নিঃসন্দেহে এতে রয়েছে তোমাদের জন্য পূর্ণ নিদর্শন, যদি তোমরা বিশ্বাস রাখ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত মূসা (আ.)-এরপর যখন বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় আল্লাহর হুকুম ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন পাপ কার্যে লিপ্ত হল, তখন জালূত নামক এক কাফের বাদশাহ তাদের উপর চড়াও হল। অনেককে বন্দী করল, অনেককে দেশান্তরিত করল, আর লুটে নিল তাদের ধন-সম্পদ। এহেন চরম অবস্থায় তারা পালিয়ে গিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসে একত্রিত হল। ঐ সময় তাদের নবী ছিলেন হযরত শামউঈল (আ.)। পরিশেষে তাদের সুমতি হল এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধনের চিন্তা হল। তাই নবীর কাছে জেহাদের উদ্দেশ্যে তাদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করার আবেদন করল। উক্ত আয়াতে এ ঐতিহাসিক ঘটনাটাই বর্ণিত হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(২) বনী ইসরাঈলের মধ্যে নবুওয়তের ধারা চলছিল লাওয়া ইবনে ইয়াকুব এর বংশে, আর রাজত্বের ধারা চলছিল ইয়াহুদার বংশে। তালূত ছিল বিন ইয়ামীনের বংশের এবং সে ছিল একজন দরিদ্র ব্যক্তি, একারণেই তারা আপত্তি তুলল। (মাযহারী)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৩) বনী ইসরাঈলের মধ্যে সব চেয়ে সুশ্রী ও সুঠাম দেহী সুপুরুষ ছিলেন তালূত। (মাযহারী)

(৪) "তালূত" কে বাদশাহ নিযুক্ত করায় যখন তারা আপত্তি করল এবং আল্লাহ তাআলা নবীর মাধ্যমে তার উত্তরও দিলেন –যার উল্লেখ পূর্বের আয়াতে রয়েছে– তখন তারা বলল, এটা ছাড়াও তালূতের বাদশাহ হওয়ার আরো কোন নিদর্শন আমাদেরকে দেখান, যাতে আমাদের মনে কোন প্রকার সংশয় না থাক। নবী দুআ করলেন, যার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় নিদর্শন বর্ণনা করা হল যা অত্র আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) বনী ইসরাঈলদের একটি সিন্দুক ছিল, যার মধ্যে হযরত মূসা (আ.) ও অন্যান্য নবীদের কিছু বরকতপূর্ণ বস্তু ছিল (তাওরাতের কিছু অংশ, মূসা (আ.)-এর লাঠি ও জুতা, হারূন (আ.)-এর পাগড়ী ও লাঠি এবং কিছু "মান্ন" –যা বনী ইসরাঈলের উপর অবতীর্ণ হত– মাযহারী) বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় যুদ্ধের সময় ঐ সিন্দুকটি সম্মুখে রাখত, যার বরকতে আল্লাহ তাদেরকে বিজয়ী করতেন। যখন জালূত বাদশাহ তাদের উপর বিজয় লাভ করল, এ সিন্দুকটিও তারা নিয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা তখন সিন্দুকটি পুনরায় ফেরৎ পাঠাবার ইচ্ছে করলেন। ব্যবস্থা এই করলেন যে, যেখানেই ঐ কাফের জাতি সিন্দুকটি রাখত, সেখানেই মহামারী ও বিপদ দেখা দিত। এভাবে পাঁচটি শহর বিরান হয়ে যায়। নিরুপায় হয়ে তারা দুটি বলদ গরুর (গাড়ীর) উপর উঠিয়ে সিন্দুকসহ গরু দুটি তাড়িয়ে দেয়। ফেরেশতারা গরু তাড়িয়ে তালূতের দরজার সম্মুখে পৌঁছে দিয়ে যায়। বনী ইসরাঈল এ নিদর্শন দেখে তালূতের বাদশাহীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) ال موسى وال هارون এর অর্থ "মূসা ও হারূনের রেখে যাওয়া ..." করা হয়েছে, ال শব্দের অর্থ করা হয়নি। কারণ, এ আয়াতে ال শব্দটি উভয় স্থানেই মূসা ও হারূনের সম্মানের প্রতি ইঙ্গিত করার লক্ষ্যে زائد (অতিরিক্ত) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও মাযহারী) অবশ্য কোন কোন মুফাস্সির ال শব্দের মূল অর্থ ঠিক রেখে অনুবাদ করেছেন। হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) এটাকেই গ্রহণ করেছেন। তখন অর্থ করা হবে এভাবে "মূসা ও হারূনের সন্তানবর্গের রেখে যাওয়া ..."। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৪৬-২৪৭ নং আয়াতদ্বয়:

১. আল্লাহর দুশমনদের সাথে জেহাদের জন্য নেতৃত্বের যোগ্য নেতার প্রয়োজন, যার নেতৃত্বে জেহাদ করা হবে। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

২. নেতৃত্ব বা রাজত্ব কোন মীরাছী সম্পদ নয় যে, পুরুষানুক্রমে তা লাভ হবে; বরং জ্ঞান ও শক্তিই নেতৃত্বের যোগ্যতার মাপকাঠি। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

৩. রাজনৈতিক নেতা ও রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণের অনুগত ও অনুসারী থাকবে, যেমন তালূত নবীর অনুগত ছিল। (প্রাগুক্ত)

৪. রাজত্ব আল্লাহর হাতে– তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন, যার থেকে ইচ্ছা ছিনিয়ে নেন।

৫. কাকে রাজত্ব দিতে হবে তা তিনি ভাল করেই জানেন।

www.maktabatulabrar.com

● ২৪৮ নং আয়াত:

১. অতীতে উম্মতের চাওয়ার প্রেক্ষিতেও অনেক নিদর্শন দেয়া হয়েছিল।

২. এ আয়াত দ্বারা নেককারদের পরিত্যক্ত বস্তুসমূহ দ্বারা বরকত হাছেল করা (التبرك بآثار الصالحين)-এর মৌলিকত্ব প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ, পূর্ববর্তী নেককারগণ তথা নবী-রসূল, ওলী আল্লাহ ও বুজুর্গানে দ্বীনের রেখে যাওয়া বস্তুসমূহ দ্বারা বরকত হাছেল করা জায়েয (বয়ানুল কুরআন)

৩. নিদর্শন দ্বারা মু'মিন-বিশ্বাসীগণই উপকৃত হতে পারে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে বিশ্বাস নেই, তারা নিদর্শন দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। কারণ তারা সবকিছুকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে থাকে।

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً ۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۭ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ۭ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

(২৪৯) অতঃপর যখন তালূত সৈন্যবাহিনী নিয়ে বের হল, বলল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর দ্বারা।[১] সুতরাং যে উক্ত নদীর পানি পান করবে সে আমার (দলের) অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে তা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করবে না, সে আমার (দলভুক্ত); ব্যতিক্রম যে তার হাতে এক আজলা পানি পান করবে (এতটুকুর অনুমতি আছে)। অতঃপর সকলেই পানি পান করল তাদের মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া। তারপর যখন নদী পার হল সে (তালূত) ও তার সঙ্গী মুমিনগণ, তখন বলতে লাগল, আজ তালূত ও তার সৈন্য বাহিনীর সাথে মোকাবেলার শক্তি আমাদের নেই। যাদের ধারণা (জাগ্রত) ছিল যে, আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাত হবে, তারা বলতে লাগল, বহু ক্ষেত্রে ছোট দল বড় দলের উপর বিজয় লাভ করেছে আল্লাহর হুকুমে; আর আল্লাহ সরবকারীদের সাথে আছেন।

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

(২৫০) আর যখন তারা জালূত ও তার সেনাদলের সম্মুখীন হল, তখন বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর পাত্র শূন্য করে সবর ঢেলে দাও এবং আমাদের পদসমূহ অবিচল রাখ, আর এই কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۵۱﴾

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۲۵۲﴾

(২৫১) অতঃপর তারা (মুসলিম বাহিনী) জালূত বাহিনীকে পরাজিত করল আল্লাহর হুকুমে এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল[১]। আর আল্লাহ তাকে (দাউদকে) রাজত্ব ও হিকমত (নবুয়ত) দান করলেন এবং যা কিছু ইচ্ছা[২] তাকে শিক্ষা দিলেন। আর যদি আল্লাহ কর্তৃক কিছু লোককে অন্য কিছু লোক দ্বারা প্রতিহত করা না হত, তবে অবশ্যই পৃথিবী বিনষ্ট (অশান্তিময়) হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ জগতবাসীদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল।

(২৫২) এগুলো আল্লাহর নিদর্শনসমূহ[৪] যা সঠিকভাবে তোমাকে পড়ে শুনাচ্ছি; আর নিঃসন্দেহে তুমি রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।[৫]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) তালূত যখন তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হলেন, তখন তার সঙ্গে সকলেই রওয়ানা দিল। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা যুবক, শক্তিশালী ও নির্ভিক তারাই যাবে। তাতেও আশি হাজার লোক রওয়ানা হল। তালূত তাদেরকে পরীক্ষা করলেন, চলার পথে প্রথম মঞ্জিলে পানি মিলল না। সময়টি ছিল খুবই গরম। পরবর্তী মঞ্জিলে একটি নদী ছিল। তালূত নির্দেশ দিলেন, যে ব্যক্তি তার হাতের এক আজলার চেয়ে বেশী পানি পান করবে, সে আমাদের সাথে যাবে না। এ পরীক্ষার পর মাত্র তিনশ তেরজন তালূতের সাথে ছিল, অন্যরা সব বাদ পড়ে গেল। কুদরতীভাবে মজার ব্যাপার ঘটল এই যে, যারা এক আজলার চেয়ে বেশী পানি পান করেনি তাদের পিপাসা নিবৃত হয়েছিল। আর যারা বেশী পান করেছিল, তাদের পিপাসা মেটেনি, যার কারণে আর সামনে অগ্রসর হতে পারেনি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) হযরত দাউদ (আ.) তাঁর আরো ছয় ভাই ও পিতাসহ তালূতের সেনা দলে ছিলেন। পথিমধ্যে তিনটি পাথর দাউদ (আ.) কে বলল, আমাদেরকে তুলে নাও আমারা জালূতকে হত্যা করব। যুদ্ধের সময় জালূত ময়দানে নেমে বলল, আমি একাই তোমাদের সকলের জন্য জথেষ্ট। তখন হযরত শামউঈল (আ.) দাউদ (আ.) কে বললেন, তুমি জালূতকে মারতে পারবে? দাউদ (আ.) বললেন, পারব। অতঃপর জালূতের সম্মুখে গেলেন। জালূতের সর্ব শরীর লৌহ বস্ত্রে আবৃত ছিল, শুধুমাত্র তার মাথাটাই খোলা ছিল। দাউদ (আ.) উক্ত পাথর তিনটি দ্বারা জালূতকে আঘাত করলেন। পাথরগুলি তার মস্তিষ্ক ভেদ করে তার পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। মুসলমানদের বিজয় হল। কাফেররা পলায়ন করল। পরে তালূত দাউদ (আ.)-এর সাথে তার মেয়ের বিবাহ দিলেন এবং তালূতের পর তিনিই বাদশাহ হলেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) দাউদ (আ.)-এর সাথে তালূতের আসদাচরণের (যেমন তাঁর প্রতি হিংসা, তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি) কিছু বিভ্রান্তিকর ঘটনা বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা

এগুলো অসত্যই প্রমাণিত হয়। কারণ, কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্পষ্টভাবে তালূতের গুণ ও প্রশংসা বর্ণনা করে বলেছে, "আল্লাহ তাকে স্বাস্থ ও ইল্‌মে আধিক্য দান করেছেন।" অতএব মহান আল্লাহ কর্তৃক ইল্‌মপ্রাপ্ত ও প্রশংসিত ব্যক্তির দ্বারা আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ হতে পারে না। (মাযহারী)

(৪) অর্থাৎ, এ যাবত যে ঘটনাগুলো বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন- হাজার হাজার বনী ইসরাঈলদের বাড়ী ঘর ছেড়ে যাওয়া, হঠাৎ করে তাদের মৃত্যুবরণ করা, পুনরায় জীবিত হওয়া এবং তালূতের বাদশাহ নিযুক্ত হওয়া (ইত্যাদি)। এগুলো সবই আল্লাহর (কুদরতের) নিদর্শন (এবং রসূলের নবুয়তের প্রমাণ)। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) উক্ত ঘটনাসমূহ কারো নিকট শোনেননি, কোন বই-পুস্তকও পড়েননি এতদসত্ত্বেও যথাযথভাবে সেগুলো বর্ণনা করা এটাই প্রমাণ করে যে, তুমি সত্য নবী। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৪৯ নং আয়াত:

১. মু'মিনদের উপর পরীক্ষা এসে থাকে।

২. মু'মিনদের এই বিশ্বাস থাকতে হবে যে, যুদ্ধে বিজয় আল্লাহর অনুগ্রহে সংঘটিত হয়ে থাকে। লোকবল বা অস্ত্র বলে নয়। সেমতে আল্লাহর অনুগ্রহ হলে ক্ষুদ্রদলও শত্রুর বিরাট দলের উপর বিজয়ী হয়ে থাকে। আর আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হলে বৃহৎ দল হয়েও পরাজিত হতে হবে।

৩. যারা সবর করে অর্থাৎ, বিপদ আপদে ধৈর্যধারণ করে, ইবাদতের উপর অটল থাকে, তাদের প্রতি আল্লাহর নুসরত ও সাহায্য এসে থাকে। সেমতে যুদ্ধের ময়দানে যারা অটল থাকে, তাদের প্রতি আল্লাহর নুসরত ও সাহায্য এসে থাকে।

● ২৫০ নং আয়াত:

১. এই আয়াত দ্বারা নবী-রসূল ও ছালেহীনদের একটি সুন্নত বা সুন্দর নীতি জানা যায় যে, তারা যখনই কোন কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতেন, তখনই তারা আল্লাহর দিকে ধাবিত হতেন এবং আল্লাহর নিকট দুআ করতেন। (মাযহারী)

২. কাফের শক্তির বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণের সাথে সাথে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাহায্যও কামনা করা চাই।

● ২৫১ নং আয়াত:

১. শত্রু পরাজিত হয় আল্লাহর অনুগ্রহে, নিজেদের সৈন্য বা শক্তি বলে নয়।

২. আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ (আ.)কে রাজত্ব ও আসমানী জ্ঞান দান করেছিলেন।

৩. জেহাদ বিধানের উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, জেহাদ হল ফ্যাসাদ নির্মূল করার জন্য। জেহাদের বিধান না থাকলে পৃথিবীতে ফ্যাসাদ উৎসাহিত ও বিস্তৃত হত।

৪. এ আয়াত প্রমাণ করে যে, জেহাদ আল্লাহর একটি শাশ্বত বিধান। জেহাদের হুকুম সর্বকালেই বিদ্যমান। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

● ২৫২ নং আয়াত:

১. উপরোক্ত ঘটনাসমূহ কল্পিত নয় বরং সত্য ও বাস্তব ঘটনা।

২. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত ঘটনাসমূহ কারো নিকট হতে শোনেন নি, কোন বই-পুস্তক পড়েও জানেননি -কেননা তিনি উম্মী ছিলেন-। এতদসত্ত্বেও যথাযথভাবে তিনি সেগুলো বর্ণনা করেছেন। এটা প্রমাণ করে যে, তিনি সত্য নবী।

২ নং পারা সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۫ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿۲۵۳﴾

(২৫৩) এই রসূলগণ, তাঁদের কতককে আমি কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। তাঁদের মধ্যে কেউ এমন আছেন যার সাথে[১] আল্লাহ কথা বলেছেন, আর কতককে বহু উঁচুমর্যাদায় উন্নীত করেছেন। আর আমি মারইয়াম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণাদি দান করেছি এবং তাকে রুহুল কুদুস[২] এর দ্বারা শক্তিশালী করেছি। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের পরবর্তীরা তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণসমূহ আসার পর একে অপরের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না; কিন্তু তারা মতবিরোধ করল। বস্তুত তাদের কতক ঈমান আনল আর তাদের কতক কুফ্‌রী করল। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না। কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা করেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۵۴﴾

(২৫৪) হে মু'মিনগণ, আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা ব্যয় কর। সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন[৩] থাকবে না কোন বেচা-কেনা, না কোন বন্ধুত্ব এবং না কোন সুপারিশ[৪]। আর কাফেররাই (নিজেদের প্রতি) অবিচারকারী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে ফেরেশতার মাধ্যম ব্যতীত পর্দার অন্তরাল হতে কথা বলেছেন। (বয়ানুল কুরআন)

(২) "রুহুল কুদুস" শব্দের অর্থ পবিত্র আত্মা। 'পবিত্র আত্মা' বলে এখানে হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে বুঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) এখানে কেয়ামত দিবসের কথা বলা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশের অধিকার কারও থাকবে না। তবে, অনুমতি সাপেক্ষে সুপারিশের অধিকার থাকবে যা পরবর্তী আয়াতে উল্লিখিত আছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৫৩ নং আয়াত:

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়ত সত্য প্রমাণিত হওয়ার পরও কাফের কর্তৃক প্রত্যাখাত হওয়ার ফলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ব্যথিত হন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য অত্র আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, আমি ইতিপূর্বেও বিভিন্ন মর্যাদার নবীদেরকে প্রেরণ করেছি। কিন্তু কারো উপরই পুরোপুরি স্বজাতি ঈমান আনয়ন করেনি। কাজেই বর্তমানেও এরূপ হওয়া স্বাভাবিক। (মাআরিফুল কুরআন)

২. নবীদের মধ্যে পারস্পরিক মর্যাদার পার্থক্য রয়েছে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর: এ আয়াতে নবীদের মাঝে মর্যাদার বিভিন্নতার কথা বলা হয়েছে; অথচ একাধিক হাদীছে নবীদের মর্যাদার মাঝে পার্থক্য করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর উত্তর হল হাদীছে প্রমাণাদি বিহীন মনগড়াভাবে মর্যাদার পার্থক্য নিরূপনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তবে যদি প্রমাণাদি বিদ্যমান থাকে তবে নিষেধ নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. (আল্লাহ কথা বলেছেন) দ্বারা আল্লাহর "কালাম" গুণ প্রমাণিত।

৪. হযরত ঈসা (আ.) কে 'মারইয়াম-তনয়' বলে পরিচয় দেয়া থেকে বোঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর কোন পিতা ছিল না। নতুবা স্বাভাবিক নিয়মে পিতৃ পরিচয়েই পরিচয় প্রদান করা হত।

৫. আল্লাহ কর্তৃক "মারইয়াম" নামটি উল্লেখ করা থেকে এটা প্রমাণ করাও বিচিত্র নয় যে, মারইয়াম আল্লাহর স্ত্রী নন এবং এই স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেয়া হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র নন। কেননা স্বাভাবিকভাবে সমাজে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর নাম উল্লেখকে শালীনতার পরিপন্থী মনে করা হয়। অতএব এ আয়াত খৃষ্টানদের বক্তব্য খণ্ডন করছে।

৬. হযরত ঈসা (আ.) কে অনেক মুজিযা দান করা হয়েছিল।

৭. হযরত ঈসা (আ.) কে জিব্রাঈল (আ.)-এর দ্বারা সাহায্য করা হত। তিনি ইয়াহুদীদের হাত থেকে হযরত ঈসা (আ.) কে হেফাজত করতেন।

৮. "আল্লাহ চাইলে তারা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না" দ্বারা বোঝানো হয়েছে মানুষের ঝাগড়া-বিবাদ, যুদ্ধ শান্তি, ঈমান ও কুফর সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছাধীন। (আইছারুত্তাফাসীর)

৯. আল্লাহর কোন ইচ্ছাকে কেউ প্রতিহত করতে পারে না।

● ২৫৪ নং আয়াত:

১. আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

২. পৃথিবীই হল "আমল"-এর একমাত্র স্থান। পরকালে আমল-এর বেচা-কেনাও হবে না, কারও বন্ধুত্বও থাকবে না এবং কারও সুপারিশও উপকারে আসবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৩. "আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় কর।" বলে এ কথাও বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন সংকোচ না থাকা চাই। কেননা যার সম্পদ তাঁরই রাস্তায় তাঁরই নির্দেশে ব্যয় করা হচ্ছে।

৪. কুফরী করা জুলুম তথা অবিচার।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ
سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی
الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا
بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ
وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ
وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَئُوْدُهٗ
حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ﴿۲۵۵﴾

(২৫৫) আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব। স্বপ্রতিষ্ঠ সংরক্ষণকারী।[১] তাকে ধরে না তন্দ্রা, আর না নিদ্রা। আকাশ-সমূহে যা রয়েছে এবং পৃথিবীতে যা রয়েছে সব তাঁরই স্বত্বাধীন। এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে যা এবং তাদের পেছনে[২] যা কিছু আছে তিনি তা অবগত আছেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত তাঁর ইলমের কিছুই তারা (সৃষ্টিকুল) আয়ত্ব করতে পারে না। তাঁর কুরছী[৩] আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। এতদুভয়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। এবং তিনিই সর্বোচ্চ মর্যাদাবান, সর্বোচ্চ মাহাত্মের অধিকারী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

আয়াতুল কুরছীর ফযীলত:

এই আয়াতের নাম "আয়াতুল কুরছী।" এ আয়াতে আল্লাহ তাআলার সামগ্রিক পরিচয় বিধৃত হয়েছে। এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতকে সবচেয়ে আযীমুশ্বান আয়াত বলে বর্ণনা করেছেন। (মাআরিফুল কুরআন) আর এক হাদীছে এসেছে- হযরত আবূ উমামা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পর আয়াতুল কুরছী পাঠ করবে, মৃত্যু ব্যতীত আর কিছু তার জান্নাতে প্রবেশের পক্ষে অন্তরায় নেই। (অর্থাৎ, মৃত্যুর সাথে সাথে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।) [নাসায়ী, তাবারানী ও ইবনে হিব্বান]

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে- যখন তুমি বিছানায় যাবে, তখন আয়াতুল কুরছী الله لا اله الا هو الحى القيوم থেকে আয়াত শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। তাহলে সকাল পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার নিকট হেফাজতকারী ফেরেশতা থাকবে এবং শয়তান তোমার কাছে আসতে সক্ষম হবে না। (বোখারী)

(১) আপন সত্তার জন্য কারো প্রতি অমুখাপেক্ষী হয়ে যিনি অনন্তকাল ব্যাপী বিরাজমান থাকেন এবং সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাকে 'কাইয়ূম' বলা হয়। এটি আল্লাহ তাআলার জন্য নির্দিষ্ট গুণ। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) সামনে এবং পেছনের দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মানুষের জন্মের পূর্বে এবং পরের সকল ঘটনাবলী এবং অবস্থা সম্পর্কে তিনি জানেন। অথবা "সামনে" অর্থ প্রকাশ্য ঘটনাবলী যা মানুষ অবলোকন করে, আর "পেছনে" অর্থ গোপন বিষয় যা মানুষ প্রত্যক্ষ করে না-এসবই আল্লাহ জানেন। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) আল্লাহর কুরছী এত বড় যে, সাত আকাশ এবং পৃথিবী তার পরিধির মাঝে সংকুলান হবে। হাদীছে আছে, কুরছীর বিশালত্বের তুলনায় বিশ্বজগতের উপমা হল এক বিশাল ময়দানে পতিত একটি আংটি যেমন। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

- ২৫৫ নং আয়াত:

১. তাওহীদের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।
২. আল্লাহ তাআলার একাধিক গুণাবলীর কথা বর্ণিত হয়েছে।
৩. আল্লাহ তাআলা সবকিছুর মালিক।
৪. আল্লাহ তাআলার অনুমতি ব্যতীত কেউ তাঁর কাছে কোন সুপারিশ করতে পারবে না।
৫. আল্লাহ তাআলা ভূত-ভবিষ্যত ও প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবকিছু সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন।
৬. কুরছী ও তার ব্যাপকতার কথা বর্ণিত হয়েছে।
৭. "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না।" এর দ্বারা তাঁর মহা শক্তিমত্তার কথা বর্ণিত হয়েছে।

لَاۤ اِكْرَاهَ فِی الدِّیْنِ ۙ قَدْ تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ
الْغَیِّ ۚ فَمَنْ یَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَیُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰی ۗ لَا انْفِصَامَ
لَهَا ؕ وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ﴿۲۵۶﴾
اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ۙ یُخْرِجُهُمْ مِّنَ
الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ ؕ وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِیٰٓـُٔهُمُ
الطَّاغُوْتُ ۙ یُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَی الظُّلُمٰتِ ؕ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۵۷﴾

(২৫৬) দ্বীনের ব্যাপারে জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সত্যপথ ভ্রান্তপথ থেকে পৃথক হয়ে গেছে। সুতরাং যে তাগুতকে[১] অস্বীকার করে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করে সে অবশ্যই মজবুত হাতল ধরেছে, যার কোন ভাঙ্গন নেই।[২] আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী।

(২৫৭) আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে বহুবিধ অন্ধকার[৩] থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান। আর যারা কাফের তাদের অভিভাবক হল তাগুত, এরা তাদেরকে আলো হতে বের করে বহুবিধ অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। তারাই জাহান্নামবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "তাগুত"-এর আভিধানিক অর্থ সীমালংঘনকারী, দুষ্কৃতির মূলবস্তু, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে ইত্যাদি। শয়তান, কল্পিত দেব-দেবী এবং যাবতীয় বিভ্রান্তিকর উপায়-উপকরণ তাগুতের অন্তর্ভুক্ত। (আল কুরআনুল কারীম, ইঃ ফাঃ)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(২) এখানে ইসলামকে মজবুত হাতল বা মজবুত রশির সাথে তুলনা করা হয়েছে। মজবুত রশিকে শক্তহাতে ধারণ করলে যেমনি গর্তে পতিত হওয়া থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, তেমনিভাবে ইসলামকে মজবুতভাবে ধারণ করলেও ধ্বংস এবং সকল ক্ষতিগ্রস্ততা হতে রেহাই পাওয়া যায়।

(৩) এ আয়াতে "বহুবিধ অন্ধকার" বলে কুফর, পাপ, সন্দেহ প্রভৃতির অন্ধকারকে এবং "আলো" বলে ঈমান-বিশ্বাসের আলোকে বুঝানো হয়েছে। (আবুস-সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৫৬ নং আয়াত:

১. দ্বীনের ব্যাপারে জবরদস্তি নেই। অর্থাৎ, কাউকে জোর পূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করার বিধান নেই। এ আয়াতের সাথে জেহাদ, ইত্যাদির কোন বিরোধ নেই। কারণ, কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে জেহাদ হয় না। বরং জেহাদের উদ্দেশ্য হল, কাফেরদের "ফাসাদ" তথা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে দমন করা-ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

২. ইসলাম হল হেদায়াত, আর অন্যসব ধর্ম হল গোমরাহী ও বাতিল। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. "যে তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করে ..."-এখানে দু'টো কথার মধ্যে তাগুতকে অস্বীকার করার কথা পূর্বাহ্নে বলে বোঝানো হয়েছে যে, ভালটা গ্রহণ (التحلى بالفضائل)-এর চেয়ে মন্দটা থেকে বিরত থাকা (التخلى عن الرذائل) অগ্রগণ্যতা রাখে। (প্রাগুক্ত)

৪. "যে তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করে"বলে একথাও বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে গায়রুল্লাহর প্রতি বিশ্বাস থেকেও ফিরে আসতে হবে।

৫. ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ততা হতে রেহাই পেতে হলে ইসলামকে মজবুতভাবে ধারণ করতে হবে।

● ২৫৭ নং আয়াত:

১. ظلمات (বহুবিধ অন্ধকার) শব্দটি বহুবচন এবং نور (আলো) শব্দটি একবচন ব্যবহৃত হওয়া থেকে বোঝা যায় ভ্রান্ত পথ অনেক এবং হক পথ মাত্র একটি।

২. কাফেরদের বন্ধুত্বের মাঝেও ভ্রান্তি এবং অন্ধকার বিদ্যমান। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. কাফেররা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে।

(২৫৮) তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে[১] দেখনি, যে ইবরাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইবরাহীম বলল, আমার রব তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান।[২] সে বলল, আমি(ও) জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইবরাহীম বলল, তাহলে আল্লাহ তো সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করান, সুতরাং তুমি সেটিকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করাও। অতঃপর সেই কাফের হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আর আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।	اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖۤ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۵۸﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে নমরূদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ঘটনা হল- নমরূদ তার রাজত্বের অহংকারে মানুষদেরকে তার সামনে সাজদা করাত। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাকে সাজদা না করে বললেন, আমি আমার 'রব' ছাড়া কাউকে সাজদা করি না। উত্তরে নমরূদ বলল, আমিওতো রব বা পালনকারী। হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, আমি শাসককে 'রব' বলে গণ্য করি না। আমার 'রব' তিনিই, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। নমরূদ দু'জন বন্দীকে ডেকে এনে নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলল এবং দোষীকে ছেড়ে দিয়ে বলল, আমিও তো যাকে ইচ্ছা তাকে জীবন দান করি আর যাকে ইচ্ছা মৃত্যু দান করি। পরবর্তী ঘটনা আয়াতে উল্লেখ আছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) "জীবনদান" এবং "মৃত্যু ঘটানো"র অর্থ হল- কোন প্রাণহীন বস্তুর মাঝে জীবন সৃষ্টি করা এবং আপন ইচ্ছায় প্রাণকে বের করে নেয়া। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

১. এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দ্বীনী কোন প্রয়োজনে বিতর্ক করা জায়েয আছে, যেন সত্য ও মিথ্যার মঝে পার্থক্য সূচিত হয়। (বয়ানুল কুরআন)

২. দুনিয়ার ক্ষমতা দম্ভের কারণ ঘটে থাকে, যদি তা আল্লাহর অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত হয়।

৩. জীবন-মরণ আল্লাহর হাতে।

৪. আল্লাহ তাঁর খাস বান্দাদের অন্তরে প্রতিপক্ষকে দমন করার মত দলীল এলহাম করে থাকেন, যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অন্তরে করেছিলেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

৫. আল্লাহর খাস বান্দাদের সামনে কাফেরদের বুদ্ধি স্থবির হয়ে যায়।

৬. والله لا يهدى القوم الظلمين (আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।) দ্বারা বোঝা গেল মানুষের প্রতি জুলুম অবিচার কারও মজ্জাগত খাসলতে পরিণত হলে সে হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়; সে কখনও হেদায়াত লাভ করতে পারে না। (আইছারুত্তাফাসীর)

(২৫৯) অথবা (তুমি কি দেখনি[১]) যেমন ঐ ব্যক্তি[২] যে এমন এক নগরীতে উপনীত হয়েছিল যা(–র ঘরগুলি) স্বীয় ছাদের উপর পতিত হয়েছিল[৩]। সে বলল, আল্লাহ একে কিরূপে জীবিত করবেন তার মৃত্যুর পর?[৪] অতঃপর আল্লাহ তাকে একশত বছর মৃত রাখলেন। পরে পুনর্জীবিত করলেন। তিনি (আল্লাহ) বললেন, তুমি কতদিন (এখানে) অবস্থান করলে? সে বলল, একদিন বা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। তিনি বললেন, (না,) বরং তুমি একশত বছর অবস্থান করেছ। সেমতে তোমার খাদ্যসামগ্রী এবং তোমার পানীয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, তা বিকৃত হয়নি।	اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝	আর তোমার গাধাটির প্রতি লক্ষ্য কর (তা পঁচে-গলে বিকৃত হয়ে গেছে।) এবং (আমি তোমাকে মৃত্যু দিয়ে আবার জীবিত করেছি এ জন্য যে,) আমি তোমাকে মানবজাতির জন্য নিদর্শন বানাতে চাই। আর হাড়গুলোর প্রতি লক্ষ্য কর, আমি কীভাবে সেগুলোকে জোড়া লাগিয়ে দেই তারপর তাতে গোশত পরিয়ে দেই। অনন্তর যখন এসব অবস্থা তার কাছে সুস্পষ্ট হল, তখন সে বলে উঠল, আমি জানি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।
وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى ؕ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ؕ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ؕ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝	(২৬০) আর (স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত করবে তা আমাকে দেখিয়ে দাও।[৫] তিনি বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? সে বলল, হাঁ, তবে এটা (কেবল) এজন্য যে, আমার মন সান্ত্বনা লাভ করবে। তিনি বললেন, তবে চারটি পাখী লও এবং তাদেরকে তোমার পোষ মানিয়ে লও। এরপর (সেগুলোকে যবাই করে) তাদের দেহের এক একটি অংশ (কয়েকটি পাহাড় নির্বাচিত করে তার) প্রত্যেক পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর তাদেরকে ডাক দাও, তারা দৌড়ে[৬] তোমার কাছে আসবে এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আলাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "তুমি কি দেখনি" কথাটি উহ্য আছে।

(২) এ ব্যক্তি হযরত আল্লাহর নবী হযরত উযায়র (আ.)। তিনি "বুখতে নাসার" বাদশাহর আমলে নবী ছিলেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) "স্বীয় ছাদের উপর পতিত হয়েছিল"-এর অর্থ হল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল।

(৪) পুনর্জীবন সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এখানে "কিরূপে জীবিত করবেন!" বাক্যটি বিস্ময়সূচক, সন্দেহসূচক নয়। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) পুনরুত্থান সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস ছিল, এরপরও তিনি পুর্নজীবনকে স্বচক্ষে দেখতে চেয়েছেন ভিন্ন ধরনের এক প্রশান্তি অর্জন করার জন্য, যা কেবলমাত্র

প্রত্যক্ষভাবে দেখার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। কেননা মানবপ্রকৃতি কোন একটা বিষয়ে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও না দেখা পর্যন্ত একটা অস্পষ্টতায় ভুগতে থাকে যে, না জানি সেটি কেমন, কী যেন তার প্রকৃতি ইত্যাদি। স্বচক্ষে দেখার পর তার মনের মধ্য থেকে এসব অস্পষ্টতা কেটে যায় এবং পূর্ণ প্রশান্তি এসে যায়।

(৬) এখানে পাখীদের "দৌড়ে আসার" কথা বলা হয়েছে। "উড়ে আসার" কথা নয়। কারণ, উড়ে আসার দ্বারা বিস্তৃত আকাশে দৃষ্টির অগোচরে অন্য পাখীদের সাথে বদলে যাওয়ার সন্দেহ করার সুযোগ ছিল। এর বিপরীতে জমীনের উপর দিয়ে দৌড়ে আসার ব্যাপারটি সরাসরি চোখের সামনে সংঘটিত হওয়ার কারণে সন্দেহের কোন সুযোগ রইল না। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৫৯ নং আয়াত:

১. ঈমানের কোন বিষয়ে পরিপূর্ণ এতমিনান না থাকা ঈমানের পরিপন্থী নয়, (বিশ্বাস থাকাই যথেষ্ট।)। যেমন হযরত উযায়র (আ.)-এর পুনর্জীবন দানের বিষয়ে বিশ্বাস ছিল, তবুও তিনি চাক্ষুস দর্শন দ্বারা পরিপূর্ণ এতমিনান অর্জন করতে চেয়েছিলেন।

২. এ আয়াতে পুনরুত্থান ও পুনর্জীবনের সত্যতা ও বাস্তবতা প্রমাণিত করা হয়েছে।

৩. আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

● ২৬০ নং আয়াত:

১. এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যায়, ঈমানের কোন বিষয়ে পরিপূর্ণ এতমিনান না থাকা ঈমানের পরিপন্থী নয়, (বিশ্বাস থাকাই যথেষ্ট।) (বয়ানুল কুরআন)

২. এ আয়াতের দ্বারা পুনরুত্থানে আল্লাহ তাআলার সক্ষমতার কথাও পূর্ণাঙ্গভাবে প্রমাণিত হয়।

৩. আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝	(২৬১) যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের সম্পদের[৯] উপমা হল একটি শস্যবীজের মত, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে। (এবং) প্রতিটি শীষে একশত শস্য কনা। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তার জন্য বৃদ্ধি করে দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।
اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝	(২৬২) যারা আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে অনন্তর ব্যয় করার পর খোটা দেয় না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্য আছে তাদের পুরস্কার আপন প্রতিপালকের কাছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(২৬৩) যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তা অপেক্ষা ভাল কথা এবং ক্ষমা করা উত্তম। আল্লাহ অভাবমুক্ত, সহিষ্ণু।	قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿٢٦٣﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "সম্পদের" কথাটি এখানে উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৬১ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয় করার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এ ব্যয় নিয়তের বিচারে তিন ধরনের।

(এক) রিয়া তথা লোক দেখানো বা আত্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। এর কোন ছওয়াব নেই। যেমন পরবর্তীতে বলা হবে। (দুই) সর্বনিম্ন পরিমাণ ইখলাসের সাথে ব্যয়। এ ধরনের ব্যয়ের ছওয়াব দশগুণ মিলবে যেমন من جاء بالحسنة فله عشر امثالها আয়াতে বলা হয়েছে। (তিন) মধ্যম বা পূর্ণাঙ্গ ইখলাসের সাথে ব্যয়। এর ছওয়াব দশ গুণ সাতশত গুণ পর্যন্ত। আর পূর্বে এক আয়াতে (الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة) আরও বেশী হওয়ার কথাও বর্ণিত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

২. এ আয়াতে ব্যয় করাকে শস্য বীজের সাথে তুলনা করার দ্বারা একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাহল, বীজে তখনই ফসল উৎপন্ন হবে যখন ১. বীজ হবে নিখুঁত, ২. ভূমি হবে উর্বর, ৩. কৃষক হবে দক্ষ। তেমনিভাবে ব্যয়ের দ্বারা ছওয়াব তখনই অর্জিত হবে যখন ১. ব্যয়কৃত সম্পদ হবে হালাল। ২. উপযুক্ত স্থানে ব্যয় করা হবে এবং ৩. ব্যয়কারী ইখলাসের সাথে ব্যয় করবে। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. কোন বিষয়বস্তুকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য উপমা পেশ করার বিষয়টি প্রমাণিত।

৪. "আল্লাহ প্রাচুর্যময়"- কথা থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলে সম্পদ কমবে না বরং বৃদ্ধি পাবে (চাই পরিমাণ বৃদ্ধি পাক, বা বরকত বৃদ্ধি পাক)।

৫. আল্লাহ عليم বা সর্বজ্ঞ বলে এই ইংগিত করা হতে পারে যে, সম্পদের প্রাচুর্য কাকে দেয়া ভাল, কাকে দেয়া ভাল নয় তা আল্লাহ ভাল জানেন। তিনি তাঁর জ্ঞান ও হেকমত অনুসারে সম্পদ দান করে থাকেন।

● ২৬২ নং আয়াত:

১. আল্লাহর রাস্তায় তথা জেহাদে ব্যয় করার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. এ আয়াতে সদকা ও ব্যয় করার বিশুদ্ধ এবং সুন্নত তরীকার কথা আলোচিত হয়েছে। তা হল, সদকা ও ব্যয় করার পর তা বলে বেড়ানো যাবে না এবং কোন ব্যক্তিকে দান করা হলে তাকে দানের বিনিময়ে কষ্ট দেয়া যাবে না। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. দান-সদকার উত্তম পরিণামের কথা উল্লেখিত হয়েছে যে, তাদের কোন ভয় থাকবে না, তারা দুঃখিত হবে না।

● ২৬৩ নং আয়াত:

১. অভাবী ব্যক্তিকে কিছু দিতে অক্ষম হলে তাকে ভাল কথা বলে বিদায় করা কিংবা তার বারংবার প্রার্থনার দ্বারা বিরক্ত না হয়ে ক্ষমা করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. কাউকে দানের বিনিময়ে কষ্ট দেয়া যাবে না।

(২৬৪) হে মু'মিনগণ! খোটা দিয়ে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় বিনষ্ট করো না, যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না। বস্তুত তার উপমা হল একটি মসৃণ পাথর, যার উপর কিছু মাটি থাকে, অনন্তর তাতে লাগে প্রবল বৃষ্টি, ফলে তাকে পরিষ্কার করে রেখে দেয়।[১] যা তারা উপার্জন করেছে তার কোন কিছু তারা কাজে লাগাতে পারবে না।[২] আর আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।[৩]	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦٤﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) তেমনিভাবে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দানকারী ব্যক্তির দান একটি নেক আমল বটে, কিন্তু তার ইখলাসহীনতা এই নেক আমলকে দূর করে দেয়। যেমনিভাবে বৃষ্টিপাত পাথরের উপর থেকে মাটিকে দূর করে দেয়। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, কোন ছওয়াব তারা পায় না। কুফরী ও রিয়ার কারণে তারা ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়।

(৩) এর অর্থ হল, হেদায়াত সবার জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু কাফের সম্প্রদায় এটাকে বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত করার ফলে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত লাভ থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছেন। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৬৪ নং আয়াত:

১. দান করার পর খোটা দিলে বা কষ্ট দিলে দানের ছওয়াব নষ্ট হয়ে যায়।

২. লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে যে সদকা করা হয়, আল্লাহ তার কোন বিনিময় বা ছওয়াব দান করেন না। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. রিয়া (লোক দেখানোর জন্য আমল করা) হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. কোন বিষয়বস্তুকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য উপমা পেশ করার বিষয়টি প্রমাণিত।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۲۶۵﴾

(২৬৫) আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং নিজেদের আত্মাকে বলিষ্ঠ[১] করার উদ্দেশ্যে আপন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা হল– যেমন কোন উঁচুস্থানে অবস্থিত একটি বাগান, যাতে লাগে প্রবল বৃষ্টি, ফলে ঐ বাগান উৎপাদন করে তার ফল দ্বিগুণ। আর যদি তাতে প্রবল বৃষ্টি[২] নাও হয় তবে হাল্কা বৃষ্টিই যথেষ্ট।[৩] আর তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۪ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۶۶﴾

(২৬৬) তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান থাকে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তার জন্য সব ধরনের ফলমূল আছে এবং (যখন) সে বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তার সন্তান-সন্ততি থাকে (যারা) দুর্বল। অতঃপর তাতে আপতিত হয় এক অগ্নিময় ঘূর্ণিঝড়, ফলে তা জ্বলে যায়।[৪] এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দশনসমূহকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যেন তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে দেখ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) যেহেতু ব্যয় করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, সেহেতু এ কঠিন কাজ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে সম্পাদন করে তার অন্তরে এক ধরনের বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়তা জন্মে এবং ফলশ্রুতিতে অন্যান্য নেক কাজ সম্পাদন করা তার জন্য সহজ হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(২) এখানে দু'ধরনের বৃষ্টির দ্বারা ইখলাসের তারতম্য বুঝানো হয়েছে। "পরিপূর্ণ ইখলাস"কে তুলনা করা হয়েছে 'মুষলধারে বৃষ্টি'-র সাথে এবং 'মধ্যম ধরনের ইখলাস'কে তুলনা করা হয়েছে হাল্কা বৃষ্টির সাথে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) "যথেষ্ট" কথাটি এখানে উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন ও আবুস-সুউদ)

(৪) আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তি যেমন তার বাগান ভস্মিভূত হওয়ার ফলে হতাশ হয়ে যায়, তেমনি দানশীল ব্যক্তি তার দানের বিনিময়ে কেয়ামতের দুর্যোগময় সময়ে যখন মুক্তিলাভের প্রত্যাশী হবে আর তখনই জানতে পারবে যে, তার ইখলাসহীনতার ফলে সব আমল বরবাদ হয়ে গেছে, তখনও সে এমনি হতাশ হয়ে যাবে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৬৫ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে সদকা'র অন্যান্য শর্তাবলীর সাথে বিশুদ্ধ নিয়ত তথা ইখলাসের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, ইখলাসের সাথে অল্প ব্যয় করাও আখেরাতের জন্য ফলদায়ক। (মাআরিফুল কুরআন)

২. দান-সদকা দ্বারা আত্মা বলিষ্ঠ হয়। (এ কথাটির ব্যাখ্যার জন্য ১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

৩. কোন বিষয়বস্তুকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য উপমা পেশ করার বিষয়টি প্রমাণিত।

● ২৬৬ নং আয়াত:

১. অত্র আয়াতে যারা লোক দেখানো উদ্দেশ্যে দান-সদকা করে তাদের সকরুণ পরিণতির কথা উদাহরণের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। বোঝানে হয়েছে যে, এরূপ করলে দান-সদকার ছওয়াব নষ্ট হয়ে যায়।

২. কোন বিষয়বস্তুকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য উপমা পেশ করার বিষয়টি প্রমাণিত।

৩. মানুষ যেন আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তাআলা আয়াতসমূহ বর্ণনা করে থাকেন।

৪. আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা চাই।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۪ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ﴿۲۶۷﴾

(২৬৭) হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপাদন করে দেই তার উত্তম অংশ[১] থেকে তোমরা ব্যয় কর এবং তার নিকৃষ্ট বস্তুর মনস্থ কর না যে, (তা থেকে) ব্যয় করবে। অথচ তোমরা তা গ্রহণ কর না, যদি না তোমরা সে ব্যাপারে চক্ষু বন্ধ করে নাও। আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۶۸﴾

(২৬৮) শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যের[২] নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۲۶۹﴾

(২৬৯) তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত[৩] দান করেন আর যাকে হিকমত দান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধু শিক্ষা গ্রহণ করে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে طيبت শব্দের অর্থ "হালাল" কিংবা "উত্তম সম্পদ" উভয়টিই হতে পারে। যদিও এ আয়াতের শানে নুযূলের দ্বারা দ্বিতীয় অর্থই প্রাধান্য পায়। তৎকালে কিছু কিছু লোক নিজেদের সম্পদের নিকৃষ্টতর অংশ যাকাত বা দানের উদ্দেশ্যে ব্যয় করত। আল্লাহ তাআলা অত্র আয়াতে মু'মিনদেরকে সম্পদের উৎকৃষ্ট অংশ ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। (বয়ানুল কুরআন)

(২) الفحشاء অর্থ অশ্লীল এবং কার্পণ্য। এখানে "কার্পণ্য" অর্থটি অধিক প্রাসঙ্গিক বলে এই অর্থ নেয়া হয়েছে। (আল কুরআনুল কারীম, ইঃ ফাঃ)

(৩) ইমাম রাগেব এর মতে, হিকমত শব্দটি আল্লাহর জন্য প্রয়োগ করা হলে অর্থ হবে "সকল বস্তুর জ্ঞান এবং সে অনুযায়ী আমল করা।" এবং এ অর্থ বুঝানোর জন্য বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার প্রচলিত আছে। যথা- হিকমত অর্থ কোথাও কুরআন, কোথাও হাদীছ, কোথাও বিশুদ্ধ ইলম, কোথাও নেক আমল, কোথাও সুস্থ বোধশক্তি, কোথাও দ্বীনের প্রজ্ঞা ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দের দ্বারা "হিকমত" এর তরজমা করা হয়। (মাআরিফুল কুরআন) হিকমত অর্থ "গুঢ়তত্ত্ব" ও হতে পারে। (তর্জমায়ে শায়খুল হিন্দ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৬৭ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে "উপার্জিত সম্পদ" হতে ব্যয় করার নির্দেশ থেকে বুঝা যায় যে, ব্যবসার সম্পদ (টাকা, স্বর্ণ, রূপা) থেকে যাকাত দেয়া ফরয। উট, গরু, বকরী-র যাকাতও এ আয়াতের বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এগুলিও 'উপার্জন'-এর অন্তর্ভুক্ত। (বয়ানুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

২. আয়াতে "উৎপন্ন ফসল" হতে ব্যয় করার নির্দেশ থেকে "ওশর" এর ফরয হওয়া প্রমাণিত হয়। (প্রাগুক্ত) [তবে এর জন্য শর্ত প্রযোজ্য।]

৩. মালের উত্তম অংশ রেখে দিয়ে মন্দ অংশ দান করা ভাল নয়।

● ২৬৮ নং আয়াত:

১. আয়াতে শয়তানের ওয়াছওয়াছার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

২. এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট যে, যদি কারো মনে দান করার ফলে গরীব হওয়ার ভয় সৃষ্টি হয়, তবে বুঝতে হবে এটি শয়তানের পক্ষ হতে প্রতারণামাত্র। আর যদি দান করার দ্বারা কারো মনে ক্ষমালাভ এবং সম্পদ বৃদ্ধি হওয়ার আশা জাগ্রত হয়, তবে ধরে নিতে হবে যে, তার মনের এই খেয়াল আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. দান-সদকা দ্বারা গোনাহ মাফ হয়।

৪. "আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন।" এ কথা থেকে বোঝা যায় দান-সদকা দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি পায় (পরিমাণ বৃদ্ধি হোক বা বরকত বৃদ্ধি হোক)। "আল্লাহ প্রাচুর্যময়"-এ কথা থেকেও ইংগিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলে সম্পদ কমবে না বরং বৃদ্ধি পাবে (চাই পরিমাণ বৃদ্ধি পাক, বা বরকত বৃদ্ধি পাক)।

৫. আল্লাহ عليم বা সর্বজ্ঞ বলে এই ইংগিত করা হতে পারে যে, কার জন্য সম্পদ বৃদ্ধি করে দেয়া ভাল, আর কার জন্য তা ভাল নয়-এ বিষয়টি আল্লাহ ভাল জানেন। তিনি তাঁর জ্ঞান ও হেকমত অনুসারে এ কাজটি করে থাকেন।

● ২৬৯ নং আয়াত:

১. এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পার্থিব সম্পদ কিংবা অন্য কিছু নয় বরং হিকমত তথা দ্বীনের বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সে অনুযায়ী আমল করতে পারাই মানুষের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর।

২. মালের চেয়ে ইলমের ফযীলত অধিক।

৩. يؤتي الحكمة من يشاء (তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত দান করেন) এ থেকে বোঝা যায় আল্লাহর মর্জী হলেই দ্বীনী জ্ঞান অর্জিত হওয়া সম্ভব, নতুবা নয়। তাই দ্বীনী জ্ঞানের জন্য সর্বদা আল্লাহর কাছে দুআ করা চাই।

(২৭০) আর তোমরা যে কোন ধরনের ব্যয় কর, অথবা যে কোন প্রকার মানত কর, এটি অবশ্যই আল্লাহ জানেন। আর জালেমদের[১] কোন সাহায্যকারী নেই।	وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿۲۷۰﴾
(২৭১) যদি তোমরা দান-খয়রাত প্রকাশ্যে কর, তবে এটি কতই না ভাল। আর যদি এটি গোপনে কর এবং তা দরিদ্রদেরকে দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম এবং তোমাদের কিছু পাপও[২] তিনি মোচন করে দিবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তার পূর্ণ খবর রাখেন।	اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۲۷۱﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে "জালেম" দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল লোক, যারা (ব্যয়ের ক্ষেত্রে) প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখে না; বরং আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচারণ করে। এদেরকে স্পষ্ট ভাষায় শাস্তির কথা শুনিয়ে দেয়া হল। (বয়ানুল কুরআন)

(২) "কিছু পাপ" দ্বারা ছগীরা গোনাহ (ছোট ছোট পাপ) বুঝানো হয়েছে, কারণ, এধরনের নেক আমল দ্বারা ছগীরা গোনাহই মোচন হয়ে থাকে। কবীরা গোনাহ (বড় পাপ) মোচনের জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে তওবা করা অথবা আল্লাহর অনুগ্রহ শর্ত। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৭০ নং আয়াত:

তোমাদের দান-খয়রাত তদ্রূপ তোমাদের মানত আল্লাহর মনোনীত পন্থায় হোক বা তার বরখেলাফ হোক আল্লাহ সবই জানেন- একথা বলে বোঝানো হচ্ছে যে, দান ও মানত যেই ধরনের হবে, আল্লাহ তার প্রতিদানও ঠিক তদ্রূপ দিবেন। উদ্দেশ্য, দান-খয়রাত ও মানতের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশিত নিয়ম-নীতি রক্ষা করে চলার প্রতি উৎসাহিত করা, আর নির্দেশের খেলাফ করা থেকে সতর্ক করা। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ২৭১ নং আয়াত:

১. ফরয ও নফল সব ধরনের দানের ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক অবস্থায় গোপনীয়তা রক্ষা করাই উত্তম। অবশ্য বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন বিশেষ কারণে প্রকাশ্যে দানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়া এর পরিপন্থী নয়। (বয়ানুল কুরআন)

২. আল্লাহর যিকর সহ অন্যান্য আমল গোপনে বা প্রকাশ্যে করার ব্যাপারে বান্দাকে এখ্‌তিয়ার দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে গোপনীয়তা রক্ষা করার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে, যদি প্রকাশ্যে করার বিশেষ কল্যাণকর কোন কারণ না থাকে। (বয়ানুল কুরআন)

৩. "এবং তা দরিদ্রদেরকে দান কর" আয়াতের এ অংশ প্রমাণ করে যে, সদকা প্রাপ্তির হকদার হওয়ার জন্য শর্ত হল দারিদ্র। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

৪. দান-সদকা দ্বারা (ছগীরা) গোনাহ মোচন হয়।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿۲۷۲﴾

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ۫ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿۲۷۳﴾

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۲۷۴﴾

(২৭২) তাদেরকে সৎপথে আনা তোমার দায়িত্বে নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। আর যে সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তা নিজেদের স্বার্থেই করে থাক, আর তোমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান করবে আর (সে স্বার্থ[১] এই যে,) যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে তা পরিপূর্ণ[২] তোমাদেরকে দেয়া হবে, আর তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

(২৭৩) দান-সদকা[৩] ঐ সকল অভাবগ্রস্ত লোকের হক[৪] যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ[৫] হয়ে আছে' (জীবিকার সন্ধানে) দেশ ভ্রমণ করা যাদের পক্ষে সম্ভব নয়। মূর্খ ব্যক্তি তাদেরকে ধনবান বলে ধারণা করে (মানুষের কাছে) যাচঞা থেকে বিরত থাকার কারণে, তুমি তাদেরকে তাদের আলামত[৬] দ্বারা চিনতে পারবে। তারা মানুষের কাছে লেগে পড়ে[৭] ছওয়াল করে না। আর তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করবে, অবশ্যই আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবগত।

(২৭৪) যারা ব্যয় করে আপন সম্পদ রাতে ও দিনে (সব সময়), গোপনে ও প্রকাশ্যে (সর্বাবস্থায়), তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় প্রতিপালকের নিকট তাদের বিনিময়। আর তাদের কোন আশংকা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

২৭২ নং আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন, আমরা যেন মুসলমান ব্যতীত অন্য কাউকে দান-খয়রাত না করি। অন্য বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কোন কোন আনসার সাহাবীর অমুসলমান গরীব আত্মীয়-স্বজন ছিল, কিন্তু তাদেরকে দান-সদকা করত না এ আশায় যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করুক। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(১) "সে স্বার্থ এই যে," দ্বারা ইশারা হয়েছে যে, এখানে تفسيرى টি عطف (বয়ানুল কুরআন)

(২) "তা পরিপূর্ণ দেয়া হবে" অর্থাৎ, তার ছওয়াব ও বিনিময় পরিপূর্ণ দেয়া হবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অনুবাদে "দান-সদকা" কথাটি উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে مبذر উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অনুবাদে "হক" কথাটি উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, للفقراء শব্দের لام টি اختصاق -এর জন্য। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) "আল্লাহর পথে আবদ্ধ" থাকা দ্বারা উদ্দেশ্য, ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত থাকা। যেমন, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদের কাজে নিবেদিত প্রাণ থাকা, অথবা ইলমেদ্বীন অর্জনে নিমগ্ন থাকা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) "আলামত" যেমন, ক্ষুৎপিপাসায় কাতরতার দরুণ চেহারা বিবর্ণ হওয়া, শীর্ণকায় হওয়া এবং পোষাক-পরিচ্ছদ ও সর্বাঙ্গে দরিদ্রতা ও কষ্ট-ক্লেশের ছাপ ফুটে উঠা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাযহারী)

(৭) "লেগে পড়ে"الحافا শব্দের মূল অর্থ কারো কাছে এমন ভাবে ধর্ণা দিয়ে কিছু চাওয়া যে, তা না দেয়া পর্যন্ত আর রক্ষা নেই, অর্থাৎ, নাছোড় হয়ে চাওয়া।

২৭৪ নং আয়াতের শানে নুযূল : তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে উদ্ধৃত আছে যে, একদা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) চল্লিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা আল্লাহর পথে ব্যয় করেন-দশ হাজার দিবালোকে, দশহাজার রাত্রিকালে, দশহাজার গোপনে এবং দশ হাজার প্রকাশ্যে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এছাড়াও এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে আরো বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৭২ নং আয়াত:

১. দান-সদকার পরিপূর্ণ ছওয়াব ও বিনিময় লাভের জন্য শর্ত হল তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হতে হবে, যাকে দান করা হল তার ক্ষেত্রে মুসলমান অমুসলমানের কোন বিশেষত্ব নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. আয়াতে বর্ণিত সদকা দ্বারা নফল সদকা উদ্দেশ্য। অতএব ফরয সদকা (যাকাত) অমুসলমানকে দেয়া জায়েয নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

৩. যিম্মী কাফেরকে ওশর ও যাকাত ব্যতীত অন্য সব ধরনের সদকা দেয়া জায়েয। (মাআরিফুল কুরআন)

● ২৭৩ নং আয়াত:

১. দান-সদকার উত্তম হকদার ঐ সমস্ত দরিদ্র ব্যক্তি, যারা সার্বক্ষণিকভাবে নিজেদেরকে দ্বীনের খেদমতে মশগুল রাখে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. দানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

● ২৭৪ নং আয়াত :

এ আয়াতে ঐ সমস্ত লোকদের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করতে এমন অভ্যস্ত যে, তারা কোন বিশেষ সময় ও বিশেষ অবস্থার অপেক্ষায় বসে থাকে না, বরং ব্যয়ের ক্ষেত্র ও প্রয়োজন দেখা দিলে সাথে সাথেই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় দান-খয়রাত করতে থাকে। (মাআরিফুল কুরআন)

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

(২৭৫) যারা সুদ খায়[১] তারা (কেয়ামত দিবসে) ঐ ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা জ্ঞানশূন্য করে দেয়। তাদের এ অবস্থা তো এ কারণে হবে যে, তারা বলেছে, ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদেরই অনুরূপ। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল আর সুদকে হারাম করে দিয়েছেন। অনন্তর যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে অতঃপর সে বিরত রয়েছে, তবে পূর্বে যা হয়েছে[২] তা তারই থাকবে। আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাওয়ালায় রইল।[৩] আর যারা পুনরায় (সুদ গ্রহণ) করল, তারা দোযখবাসী, তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٧٦﴾

(২৭৬) আল্লাহ সুদকে মোচন কম করে দেন এবং দানকে বৃদ্ধি করে দেন। আর আল্লাহ পছন্দ করেন না তাবত অকৃতজ্ঞ পাপাচারীকে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٧﴾

(২৭৭) নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, নেক আমলাদি করে এবং নামায কায়েম করে[৪] ও যাকাত প্রদান করে, তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় প্রতিপালকের নিকট তাদের বিনিময়। আর না তাদের কোন আশংকা থাকবে আর না তারা চিন্তিত হবে।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "সুদ খায়" (অর্থাৎ, সুদ গ্রহণ করে) খাওয়াটাই হয় সুদ গ্রহণের প্রধান লক্ষ্য, এ কারণে সুদ খায় বলা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) "পূর্বে যা হয়েছে তা তারই থাকবে" -এ কথা বলে বোঝানো হয়েছে সুদ হারাম ঘোষণার পূর্বে যে সুদ গ্রহণ করেছে, তা তারই থাকবে-ফেরৎ দিতে হবে না। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) "তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাওয়ালায় রইল" উদ্দেশ্য, যদি সুদ হারাম হওয়ার বিধান জানার পর আন্তরিকভাবে তওবা করে, তবে তো আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ও ফলপ্রসু হবে, অন্যথায় কোন ফল হবে না। তবে এর বিচার আল্লাহর উপর, অন্য কেউ তারপ্রতি কু-ধারণা পোষণ করতে পারবে না। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) "নামায কায়েম করা"-র অর্থ সর্বদা যত্ন সহকারে নামায পড়তে থাকা এবং নামাযের শর্ত ও রোকনসমূহ যথাযথ ভাবে আদায় করা। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৭৫ নং আয়াত :

১. আয়াতে সুদখোরদের পরকালে ভয়াবহ পরিণাম হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

২. এ আয়াতটি স্পষ্ট ভাষায় সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল বলে ঘোষণা করে। অবশ্য শরীয়তের অন্যান্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের কিছু কিছু পদ্ধতি বাতেল, ফাছেদ, মাকরূহ ইত্যাদি সাব্যস্ত হওয়া এর পরিপন্থী নয়। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

৩. সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

৪. সুদ হারাম ঘোষণা হওয়ার পূর্বে যে সুদ গ্রহণ করা হয়েছিল, তা আর ফেরৎ দিতে হবে না বলা হয়েছে।

● ২৭৬ নং আয়াত:

১. সুদী কারবারে কোন বরকত হয় না।

২. দান-সদকা দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

উল্লেখ্য- "সুদকে মোচন করা আর দানকে বৃদ্ধি করা" পারলৌকিক পরিণামের বিচারে তো এর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। কারণ, সুদের পরিণাম পরকালে অনিবার্য ধ্বংস ও কঠিন শাস্তি, আর দানের প্রতিফল বহুগুণ বর্দ্ধিত পুরুষ্কার ও চিরন্তন শান্তি। জাগতিক পরিণামের বিচারে আয়াতের মর্ম এই যে, সুদী কারবারের উপার্জনে কোন বরকত নেই, আবার কখনো সম্পূর্ণ খোয়া যায় এবং পরিণামে দৈন্যতা ও দরিদ্রতাই দেখা দেয়। আর দানে যদিওবা বাহ্যিকভাবে সম্পদের ঘাটতি দেখা যায়, কিন্তু মূলতঃ এর দ্বারা আয় উপার্জনে বরকত হয়। আবার কখনও আল্লাহ তাআলা সম্পদ বৃদ্ধিও করে দেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৩. সুদখোর প্রমুখ পাপীরা আল্লাহর অসন্তোষ-এর পাত্র। আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন না।

● ২৭৭ নং আয়াত:

সুদখোরদের ভয়াবহ পরিণাম বর্ণনা করার পর ঈমানদারগণের গুণাবলী ও পুরষ্কারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য (মু'মিনদেরকে আরো উৎসাহিত করা) সুদখোরদেরকে আরো ভীতি প্রদর্শন ও সাবধান করা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

(২৭৮) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর তোমাদের যে সুদ অবশিষ্ট রয়ে গেছে তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা (আন্তরিক-ভাবে) ঈমানদার হয়ে থাক।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

(২৭৯) অতঃপর যদি তোমরা (পরিত্যাগ) না কর, তবে আল্লাহ ও তার রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ (-এর ঘোষণা) জেনে নাও।[১] আর যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমরা প্রাপ্ত হবে। না তোমরা জুলুম করবে, আর না তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে।

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۭ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨٠﴾

(২৮০) আর যদি (দেনাদার) অভাবগ্রস্থ হয়, তবে স্বচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দেয়া (হুকুম[২])। আর মাফ করে দেয়া তোমাদের জন্য অধিক উত্তম, যদি তোমাদের অবগতি থাকে।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۡ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٨١﴾

(২৮১) আর ঐ দিনকে[৩] ভয় করতে থাক, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে। তারপর প্রত্যেককেই যে কর্ম সে করেছে, তা (-র ফল) পুরোপুরি দেয়া হবে। আর তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

২৭৮ নং আয়াতের শানে নুযূল: সুদ হারাম হওয়ার পূর্বে সাধারণভাবে আরববাসীদের মধ্যে সুদী কারবারের প্রচলন ছিল। সুদ হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হলে মুসলমানগণ সুদের কারবার সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে। কিন্তু মক্কার একটি কাফের গোত্র মুসলমানদের নিকট তাদের পূর্বেকার কিছু বকেয়া সুদের পাওনাদার ছিল। তারা বকেয়া সুদ পরিশোধের জন্য মুসলমানদের নিকট দাবী জানায়। মুসলমানগণ তা পরিশোধ করতে অস্বীকৃতি জানায়। ঘটনাটি ছিল মক্কা বিজয়ের পরবর্তীকা-লের। মক্কার গভর্ণর লিখিতভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এ সমস্যার সমাধান চেয়ে পাঠান। এরই প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(১) সুদ পরিত্যাগ না করাটা যদি সুদ হারাম হওয়ার বিধান অস্বীকারপূর্বক হয়, তাহলে যুদ্ধের ঘোষণা হল মুরতাদ হওয়ার কারণে। অন্যথায় রাষ্ট্রদ্রোহী হওয়ার কারণে। (আবুস-সুউদ)

(২) এখানে فنظرة শব্দটি خبر এর مبتدا অর্থাৎ الحكم শব্দটি উহ্য রয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) "ঐ দিন" দ্বারা কেয়ামত দিবস বুঝানো হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৭৮ নং আয়াত:

এ আয়াতের আলোকে এ নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, কোন অমুসলিম দেশের উপর মুসলমান বাদশাহ বিজয় লাভ করলে তাদের পূর্বেকার সুদী কারবারের বকেয়া সুদ বাতিল বলে ঘোষণা দিয়ে দিবে। অবশ্য বিজয় লাভের পূর্বে যে পরিমাণ সুদ হস্তগত করা হয়েছে তা ফেরৎ দিতে হবে না। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

● ২৭৯ নং আয়াত:

১. এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুদ গ্রহণ করা আল্লাহর নিকট জঘন্যতম অপরাধ, যে কারণে বলা হয়েছে, যদি সুদকে পরিত্যাগ না কর, তবে সরাসরি আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।

উল্লেখ্য- সুদখোরের সাথে যুদ্ধ ঘোষণার কারণ হল- যদি যে সুদকে হালাল মনে করে, তবে তো সে মুরতাদ (ধর্মচ্যুত), আর মুরতাদকে হত্যা করাই শরীয়তের নির্দেশ। আর যদি সুদকে হালাল না মনে করা সত্ত্বেও সুদ খায়, তবে তাকে সুদ পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে। এতে যদি সে অবাধ্য হয়, এবং মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে বিদ্রোহ করে, তবে সে রাষ্ট্রদ্রোহী, এ হিসেবে তার সাথে যুদ্ধ করা হবে। (বয়ানুল কুরআন)

২. সুদ প্রভৃতি গোনাহ থেকে তওবা করা চাই।

৩. ইসলামী বিধি-বিধানে কোন পক্ষের উপরই জুলুম করা হয়নি।

● ২৮০ নং আয়াত:

১. পাওনাদারের উচিত অভাবগ্রস্থকে স্বচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সুযোগ দেয়া।

২. ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির স্বচ্ছলতা ফিরে আসার পর পাওনাদার ব্যক্তি তার প্রাপ্য অর্থ পুনরায় চাওয়ার অধিকার রাখে। (বয়ানুল কুরআন)

৩. আর সম্ভব হলে প্রাপ্য অর্থ সম্পূর্ণ রূপে (বা আংশিক) মাফ করে দেয়া উত্তম।

● ২৮১ নং আয়াত:

১. বাহ্যতঃ সুদ পরিত্যাগ করায় উপার্জনে স্বল্পতা এবং অভাবীকে সুযোগ দেয়ায় আমদানী বিলম্বিত হওয়ার কারণে এ নীতিসমূহ অনুসরণ করার ব্যাপারে ত্রুটি দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এ কারণে এ আয়াতটিতে পরকালের ফলাফলের কথা স্মরণ করে দিয়ে সতর্ক করে দেয়া হয়। (বয়ানুল কুরআন)

২. কেয়ামত দিবস রয়েছে।

৩. অন্তরে আখেরাতের ভয় সৃষ্টি করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আখেরাতের ভয় মানুষকে পাপ থেকে বিরত থাকতে এবং নেক কাজে উদ্বুদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করে।

৪. পরকালে প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রাপ্য যথাযথভাবে প্রদান করা হবে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ
اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ
كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۠ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا
اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ
وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ
رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ
اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَلَا يَاْبَ
الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْئَمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ
صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ
عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا
اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ

(২৮২) হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন নির্ধারিত সময়ের জন্য আপোষে ধারের (বাকীতে) কারবার কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও। এবং কোন লেখক যেন তোমাদের মধ্যে যথাযথভাবে (বিষয়টি) লিখে দেয়। আর কোন লেখক লিখে দিতে অস্বীকৃতি জানাবে না, যেমনিভাবে আল্লাহ তাকে শিখিয়েছেন। সুতরাং সে যেন লিখে দেয়। আর লেখাবে ঐ ব্যক্তি যার উপর সেই হক ওয়াজিব (অর্থাৎ, দেনাদার)। (সে লেখার বিষয়বস্তু বলতে থাকবে) এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করতে থাকবে। আর তার কিছু যেন না কমায়। অতঃপর যার উপর সেই হক ওয়াজিব সে (অর্থাৎ, দেনাদার) যদি নির্বোধ[১] অথবা দুর্বল[২] হয়, অথবা সে নিজে লেখাতে না পারে,[৩] তবে তার অভিভাবক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে লেখায় (অর্থাৎ, লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়।) এবং সাক্ষী বানিয়ে নাও দু'জনকে তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। অতঃপর যদি দু'জন পুরুষ সাক্ষী না হয় (অর্থাৎ, না পাও), তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা (সাক্ষী বানাও) ঐ সকল সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর, যাতে ঐ দু'জন মহিলার একজন ভুলে গেলে একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। আর সাক্ষীগণ অস্বীকার করবে না যখন তাদেরকে ডাকা হবে। আর তোমরা লিখতে বিরক্তিবোধ করো না চাই সেটা (কারবারটা) ছোট হোক অথবা বড় নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। এই লিখে রাখাটা আল্লাহর নিকট অতি ইনসাফপূর্ণ, সমধিক সাক্ষ্যের সঠিকতা সংরক্ষণকারী এবং তোমাদের সন্দেহে না পড়ার নিকটতম (পন্থা)। কিন্তু ব্যবসা যদি নগদ হয় –যা তোমরা পরস্পর হাতে হাতে আদান প্রদান কর– তবে তা না লেখায় তোমাদের কোন গোনাহ নেই।

www.maktabatulabrar.com

وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ
وَّلَا شَهِيْدٌ ؕ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ
شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۸۲﴾

আর যখন তোমরা পরস্পর বেচা–কেনা কর, তখন সাক্ষী রেখো। এবং না কোন লেখককে কষ্ট দেয়া যাবে, আর না কোন সাক্ষীকে।[৪] আর যদি তোমরা (এরূপ) কর, তবে তা অবশ্যই তোমাদের জন্য গোনাহ। এবং আল্লাহকে ভয় কর। আর আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেন এবং আল্লাহ[৫] সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) উন্মাদ বা পাগলও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। (বয়ানুল কুরআন)

(২) যেমন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক অথবা অক্ষম বৃদ্ধ ব্যক্তি। (প্রাগুক্ত)

(৩) যেমন, বোবা অথবা ভিনদেশী লোক, যার ভাষা লেখক বুঝে না। (প্রাগুক্ত)

(৪) معروف ও مجهول দুভাবেই পড়া যায়। ক্রিয়াটি لا يضار এখানে ولا يضار كاتب ولا شهيد অবস্থায় অর্থ হবে- না কোন লেখক ক্ষতি করবে আর না কোন সাক্ষী। এ অর্থে নতুন কোন বক্তব্য থাকেনা। কেননা, এ বক্তব্য পূর্বের বর্ণনা থেকে এমনিতেই বুঝে আসে। তাই আমরা ক্রিয়াটিকে مجهول ধরে অর্থ করেছি। (বিস্তারিত জানার জন্য বয়ানুল কুরআনের টীকা দ্রষ্টব্য।)

(৫) তিনটি বাক্যেই "আল্লাহ" শব্দটি বারংবার উল্লেখিত হয়েছে, প্রতিটি বাক্যের স্বাতন্ত্রতার কারণে। প্রথম বাক্যে তাক্ওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান, দ্বিতীয় বাক্যে আল্লাহর অনুগ্রহের অঙ্গিকার এবং তৃতীয় বাক্যে আল্লাহর মহত্ব বর্ণিত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৮২ নং আয়াত:

১. ঋণভিত্তিক কারবার (অর্থাৎ, বাকীতে কারবার করা) শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. ধারের কারবারের জন্য একটি মৌলিক শর্ত হল দেনা পরিশোধের নির্দিষ্ট সময়টি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করে দেয়া, যাতে দ্বন্দ্বের কোন অবকাশ না থাকে। (বয়ানুল কুরআন)

৩. বাকী কারবার বা বেচা-কেনার চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করার নির্দেশটি ওয়াজিব নয়, বরং ভবিষ্যৎ কল্যাণের চিন্তায় একটি মুস্তাহাব নির্দেশ। একারণে না লিখলেও কোন গোনাহ নেই। (প্রাগুক্ত)

৪. লেখকের প্রতি চুক্তিপত্র লিখে দেয়ার নির্দেশটিও মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। সুতরাং লেখক তার লেখার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবে। (প্রাগুক্ত)

৫. লেন-দেনের ক্ষেত্রে লিখিত চুক্তিপত্র মৌলিক দলীল নয়, বরং মূল দলীল হচ্ছে সাক্ষী। (প্রাগুক্ত)

৬. সাক্ষীদের অবশ্যই মুসলমান, সু জ্ঞানের অধিকারী, বয়ঃপ্রাপ্ত, আযাদ (ক্রিত দাস-দাসী নয়) ও দ্বীনদার হতে হবে। (প্রাগুক্ত)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

৭. সাক্ষ্য প্রদানের জন্য অবশ্যই মূল ঘটনা স্মরণ থাকতে হবে, শুধুমাত্র চুক্তিপত্র লিখিত বিষয় বস্তুর উপর নির্ভর করে সাক্ষ্য প্রদান করা জায়েয নয়। (বয়ানুল কুরআন)

৮. লেন-দেনের বিষয়বস্তু লিখে রাখায় তিনটি উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে, (১) একজনের হক অন্যের কাছে যাবে না। অর্থাৎ বান্দার হক সংরক্ষণ করা। (২) সাক্ষীদের জন্য সুবিধা। (৩) লেন-দেন-কারীদের অন্তর পরিচ্ছন্ন ও সংশয়মুক্ত রাখা। (প্রাগুক্ত)

৯. লেন-দেনের বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করে রাখা যেমন মুস্তাহাব, তদ্রূপ তার সাক্ষী রাখাও মুস্তাহাব, অবশ্য লেখক ও সাক্ষীদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দেয়া হারাম। (প্রাগুক্ত)

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ؕ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ؕ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿۲۸۳﴾

(২৮৩) আর যদি তোমরা কোথাও[১] সফরে[২] থাক এবং কোন লেখক না পাও, তবে বন্ধকী দ্রব্য রাখা (বিধেয়) যা হস্তগত করে দেয়া হবে। আর যদি তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করে[৩], তবে যাকে বিশ্বাস করা হল সে যেন তার (দেনাদারের) আমানত (তথা হক) আদায় করে এবং নিজ প্রতিপালককে ভয় করে। এবং তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। আর যে সাক্ষ্য গোপন করে তার অন্তর পাপী।[৪] আর তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۸۴﴾

(২৮৪) আকাশসমূহে যা কিছু আছে এবং পৃথিবী-তে যা কিছু আছে (সব) আল্লাহরই (স্বত্বাধীন)। আর যা কিছু তোমাদের অন্তরে আছে তা যদি তোমরা প্রকাশ কর, অথবা গোপন রাখ, তোমাদের থেকে আল্লাহ তার হিসাব নিবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "কোথাও" অর্থের উৎস سفر শব্দের نون টি। (বয়ানুল কুরআন)

(২) বন্ধক রাখা সফরে যেমন জায়েয, তদ্রূপ বাড়ীতে বসেও জায়েয। কিন্তু সফরে যেহেতু এর প্রয়োজনীয়তা তুলনামূলক বেশী, এ কারণে সফরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) "একে অপরকে বিশ্বাস করে" অর্থাৎ, বিশ্বাসেরদরুণ বন্ধকী রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অন্তর সব পাপের মূল। এ হিসেবে বলা হয়েছে "তার অন্তর পাপী"।

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৮৩ নং আয়াত :

১. সফরে, ইকামতে সর্বাবস্থায় বন্ধকী দ্রব্য রাখা জায়েয।

২. বন্ধকীদ্রব্য মুরতাহিন (পাওনাদার)-এর হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত তা বন্ধক হিসেবে গণ্য হবে না। (বয়ানুল কুরআন)

৩. রাহিন (দেনাদার) অথবা মুরতাহিন (পাওনাদার) কারো জন্যই বন্ধকীদ্রব্য দ্বারা উপকৃত হওয়া বা তা ব্যবহার করা জায়েয নয়। (আহকামুল কুরআন, থানবী)

৪. সাক্ষ্য গোপন করা দু'ভাবে হতে পারে, একেবারেই সাক্ষ্যপ্রদান না করা, অথবা মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান করা, দু'টোই হারাম। (বয়ানুল কুরআন)

৫. যখন কোন দাবীদারের হক সাক্ষ্য না দেয়ার কারণে বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয় এবং সে সাক্ষীর নিকট আবেদনও করে, এমতাবস্থায় সাক্ষ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো হারাম। (বয়ানুল কুরআন)

৬. "অন্তর গোনাহগার" হবে বলে বোঝানো হয়েছে যে, মূলতঃ অন্তরের উপরই সব কিছু নির্ভরশী-ল। (বয়ানুল কুরআন)

● ২৮৪ নং আয়াত:

সূরা বাকারার ভিতর সুবিস্তৃতভাবে বিভিন্ন ধরনের আহকাম বর্ণিত হয়েছে। বিবাহ, তালাক, কেসাস, ক্রয়-বিক্রয় ও সুদের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিও বর্ণিত হয়েছে, যে সকল বিষয়ে সাধারণতঃ অনেকেই হিলা-বাহানার আশ্রয় গ্রহণ করে মিথ্যাকে সত্য ও অবৈধকে বৈধ করার জন্য মনগড়া যুক্তি ও হটকারিতার পথ অবলম্বন করে থাকে। এ কারণে উক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাআলা সকলকে সতর্ক ও সাবধান করে বলেছেন, তোমাদের অন্তরের প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয় সম্পর্কেও আল্লাহ হিসাব নিবেন এবং সাথে সাথে হিসাব ও তার ফলাফলস্বরূপ পুরস্কার ও শাস্তি বিধানের জন্য যে অধিকার, জ্ঞান ও শক্তির প্রয়োজন, আল্লাহর জন্য তা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান-একথাটিও আয়াতে উল্লেখ করে দিয়েছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী থেকে সংক্ষেপিত।)

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸۵﴾

(২৮৫) ঈমান রাখে রসূল উহার প্রতি যা তাঁর নিকট অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং মুসলমানগণও। সকলেই ঈমান রাখে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাব-সমূহ এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি। তারা বলে[১], আমরা তাঁর রসূলগণের মধ্যে কারো ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করি না। আর তারা সকলে বলল, আমরা শুনেছি এবং আনুগত্য স্বীকার করেছি। আমরা আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি- হে আমাদের প্রতিপালক! আর প্রত্যাবর্তন আপনার নিকটেই।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾

(২৮৬) আল্লাহ কাউকে কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, কিন্তু তার সাধ্যানুপাতে। সে ভাল যা (স্বেচ্ছায়) উপার্জন করে, তাই সে পাবে; আর (স্বেচ্ছায়) মন্দ যা উপার্জন করে, তাই তার উপর চাপবে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধর-পাকড় করো না, যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করে বসি। হে আমাদের রব! আর আমাদের উপর কোন কঠিন নির্দেশ চাপিয়ে দিও না, যেমন চাপিয়ে দিয়েছিলে তাদের উপর যারা আমাদের পূর্বে ছিল। হে আমাদের প্রতিপালক! আর আমাদের উপর এমন ভার অর্পণ করো না, যার (বহন) শক্তি আমাদের নেই। আর আমাদের গোনাহ মাফ কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর, আর আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত (২৮৫-২৮৬)-এর ফযীলত:

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ আয়াত। হাদীছে এসেছে- হযরত আবূ মাসঊদ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি রাতের বেলায় সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে, এটা তার ঐ রাতের জন্য যথেষ্ট হবে। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা: সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত রাতের জন্য যথেষ্ট হওয়ার অর্থ এ দুই আয়াত পাঠ করলে ঐ রাতে দুষ্ট জিনের আছর থেকে এবং রাতের সবরকম অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে।

২৮৫-২৮৬ নং আয়াতদ্বয়ের শানে নুযূল: পূর্বের আয়াতে যখন একথা বলা হল যে, আল্লাহ পাক তোমাদের অন্তরের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সর্ব বিষয়েরই হিসাব নিবেন, তখন সাহাবাগণ ভীত ও বিচলিত হয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আপত্তি জানালেন। উত্তরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা সকল সংশয়ের উর্ধ্বে গিয়ে سمعنا واطعنا (আমরা শ্রবণ করলাম এবং আনুগত্য স্বীকার করলাম) বলতে থাক। সাহাবাগণ তৎক্ষণাৎ তা পালন করলেন। সাহাবাগণ আনুগত্যের এ চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হয়ে পরবর্তী আয়াত দুটি (২৮৫ ও ২৮৬ নং) অবতীর্ণ করেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(১) "তারা বলে" কথাটি এখানে উহ্য আছে। (মাযহারী)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৮৫ নং আয়াত :

১. আয়াতে ঈমানের কয়েকটি রোকন-এর প্রতি ঈমানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তথা আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, আসমানী কিতাব এবং আল্লাহকর্তৃক প্রেরিত রসূলগণের প্রতি ঈমান রাখতে হবে।

২. রসূলদের প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপারে কোন পার্থক্য করা যাবে না। অর্থাৎ, কোন রসূলকে রসূল বলে বিশ্বাস করা হবে আর কোন রসূলকে রসূল হিসেবে বিশ্বাস করা হবে না- এরূপ করা যাবে না। বরং সকল রসূলের প্রতি ঈমান রাখতে হবে। (তবে সর্বশেষ রসূল-এর আগমনের পর পূর্বেকার সমস্ত শরীয়ত রহিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ, পূর্বের সব শরীয়ত অনুযায়ী আমল করা রহিত হয়েছে। এখন একমাত্র শেষ নবীকর্তৃক আনীত শরীয়তের বিধানই অনুসরণ করতে হবে।)

৩. আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের আনুগত্য করা এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলকর্তৃক প্রবর্তিত শরীয়তকে মেনে নেয়া ও তাতে সন্তুষ্ট থাকা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

৫. আল্লাহর কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে। পুনরুত্থান সত্য।

● ২৮৬ নং আয়াত :

১. "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পন করেন না, প্রত্যেক বান্দাই তার স্বেচ্ছায় কৃতসৎকর্মের সুফল ও বদকর্মের কুফল ভোগ করবে..... " এ বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয়- মানুষের অন্তরে অনিচ্ছাকৃতভাবে যেসব গোনাহের চিন্তা ও কু-ভাবনা উদয় হয়, তাতে কোন গোনাহ হবে না। অবশ্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে অন্তরে যেসব কুমতলব স্থান দেয়া হবে, কুফরী ও বেদয়াতী আকীদা পোষণ করা হবে, তার কারণে অবশ্যই গোনাহ হবে এবং ধর-পাকড় ও হিসাব হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. "সাধ্যাতীত কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পন করেন না" এর আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, মুজাহাদার ক্ষেত্রেও শায়েখের কর্তব্য মুরীদের সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা। (বয়ানুল কুরআন)

৩. এই উম্মত থেকে কষ্টকর বিধান তুলে নেয়া হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. অন্যান্য উম্মতের উপর কষ্টকর বিধান ছিল।

৫. ভুলচুকের ব্যাপারে কোন ধর-পাকড় হবে না। (প্রাগুক্ত)

৬. আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে দুআ চাওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

৭. আল্লাহ তা'আলার কাছে রহমত কামনা করে দুআ চাওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

৮. আল্লাহ আমাদের অভিভাবক।

৯. কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য কামনা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

সূরা বাকারার তরজমা-তাফসীর সমাপ্ত

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(২) সূরা আলে ইমরান মাদানী
২০০ আয়াত, ২০ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) আল্লাহর নামের সাহায্য প্রার্থনা করে, যিনি অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান।

الٓمّٓ ①

(১) আলিফ-লাম-মীম।১

اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ②

(২) আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই। (তিনি) চিরঞ্জীব, স্বপ্রতিষ্ঠ সবকিছুর ধারক।

نَزَّلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ

(৩) তিনি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছেন কিতাব (কুরআন) সত্যের সাথে, যা তার পূর্বেকার গ্রন্থসমূহের সত্যতার স্বীকৃতি দানকারী। এবং অবতীর্ণ করেছেন তাওরাত ও ইঞ্জীল।

یَدَیْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِیْلَ ③

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ اِنَّ

(৪) এর পূর্বে মানুষের জন্য হেদায়াত স্বরূপ। আরো অবতীর্ণ করেছেন ফয়সালাসমূহ।২ নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।৩

الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ ؕ

وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ④ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَخْفٰى عَلَیْهِ

(৫) নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট কোন কিছুই গোপন থাকে না– না পৃথিবীতে আর না আকাশে।

شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ ⑤

(৬) তিনিই সেই সত্তা যিনি মাতৃগর্ভে তোমাদের আকৃতিদান করেন যেরূপ ইচ্ছা করেন। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, (তিনি) পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান।

هُوَ الَّذِیْ یُصَوِّرُكُمْ فِی الْاَرْحَامِ كَیْفَ یَشَآءُ ؕ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ⑥

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

শানে নুযূল : নাজরান এলাকা থেকে আগত খ্রীষ্টানদের ৬০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাজির হয়। এরা ধর্মীয় বিতর্কিত বিষয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে দীর্ঘ আলোচনা করে। এই সূরার প্রথম অংশের প্রায় ৮০/৯০ টি আয়াত উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়। যদ্দারা খ্রীষ্টানদের দাবী ও আকীদাসমূহ অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্যভাবে খণ্ডন করা হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(১) কুরআনে কারীমের বিভিন্ন সূরার শুরুতে এরূপ পৃথক পৃথক ভাবে উচ্চারিত যে বর্ণগুলো আছে, এগুলোকে পরিভাষায় "হুরূফে মুকাত্তায়াত" বা বিচ্ছিন্নবর্ণমালা বলা হয়। এসম্পর্কে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য মত এই যে, ইহার প্রকৃত অর্থ ও মতলব একমাত্র আল্লাহই জানেন। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) الفرقان -এর শাব্দিক অর্থ হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী (আল-মুফরদাত) এখানে অর্থ করা হয়েছে 'ফায়সালাসমূহ'-অর্থাৎ প্রত্যেক যুগেই সে যুগের উপযোগী এমন কিছু বিষয় অবতীর্ণ করেছেন যা হক-বাতিল ও হালাল-হারামের মধ্যে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়। কুরআনে কারীম, আসমানী গ্রন্থাবলী এবং নবী-রসূলগণের মু'জিযাসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) প্রতিশোধ গ্রহণকারী অর্থাৎ, শাস্তি দানকারী।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২ নং আয়াত:

১. তাওহীদ বা একত্ববাদের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

২. তাওহীদ বা একত্ববাদের দলীল উপস্থাপন ও এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে খণ্ডন পেশ করা হয়েছে। কারণ ঈসায়ীদের প্রথম এবং বুনিয়াদী আকীদা ছিল এই যে, হযরত মসীহ (আ.) স্বয়ং আল্লাহ, অথবা আল্লাহর পুত্র, অথবা তিনের সমষ্টি খোদার একাংশ। এ আয়াতটিতে আল্লাহর এমন দু'টি বিশেষ গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। (তিনি চিরঞ্জীব এবং সব কিছুর ধারক) যার দ্বারা তাওহীদ প্রমাণের পাশাপাশি তাদের বুনিয়াদী আকীদার ভিত্তিই উপড়ে ফেলা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

● ৩ নং আয়াত:

১. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি কিতাব নাযেল হওয়ার বর্ণনা দ্বারা তাঁর নবুয়তকে প্রমাণিত করা হয়েছে।

২. কুরআন পূর্বেকার গ্রন্থসমূহের সত্যতার স্বীকৃতিদানকারী।

৩. তাওরাত ইঞ্জীল আল্লাহর প্রেরিত কিতাব। (তবে বর্তমান তাওরাত ইঞ্জীল অবিকৃত অবস্থায় নেই। বরং তাতে অনেক বিকৃতি সাধন করা হয়েছে।)

● ৪ নং আয়াত:

১. আসমানী কিতাব মানুষের হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়ে থাকে।

২. আসমানী কিতাবসমূহের মাধ্যমে হক-বাতিল, হালাল-হারাম ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে চূড়ান্ত ফায়সালা জানা যায়।

৩. আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

● ৫-৬ নং আয়াতদ্বয়:

১. আল্লাহর নিকট কোন কিছু গোপন নয়।

২. ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে খণ্ডন পেশ করা হয়েছে। কারণ এ আয়াতসমূহে আল্লাহর এমন কতিপয় গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে যেমন শক্তির প্রাচুর্যতা عزيز ذو انتقام জ্ঞানের ব্যাপকতা لا يخفى عليه شيء ও সৃষ্টি কৌশলে একক ও অদ্বিতীয় পারদর্শিতা يصوركم في الارحام (মাতৃগর্ভে তোমাদের আকৃতিদান করেন) যেগুলি হযরত মসীহ (আ.) বা অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং যার মধ্যে এ সব গুণাবলী অনুপস্থিত, তার মধ্যে খোদায়িত্ব মেনে নেওয়া বাতুলতা বৈ কিছুই নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৩. তাওহীদের বর্ণনা পেশ করা হয়েছে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝٧

(৭) তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, তার মধ্যে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট। সেগুলিই কিতাবের মূল ভিত্তি। আর অন্যান্য আয়াতগুলি অস্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট। বস্তুত যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা গোমরাহী বিস্তার ও অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে উহার ঐসকল আয়াতের অনুসরণ করে, যার মর্ম স্পষ্ট নয়। অথচ তার সঠিক ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউই জানে না। আর যারা (ধর্মীয়) জ্ঞানে সুদৃঢ়, তারা বলে, আমরা উহার প্রতি ঈমান এনেছি-সবই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (সমাগত)। আর যারা বুদ্ধিমান, কেবল মাত্র তারাই শিক্ষা গ্রহণ করে।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝٨

(৮) হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দান করার পর আমাদের অন্তরসমূহকে বক্র করে দিও না এবং তুমি আমাদেরকে তোমার সন্নিধান থেকে রহমত দান কর। নিশ্চয়ই তুমিই মহান দাতা।

رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝٩

(৯) হে আমাদের প্রতিপালক, নিঃসন্দেহে তুমি সকল মানুষকে সমবেত করবে ঐদিন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭ নং আয়াত:

১. ঈসায়ীদের আল্লাহ সম্পর্কীয় ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা বিশেষতঃ ত্রিত্ববাদের অসারতা প্রমাণিত হওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত প্রতিনিধি দল পরিশেষে একটি অন্তঃসারশুন্য প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করে। ত্রিত্ববাদের সপক্ষে দলীল হিসেবে তারা কুরআনে কারীমের কয়েকটি আয়াতের অংশ পেশ করে বলে যে, আপনারা ঈসা (আ.) কে (কুরআনে বর্ণিত) روح الله (আল্লাহর আত্মা) এবং كلمة الله (আল্লাহর কথা) বলেতো বিশ্বাস করেন। আর আমাদের দাবী প্রমাণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এ আয়াতটিতে আল্লাহ পাক ঈসায়ীদের এ উদ্ভট প্রশ্নটির উত্তর একটি মৌলনীতির আঙ্গিকে অতি উত্তমরূপে প্রদান করেছেন। এটা হৃদয়ঙ্গম করার পর কুরআন সম্পর্কীয় শত সহস্র প্রশ্ন বা সংশয়ের নিরসন অতি সহজেই সম্ভব।

www.maktabatulabrar.com

উত্তরটির সংক্ষিপ্তসার এই যে, মূলতঃ কুরআনে কারীমের আয়াতগুলি দুই প্রকার। (১) ايات محكمات (যে সকল আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট), (২) ايات مشابهات (যে সমস্ত আয়াতের মর্ম অস্পষ্ট)। কুরআনে কারীমের সঠিক মর্ম ও ব্যাখ্যা বুঝা মূলতঃ প্রথম প্রকার আয়াতসমূহের উপরই নির্ভরশীল। দ্বিতীয় প্রকার আয়াতগুলি আল্লাহ ও তদীয় রসূলের মাঝে একটি বিশেষ গোপন রহস্য স্বরূপ। যার সঠিক ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউই জানে না। روح الله ও كلمة الله এবং এ জাতীয় শব্দগুলি দ্বিতীয় প্রকার আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত বিধায় এগুলিকে তাদের দাবীর সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কারণ হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে প্রথম প্রকার আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) হযরত আদম (আ.)-এর ন্যায় আল্লাহর বিশেষ কুদরতে সৃষ্ট মানব (ان مثل عند الله كمثل ادم خلقه من تراب) এবং তিনি আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বিশেষ বান্দা- (ان هو الا عبد انعمنا عليه)। খোদা বা খোদার অংশবিশেষ কিছুই নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী, মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

২. আয়াতটিতে ঐসকল (হকপন্থী) রহস্যময়ী মনীষীদের সম্পর্কে নীতি নির্ধারণের দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়, যাদের হাল-হাকীকত দ্বারা তাদের সততা প্রমাণিত, কিন্তু তাদের কথা বা বক্তব্যের মতলব স্পষ্ট নয়। এক্ষেত্রে নিরাপদ পথ এটাই যে, তাদের প্রতি কোন আক্রমণও করবে না, আর তাদের কথার প্রকাশ্য অর্থের প্রতি বিশ্বাসও স্থাপন করা যাবে না। (বয়ানুল কুরআন)

৩. বক্র লোকদের নীতি হল কুরআনের মুতাশাবিহ অংশের পিছে পড়া। তাদের থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। কারণ তারা ভ্রান্ত। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৮ নং আয়াত:

১. আয়াতটির একটি মহান শিক্ষা এই যে, যারা الراسخون فى العلم (মজবুত ইল্‌মের অধিকারী) তারা ঈমান এবং ইল্‌মের ক্ষেত্রে পূর্ণতা অর্জন করা সত্ত্বেও কখনও আত্মগরিমায় লিপ্ত হয় না। বরং সর্বদাই আল্লাহর দরবারে ইস্তিকামাত (ঈমানের উপর দৃঢ়তা) এর আবেদন-নিবেদন করতে থাকে এবং আল্লাহর বিশেষ রহমত ও করুণার ভিখারী হয়ে থাকে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. হেদায়াত এবং গোমরার মূল চাবিকাঠি আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা হেদায়াতের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেন। (তাই আল্লাহর কাছে হেদায়াত কামনা করা চাই এবং গোমরাহী থেকে মুক্তি কামনা করা চাই।) [মাআরিফুল কুরআন]

৩. ফিতনা এবং বক্রতা প্রকাশের প্রাক্কালে আল্লাহর কাছে মুক্তির প্রার্থনা করা চাই। (প্রাগুক্ত)

● ৯ নং আয়াত:

১. মজবুত ইল্‌মের অধিকারী লোকেরা কোন পার্থিব স্বার্থ তাড়িত হয়ে বক্রতা থেকে রক্ষা এবং হকের উপর দৃঢ় থাকার জন্য দু'আ করে না। বরং পরকালের নাজাতের উদ্দেশ্যেই তাদের এ দু'আ। কারণ, পুনঃজীবন এবং সেখানের ফলাফলের উপর তাঁরা বিশ্বাস রাখে। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. পরকালে সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে। এটা সন্দেহাতীত বিষয়।

৩. আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(১০) নিশ্চয় যারা কাফের আল্লাহর মোকাবেলায় তাদের সামান্যতমও কোন কাজে আসবে না তাদের ধন-সম্পদ, আর না তাদের সন্তান-সন্ততি। আর ওরাই দোযখের ইন্ধন।	إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ط وَاُولٰٓئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ۝١٠
(১১) (এদের ধারা) ফেরআউনী সম্প্রদায় এবং যারা তাদের পূর্বে ছিল তাদের ধারার অনুরূপ–তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, তাই আল্লাহ তাদের পাপের দরুণ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। আর আল্লাহ কঠিন শাস্তি দানকারী।	كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ لا وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ج فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ط وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝١١
(১২) যারা কুফরী করে তাদেরকে তুমি বলে দাও, অচিরেই তোমরা পরাজিত হবে এবং সমবেত করে নিয়ে যাওয়া হবে তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে। আর সেটা কতইনা মন্দ বাসস্থান।	قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝١٢
(১৩) নিশ্চয় তোমাদের জন্য বড় নিদর্শন রয়েছে দু'টি দলের মধ্যে– যারা পরস্পরে মুখোমুখী হয়েছিল। একটি দল লড়ছে আল্লাহর পথে। আর অন্য দলটি কাফের। তারা (কাফের দলটি) নিজেদেরকে মুসলমানদের চেয়ে কয়েকগুণ[১] বেশী দেখছিল চোখের দেখায়। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তি[২] যোগান। নিঃসন্দেহে, অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য এতে বড় উপদেশ রয়েছে।	قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ط فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ط وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ۝١٣

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

১০ নং আয়াতের শানে নুযূল : নাজরানের প্রতিনিধি দল মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানার প্রাক্কালে তাদের বিশিষ্ট পাদরী বলেছিল, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা জানি যে, এই মুহাম্মাদই সেই প্রতীক্ষিত নবী, যার আগমনের সুসংবাদ আমাদের কিতাবসমূহে প্রদান করা হয়েছে। এ কথার পর কুরঝা নামক এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল, তাহলে তাঁর অনুসরন কেন করেন না ? আবূ হারিছা নামক উক্ত পাদরী এ কথার উত্তরে বলেছিল,

لان هؤ لاء الملوك اعطونا اموالا كثيرة واكرمونا فلوامنا بحمد لا خذوا منا هذه الاشياء .

www.maktabatulabrar.com

(অর্থাৎ, যদি আমরা ঈমান আনি, তবে যে সকল রাজা-বাদশাহরা আমাদেরকে অঢেল ধন-সম্পদ দান করে আসছে এবং সম্মান ও মর্যাদা দেখাচ্ছে, সেসব তারা ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।) প্রশ্নকারী কুরঝা এ কথাটি তার অন্তরে গেথে রেখেছিল। পরিশেষে একদিন এ বাক্যটিই তার ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১০ নং আয়াতে আবূ হারিছার এ সকল উক্তিরই উত্তর প্রদান করা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

১২ নং আয়াতের শানে নুযূল : বদর যুদ্ধের পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহুদী-দিগকে সম্বোধন করে বললেন, হে ইয়াহুদ সম্প্রদায়, কুরাইশদের যে দুর্গতি ঘটেছে তোমাদেরও অনুরূপ দুর্গতি ঘটার পূর্বেই তোমরা মুসলমান হয়ে যাও। উত্তরে তারা বলল, হে মুহাম্মাদ, তোমাকে যেন ধোকায় না ফেলে তোমার এই আত্মতৃপ্তি যে, তুমি কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করেছ। তারা ছিল মুর্খ-যুদ্ধ তারা জানত না। খোদার শপথ, যদি তুমি আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে, তবে উপলব্ধি করতে যে, যুদ্ধ কাকে বলে! এঘটনার প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(১) يرونهم مثليهم-এর মধ্যে مثل শব্দটি যদিও দ্বিবচনরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য তাকরার বা আধিক্য বুঝানো। এ কারণে অনুবাদে "কয়েকগুণ বেশী" অর্থ করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) এ বাক্যটির মধ্যে কতকগুলো ضمير আছে, এসব ضمير এর مرجع নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাফসীর বিদগণের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। এখানে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর যুক্তি-প্রমাণভিত্তিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত সিদ্ধান্তের আলোকেই অনুবাদ করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য- বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০ নং আয়াত:

১. ধন-সম্পদের মোহাবিষ্ট হয়ে সত্যকে গ্রহণ করতে যারা দ্বিধান্বিত হয়, ১০ নং আয়াতটি এ প্রকৃতির লোকদেরকেই হুশিয়ার করে সম্পদ ও সন্তানের অক্ষমতা প্রকাশ করে দিয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. কুফর পরকালে শাস্তির কারণ। কাফেরগণ পরকালে নিশ্চিত শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

● ১১ নং আয়াত:

১. ফেরআউনী সম্প্রদায়ের উপমা টেনে তাদের থেকে উপদেশ গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

২. গোনাহ ইহকালীন ও পরকালীন আযাব ডেকে আনে। যেমন ঘটেছিল ফেরআউনী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে।

৩. ফেরআউনী সম্প্রদায়ের পরাজয়ের যে ঘটনা কুরআন বর্ণনা করেছে, ইয়াহুদীদের দ্বারা তা সত্যায়িত হয়েছে। এটা একই সাথে কুরআনের সত্যতা এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্য নবী হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

● ১২ নং আয়াত:

১. কাফের সম্প্রদায় পরাজিত হবে। এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, বাস্তবে পৃথিবীর সমস্ত কাফের পরাজিত হয়নি। এসন্দেহটি অমূলক। কারণ এ আয়াতে বর্ণিত কাফের দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত কাফের উদ্দেশ্য নয়, বরং ঐ সময়কার মুশরিক ও ইয়াহুদী সম্প্রদায়ই উদ্দেশ্য। সুতরাং ঐ সময়কার

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মুশরিক সম্প্রদায় হত্যা ও কয়েদের মাধ্যমে এবং ইয়াহুদী সম্প্রদায় হত্যা ও কয়েদের সাথে সাথে বিশেষ কর প্রদান ও দেশান্তরের মাধ্যমে পরাজিত হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

২. কাফেরদের ঠিকানা জাহান্নাম।

● ১৩ নং আয়াত:

১. আয়াতে বর্ণিত যুদ্ধটি হল বদরের যুদ্ধ। যে যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ (তিনশত তের) আর কাফেরদের সংখ্যা ১০০০ (এক হাজার)। আয়াতে সেটাই বর্ণনা করা হয়েছে যে, কাফের সম্প্রদায় নিজদিগকে মুসলমানদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী দেখছিল কিন্তু এতদসত্ত্বেও পরিণামে মুসলমান-গণই বিজয়ী হয়। এ ঘটনা এ সত্যই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ যখন তার দ্বীনকে বিজয়ী করতে চান, তখন কাফেরদের সংখ্যাধিক্য ও তাদের প্রাচুর্য তা ঠেকাতে পারে না। (বয়ানুল কুরআন)

২. যে উপদেশ গ্রহণ করে সে-ই বুদ্ধিমান। আর অন্তরের চোখ তথা বিবেচনার চোখ দিয়ে না দেখলে উপদেশ আসে না। (আইছারুত্তাফাসীর)

(১৪) সুশোভিত করা হয়েছে মানুষের নিকট লোভনীয় বস্তুসমূহের মহব্বত–(যেমন) রমনী, সন্তানাদি, রাশি রাশি স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামার। ইহা (সবই) পার্থিব জীবনের ভোগ্য সামগ্রী। আর আল্লাহ, তাঁর নিকটই রয়েছে পরিণামের উৎকৃষ্টতা।	زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿١٤﴾
(১৫) তুমি বল, আমি তোমাদেরকে এই সকল বস্তু অপেক্ষা উত্তম জিনিসের সংবাদ দিব কি ? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য নিজ প্রভূর নিকট রয়েছে উদ্যানসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত রয়েছে। তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে। আরও (রয়েছে) পবিত্র সঙ্গিনীগণ ও আল্লাহর তরফ থেকে সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ বান্দাদের (অবস্থা) সম্যক দ্রষ্টা।	قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾
(১৬) যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরাতো ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদের গোনাহরাশি ক্ষমা করে দাও এবং জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।	اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾
(১৭) (তারা) ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।	اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿١٧﴾

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪ নং আয়াত:

১. দুনিয়ারপ্রতি মানব জাতির মহব্বত ও আকর্ষণ আল্লাহকর্তৃক প্রদত্ত সহজাত স্বভাব। একারণেই সৃষ্টিগত এ মহব্বত থেকে অন্তরকে একেবারেই মুক্ত করার নির্দেশও শরীয়তে দেয়া হয়নি, (অবশ্য জাগতিক এ আকর্ষণ যদি সীমা ছাড়িয়ে যায়, তবে সেটা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় এবং নিষিদ্ধ- حب الدنيا رأس كل خطيئة (দুনিয়ার মহব্বত সমস্ত গোনাহের মূল।) [মাআরিফুল কুরআন]

২. বর্ণিত জিনিসগুলির প্রতি মানুষের মহব্বত حب عقلی (অর্থাৎ বুদ্ধি বিবেচনা নির্ভর মহব্বত)। প্রথম প্রকার মহব্বত (স্বভাবগত মহব্বত)-এর উপর দ্বিতীয় প্রকার মহব্বত (বিবেচনা নির্ভর মহব্বত) কে প্রাধান্য দেয়ার যে নির্দেশ শরীয়তে রয়েছে তার প্রয়োগ হবে عملی (কার্যতঃ) ভাবে। (বয়ানুল কুরআন)

৩. আয়াত দুটির আলোকে শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলনীতি প্রমাণিত হয় যে, মানবিক চরিত্রে যে স্বভাবগুলো طبعی (সৃষ্টিগত), সে ক্ষেত্রে মানুষকে অক্ষম, আর যে স্বভাবগুলো মানুষের کسبی (অর্জিত) সে ক্ষেত্রে মানুষকে সক্ষম বিবেচনা করা হবে। কতকলোক আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে প্রথমটির পিছনে পড়েই সর্বদা দ্বিধা-সংশয়ের ভিতর ডুবে থাকে। এটা না করে বরং کسبی গুলো অর্জনের চেষ্টা করতে থাকবে। আর طبعی গুলোর প্রতি ভ্রুক্ষেপই করবে না। (বয়ানুল কুরআন)

● ১৫ নং আয়াত:

১. দুনিয়ার সম্পদ ও বিলাসিতার উপকরণের তুলনায় আখেরাতের সম্পদ ও উপকরণ অনেক উত্তম।

২. মুত্তাকীদের জন্য জান্নাত রয়েছে।

৩. জান্নাতীগণ চিরস্থায়ী হবেন, কখনও তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করা হবে না। জান্নাত চিরস্থায়ী।

৪. জান্নাতের বিবিগণ শারীরিক চারিত্রিক সর্বতোভাবে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন।

৫. মানুষের চিন্তায় রাখা দরকার যে, তাদের কোন কিছু আল্লাহ্‌র অগোচর নয়। আল্লাহ বান্দার সবকিছু দেখেন।

● ১৬-১৭ নং আয়াতদ্বয়:

১. মাফ হওয়ার জন্য পূর্ব শর্ত হল ঈমান। ঈমান না এনে যতই ক্ষমা প্রার্থনা করা হোক তাতে কোন ফল হবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. যারা মুত্তাকী-যারা মহান, তারা শত দুঃখ-দুর্দশা সহনের পরও (কখনও আত্ম অহমিকায় মগ্ন হয় না) সদা আল্লাহর অনুগত থেকে আল্লাহর সমস্ত আহকাম যথাযথ ভাবে পালনে (এবং মহৎ গুণাবলী তথা ধৈর্য, সত্যবাদিতা, বিনয়, দানশীলতা প্রভৃতি অর্জনে) দৃঢ় প্রত্যয়ী থাকে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৩. ক্ষমা প্রার্থনা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

৪. শেষ রাতে দুআ, ইস্তেগফার ও রোনাজারী করা উত্তম। (আইছারুত্তাফাসীর)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۸﴾

(১৮) আল্লাহ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং ফেরেশতাগণ ও আলেমগণও (সাক্ষ্য দেন)। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। (তিনি) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۱۹﴾

(১৯) নিঃসন্দেহে, আল্লাহর নিকট (মনোনীত) ধর্ম একমাত্র ইসলামই।[১] যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ, আহলে কিতাব), তারা মতভেদ করেনি কিন্তু এ অবস্থার পর যে, তাদের নিকট (ইসলামের সত্যতার) ইলম এসে গেছে। (তারা এটা করেছে) শুধু মাত্র পরস্পর বিদ্বেষের কারণে। আর কেউ আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করলে অবশ্যই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ؕ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ؕ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿۲۰﴾

(২০) এর পরও যদি তারা তোমার সাথে ঝগড়া করে তবে তুমি বলে দিও, আমি আমার মুখমণ্ডল আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে দিয়েছি[২] এবং আমার অনুগামীরাও। এবং তুমি বল তাদেরকে, যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছে এবং নিরক্ষর (মুশরিক) দেরকে[৩] তোমরাও কি ইসলাম গ্রহণ করেছ? অতঃপর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তারাও হেদায়াত প্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (চিন্তিত হয়ো না) তোমার দায়িত্ব তো শুধু মাত্র পৌছে দেয়া। আর আল্লাহ বান্দাদেরকে খুব ভাল করেই দেখেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "ইসলামই" তাকীদ হিসেবে এখানে "ই" ব্যবহারের কারণ হচ্ছে, এখানে مبتدا এবং خبر উভয়টি معرف باللام। (বয়ানুল কুরআন)

(২) "মুখমন্ডল সমর্পন" করা অর্থ নিজের পূর্ণ সত্তাকে সমর্পন করা।

(৩) "الامیین" "নিরক্ষরগণ" দ্বারা উদ্দেশ্য আরবের মুশরিক সম্প্রদায়। কারণ, তারা পড়া-লেখা জানত না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৮ নং আয়াত:

১. সাক্ষ্য সেটাই গ্রহণযোগ্য, যা জ্ঞান ও ইনসাফের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

২. আল্লাহর সাক্ষ্য সবচেয়ে বড়। এ সাক্ষ্য দ্বারা শরীয়ত ও ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত। সেই সাথে রয়েছে ফেরেশতা ও জ্ঞানীজনদের সাক্ষ্য।

৩. তাওহীদের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

● ১৯ নং আয়াত:

১. ইসলামধর্ম আগমনের পর ইসলাম ব্যতীত অন্য সব ধর্ম বাতিল।

২. বিদ্বেষ সত্য গ্রহণে বড় বাধা। বিদ্বেষ অহেতুক মতবিরোধের সূত্রপাত করে থাকে। মদীনার আহলে কিতাব সম্প্রদায় অর্থাৎ ইয়াহুদ-নাসারাজাতি মুসলমানদের সাথে ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করার একমাত্র কারণ ছিল বিদ্বেষ। অর্থাৎ, তারা ধারণা করত যদি আমরা ইসলাম গ্রহণ করি, তবে পূর্ব হতে বংশ পরম্পরায় আমরা যে সরদারী করে আসছি, সেটা মুসলমানদের হাতে চলে যাবে। ইসলামের সত্যতা ও বাস্তবতার ব্যাপারে তাদের কোন সংশয় ছিল না।

৩. পার্থিব স্বার্থ অন্বেষণ গোমরাহী ও সত্য থেকে বিচ্যুতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৪. আল্লাহর আয়াত অস্বীকারকারীদেরকে শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

● ২০ নং আয়াত :

১. যখন কোন ব্যক্তির নিকট সত্য স্পষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু তার হাব-ভাব ও অবস্থা দ্বারা বুঝা যায় যে, সে সত্যকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়, এমতাবস্থায় তার সাথে যুক্তি-তর্ক পরিহার করায় কোন দোষ নেই। (বয়ানুল কুরআন)

২. এরূপ ব্যক্তির নিকট পৌছানোর দায়িত্ব পালনান্তে তাকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করে ক্ষান্ত করবে। (প্রাগুক্ত)

৩. যখন কারও অন্তর আল্লাহর জন্য সমর্পিত হয়ে যায়, তখন সে হেদায়াত লাভ করতে পারে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۲۱﴾

(২১) নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করে এবং হত্যা করে এমন সব মানুষদেরকে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয়, তাদেরকে তুমি সুসংবাদ১ শুনিয়ে দাও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۲۲﴾

(২২) এরাই হচ্ছে তারা, যাদের আমলসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে দুনিয়া ও আখেরাতে। আর তাদের কোন সাহায্যকারীও থাকবে না।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "সুসংবাদ" কথাটি সাধারণতঃ কোন আনন্দের সংবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে শাস্তির সংবাদকে সুসংবাদ বলা হয়েছে শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশের উদ্দেশ্যে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২১-২২ নং আয়াতদ্বয়:

১. আল্লাহর বিধানাবলী অস্বীকার করা, নবীগণ ও ন্যায়পরায়ণ হিতাকাংখীদের সাথে মোকাবিলা করা এবং চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শনপূর্বক নবী ও ওলীদের রক্তে হাত রঙ্গীন করা জঘন্যতম অপরাধ। যার ফলে ইহকাল ও পরকাল-উভয় জগতেই তারা সফলতা অর্জন থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং তাদের সমস্ত শ্রম ও নেক আমল বিফলে যাবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. এরূপ লোকেরা আল্লাহর নুসরত বা সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে।

৩. শিরক সমস্ত আমলকে বরবাদ করে দেয়।

৪. আল্লাহ যাকে বঞ্চিত করেন কেউ তাকে সাহায্য করতে পারে না।

(২৩) তুমি কি ঐ সকল লোকদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের (তাওরাতের) কিছু অংশ[১] দান করা হয়েছে। তাদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের[২] প্রতি, যাতে উক্ত কিতাব তাদের মধ্যে মিমাংসা করে দেয়। অতঃপর তাদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক বিমুখ হয়ে ফিরে যায়।	اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾
(২৪) এটা (অবজ্ঞা প্রদর্শন) এই কারণে যে, তারা বলে আমাদিগকে কখনও দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না, কিন্তু মাত্র হাতে গোণা কয়েক দিন[৩]। এবং তাদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছে ঐ সব কথা যা তারা মিথ্যা উদ্ভাবন করে আসছে।[৪]	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٤﴾
(২৫) অনন্তর তাদের কী অবস্থা হবে? যখন আমি সমবেত করব তাদেরকে এমন একদিনে, যে দিনের (আগমনের) ব্যাপারে কোন সংশয় নেই। এবং প্রত্যেককেই তার কৃতকর্ম (-এর ফল) পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। আর তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।	فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۖ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "কিতাবের কিছু অংশ" দ্বারা উদ্দেশ্য, তাওরাতের শব্দ ও অর্থগতভাবে বহুবিধ বিকৃতির পরও "যে অংশটুকু অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল।" অথবা উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, "যতটা জ্ঞান তারা লাভ করেছিল।" (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) "আল্লাহর কিতাব" দ্বারা এখানে তাওরাতকে বুঝানো হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)। অথবা কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআনও হতে পারে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) "হাতে গোণা কয়েকদিন" দ্বারা সাত দিন, অথবা ৪০ দিন, অথবা ৪০ বৎসর অথবা প্রত্যেক ব্যক্তি যতদিন পৃথিবীতে জীবিত ছিল ততদিন উদ্দেশ্য। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) "যা তারা মিথ্যা উদ্ভাবন করে আসছে" বলতে তাদের পূর্বোক্ত ধারণা যে, মাত্র হাতে গোণা কয়েকদিনের বেশী আমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না বা তাদের পিতৃপুরুষ নবীগণ তাদের জন্য সুপারিশ করে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন ইত্যাদি। (বয়ানুল কুরআন, ফাওয়ায়েদে উছমানী ও আবুস সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৩ নং আয়াত:

আল্লাহ আল্লাহর রসূলের মিমাংসা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ধর্ম থেকে মুখ ফিরানো এবং কুফরীর নামান্তর।

● ২৪ নং আয়াত:

১. আহলে কিতাবদের একটি বিশ্বাসের খণ্ডন যে, মাত্র হাতে গোণা কয়েকদিনের বেশী তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না।

২. ধর্মীয় বিষয়ে মিথ্যা উদ্ভাবন ও বেদআত সৃষ্টি ধর্মকে বরবাদ করে দেয়।

● ২৫ নং আয়াত:

১. হাশর তথা পরকালে সকলের একত্রিত হওয়া সত্য।

২. পরকালে প্রত্যেকের আমলসমূহের প্রতিদান প্রাপ্তির বিষয়টি সত্য।

৩. পরকালের হিসাব-নিকাশ হবে ইনসাফ ভিত্তিক, সেখানে কারও প্রতি কোনরূপ জুলুম করা হবে না।

(২৬) তুমি বল, হে সমস্ত রাজ্যের[১] মালিক আল্লাহ, তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর এবং যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও। এবং যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। তোমার হাতেই সমস্ত কল্যাণ। নিঃসন্দেহে তুমি সকল বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান।	قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۚ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٦﴾

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(২৭) তুমিই রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দাও এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দাও।[২] আর তুমিই জীবন্তকে নির্জীব হতে বের কর এবং নির্জীবকে জীবন্ত হতে বের কর।[৩] এবং তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান কর।	تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۚ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ۚ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

২৬ নং আয়াতের শানে নুযূল: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা (তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি) রোম ও পারস্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, (অচিরেই) এই দু'টি সাম্রাজ্য মুসলমানদের হাতে বিজিত হবে। এতে মুনাফিক এবং ইয়াহুদী সম্প্রদায় মুসলমানদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে। এঘটনার প্রেক্ষিতে (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ) এ আয়াতটি (২৬ নং) অবতীর্ণ হয়। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(১) "সমস্ত রাজ্য" আয়াতটিতে الملك শব্দটি তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটি عام এবং পরের দুটিতে بعض (অংশ বিশেষ) এর অর্থ বিদ্যমান। (বয়ানুল কুরআন)

(২) কোন মৌসুমে (যেমন গ্রীষ্মকালে) রাতের কিছু অংশকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিনকে বড় বানিয়ে দাও। আবার অন্য মৌসুমে (যেমন শীতকালে) দিনের কিছু অংশ রাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে রাতকে বড় বানিয়ে দাও। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) যেমন ডিম থেকে বাচ্চা এবং পাখী-মুরগী ইত্যাদি থেকে ডিম বের হয়। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৬ নং আয়াত:

১. সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌র।

২. ইজ্জত-সম্মান আল্লাহ্‌র হাতে।

৩. কল্যাণ-অকল্যাণ সবই আল্লাহ্‌র হাতে, তা সত্ত্বেও "তোমার হাতেই কল্যাণ" কথাটা বলে বোঝানো হয়েছে যে, কল্যাণকে আল্লাহ্‌র দিকে সম্পৃক্ত করবে, অকল্যাণকে তাঁর দিকে সম্পৃক্ত করবে না। এটাই কথার আদব। এভাবে প্রত্যেকটা ভালকে আল্লাহ্‌র দিকে সম্পৃক্ত করবে কিন্তু কোন খারাপটাকে আল্লাহ্‌র দিকে সম্পৃক্ত করবে না, এটাই কথার আদব।

৪. আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

● ২৭ নং আয়াত:

১. আল্লাহ্‌র শক্তিমত্তার বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

২. রিযিক আল্লাহ্‌র হাতে।

৩. আল্লাহ যাকে চান অপরিমিত রিযিক দান করেন।

(২৮) মুসলমানগণ মুসলমানদিগকে ছেড়ে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। আর যে এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে ব্যতিক্রম তাদের (অনিষ্ট) থেকে তোমাদের কৌশলে আত্মরক্ষা করাটা[১]। আর আল্লাহ তার নিজ সত্তা সম্পর্কে তোমাদিগকে সতর্ক করছেন। আর আল্লাহর নিকটই (তোমাদের) প্রত্যাবর্তন।	لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨﴾
(২৯) তুমি বলে দাও, যদি তোমরা গোপন রাখ যা কিছু তোমাদের অন্তরে আছে, অথবা তা প্রকাশ করে দাও (সর্বাবস্থায়ই) আল্লাহ তা জানেন। আরো তিনি জানেন যা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যা কিছু পৃথিবীতে আছে। আর আল্লাহ সকল বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান।	قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾
(৩০) যেদিন প্রত্যেকেই উপস্থিত পাবে যা কিছু ভালো সে করেছে এবং যা কিছু মন্দ কিছু সে করেছে। (সেদিন) সে কামনা করবে যদি তার এবং এসব কর্মের[২] মধ্যে সুদূর ব্যবধান হতো। আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় সত্তার ব্যাপারে সাবধান করছেন এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।[৩]	يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا بَعِيْدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কাফেরদের অনিষ্ট হতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বাহ্যিক বন্ধুত্ব প্রকাশের অনুমতি রয়েছে, যদি অনিষ্ট হওয়ার প্রবল আশংকা দেখা দেয়। (বয়ানুল কুরআন)

(২) কেয়ামতের দিন পাপ-পূণ্য সবকিছু মানুষের সামনে উপস্থিত হবে। সেদিন অপরাধীরা কামনা করবে যে, কী চমৎকার হত যদি এদিনটি আমাদের থেকে অনেক দূরে থাকত কিংবা আমাদের এবং এসব কর্মের মাঝে ব্যবধান সুদূর হত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) সে ভয়াবহ দিন আসার পূর্বে সাবধান করাটাও তাঁর দয়ার বহিঃপ্রকাশ। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৮ নং আয়াত:

১. কাফেরদের সাথে মুসলমানদের আন্তরিক বন্ধুত্ব কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. কাফেরদের অনিষ্ঠ হতে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ করা যায়। কিন্তু অন্তরে বন্ধুত্ব রাখা নয়।

উল্লেখ্য যে, কাফেরদের সাথে মুসলমানদের তিন ধরনের আচরণ হতে পারে। যথাঃ

(১) موالاة আন্তরিক বন্ধুত্ব।

(২) مداراة বাহ্যিক শিষ্টাচারিতা।

(৩) مواسات সাহায্য-সহানুভূতি করা।

এ তিন ধরনের আচরণের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান নিম্নরূপ- موالاة বা আন্তরিক বন্ধুত্ব কোন অবস্থাতেই জায়েয নেই। مداراة বা বাহ্যিক শিষ্টাচারিতা তিন অবস্থায় জায়েয (ক) তাদের অনিষ্ঠ হতে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে (খ) তাদের ব্যাপারে ধর্মীয় হিতাকাংখিতার স্বার্থে অর্থাৎ তাদের হেদায়াতের আশায় (গ) মেহমানদারী বা আতিথেয়তার রূপে। আর مواسات বা সাহায্য-সহানুভূতি হরবী দেশের কাফেরদের সাথে জায়েয নেই, অন্য কাফেরদের সাথে জায়েয। (বয়ানুল কুরআন)

৩. পূর্বোক্ত আয়াতটি যখন স্পষ্ট ভাষায় একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, রাজত্ব-বাদশাহী, সম্মান-প্রতিপত্তি এবং সমস্ত উত্থান-পতনের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ারেই, তখন মুসলমানদের জন্য কিছুতেই সমীচীন নয় যে, তারা আল্লাহ ও তার রসূলের দুশমন-কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে। এতদসত্ত্বেও যারা এরূপ করবে, তাদের এ আচরণই প্রমাণ যে, আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৪. আল্লাহ তার ব্যাপারে অর্থাৎ, তাঁর আযাবের ব্যাপারে বান্দাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। যাতে তারা আযাব থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৫. আল্লাহর কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে।

● ২৯ নং আয়াত :

১. আল্লাহ আসমান জমিনের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব বিষয় সম্বন্ধেই অবগত। অন্তরের চিন্তা-কল্পনা সম্বন্ধেও অবগত।

২. আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

৩. আল্লাহর জ্ঞান যখন এরূপ পরিবেষ্টনকারী এবং শক্তিও তদ্রূপ ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ, তখন কারো দ্বারাই এটা সম্ভব নয় যে, সে তার অপরাধ গোপন রাখবে অথবা শাস্তি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

● ৩০ নং আয়াত:

১. কেয়ামতের দিন সকলে নিজ নিজ কৃত ভাল-মন্দ সকল আমল উপস্থিত পাবে।

২. কেয়ামতের দিন অপরাধীরা তাদের কৃত কুকর্মের সাথে দূরত্ব কামনা করবে, কিন্তু তাদের সেই কামনা কোন ফলদায়ক হবে না।

৩. কেয়ামতের ভয়াবহ দিন সম্বন্ধে সতর্ক করা হয়েছে।

৪. আল্লাহ তাআলা বান্দাদের প্রতি দয়ালু। উপরোক্ত সতর্কিকরণের মধ্যেও তাঁর দয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

www.maktabatulabrar.com

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣١﴾	(৩১) তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহর সংগে মহব্বত রাখ তবে তোমরা আমার অনুসরণ[১] কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের যাবতীয় গোনাহ মাফ করে দিবেন। আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।
قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾	(৩২) তুমি বলে দাও, তোমরা হুকুম মেনে চল আল্লাহ ও রসূলের। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়ে যায় তবে (তারা শুনে রাখুক) আল্লাহ কাফেরদের ভালবাসেন না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আল্লাহর প্রতি মহব্বতের মাপকাঠি হল সামগ্রীক জীবনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দ্বিধাহীন আনুগত্য। যে যতখানি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আনিত দ্বীনের অনুসরণ করবে, খোদা প্রেমের দাবীতে সে ততখানি সত্যবাদী বিবেচিত হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩১ নং আয়াত:

১. আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহকে ভালবাসার পদ্ধতি হল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ তথা তাঁর আনিত দ্বীনের অনুসরণ করা। (প্রাগুক্ত)

৩. দ্বীনের অনুসরণ দ্বারা আল্লাহর ভালবাসা অর্জিত হয়।

৪. দ্বীনের অনুসরণ দ্বারা আল্লাহর ক্ষমা অর্জিত হয়।

৫. ক্ষমা ও করুণা আল্লাহর বিশেষ দু'টি গুণ।

● ৩২ নং আয়াত:

১. হাদীস শরীফ দ্বীনের একটি মূল ভিত্তি এবং দলীল। কেননা আল্লাহর আনুগত্যের ন্যায় রসূলের আনুগত্যও কাম্য; আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য হবে তাঁর বাণী ও কর্মের অনুসরণের মাধ্যমে। আর তাঁর বাণী এবং কর্মকেই হাদীছ বলা হয়।

২. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যকে অস্বীকার করা কুফ্‌রী।

৩. আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে ভালবাসেন না।

৪. আল্লাহ তাআলার ভালবাসা অর্জন করতে হলে কুফ্‌রী ত্যাগ করে ঈমান গ্রহণ করতে হবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৩৩) নিশ্চয় আল্লাহ সমগ্র জাহানের উপর মনোনীত করেছেন[১] আদমকে, নূহকে এবং ইবরাহীমের বংশধরকে ও ইমরানের[২] বংশধরকে।[৩]

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰۤى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٣﴾

(৩৪) (যারা ছিলেন) একে অন্যের বংশধর। আর আল্লাহ খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾

(৩৫) (স্মরণ কর) যখন ইমরানের স্ত্রী নিবেদন করল হে আমার প্রতিপালক, আমার গর্ভে যা রয়েছে একমাত্র তোমার উদ্দেশ্যে মানত করলাম। যাকে সবকিছু থেকে মুক্ত[৪] রাখা হবে। সুতরাং তুমি আমার পক্ষ থেকে কবুল করে নাও। নিশ্চয় তুমিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٥﴾

(৩৬) অতঃপর যখন সে তাকে (কন্যাকে) প্রসব করল, বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমিতো এক[৫] কন্যা সন্তান প্রসব করেছি! (আল্লাহ বলেন,) অথচ[৬] সে যা প্রসব করেছে আল্লাহ তা খুব ভাল জানেন। আর সেই ছেলে (যা সে কামনা করেছিল) এই কন্যার সমকক্ষ নয়। (বিবি মারইয়াম আরও বলল,) আর আমি এ কন্যার নাম রাখলাম মারইয়াম, এবং আমি তাকে ও তার বংশধরকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে।

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَاۤ اُنْثٰى ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ؕ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّىْۤ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٣٦﴾

(৩৭) অতঃপর তাকে তার প্রতিপালক উত্তমরূপে গ্রহণ[৭] করলেন এবং তাকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি[৮]। আর তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করলেন। যখনই যাকারিয়া হুজরায়[৯] তার নিকট আসত, তার কাছে পেত কিছু খাবার। জিজ্ঞেস করত হে মারইয়াম, এ খাবার তোমার জন্য কোথা থেকে[১০] এলো? সে বলত, এসব আল্লাহর নিকট থেকে (আসে)। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিসাবের বাইরে (তথা অনুমান ও ধারণার বাইরে) রিযিক দান করেন।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ؕ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ؕ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) নবুয়তের জন্য।

(২) ইমরান দু'জন ছিলেন। একজন হযরত মূসা (আ.)-এর পিতা। দ্বিতীয়জন হযরত মারইয়াম-এর পিতা। অধিকাংশের মতে এখানে দ্বিতীয় ইমরানকে বুঝানো হয়েছে। এবং সম্ভবতঃ এসূরার নাম 'আলে ইমরান' এ কারণে রাখা হয়েছে যে, এতে দ্বিতীয় ইমরানের বংশধর হযরত মারইয়াম ও হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) হযরত আদম (আ.) ও হযরত নূহ (আ.)-এর পর পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল মানুষ ছিলেন উক্ত দু'নবীর বংশধর। পক্ষান্তরে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর তাঁর বংশধর ছাড়াও পৃথিবীতে আরো অনেক খান্দান বসবাস করত। তথাপি আল্লাহ তাআলা নবুয়তের জন্য কেবল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর খান্দানকে কবুল করেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর যত নবী রসূল এসেছেন সবই তাঁর দু'সন্তান হযরত ইসহাক ও হযরত ইসমাঈলের বংশে এসেছেন। ইমরানের খান্দানও খান্দানে ইবরাহীমির একটি শাখা। কারণ হযরত মারইয়ামের পিতা ইমরানের বংশ পরিক্রমাও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপর শেষ হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) সেকালে পুত্র সন্তানকে বিয়ে-শাদীসহ যাবতীয় পার্থিব কাজ থেকে মুক্ত রেখে কেবল খোদার ইবাদত ও গির্জার খেদমতের জন্য মানত করা জায়েয ছিল। ইমরানের স্ত্রী "হান্নাহ" তাঁর গর্ভস্থ শিশুকে তদ্রূপ মানত করছিলেন। আশা ছিল এ ওছীলায় আল্লাহ পুত্র সন্তান দান করবেন। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) একথা আফসোস করে বলেছেন, যেহেতু গির্জার খেদমতের জন্য মেয়েসন্তান গ্রহণ করা হতো না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) এটা মাঝখানে আল্লাহর কথা। অর্থাৎ, ইমরানের স্ত্রী হান্নার জানা নেই সে কত সম্ভাবনাময়ী সন্তান প্রসব করেছে। এ মেয়ে সন্তানের মাঝে লুকিয়ে আছে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন এক মহান ব্যক্তিত্বের বরকতময় অস্তিত্ব। আল্লাহ সম্যক অবগত আছেন এ মেয়ে সন্তানের মর্যাদা সম্পর্কে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৭) ইমরানের স্ত্রী হান্নাহ নবজাতক মারইয়ামকে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস উপস্থিত হলেন এবং হযরত যাকারিয়াসহ সেখানকার অন্যান্য উপাসনাকারীকে বললেন এ মেয়েকে আমি আল্লাহর জন্য মানত করেছি। আপনারা তাকে গ্রহণ করুন। যেহেতু মারইয়ামের পিতা ইমরান এ মসজিদের ইমাম ছিলেন, তাই এখানকার সবাই মারইয়ামের প্রতিপালনের প্রবল আগ্রহ পোষণ করেন। অন্যদিকে হযরত যাকারিয়া (আ.) ছিলেন মারইয়ামের খালু, সেহেতু তিনি অন্যদের উপর প্রাধান্যের দাবীদার ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য প্রার্থীরা এপ্রাধান্য মেনে নিতে রাজী না হওয়ায় পরিশেষে লটারীর মাধ্যমে হযরত যাকারিয়া (আ.) মারইয়ামের প্রতিপালনের দায়িত্ব লাভ করেন। (বয়ানুল কুরআন)

(৮) উত্তম প্রবৃদ্ধির দুই অর্থ হতে পারে-শুরু থেকে ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকা অথবা শিশুদের স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির তুলনায় তার বাহ্যিক প্রবৃদ্ধিও দ্রুত ঘটা। (বয়ানুল কুরআন)

(৯) মারইয়াম সাবালিকা হওয়ার পর হযরত যাকারিয়া (আ.) তাঁর জন্য মসজিদের নিকট একটা হুজরা নির্ধারণ করে দেন। সেখানে তিনি দিনভর ইবাদত করতেন। হযরত যাকারিয়া (আ.) বাইরে যাওয়ার সময় নিজ হাতে এ প্রকোষ্টে তালা লাগাতেন আবার নিজ হাতে খুলতেন। অন্য কেউ এখানে প্রবেশ করতে পারত না। (বয়ানুল কুরআন)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(১০) যেহেতু হযরত যাকারিয়া (আ.) ছাড়া হুজরায় আর কেউ প্রবেশ করতে পারত না, আবার খাবারগুলি ছিল অমৌসুমের ফল, এ কারণে হযরত যাকারিয়া (আ.) আশ্চর্য হয়ে এ প্রশ্ন করেন। বস্তুতঃ এ খাবার গায়েব থেকে আসত এবং এটা ছিল হযরত মারইয়ামের কারামত। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৩-৩৪ নং আয়াতদ্বয়:

১. নবুয়ত কোন কাছবী বা উপার্জন করার মত বিষয় নয়। বরং এটা একমাত্র ওহাবী তথা খোদা প্রদত্ত জিনিস। আল্লাহ যাকে নবুয়তের জন্য মনোনীত করেন একমাত্র তিনিই নবী হন।

২. হযরত ইবরাহীম (আ.) ও ইমরানের বংশধরে নবুয়ত এসেছিল।

৩. আল্লাহ সবকিছু শোনেন সবকিছু জানেন।

● ৩৫ নং আয়াত:

১. আল্লাহর নামে মানত করা জায়েয।

২. আল্লাহ কাছে নেক নিয়ত কবূল করার জন্য দুআ করার শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

৩. আল্লাহ সবকিছু শোনেন সবকিছু জানেন। সেমতে দুআ করা হলে তিনি দুআ শুনবেন এবং দুআর মধ্যে আন্তরিকতা রয়েছে কিনা তা তিনি জানবেন।

● ৩৬ নং আয়াত:

১. কোন কল্যাণ কাজের আশা করার পর আশানুরূপ না পেলে আফসোস ব্যাক্ত করা জায়েয। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. সন্তানের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে জননীর বিশেষ অধিকার আছে। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. ক্ষেত্র বিশেষে পুরুষের চেয়ে নারী উত্তম হতে পারে।

৪. সন্তানের জন্য শয়তান থেকে পানাহ চাওয়ার শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

● ৩৭ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তাআলা বান্দার দুআ কবূল করে থাকেন।

২. ব্যক্তির ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ (كفالة بالنفس)-এর বৈধতা প্রমাণিত হয়।

৩. ইবাদতের জন্য বিশেষ হুজরা বানানো বা নির্ধারণ করা যেতে পারে। যেমন মারইয়ামের জন্য তা করা হয়েছিল।

৪. বুযুর্গানে দ্বীন থেকে প্রকাশিত কারামত হক। যেমন অমৌসুমী ফল আসা মারইয়ামের কারামত ছিল।

৫. "আল্লাহর পক্ষ থেকে" কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কারামত প্রকাশ করা একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত, তাঁরই কাজ। তবে বুযুর্গানে দ্বীনের মাধ্যমে তিনি তার প্রকাশ ঘটান। কেউ ইচ্ছা করলেই তিনি কারামতের প্রকাশ ঘটাতে পারেন না, যদি আল্লাহ তা না ঘটান।

৬. কারও থেকে কোন কারামত প্রকাশ পেলে তিনি তা ব্যক্তও করে দিতে পারেন।

৭. রিযিক আল্লাহর হাতে।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾

(৩৮) তখন যাকারিয়া প্রার্থনা করল[১] স্বীয় প্রতিপালকের নিকট, বলল হে আমার প্রতিপালক, দান কর আমাকে খাছ[২] তোমার নিকট থেকে কোন পূত–পবিত্র সন্তান, নিশ্চয় তুমি খুব প্রার্থনা শ্রবণকারী।

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٣٩﴾

(৩৯) সুতরাং তাঁকে ফেরেশতাগণ ডেকে বলল, –যখন সে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিল মেহরাবে– আল্লাহ তো আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়ার, সে হবে আল্লাহর এক বাণীর[৩] সমর্থক আর সরদার এবং সম্পূর্ণ আত্মসংযমী ও উঁচুস্তরের শিষ্টাচারী[৪] নবী।

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ۭ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾

(৪০) সে আরয করল ঃ হে আমার প্রতিপালক[৫], কেমন করে আমার পুত্র সন্তান হবে, অথচ আমার বার্ধক্য এসে গেছে আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ! তিনি বললেন, এভাবেই, আল্লাহ যা চান করেন।

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۭ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ۭ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٤١﴾

(৪১) সে আরয করল ঃ হে আমার প্রতিপালক, আমার জন্য কোন লক্ষণ[৬] নির্ধারণ করে দিন। তিনি (আল্লাহ) বললেন, তোমার লক্ষণ এই যে, তুমি তিনদিন পর্যন্ত মানুষের সাথে কথা বলতে সক্ষম[৭] হবে না ইশারা ব্যতীত। আর স্বীয় প্রতিপালকের অধিক পরিমাণে যিকির করবে এবং তাসবীহ পাঠ করবে সকাল-সন্ধ্যা।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত যাকারিয়া (আ.) নিঃসন্তান ছিলেন। বার্ধক্যে সন্তান হওয়া নিয়ম বিরুদ্ধ, তাই আল্লাহর নিকট সন্তান প্রার্থনার সাহস করতেন না। কিন্তু হযরত মারইয়ামের নিকট অমৌসুমের ফল আসতে দেখে তার আশা জাগল আমিও অসময়ে সন্তান লাভ করতে পারি। তাই তিনি সন্তানের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অনুবাদে "খাছ" শব্দ যোগ করার কারণ হল لدن ও لدى -এর মধ্যে বিশেষ নৈকট্যের অর্থ রয়েছে, যা অন্য শব্দের মধ্যে নেই। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) এখানে "আল্লাহর এক বাণী" দ্বারা হযরত ঈসা (আ.) কে বুঝানো হয়েছে। কারণ তিনি নিয়ম বিরুদ্ধভাবে কেবল আল্লাহর হুকুমে পিতার মধ্যস্থতা ছাড়া সৃজিত হয়েছেন এবং হযরত

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা (আ.) যেহেতু একই যুগে ছিলেন তাই সমর্থনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) من الصلحين -এর অর্থ করা হয়েছে- "উঁচু স্তরের শিষ্টাচারী"। কেননা

لما فى روح المعانى المراد من الصلاح ما فوق الصلاح الذى لا بد منه فى منصب النبوة من اقاصى مراتبه وعليه مبنى دعاء سليمان عليه السلام وادخلنى فى عبادك الصالحين . (ابو السعود

(৫) অর্থাৎ, হযরত যাকারিয়া (আ.) জিজ্ঞেস করলেন হে প্রভু, আমাকে পুনরায় যৌবন দান করবেন, নাকি এই বার্ধক্য অবস্থাতেই সন্তান দিবেন? ইরশাদ হল- এই অবস্থাতেই পুত্র সন্তান দান করব। তিনি কাদেরে মুতলাক তথা সর্বশক্তিমান।

(৬) যাতে গর্ভধারণের কথা নিশ্চিত জানা যায় এবং পুত্র জন্ম গ্রহণের পূর্বেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মশগুল হওয়া যায়। সেমতে আল্লাহ এমন নিদর্শন দিলেন যাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়া আর কিছু সম্ভব হবেনা। এতে নিদর্শনও পাওয়া গেল, উদ্দেশ্যও অর্জিত হল। (মাআরিফুল কুরআন)

(৭) যখন তুমি তিনদিন তিনরাত ইশারা ব্যতীত মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে না, তোমার জিহবা একমাত্র আল্লাহর যিক্‌রের জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে, তখন নিশ্চিত জানবে গর্ভধারণ হয়ে গেছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৮-৩৯ নং আয়াতদ্বয়:

১. সন্তান কামনা করা যুহদ ও তাকওয়ার পরিপন্থী নয়। বরং বংশধারা অব্যাহত থাকার কামনা নবীদের সুন্নাত।

২. حصورا অর্থ সম্পূর্ণ আত্মসংযমী। এখানে বুঝানো হয়েছে সম্পূর্ণ নারী সংস্পর্শত্যাগী। এর দ্বারা বুঝা যায় যার উপর হযরত ইয়াহয়া (আ.)-এর মত আখেরাতের ফিক্‌র এত প্রাধান্য পায় যে, স্ত্রীর প্রয়োজন অনুভূত না হয় এবং স্ত্রী ও সন্তানের হক আদায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা তার পক্ষে সম্ভব হবে না বলে মনে হয়, তার জন্য বিবাহ না করা উত্তম, অন্যথায় বিভিন্ন হাদীছের আলোকে স্বাভাবিক ভাবে বিবাহিত জীবন যাপন করাই উত্তম। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

● ৪০ নং আয়াত:

১. বার্ধক্যেও আল্লাহ সন্তান দান করতে সক্ষম।

২. বন্ধা নারীকেও আল্লাহ সন্তান দান করতে সক্ষম।

● ৪১ নং আয়াত:

১. কথা বলতে অক্ষম হলে ইশারা-ইংগিত কথার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. হযরত যাকারিয়া (আ.) সন্তান হওয়ার নিদর্শন সম্পর্কে আবেদন করেছিলেন- এ থেকে বুঝা গেল এরূপ এতমীনানে কলবের জন্য কোন আবেদন করা ঈমান বা একীনের পরিপন্থী নয়; যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.) এরূপ আবেদন করেছিলেন। (সূরা বাকারা ২৬০ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।)

৩. 'তাসবীহ পাঠ করবে সকাল সন্ধ্যা"- এ কথাটিতে তাসবীহ দ্বারা উদ্দেশ্য নামায। এ থেকে সকাল-সন্ধ্যার নামায তথা ফজর ও আসরের নামাযের বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রতীয়মান হয়। (জালালাইন ও আইছারুত্তাফাসীর)

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰىكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٢﴾

(৪২) আর[১] (স্মরণ কর) যখন ফেরেশতাগণ বলল, হে মারইয়াম, আল্লাহ তো তোমাকে মনোনিত করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র করেছেন আর তোমাকে নির্বাচিত করেছেন সমগ্র জগতের[২] নারীদের মোকাবেলায়।

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

(৪৩) হে মারইয়াম, তুমি আনুগত্য করতে থাক স্বীয় প্রতিপালকের এবং সাজদা করতে থাক আর রুকূ করতে থাক রুকু'কারীদের সঙ্গে।[৩]

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۭ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۠ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٤﴾

(৪৪) এই ইতিবৃত্ত গায়বী সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি তোমার নিকট ওহী যোগে প্রেরণ করছি। আর তুমি তখন তাদের নিকট ছিলে না, যখন তারা স্ব স্ব কলম নিক্ষেপ করছিল (এ উদ্দেশ্যে) যে, তাদের মধ্যে কে মারইয়ামের তত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।[৪] আর তুমি তখনও তাদের নিকট ছিলে না, যখন তারা পরস্পর মতবিরোধ করছিল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) উপর থেকে হযরত মারইয়ামের আলোচনা চলে আসছিল। মাঝখানে প্রসংগক্রমে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর আলোচনা হয়। এখান থেকে হযরত মারইয়ামের কাহিনীর বাকী অংশ শুরু হচ্ছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) তখনকার যুগের। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, রুকু'কারীগণ যেমন খোদার সামনে রুকু করে তুমিও তেমনি রুকু করতে থাক, কিংবা এর অর্থ জামাআতের সাথে নামায আদায় কর। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) মাতা হান্নাহ মেয়ে মারইয়ামকে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস পৌছলে তাপসগণ সকলেই মারইয়ামের প্রতিপালনের দায়িত্বভার গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। অবশেষে লটারীর মাধ্যমে মীমাংসা করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল এবং সেমতে প্রত্যেকে নিজ নিজ কলম -যদ্দারা তাওরাত লিখা হত- প্রবাহিত পানিতে নিক্ষেপ করেন। সিদ্ধান্ত হয়েছিল যার কলম স্রোতের বিপরীত দিকে বয়ে যাবে তিনিই প্রতিপালনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। দেখা গেল সবার কলম ভাটির দিকে বয়ে চলল। আর হযরত যাকারিয়ার (আ.) কলম চলল উজানের দিকে। এভাবে তিনি হযরত মারইয়ামের প্রতিপালনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪২-৪৩ নং আয়াতদ্বয়:

১. হযরত মারইয়ামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়। হযরত মারইয়াম তাঁর সমসাময়িক সমস্ত নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। (আইছারুত্তাফাসীর ও বয়ানুল কুরআন)

২. হযরত মারইয়ামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনার পর তাঁকে আনুগত্য ও নামায পড়ার নির্দেশ দান থেকে বোঝা যায় যে, আনুগত্য, বিশেষভাবে নামাযই আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও মর্যাদা অর্জনের ভিত্তি। (আইছারুত্তাফাসীর অবলম্বনে)

● ৪৪ নং আয়াত:

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মী ছিলেন। কারো কাছ থেকে লেখা-পড়া শেখেননি, আহ্‌লে কিতাবের কারো সাহচর্যও লাভ করেননি, তথাপি পূর্ববর্তী উম্মতের কাহিনীসমূহ এহেন বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা করা তাঁর নবুয়তের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. আয়াত দ্বারা লটারীর বৈধতা প্রমাণিত হয়। ইসলামী শরীয়তে লটারী সম্পর্কিত বিধান এই যে, যেসব হকের কারণ শরীয়ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট ও জানা আছে, সেসব হকের মীমাংসা লটারীর মাধ্যমে করা না জায়েয এবং জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। যেমন শরীকানাধীন বস্তুর মীমাংসা লটারী যোগে করা এবং লটারীতে যার নাম বের হবে তাকে সম্পূর্ণ বস্তুটা দিয়ে দেয়া। অথবা কোন শিশুর পিতৃত্বে মতবিরোধ দেখা দিলে লটারী যোগে একজনকে পিতা মনে করে নেয়া। পক্ষান্তরে যে সব হকের কারণ জনগণের রায়ের উপর ন্যস্ত সে সব হকের মীমাংসা লটারী যোগে করা জায়েয। যেমন কোন্ শরীককে কোন্ অংশ দেয়া হবে, এটা লটারীর মাধ্যমে মীমাংসা করা। (বয়ানুল কুরআন)

إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾

(৪৫) (সে সময়কে স্মরণ কর) যখন ফেরেশতারা বলল, হে মারইয়াম, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন এক কালিমার[১] যা তাঁর (আল্লাহর) পক্ষ থেকে হবে। তার নাম হল মাসীহ মারইয়াম-তনয় ঈসা। দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِينَ ﴿٤٦﴾

(৪৬) আর সে মানুষের সাথে কথা বলবে দোলনার[২] মধ্যে এবং পরিণত বয়সে। আর উঁচুস্তরের শিষ্টাচারীদের অন্তর্ভুক্ত।

قَالَتْ رَبِّ أَنّٰى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۖ إِذَا قَضٰٓى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

(৪৭) সে (মারইয়াম) বলল, হে আমার প্রতিপালক! কেমন[৩] করে আমার সন্তান হবে, অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি। তিনি (আল্লাহ) বললেন, এভাবেই, আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করেন তখন তার উদ্দেশ্যে শুধু বলেন হয়ে যাও, ব্যস তা হয়ে যায়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত মাসীহকে কালিমাতুল্লাহ (আল্লাহর বাণী) এজন্য বলা হয় যে, তার সৃষ্টি সাধারণ নিয়ম বিরুদ্ধ পন্থায় পিতার মাধ্যম ছাড়া একমাত্র আল্লাহর হুকুমে হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, নবুয়তের নিদর্শনস্বরূপ তাকে এই মু'জিযা প্রদান করা হবে যে, মাত্র কয়েক দিনের শিশু বয়স্ক লোকদের ন্যায় জ্ঞানগর্ভ কথা বলবে।

(৩) জায়েয-নাজায়েয কোনভাবে কোন মানুষের সাথে মিলন হয়নি। সুতরাং সন্তান কিভাবে হবে? আল্লাহর কুদরতের মাধ্যমে না-কি বিবাহের নির্দেশ দেয়া হবে। আল্লাহ ফেরেশতাদের মাধ্যমে বললেন, পুরুষের মাধ্যম ছাড়াই হবে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৫ নং আয়াত:

১. নবীগণ ব্যতীত অন্য মানুষের পক্ষেও ফেরেশতাদের কথা শ্রবণ করা সম্ভব। যেমন মারইয়াম তা শ্রবণ করেছিলেন।

২. হযরত ঈসা (আ.) কে 'কালিমাতুল্লাহ' এবং 'মারইয়াম-তনয়' বলে পরিচয় দেয়া থেকে বোঝা যায় যে, তার কোন পিতা ছিল না। নতুবা স্বাভাবিক নিয়মে পিতৃ পরিচয়েই পরিচয় প্রদান করা হত। অর্থাৎ, নাউযুবিল্লাহ তিনি আল্লাহর পুত্র হয়ে থাকলে মারইয়ামের পুত্র না বলে আল্লাহর পুত্র বলা হত।

৩. আল্লাহ কর্তৃক "মারইয়াম" নামটি উল্লেখ করা থেকে এটা প্রমাণ করাও বিচিত্র নয় যে, মারইয়াম আল্লাহর স্ত্রী নন এবং এই স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেয়া ঈসা আল্লাহর পুত্র নন। কেননা স্বাভাবিক ভাবে সমাজে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর নাম উল্লেখকে শালীনতার পরিপন্থী মনে করা হয়।

৪. ঈসা মাসীহ নাম আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত।

৫. হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

● ৪৬-৪৭ নং আয়াতদ্বয়:

১. হযরত ঈসা (আ.)-এর মু'জিযা বর্ণিত হয়েছে যে, মাত্র কয়েক দিনের শিশু হয়েও তিনি বয়স্ক লোকদের ন্যায় জ্ঞানগর্ভ কথা বলতেন।

২. হযরত ঈসা (আ.) উঁচুস্তরের শিষ্টাচারীদের অন্তর্ভুক্ত।

৩. হযরত ঈসা (আ.)-এর পিতা ছিল না। কোন পুরুষ হযরত মারইয়ামকে স্পর্শ করেনি।

৪. হযরত মারইয়াম সতী ছিলেন।

৫. সৃষ্টি আল্লাহর ইচ্ছাধীন, তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন।

৬. "যখন তিনি কোন কিছু করার ইচ্ছা করেন"- এ কথা থেকে আল্লাহর ফয়সালা তথা قضا -এর বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

৭. কোন কিছু করতে আল্লাহর কোন আসবাব বা উপকরণের প্রয়োজন হয় না। বরং তার নির্দেশ মাত্রই সবকিছু হয়ে যায়। (তথাপি জাগতিক সবকিছুকে তিনি আসবাবের কার্যকরণ নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত করেন মানুষকে আসবাব অবলম্বনের নীতি শিক্ষা দেয়ার জন্য। অতএব আসবাব তথা উপকরণ গ্রহণ করা শরীয়ত সমর্থিত বিষয়।)

www.maktabatulabrar.com
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৪৮) আর তিনি (আল্লাহ) তাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জীল।	وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٤٨﴾
(৪৯) আর তাকে (সকল) বনী ইসরাঈলের প্রতি রসূল হিসেবে প্রেরণ করব[১] (এবং সে বলবে) আমি তো এসেছি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শানদার প্রমাণ[২] নিয়ে। আমি তো তোমাদের জন্য কাদার দ্বারা পাখির আকৃতির মত গঠন করি। অতঃপর তাতে ফুঁৎকার দেই, তখন সে আল্লাহ নির্দেশে পাখী হয়ে যায়। আর আমি আরোগ্য করি[৩] জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠ রোগীকে এবং মৃতকে জীবিত করি আল্লাহর আদেশে। আর আমি তোমাদেরকে বলে দেই যা কিছু নিজেদের ঘরে আহার কর এবং যা মওজুদ রাখ। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য বড় নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা মুমিন হও।	وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّيْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٤٩﴾
(৫০) আর (আমি এসেছি) আমার সম্মুখস্থ-তাওরাতের সত্যায়নকারী[৪] হিসেবে আর এজন্য যে, হালাল করে দিব তোমাদের জন্য কতিপয় এমন বস্তু যা তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছিল। আর আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (নবুয়তের) প্রমাণ নিয়ে তোমাদের নিকট এসেছি। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর।	وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۣ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٥٠﴾
(৫১) নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর, এটাই সরল পথ।	اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۭ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٥١﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "প্রেরণ করব" কথাটি উহ্য আছে।

(২) بَيِّنَة শব্দের تنوين টি تفخيم অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় অনুবাদে "শানদার" শব্দটি যোগ করা হয়েছে। (দ্রঃ আবুস-সুউদ)

(৩) হযরত ঈসা (আ.) জন্মান্ধ লোকের চোখে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীর দেহে আল্লাহর নাম নিয়ে হাত বুলিয়ে দিলে তারা আরোগ্য লাভ করত। ঔষধ ব্যবহার বা স্বাভাবিক উপায়ে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগী ভাল হতে পারে। কিন্তু কোন প্রকার আসবাব গ্রহণ ব্যতীত ভাল করলে এটাকে মু'জিযা বলে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, তাওরাতকে খোদার কিতাব হিসেবে সত্যায়ন করি। এবং তাওরাতের মৌলিক বিধি-বিধান বহাল রেখে সময়ের প্রয়োজনে খোদার নির্দেশে কিছু শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ের পরিবর্তন করব। যেমন পূর্বে কিছু হুকুম কঠোর ছিল, এখন সেগুলো লঘু করা হবে ইত্যাদি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৮ নং আয়াত :

১. হযরত ঈসা (আ.)-এর তাওরাত ও ইঞ্জীলের জ্ঞান ছিল।

২. আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা (আ.) কে হেকমত শিক্ষা দিয়েছিলেন।

● ৪৯ নং আয়াত :

১. হযরত ঈসা (আ.)-এর ৪টি মুজিযার কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. পাখির আকৃতি গঠন করা এমনিভাবে চিত্র অংকন করা হযরত ঈসা (আ.)-এর শরীয়তে জায়েয ছিল। আমাদের শরীয়তে এর বৈধতা রহিত হয়ে গেছে। (বয়ানুল কুরআন)

৩. আয়াতে কয়েকটি স্থানে "আল্লাহর নির্দেশ" কথাটি উল্লেখ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) মারফত এসব আলৌকিক বিষয় প্রকাশিত হতে দেখে তাকে যেন খোদা মনে করা না হয়। বস্তুতঃ এসব কিছু আল্লাহর নির্দেশে ঘটেছে।

● ৫০ নং আয়াত:

১. হযরত ঈসা (আ.) তাওরাতের মৌলিক বিধি-বিধান বহাল রেখে সময়ের প্রয়োজনে খোদার নির্দেশে কিছু শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ের পরিবর্তন করেন।

২. হযরত ঈসা (আ.)-এর মু'জিযা প্রমাণিত।

৩. "আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ নিয়ে এসেছি।"- এ কথা থেকে বোঝা যায় মু'জিযা নবীর ইচ্ছাধীন নয়, আল্লাহ চাইলেই একমাত্র কোন মু'জিযার প্রকাশ ঘটতে পারে।

৪. তাকওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৫. নবীর আনুগত্যের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

● ৫১ নং আয়াত:

১. আল্লাহ সকলের প্রতিপালক।

২. হযরত ঈসা (আ.) বলেছেন, "আল্লাহ আমার ও তোমাদের প্রতিপালক।" এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আ.) খোদা নন বা খোদার অংশ নন। কেননা খোদার কোন প্রতিপালক থাকে না।

৩. ইবাদতের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৪. ঈমান ও ইবাদতের পথই হল "সিরাতে মুস্তাকীম" তথা সরল সঠিক পথ।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٥٢﴾

(৫২) অতঃপর যখন সে (হযরত ঈসা) তাদের থেকে (বনী ইসরাঈল থেকে) অবিশ্বাস উপলব্ধি করল, তখন সে বলল, কারা আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে[১] আমার সাহায্যকারী? হাওয়ারীগণ[২] বলল, আমরা আছি আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম। আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে, অবশ্যই আমরা ফরমাবরদার।

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٣﴾

(৫৩) হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি সেসব বিষয়ের প্রতি যা তুমি নাযেল করেছ। আর আমরা আনুগত্য অবলম্বন করেছি এই রসূলের। অতএব আমাদেরকে লিপিবদ্ধ কর ঐসব লোকদের সাথে যারা সাক্ষ্য দান করে[৩]।

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٥٤﴾

(৫৪) আর তারা গোপন ষড়যন্ত্র[৪] করল এবং আল্লাহ গোপন কৌশল করলেন। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী।

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٥٥﴾

(৫৫) যখন আল্লাহ বললেন,[৫] হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমার কাল পূর্ণ করছি এবং তোমাকে (আপাততঃ) আমার দিকে তুলে নিচ্ছি এবং যারা কুফরী করেছে, তাদের থেকে তোমাকে পবিত্র (মুক্ত) করছি। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের উপরে রাখছি। অতঃপর আমার দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন, তৎপর আমি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিব সেসব বিষয়ে যাতে তোমরা পরস্পরে মতভেদ করে আসছ।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٥٦﴾

(৫৬) সেমতে যারা কুফরী করেছে আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করব, ইহলোকে এবং পরলোকে। আর তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٧﴾

(৫৭) আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলাদি করেছে ফলত তিনি তাদেরকে তাদের ছওয়াব পুরোপুরি প্রদান করবেন। আর আল্লাহ জালেমদেরকে ভালবাসেন না।

ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿٥٨﴾

(৫৮) এটা (উক্ত কাহিনী) আমি তোমাকে পড়ে শুনাচ্ছি যা (নবুয়তের) প্রমাণসমূহের এবং জ্ঞানগর্ভ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) متوجها الى الله বাক্যে من انصارى الى الله -এর অর্থ الى الله (আবুস-সুউদ)

(২) হযরত ঈসা (আ.)-এর খাঁটি ভক্তদের উপাধি ছিল 'হাওয়ারী।' এ শব্দটির মূল অর্থ হল যারা দেয়ালে চুনকাম করে। তাদের আন্তরিকতা ও মনের স্বচ্ছতার কারণে কিংবা যেহেতু তারা সাদা পোষাক পরিধান করত এজন্য তাদেরকে হাওয়ারী বলা হয়। যেমন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহচরদের উপাধি ছিল সাহাবী। (মাআরিফুল কুরআন) অথবা হাওয়ারী অর্থ ধোপা। এই পেশার লোকেরাই হযরত ঈসা (আ.) কে সাহায্য করেছিল। (জালালাইন)

(৩) অর্থাৎ, যারা একত্ববাদের সাক্ষ্য দান করে তাদের সাথে অথবা অনুসরণকারীদের পক্ষে সাক্ষ্য দানকারী নবীগণের সাথে। (আবুস-সুউদ)

(৪) ইয়াহুদীরা হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও গোপন কৌশল আরম্ভ করে। তারা অনবরত বাদশার কাছে বলতে থাকে যে, এ লোকটি আল্লাহদ্রোহী, সে তাওরাত পরিবর্তন করে সবাইকে বিধর্মী করতে সচেষ্ট। এসব শুনে বাদশাহ হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করে এবং শুলে চড়ানোর জন্য লোক নিয়োগ করে। ইয়াহুদীদের এ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য আল্লাহ তাআলা সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করেন। আল্লাহ ইয়াহুদীদের একজনকে হযরত ঈসা (আ.)-এর আকৃতি বানিয়ে দেন এবং হযরত ঈসা (আ.) কে স্বশরীরে আসমানে তুলে নেন। আর তারা ঈসা (আ.) মনে করে তাদের সেই লোকটিকেই শুলিতে চড়ায়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(৫) ইয়াহুদী কর্তৃক গ্রেফতারীর সময় হযরত ঈসা (আ.) পেরেশান হন। তখন আল্লাহ তাআলা শান্ত্বনা দিয়ে এ কথাগুলো বলেন। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫২-৫৩ নং আয়াতদ্বয়:

১. হযরত ঈসা (আ.) কর্তৃক হাওয়ারীদের থেকে সাহায্য চাওয়ায় প্রমাণিত হয় যে, দ্বীনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দ্বীনের অনুসারীদের কাছে সাহায্য চাওয়া জায়েয এবং তা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. আল্লাহর খাস বান্দাদের সাথে কোন আচরণ করা যেন স্বয়ং আল্লাহর সাথে উক্ত আচরণ করা, তাই "কে আছে আল্লাহর ওয়াস্তে আমার সাহায্যকারী ?" এ কথার উত্তরে হাওয়ারীগণ "আমরা আছি আপনার সাহায্যকারী"-এরূপ না বলে বলেছেন, আমরা আছি আল্লাহর সাহায্যকারী। (বয়ানুল কুরআন)

৩. ইসলাম হচ্ছে সকল নবী ও সকল উম্মতের খাঁটি ধর্ম। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম হক নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. ৫৩ নং আয়াতে আসমানী কিতাবে বিশ্বাস ও নবীর আনুগত্যের কথা বর্ণিত হয়েছে।

● ৫৪ নং আয়াত:

এ আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে ইয়াহুদীদের চক্রান্ত ও আল্লাহ কর্তৃক তা প্রতিহত করার বর্ণনা রয়েছে। (৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

● ৫৫ নং আয়াত:

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে পাঁচটি বিষয়ে অঙ্গীকার করেছেন। যথা-

(এক) তাঁর মৃত্যু ইয়াহুদীদের হাতে হত্যার মাধ্যমে হবে না। বরং প্রতিশ্রুত সময়ে স্বভাবিক পন্থায় হবে। সে সময় কেয়ামতের নিকটতম জামানায় আসবে। বিভিন্ন সহীহ ও মুতাওয়াতের হাদীছে এর বিবরণ রয়েছে।

(দুই) হযরত ঈসা (আ.) কে আপাতত উর্দ্ধ জগতে তুলে নেয়া হবে। এবং সাথে সাথে এ অঙ্গীকার পূর্ণ করা হয়।

(তিন) শত্রুদের অপবাদ থেকে মুক্ত রাখা। বস্তুত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করে ইয়াহুদীদের যাবতীয় অপবাদ দূর করেন। যেমন পিতা ব্যতিরেকে জন্ম গ্রহণ করার কারণে ইয়াহুদীরা হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম বিষয়ে অপবাদ আরোপ করত।

(চার) অবিশ্বাসী ইয়াহুদীদের বিপক্ষে হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের কেয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী রাখা। এখানে অনুসারী বলতে খ্রীষ্টান ও মুসলমান উভয় জাতিকে বুঝানো হয়েছে। কেননা মুসলমানের-াও হযরত ঈসা (আ.)কে সত্য নবী হিসেবে বিশ্বাস করে। সুতরাং ইয়াহুদীদের বিপক্ষে অনুসারী মুসলম-ান ও খ্রীষ্টানদের বিজয় সব সময় অর্জিত হয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে।

(পাঁচ) কেয়ামতের দিন সব ধর্মীয় মতবিরোধের মীমাংসা করা হবে। (বয়ানুল কুরআন)

● ৫৬-৫৭ নং আয়াতদ্বয়:

১. কাফেরদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তি রয়েছে।

২. কাফেরদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

৩. ঈমানদার ও নেক আমলকারীদের জন্য পুরস্কার রয়েছে।

৪. আল্লাহ জালেমদেরকে ভালবাসেন না।

● ৫৮ নং আয়াত:

এ আয়াতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়তকে প্রমাণিত করা হয়েছে। তা এভাবে যে, তিনি উম্মী হওয়া সত্ত্বেও পূর্বেকার নবীদের কাহিনী যথাযথ ভাবে বর্ণনা করেছেন, যা প্রমাণ করে যে, তিনি সেগুলো ওহীর মাধ্যমে জেনেই বর্ণনা করেছেন।

www.maktabatulabrar.com

إِنَّ مَثَلَ عِيسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٥٩﴾	(৫৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার[১] দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তিনি তাঁকে মাটি দ্বারা তৈরী করেছেন। অতঃপর তাঁকে (তাঁর দেহের কাঠামোকে) বলেছেন (সজীব) হয়ে যাও; ব্যস (সজীব) হয়ে যায়।
اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٦٠﴾	(৬০) এ বাস্তব ঘটনা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে[২]। সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।
فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ۟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦١﴾	(৬১) অতএব তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর কেউ এ সম্বন্ধে তোমার সাথে বিতর্ক করলে তুমি বলে দিও এসো আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রদের[৩], তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের এবং স্বয়ং নিজেদেরকে ও স্বয়ং তোমাদেরকে। অতঃপর আমরা মুবাহালা[৪]করি অর্থাৎ,[৫] আল্লাহর লা'নত দেই মিথ্যাবাদীদের উপর।
اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٢﴾	(৬২) নিশ্চয় এসব (যা কিছু বর্ণিত হল তা)-ই সত্য বিবরণ। আর কেউ নেই মা'বূদ হওয়ার যোগ্য আল্লাহ ব্যতীত এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহই পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।
فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٣﴾	(৬৩) তারপর যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়,[৬] তাহলে (ওদেরকে আল্লাহর হাওয়ালা কর, ওরা ফ্যাসাদকারী।) নিশ্চয় আল্লাহ ফ্যাসাদকারীদের সম্বন্ধে খুব অবগত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, ঈসা (আ.)-এর পিতা ছাড়া হওয়া আল্লাহর কুদরতের পক্ষে দূরের কিছু নয়। ইতিপূর্বে আদম (আ.) মাতা-পিতা ছাড়া মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। এই হিসাবে হযরত আদম (আ.) কে খোদার পুত্র প্রমাণ করার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা দরকার ছিল। অথচ এটা কেউ বলে না। কাজেই হযরত ঈসা (আ.) খোদার পুত্র হবেন কোন্ যুক্তিতে।

(২) এখানে তর্জমা এরূপও হতে পারে- "এ সত্য তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।"

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

৬১ নং আয়াতের শানে নযূল : মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজরানের খৃষ্টানদের কাছে একটা ফরমান প্রেরণ করেন, এতে ধারাবাহিকভাবে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়ঃ (এক) ইসলাম কবূল কর। (দুই) অথবা জিয়্যা (প্রতিরক্ষা কর) দাও। (তিন) অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। খৃষ্টানরা পরামর্শ করে শুরাহবীল, আব্দুল্লাহ ইবনে শুরাহবীল এবং জিবার ইবনে ফায়েযকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে পাঠায়। তারা এসে ধর্মীয় বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা হযরত ঈসা (আ.) কে মা'বূদ প্রতিপন্ন করার জন্য প্রবল বাদানুবাদের আশ্রয় নেয়। ইতিমধ্যে মুবাহালার উক্ত আয়াত নাযেল হয়, এতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিধিদলকে মুবাহালার আহবান জানান এবং নিজেও হযরত ফাতেমা, হযরত আলী এবং হযরত হাসান ও হুসাইনকে নিয়ে মুবাহালার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেন। এ আত্মবিশ্বাস দেখে শুরাহবীল ভীত হয়ে যায় এবং সংগীদ্বয়কে বলতে থাকে তোমরা জান যে, ইনি আল্লাহর নবী। আল্লাহর নবীর সাথে মুবাহালা করলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য, তাই মুক্তির জন্য কোন পথ খোজ। সাথীদ্বয় বলল, তোমার মতে মুক্তির উপায় কি ? সে বলল, আমার মতে নবীর শর্তানুযায়ী সন্ধি করাই উত্তম উপায়। অতঃপর এতেই প্রতিনিধিদল সম্মত হয় এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উপর জিযয়া ধার্য করে মীমাংসায় উপনিত হন। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) এখানে "পুত্রদেরকে" বলে ঔরসজাত সন্তান, সন্তানের সন্তান এবং পরিভাষায় যাদেরকে সন্তান বলা হয় যেমন নাতি, জামাতা সবাইকে বুঝানো হয়েছে। এমনিভাবে 'নিসা' দ্বারা কেবল স্ত্রীকে বুঝানো হয়নি বরং ঘরের সকল মহিলাকে বুঝানো হয়েছে। এবং স্বয়ং নিজেদের দ্বারা বিতর্ককারী উভয় পক্ষকে বুঝানো হয়েছে।

(৪) ابتهال শব্দের শাব্দিক অর্থ বিনীত প্রার্থনা করা। এখানে উদ্দেশ্য মুবাহালা করা। পরিভাষায় "মুবাহালা" বলা হয়- যদি সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে দুই পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ হয় এবং যুক্তি তর্কে মীমাংসা না হয় তবে তারা সকলে মিলে আল্লাহর কাছে বিনীত প্রার্থনা করবে- যে পক্ষ এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী সে যেন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এরূপ করার পর যেপক্ষ মিথ্যাবাদী সে তার প্রতিফল ভোগ করবে। এভাবে করলেই চলে। পরিবার-পরিজন ও আত্মীয় স্বজনকে একত্রিত করার প্রয়োজন নেই। তবে একত্রিত করলে গুরুত্ব বেড়ে যায়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) فنجعل শব্দের ف বর্ণটি تفسير এর অর্থ জ্ঞাপক হওয়ায় অনুবাদে "অর্থাৎ" শব্দটি আনা হয়েছে।

كما ما فى روح المعانى انه (فنجعل) معطوف على نبتهل مفسر للمراد منه . (بيان القران)

(৬) মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অর্থ গ্রহণ না করা, স্বীকার না করা, মেনে না নেয়া।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৯ নং আয়াত :

১. এ আয়াত থেকে বোঝা যায় কিয়াস (قياس) শরীয়তের একটি দলীল। (মাআরিফুল কুরআন)

২. এ আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর খোদার পুত্র হওয়া সম্পর্কিত খৃষ্টানদের ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। তা এভাবে যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর পিতা না থাকা যদি তার খোদার পুত্র হওয়া বোঝায়, তাহলে হযরত আদম (আ.)-এর পিতা মাতা উভয় না থাকাতো অবশ্যই তার খোদার পুত্র

হওয়া বোঝানো চাই। আর হযরত আদম (আ.)-এর খোদার পুত্র হওয়া যখন স্বীকৃত নয়, তখন হযরত ঈসা (আ.)-এর খোদার পুত্র হওয়াও অবশ্যই স্বীকৃত হতে পারে না।

৩. হযরত আদম (আ.)কে মাটি দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। আর কুরআনের অন্য আয়াতের বর্ণনায় সকল মানুষ আদম ও হাওয়া থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলা হয়েছে। সুতরাং ডারউইনের বিবর্তনবাদ-এর মতবাদ ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হল। কেননা বিবর্তনবাদে পর্যায়ক্রমে বানর থেকে মানব সৃষ্টির মতবাদে বিশ্বাস করা হয়।

● ৬০ নং আয়াত:

১. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মী হওয়া সত্ত্বেও হযরত আদম (আ.)-এর বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি আল্লাহ থেকে তা জেনে বলেছেন। এটা প্রমাণ করে যে, তার কাছে ওহী আসত এবং তিনি নবী।

২. যে কোন সত্যকে সন্দেহমুক্ত মন নিয়ে গ্রহণ করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

● ৬১ নং আয়াত:

১. শরীয়তের অকাট্য বিষয়ে প্রয়োজনে এখনও মুবাহালার অনুমতি আছে। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. মুবাহালা করতে খৃষ্টানদের অসম্মতি থেকে তাদের ভ্রান্তি এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্য নবী হওয়া প্রমাণিত হয়।

● ৬১-৬২ নং আয়াতদ্বয়:

১. তাওহীদের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

২. তাওহীদ থেকে সরে যাওয়া ফ্যাসাদ সৃষ্টির নামান্তর। (শিরক দ্বারা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ তথা বিপর্যয় ঘটে।) যারা মুশরিক তারাই পৃথিবীতে ফ্যাসাদকারী। আয়াতে এরূপ ফ্যাসাদকারীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾	(৬৪) তুমি বল, হে আহলে কিতাব, তোমরা আস এমন এক কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে (স্বীকার্য হওয়ার দিক দিয়ে) সমান (তা এই যে,) আমরা ইবাদত করব না আল্লাহ ব্যতীত (কারও), তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করব না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ ব্যতীত কাউকে প্রতিপালক বানাবে না[১]। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তোমরা বলে দাও, "তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা অবশ্যই অনুগত (মুসলিম)।"

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٥﴾

(৬৫) হে আহলে কিতাবগণ, কেন তোমরা বিতর্ক করছ ইবরাহীম সম্বন্ধে? অথচ তাওরাত ও ইঞ্জীল তাঁর পরেই নাযেল করা হয়েছে। তাহলে কি তোমরা বুঝ না?

هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

(৬৬) হাঁ, তোমরা এমন যে, এরূপ বিষয়ে তো বিতর্ক করেছিলেই, যাতে তোমাদের কিঞ্চিত জ্ঞান ছিল।[২] এখন এমন বিষয়ে কেন তর্ক-বিতর্ক করছ, যাতে তোমাদের মোটেই জ্ঞান নেই[৩]? আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٦٧﴾

(৬৭) ইবরাহীম না ইয়াহুদী ছিল আর না খৃষ্টান, বরং সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলমান (অর্থাৎ, সকল মিথ্যা ধর্ম থেকে বিমুখ সরলপন্থী মুসলমান।) আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٨﴾

(৬৮) নিশ্চয় মানুষের মধ্যে ঐসব লোকই ইবরাহীমের নিকটতম, যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল এবং এই নবী (মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও যারা ঈমান এনেছে (অর্থাৎ, উম্মতে মুহাম্মাদী)[৪] আর আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আহলে কিতাবগণকে তাওহীদ বা একত্ববাদের দিকে দাওয়াত দেয়া হলে তারা বলত, আমরাও খোদাকে এক বলে স্বীকার করি। বরং সমস্ত ধর্মাবলম্বীরাই কোন না কোন রূপে এক পর্যায়ে গিয়ে স্বীকার করে যে, বড় খোদা একজনই। আলোচ্য আয়াতে এদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, তাওহীদের বিষয়ে যখন মৌখিকভাবে আমরা একমত, তখন আস কার্যতও আমরা তদ্রূপ হয়ে যাই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৬৫ নং আয়াতের শানে নুযূল : ইয়াহুদীরা বলত, ইবরাহীম (আ.) ইয়াহুদী ছিলেন, খৃষ্টানরা বলত, তিনি খৃষ্টান ছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলছেন, তাওরাত ও ইঞ্জীল ইবরাহীম (আ.)-এর অনেক পরে নাযেল হয়েছে, অতএব সে পরবর্তীদের ধর্মাবলম্বী কেমন করে হবে? (বয়ানুল কুরআন)

(২) যেমন ঈসা (আ.)-এর ঘটনাবলী, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কিত সুসংবাদ প্রভৃতি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) যেমন ইবরাহীম (আ.) ইয়াহুদী ছিলেন কি খৃষ্টান ছিলেন এ বিষয়ে তাদের কিতাবে কিছু বর্ণনা নেই। অতএব এ বিষয় নিয়ে কেন তারা বিতর্ক করছে।

(৪) অর্থাৎ, ইব্রাহীম (আ.)-এর অনুসরণের যে দাবী ইয়াহুদী ও নাসারাগণ করেছে তা অমূলক। তারা এ দাবী করতে পারেনা। সে কালের ইবরাহীম (আ.)-এর উম্মত এবং এই নবী ও উম্মতে মুহাম্মাদী এই দাবী করতে পারে; কেননা মৌলিক নীতিমালা ও বহু শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে এই ধর্ম ও ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য এবং ঐক্য বিদ্যমান রয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৪ নং আয়াত:

১. এ আয়াত দ্বারা তাবলীগ তথা দ্বীনের দিকে দাওয়াত প্রদানের একটা মূলনীতি জানা যায় যে, ভিন্ন মতাবলম্বী কাউকে দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দিতে গেলে প্রথমে তাকে শুধু এমন বিষয়ের প্রতিই আহবান জানানো উচিত, যে বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হতে পারে।

২. উক্ত আয়াতের শেষে "সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলিম বা অনুগত" বলে আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যুক্তি প্রমাণ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনার পরও প্রতিপক্ষ তা মেনে না নিলে নিজের মতাদর্শ ব্যক্ত করেই বিতর্কে ইতি টানা উচিত। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৬৫-৬৭ নং আয়াতসমূহ:

১. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্ম সম্পর্কে কিতাবীদের দাবীকে খণ্ডন করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

২. যে ব্যাপারে জানা নেই সে ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার নিন্দাজ্ঞাপন করা হয়েছে।

৩. হযরত ইবরাহীম (আ.) একনিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন।

● ৬৮ নং আয়াত:

১. উম্মতে মুহাম্মাদী ইবরাহীমী আদর্শের নিকটবর্তী। কারণ উম্মতে মুহাম্মাদী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ন্যায় একনিষ্ঠ তাওহীদবাদী।

২. আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক।

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٩﴾

(৬৯) একদল আহলে কিতাব অন্তর থেকে কামনা করে যেন তারা তোমাদেরকে গোমরাহ করতে পারে। অথচ তারা নিজেদেরকেই গোমরাহ করে[১]। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٧٠﴾

(৭০) হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা কুফরী করছ আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে, অথচ তোমরা সাক্ষ্য দাও[২]?

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٧١﴾

(৭১) হে আহলে কিতাবগণ! কেন তোমরা মিথ্যার সাথে সত্যকে সংমিশ্রিত করছ এবং সত্যকে গোপন করছ[৩], অথচ তোমরা জান ?

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "নিজেদেরকেই গোমরাহ করে" এই অর্থে যে, অন্যকে গোমরাহ করার প্রচেষ্টার দরুণ তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে, এভাবে যেন তারা নিজেদের গোমরাহীতেই প্রবৃদ্ধি ঘটায়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, তোমরা সাক্ষ্য দাও যে, তাওরাত ও ইঞ্জীল আল্লাহর কিতাব। তাহলে তা কেমন করে অবিশ্বাস করছ? (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) পার্থিব স্বার্থে তাওরাতের কতিপয় বিধানকে তারা বিলুপ্তই করে দিয়েছিল। কিছু আয়াতে শাব্দিক বিকৃতি এবং কিছু আয়াতের অর্থে বিকৃতি সাধন করেছিল। আর কিছু বিষয়কে তারা গোপন রাখত- সর্ব সাধারণ্যে তা প্রকাশ করতো না। যেমন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কিত সুসংবাদ (ও বিবরণ)। আয়াতে ইত্যাকার প্রসংগে বলা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৯-৭১ নং আয়াতসমূহ:

১. মুসলমানদের গোমরাহ করার ইয়াহুদী নাসারাদের আগ্রহের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

২. অন্যকে গোমরাহ করার প্রচেষ্টা দ্বারা নিজের গোমরাহীতে প্রবৃদ্ধি ঘটে। অন্যকে ক্ষতির চেষ্টা বুমেরাং হয়ে নিজের দিকেই ফিরে আসে।

৩. জেনে বুঝে সত্যকে অস্বীকার করার নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

৪. আল্লাহর বিধানে বিকৃতি সাধন, মিথ্যার সাথে সত্যের সংমিশ্রণ ঘটানো এবং সত্যকে গোপন করা হারাম।

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِیْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ ﴿۷۲﴾

(৭২) আর আহলে কিতাবদের একদল বলল, মুসলমানদের প্রতি যা নাযেল হয়েছে, তার উপর তোমরা দিনের প্রথমাংশে ঈমান আন আর তার (দিনের) শেষ ভাগে (তা) প্রত্যাখ্যান করে বস। হয়ত তারা ফিরে যাবে।

وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِیْنَكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ یُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِیْتُمْ اَوْ یُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِیَدِ اللّٰهِ ۚ یُؤْتِیْهِ مَنْ یَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ ﴿۷۳﴾

(৭৩) এবং যারা তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করবে, তাদের ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করবে না।[১] তুমি বলে দাও, নিশ্চয় আল্লাহর হেদায়াতই হেদায়াত। (তোমরা এরূপ কথা বল) এজন্য যে, কাউকে এমন বস্তু দেয়া হচ্ছে যা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল[২] কিংবা তারা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট যুক্তিতে তোমাদেরকে পরাভূত করে দিবে। তুমি বলে দাও, নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে; তিনি তা প্রদান করেন যাকে ইচ্ছা। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়,[৩] সর্বজ্ঞ।

يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ یَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ ﴿۷۴﴾

(৭৪) তিনি নিজ অনুগ্রহের জন্য যাকে ইচ্ছা নির্দিষ্ট করে নেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

৭২ নং আয়াতের শানে নুযূল : খায়বারের কতিপয় ইয়াহুদী এই চক্রান্ত করেছিল যে, দিনের প্রথমাংশে নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করবে এবং দিনের শেষ ভাগে এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করবে যে, আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বুঝতে পারলাম যে, তাওরাত কিতাবে যে শেষ নবীর কথা বলা হয়েছে মুহাম্মাদের মধ্যে সেই গুণ অনুপস্থিত। তাদের কুমতলব এই ছিল যে, এতে করে মুসলমানরা তাদের ধর্ম ত্যাগ করে বসবে এবং অন্যান্যরা এ ধর্ম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে।

(১) لا تؤمنوا -এর অর্থ অনেকে করেছেন "তোমরা স্বীকার করবে না।" অর্থাৎ, তোমাদের ধর্মের অনুসারী না হলে তাকে আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করবে না বা তার প্রতি ঈমান আনবে না, অথবা আন্তরিক ভাবে তাদের ধর্মের কথা স্বীকার করবে না। আন্তরিক ভাবে তোমাদের ধর্মের প্রতিই ঈমান রাখবে, তবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী তথা মুসলমানদের সামনে শুধু কৌশলগত কারণে মুখে ইসলাম প্রকাশ করবে।

(২) আরবের নিরক্ষর জাতির মধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আবির্ভাব হয়েছিল, এটাই ছিল ইয়াহুদীদের হিংসার কারণ যে, অন্য সম্প্রদায়ের কেউ কেন নবুয়ত প্রাপ্ত হল। নবুয়ত ও শরীয়তের জ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা নিজেদেরকে ইজারাদার মনে করত। আয়াতে তাদের এই হিংসার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

(৩) অর্থাৎ, তাঁর প্রাচুর্য রয়েছে, তাঁর ভাণ্ডারে অনুগ্রহের কমতি নেই এবং তিনি ভালভাবে জানেন কাকে অনুগ্রহ করতে হবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭২-৭৪ নং আয়াতসমূহ:

১. ইসলাম থেকে মানুষকে সরানোর ইয়াহুদী চক্রান্তের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ইয়াহুদীদের হিংসার কারণ তুলে ধরা হয়েছে।

৩. অনুগ্রহ তথা ঈমান ও ইসলামের দিকে হেদায়াত প্রদান আল্লাহর হাতে। সেমতে আল্লাহর কাছে হেদায়াত কামনা করা চাই।

৪. আল্লাহ তাআলা প্রচুর অনুগ্রহের অধিকারী এবং কাকে অনুগ্রহ করতে হবে সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত।

৫. আল্লাহ অনুগ্রহের জন্য যাকে ইচ্ছা খাস করে নেন।

৬. আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ বড় মাপের।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ
اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ
اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۭ ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ
وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُتَّقِيْنَ ۝

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا
قَلِيْلًا اُولٰۗىِٕكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۠ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ
لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ
وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ
اللّٰهِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ
يَعْلَمُوْنَ ۝

(৭৫) কোন কোন আহলে কিতাব এমনও রয়েছে, যার নিকট তুমি অঢেল সম্পদ[১] আমানত রাখলেও সে তোমার নিকট তা ফিরিয়ে দেবে। আবার তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যার কাছে তুমি একটি দীনার আমানত রাখলেও সে তোমার নিকট তা ফিরিয়ে দিবে না, তার পেছনে লেগে না থাকলে।[২] এটা (অর্থাৎ, গচ্ছিত সম্পদ ফেরত না দেয়া) এই জন্য যে, তারা বলে রেখেছে, উম্মীদের ব্যাপারে আমাদের উপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই[৩] এবং তারা জেনে শুনে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

(৭৬) হ্যাঁ (তাদের গোনাহ হবে, কেননা আল্লাহর নীতি হল) যে লোক নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে এবং পরহেযগার হবে, তবে অবশ্যই আল্লাহ এরূপ[৪] পরহেযগারদেরকে ভালবাসেন।

(৭৭) যারা আল্লাহর সাথে কৃত[৫] প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথসমূহের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করে, নিশ্চয় এরূপ লোকদের পরকালে কোন অংশ নেই, আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না,[৬] কেয়ামতের দিন তাদের প্রতি (করুণার) দৃষ্টিও দিবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না।[৭] আর তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(৭৮) আর তাদের মধ্যে তো একদল রয়েছেই যারা নিজেদের জিহ্বাকে বক্র করে[৮] কিতাব (পাঠ)– এর মধ্যে, যাতে তোমরা সেটাকে কিতাবের অংশ[৯] মনে কর, অথচ তা কিতাবের অংশ নয়। এবং তারা বলে যে, সেটা আল্লাহর তরফ থেকে, অথচ তা আল্লাহর তরফ থেকে নয়। আর তারা জেনে শুনে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) قنطار -আরব দেশে প্রচলিত একটি ওজন বিশেষ, বাগধারায় এর দ্বারা প্রচুর সম্পদ বোঝানো হয়।

(২) الامادمت عليه قائما -এর শাব্দিক অর্থ যেপর্যন্ত তুমি তার মাথার উপর দাঁড়িয়ে না থাক। এর ভাবার্থ হল- যে পর্যন্ত তুমি তার পেছনে লেগে না থাক।

(৩) ইয়াহুদীরা বলত, আরবরা উম্মী অর্থাৎ, মূর্খ ও ধর্মহীন। কাজেই তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করায় ধর্মতঃ কোন পাপ নেই।

(৪) المتقين - এর ال এখানে عهد خارجي অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় অনুবাদে "এরূপ" বা "এই" শব্দ যোগ করা যায়। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) بعهد الله : এখানে مفعول এর দিকে مصدر এর اضافت হয়েছে।

(৬) অর্থাৎ, দয়া ও অনুগ্রহের কথা বলবেন না।

(৭) গোনাহ থেকে পবিত্র করবেন না অর্থাৎ, তাদেরকে মার্জনা করবেন না।

(৮) "জিহ্বা বক্র করার" অর্থ ভুল পড়া; আল্লাহর কিতাব পাঠ কালে তারা তৎসঙ্গে নিজেদের পক্ষ থেকে কোন শব্দ বা ভ্রান্ত ব্যাখ্যা জুড়ে দিত যাতে শ্রোতাগণ সেই মিশ্রিত অংশকেও কিতাব মনে করে। (বয়ানুল কুরআন)

(৯) من الكتاب : এখানে অব্যয়টির অর্থ "অংশ" করা হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৫ নং আয়াত:

১. কতিপয় আহলে কিতাবের আমানতদারীর প্রশংসা থেকে বোঝা যায় ভাল গুণ অমুসলিমের হলেও তার প্রশংসা করা যায়। ইসলামে সংকীর্ণতা নেই বরং ইসলাম খোলামনে প্রতিপক্ষের সদগুণাবলীরও প্রশংসা করে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. الا ما دمت عليه قائما থেকে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) প্রমাণ করেছেন যে, ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ঋণদাতা ঋণ গ্রহিতাকে তাগাদা করার অধিকার রাখে। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. ইয়াহুদীদের এই আকীদা-বিশ্বাসের খণ্ডন করা হয়েছে যে, যারা ইয়াহুদী নয় তারা অপবিত্র, ইয়াহুদীদের জন্য তাদের সম্পদ মোবাহ, তা গ্রহণে ইয়াহুদীদের কোন পাপ হবে না। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. আল্লাহর প্রতি যারা মিথ্যা আরোপ করতে পারে, মানুষের সাথে মিথ্যা বলা তাদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

● ৭৬ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে অঙ্গিকার পূর্ণ করার মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ এরূপ লোকদেরকে ভালবাসেন। (বয়ানুল কুরআন)

২. তাকওয়া-পরহেযগারীর মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন। (প্রাগুক্ত)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ৭৭ নং আয়াত:

এ আয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে পাঁচটি সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। (১) জান্নাতের নেয়ামত সমূহে তার কোন অংশ নেই। (২) আল্লাহ তাআলা তার সাথে অনুকম্পাসূচক কথা বলবেন না। (৩) কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না। (৪) আল্লাহ তাআলা তার গোনাহ মার্জনা করবেন না। (৫) তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৭৮ নং আয়াত:

১. এতে আসমানী কিতাবে আহলে কিতাবগণের বিকৃতি ও জালিয়াতি ঘটানোর বিবরণ দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ পৃথিবীতে অধুনা বাইবেলের যেসব সংস্করণ পাওয়া যায়, তার মধ্যে পরস্পর বিরোধই এই বিকৃতির বড় প্রমাণ। বাইবেলের এসব সংস্করণের মধ্যে এমন সব বিষয়বস্তু দেখা যায় যা প্রমাণ করে যে, আদৌ তা আল্লাহর তরফ থেকে হতে পারে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী অবলম্বনে)

২. পার্থিব হীন স্বার্থে জেনে বুঝে আল্লাহ আল্লাহর রসূল সম্বন্ধে মিথ্যা বলার ইয়াহুদী নীতির ব্যাপারে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ﴿٧٩﴾

(৭৯) কোন মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হেকমত ও নবুয়ত দান করবেন তারপর সে মানুষকে বলবে, "তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার বান্দা (অর্থাৎ, আমার ইবাদতকারী) হয়ে যাও" এটা সম্ভব নয়। বরং (সে বলবে) তোমরা আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দিয়ে আসছ এবং যেহেতু তোমরা (নিজেরাও) পাঠ করে যাচ্ছ।[১]

وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ؕ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨٠﴾

(৮০) আর সে তোমাদেরকে একথারও নির্দেশ দিবে না যে, তোমরা ফেরেশতাগণকে ও নবীদেরকে রব বানিয়ে নিবে। তোমরা মুসলিম হওয়ার পর সে কি তোমাদেরকে কুফরী-র নির্দেশ দিবে?

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

৭৯ নং আয়াতের শানে নুযুল : নাজরানের প্রতিনিধি দল উপস্থিত হলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তখন কতিপয় ইয়াহুদী ও নাসারা বলে যে, আপনি কি চান যে আমরা আপনার ইবাদত করব যেমন নাসারাগণ ঈসা (আ.)-এর ইবাদত করে ? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নাউযুবিল্লাহ! কখনই না। এ সম্বন্ধে আয়াতটি নাযেল হয়। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী অবলম্বনে)

(১) অর্থাৎ, যেহেতু তোমরা নিজেরা কিতাব পাঠ করছ ও অন্যকে শিক্ষাদান করছ তাই তোমরা কুফরী-র শিক্ষা দিতে পার না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৯ নং আয়াত:

১. নবীগণ যে মা'সূম বা নিষ্পাপ তার যুক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, নবীগণ পয়গম্বরীর মহান দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁদের দ্বারা গোনাহের নির্দেশ কিরূপে হতে পারে? এটা অসম্ভব।

২. ধর্মীয় নেতাদের কর্তব্য মানুষকে হেদায়াত করা ও গোনাহ থেকে বাধা দেয়া।

৩. আল্লাহওয়ালা হওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৪. যারা নিজেরা কিতাব পাঠ করে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়, তাদের দ্বারা পাপ কাজ হতে পারে না হওয়া উচিত নয়।

● ৮০ নং আয়াত:

১. মুসলমান গায়রুল্লাহকে রব বানাতে পারে না। গায়রুল্লাহকে রব বানানো কুফরী।

২. গায়রুল্লাহকে সাজদা করা কুফরী। কারণ রেওয়ায়েতে আছে যে, ৮০ নং আয়াতটি নাযেল হয়েছিল ঐ সব লোকদের খণ্ডনের উদ্দেশ্যে, যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাজদা করতে চেয়েছিল। (আইছারুত্তাফাসীর)

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨١﴾

(৮১) আর (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন[১] যে, যখনই[২] আমি তোমাদেরকে দান করব কোন কিতাব ও হেকমত, তারপর তোমাদের কাছে আসবে কোন রসূল, যে তোমাদের নিকটস্থ কিতাবের সত্য প্রতীক[৩] হবে, তখন অবশ্যই তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাঁর সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এ ব্যাপারে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।

فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٨٢﴾

(৮২) সুতরাং তারপর যারা ফিরে যাবে, তবে (জেনে রাখ) তারাই অবাধ্য।[৪]

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

(৮৩) তবে কি তারা আল্লাহর দ্বীন ব্যতীত অন্য দ্বীন তালাশ করছে ? অথচ আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তাঁরই অনুগত[৫] আর তাঁরই দিকে সমস্তকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এই অঙ্গীকার প্রথমে রূহানী জগতে এবং পরে ওহীর মাধ্যমে দুনিয়াতে নেয়া হয়েছে। কিংবা শুধু দুনিয়াতেই নেয়া হয়েছে। নবীদের মাধ্যমে উম্মতদের থেকেও এই অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) لما -এর অর্থ তাবারীতে করা হয়েছে لمهما অর্থাৎ, যখনই। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) বয়ানুল কুরআনে مصدق এর অর্থ করা হয়েছে جو مصداق ہو অর্থাৎ, যে সত্য প্রতীক হবে। এর অর্থ "যিনি সত্য বলে দিবেন" "সমর্থন করবেন" প্রভৃতিও হতে পারে।

(৪) এখানে الفاسقون বা অবাধ্য বলে কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) ফেরেশতা ও আল্লাহর অনুগত বান্দাদের আনুগত্য হচ্ছে স্বেচ্ছায় আর বিশ্বচরাচরের সমস্ত অণুপরমাণু পর্যন্ত যে প্রাকৃতিক বাঁধা-ধরা নিয়মের অধীন, এটা হল অনিচ্ছায় আনুগত্যের পর্যায়ভুক্ত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮১ নং আয়াত:

এতে সমস্ত নবীদের থেকে এবং তাঁদের মাধ্যমে সমস্ত উম্মতের থেকে আমাদের রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগ পেলে তাঁর প্রতি ঈমান আনার ও তাঁর সাহায্য করার অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে। এতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিশ্বজনীন নবুয়ত প্রমাণিত হয়।

● ৮২-৮৩ নং আয়াতদ্বয়:

১. ৮২ নং আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনয়ন সংক্রান্ত অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদেরকে কাফের আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর থেকে বোঝা গেল যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আনিত দ্বীন তথা ইসলাম অমান্যকারী হল কাফের ও বেদ্বীন। পরবর্তী ৮৩ নং আয়াতে তাই ইসলাম অমান্যকারীকে শাসানো হয়েছে।

২. আসমান জমিনের সবকিছু আল্লাহর আনুগত্য করে। ৩. হাশর-নশরের কথা প্রমাণিত।

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٥﴾	(৮৪) তুমি বল, আমরা আল্লাহর উপর, আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর সন্তানবর্গের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রদান করা হয়েছে তাতে ঈমান এনেছি।[১] আমরা তাঁদের কারও মধ্যে (ঈমান আনয়নে) পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই অনুগত। (৮৫) কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম তালাশ করলে আদৌ তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অন্যান্য পয়গম্বর ও তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান আনার স্বরূপ সূরা বাকারার ১৩৬ নং আয়াতের টীকায় বর্ণিত হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৪ নং আয়াত:

১. ঈমান পূর্ণাঙ্গ হওয়ার জন্য সকল নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করা জরুরী, কতক নবীকে মানা আর কতককে অস্বীকার করা কুফ্‌রী। তদ্রূপ সকল কিতাবের প্রতি ঈমান রাখা জরুরী। তবে উল্লেখ্য যে, শেষ কিতাব কুরআন আগমনের পর পূর্বেকার কিতাবের বিধানাবলী রহিত হয়ে গেছে।

২. আনুগত্যের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

● ৮৫ নং আয়াত:

ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম আগমনের পর অন্যান্য সব ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। অতএব এখন নাজাত ও মুক্তির জন্য একমাত্র ইসলামেরই অনুসরণ করতে হবে।

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٦﴾ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٧﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٨﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٨٩﴾	(৮৬) কীরূপে আল্লাহ হেদায়াত করবেন এমন লোকদেরকে, যারা ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছে এবং নিজেরা এই সাক্ষ্য প্রদানের (স্বীকৃতির) পর যে, রসূল সত্য এবং এরপর যে, তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসমূহ এসেছিল। আর আল্লাহ এমন জালেম লোকদেরকে হেদায়াত করেন না। (৮৭) ঐ সমস্ত লোক, ওদের কর্মফল এই যে, ওদের উপর অবশ্যই আল্লাহ, ফেরেশতাগণ ও মানুষ-সকলের অভিশাপ। (৮৮) তারা তাতে[১] অনন্তকাল থাকবে। না তাদের থেকে শাস্তি লঘু করা হবে, আর না তাদেরকে বিরাম দেয়া হবে। (৮৯) তবে এর পরে যারা তওবা করে[২] এবং (নিজেদেরকে) সংশোধন করে নেয় তারা ব্যতীত। কেননা নিশ্চয় আল্লাহ মহা ক্ষমা পরায়ণ, অতি দয়ালু।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) তাতে অর্থাৎ, অভিশাপে। অভিশাপে থাকা বলে জাহান্নামে থাকা বোঝানো হয়েছে।

(২) এখানে মুরতাদ ব্যক্তির তওবার কথা বলা হয়েছে। আর মুরতাদ ব্যক্তির তওবা করার অর্থ পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করা। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৬ নং আয়াত:

ইসলাম ত্যাগী মুরতাদদের প্রতি কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে এবং ইসলাম ত্যাগ করার পর তারা যে এই ধারণা করে যে, এখন আমরা সঠিক পথে রয়েছি-এ ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে।

● ৮৭-৮৯ নং আয়াতসমূহ:

১. মুরতাদ ব্যক্তি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করলে তাকে অনন্তকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

২. তার শাস্তি লঘু করা হবে না। কোন বিরতিও প্রদান করা হবে না।

৩. তওবার জন্য একটা শর্ত এ-ও যে, তার গোনাহ দ্বারা যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে, যথাসম্ভব তার এসলাহ তথা সংশোধন করতে হবে। যেমন, বক্তব্য দ্বারা পাপের বিস্তৃতি ঘটিয়ে থাকলে তওবার জন্য আবার বক্তব্য দ্বারা পূর্বের কথার প্রতিকার করতে হবে। কোন লেখা দ্বারা পাপের বিস্তৃতি ঘটিয়ে থাকলে তা থেকে তওবার জন্য আবার তার বিপরীত লেখা পেশ করতে হবে। যাবতীয় পাপের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

(৯০) নিশ্চয় যারা ঈমান আনার পর কাফের হয়ে যায় অনন্তর কুফরীতে অগ্রসর হতে থাকে, তাদের তওবা কখনও কবূল হবে না।[১] আর ওরাই গোমরাহ।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ۝٩٠
(৯১) নিশ্চয়, যারা কাফের হয়েছে এবং কাফের রূপেই তাদের মৃত্যু ঘটেছে, তাদের কারও নিকট থেকে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ বিনিময় স্বরূপ প্রদান করলেও কখনও কবূল করা হবে না। ঐ সব লোক, ওদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আর ওদের কোন সাহায্যকারী নেই।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّ لَوِ افْتَدٰى بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝٩١

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, ঈমান আনার পূর্বে অন্য কোন ব্যাপারে তার তওবা কবূল হবে না। কেননা গোনাহ থেকে তওবা একটি ইবাদত, আর ঈমান ব্যতিরেকে কোন ইবাদতই কবূল হয় না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯০ নং আয়াত:

১. আল্লাহর স্বাভাবিক নিয়ম হল যারা যারা কুফরী, জুলুম ও অবাধ্যতায় বাড়বাড়ি করে চরমে উপনীত হয়, তাদের তওবা নসীব হয় না। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. কুফরী হল গোমরাহী।

● ৯১ নং আয়াত:

১. কাফেররা পরকালে কোন কিছুর বিনিময়ে আযাব থেকে পরিত্রাণ পাবে না। এমনকি হাশরের মাঠে কারও নিকট স্বর্ণ থাকবে না-একথা সুবিদিত, তবুও যদি ধরে নেয়া হয় যে, তাদের কারও নিকট রাশি রাশি স্বর্ণ থাকবে আর সে তার বিনিময়ে জাহান্নামের আযাব থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে চাইবে, তবুও বিনিময় হিসেবে তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। মোটকথা- কোন মূল্যেই কাফেরের পরিত্রাণ হবে না।

২. কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে কেউ তাকে কোনরূপ সাহায্য করতে পারবে না।

৩. এরূপ লোকদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

৩ নং পারা সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পারা-৪

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾

(৯২) তোমরা যা ভালবাস তা[১] ব্যয় না[২] করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পূর্ণ কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্বন্ধে খুব অবহিত।[৩]

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ۭ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٣﴾

(৯৩) তাওরাত নাযেল হওয়ার পূর্বে ইসরাঈল (ইয়া'কূব আ.) নিজের উপর যা হারাম করেছিল তা ব্যতীত বনী ইসরাঈলের জন্য সমস্ত খাদ্যবস্তুই হালাল ছিল। তুমি বলে দাও, তবে তোমরা তাওরাত আন, অতঃপর তা পাঠ কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩٤﴾

(৯৪) সুতরাং এর পরও[৪] যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়, তারা বড়ই[৫] অত্যাচারী।

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۣ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۭ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٥﴾

(৯৫) তুমি বলে দাও, আল্লাহ সত্য বলে দিয়েছেন, সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মের (মূলনীতি সমূহের) অনুসরণ কর। আর (জেনে রাখ) সে মুশরিক ছিল না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বায়জাবীর অনুসরণে مما تحبون শব্দের মধ্যে من বর্ণটি بيانية অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) মূল আরবীতে "না" বাচক কোন শব্দ নেই। আমাদের বাকরীতিতে ভাব ব্যক্ত করার জন্য এরূপ ক্ষেত্রে না বাচক শব্দ যোগ করা হয়।

(৩) অর্থাৎ, কেমন বস্তু কোথায় এবং কোন নিয়তে তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ তাআলা সে সম্বন্ধে খুবই অবগত আছেন। যত প্রিয় বস্তু যেমন ক্ষেত্রে যে পরিমাণ এখলাসের সাথে ব্যয় করা হবে সে প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআলা ছওয়াব দান করবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৯৩ নং আয়াতের শানে নুযূল: ইয়াহুদীরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদেরকে বলত, তোমরা নিজেদেরকে ইবরাহীমের ধর্মের অনুসারী বলে দাবী কর অথচ ইবরাহীমের

পরিবারের জন্য যা হারাম ছিল যেমন উটের গোশত ও দুধ, সেগুলোকে তোমরা হালাল মনে কর। আল্লাহ তাআলা তাদের দাবী খণ্ডন করে বলেন, তাওরাত নাযেল হওয়ার পূর্বে সমস্ত খাদ্যবস্তুই বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল, একমাত্র উট ব্যতীত। উটের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রমের কারণ ছিল এই যে, হযরত ইয়া'কূব (আ.) "ইরকুন্নিসা" (সাইটিকা বাত) রোগে আক্রান্ত হলে মান্নত করেছিলেন যে, এই রোগ থেকে মুক্তি লাভ করলে তিনি তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্যবস্তু পরিত্যাগ করবেন। এরপর তিনি রোগ মুক্ত হয়ে যান এবং তাঁর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্যবস্তু উটের গোশত পরিত্যাগ করেন এবং তাঁর অনুসরণে তাঁর বংশধররাও তা বর্জন অব্যাহত রাখে। পরবর্তিতে ওহী দ্বারা এটাকে অব্যাহত রাখা হয়।

(৪) অর্থাৎ, উটের গোশত ইবরাহীমের সময় থেকেই হারাম ছিল– এই দাবীর সমর্থনে কিতাবের দলীল উপস্থিত করার যে চ্যালেঞ্জ পূর্ববর্তী আয়াতে দেয়া হয়েছে, তাতে ব্যর্থ হওয়ার পরও শুধু মৌখিক-ভাবে সে দাবী করতে থাকা– এটা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদের শামিল, যা বড়ই অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন।

(৫) "বড়ই" শব্দটি যোগ করার কারণ হল–

هذه الجملة مسوقة من جهته تعالى لبيان كمال عتوهم. كذا فى ابى السعود .

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯২ নং আয়াত:

১. আল্লাহর রাস্তায় প্রিয়বস্তু ব্যয় করার জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

২. আল্লাহর রাস্তায় যে কোন হালাল মাল ব্যয় করলে ছওয়াব পাওয়া যায়, তবে প্রিয়বস্তু ব্যয় করলে অধিক ছওয়াব পাওয়া যায়। (বয়ানুল কুরআন)

৩. যত প্রিয়বস্তু যেমন ক্ষেত্রে যে পরিমাণ এখলাসের সাথে ব্যয় করা হবে সে প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআলা ছওয়াব দান করবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

● ৯৩ নং আয়াত:

১. ইয়াহুদীদের দাবী খণ্ডন করে বলা হয়েছে যে, উটের গোশত হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরদের উপর হারাম ছিল না বরং হযরত ইয়া'কূব (আ.)-এর মান্নতের কারণেই তা হারাম হয়েছিল। তাদের শরীয়তে মান্নতের কারণে হালাল বস্তুও হারাম হয়ে যেত। কিন্তু আমাদের শরীয়তে এ বিধান রহিত হয়ে গেছে। আমাদের শরীয়তে মান্নতের কারণে হালাল বা জায়েয কাজ ওয়াজিব হয়ে যায়, কিন্তু হালালকে মান্নতের দ্বারা হারাম করা যায় না। হালালকে হারাম করার মান্নত করলে সেরূপ ক্ষেত্রে মান্নত কসমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং তা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা দেয়া ওয়াজিব হবে।

২. তাদেরকে তাদের দাবীর সমর্থনে তাওরাত পেশ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তারা এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে না পারায় তাদের মিথ্যাবাদিতা এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

● ৯৪ নং আয়াত:

আল্লাহর প্রতি মিথ্যা সম্পৃক্ত করা জঘন্য অপরাধ।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ৯৫ নং আয়াত:

১. বনী ইসরাঈল তথা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে মুসলমানদের ন্যায় প্রকৃত ইবরাহীমী ধর্মের অনুসরণ তথা খালেস তাওহীদের শিক্ষা গ্রহণের আহবান জানানো হয়েছে।

২. আয়াতে এই ইংগিত রয়েছে যে, ইয়াহুদী ও নাসারাগণ একনিষ্ঠ তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। যেমন ইয়াহুদীগণ কর্তৃক হযরত উযায়র (আ.) কে এবং নাছারাগণ কর্তৃক হযরত ঈসা (আ.) কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করা শিরকেরই অন্তর্ভুক্ত।

৩. হযরত ইবরাহীম (আ.) মুশরিক ছিলেন না। অতএব মক্কার মুশরিকগণ কর্তৃক মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসরণের দাবীও অসার প্রমাণিত হল।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٦﴾ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾

(৯৬) নিশ্চয়, যে ঘর সর্ব প্রথম মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে তা তো সেই ঘর যা বাক্কায়[১] (অবস্থিত। তার অবস্থা এই যে, তা) বরকতময়[২] এবং সমগ্র জগতের (অধিবাসীদের) পথ প্রদর্শক।[৩]

(৯৭) তাতে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ রয়েছে, যেমন[৪] "মাকামে ইবরাহীম"[৫]। আর যে উক্তগৃহে প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়ে যায়।[৬] এবং মানুষের দায়িত্ব (ফরয) আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা অর্থাৎ, সেই ব্যক্তির জন্য যে ঐ ঘর পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ রাখে। আর কেউ না মানলে (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ তো সারা বিশ্ব থেকে বেনিয়ায।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

৯৬ নং আয়াতের শানে নুযূল: ইয়াহুদীরা দাবী করত যে, বায়তুল্লাহ অপেক্ষা বায়তুল মুকাদ্দাস উত্তম আর মুসলমানরা বায়তুল্লাহকে উত্তম বলত। এই আয়াতে মুসলমানদের পক্ষে এবং ইয়াহুদীদের দাবী খণ্ডন করে বলা হয়েছে যে, বায়তুল্লাহ-ই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। কেননা: এটাই পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইবাদতখানা। বায়তুল মুকাদ্দাসসহ অন্যান্য ইবাদতখানা পরবর্তিতে নির্মাণ করা হয়।

(১) মক্কার অপর নাম "বাক্কা"।

(২) কা'বাগৃহ বাহ্যিক ও অর্থগত উভয় দিক দিয়েই বরকতময়। বাহ্যিক বরকত এই যে, মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা শুষ্ক, অনুর্বর ও মরুভূমী হওয়া সত্ত্বেও সেখানে সব সময় সব ঋতুতে সব রকম

ফল-মূল, তরি-তরকারী ও খাদ্য-খাবার প্রচুর পরিমাণে মওজুদ থাকে। আর অর্থগত বা আধ্যাত্মিক বরকত এই যে, সেখানে হজ্জ ও উমরার ন্যায় ইবাদত পালিত হয়। এছাড়াও আরও বহু ইবাদত রয়েছে যা মসজিদে হারামে করলে ছওয়াব বহু গুণ বেড়ে যায়। যেমন মসজিদে হারামে এক (ফরয) নামায পড়লে এক লক্ষ নামাযের ছওয়াব পাওয়া যায়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) কা'বাগৃহ মানুষের নামাযের দিক নির্ধারণ করে। এ হিসাবে কা'বাগৃহকে সমগ্র জগতের পথ প্রদর্শক বলা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) "যেমন" শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

(৫) "মাকামে ইবরাহীম" একটি পাথরের নাম। যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) কা'বা গৃহ নির্মাণ করতেন। এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, নির্মাণের সময় প্রয়োজন মোতাবেক পাথরটি আপনা আপনি উঁচু-নীচু হয়ে যেত। পাথরটির গায়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পায়ের গভীর চিহ্ন এখনও বিদ্যমান।

(৬) কা'বাগৃহে গমনান্তে হজ্জ পালনকারীগণ জাহান্নামের আযাব থেকে নিরাপত্তা লাভ করে কিংবা সেখানে কেউ কারও প্রতি বাড়াবাড়ি করে না, এই মর্মে কা'বাগৃহ নিরাপত্তার প্রতীক। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৬ নং আয়াত:

১. কা'বাগৃহ-ই পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইবাদতখানা।

২. কা'বা শরীফ বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক দিয়েই বরকতময়। (ব্যাখ্যার জন্য ২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

৩. কা'বাগৃহ মানুষের নামাযের দিক নির্ধারণকারী। সারা পৃথিবীর মানুষকে কা'বাগৃহের দিকে ফিরেই নামায আদায় করতে হবে।

● ৯৭ নং আয়াত:

১. মাকামে ইবরাহীম কুদরতের এক বড় নিদর্শন।

২. কা'বাগৃহ নিরাপত্তার প্রতীক। (৬ নং টীকায় ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

৩. এ আয়াতে হজ্জ ফরয হওয়ার বিধান বর্ণিত হয়েছে।

৪. হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, কা'বাগৃহ পর্যন্ত পৌছার সামর্থ থাকতে হবে। সামর্থ বলতে সাংসারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ পরিমাণ অর্থ থাকা, যার দ্বারা কা'বাগৃহ পর্যন্ত যাতায়াত ও সেখানে অবস্থানের ব্যয়ভার এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা থাকা। এছাড়া দৈহিক দিক দিয়ে হাত, পা, চক্ষু কর্মক্ষম থাকা ও কা'বাগৃহ পর্যন্ত পৌছার জন্য রাস্তা-ঘাট নিরাপদ থাকাও সামর্থের অংশ। আর মহিলাদের পক্ষে মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া সফর করা জায়েয নয় বিধায় তাদের সামর্থ তখনই ধরা হবে যখন তার সাথে কোন মাহরাম পুরুষ হজ্জে থাকবে, নিজ খরচেই করুক বা মহিলাই তার খরচ বহন করুক। (মাআরিফুল কুরআন)

৫. এ আয়াতে হজ্জ (এর ফরযিয়্যাত) অস্বীকারকারীর কাফের হয়ে যাওয়ার দিকে ইংগিত রয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৯৮) তুমি বলে দাও, হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন অমান্য করছ আল্লাহর আয়াতসমূহ (বিধানসমূহ) ? অথচ তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সাক্ষী।১	قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٨﴾
(৯৯) তুমি বল, হে আহলে কিতাব, তোমরা কেন হটাও আল্লাহর পথ থেকে এমন ব্যক্তিকে, যে ঈমান এনেছে২ এভাবে যে, তাতে (উক্ত পথে) বক্রতা (অনুপ্রবেশ করানোর পন্থা) অনুসন্ধান কর? অথচ তোমরা সাক্ষী!৩ আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ বে-খবর নন।	قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٩﴾
(১০০) হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আহলে কিতাবের কোন ফেরকার কথা মান, তাহলে তোমাদের ঈমান আনার পর তারা তোমাদেরকে কাফেরে পরিণত৪ করবে!	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٠﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "তোমরা যা কর সে ব্যাপারে আল্লাহ সাক্ষী" অর্থাৎ, তা সমুদয় আল্লাহর সামনেই রয়েছে, আল্লাহ তা সবই প্রত্যক্ষ করছেন, কিছুই তাঁর অগোচর নয়। তোমাদের নিয়ত, কর্ম ও চক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে তিনি অবগত এবং সেমতে তিনি বিচার করবেন; অতএব তোমরা সতর্ক হয়ে যাও।

(২) শানে নুযূল: শাম্মাছ ইবনে কায়স নামক জনৈক ইয়াহুদী মুসলমানদের প্রতি ভীষণ হিংসা পোষণ করত। একদা সে মুসলমানদের আউছ ও খাযরাজ সম্প্রদায়কে একই মজলিসে একতাবদ্ধ ভাবে সমবেত দেখে হিংসায় জ্বলে উঠল। এতদুভয় গোত্রের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চক্রান্ত স্বরূপ এক ব্যক্তিকে সে বলল, এতদুভয় গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলাকালীন সময়ের যেসব আত্মশ্লাঘামূলক কবিতা রয়েছে তুমি তাদের মজলিসে উপস্থিত হয়ে তা থেকে কিছু কবিতা আবৃত্তি করে আস। সে তা-ই করল। কবিতা শ্রবণ মাত্র তাদের মধ্যে পুরাতন হিংসার আগুন জ্বলে উঠল। এমন কি যুদ্ধের স্থান ও সময় পর্যন্ত নির্ধারিত হয়ে গেল। এখান থেকে কয়েকটি আয়াত এ সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

(৩) অর্থাৎ, অথচ তোমরা এ পথের সত্যতা প্রত্যক্ষ করছ এবং জেনে বুঝেই তোমরা সোজা-সরল পথে বক্রতা সৃষ্টির অপপ্রয়াস নিচ্ছ।

(৪) يردوكم : এখানে رد ক্রিয়াটিকে تصيير অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। আরবী অলংকার শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে এটি صناعت تضمين -এর পর্যায়ভুক্ত। অর্থের সূক্ষ্মগত দিক বিচারে এ অর্থটিই এখানে অধিক উপযুক্ত। দ্রষ্টব্য تفسير ابى السعود

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৮ নং আয়াত:

এ আয়াতে আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী ও নাসাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও তার বিধানাবলী অমান্য করার দরুণ সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

● ৯৯ নং আয়াত:

১. আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরানো হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ভাল-মন্দ আমল সম্বন্ধে অবগত আছেন, সেমতে তিনি পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন।

● ১০০ নং আয়াত:

১. আয়াতে মু'মিনদেরকে কিতাবীদের চক্রান্তের খপ্পরে না পড়ার জন্য সতর্ক করা হয়েছে।

২. ইয়াহুদ নাসারাদের আলেমদের কথার অনুসরণ মুসলমানদেরকে কুফরীর দিকে নিয়ে যেতে পারে। এ ব্যাপারে পূর্ণ সতর্ক থাকা চাই। (আইছারুত্তাফাসীর)

(১০১) আর কেমন করে তোমরা কুফরী করতে পার, অথচ তোমাদের সামনে আল্লাহর আয়াত সমূহ পাঠ করা হয় এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর (আল্লাহর) রসূল বিদ্যমান? আর যে আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধরে[১] সে নিশ্চয় সরল পথের হেদায়াত প্রাপ্ত হয়।	وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ۗ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠١﴾
(১০২) হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমন তাঁকে ভয় করা উচিৎ[৩] এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে (অন্য কোন অবস্থায়) মৃত্যু বরণ কর না।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾
(১০৩) আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে[৪] দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।[৫] আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা (পরস্পর) শত্রু ছিলে,[৬] অতঃপর তিনি তোমাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন, ফলে তার অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা আগুনের গর্তের পাড়ে ছিলে[৭] অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর বিধানসমূহ পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা সঠিক পথে থাক।[৮]	وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۠ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার অর্থ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর প্রদত্ত বিধানাবলীর উপর অটল-অবিচল থাকা। (বয়ানুল কুরআন)

(২) اتقوا -এর শাব্দিক অর্থ বেঁচে থাকা, বিরত থাকা। এর অর্থ "ভয় কর" করা হয়। কারণ, যে সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকার বা বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভয় করারই বিষয় এবং তাতে খোদায়ী শাস্তির ভয় থাকে। এই তাকওয়া তথা বেঁচে থাকার দ্বিতীয় স্তর হল এমন সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা যা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পছন্দনীয় নয়। তৃতীয় স্তরটি তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর। তা হল অন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনার দ্বারা সমৃদ্ধ রাখা। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) আল্লাহকে কেমন ভয় করা উচিত, তাকওয়ার হক কি, বা যথার্থ ভয় কি? এর ব্যাখ্যায় হাদীছে বলা হয়েছে, প্রত্যেক কাজে আল্লাহর আনুগত্য করা, আনুগত্যের বিপরীতে কোন কাজ না করা, আল্লাহকে সর্বদা স্মরণ রাখা, কখনও ভুলে না যাওয়া এবং সর্বদা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, অকৃতজ্ঞ না হওয়া। (বাহরে মুহীত)

(৪) حبل -এর অর্থ রজ্জু, এখানে "আল্লাহর রজ্জু" অর্থ কুরআন ও দ্বীন।

(৫) ولا تفرقوا অর্থাৎ, বিচ্ছিন্ন হয়ো না বা মতবিরোধ কর না। দ্বীনের আকীদা ও মৌলিক বিষয়ে মতবিরোধ নিষিদ্ধ। শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে মতের বিভিন্নতা -যেমন মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে হয়ে থাকে- শরীয়তে তার অবকাশ রয়েছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৬) যেমন আউছ ও খাযরাজ নামক দুই আনসার গোত্রের মধ্যে জাহেলী যুগে "বুআছ" নামক যুদ্ধ (আনুমানিক ৫১৭ খৃঃ) একশত বিশ বৎসর যাবৎ স্থায়ী ছিল। ইসলামের শিক্ষা ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্যের বরকতে তাদের মধ্যকার এই শত্রুতা দুরিভূত হয় এবং পরস্পর সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও আল কুরআনুল কারীম, ইঃ ফাঃ)

(৭) অর্থাৎ, কাফের থাকার দরুণ দোযখের গর্তে পড়ার খুব নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিলে।

(৮) لعلكم تهتدون -এর তর্জমা "যাতে তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও"- এরূপ না করে "যাতে তোমরা সঠিক পথে থাক" এরূপ করা হয়েছে। কারণ এখানে মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে কথাটি বলা হয়েছে, যারা পূর্বে থেকেই হেদায়াতপ্রাপ্ত। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০১ নং আয়াত:

১. আয়াতে কুফ্‌রী করার ব্যাপারে শাসানো হয়েছে।

২. আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর প্রদত্ত বিধানাবলীর উপর অটল থাকা। এটাই হল সিরাতে মুস্তাকীমে টিকে থাকা।

● ১০২ নং আয়াত:

১. তাকওয়া তথা আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

২. আমরণ ইসলামের উপর টিকে থাকার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৩. তাকওয়ার নির্দেশ দানের পর ولا تموتن الا وانتم مسلمون (মুসলমান না হয়ে [অন্য কোন অবস্থায়] মৃত্যু বরণ কর না।)-এর উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, পূর্ণ ইসলামই প্রকৃত পক্ষে তাকওয়া।

অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পূর্ণ আনুগত্য করা এবং অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা হল প্রকৃত তাকওয়া। এরূপ যিনি করেন তিনিই প্রকৃত মুত্তাকী।

● ১০৩ নং আয়াত:

১. দৃঢ়ভাবে দ্বীনকে আঁকড়ে থাকা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. একতাবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৩. এ ঐক্য কিভাবে সৃষ্টি হবে তারও ইংগিত আয়াতে রয়েছে। তাহল সকলে মিলে কুরআন ও ইসলামকে শক্তভাবে ধারণ করলে স্বাভাবিকভাবেই ঐক্য (বন্ধন) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। কুরআন ও ইসলামই হল ঐক্যের ভিত্তি।

৪. আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করা তথা সেমতে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করা ওয়াজিব।

৫. শির্‌ক ও পাপের উপর থাকা হল প্রকারান্তরে জাহান্নামের গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা। শিরক ও পাপ থেকে বিরত না হলে অনিবার্যভাবেই জাহান্নামে পতিত হতে হবে।

৬. কুরআন দ্বারা মানুষের হেদায়াতই উদ্দেশ্য।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

(১০৪) আর তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটা দল যেন থাকে, যারা নেক কাজের দিকে আহ্বান করবে এবং ভাল কাজের কথা বলবে ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে। আর তারাই হল পূর্ণ[২] সফলকাম।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٥﴾

(১০৫) আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট বিধানসমূহ আসার পর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং মতান্তর সৃষ্টি করেছে।[২] আর তাদের জন্য মহা শাস্তি রয়েছে।

يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۫ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿١٠٦﴾

(১০৬) যেদিন কতক চেহারা সাদা (উজ্জ্বল) হবে আর কতক চেহারা কাল হবে।[৩] বস্তুত যাদের চেহারা কাল হবে, (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গিয়েছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তির স্বাদ আস্বাদন কর, যেহেতু তোমরা কুফ্‌রী করতে।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٧﴾

(১০৭) আর যাদের চেহারা সাদা হবে, তারা আল্লাহর রহমতে (অর্থাৎ, জান্নাতে) থাকবে। সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٨﴾	(১০৮) এগুলি হচ্ছে আল্লাহর আয়াত (বিধান)সমূহ, যা আমি যথাযথভাবে তোমার নিকট পাঠ করছি। আর আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি জুলুম করতে চান না।
وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾	(১০৯) এবং আল্লাহরই মালিকানা যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে জমিনে এবং আল্লাহরই নিকট সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অনুবাদে "পূর্ণ" শব্দটি যোগ করার কারণ হল–

المفلحون اى المفلحون الكاملون فلا يلزم نفى الفلاح عن غيرهم . نعم هم فائقون على غيرهم فى الاجر لان خير الناس من ينفع الناس . (حاشيئ بيان القران)

(২) ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা স্পষ্ট বিধানসমূহ আসার পরও ধর্ম সম্বন্ধে বিরোধ করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত ও পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

(৩) কেয়ামতের দিন মু'মিনদের মুখমণ্ডল ঈমানের নূরে উজ্জ্বল হবে এবং কাফেরদের মুখ কুফরী ও পাপাচারের কালিমায় কালো হয়ে যাবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০৪ নং আয়াত:

১. "খায়র" তথা কল্যাণ ও নেক কাজের প্রতি দাওয়াত বা আহবানের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ দল নিয়োজিত থাকার আবশ্যকতা বর্ণিত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. এই দল দাওয়াত এবং "আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার" তথা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করবে। (প্রাগুক্ত)

৩. এ দায়িত্ব পালন করা সাধ্যমত সকল মুসলমানেরই কর্তব্য। তবে সার্বক্ষণিক ও ব্যাপকভাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য একটি বিশেষ জামাআত থাকা আবশ্যক। (প্রাগুক্ত)

৪. যেমন অমুসলমানদেরকে এই কল্যাণ তথা ইসলামের দিকে আহবান করতে হবে তেমনি ভাবে সকল মুসলমানকেও এই কল্যাণ তথা শরীয়তের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ও ইসলামী চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করতে হবে। সাধ্য থাকলে এবং বিশেষ ক্ষতির প্রবল আশংকা না থাকলে ওয়াজিব বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে এ দায়িত্ব পালন করা ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে মুস্তাহাব। হাত দ্বারা ক্ষমতা থাকলে হাত দ্বারা, যবান দ্বারা ক্ষমতা থাকলে যবান দ্বারা এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর ক্ষমতা না থাকলে মন দ্বারা অর্থাৎ, কাজকে ঘৃণা করা এবং মনে মনে দুআ করা দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করা ওয়াজিবে কেফায়া। প্রয়োজন পূর্ণ হয় এমন সংখ্যক লোক এ দায়িত্ব পালন করলে অন্যদের জিম্মায় ওয়াজিব থাকে না। (প্রাগুক্ত)

www.maktabatulabrar.com

৫. দাওয়াতের কাজের মধ্যে সফলতা রয়েছে।

● ১০৫ নং আয়াত:

১. বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও দ্বীনের ক্ষেত্রে মতবিরোধ হারাম। তবে এটা ঐ সমস্ত মতবিরোধের ক্ষেত্রে যা দ্বীনের মূলনীতিতে করা হয় অথবা স্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে শাখা-প্রশাখায় করা হয়। মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে যে মতবিরোধ দেখা যায় তা শরীয়তে নিন্দনীয় নয়। কেননা সে মতবিরোধের পশ্চাতে স্বার্থপরতা কার্যকরী নয়।

২. বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধকারীদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।

● ১০৬-১০৭ নং আয়াতদ্বয়:

১. কেয়ামতের দিন মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী ও দ্বীনের মধ্যে মতবিরোধকারী বেদআতী ও বাতিলপন্থীদের মুখমন্ডল কালিমালিপ্ত হবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. এর বিপরীত আহলুস সুন্নাতে ওয়াল জামাআতের লোকদের মুখমন্ডল ঈমানের নূরে উজ্জ্বল হবে। (প্রাগুক্ত)

৩. কাফেরদের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে।

৪. মু'মিনগণ চিরকাল জান্নাতে থাকবে।

● ১০৮ নং আয়াত:

১. "এগুলি হচ্ছে আল্লাহর আয়াত (বিধান)সমূহ, যা আমি যথাযথভাবে তোমার নিকট পাঠ করছি।" দ্বারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়ত প্রমাণিত।

২. আল্লাহর বিধান মানুষের প্রতি জুলুম নয় বরং তাদের জন্য রহমত।

● ১০৯ নং আয়াত:

১. আল্লাহ-ই সব কিছুর মালিক এবং সব কিছু তাঁরই স্বত্বাধিকারে। অতএব তাঁরই আনুগত্য করা সকলের উপর ওয়াজিব।

২. সবকিছু আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে এবং সবকিছুর জন্য তাঁর কাছে হিসাব দিতে হবে।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١١٠﴾	(১১০) তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদের উদ্ভব ঘটানো[১] হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা নেক কাজের আদেশ দাও ও মন্দ কাজ থেকে বারণ কর এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। আর যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনত, তবে তাদের জন্য তা অবশ্যই উত্তম হত। তাদের কতক তো রয়েছে ঈমানদার আর তাদের অধিকাংশই হল কাফের।[২]

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى ؕ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ
الْاَدْبَارَ ۫ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١١١﴾

(১১১) তারা কখনও তোমাদের কোন ক্ষতি[৩] করতে পারবে না যৎসামান্য কষ্ট[৪] দেয়া ছাড়া। আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, তবে তারা তোমাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে (অর্থাৎ, ভেগে যাবে) অতঃপর কারও পক্ষ থেকে[৫] তাদের সাহায্য করা হবে না।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ
مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ
بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿١١٢﴾

(১১২) আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি[৬] ও মানুষের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি ছাড়া যেখানেই তাদেরকে পাওয়া গেছে তাদের উপর লাঞ্ছনার ছাপ[৭] লাগানো হয়েছে। আর তারা আল্লাহর ক্রোধের যোগ্য হয়েছে এবং তাদের উপর হীনমন্যতার ছাপ[৮] লাগানো হয়েছে। এটা (আল্লাহর ক্রোধ ও অন্যের উপর গলগ্রহ হয়ে থাকার শাস্তি) এ কারণে যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে আসছে এবং তারা নবীদেরকে হত্যা করত (তাদের দৃষ্টিতেও) অন্যায় ভাবে (আর) এটা এ কারণে (-ও) যে তারা আনুগত্য করত না এবং সীমালংঘন করত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) اخرجت – উদ্ভব ঘটানো হয়েছে অর্থাৎ, প্রেরণ করা বা সৃষ্টি করা হয়েছে।

(২) الفاسقون শব্দটির মূল অর্থ অবাধ্য। ঈমানদার কথার বিপরীতে শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায় এর অনুবাদ করা হয়েছে "কাফের।"

(৩) لن يضروكم –এখানে مستثنى منه উহ্য ও عام হওয়ার কারণে "কোন ক্ষতি" এরূপ অনুবাদ করা হয়েছে।

(৪) الا اذى –এর অনুবাদে التنكير للتقليل নীতির ভিত্তিতে "যৎসামান্য" শব্দটি যোগ করা হয়েছে। যৎসামান্য কষ্ট যেমন কটূক্তি, ভর্ৎসনা ইত্যাদি।

(৫) ثم لا ينصرون – এখানে فعل টি مجهول ও حذف فاعل হওয়ায় অর্থে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়েছে।

(৬) حبل অর্থ রজ্জু। সাহাবী হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) এখানে এর ভাবার্থ করেছেন প্রতিশ্রুতি। বৃদ্ধ নারী, শিশু, অসুস্থ ব্যক্তি ও মঠে বসবাসকারী সাধু-সন্ন্যাসী প্রমুখের প্রতি হাত তোলা নিষেধ। এটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি। আর মানুষের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতির অর্থ হল কোন সম্প্রদায়

কর্তৃক তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার সংকল্প গ্রহণ অথবা মুসলমানদের সাথে সন্ধি বা শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া।

(৭) বর্তমান যুগের ইয়াহুদীদের প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে এ আয়াতের বক্তব্যের ব্যাপারে ভিন্ন রকম চিন্তা করার অবকাশ নেই। কেননা লাঞ্ছনা দু'ধরনের : (১) প্রকৃত বা বাতেনী। আর তা হল কারো আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া। (২) জাহেরী। তা হল মানুষের দৃষ্টি থেকে পড়ে যাওয়া, মান-মর্যাদাহীন হয়ে যাওয়া। এ অবস্থা চলতে থাকলে মানুষ নিজেই নিজেকে হেয় ও হীন মনে করতে থাকে। মানসিক এ হেয়তা ও হীনমন্যতাকেই "মাসকানাহ" (مسكنة) দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। (ইসরাঈলঃ কুরাআন ও সুন্নত কী রোশনী মে, কারী মুহাম্মাদ তায়্যিব) এ ব্যাখ্যার আলোকে ইয়াহুদী জাতি লাঞ্ছিত। কারণ তারা আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত এবং খৃষ্টান জাতির গলগ্রহ হয়ে থাকার কারণে গোটা পৃথিবীর মানুষের কাছে মর্যাদাহীন। আর তাদের এ অবস্থা অব্যাহত ভাবে চলতে থাকার দরুণ তারা মানসিক হেয়তার শিকার।

(৮) "লাঞ্ছনা ও হীনমন্যতার ছাপ লাগানো" কথাটি দ্বারা লাঞ্ছনা ও হীনমন্যতার স্থায়িত্বের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। যেমন মুদ্রার উপর ছাপ লাগালে সেটি স্থায়িত্ব লাভ করে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১০ নং আয়াত:

১. উম্মতে মুহাম্মাদী সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম উম্মত।

২. এই শ্রেষ্ঠ বা উত্তম হওয়ার কারণ হল মানুষের কল্যাণ সাধন এবং আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা।

৩. আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার দ্বারা কল্যাণ সাধিত হয়।

৪. "তাদের কতক তো রয়েছে ঈমানদার আর তাদের অধিকাংশই হল কাফের।"– এ বক্তব্য দ্বারা এই নীতি প্রমাণিত হয় যে, কারও ঢালাও সমালোচনা সমীচীন নয়। যার মধ্যে যতটুকু ভাল রয়েছে তার স্বীকৃতি প্রদানের মত উদারতা থাকা চাই।

● ১১১ নং আয়াত:

এ আয়াতে সাহাবীগণকে একটি সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তারা অর্থাৎ, ইয়াহুদী নাসারাগণ তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং কোনও যুদ্ধে তারা জয়লাভ করতে পারবে না। বস্তুতঃ এমনই হয়েছে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কোন যুদ্ধেই তারা জয়লাভ করতে পারেনি। (বয়ানুল কুরআন অবলম্বনে)

● ১১২ নং আয়াত:

১. ইয়াহুদীদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র আরোপিত হয়েছিল।

২. ইয়াহুদীগণ আল্লাহর ক্রোধের পাত্র।

৩. আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করা এবং নবীগণকে হত্যা করা মহা অন্যায়। হাদীছে আছে কিয়ামত দিবসে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে ঐ ব্যক্তির, যে ব্যক্তিকে কোন নবী হত্যা করেছেন বা সে কোন নবীকে হত্যা করেছে। (মুসনাদে আহমাদ)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

لَيْسُوْا سَوَآءً ؕ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

(১১৩) তারা (সবাই) সমান নয়। (বরং) ঐ আহলে কিতাবদের মধ্যে (সত্য ধর্মে) প্রতিষ্ঠিত একদল রয়েছে। তারা রাতের বেলায় আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে এবং তারা সাজদাও করে থাকে। (অর্থাৎ, নামায পড়ে থাকে)।

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۱۴﴾

(১১৪) তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, নেক কাজের কথা বলে ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করে এবং সৎমর্কসমূহের দিকে ধাবিত হয়। আর তারাই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত।

وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۱۵﴾

(১১৫) আর যে উত্তম কাজ তারা করবে, তার (প্রতিদান) থেকে কখনো তাদেরকে বঞ্চিত করা হবে না। এবং আল্লাহ পরহেযগারদের বিষয়ে খুব অবগত।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১৩-১১৪ নং আয়াতদ্বয়:

১. পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে ইয়াহুদীদের সমালোচনা করা হয়েছে। এখানে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমূখ ইয়াহুদী যারা সত্য ধর্ম তথা ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং নেক কাজে লিপ্ত হয়েছিল তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় ঢালাও ভাবে কোন দল বা কোন ব্যক্তির সমালোচনা করা উচিত নয়। যে বা যা ভাল তার প্রশংসা করার মত অন্তরে উদারতা রাখতে হবে। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী অবলম্বনে)

২. হক ও আনুগত্যের উপর অটল থাকার ফযীলত প্রমাণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. তাহাজ্জুদের নামাযে কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত প্রমাণিত হয়। (প্রাগুক্ত)

৪. ঈমান ও দাওয়াতের ফযীলত প্রমাণিত হয়। (প্রাগুক্ত)

৫. নেক কাজের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার ফযীলত প্রমাণিত হয়। (প্রাগুক্ত)

● ১১৫ নং আয়াত:

১. ইসলাম গ্রহণকারী কিতাবীগণ নেক আমলের পুরষ্কার পাবে-এই নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। তারা নেক আমলের প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবে না বরং অন্য আয়াত (২৮-৫৪) ও হাদীসের বর্ণনানুযায়ী তাদেরকে দ্বিগুণ ছওয়াব দেয়া হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. কাউকে নেক আমলের পুরষ্কার থেকে বঞ্চিত করা হবে না। আর কে নেক আমল করে তথা কে মুত্তাকী পরহেযগার আল্লাহ সে সম্বন্ধে সম্যক অবগত।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۱۱۶﴾

(১১৬) নিশ্চয়, যারা কুফরী করে কখনও আল্লাহর (আযাবের) মোকাবেলায় তাদের বিন্দুমাত্র কাজে আসবে না তাদের ধন-সম্পদ আর না তাদের সন্তান-সন্ততি। আর তারা আগুনের অধিবাসী (অর্থাৎ, জাহান্নামী হবে) তারা অনন্তকাল সেখানে থাকবে।

مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۱۷﴾

(১১৭) এই পার্থিব জীবনে যা কিছু তারা ব্যয় করে, তার অবস্থা ঐ অবস্থার মত যে, এক প্রচণ্ড হিমশীতল বায়ু' যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছে[১]-এমন এক সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেত্রে গিয়ে লেগে তা ধ্বংস করে দিল। আর আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করেননি বরং তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করছিল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "যে সম্প্রদায় নিজেদের প্রতি জুলুম বা অবিচার করেছে" অর্থাৎ, যারা অধার্মিক। প্রচণ্ড হিমেল বায়ুতে ধার্মিক অধার্মিক নির্বিশেষে সকলের শস্যক্ষেত্রই বিনষ্ট হয়, তথাপি এখানে অধার্মিকদের শস্যক্ষেত্র বলে নির্দিষ্ট করার তাৎপর্য এই যে, ধার্মিক লোকদের কোন পার্থিব ক্ষতি প্রকৃত পক্ষে ক্ষতি নয়। কেননা, পরকালে তারা সে ক্ষতির বিনিময় প্রাপ্ত হবে। পক্ষান্তরে অধার্মিকদের ক্ষতি প্রকৃতপক্ষেই ক্ষতি।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১৬ নং আয়াত:

১. কাফেরদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি জাহান্নামের আযাব থেকে তাদেরকে বাঁচাতে পারবে না। তাদের জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই।

২. কাফেররা জাহান্নামের অধিবাসী।

৩. কাফেররা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে।

● ১১৭ নং আয়াত:

১. কাফেরদের দান-খয়রাত তথা আর্থিক সৎকর্মও পরকালে কোন উপকারে আসবে না বরং তা বিনষ্ট হবে- এ কথাটি একটি উপমার মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। (তবে উল্লেখ্য যে, এখানে কাফেরদের দান-খয়রাত পরকালে উপকারে না আসার কথা বলা হয়েছে। তাদের দান-খয়রাতের উপকার তারা দুনিয়াতেই লাভ করবে।)

২. কোন অর্থকে সুন্দর ভাবে তুলে ধরার জন্য উপমা পেশ করা উত্তম।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ؕ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۖۚ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۱۸﴾

(১১৮) হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের (লোক) ব্যতীত[১] কাউকে[২] অন্তরঙ্গবন্ধু বানিও না। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করে না। যাতে তোমরা ক্ষতি ও কষ্টে পড়[৩] তারা তাই কামনা করে। বাস্তবিক, বিদ্বেষ তাদের মুখ থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর যা (অর্থাৎ, যে পরিমাণ) তাদের অন্তর গোপন রাখে তা আরও গুরুতর! আমি তো লক্ষণসমূহ তোমাদের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করে দিলাম, যদি তোমরা বুদ্ধি রাখ।

هٰٓاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۖۚ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ؕ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۱۹﴾

(১১৯) দেখ, তোমরাতো সেই লোক যে, তাদেরকে তোমরা ভালবাস, অথচ তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না; আর তোমরা সমস্ত কিতাবের প্রতি ঈমান রাখ।[৪] এবং যখন তারা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা একান্তে মিলিত হয়, তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দংশন[৫] করে। তুমি বলে দাও, তোমাদের আক্রোশেই তোমরা মর। নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরের বিষয় সম্বন্ধে খুবই অবগত।

اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۫ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿۱۲۰﴾

(১২০) তোমাদের কোন কল্যাণের ছোয়া লাগলেই তাদের কাছে তা খারাপ লাগে; আর যদি কোন অকল্যাণ তোমাদের উপর আপতিত হয়, তাহলে তারা তাতে আনন্দিত হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং পরহেযগারী অবলম্বন কর, তাহলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন।[৬]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) নিজেদের লোক ব্যতীত অর্থাৎ, অন্য ধর্মাবলম্বী।

(২) "কাউকে" কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।

www.maktabatulabrar.com

(৩) অর্থাৎ, عنت - ما عنتم به , عنت -এর অর্থ কষ্টে পড়া, ক্ষতির শিকার হওয়া।

(৪) এতদ্বসত্ত্বেও তারা তোমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, তাহলে কিরূপে তাদেরকে বন্ধু ভাবতে পার? (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৫) عضوا عليكم الانامل من الغيظ – এটা একটি আরবী বাগধারা। চরম ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশের জন্য "আক্রোশে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দংশন করা" কথাটি ব্যবহৃত হয়। এখানে বোঝানো হয়েছে যে, তারা নিজেরা গোপনে মিলিত হলে মুসলমানদের প্রতি চরম ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশ করত, অথচ মুসলমানদের সামনে কপটতার আশ্রয় নিয়ে নিজেদেরকে মু'মিন বলে জাহির করত।

(৬) অর্থাৎ, তাদের সমুদয় কর্মকাণ্ড আল্লাহর আয়ত্বে রয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১৮ নং আয়াত:

১. বিধর্মীকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

২. বিধর্মীকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা সর্বক্ষণ মুসলমানদের ধর্মীয় ও পার্থিব অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট থাকে এবং যেকোন উপায়ে মুসলমানদের ক্ষতি হোক এটাই হল তাদের কাম্য। এই শত্রুতার মনোভাব মাঝে মধ্যে তাদের কথায়ও প্রকাশ পেয়ে যায়। অতএব এহেন শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

● ১১৯ নং আয়াত:

১. পূর্বকথার জের ধরে বলা হয়েছে যে, তোমরা তাদের সাথে কীভাবে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়তে পার, যখন তারা তোমাদের বন্ধু নয় বরং তোমাদের প্রতি তাদের চরম আক্রোশ বিদ্যমান? (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী অবলম্বনে)

২. "তোমরা তোমাদের আক্রোশেই মর"। এতে ইংগিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলমানদের আরও উন্নতি দান করবেন, চাই তারা এই আক্রোশেই শেষ হয়ে যাক না কেন। (প্রাগুক্ত)

● ১২০ নং আয়াত:

১. মুসলমানদের ব্যাপারে কাফেরদের মানসিকতা হল, মুসলমানদের অকল্যাণে তারা মনে আনন্দ বোধ করে আর মুসলমানদের সুখে তারা ব্যথিত হয়।

২. কাফেরদের চক্রান্ত ও অনিষ্ট থেকে বাচার পথ হল সবর ও তাকওয়া।

وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۲۱﴾

(১২১) এবং স্মরণ কর[১] যখন তুমি তোমার পরিজনের কাছ থেকে সকাল বেলা বেরিয়ে গিয়ে যুদ্ধের জন্য মু'মিনদেরকে ঘাঁটিসমূহে (সুশৃঙ্খল-ভাবে) স্থাপন করছিলে। আর আল্লাহ সবই শুনছিলেন, জানছিলেন।[২]

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

إِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا ۙ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾

(১২২) যখন তোমাদের মধ্য থেকে দু'টি দল[৩] সাহস হারানোর খেয়াল করল। আর আল্লাহতো উভয়ের সহায়ক ছিলেন। আর আল্লাহর প্রতিই[৪] মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾

(১২৩) আর এটা সুনিশ্চিত যে, বদরে[৫] (বদর যুদ্ধে) –যখন তোমরা সহায় সম্বলহীন ছিলে–[৬] আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যেন তোমরা শোকরগুজার হও।

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿١٢٤﴾

(১২৪) (স্মরণ কর,) যখন তুমি মু'মিনদেরকে বলছিলে, "আদৌ কি তোমাদের জন্য এটা যথেষ্ট হবে না যে, তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত[৭] তিন সহস্র ফেরেশতা[৮] দ্বারা তোমাদের সহায়তা করবেন ?

بَلَىٰ ۚ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾

(১২৫) হাঁ (যথেষ্ট হবে) যদি তোমরা অটল থাক এবং পরহেযগারী অবলম্বন কর আর (যদি) তারা নিমিষে তোমাদের কাছে এসে পৌঁছে, তবে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে এক বিশিষ্ট আলামতধারী[৯] পাঁচ সহস্র ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন।

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾

(১২৬) আর এ সাহায্য আল্লাহ শুধু এজন্য করেছেন, যেন তোমাদের জন্য সুসংবাদ হয় এবং যেন তোমাদের মন এর দ্বারা সুস্থির হয়। আর সাহায্য শুধু আল্লাহর তরফ হতেই হয়ে থাকে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿١٢٧﴾

(১২৭) (আর এ উদ্দেশ্যেও যে,) কাফেরদের এক অংশকে তিনি নিশ্চিহ্ন করবেন অথবা তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন[১০] ফলে তারা অকৃত-কার্য হয়ে ফিরে যাবে।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾

(১২৮) হয় আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন– এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই। বস্তুত তারা বড়ই জালেম।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾

(১২৯) আর যা কিছু রয়েছে আসমানে ও যা কিছু রয়েছে জমিনে সবই আল্লাহর স্বত্বাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১১]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "স্মরণ কর" কথাটি আরবীতে উহ্য রয়েছে।

(২) পূর্বের বর্ণনার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সুবিধার্থে اسم فاعل –এর এরূপ অর্থ করা হয়েছে। বয়ানুল কুরআনেও এরূপ অর্থ করা হয়েছে।

(৩) এই দু'টি দল ছিল বনু হারিছা এবং বনু সালামা নামক দু'টি উপগোত্র। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই প্রমুখ মুনাফেকদের সদলবলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রস্থানের ফলে তাদের মনে সামান্য দুর্বলতা এসেছিল এবং অনুরূপ প্রস্থানের কল্পনা হয়েছিল। (বয়ানুল কুরআন)

তবে এই দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছিল যুদ্ধের সরঞ্জাম স্বল্প হওয়ার কারণে, ঈমান কমজোর হওয়ার কারণে নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) এখানে ظرف অগ্রে আসার কারণে "প্রতিই" (অর্থাৎ তাগিদের সাথে) অর্থ করা হয়েছে। (মাযহারী)

(৫) মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ১৪৮ কিলোমিটার পশ্চিমে লোহিত সাগরের তীরবর্তী একটি স্থানের নাম বদর। মতান্তরে একটি কূপের নামে এলাকাটির নামকরণ করা হয়। কারো মতে, কূপটি যে ব্যক্তির মালিকানায় ছিল তার নাম ছিল বদর। পরবর্তীতে তা কূপের নাম হয়েছে। এখানেই ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। (মাযহারী ও জাযীরাতুল আরব, রাবে' নদভী)

(৬) মুসলমান সৈনিকের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনশ তের। সত্তরটি উট আর দু'টি মাত্র ঘোড়া ছিল। একটি হযরত মিকদাদ (রা.)–এর অপরটি হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা.)–এর। (মাযহারী)

(৭) এখানে আসমান হতে ফেরেশতা প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এতে বুঝা যায়, এরা বিশেষ ধরনের ফেরেশতা ছিল। অন্যথায় পৃথিবীতে বিরাজমান ফেরেশতাই তো যথেষ্ট ছিল। (বয়ানুল কুরআন)

(৮) বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা প্রথমে তিন হাজার পরবর্তীতে পাঁচ হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে ফেরেশতা ছাড়াই

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সাহায্য করতে পারতেন। কিন্তু মনোবল বৃদ্ধির জন্যই এরূপ করেছিলেন। (মাআরিফুল কুরআন)

(৯) প্রেরিত ফেরেশতাগণ এক বিশেষ বেশধারী ছিল। কারো মতে তাদের মাথার টুপিতে সাদা পশম জড়ানো ছিল। আবার কারো মতে, তারা হলুদ পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় ছিল। (মাযহারী)

(১০) এ আয়াতে বদরের যুদ্ধে আল্লাহকর্তৃক সাহায্য প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। যে সাহায্যের কথা ১২৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২৮ নং আয়াতের শানে নুযূল: ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। এতে সত্তরজন সাহাবা শাহাদাত বরণ করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুটি দাঁত মোবারক শহীদ হয়ে যায়। কাফেরদের এই বর্বরোচিত আচরণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং কতিপয় কাফেরের নামে বদ দুআ করতে উদ্যত হন। আল্লাহ তাআলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দেন যে, একাজ আপনার নয়। আপনার দায়িত্ব হল দাওয়াত, তাবলীগ, জেহাদ, ইত্যাদি। এ প্রেক্ষিতেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(১১) "আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল"–এ বাক্যের মধ্যে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, আপনি যাদের প্রতি বদদুআ করতে উদ্যত হয়েছেন তাদেরকে আমি অচিরেই ক্ষমা করে ইসলামের ছায়াতলে হাজির করব। আর সত্যিই অল্পদিনের মধ্যেই ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিপুল সংখ্যক কাফের ইসলামের ছায়াতলে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২১ নং আয়াত:

এ আয়াতে হিজরী তৃতীয় সালে সংঘটিত ওহুদ যুদ্ধে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সৈন্যদেরকে যুদ্ধস্থানে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এই যুদ্ধে মুসলমানদের জন্য বহু শিক্ষণীয় বিষয় থাকায় তা স্মরণ করতে বলা হয়েছে।

● ১২২ নং আয়াত:

১. এ আয়াত দ্বারা কুরআনের সত্যতা প্রমাণিত হয়। কেননা বনু হারিসা এবং বনু সালামা নামক দু'টি উপগোত্রের মনে ময়দান থকে প্রস্থানের যে কল্পনা এসেছিল কুরআন তা ব্যক্ত করে দিয়েছে।

২. আল্লাহর অভিভাবকত্ব অর্জিত হলে অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৩. দ্বীনের কাজে আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত। উপকরণাদির উপর পূর্ণ ভরসা করা উচিত নয়। তবে সাধ্যমত উপকরণাদির ব্যবস্থা করেই ভরসা বা তাওয়াক্কুল করতে হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

● ১২৩ নং আয়াত:

১. এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা শক্তিশালী বাহিনীর উপরও দুর্বল বাহিনী-কে বিজয়ী করে থাকেন। তবে এর জন্য প্রয়োজন তাকওয়া তথা কৃতজ্ঞতা।

২. তাকওয়া তথা নেক আমল করা ও গোনাহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমেই আল্লাহর শোকর আদায় হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

● ১২৪ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তাআলা মু'মিনদেরকে ফেরেশতা পাঠিয়েও সাহায্য করে থাকেন।

২. বদর যুদ্ধে সাহাবীদের সাথে ফেরেশতাদের শরীক হওয়া প্রমাণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১২৫ নং আয়াত:

আল্লাহ তাআলার প্রত্যক্ষ সাহায্য লাভের পূর্বশর্ত হল ধৈর্য, তাকওয়া আর শত্রুপক্ষের বাড়াবাড়ি।

● ১২৬ নং আয়াত:

১. এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয়, আয়াতসমূহে উল্লেখিত সাহায্যের পেছনে আল্লাহর হেকমত ছিল মুসলমানদের মনকে সুদৃঢ় রাখা এবং আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করানো। অন্যথায় একজন ফেরেশতার মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা সব কাফেরদের ধ্বংস করে দিতে পারতেন। (বয়ানুল কুরআন)

২. সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। সেমতে আল্লাহর সাহায্য না হলে শুধু সৈন্য ও অস্ত্রবলে যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায়।

৩. আল্লাহ হেকমতের অধিকারী। সেমতে কখনও হেকমত অনুযায়ী তিনি মুসলমানদেরকে পরাজি-তও করতে পারেন।

● ১২৭ নং আয়াত:

মুসলমানদের বিপক্ষে আসলে কাফেরদের অকৃতকার্য এবং ধ্বংস হওয়া অনিবার্য।

● ১২৮ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং তাঁর মাধ্যমে উম্মতকে ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. জুলুম আল্লাহর শাস্তি প্রাপ্তির কারণ যদি আল্লাহ তা ক্ষমা না করেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১১৯ নং আয়াত:

১. আসমান ও জমিনের সবকিছুর মালিকানা আল্লাহর।

২. সকলের জন্যই হেদায়াত এর দুআ করা চাই, বদ দুআ নয়। কারণ, শাস্তিদান এবং ক্ষমা করার মালিক তো একমাত্র আল্লাহ। তিনিই তো সবকিছু প্রত্যক্ষ করছেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰٓوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ص وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

(১৩০) হে মু'মিনগণ, তোমরা সুদ খেও না কয়েকগুণ বর্ধন করে[১] এবং আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿١٣١﴾

(১৩১) আর তোমরা সেই আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর যা (মূলতঃ) কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।[২]

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

(১৩২) আর তোমরা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য কর। আশা করা যায় তোমরা অনুগৃহীত হবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٣﴾

(১৩৩) আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে[৩] যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের ন্যায়[৪]। তা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের[৫] জন্য।

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٤﴾

(১৩৪) (প্রথম স্তরের মুত্তাকী তারা) যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল[৬] (সর্ব) অবস্থায় ব্যয় করে[৭] এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ ভালবাসেন এরূপ সৎকর্মশীলদেরকে।

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۖ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾

(১৩৫) এবং (দ্বিতীয় স্তরের মুত্তাকী তারা) যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা নিজেদের প্রতি জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে। অতঃপর নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। –আর আল্লাহ ব্যতীত কে আছে যে, পাপ ক্ষমা করবে? –এবং তারা যা (মন্দ কর্ম) করে জেনে শুনে তার উপর হটকারিতা করে না।

اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾

(১৩৬) ঐ সব লোক (এমন যে,) তাদের পুরস্কার হল তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত; সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। এবং এটি[৮] কত উত্তম পুরস্কার সেসব কর্মীদের।[৯]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, চক্রবৃদ্ধি হারে। উল্লেখ্য যে, এখানে চক্রবৃদ্ধি হারকে সুদ হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, অন্যান্য আয়াতে অত্যন্ত কঠোরভাবে সর্বাবস্থায় সূদ হারাম হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে "চক্রবৃদ্ধি হারকে" উল্লেখ করার কারণ হল, আইয়ামে জাহেলিয়াতে এভাবেই সুদের লেন-দেন হত। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, সুদখোর লোকেরাও জাহান্নামে যাবে। যে জাহান্নাম মূলতঃ তৈরী করা হয়েছে কাফেরদের জন্য, মু'মিনদের জন্য নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(৩) অর্থাৎ, এমন নেক কাজের দিকে যার বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং জান্নাত দান করবেন। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) আসমান ও জমিনের চেয়ে অধিক বিস্তৃত কোন বস্তু মানুষ কল্পনা করতে পারে না। একারণে সহজে বোধগম্য করানোর জন্য জান্নাতের প্রশস্ততাকে এ দু'টির সাথে তুলনা করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে জান্নাতের প্রশস্ততা এর চেয়ে অনেক বেশী। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(৫) এখানে মুত্তাকী বলে মুসলমানদেরকে বোঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) অর্থাৎ, (মুত্তাকীদের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের) তারাই যারা সচ্ছলতা হোক বা অভাব-অনটন হোক সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে স্বীয় অথ-সম্পদ ব্যয় করতে অভ্যস্ত।

(৭) এখানে শুধু ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কি ব্যয় করতে হবে তার উল্লেখ নেই। এ ব্যাপকতা থেকে বুঝা যায় যে, শুধু অথ-সম্পদই নয় বরং ব্যয় করার মত প্রত্যেক বস্তুই এর অন্তর্ভুক্ত। (মাআরিফুল কুরআন)

(৮) এখানে "এটি" শব্দটি উহ্য আছে এবং তা বুঝা যায় نعم এর مخصوص بالمدح অনুল্লেখ থাকায়।

(৯) এখানে "কর্মীদের" বলে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা ইস্তেগফার করে, আনুগত্য করে এবং বিশুদ্ধ আকীদা পোষণ করে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩০ নং আয়াত:

১. সূদ হারাম।

২. তাকওয়া বা খোদাভীতি সফলতার চাবিকাঠি।

● ১৩১ নং আয়াত:

১. এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যায়, গোনাহের কারণে যদিও মুসলমানগণ জাহান্নামে যাবে কিন্তু সেটি তাদের বাসস্থান নয় বরং কাফেরদের বাসস্থান হল জাহান্নাম। (জাহান্নাম তাদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।) একারণেই গোনাহগার মুসলমানগণ শাস্তি ভোগের পর ঈমানের বদৌলতে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করবে। (বয়ানুল কুরআন)

২. "কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।"– এ কথাটি থেকে বোঝা যায় জাহান্নাম তৈরী অবস্থায় রয়েছে, যেমন জান্নাত তৈরী অবস্থায় রয়েছে।

● ১৩২ নং আয়াত:

১. আল্লাহর করুণা লাভের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য জরুরী।

২. আল্লাহর করুণা লাভের জন্য আল্লাহর আনুগত্য যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর আনুগত্যও অপরিহার্য্য। কুরআন পাকে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের কথা পাশাপাশি বারবার আসার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঈমানের প্রথম অংশ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, একত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করা এবং দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর আনুগত্য করা। (মাআরিফুল কুরআন)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ১৩৩ নং আয়াত:

১. "দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে"-এ কথা থেকে বোঝা যায় অবিলম্বে তওবা করা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. জান্নাতের প্রশস্ততা অনেক বেশী।

৩. "তা (জান্নাত) প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।"-এ কথাটি থেকে বোঝা যায় জান্নাত তৈরী অবস্থায় রয়েছে, যেমন জাহান্নাম তৈরী অবস্থায় রয়েছে।

● ১৩৪ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে উচ্চ পর্যায়ের মুত্তাকীদের কতিপয় গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল উক্ত গুণাবলী অর্থাৎ, সর্বাবস্থায় নেক কাজে ব্যয় করা, ক্রোধ সংবরণ করা এবং মানুষকে ক্ষমা করা অনেক মহৎ গুণ।

২. নেক আমল তথা সৎকর্ম দ্বারা আল্লাহর ভালবাসা অর্জিত হয়।

● ১৩৫ নং আয়াত:

১. গোনাহের কাজ হয়ে গেলে আল্লাহর আজমত এবং আযাবকে স্মরণপূর্বক তওবা করা এবং পাপের পুনরাবৃত্তি না করাই মুত্তাকীদের চরিত্র।

২. আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

● ১৩৬ নং আয়াত:

১. তওবা ইস্তেগফার এবং পাপের উপর হটকারিতা না করার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে যে, এর ওছীলায় ক্ষমা ও জান্নাত অর্জিত হবে। উল্লেখ্য যে, বারবার পাপ সংঘটিত হলেও তা পাপের উপর হটকারিতা বলে গণ্য হবে না, যদি তওবা-ইস্তেগফার অব্যাহত রাখা হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. নেককার লোকেরা জান্নাতে অনন্তকাল থাকবে।

(১৩৭) নিশ্চয়, তোমাদের পূর্বে বিভিন্ন পন্থা[১] অতীত হয়েছে। সুতরাং তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ করে দেখ মিথ্যারোপকারীদের পরিণতি কিরূপ হয়েছে?	قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٣٧﴾
(১৩৮) এটা যথেষ্ট[২] স্পষ্ট বর্ণনা সকল মানুষের জন্য এবং হেদায়াত ও উপদেশ[৩] মুত্তাকীদের জন্য।	هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَ هُدًى وَّ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٨﴾
(১৩৯) তোমরা সাহস হারিও না এবং দুঃখ করো না।[৪] তোমরাই বিজয়ী (থাকবে) যদি তোমরা মু'মিন হও।	وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾

(১৪০) যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে তবে (ঘাবড়ানোর কিছু নেই। কেননা,) অনুরূপ আঘাত সে সম্প্রদায়েরও তো লেগেছিল।[৫] আর আমি মানুষের মাঝে পর্যায়ক্রমে এই দিনগুলির[৬] আবর্তন ঘটিয়ে থাকি (এই হেকমতেই এমনটি ঘটেছে।) আর এই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কারা ঈমানদার এবং (এ-ও উদ্দেশ্য যে,) তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ বানাবেন। আর আল্লাহ জালেমদেরকে ভালবাসেন না।	اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَ تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٠﴾
(১৪১) আর এ উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ মু'মিনদেরকে পরিশোধন করবেন[৭] এবং কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করবেন।[৮]	وَ لِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ يَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤١﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতিতে বিশ্বাসী মানুষ অতীত হয়েছে। তাদের মধ্যে কাফের যেমন ছিল, মুসলমানও তেমন ছিল। কাফের ও মুসলমানদের চিরন্তন দ্বন্দ্বে অবশেষে মুসলমানরাই বিজয়ী হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) এখানে هٰذَا -এর তানবীন تَعْظِيم অর্থে হওয়ায় অনুবাদে যথেষ্ট শব্দ যোগ করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) হেদায়াত হল হক ও বাতিলকে উপলব্ধি করা এবং উপদেশ হল সে অনুযায়ী আমল করা। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) ওহুদের যুদ্ধে আপাত বিপর্যয়ের পর মুসলমানগণ যুদ্ধের ময়দানে তাদের কর্মের জন্য যেমনি দুঃখিত হয়েছিলেন তেমনি ভবিষ্যতে মুসলমানদের শক্তি ও অস্তিত্বের ব্যাপারেও আশঙ্কা পোষণ করছিলেন। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘোষণা করলেন, তোমরা অতীত কর্মের ব্যাপারে দুঃখিত হয়ো না আর ভবিষ্যতে তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা পূর্ণ মু'মিন হও। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) ওহুদের যুদ্ধে বিপর্যস্ত হওয়ার দরুণ মুসলমানগণ নিদারুণ মনোকষ্টে নিপতিত হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা এক ভিন্ন ভঙ্গিতে মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। তাহলো, ওহুদের যুদ্ধে তোমাদের লোক শহীদ হয়েছে সত্য, কিন্তু বদরের যুদ্ধে তো তাদেরও (কাফেরদেরও) সত্তর জন নিহত হয়েছিল এবং সত্তর জন বন্দী হয়েছিল। অথচ তোমাদের কেউ তাদের হাতে বন্দী হয়নি। উপরন্ত ওহুদের যুদ্ধেও প্রথমে তারাই পরাজিত হয়েছিল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) অর্থাৎ, জয়-পরাজয়ের দিন তথা জয়-পরাজয়ের কাল। জয়-পরাজয় পরিবর্তনশীল।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৭) আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের উপর বিপদ নিপতিত করে তাদেরকে পরিশুদ্ধ করতে চান। কারণ, মুসীবতের মাধ্যমে মানুষের চরিত্র ও আমল পরিশুদ্ধ হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(৮) কাফেরদের ধ্বংস দু'ভাবে সাধিত হতে পারে। এক. বিজয়ী হওয়ার ফলে তারা পুনরায় সংঘাতে আসবে, পরিণামে ধ্বংস হবে। দুই. মুসলমানদের উপর অত্যাচার করার ফলে আল্লাহর গযবে তারা ধ্বংস হবে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩৭ নং আয়াত:

১. উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পৃথিবী ভ্রমণের প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

২. মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম হল ধ্বংস।

● ১৩৮ নং আয়াত:

১. কুরআনে রয়েছে হেদায়াত, সুস্পষ্ট বর্ণনা ও উপদেশ।

২. কুরআনের দ্বারা কেবলমাত্র মুত্তাকী তথা খোদাভীরুরাই উপদেশ ও হেদায়াত লাভ করতে পারে।

● ১৩৯ নং আয়াত:

১. মু'মিনের জন্য অতীত বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় সময় নষ্ট না করে ভবিষ্যতে শক্তি ও প্রভাব সৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহে চেষ্টা করা উচিত। (মাআরিফুল কুরআন)

২. বিজয় ও প্রাধান্য লাভের মূল নিয়ামক হল ঈমান ও তার দাবীসমূহ পূরণ করা। (মাআরিফুল কুরআন)

● ১৪০ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তাআলার রীতি হচ্ছে সুখ-দুঃখ এবং কষ্ট ও আরামের দিনগুলোকে তিনি মানুষের মধ্যে একের পর এক ঘুরিয়ে আনেন। যদি কোন কারণে বাতিলপন্থীরা কখনও জয়লাভ করে ফেলে, তবে হকপন্থীদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়। বরং এ পরাজয়ের সঠিক কারণ খোঁজ করে তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। পরিণামে হকপন্থী তথা মু'মিনরাই জয়লাভ করবে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. জয়-পরাজয় পরিবর্তনশীল।

৩. মুসলমানদের কিছু লোককে আল্লাহ তাআলা শাহাদাতের মর্যাদা দান করতে চান। মুসলমানদের পরাজয়ের ক্ষেত্রে এ রহস্যও কার্যকরী থাকে।

৪. আল্লাহ জালেমদেরকে ভালবাসেন না।

● ১৪১ নং আয়াত:

১. মুসলমানদের পরাজয়ের মধ্যেও তাদের জন্য কল্যাণ নিহিত থাকে। পক্ষান্তরে কাফেরদের বাহ্যিক বিজয় লাভের মধ্যেও তাদের ধ্বংসের বীজ নিহিত থাকে।

২. আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের পরিশুদ্ধি চান।

৩. বিপদ-মুসীবতের মাধ্যমে মু'মিনদের চরিত্র ও আমল পরিশুদ্ধ হয় এবং গোনাহ মোচন হয়।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾

(১৪২) তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ এখনও আল্লাহ জেনে নেননি তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে এবং জেনে নেননি কারা (জেহাদে) দৃঢ়পদ[১]?

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٤٣﴾

(১৪৩) আর তোমরা তো মৃত্যু কামনা করছিলে তার (মৃত্যুর) সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব থেকেই। অনন্তর তা তো তোমরা খোলা চোখে দেখে নিলে।[২]

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

(১৪৪) আর মুহাম্মাদ একজন রসূল মাত্র।[৩] তাঁর পূর্বে অনেক রসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মৃত্যু বরণ করে কিংবা শহীদ হয়, তবে তোমরা কি উল্টো ফিরে যাবে[৪]? আর যে উল্টা ফিরে যাবে সে কখনও আল্লাহর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। এবং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

(১৪৫) আর কারও মৃত্যু হতে পারে না আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত। নির্দ্ধারিত সময়ের লেখন।[৫] আর কেউ দুনিয়ার পুরস্কার[৬] চাইলে তার কিছু অংশ আমি তাকে দেই, আর[৭] যে আখেরাতের পুরস্কার কামনা করে তাকে আমি তার (আখেরাতের) কিছু অংশ দান করব। এবং শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে বিনিময় প্রদান করব।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আয়াতে "জেনে নেননি" অর্থ প্রকাশ হয়নি। আয়াতের মর্মকথা হল- এখনও তোমাদের থেকে জেহাদে পরিপূর্ণ ধৈর্য ও দৃঢ়তা এবং প্রচণ্ড জেহাদ প্রকাশ পায়নি। অথচ জান্নাতের সুউচ্চ স্তরে উপনীত হতে হলে এসবের প্রয়োজন। অতএব তোমাদেরকে অবশ্যই এসবের সম্মুখীন হতে হবে। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

১৪৩ নং আয়াতের শানে নুযূল: বদরের যুদ্ধে যেসব মুসলমান শরীক হতে পরেননি, তাদের আশা ছিল যে, পরবর্তীতে সুযোগ হলে যুদ্ধে কাফেরদের সাথে মোকাবিলা করে শহীদ হবেন এবং বদরের শহীদদের অনুরূপ মর্যাদা লাভ করবেন। এরপর ওহুদের ময়দানে মুসলমানদের বিপর্যয় শুরু হলে এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের মিথ্যা খবর প্রচারিত হতে থাকলে কিছু সাহাবা হতাশ হয়ে যুদ্ধের ময়দান পরিত্যাগ করতে উদ্যত হন। তাদেরকে লক্ষ্য করেই আয়াতে বলা হচ্ছে যে, তোমরা তো মৃত্যু তথা শাহাদাতই কামনা করেছিলে? এখন কেন পশ্চাদপসারণ করছ?

(২) মৃত্যুকে দেখা অর্থ হল, মৃত্যুর আসবাব বা উপকরণ দেখা। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) ওহুদের ময়দানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার ফলে মুসলমানগণ নিদারুণ হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের একটি বিরাট দল ভয়ার্ত হয়ে রণাঙ্গন ত্যাগ করতে লাগলেন। আল্লাহ তাআলা অত্র আয়াতে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলছেন যে, ধর্ম, ইবাদত ও জেহাদ আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি চিরঞ্জীব। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যু সংবাদ সত্য হলেও তাতে অসাধারণ কি হলো? তার মৃত্যু তো একদিন হবেই। এতে মনোবল হারিয়ে ফেলা এবং দ্বীনের কাজ ত্যাগ করা সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে শোভা পায় না। উল্লেখ্য যে, সাহাবায়ে কেরামের রণাঙ্গন পরিত্যাগ ছিল জরুরী অবস্থা এবং সাময়িক ভয় ভীতির পরিণতি হিসেবে। খোদা না-খাস্তা এতে ইসলাম পরিত্যাগ করার কোন ইচ্ছা বা প্ররোচনা কার্যকর ছিল না। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) انقلاب على عقبيه –এর মূল অর্থ পায়ের গোড়ালিতে ফিরে যাওয়া। ভাবার্থ উল্টা ফিরে যাওয়া, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা, পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া।

(৫) বাক্যটি মূলতঃ ছিল كتب الله الموت كتابا موجلا اى موقتا এখানে যতটুকু শব্দ উল্লেখিত আছে তার ভিত্তিতে অনুবাদ করা হয়েছে।

(৬) এখানে "দুনিয়ার পুরস্কার" বলে সাহাবায়ে কেরামের ওহুদের যুদ্ধে মালে গনীমতের অন্বেষণকে বুঝানো হয়েছে। যদিও গনীমতের মাল আহরণ করা প্রকৃত পক্ষে নির্ভেজাল দুনিয়া কামনা নয়। বরং যুদ্ধক্ষেত্রে গনীমতের মাল আহরণ করে তা সংরক্ষিত করাও জেহাদের অংশ বিশেষ। কিন্তু যেহেতু বড়দের সামান্য বিচ্যুতিকেই অনেক বড় মনে করা হয়। তাই সাহাবায়ে কেরামের চারিত্রিক মানকে সমুন্নত রাখার জন্য তাদের কাজকে 'দুনিয়া কামনা" বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৭) কিন্তু পরকালে সে কিছুই পাবে না। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪২ নং আয়াত:

১. জান্নাত অর্জনের পথে কিছু কিছু পরীক্ষার সন্মুখীন হতেই হয়।

২. জেহাদ ও বিপদ-আপদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন।

৩. আয়াত দ্বারা জেহাদ ও সবরের ফযীলত জানা যায়। জেহাদ ও সবরেরর মাধ্যমে জান্নাত অর্জিত হয়।

● ১৪৩ নং আয়াত:

শাহাদাতের আকাংখা থেকে পিছু হটা ঠিক নয়।

www.maktabatulabrar.com

● ১৪৪ নং আয়াত:

১. নবী-রসূলগণ এবং দ্বীনের অন্যান্য পথ প্রদর্শকগণ একদিন না একদিন দুনিয়া থেকে অবশ্যই বিদায় নিবেন। তারপরও মুসলমানদের ধর্মের উপর অটল থাকতে হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. কেউ ইসলামধর্ম ত্যাগ করলে তাতে আল্লাহর কোন ক্ষতি নেই, বরং সে-ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৩. কৃতজ্ঞতার পুরস্কারের কথা বর্ণিত হয়েছে।

● ১৪৫ নং আয়াত:

১. জেহাদে গমন ও রণাঙ্গনের তৎপরতা মৃত্যুকে তরান্বিত করে না। পক্ষান্তরে জেহাদ থেকে পলায়ন মৃত্যুকে বিলম্বিত করে না। বরং মৃত্যু নির্দ্ধারিত সময়েই এসে থাকে। তাই মৃত্যু ভয়ে জেহাদ থেকে পশ্চাদপসরণ ভিত্তিহীন।

২. প্রত্যেকের মৃত্যুর সময় আল্লাহ পূর্বেই নির্ধারিত করে রেখেছেন।

৩. দ্বীনী কাজের কিছু পুরস্কার দুনিয়াতেও আল্লাহ দিয়ে থাকেন, তবে নিয়ত রাখতে হবে মুখ্যতঃ পরকালের পুরস্কার।

৪. আয়াতে শোকর (অর্থাৎ, আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের আনুগত্য এবং ঈমানের উপর দৃঢ় থাকা)-এর মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۴۶﴾	(১৪৬) আর বহু নবী ছিল, যাদের সাথী হয়ে অনেক অনেক আল্লাহওয়ালা লোক জেহাদ করেছে। অনন্তর আল্লাহর পথে তাদের উপর যে বিপদ ঘটেছিল তাতে তারা সাহসহারা হয়নি, দুর্বল হয়নি এবং নত হয়নি[১]। আর আল্লাহ এরূপ দৃঢ়চেতা লোকদেরকে ভালবাসেন।
وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْۤ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۴۷﴾	(১৪৭) এবং তাদের আর কোন কথা ছিল না একথা ব্যতীত যে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পাপ সমূহকে এবং আমাদের কাজে সীমালংঘনকে তুমি ক্ষমা কর। আর আমাদের কদম সমূহকে সুদৃঢ় রাখ এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।
فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۴۸﴾	(১৪৮) অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব বিনিময়ও দিয়েছেন এবং পরকালেরও উত্তম বিনিময় দিয়েছেন।[২] আর আল্লাহ এরূপ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তাদের সাহস ভাঙ্গেনি, শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা আসেনি এবং শত্রুর সামনে নত হয়নি।

(২) পার্থিব বিনিময় হল, মুসলমানদের সফলতা ও বিজয় লাভ। আর পরকালের বিনিময় হল অনন্ত অসীম কালের জান্নাত। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪৬ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী নবী এবং তাদের অনুগত উম্মতের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করেছেন যে, তারা যদি এরূপ জেহাদ করতে পারে তবে তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে তোমাদের আরও দৃঢ়তা, আরও সাহসিকতার সাথে জেহাদ করা উচিত।

২. আল্লাহর পথে নিবেদিত সৈনিকদের সাহসী, শক্তিশালী, দৃঢ়তার অধিকারী এবং বাতিলের সামনে অনমনীয় হওয়া উচিত। আল্লাহ এমন মুজাহিদদেরকেই অধিক ভালবাসেন।

৩. সবরের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা সবরকারীদেরকে ভালবাসেন।

● ১৪৭ নং আয়াত:

১. যে কোন বিপদের কালে কিংবা কোন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ব্যক্তিগত প্রস্তুতি ও বাহ্যিক উপকরণাদি যোগাড় করার পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করা চাই এবং নিজের গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা চাই। কারণ অনেক সময় গোনাহের কারণেই বিপদ এসে থাকে। (বয়ানুল কুরআন)

২. যুদ্ধের ময়দানে বিশেষভাবে দৃঢ়পদ থাকার জন্য এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্যের জন্য দুআ করা চাই।

● ১৪৮ নং আয়াত:

১. যারা আল্লাহর পথে অটল অবিচল থাকে, আল্লাহ তাদেরকে পরকালে জান্নাত-এর চিরস্থায়ী শান্তি যেমন দান করেন তেমনি পৃথিবীতেও বিজয় আর মর্যাদায় ভূষিত করেন।

২. সৎকর্ম দ্বারা আল্লাহর ভালবাসা অর্জিত হয়। সৎকর্মশীলদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন।

(১৪৯) হে মু'মিনগণ, যদি তোমরা কাফেরদের কথা মেনে চল[১] তবে তারা তোমাদেরকে উল্টো দিকে ফিরিয়ে দিবে।[২] ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾
(১৫০) বরং আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।	بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾

(১৫১) আমি এখনই কাফেরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দিব।[৩] এ কারণে যে, তারা এমন বস্তুকে আল্লাহর শরীক স্থির করেছে যার স্বপক্ষে আল্লাহ কোন সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং তাদের বাসস্থান হল জাহান্নাম। আর কত নিকৃষ্ট জালেমদের সে বাসস্থান!	سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۭ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥١﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক বিপর্যয়ের পর কাফের এবং মুনাফেকরা সুযোগ পেয়ে মুসলমানদেরকে বিভিন্ন রকম তিরস্কার করতে লাগল। কেউ কেউ বাহ্যিক সহানুভূতি দেখিয়ে মুসলমানদেরকে পুনরায় জেহাদে গমন করা থেকে বিরত থাকতে বলল। আল্লাহ তাআলা তাদের এসব কুপরামর্শ থেকে মুসলমানদেরকে অত্র আয়াতে সতর্ক করে দিয়েছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) "উল্টা দিক" অর্থ হলো, তোমরা কুফরীর যে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছিলে সে অন্ধকারে আবার কাফেররা ফিরিয়ে নিবে। আর এর ফলে ইহকাল ও পরকালের ধ্বংসই অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। (প্রাগুক্ত)

(৩) আল্লাহ কাফেরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দিয়েছিলেন। ওহুদ রণাঙ্গন থেকে কাফেররা বিজয়ের কোনরূপ নিদর্শন এবং ফলাফল ছাড়াই মক্কায় রওয়ানা হল। পথিমধ্যে তাদের মনে হল, এই সুযোগে মুসলমানদেরকে একেবারেই ধ্বংস করে দেয়া উচিত ছিল। একথা ভেবে তারা পুনরায় মুসলমানদেরকে আক্রমণের জন্য রওয়ানা হল। মুসলমানগণ সংবাদ পেয়ে "হামরাউল আসাদ" নামক স্থানে মোকাবেলার জন্য অগ্রসর হলেন। কাফেরগণ মুসলমানদের রণ-প্রস্তুতির কথা শুনে ভয় পেয়ে গেল। এবং নামে মাত্র বিজয়টাও হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশংকায় পুনরায় মক্কায় ফিরে গেল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪৯ নং আয়াত:

১. কাফের মুনাফেক ও ইসলাম বিরোধীদের আপাতঃ মধুর কথার মাঝেও বিষ নিহিত থাকে এবং মুসলমানদের জন্য সাহায্য ও জাহেরী কল্যাণকামীতার অন্তরালে লুকায়িত থাকে বিধ্বংসী কুট ষড়যন্ত্র। তাই তাদের পরামর্শ গ্রহণের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে সতর্ক থাকতে হবে।

২. কাফেরদের আনুগত্য করা হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. কাফেরদের আনুগত্যকারীর পরিণাম হল মুরতাদ ও ধর্মহীন হয়ে যাওয়া (নাউযু বিল্লাহ) আর কাফেরদের আনুগত্য হারাম হওয়ার পশ্চাতে এটাই হল মূল রহস্য। (প্রাগুক্ত)

● ১৫০ নং আয়াত:

১. মুসলমানদের একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য এবং শক্তি প্রার্থনা করা উচিত। আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে গিয়ে কারো সাহায্য গ্রহণ করা কখনই জায়েয নয়।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে আল্লাহর অভিভাবকত্ব অর্জন করতে পারলেই আল্লাহর সাহায্য লাভ করা যাবে।

● ১৫১ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তাআলা কাফেরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দিয়ে অনেক সময় মুসলমানদেরকে সাহায্য করে থাকেন।

২. শিরকের পক্ষে কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি নেই।

৩. দলীল ব্যতীত কোন দাবী গ্রহণযোগ্য নয়।

৪. কাফের মুশরিকদের পরিণাম হল জাহান্নাম।

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۵۲﴾

(১৫২) আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর কৃত প্রতিশ্রুতিকে[১] সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন, যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদেরকে (ঐ কাফেরদেরকে) প্রচুরহারে হত্যা করছিলে। অবশেষে যখন তোমরা নিজেরাই দুর্বল হয়ে পড়লে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে পরস্পর মতভেদ করতে লাগলে।[২] এবং তোমাদেরকে তোমাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয়[৩] দেখানোর পরও তোমরা নির্দেশ অমান্য করলে। তোমাদের কতক ইহকাল কামনা করছিল[৪] এবং কতক পরকাল কামনা করছিল। অতঃপর তিনি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে তাদের (সেই কাফেরদের) থেকে হটিয়ে দিলেন। আর অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি বড় অনুগ্রহশীল !

اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰۤى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْۤ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَاۤ اَصَابَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۵۳﴾

(১৫৩) স্মরণ কর, তোমরা যখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিলে এবং পেছনে ফিরে কারও প্রতি লক্ষ্য করছিলে না। আর রসূল তোমাদেরকে পেছন দিক থেকে আহ্বান করছিল। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে দুঃখ দিলেন দুঃখ দেয়ার দরুন।[৫] যাতে তোমাদের যা হাত ছাড়া হয়েছে এবং যে বিপদ তোমাদের উপর পতিত হয়েছে তার জন্য তোমরা বিষণ্ন না হও। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আল্লাহ তাআলা পূর্বেই মুসলমানদেরকে ওহুদের যুদ্ধে বিজয় দানের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির কথা কুরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। বুঝা যায়–রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আর সেটাকেই আল্লাহ তাআলা নিজ প্রতিশ্রুতি বলে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা হাদীসের হুজ্জত হওয়া প্রমাণিত হয়।

(২) ওহুদের ময়দানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঞ্চাশজন সাহাবাকে একজন আমীরের নেতৃত্বে ওহুদ পাহাড়ের পশ্চাতে একটি পাহাড়ের ঘাঁটিতে অবস্থানের নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন "তোমরা কখনই এস্থান ছেড়ে যাবে না।" প্রাথমিক অবস্থায় যখন মুসলমানগণ বিজয়ী হতে আরম্ভ করল, তখন তাদের একদল বলল, আমাদের বিজয় হয়ে গেছে। এখন কাফেরদেরকে ধাওয়া করে গনীমতের মাল সংগ্রহ করা উচিত। এ বলে তারা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ অমান্য করে অন্যদের সংগে যেয়ে মিলিত হল। অপর দল সেখানেই রইল। কোরায়শ বাহিনীর একদল সুযোগ পেয়ে সেই পশ্চাত দিক থেকে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করেছিল এবং উক্ত ঘাটিতে রয়ে যাওয়া অবশিষ্টরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। আয়াতে সে ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(৩) "কাঙ্ক্ষিত বিষয়" অর্থাৎ, মুসলমানদের প্রাথমিক বিজয়।

(৪) এ কথার তাৎপর্যের জন্য অত্র সূরার ১৪৫ নং আয়াতের ৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৫) এখানে "দুঃখের দরুণ দুঃখ" হল– প্রথমে মুসলমানগণ যখন পলায়ন করছিল তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আহবান করছিলেন, কিন্তু হাঙ্গামার ফলে তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ডাক শুনতে পায়নি। এর দ্বারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে যে দুঃখ পেয়েছিলেন তারই বিনিময়ে মুসলমানগণও চরমভাবে বিপর্যস্ত হন। অধিকাংশ মুফাসসির অবশ্য এ অংশটির তর্জমা করেছেন "দুঃখের উপর দুঃখ" বলে। এর ব্যাখ্যা হল প্রাথমিক বিজয় হাত ছাড়া হয়ে যাওয়া প্রথম দুঃখ এবং দ্বিতীয় দুঃখ হল বেশ কিছু সাহাবায়ে কেরামের শাহাদাত বরণ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫২ নং আয়াত:

১. হাদীছের হুজ্জাত তথা দলীল হওয়া প্রমাণিত হয়। (১ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

২. যুদ্ধের সময় আমীরের আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় ধ্বংস এবং বিপর্যয় অনিবার্য।

৩. আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের নাফরমানী এবং উম্মতের মধ্যে মতবিরোধ অশুভ পরিণাম ডেকে আনে।

৪. আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের নির্দেশ নিজের যুক্তি বিরুদ্ধ মনে হলেও তা মেনে নিতে হয়।

৫. সাহাবাগণ ক্ষমাপ্রাপ্ত। আয়াতে কতিপয় সাহাবার মতানৈক্যের কথা উল্লেখ করার পরপরই তাদের প্রতি ক্ষমার ঘোষণা প্রচার করা হয়েছে।

৬. পরীক্ষার জন্যও মুসলমানদের উপর কিছু কিছু বিপদ-মুসীবত এসে থাকে। আপাতঃ ও বাহ্যিক বিপদের মধ্যেও নিহিত থাকে বান্দার প্রতি আল্লাহর নেয়ামত।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ১৫৩ নং আয়াত:

১. প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তিদের উপর যে বিপদ-মুসীবত আপতিত হয় তা মূলতঃ কোন আযাব নয় বরং বিশেষ হেকমতের কারণে এবং পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই এরূপ করা হয়।

২. কেউ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট প্রদান করলে পার্থিব জগতেও তার শাস্তি এসে যায়।

৩. আল্লাহ তাআলা ভাল-মন্দ সকল আমলের খবর রাখেন, সেমতে পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করবেন।

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا
يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ
اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ؕ
يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ اِنَّ
الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ؕ يُخْفُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ
لَكَ ؕ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ
مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ
لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ
وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ
مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۵۴﴾
اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ
اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ
وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
حَلِيْمٌ ﴿۱۵۵﴾

(১৫৪) অতঃপর দুঃখের পর তিনি তোমাদের উপর শান্তি অর্থাৎ তন্দ্রা অবতীর্ণ করলেন, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করছে, আর একদল নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল।[১] তারা আল্লাহ সম্পর্কে মূর্খসুলভ অবাস্তব ধারণা করছিল। তারা বলছিল, আমাদের কী কোন এখতিয়ার আছে[২]? তুমি বলে দাও, সমস্ত বিষয় আল্লাহরই এখতিয়ারে। যা তারা তোমার কাছে প্রকাশ করে না, তারা তাদের অন্তরে তা লুকিয়ে রাখে। তারা বলে, যদি আমাদের কোন এখতিয়ার থাকত, তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না। তুমি বলে দাও, যদি তোমরা তোমাদের ঘরে থাকতে, তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য নির্ধারিত ছিল তারা অবশ্যই মৃত্যুস্থানে[৩] বের হত এবং[৪] (ওহুদে যা কিছু হয়েছে) এজন্য যে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরীক্ষা করবেন এবং এজন্য যে, তোমাদের মনে যা আছে তা পরিশোধন করবেন। আর অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত।

(১৫৫) নিশ্চয় তোমাদের মধ্য থেকে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল দু'টি দল পরস্পরের মুখোমুখী হওয়ার দিন[৫], তাদের কোন কৃতকর্মের[৬] কারণে শয়তানই তাদেরকে পদস্খলিত করেছিল এবং আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই মাফ করেছেন।[৭] নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাপরায়ণ ও অত্যন্ত সহিষ্ণু।[৮]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ওহুদ যুদ্ধে দ্বিতীয় পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী যখন কুরায়শ বাহিনীর সাড়াশি আক্রমণের সম্মুখীন হল তখন আল্লাহ তা'আলা মুসলিম বাহিনীর অন্তর থেকে কাফেরদের ভীতি দূরীকরণার্থে তাদের চোখে তন্দ্রাভাব সৃষ্টি করে দেন। ফলে মুসলমানগণ অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করেন। কিন্তু মুনাফেকরা তন্দ্রা থেকে বঞ্চিত থাকায় প্রাণের ভয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। উক্ত আয়াতে এরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

(২) অর্থাৎ, মুনাফেকরা বলল, আমরা পূর্বেই বলেছিলাম, এই আত্মঘাতী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করতে, কিন্তু কেউ আমাদের কথায় কর্ণপাত করেনি। তারা ক্ষোভের সাথে বলল, আমাদের কী কোন অধিকার আছে যে, আমাদের প্রস্তাব গৃহীত হবে? (বয়ানুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত)

(৩) مضجع অর্থ শয়নস্থান। এখানে এর ভাবার্থ মৃত্যুস্থান। (মু'জামুল ওয়াসীত ও জালালাইন)

(৪) এখানে "এবং" এই সংযোজক অব্যয়টি একটি উহ্য বাক্যস্থিত "কারণ"-এর সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ, ওহুদ যুদ্ধে যা কিছু সংঘটিত হয়েছে তার সমূহ কারণ ছিল, তন্মধ্যে একটি কারণ ছিল এই যে, তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা পরীক্ষা করবেন ... (হাশিয়া জালালাইন)

(৫) এখানে "দু'টি দল পরস্পরের মুখোমুখী হওয়ার দিন" দ্বারা মুসলমান ও কাফেরদের দু'টি দল ওহুদ যুদ্ধের দিন পরস্পরে মুখোমুখী হয়ে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের থেকেও কোন কোন সময় কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পেয়ে যায়। যেমনিভাবে একটি ভাল কাজ করার ফলে আরেকটি ভাল কাজ করার তাওফীক বৃদ্ধি পায়, তেমনিভাবে একটি বিচ্যুতির কুফলে শয়তান আরও ভুল-বিচ্যুতির জন্য উদ্বুদ্ধ করতে সুযোগ পায়। ওহুদ যুদ্ধেও মুসলমানগণ যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন তার পেছনেও পূর্ববর্তী বিচ্যুতির কুপ্রভাব কার্যকর ছিল। তাদের একটি বিচ্যুতি ছিল এই যে, পাহাড়ের ঘাঁটিতে মোতায়েনকৃত তীরন্দায বাহিনীর বড় অংশ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এর নির্দেশ মান্য করা থেকে সরে যান, তাই শয়তান তাদেরকে পদস্খলিত করতে সুযোগ পেয়েছিল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৭) আল্লাহ তা'আলা এখানে তাকীদের সাথে সাহাবায়ে কেরামের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও হুকুম অমান্যের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং তাদের ত্রুটি-বিচ্যুটি নিয়ে সমালোচনা করার অধিকার কারও নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী, মাআরিফুল কুরআনঃ মুফতী শফী ও মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৮) আল্লাহ তা'আলা যেহেতু অত্যন্ত ক্ষমাপরায়ণ, তাই তিনি তাদের অপরাধ সত্ত্বেও তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং যেহেতু তিনি অত্যন্ত সহিষ্ণু তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ অমান্য করা সত্ত্বেও তাদেরকে শাস্তি স্বরূপ শোচনীয় ও লজ্জাজনক পরাজয়ের শিকার করেননি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫৪ নং আয়াত:

১. বিপদের সময় আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় বান্দাদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন, যেমন ওহুদ যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে দান করেছিলেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় বান্দাদেরকে যে নেয়ামত দান করেন, তা থেকে তার শত্রুদেরকে বঞ্চিত রাখেন, যদিও উভয় সম্প্রদায় একই স্থানে থাকে। যেমন, মুনাফেকদেরকে ওহুদ যুদ্ধে তন্দ্রা ও আন্তরিক প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। (প্রাগুক্ত)

৩. তাকদীরের ফয়সালা একটি অনিবার্য বিষয়। যার যেখানে মৃত্যু লেখা আছে, তাকে সেখানে যেতেই হবে। (প্রাগুক্ত)

৪. আল্লাহ তা'আলা অন্তরের বিষয়েও পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। অন্তরের বিষয়ও আল্লাহর কাছে গোপন নয়।

৫. আল্লাহ তা'আলার কোন কাজই রহস্য ও তাৎপর্যহীন নয়; কাজেই তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পিত করা এবং তাঁর ইচ্ছা ও কাজে সন্তুষ্ট থাকা প্রত্যেকের কর্তব্য। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৫৫ নং আয়াত:

১. গোনাহ গোনাহকে জন্ম দেয় এবং এক মন্দকাজ থেকে আরেক মন্দকাজের সৃষ্টি হয়। তাই গোনাহ থেকে যথাসম্ভব দ্রুত তওবা করা উচিত। (আইছারুত্তাফাসীর ও বয়ানুল কুরআন)

২. গোনাহের কারণে অন্তরে কালিমা জন্মে, ফলে শয়তান অন্তরে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। (মাসাইলুল সুলূক- বয়ানুল কুরআনের হাশিয়া ও মাআরিফুল কুরআন)

৩. ওহুদ যুদ্ধে সংঘটিত সাহাবায়ে কেরামের বিচ্যুতি আল্লাহ তাআলা মাফ করার ঘোষণা করেছেন। অতএব এটা নিয়ে আর সমালোচনা করার অবকাশ নেই। বস্তুতঃ সাহাবায়ে কেরাম সমালোচনার উর্ধ্বে।

৪. আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল, তাই সব পাপের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা চাই। আর তিনি অত্যন্ত সহনশীল বিধায় সব পাপের শাস্তি তড়িৎ প্রদান করেন না। তাই তাৎক্ষণিক পাপের শাস্তি না দেখে ধোকায় পড়া না চাই।

(১৫৬) হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না[১], যারা কুফরী করে এবং তাদের ভাইয়েরা[২] যখন দেশে দেশে সফর করে অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন তাদের সম্পর্কে বলে, তারা যদি আমাদের কাছে থাকত তবে তারা মরত না এবং নিহত হত না। (একথা তাদের মনে এবং মুখে এজন্য আসত) যাতে[৩] আল্লাহ এ কথাটিকে তাদের অন্তরে অনুতাপে পরিণত করে দেন। অথচ আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান।[৪] আর তোমরা যাই কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।[৫]	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١٥٦﴾

(১৫৭) আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও অথবা মৃত্যুবরণ কর, তবে তারা যা জমা করে, আল্লাহ থেকে (প্রাপ্ত) ক্ষমা ও দয়া সে সবকিছুর চেয়ে অবশ্যই উত্তম।	وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿١٥٧﴾
(১৫৮) আর যদি তোমরা মৃত্যুবরণ কর অথবা নিহত হও, তবে অবশ্যই আল্লাহরই নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।[৬]	وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِاَ اِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুনাফেকদের উক্তি বর্ণিত হয়েছে, "আমাদের যদি কোন ক্ষমতা থাকত কিংবা আমাদের মতামত গ্রহণ করা হত, তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না। এ ধরনের উক্তি শোনায় নিষ্ঠাবান মুসলমানদের মনেও কিছুটা দুর্বলতা সৃষ্টির আশংকা ছিল। কাজেই এ আয়াতে এ ধরনের উক্তি ও অবস্থা থেকে বেঁচে থাকার জন্য এবং হায়াত-মওতের ব্যাপারে একান্তভাবে তাকদীরের উপর ভরসা করার জন্য হেদায়াত প্রদান করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআনঃ মুফতী শফী ও মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(২) মুনাফেকরা যেহেতু বাহ্যতঃ মুসলমান ছিল, তাই এখানে মুসলমানদেরকে "তাদের ভাই" বলা হয়েছে অথবা এই কারণে বলা হয়েছে যে, মদীনার আনসারী সাহাবীগণ বংশগত দিক থেকে তাদের ভাই ছিলেন এবং যেহেতু মুনাফেকরা কল্যাণকামিতা ও সমবেদনার আঙ্গিকে কথাগুলো বলেছিল তাই মুসলমানদেরকে তাদের ভাই বলা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) এখানে لام عاقبت -এর তরজমা করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন) কোন কোন তাফসীরবিদ يجعل কে لا تكونوا -এর সাথে সম্পর্কিত করেছেন। তখন এর অর্থ দাঁড়ায়, তোমরা মুনাফেকদের কথায় কর্ণপাত করো না, যাতে তাদের অন্তরে এই আক্ষেপ থেকে যায় যে, আমাদের কথা কেউ শোনেনি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, জীবন-মরণ আল্লাহর হাতে। অনেক মানুষ সারা জীবন সফর করে এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে কিন্তু পরিশেষে নিজ বিছানায় তার মৃত্যু হয়। পক্ষান্তরে বহু লোক ঘরে বসে থাকে, অবশেষে কোন কারণে বাইরে বের হয় এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। মানুষের তদবীরের কারণে এর পরিবর্তন ঘটে না। হযরত খালেদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) মৃত্যুর সময় বলেছিলেন, আমার দেহের এক বিঘত জায়গা তরবারি অথবা তীরের আঘাত থেকে খালি নেই। অথচ আমি আজ একটি উটের মত (আপন গৃহে) মৃত্যুবরণ করছি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৫) অর্থাৎ, মুনাফেকরা কোন্ পথে যাচ্ছে এবং মুসলমানরা তাদের কতটুকু অনুসরণ ও অনুকরণ করছে, আল্লাহ তাআলা তা সবকিছুই দেখছেন এবং সে হিসেবেই প্রতিদান দিবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) ধরে নেয়া যাক, তোমরা সফর কিংবা জেহাদে না যেয়ে আপততঃ মৃত্যু থেকে বেঁচে গেলে। কিন্তু একদিন না একদিন তোমাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হবে কিংবা কারও হাতে নিহত হবে,

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তখনও আল্লাহ তাআলার সম্মুখে হাজির হতে হবে। তখন প্রত্যক্ষ করবে, যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছেন তারা আল্লাহ তা'আলার কেমন ক্ষমা ও দয়ার অধিকারী হয়েছেন এবং তোমাদের দুনিয়ার সঞ্চিত ধন-সম্পদ তার তুলনায় কত তুচ্ছ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫৬ নং আয়াত:

১. আচার-আচরণে, চাল-চলনে ও আকীদা-বিশ্বাসে কাফেরদের সাথে সামঞ্জস্য রাখা নিষেধ।

২. অনুতপ্ততা আক্ষেপের জন্ম দেয় এবং আক্ষেপ থেকে বিষম দুঃখ জ্বালার সৃষ্টি হয়। মু'মিন বান্দা তাকদীরের কথা স্মরণ করে এসব কিছুর মুকাবেলা করে। ফলে দুনিয়ার কিছু হারিয়ে গেলে তার দুঃখ হয় না এবং দুনিয়ার কোন সামগ্রী পেলে সে অতি উৎফুল্ল হয় না। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. জীবন-মৃত্যু আল্লাহর হাতে। সেমতে আল্লাহ কর্তৃক মৃত্যুর ফয়সালা হলে যুদ্ধে না গিয়েও জীবন বাঁচানো যাবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ কর্তৃক মৃত্যুর ফয়সালা না হলে যুদ্ধে গেলেও মৃত্যু হবে না।

● ১৫৭ নং আয়াত:

১. শাহাদাত লাভ করতে পারা দুনিয়া ও দুনিয়াস্থ সবকিছু থেকে উত্তম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা সবচেয়ে বড় সম্পদ।

● ১৫৮ নং আয়াত:

স্বাভাবিক মৃত্যু হোক বা অস্বাভাবিক, সর্বাবস্থায় আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। সুতরাং যে মৃত্যুতে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হবে তজ্জন্য সচেষ্ট থাকা প্রত্যেকের কর্তব্য। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾

(১৫৯) তারপর আল্লাহর রহমতেই তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় রয়েছ। আর যদি তুমি হতে রূঢ়, কঠিন হৃদয়, তাহলে অবশ্যই তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা কর, আর কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন (কোন কাজের সংকল্প করে ফেল, তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর। অবশ্যই আল্লাহ (তাঁর প্রতি) ভরসাকারীদেরকে ভালবাসেন।[১]

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٦٠﴾

(১৬০) যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে তোমাদের উপর কেউ জয়ী হবার নেই। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য পরিত্যাগ করেন, তবে তারপর (অর্থাৎ, তিনি ছাড়া) কে এমন আছে, যে তোমাদের সাহায্য করবে? আর আল্লাহর উপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।[২]

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কোমল হৃদয় করেছেন, যার কারণে তারা তোমার হুকুম অমান্য করা সত্ত্বেও আল্লাহর মেহেরবানীতে তুমি তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করেছ। তা না হয়ে তুমি যদি রুক্ষ স্বভাবের অধিকারী হতে, তাহলে তারা তোমার কাছে ঘেঁষতে পারত না। ফলে তারা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যেত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিও, তাদের সান্ত্বনা দানের জন্য তাদের জন্য আমার কাছে মাগফেরাত কামনা কর এবং তাদের সাথে কাজ-কর্মে পরামর্শ কর। পরামর্শের পর যখন কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তদনুযায়ী কাজ করতে তুমি সংকল্প কর তখন আল্লাহর উপর ভরসা করে তা কার্যকর কর। যারা আল্লাহ তাআলার প্রতি ভরসা করে, তাদেরকে তিনি ভালবাসেন।

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, عزم অর্থ কি ? উত্তরে তিনি বলেন, রায়সম্পন্ন লোকদের সাথে পরামর্শ করা এবং তাদের অনুসরণ করা। (ইবনে কাছীর) মাজমাউয যাওয়াইদ গ্রন্থে আছে, হযরত আলী (রা.) জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ ! কুরআন ও হাদীসে কোন ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত না পেলে কি করব ? উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহ-ভীরু বুদ্ধিমান লোকদের সাথে পরামর্শ করবে এবং ব্যক্তি বিশেষের অভিমতকে কার্যকর করবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর প্রতি ভরসা করতে বলা হয়েছে। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যার উপর ভরসা করা যেতে পারে তিনি হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। তাঁর সাহায্যের উপর সমস্ত মুসলমানদের ভরসা করা উচিত। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫৯ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সদাচারের উৎকর্ষ বিবৃত হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. নেতার মধ্যে কমনীয়তা থাকতে হবে, অন্যথায় তিনি অনুসারীদেরকে ধরে রাখতে সক্ষম হবেন না।

৩. নেতার মধ্যে অনুসারীদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করার মত উদারতা থাকতে হবে।

৪. জাতির রায়সম্পন্ন লোকদের সাথে নেতা বা শাসককে পরামর্শ করতে হবে।

৫. কাজের সংকল্প গ্রহণপূর্বক কাজ শুরু করার সময় আল্লাহ তাআলার প্রতি ভরসা করাও অপরিহার্য। শুধু পরামর্শের উপর নির্ভর করা ঠিক নয়।

৬. তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর ভরসা করার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন।

● ১৬০ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও কাছে সাহায্য চাওয়ার অর্থই বঞ্চনা। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ যাকে সাহায্য করেন তাকে পরাজিত করার সাধ্য কারও নেই এবং তিনি কাউকে সাহায্য না করলে তাকে সাহায্য করার মত কোন শক্তি নেই। (প্রাগুক্ত)

৩. আল্লাহর উপর মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ؕ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦١﴾	(১৬১) আর খেয়ানত করা কোন নবীর কাজ নয়।[১] এবং যে লোক খেয়ানত করবে, সে কেয়ামতের দিন সেই খেয়ানতকৃত বস্তু নিয়ে হাজির হবে। অতঃপর প্রত্যেককে, যা সে অর্জন করেছে তা পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।
اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦٢﴾	(১৬২) তবে কি যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে সে তার মত, যে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং জাহান্নামই তার আবাস? এটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।[২]
هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٣﴾	(১৬৩) তারা আল্লাহর নিকট বিভিন্ন স্তরের এবং তারা যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।[৩]
لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٦٤﴾	(১৬৪) আল্লাহ অবশ্যই মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন[৪], যে তাদের কাছে তাঁর (আল্লাহর) আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে, তাদেরকে পরিশোধন করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় এবং নিশ্চিতই তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বদরের গনীমত (যুদ্ধলব্ধ মাল)-এর মধ্য থেকে একটি চাদর পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন কোন এক ব্যক্তি বলেছিল যে, হয়তবা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ চাদরটি নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আবু দাউদ ও আসবাবুন নযূলঃ ওয়াহিদী) এরূপ কথা হয়ত কোন মোনাফেক বলেছিল কিংবা কোন অবুঝ মুসলমান এই মনে করে বলে থাকবে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তা করার অধিকার রয়েছে।

(২) অর্থাৎ, নবী– যিনি সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেন এবং অন্যদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসারী বানাতে চান– তিনি কি তাদের মত কাজ করতে পারেন, যারা আল্লাহর রোষানলে পতিত ও জাহান্নামের ভাগী ? এটা কখনও হতে পারে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

(৩) অর্থাৎ, নবী ও অন্য সাধারণ মানুষ সমান নয়। লোভ-লালসার মত নীচু কাজ নবীদের দ্বারা সংঘটিত হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা সবার সম্পর্কে জানেন যে, কে কোন্ স্তরের এবং তিনি সবার কর্ম প্রত্যক্ষ করেন। সুতরাং যারা এ ধরনের নীচু কাজ করতে পারে তাদের কি তিনি নবুওয়াত দান করতে পারেন? কখনও নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) একজন মানুষকে মানুষের কাছে রসূল হিসাবে প্রেরণ করা আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ। যাতে তাঁকে অনুসরণ করা মানুষের পক্ষে সহজ হয়। পক্ষান্তরে কোন জিন ফেরেশতা প্রেরণ করা হলে মানুষের পক্ষে তাকে অনুসরণ করা সহজ সাধ্য হত না। এ অর্থবোধক আয়াত সূরা বাকারার আরও দু'জায়গায় বর্ণিত হয়েছে যথাঃ ১২৯ ও ১৫১ নম্বর আয়াত দ্রষ্টব্য। আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারটি দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। এক. আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শোনানো, দুই. মু'মিনদের আত্মার পরিশোধন, তিন. কুরআনের অর্থ বর্ণনা, চার. হিকমত শিক্ষা দান। (ফাওয়ায়েদে উছমানী থেকে সংক্ষেপিত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬১ নং আয়াত:

১. কোন নবীর পক্ষে খেয়ানত করা সম্ভব নয়। কারণ নবীগণ মা'সূম বা যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত থাকেন।

২. গনীমতের মাল আত্মসাৎ করা হারাম। এটা কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. হাশরের ময়দানে চোর ও খেয়ানতকারীকে সবার সামনে এমনভাবে লাঞ্ছিত করা হবে যে, তার চুরি ও খেয়ানত করা বস্তু-সামগ্রী তার কাঁধে চাপানো থাকবে।

৪. কেয়ামতের বিচার হবে সম্পূর্ণ ইনসাফপূর্ণ। কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।

● ১৬২ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করা ওয়াজিব। এমনিভাবে তাঁর অসন্তুষ্টির থেকে বেঁচে থাকাও ওয়াজিব। ঈমান ও নেক আমলে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং শির্ক ও গোনাহের কাজে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহর অসন্তোষভাজন ব্যক্তিদের পরিণাম হল জাহান্নাম।

● ১৬৩ নং আয়াত:

১. আমলের হিসাবে আল্লাহ তাআলার কাছে মানুষের বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

২. আল্লাহ বান্দাদের আমল দেখেন। আমল অনুসারে তিনি বান্দাদের স্তর নির্ধারণ করবেন।

● ১৬৪ নং আয়াত:

১. মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় ও মহা নেয়ামত হল ইসলাম। সুতরাং তদনুযায়ী আমল করে সেই নেয়ামতের শোকর আদায় করা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. এই আয়াতে রসূল প্রেরণের তিনটি উদ্দেশ্য বলা হয়েছে:

(এক) কিতাব তেলাওয়াত অর্থাৎ, কুরআনের শব্দ পাঠ ও তার সংরক্ষণ।

(দুই) কিতাব ও হেকমত শিক্ষাদান। এখানে কুরআনের তেলাওয়াতকে কুরআন শিক্ষা দান থেকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হতে বোঝা যায়-অর্থ না বুঝে হলেও তেলাওয়াত করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তা বৃথা নয়, যদিও অর্থ না বুঝে শুধু তেলাওয়াত করে তুষ্ট হয়ে বসে থাকা উচিত নয়।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কারণ, কুরআন অবতরণের আসল লক্ষ্য হল তার প্রদর্শিত শিক্ষার বাস্তবায়ন; যা বোঝা বিহনে সম্ভব নয়। এমনিভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব অর্পন করা থেকে বোঝা যায়– কুরআন হাদীছ শিক্ষা করার জন্য শিক্ষকের আশ্রয়গ্রহণ আবশ্যক।

(তিন) পবিত্রকরণ। এটাকে রসূলের পৃথক কর্তব্য সাব্যস্ত করা থেকে বোঝা যায় যে, গুরুজনের অধীনে শিক্ষণীয় বিষয়ের অনুশীলন গড়ে তুলতে হবে। তাসাওউফ ও সুলূকের লাইনে কামেল পীর তথা শায়খে তরীকতের কাজও এটাই। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. আল কুরআন ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তার ব্যাখ্যা তথা সুন্নাহর জ্ঞান সমস্ত জ্ঞান অপেক্ষা অধিক মর্যাদাপূর্ণ। কেননা, এ জ্ঞান শিক্ষা দানই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মূল দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

৪. কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান গোমরাহী থেকে মুক্তি দেয়।

(১৬৫) আর কি ব্যাপার! যখন তোমাদের উপর এমন মুসীবত এল অবশ্যই যার দ্বিগুণ (মুসীবত) তোমরা ঘটিয়েছ[১] তখন তোমরা বললে, এটা কোথা থেকে এল? তুমি বলে দাও এটা[২] তোমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে।[৩] নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়েই সর্বশক্তিমান।	اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝
(১৬৬) আর দু'টি দল পরস্পরের মুখোমুখী হওয়ার দিন তোমাদের উপর যে বিপদ ঘটেছে তা আল্লাহর হুকুমেই।[৪] এবং (এটা আপতিত হয়েছে) যেন তিনি মু'মিনদেরকে জেনে নেন।	وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝
(১৬৭) এবং যেন মুনাফেকদেরকে জেনে নেন।[৫] আর তাদেরকে বলা হল, আসো আল্লাহর রাহে লড়াই কর অথবা প্রতিরোধ কর।[৬] তারা বলল, যদি আমরা যুদ্ধ জানতাম তবে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করতাম।[৭] তারা সেদিন ঈমান অপেক্ষা কুফরীর অধিক নিকটবর্তী ছিল।[৮] তারা তাদের মুখে বলে যা তাদের অন্তরে নেই। আর তারা যা গোপন রাখে আল্লাহ তা সবিশেষ অবগত।[৯]	وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ۝
(১৬৮) যারা তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলে, অথচ তারা (ঘরে) বসে রয়েছে-"যদি তারা আমাদের কথা মত চলত, তাহলে তারা নিহত হত না। তুমি (তাদেরকে) বলে দাও, তাহলে (এবার) তোমরা তোমাদের নিজেদের থেকে মৃত্যুকে হটাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) প্রথমে ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও তার ক্ষমার কথা আলোচিত হয়েছে। এ আয়াতে পুনরায় ওহুদের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে। অর্থাৎ, তোমরা ওহুদ যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এবং সত্তরজন শহীদ হওয়ার কারণে বলছ, এ মুসীবত কোথা থেকে এল? অথচ তোমাদের ভেবে দেখা উচিত যে, তোমরা যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ কাফেররা বদর যুদ্ধে তোমাদের হাতে তার চেয়ে দ্বিগুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধে তোমাদের কেবল সত্তর জন শহীদ হয়েছেন। পক্ষান্তরে বদরে তাদের সত্তরজন নিহত ও সত্তর জন আহত হয়েছে। তাছাড়া ওহুদে প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের বিশজনের বেশী লোক নিহত হয়েছে। সুতরাং অভিযোগের স্বরে এ প্রশ্ন করা তোমাদের উচিত নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী থেকে সংক্ষেপিত)

(২) অর্থাৎ, পরাজয়। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, তোমদেরই কর্মদোষে তোমরা এ মুসীবতে পতিত হয়েছ। তোমরা আবেগের বশীভূত হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ গ্রহণ না করে নিজেদের পছন্দ মোতাবেক মদীনার বাইরে রণক্ষেত্র স্থির করেছ। উপরন্তু কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তীরন্দাজ দলটি তাদের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছেড়ে দিয়েছে, তৃতীয়তঃ এক বছর পূর্বে যখন বদরের বন্দীদের ব্যাপারে তোমাদেরকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল যে, হয় তাদেরকে হত্যা করে ফেল, না হয় তাদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও। তবে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিলে আগামীতে তোমাদেরও এ পরিমাণ লোক শহীদ হবে, তোমরা এ শর্ত মেনে নিয়ে মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছ। এখন সেই শর্ত পূর্ণ হয়েছে। অতএব আশ্চর্যবোধ করার কী আছে ? এটা তো স্বয়ং তোমরাই মেনে নিয়েছ।
(ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) আল্লাহ তা'আলা যখন যাকে ইচ্ছা বিজয়ী এবং যাকে ইচ্ছা পরাজিত করেন। পরাজিত এজন্য করেন না যে, তিনি তখন তাকে বিজয়ী করতে সক্ষম নন, বরং কারণ এই যে, তোমাদের কৃতকর্মের ফলে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, পুরোপুরি বিজয় দান করা সমীচীন নয়। মোটকথা যা হয়েছে, আল্লাহর হুকুমেই হয়েছে, তবে তার পেছনে কারণ ছিলে তোমরাই। (প্রাগুক্ত)

(৫) এসব মুসীবত নিপতিত হওয়ার পেছনে রহস্য ছিল এই যে, যাতে একদিকে প্রত্যেক নিষ্ঠাবান মু'মিনের ঈমান ও ইখলাস এবং অপরদিকে প্রত্যেক মুনাফেকের মুনাফেকী জনসমক্ষে পরিষ্কার হয়ে ওঠে এবং খাঁটি-অখাঁটি আর ভেজাল-নির্ভেজালের মাঝে কোন রকম মিশ্রণ না থাকে।
(প্রাগুক্ত)

(৬) যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে মুনাফেক নেতা আব্দুল্লাহ ইব্নে উবাই যখন তিনশ' লোক সাথে নিয়ে রণাঙ্গন থেকে ফিরে যেতে লাগল, তখন তাকে বলা হল, যুদ্ধ শুরু হওয়ার এ মুহূর্তে কোথায় যাচ্ছ? আস প্রকৃত মুসলমান হলে আল্লাহর রাহে লড়াই কর, তা না হয় কমপক্ষে শত্রুদেরকে প্রতিহত করার কাজে অংশ গ্রহণ কর। অর্থাৎ, দলে শরীক থাক, যাতে শত্রুবাহিনীর উপর সংখ্যাধিক্যের প্রভাব পড়ে। অথবা দ্বীনের স্বার্থে আল্লাহর পথে লড়াই যদি না–ও কর তবে দেশ ও জাতীয় স্বার্থে কিংবা নিজেদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির সংরক্ষণের জন্য শত্রু বাহিনীকে প্রতিহত কর। কেননা শত্রু বাহিনী যদি

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বিজয় লাভ করে তাহলে প্রতিশোধ নেয়ার সময় কে মু'মিন আর কে মুনাফেক সে বিচার করবে না। সাধারণ মুসলমানদের মত তোমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (প্রাগুক্ত)

(৭) অর্থাৎ, যদি আমরা যুদ্ধবিদ্যা জানতাম অথবা যুদ্ধ সংঘটিত হবে জানতাম, তাহলে তোমাদের সাথে যেতাম। (আল কুরআনুল কারীমের টীকা নং ২৪৬ ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৮) মুনাফেকরা অন্তরের দিক থেকে ছিল কাফের; কিন্তু মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করত। এই মৌখিক ইসলামের কারণে তারা মুসলমানদের সাথে মিলে মিশে থাকত। কিন্তু ওহুদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদেরকে ছেড়ে চলে যাওয়া এবং মিথ্যা অজুহাত দেখানোর কারণে ভালভাবে তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গেছে। বস্তুতঃ সে দিন তারা প্রকাশ্যেও ঈমান অপেক্ষা কুফরীর অধিক নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং নিজেদের কাজ-কারবারে মুসলমানদের ক্ষতি ও কাফেরদের সহযোগিতা করেছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৯) অর্থাৎ, তারা মুখে বলে, যদি আমরা যুদ্ধ হবে জানতাম, তাহলে তোমাদের অনুসরণ করতাম; কিন্তু তারা তাদের অন্তরের কথা সুস্পষ্টভাবে বলে না। প্রকৃতপক্ষে তাদের মনে ছিল মুসলমানরা পরাজিত ও লাঞ্ছিত হোক, আমরা আনন্দে বগলবাদ্য করব। আল্লাহ তাদের অন্তরের কথা ভালভাবে জানেন। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬৫ নং আয়াত:

১. বিপদ-মুসীবত গোনাহের ফল। (আইসারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

● ১৬৬-১৬৭ নং আয়াতদ্বয়:

১. পৃথিবীতে যে কোন ঘটনা সংঘটিত হয়, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অনাদিকাল থেকে অবগত রয়েছেন। তার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ঘটনাই সংঘটিত হয় না। (প্রাগুক্ত)

২. বিপদ-মুসীবত দ্বারা ঈমানের পরীক্ষা নেয়া হয়।

৩. জেহাদ থেকে পলায়নপরতা মুনাফেকদের খাসলত।

৪. "তারা সেদিন ঈমান অপেক্ষা কুফরীর অধিক নিকটবর্তী ছিল।" এ থেকে বোঝা যায়- কখনও মানুষ এমন কথা বলে বসে অথবা এমন ধারণা করে বসে, যদ্বারা সে কুফরীর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে যায়। (প্রাগুক্ত)

৫. মুনাফেকরা মুখে এক মনে আরেক।

৬. আল্লাহ মনের গোপন বিষয় সম্বন্ধেও অবগত। সুতরাং মুখে ঈমান প্রকাশ আর অন্তরে কুফর প্রচ্ছন্ন থাকলে আল্লাহর কাছে তা গোপন থাকবে না।

● ১৬৮ নং আয়াত:

১. সতর্কতা তাকদীরের ফয়সালাকে খণ্ডন করতে পারে না। (প্রাগুক্ত)

২. মৃত্যুকে কেউ কখনও প্রতিহত করতে পারে না, মৃত্যু ঘরেও আসবে যুদ্ধ ক্ষেত্রেও আসবে। অতএব প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন অর্থহীন।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿١٦٩﴾	(১৬৯) আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়েছে, তাদেরকে তুমি কখনই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত, তাদের রবের নৈকট্যপ্রাপ্ত[১], তারা (জান্নাত থেকে) জীবিকা প্রাপ্ত হয়।[২]
فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٧٠﴾	(১৭০) আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে তারা আনন্দিত। আর যারা তাদের পেছনে এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে এই জন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।
يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٧١﴾	(১৭১) তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের দরুণ আনন্দ প্রকাশ করে এবং এ জন্য (আনন্দ প্রকাশ করে) যে, আল্লাহ মু'মিনদের আমলের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) عند ربهم -এর এরূপ তর্জমা করার ভিত্তি হল তাফসীরে আবুস-সুউদে বলা হয়েছে, المراد بالعندية التقرب والزلفى বয়ানুল কুরআনেও অনুরূপ তর্জমা করা হয়েছে।

(২) بل احياء عند ربهم يرزقون -এখানে এটিকে দুটি বাক্য ধরে নিয়ে তর্জমা করা হয়েছে। এটিকে তিনটি বাক্য ধরে নিলে তর্জমা হবে নিম্নরূপ- বরং তারা জীবিত, তাদের রবের নৈকট্যপ্রাপ্ত, তারা জীবিকাপ্রাপ্ত হয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬৯-১৭১ আয়াতসমূহ:

১. শহীদগণ জীবিত। উল্লেখ্য শহীদ এবং মু'মিনগণ সকলেই জান্নাতে জীবিত থাকেন, তবে শহীদদের জীবন অধিকতর স্বাচ্ছন্দময়।

২. শহীদগণ জান্নাতে রিযিক প্রাপ্ত হন।

৩. শহীদগণ যেসব মু'মিনদেরকে ঈমানের অবস্থায় ও জেহাদে ব্যাপৃত রেখে গেছেন, তাদের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করেন এ জন্য যে, তারাও যখন মৃত্যুর পর অন্যান্য শহীদদের সাথে মিলিত হবে তখন তারাও অন্যান্য শহীদদের ন্যায় এসব নেয়ামত ও সম্মান লাভ করবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. নেককার মু'মিন যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার কোন ভয় থাকে না এবং তাকে কোন দুঃখ-বেদনা স্পর্শ করে না। (প্রাগুক্ত)

৫. আল্লাহ মু'মিনদের নেক আমলের পুরোপুরি পুরস্কার দান করবেন।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(১৭২) যখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা নেক কাজ করে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে চলে, তাদের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান।[১]	اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٢﴾
(১৭৩) যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, ঐ লোকেরাতো তোমাদের বিরুদ্ধে জমায়েত হয়েছে; সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর; তখন (একথা) তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করেছে। এবং তারা বলেছে, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট; আর তিনি কত উত্তম কার্য নির্বাহক।[২]	اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٣﴾
(১৭৪) অতঃপর তারা আল্লাহর মহা নেয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এল, এমতাবস্থায় যে, কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগত রয়েছে। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।[৩]	فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿١٧٤﴾
(১৭৫) নিঃসন্দেহে সেই (সংবাদদাতা) ব্যক্তি শয়তান। সে (তোমাদেরকে) তার বন্ধুদের ভয় দেখায়; সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না; বরং আমাকে ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হও।[৪]	اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۖ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٥﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আবূ সুফইয়ান ওহুদ থেকে মক্কায় ফিরে যাওয়ার কালে ভাবল যে, আমরা ভুল করে এসেছি। পরাজিত ও আহত মুসলমানদেরকে এভাবেই ছেড়ে এলাম! তাই তারা পরামর্শ করে পুনরায় মদীনায় এসে আক্রমণ করার ইচ্ছা করল। যাতে মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দেয়া যায়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ পেয়ে ঘোষণা করলেন যে, যারা গতকাল আমাদের সাথে যুদ্ধে শরীক ছিল, তারা আজ শত্রুদের ধাওয়া করার জন্য প্রস্তুত হও। মুসলমান মুজাহিদ সদ্য আঘাত প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দিয়ে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাহিদগণকে সাথে নিয়ে মদীনা থেকে আট মাইল দূরে 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থানে পৌছেন। মুসলমানগণ শত্রুদের ধাওয়া করার জন্য মদীনা থেকে বের হয়েছেন, এ খবর শুনে আবূ সুফইয়ানের মনে ভীতি সঞ্চারিত হল। ফলে সে পুনরায় আক্রমন করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে মক্কায় চলে গেল। এ প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তবে আয়াতের শানে নুযূলের ব্যাপারে ভিন্ন মতও রয়েছে। (দ্রঃ ফাওয়ায়েদে উছমানী)

উল্লেখ্য, উক্ত আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে যারা নেক কাজ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। এটা কেবল প্রশংসার জন্যই বলা হয়েছে। অন্যথায় সকল সাহাবায়ে কেরামই উক্ত গুণে গুণান্বিত ছিলেন (প্রাগুক্ত)

(২) অর্থাৎ, আবূ সুফইয়ান মদীনায় পুনরায় আক্রমন করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে মক্কায় ফিরে যাওয়ার সময় পথে আব্দুল কায়স গোত্রের একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সাক্ষাৎ পেল। তারা মদীনায় যাচ্ছিল। আবূ সুফইয়ান তাদেরকে কিছু বিষয় সামগ্রী দিয়ে এজন্য উদ্বুদ্ধ করল যে, তারা যেন মদীনায় পৌছে এমন সংবাদাদি ছড়ায়, যার ফলে মুসলমানরা ভীত হয়ে পড়ে। তারা মদীনায় এসে বলতে শুরু করল যে, মক্কাবাসীরা বিশাল বাহিনী ও অস্ত্র-সস্ত্র সহকারে মুসলমানদের নির্মূল করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এ সংবাদ শুনে মুসলমানদের ঈমানী চেতনা আরও বৃদ্ধি পেল এবং তারা কাফেরদের বিশাল বাহিনীর কথা শুনে বলতে লাগল আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কার্যনির্বাহক। এ আয়াতে উক্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, মুসলমানরা তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থানে পৌছলেন। কিন্তু সেখানে যেহেতু কাফের বাহিনী আসেনি, তাই মুসলমানরা অন্য একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে বেচা-কেনা করে বেশ লাভবান হলেন এবং জেহাদের ছওয়াব হাসিল করে সহী-সালামতে বাড়িতে ফিরে এলেন। এ আয়াতে এর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(৪) এ আয়াতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মক্কার দিক থেকে এসে ভীতির সংবাদাদি ছড়ায়, সে শয়তান অথবা শয়তানের প্ররোচনায় এরূপ কাজ করছে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার স্বদলীয় লোকদের ভয়-ভীতি তোমাদের মাঝে সঞ্চারিত করা। সুতরাং তোমারা যদি মু'মিন হও তবে এসব শয়তানের মোটেই পরোয়া করো না; বরং কেবল আমাকেই ভয় কর। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭২ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে সাধারণ মুসলমানের উপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবী-দের মর্যাদা ও আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁদের সম্মান বিধৃত হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. নেক কাজ ও তাকওয়ার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। এ দু'টি বিষয় সর্বপ্রকার কল্যাণের চাবিকাঠি। (প্রাগুক্ত)

● ১৭৩ নং আয়াত:

১. বিপদ-আপদের মুহূর্তে আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে।

২. আয়াতে حسبنا الله ونعم الوكيل "আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট; এবং তিনি কত উত্তম কর্ম বিধায়ক" এ বাক্যটির গুরুত্বের প্রতি ইংগিত রয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বাক্যটি বলেছেন এবং তাঁর পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.) এ বাক্য ব্যবহার করেছেন। (আইছারুত্তাফাসীর) দুশ্চিন্তা ও বিপদাপদের সময় এ বাক্যটি পাঠের উপকারিতা পরীক্ষিত। (মাআরিফুল কুরআন)

● ১৭৪ নং আয়াত:

১. সম্পদ আল্লাহর অনুগ্রহ।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করতেন।

৩. আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

● ১৭৫ নং আয়াত:

১. কাফেররা শয়তানের দোসর।

২. কাফেররা মু'মিনদেরকে তাদের দোসরদের ভয় দেখায়। সুতরাং মু'মিনদের কর্তব্য আল্লাহ তাআলা ব্যতীত জীবনে কাউকে ভয় না করা। মু'মিনগণ আল্লাহরই আনুগত্য করবে, তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখবে। তিনিই তাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই তাদের উত্তম কর্ম বিধায়ক।

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۭ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٦﴾

(১৭৬) যারা ছুটে গিয়ে কুফ্‌রীতে পতিত হয়, তারা যেন তোমাকে চিন্তান্বিত করে না তোলে। তারা তো কখনও আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ চান যে, তাদের জন্য আখেরাতে (কল্যাণের) কোন অংশ রাখবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।[১]

اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٧﴾

(১৭৭) নিশ্চয় যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফ্‌রী ক্রয় করেছে তারা কখনও আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[২]

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ۭ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٧٨﴾

(১৭৮) যারা কুফ্‌রী করে, তারা যেন কখনও ধারণা না করে যে, আমি যে তাদেরকে অবকাশ দিয়ে দেই, তা তাদের নিজেদের জন্য কল্যাণকর। আমিতো কেবল তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়। আর অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।[৩]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, শয়তানের ধমকে মু'মিনরা ভয় করে না, তবে মুনাফেকরা শয়তানের কথা শুনে কুফ্‌রীর প্রতি ধাবিত হয়। তুমি এসব অভিশপ্ত মুনাফেকদের কাজ-কারবারে চিন্তিত ও দুঃখিত হবে না। তারা আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তারা নিজেদেরই ক্ষতি করছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরকালের প্রকৃত সফলতা থেকে বঞ্চিত রাখবেন এবং তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, যারা ঈমানের অনুকূল স্বভাবকে পরিবর্তন করে কুফ্‌রী গ্রহণ করেছে তারা ইয়াহুদী হোক বা খৃষ্টান কিংবা মুশরিক বা মুনাফেক অথবা অন্য কোন সম্প্রদায়, তারা সবাই মিলে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না; বরং তারা নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুঠারাঘাত করছে। এর ফলাফল হবে অত্যন্ত মর্মন্তুদ শাস্তি। (প্রাগুক্ত)

(৩) কাফেররা সম্ভবতঃ তাদের দীর্ঘ বয়স, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেখে মনে করেছিল যে, আমরা যদি এতই অভিশপ্ত ও বিরাগভাজন হতাম, তবে আমাদেরকে কেন এত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অবকাশ দেয়া হল? তাদের এ মনোভাবের উত্তরে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ অবকাশ দান তাদের জন্য কল্যাণকর নয়; বরং তাদেরকে এ অবকাশ দেয়া হয়েছে যাতে তারা স্বাধীনভাবে প্রাণভরে মজা উড়িয়ে নেয় এবং পাপের ভাণ্ডার ভারী করে তোলে। তারা ভাবছে যে, তারা অত্যন্ত সম্মানের সাথে রয়েছে, অথচ তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭৬-১৭৭ নং আয়াতদ্বয়:

১. কোন কাফেরের কুফ্‌রী এবং পাপাচারীর পাপের কারণে কোন মু'মিনের চিন্তান্বিত হওয়া উচিত নয়। কেননা, এসব আল্লাহ তাআলার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা কাফের ও পাপাচারীকে তাঁর ইনসাফ অনুযায়ী শাস্তি দিবেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. পরকালে কাফেরদের জন্য সুখ-শান্তির কোন হিস্‌সা থাকবে না। বরং তাদের জন্য থাকবে শুধু শাস্তি আর শাস্তি।

● ১৭৮ নং আয়াত:

১. কাফেরদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত এক প্রকারের অবকাশ। এটা কেবল দুনিয়ার অবকাশ, পরকালে তারা কোন রকম ছাড় পাবে না। সুতরাং এ অবকাশের কারণে কোন মু'মিনের প্রতারিত হওয়া উচিত নয়।

২. পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও ধন-সম্পদ প্রাপ্তি পরীক্ষা স্বরূপ হয়ে থাকে, এটা আল্লাহর প্রিয় হওয়ার প্রমাণ নয়।

৩. কাফেরদের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে।

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰي مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۭ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَي الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۠ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٩﴾

(১৭৯) আল্লাহ মুমিনদেরকে যে অবস্থায় তারা রয়েছে তার উপর ছেড়ে দেবার নন, যে পর্যন্ত না মন্দকে ভাল থেকে পৃথক করে দেন। এবং আল্লাহ তোমাদেরকে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করবার নন, তবে আল্লাহ তাঁর রসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন।[১] সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান আন। আর যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে চল, তবে অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান।[২]

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٨٠﴾

(১৮০) আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তারা যেন কখনও মনে না করে যে, এটা (কার্পণ্য) তাদের জন্য মঙ্গলজনক; বরং এটা তাদের জন্য অমঙ্গলজনক। যা নিয়ে তারা কার্পণ্য করে, অবশ্যই তাদের গলায় তা বেড়িরূপে পরিয়ে দেয়া হবে কেয়ামতের দিন।[৩] আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহর।[৪] আর তোমরা যাই কর সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক অবহিত।[৫]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, অনেক কাফের কপটতার আশ্রয় নিয়ে প্রতারণার উদ্দেশ্যে কালেমা পড়ে মুসলমানদের সাথে মিলে মিশে থাকত। তাদের বাহ্যিক চাল-চলন দৃষ্টে তাদেরকে মুনাফেক বলা মুশকিল ছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা নয় যে, মুনাফেক ও মুসলমানরা এভাবে মিশ্রিত হয়ে থাকুক। অতএব খাঁটিকে ভেজাল থেকে এবং ভালকে মন্দ থেকে পৃথক করার জন্য কিছু পরীক্ষামূলক ঘটনা ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পরীক্ষা ছাড়াও মুনাফেকদের নাম ও কর্ম সম্পর্কে সমস্ত মুসলমানকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করে দেয়া সহজ ছিল। কিন্তু সমস্ত মানুষকে এ ধরনের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করা সমীচীন নয়। তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূলকে মনোনীত করে যতটুকু গোপন বিষয়াদি জানাবার ইচ্ছা জানিয়ে দেন। সারকথা এই যে, সাধারণ মানুষকে কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে গায়েব তথা অদৃশের সংবাদাদি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অবহিত করেন না। নবীগণকে অবহিত করা হয়, তবে যতটুকু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ততটুকুই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী থেকে সংক্ষেপিত)

(২) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা নবীগণকে গায়বের বিষয়াদি জানিয়ে থাকেন। এটা নবীগণের সাথে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সম্পর্ক। পক্ষান্তরে ভালকে মন্দ থেকে পৃথক করার জন্য আল্লাহ তা'আলার একটি সাধারণ রীতি রয়েছে। এ ব্যাপারে তোমাদের বেশী মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। তোমাদের কাজ হবে, আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথায় বিশ্বাস রাখা এবং তাক্ওয়া ও পরহেযগারী অবলম্বন করা। যদি এ দু'টি কাজ করতে পার, তবে তোমাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। (প্রাগুক্ত)

(৩) আলোচ্য সূরার শুরুতে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। তারপর বিশেষ প্রাসঙ্গিকতার কারণে ওহুদ যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এখান থেকে পুনরায় আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী খৃষ্টানদের আলোচনা করা হচ্ছে। আহলে কিতাবের মধ্যে আবার ইয়াহুদীরা ছিল

অধিক জঘন্য ও ক্ষতিকর। অধিকাংশ মুনাফেকও ছিল ইয়াহুদী। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা যে, তিনি মন্দকে ভাল থেকে পৃথক করবেন। কাজেই শারীরিক জেহাদ দ্বারা যেমন ভাল থেকে মন্দ পৃথক হয়ে যেত, তেমনি আর্থিক জেহাদ তথা আল্লাহর রাহে দান করার সময়ও খাঁটি অখাঁটি থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক হয়ে যেত। তাই বলা হয়েছে যে, ইয়াহুদী মুনাফেকরা যেমন শারীরিক জেহাদ থেকে পালায়ন করে, তেমনি তারা আল্লাহর রাহে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার সময়ও পালিয়ে থাকে। কিন্তু জেহাদে শরীক না হয়ে দুনিয়াতে কিছুদিন অবকাশ লাভ করা যেমন তাদের জন্য কল্যাণকর নয়, তেমনি কৃপনতা করে অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করাতে তাদের কোন উপকার হবে না। দুনিয়াতে কোন মুসীবত না এলেও কিয়ামতের দিন অবশ্যই এসব সঞ্চিত ধন-সম্পদ আযাব স্বরূপ তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরিয়ে দেয়া হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, অবশেষে তোমরা মরে যাবে এবং সমস্ত ধন-সম্পদ তাঁর হয়ে যাবে, যিনি প্রথম থেকে এসব ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক ছিলেন। মানুষ নিজ ইচ্ছায় দিলে ছওয়াব পাবে। অন্যথায় সবকিছু একদিন আল্লাহর মালিকানায় চলে যাবে। (প্রাগুক্ত)

(৫) কার্পন্য বা বদান্যতা যা-ই কর এবং যে নিয়তেই কর আল্লাহ তাআলা সবই জানেন। সে মোতাবেক তিনি প্রতিদান দিবেন। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭৯ নং আয়াত:

১. আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে কষ্ট দেয়ার একটি রহস্য মুনাফেক থেকে মু'মিনকে পৃথক করা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. গায়েবের খবর একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। কোন মাখলুক এ সম্পর্কে অবগত নয়। তবে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ প্রয়োজনে তাঁর রসূলগণকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৩. আয়াতে আল্লাহ, আল্লাহর রসূলের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৪. জান্নাতের বিনিময় হল ঈমান ও তাক্ওয়া। (প্রাগুক্ত)

● ১৮০ নং আয়াত:

১. সম্পদ নিয়ে কার্পন্য করা সম্পদের মালিকের জন্য ক্ষতিকর; এটা তার জন্য কল্যাণকর নয়, যেমন কৃপনরা ধারণা করে থাকে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. যাকে ধন-সম্পদ দেয়া হয় সে যদি উক্ত ধন-সম্পদের হক আদায়ে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাকে কেয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। (প্রাগুক্ত)

৩. আসমান ও জমিনের সবকিছুর মালিক আল্লাহ তা'আলা। অতএব সম্পদের প্রকৃত মালিকও তিনি। সুতরাং মালিকের নির্দেশ মোতাবেক সম্পদ ব্যয় করা হবে– এতে কার্পণ্য করার কী আছে? (এ নিয়ে কার্পণ্য করা বোকামী।)

৪. আল্লাহ তা'আলা বান্দার সমস্ত আমলের খবর রাখেন। সেমতে যে যা ব্যয় করবে তিনি তা অবগত এবং সে মোতাবেক তার পুরস্কার দান করবেন।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿١٨١﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿١٨٢﴾ اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ۭ قُلْ قَدْ جَاۗءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٨٣﴾ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاۗءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿١٨٤﴾

(১৮১) নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে যে, আল্লাহ তো হচ্ছেন দরিদ্র আর আমরা ধনবান।[১] আমি অবশ্যই[২] তাদের উক্তি এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় লিখে রাখছি।[৩] আর আমি বলব, তোমরা জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন কর।

(১৮২) এ (শাস্তি) হল তোমাদের কৃতকর্মের কারণে।[৪] নিঃসন্দেহে আল্লাহ বান্দাদের প্রতি[৫] জালেম নন।

(১৮৩) (তারা এমন লোক) যারা বলে, আল্লাহ তো আমাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন যে, আমরা যেন কোন রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাদের কাছে এমন কুরবানী উপস্থিত না করবে যাকে আগুন গ্রাস করে নিবে।[৬] তুমি (তাদেরকে) বলে দাও, আমার পূর্বে বহু রসূলতো স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এবং তোমরা যা (মু'জিযা) আব্দার করেছ তা সহ তোমাদের কাছে এসেছিলেন; তবে কেন তাদেরকে হত্যা করেছিলে যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক?

(১৮৪) সুতরাং তারা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে, তবে (তুমি দুঃখিত হয়ো না।[৭] কারণ) তোমার পূর্ববর্তী বহু রসূলকেও তো মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা নিদর্শনসমূহ, সহীফা[৮] এবং দীপ্তিমান কিতাব নিয়ে এসেছিল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কুরআনে কারীম থেকে যাকাত ও সদকার বিধি-বিধান বর্ণনা করলেন এবং আল্লাহ তাআলা যখন ঘোষণা করলেন যে, কে আছে আমাকে উত্তম ঋণ দান করবে (২ঃ ২৪৫) তখন ইয়াহুদীরা বিদ্রূপ করতে লাগল এই বলে যে, আল্লাহ গরীব হয়ে গেছেন। কারণ, তিনি আমাদের কাছে ঋণ চাচ্ছেন, পক্ষান্তরে আমরা হলাম বিত্তশালী। অথচ প্রকাশ্য

কথা যে, যাকাত সদকা কিছুই আল্লাহর কোন কাজে আসে না। এর দ্বারা মানুষের পার্থিব এবং পরকালীন উপকার সাধিত হয়। যাহোক ইয়াহুদীদের এসব কথার জবাবেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) سنكتب শব্দের س বর্ণটি تاكيد -এর জন্য। (আবুস-সুঊদ)

(৩) ইয়াহুদী সম্প্রদায় কর্তৃক পূর্ববর্তী নবীদেরকে হত্যার বিষয়টি এখানে উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, এরা এমন সম্প্রদায় যারা বহু নবীকে পর্যন্ত অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। সুতরাং এমন লোকদের দ্বারা কোন নবীর প্রতি মিথ্যারোপ ও উপহাস করা মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) بما قدمت ايديكم যা তোমাদের হাত পূর্বে পাঠিয়েছে তার কারণে অর্থাৎ, তোমাদের কৃতকর্মের কারণে।

(৫) প্রশ্ন হতে পারে যে, ظلام শব্দটি مبالغة -এর। যার অর্থ অধিক জুলুমকারী। আল্লাহ তাআলা ظلام নন অর্থাৎ, অধিক জুলুমকারী নন। তবে কি অল্প-স্বল্প জুলুম করেন? এর উত্তর হল, আল্লাহ তাআলা যেহেতু জুলুম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, সেহেতু তাঁর পক্ষ থেকে সামান্য জুলুমও অধিক জুলুম এর মত। সুতরাং আল্লাহ তাআলা ظلام নন অর্থাৎ, সামান্যতম জুলুমও তিনি করেন না। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) পূর্ববর্তী নবীদের সময় সদকার বস্তু-সামগ্রী কোন মাঠে বা পাহাড়ে রেখে দেয়ার নিয়ম ছিল, তখন আকাশ থেকে একটা আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত। এটাই সদকা কবুল হওয়ার লক্ষণ বলে গন্য হত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর উম্মতকে আল্লাহ এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, সদকার বস্তু আগুনের গ্রাসে পরিণত করার পরিবর্তে গরীব-দুঃখীদেরকে দান করা হয়। ইয়াহুদীরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি এধরনের মু'জেযা কামনা করে বলতে লাগল যে, যাদের এরূপ মু'জেযা না থাকে তাদেরকে নবী স্বীকার করতে আল্লাহ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। (মাআরিফুল কুরআন)

(৭) "তুমি দুঃখিত হয়ো না" বাক্যটি شرط -এর جزاء যা এখানে উহ্য আছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৮) زبر শব্দটি زبور এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ নিষেধ করা। পরিভাষায় আসমানী কিতাবকে زبر বলা হয়। কারণ হল, আসমানী কিতাবসমূহে বর্ণিত উপদেশাবলী মানুষকে অন্যায় অপকর্ম থেকে বিরত রাখে, নিষেধ করে। আলোচ্য আয়াতে زبر শব্দটি প্রদীপ্ত কিতাব তথা বড় কিতাবের বিপরীতে আসায় প্রমাণিত হয় যে, এখানে زبر দ্বারা আসমানী সহীফা বা ছোট কিতাবসমূহকে বুঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৮১ নং আয়াত:

১. ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় ও বক্তব্যের বিকৃত উপস্থাপন এবং অপব্যাখ্যার মাধ্যমে তাঁকে ঠাট্টার বিষয়ে পরিণত করা এবং বিতর্কিত করে তোলা ইসলামের শত্রুদের অনেক পুরাতন কৌশল।

২. এরূপ কর্মের জন্য পরকালে শাস্তি হবে।

৩. ইয়াহুদীরা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলদের সাথে বেয়াদবী করত।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

৪. মানুষের বক্তব্য ও কর্মের বিবরণ লিখে রাখা হয়। কেরামান কাতিবীন এই লেখার কাজ সম্পন্ন করেন।

৫. অত্র আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সমকালীন ইয়াহুদীদেরকে নবীদের হত্যার অপরাধে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ হযরত ইয়াহইয়া (আ.) ও হযরত ইলিয়াস (আ.) প্রমুখ নবীদেরকে হত্যা করেছিল পূর্ববর্তী ইয়াহুদীরা। এর কারণ হল, মদীনার ইয়াহুদী-রাও তাদের পূর্ববর্তী ইয়াহুদীদের সে কাজের ব্যাপারে সম্মত ও আনন্দিত ছিল বলে তারাও সেই হত্যাকারীদের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় কুফরী ও পাপের ব্যাপারে মনে প্রাণে সম্মত থাকাও মহাপাপ। (মাআরিফুল কুরআন)

● ১৮২ নং আয়াত:

১. কর্মের ভিত্তিতেই পরকালে মানুষের শাস্তি নির্ধারিত হবে।

২. পরকালে কারো প্রতি অন্যায়ভাবে শাস্তি আরোপ করা হবে না।

● ১৮৩ নং আয়াত:

১. ইয়াহুদীদের এই দাবী মিথ্যা যে, "আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন আমরা যেন কোন রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাদের কাছে এমন কুরবানী উপস্থিত না করবে যাকে আগুন গ্রাস করে নিবে।"

২. ইয়াহুদীদের পক্ষ থেকে মু'জেযা দেখানোর দাবী আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, অলৌকিক ঘটনাবলী এবং কারামত প্রকাশিত হওয়া সত্যের মাপকাঠি নয়। বর্তমান সময়ে যারা এরূপ মনে করে তাদের এই আয়াতটি ভেবে দেখা উচিত। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. ইয়াহুদীরা নবীদেরকে হত্যা করার মত জঘন্য অপরাধে অপরাধী।

● ১৮৪ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তা'আলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এই বলে যে, পূর্ববর্তী যেসব নবীকে আমি মু'জেযা দান করেছিলাম তাদেরকেও ইয়াহুদীরা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল। কাজেই তোমাকে যদি তেমন করে তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

২. নবীগণ যথেষ্ট মু'জিযা ও প্রমাণাদি আনয়ন করা সত্ত্বেও ইয়াহুদীরা মিথ্যারোপ করেছে। এতে প্রমাণিত হয়, ইসলাম বিরোধীরা বিভিন্ন ছুতোয় ইসলামের বিরোধিতা করবেই। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করার অবকাশ নেই।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿١٨٥﴾

(১৮৫) প্রতিটি প্রাণ (ধারী)ই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী। আর কেয়ামত দিবসেই[১] তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। অতএব যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হল এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হল সে সফলকাম হল। আর পার্থিব জীবন ধোকার সামগ্রী ব্যতীত কিছুই নয়।[২]

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۫ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٨٦﴾

(১৮৬) অবশ্যই তোমাদের ধন-সম্পদ এবং জীবন সম্বন্ধে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। আর অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব থেকে এবং মুশরিকদের কাছ থেকে তোমরা শুনবে বহু কষ্টদায়ক কথা। আর (এ অবস্থায়) যদি তোমরা সবর কর৩ এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে অবশ্যই তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) اِنَّمَا শব্দটি আসার ফলে এখানে حصر হয়েছে। অর্থাৎ, কেয়ামতের দিবসেই কেবল মু'মিনদেরকে পরিপূর্ণভাবে তাদের পুরস্কার দেয়া হবে। অবশ্য পৃথিবীতে এবং কবরের মধ্যেও তাদের প্রতিফল দেয়া হয়ে থাকে। তবে তা পূর্ণাঙ্গ নয়, আংশিক মাত্র। (বয়ানুল কুরআন)

(২) পার্থিব সম্পদকে "ধোঁকা" বলা হয়েছে এ কারণে যে, মানুষ পার্থিব ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়ে পরকালকে ভুলে বসে এবং দুনিয়াকেই তার স্থায়ী আবাস বলে মনে করে। এভাবে সে ধোঁকায় পড়ে।

১৮৬ নং আয়াতের শানে নুযূল: ১৮১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ সম্বন্ধে ইয়াহুদীদের যে উক্তি (আল্লাহ অভাবগ্রস্ত, আমরা অভাবমুক্ত) বর্ণনা করা হয়েছে, তা শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং এ ধরনের উক্তিকারী জনৈক ইয়াহুদীর গালে তিনি চড় বসিয়ে দেন। ইয়াহুদী এসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে অভিযোগ পেশ করে। তারই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) আলোচ্য আয়াতে ধৈর্য ধারণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, তাদের জুলুমকে প্রতিহত করা, জুলুম-এর প্রতিশোধ নেয়া কিংবা প্রয়োজনে তাদের সাথে লড়াই করা যাবে না। বরং এর অর্থ হল, ইয়াহুদী মুশরিকদের এসব কথা শুনে যেন হতাশ না হও এবং মনোবল না হারাও। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৮৫ নং আয়াত:

১. প্রত্যেককে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

২. পরকালে প্রত্যেককে তার আমলের প্রতিদান পুরোপুরি প্রদান করা হবে।

৩. মৃত্যুর পর যে লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে সে-ই হবে সফলকাম। কাজেই দুনিয়ার লালসা ত্যাগ করে মানুষের উচিত জান্নাত অর্জনের প্রচেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োগ করা।

৪. আলোচ্য আয়াতে জান্নাতে প্রবেশ করাকেই কামিয়াবী এবং সফলতা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, যেসব সূফীগণ বলে বেড়ান যে, "আমরা জান্নাতের বাসনাও করি না

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এবং দোযখের ভয়ও আমাদের নেই" তাদের কথা কুরআন সম্মত নয়। বরং আমাদের সকলেরই জান্নাতের বাসনা করা উচিত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৫. পার্থিব জীবন নিছক ধোকা মাত্র। অতএব পার্থিব সম্পদের মোহে পড়ে আসল জীবন-পরকালকে নষ্ট করা হবে বোকামী।

● ১৮৬ নং আয়াত:

১. জান-মালের ক্ষেত্রে বহু পরীক্ষা মুসলমানদের জীবনে আসবে। এরূপ পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং শরীয়তের সীমালংঘন থেকে পরহেয করতে হবে।

২. ইয়াহুদী এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিভিন্ন কটুক্তি পূর্ব হতেই চলে আসছে। এটি মুসলমানদের জন্য একটি পরীক্ষা বিশেষ।

৩. পরীক্ষা হবেই। তবে পরীক্ষার ক্ষেত্রে সবর ও তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে।

৪. সবর ও তাকওয়া হল দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

(১৮৭) আর (স্মরণ কর,) যখন আল্লাহ আহলে কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তোমরা অবশ্যই তা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না।[১] এর পরও তারা সে প্রতিশ্রুতিকে নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল এবং তার বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করল। সুতরাং তারা যা ক্রয় করে (অর্থাৎ, গ্রহণ করে) তা কত নিকৃষ্ট।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۸۸﴾

(১৮৮) যারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হয়[২] এবং যা নিজেরা করেনি তার জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে তারা (দুনিয়ায় বিশেষ ধরনের) শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে[৩] তুমি কখনও এরূপ মনে করো না। আর তাদের জন্য (আখেরাতে) রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۸۹﴾

(১৮৯) আর আসমানসমূহ এবং জমিনের রাজত্ব আল্লাহরই, এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ যাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল তাদের কাছ থেকে আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তারা যেন কিতাবের বিষয়বস্তু গোপন না করে মানুষের কাছে

স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেয়। তারা এই প্রতিশ্রুতিকে গ্রহণও করে নেয়। কিন্তু পরবর্তীতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেষ নবী হওয়া সংক্রান্ত পূর্ববর্তী কিতাবে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী সহ অন্যান্য বিষয় তারা গোপন করে। এরূপ করার উদ্দেশ্য ছিল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি বিদ্বেষ এবং পৃথিবীতে নিজেদের নেতৃত্ব অটুট রাখা। আয়াতের শেষাংশে একেই "তুচ্ছ মূল্য" বলে অভিহিত করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, ইয়াহুদীরা তাওরাতের বিভিন্ন বিষয় গোপন করত। বিশেষতঃ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিচয় গোপন করে রাখত। আর এই বলে আনন্দ প্রকাশ করত যে, আমরা মুসলমানদেরকে ধোকা দিয়েছি। তেমনিভাবে জেহাদ এবং অন্যান্য ভালো কাজ না করেও তা করার দাবী করত এবং প্রশংসা কামনা করত। আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(৩) এখানে দুনিয়ার শাস্তির কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তারা দুনিয়াতেও হত্যা এবং পরাজয়ের শাস্তি পাবে এবং পরকালে রয়েছে তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৮৭ নং আয়াত:

১. আহলে কিতাব-এর আলেমদের থেকে সত্য প্রকাশ করার ব্যাপারে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা পার্থিব হীন স্বার্থে সে অঙ্গীকার অমান্য করেছে।

২. আহলে কিতাব-এর আলেমদের ন্যায় পার্থিব স্বার্থে ধর্মীয় জ্ঞান ও আল্লাহ আল্লাহর রসূলের বিধি-বিধান গোপন করা হারাম। অবশ্য অনেক সময় কোন কোন হুকুম প্রকাশ করতে গেলে সাধারণ মানুষের মাঝে ফিতনা ফ্যাসাদ বিস্তার লাভ করার আশংকা থাকে। এ সময়ে ধর্মীয় কল্যাণ বিবেচনায় যদি কোন বিশেষ হুকুম জনসাধারণের মাঝে প্রকাশ না করা হয়, তবে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

● ১৮৮ নং আয়াত:

১. ভাল কাজ না করে তার জন্য প্রশংসিত হওয়ার বাসনা রাখা জায়েজ নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. এরূপ করলে পরকালে শাস্তি হবে।

উল্লেখ্য– এ আয়াতে ইয়াহুদী ও মুনাফেকদের উপরোক্ত কথা বলা হলেও মু'মিনদেরকে পরোক্ষভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা অন্যায় কাজ করে আনন্দিত হয়ো না, প্রশংসনীয় কাজ না করে প্রশংসার বাসনা করো না। এমনকি ভালো কাজ করার পরও প্রশংসা শোনার বাসনা মনে আসা উচিত নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

বস্তুতঃ ধর্মীয় জ্ঞান গোপন করা হারাম এবং কোন কাজ না করেই তার জন্য প্রশংসার অপেক্ষা করা দোষণীয়।

● ১৮৯ নং আয়াত:

পূর্বের আয়াতে যে শাস্তির কথা আলোচিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে সে কথারই তাকিদ করা হয়েছে এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলার রাজত্ব যেহেতু সর্বত্র বিস্তৃত এবং তিনি যেহেতু সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান, সেহেতু তিনি ইয়াহুদী এবং মুনাফেকদেরকে শাস্তি দিতেও অবশ্যই সক্ষম হবেন আর তারা আল্লাহর রাজত্ব ছেড়ে কোথায় পালাবে ?

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ
وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

(১৯০) নিশ্চয়, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি আর দিবস ও রাত্রির আবর্তনে[১] বহু নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধি সম্পন্ন[২] লোকদের জন্য।

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

(১৯১) যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে[৩] আর আসমানসমূহ এবং জমিন সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করে ও বলে[৪] হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি একে অনর্থক সৃষ্টি করনি! তুমি পবিত্র! অতএব আমাদেরকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।

رَبَّنَآ إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهٗ ۗ وَمَا
لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾

(১৯২) হে আমাদের প্রতিপালক, কাউকে তুমি অগ্নিতে (দোযখে) দাখেল করলে বাস্তবিকই তাকে লাঞ্ছিত করলে।[৫] আর এরূপ জালেমদের জন্য কোনই সাহায্যকারী নেই।[৬]

رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ
اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۗ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ
عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

(১৯৩) হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা নিশ্চিতরূপে একজন আহ্বানকারীকে[৭] (সরাসরি বা কারো মাধ্যমে[৮]) ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি যে, "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন কর।" সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক, অনন্তর আমাদের (কবীরা) গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও, আমাদের থেকে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো (তথা সগীরা গোনাহসমূহ) মোচন করে দাও, আর (এভাবে) নেককার লোকদের সাথে[৯] আমাদের মৃত্যু ঘটাও।

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿١٩٤﴾

(১৯৪) হে আমাদের প্রতিপালক! আর আমাদেরকে দাও যা তুমি আমাদেরকে (দেয়ার) ওয়াদা করেছ তোমার রসূলগণের মাধ্যমে[১০] এবং কেয়ামতের দিন আমাদেরকে তুমি লাঞ্ছিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ করো না।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّيْ لَآ أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ
مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ
فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَأُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْذُوْا
فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ
وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۚ
ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ
الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

(১৯৫) অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের দুআ কবুল করে নিলেন এ কারণে[১১] যে, আমি তোমাদের কোন আমলকারীর আমলই বিফল করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা নারী। তোমরা একে অন্যের অংশ।[১২] সুতরাং যারা হিজরত করেছে, নিজেদের দেশ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, তাদের গোনাহসমূহ অবশ্যই আমি ক্ষমা করে দিব[১৩] এবং অবশ্যই তাদেরকে দাখেল করব জান্নাতে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার স্বরূপ। আর আল্লাহরই নিকট রয়েছে উত্তম পুরস্কার।[১৪]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) اختلاف শব্দটি এখানে اختلف فلان فلان (অর্থাৎ, অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির পরে এসেছে) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। সে মতে, اختلاف الليل والنهار কথাটির অর্থ হবে রাত্রির গমন এবং দিবসের আগমন। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) الالباب শব্দটি لب -এর বহুবচন। যার অর্থ মগজ বা বুদ্ধি। সে মতে اولوا الالباب শব্দের অর্থ হচ্ছে বুদ্ধিসম্পন্ন লোকজন। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, যারা সকল অবস্থায় আল্লাহর যিকির করে তারাই বুদ্ধিমান। যিকির শব্দটি ব্যাপক। মুখে যিকির করা এবং অন্তরে আল্লাহকে স্মরণ করা সবই তার অন্তর্ভুক্ত। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) এখানে "বলে" কথাটি উহ্য আছে। অর্থাৎ, আসমান ও জমিন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার পর তাদের অন্তরে ঈমানীশক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তারা স্বতস্ফূর্তভাবেই বলে ওঠে যে, হে আল্লাহ, তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি বরং এতে রয়েছে অনেক হিকমত। সেসব হিকমতের একটি হল এসব সৃষ্টির দ্বারাই তোমার অস্তিত্ব ও একত্ববাদের পরিচয় লাভ করা যায়। (প্রাগুক্ত)

(৫) এখানে দোযখের শাস্তিকে লাঞ্ছনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই লাঞ্ছনা হবে কাফেরদের জন্য। এ জন্যই বুদ্ধিমান মু'মিনগণ এই লাঞ্ছনা থেকে মহান আল্লাহর কাছে মুক্তি চাচ্ছেন। (প্রাগুক্ত)

(৬) এখানে "জালেম" বলে কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। এদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। তবে গোনাহগার মু'মিন সাময়িক শাস্তি প্রাপ্তির পর আল্লাহ তাকে নাজাত দিবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৭) এখানে "আহবানকারী" বলতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৮) "সরাসরি বা কারো মাধ্যমে" কথাটি উল্লেখ করার কারণ হলো, সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আহবানকে সরাসরি শুনেছেন। আর পরবর্তীরা অপরের মাধ্যমে। কাজেই সরাসরি শ্রবণকারী এবং অপরের মাধ্যমে শ্রবণকারী সকল মু'মিনকে দুআর মধ্যে শামেল করার জন্যই বাক্যটি উল্লেখ করা হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(৯) নেককার লোকদের সাথে মৃত্যু হওয়ার অর্থ নেক আমলের সাথে জীবনের অবসান হওয়া। (প্রাগুক্ত)

(১০) নবীগণের মাধ্যমে যে বস্তু দেয়ার ওয়াদা করা হয়েছে তাহল মু'মিনদের জন্য জান্নাত এবং পুরস্কার। (প্রাগুক্ত)

(১১) باء سببيه – এর – ان لا اضيع عمل আমাদের অনুবাদে উহ্য باق لا اضيع عمل এ বাক্যটি ছিল অর্থ ব্যক্ত করে দেয়া হল।

(১২) অর্থাৎ, পুরুষ এবং নারী এক আদমেরই সন্তান, একই ধর্মের অনুসারী এবং একই সমাজের সদস্য। কাজেই পুরুষ যেমনি আমলের বিনিময়ে পুরস্কার পাবে তেমনি নারীও অনুরূপ পুরস্কার লাভ করবে। এক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(১৩) এখানে আল্লাহর হক নষ্ট করার ফলে যেসব গোনাহ হয় সে সবের কথা বলা হয়েছে। মানুষের হক নষ্ট করার গোনাহ তিনি ক্ষমা করবেন না। বরং যার হক নষ্ট করা হয়েছে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। অবশ্য যদি কারো প্রতি আল্লাহ তাআলা বিশেষ অনুগ্রহ করে পাওনাদারকে রাজী করিয়ে দেন, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। (মাআরিফুল কুরআন)

(১৪) অর্থাৎ, এই উত্তম পুরস্কার কেবল মাত্র আল্লাহর কাছেই পাওয়া যাবে। অন্য কারো কাছে নয়। অথবা এর অর্থ হল, জান্নাত নামক এই পুরস্কারের চেয়েও উত্তম পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর কাছে। তা হলো আল্লাহর দীদার লাভ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯০ নং আয়াত:

এই সৃষ্টি জগতের মাঝেই আল্লাহকে চেনার যথেষ্ট প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে। কারণ, এই বিস্ময়কর সৃষ্টজগতের স্রষ্টা নিশ্চয়ই মহান রব্বুল আলামীন ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না। কাজেই বুদ্ধিমান লোকদের সৃষ্টজগত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

● ১৯১ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে اولوا الالباب বা বুদ্ধিমানের পরিচয় দেয়া হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, সে সব লোকই শুধু বুদ্ধিমান বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য, যারা আল্লাহকে চিনবে এবং সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষণ তাঁকে স্মরণ রাখবে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. আলোচ্য আয়াতে "যিকর" এর পাশাপাশি সৃষ্টজগতকে নিয়ে চিন্তা করার কথাও বলা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর সৃষ্টি ও সৃষ্টজগতের উপর চিন্তা-গবেষণা করে তাঁর কুদরত সম্পর্কে

অবগত হওয়াও একটি ইবাদত। আরো প্রমাণিত হয় যে, চিন্তা-গবেষণা করতে হবে আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে, আল্লাহর সত্তা নিয়ে নয়। (বয়ানুল কুরআন)

৩. এতে আরো প্রমাণিত হয় যে, আসমান, জমিন এবং অন্যান্য সৃষ্টির উপর চিন্তা গবেষণা করা তখন-ই প্রশংসাযোগ্য হবে যখন এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহকে চেনা সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে যাদের এটা সম্ভব হয় না; বরং শুধু দুনিয়া নিয়ে গবেষণাতেই মগ্ন থাকে, তাদেরকে দুনিয়াতে বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ইত্যাদি বলা হলেও কুরআনের পরিভাষায় তারা বুদ্ধিমান নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৪. দাঁড়ানো, বসা, শয়ন সর্বাবস্থায় যিকির করা মোস্তাহব। (আইছারুত্তাফাসীর)

৫. জাহান্নাম থেকে পানাহ চাওয়া মোস্তাহাব, বরং জীবনে অন্তত একবার ওয়াজিব। (প্রাগুক্ত)

● ১৯২ নং আয়াত:

১. জাহান্নামে যাওয়ার চেয়ে আর বড় লাঞ্ছনা নেই। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী অপমান এবং লাঞ্ছনা থেকে বাঁচার জন্য আমরা বহু চেষ্টা করি। কাজেই পরকালের চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা থেকে মুক্তিলাভের জন্য অবশ্যই আরো বেশী চেষ্টা করা উচিত।

২. পরকালে জালেম তথা কাফেরদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

● ১৯৩ নং আয়াত:

১. কবীরা সগীরা সব ধরনের গোনাহ মাফ চাওয়ার শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

২. নেক আমলের সাথে জীবনের অবসান হওয়ার দুআ শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

● ১৯৪ আয়াত:

১. "আমাদেরকে দাও যা তুমি আমাদেরকে (দেয়ার) ওয়াদা করেছ তোমার রসূলগণের মাধ্যমে" এ কথার মাধ্যমে জান্নাতের জন্য দুআ করার শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

২. কেয়ামত দিবসের লাঞ্ছনা থেকে মুক্তির দুআ শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

৩. আল্লাহ তাআলা কখনও ওয়াদা খেলাফ করেন না। সেমতে "আল্লাহর চরিত্রে চরিত্র গঠন কর" এ হাদীছের উপর আমল হিসেবে আমাদের উচিত হবে কখনো ওয়াদা ভঙ্গ না করা।

● ১৯৫ নং আয়াত:

১. আমল এর ছওয়াব অর্জনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে আল্লাহ কোন তারতম্য রাখেননি। বরং নারী যদি অধিক নেক আমল সম্পাদন করে তবে সেও এদিক দিয়ে পুরুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আয়াতে হিজরতের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে যে, তার দ্বারা গোনাহ মোচন হয় এবং জান্নাত অর্জিত হয়।

৩. জেহাদ ও জেহাদে শহীদ হওয়ার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে যে, তার দ্বারা গোনাহ মোচন হয় এবং জান্নাত অর্জিত হয়।

উল্লেখ্য– হিজরত এবং জেহাদ দ্বারা হক্কুল ইবাদ ব্যতীত যাবতীয় গোনাহ মোচন হয়ে যায়। (মাআরিফুল কুরআন)

৪. আল্লাহর কাছে জান্নাত নামক পুরস্কারের চেয়েও উত্তম পুরস্কার রয়েছে। আর তা হলো আল্লাহর দীদার লাভ।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾
مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۖ ثُمَّ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ
الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾
لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ
اللّٰهِ ۗ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

(১৯৬) দেশে দেশে কাফেরদের গমনাগমন তোমাকে যেন কোন ক্রমেই বিভ্রান্ত না করে।[১]

(১৯৭) (এটা) সামান্য ভোগ মাত্র। এরপর ওদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।

(১৯৮) কিন্তু যারা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে উদ্যানসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন।[২] আর আল্লাহর নিকট যা আছে তা সৎকর্মশীলদের জন্য বহুগুণে উত্তম।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কাফেরদের বিভিন্ন দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গমনাগমন এবং তাদের আনন্দময় জীবন যাপন দেখে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, তাদের পরিণতি হল জাহান্নাম। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) জান্নাতীদেরকে মেহমান বলে আখ্যায়িত করার কারণ হলো, মেহমানের যেমনিভাবে খাদ্য এবং বাসস্থানের কোনরূপ চিন্তা করতে হয় না, তেমনি যারা জান্নাতবাসী হবে তাদেরও কোনরূপ চিন্তা ও পেরেশানীর প্রয়োজন হবে না। সবকিছু আপনা আপনি মিলে যাবে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯৬-১৯৭ নং আয়াতদ্বয়:

১. পৃথিবীর ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা এবং দাপট কখনই সত্য এবং নাজাতের মাপকাঠি নয়। সত্য এবং নাজাতের পথে রয়েছে তারাই যারা পরকালে মুক্তিলাভ করবে। কাজেই বিশ্বজুড়ে কাফেরদের ধন-সম্পত্তি এবং ক্ষমতা দেখে নিজেদেরকে ক্ষুদ্র ভাবা কিংবা কোন ভাবে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই।

২. কাফেরদের পরিণাম হল জাহান্নাম।

● ১৯৮ নং আয়াত:

১. মু'মিন-মুত্তাকীদের পুরস্কার হল জান্নাত।

২. মু'মিন-মুত্তাকীগণ জান্নাতে চিরস্থায়ী হবেন।

৩. মু'মিন-মুত্তাকীদেরকে জান্নাত দান করা হবে মেহমানী বা আপ্যায়ন স্বরূপ। কর্মচারীকে পরিশ্রমের বিনিময় স্বরূপ যেমন পারিশ্রমিক দেয়া হয় সেরূপ নয়। (পূর্বের ২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ
اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۟
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٢٠٠﴾

(১৯৯) আর আহলে কিতাবদের মধ্যে তো অবশ্যই কতক লোক রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি বিনয়াবনত হয়ে তাঁর প্রতি ঈমান রাখে। এবং (ঈমান রাখে) যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল[১] তার প্রতি। এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে না। তারাই হলো সেসব লোক যাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। অবশ্যই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।[২]

(২০০) হে মু'মিনগণ তোমরা সবর অবলম্বন[৩] কর, মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর[৪] এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক।[৫] আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক; আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তাওরাত ও ইঞ্জীল। (জালালাইন)

(২) আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন এ কথার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে খুব তাড়াতাড়ি তাদের বিনিময় প্রদান করবেন। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) সবর-এর অর্থ বিরত রাখা। এটি তিন প্রকার। (ক) সবর আলাত্তাআত অর্থাৎ আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব কাজের হুকুম দিয়েছেন তাতে মনকে স্থির রাখা। (খ) সবর আনিল মাআসি অর্থাৎ আল্লাহ ও রসূল যা নিষেধ করেছেন তা থেকে মনকে বিরত রাখা। (গ) সবর আলাল মাসায়েব অর্থাৎ বিপদাপদে ধৈর্য্য ধারণ করা। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) صابروا শব্দটি مصابرة মাছদার থেকে নির্গত। যার অর্থ শত্রুর মোকাবেলা করতে গিয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করা। (প্রাগুক্ত)

(৫) রিবাত বা মুরাবাতা শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে। একটি হলো, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেয়া। দ্বিতীয় হলো, এক নামায আদায় করে অপর নামাযের জন্য অপেক্ষমান থাকা। তর্জমায় প্রথম অর্থের আলোকেই অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯৯ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে কিতাবী তথা ইয়াহুদী ও নাসারাদের মধ্যে যারা মু'মিন তাদের মর্যাদা বিবৃত হয়েছে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, নাজ্জাসী (আসহামা) প্রমুখ। আয়াতে তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী তথা খুব তাড়াতাড়ি বিনিময় প্রদান করবেন।

● ২০০ নং আয়াত:

১. আয়াতে সবরের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

২. শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

৩. ইসলামী সীমান্তের হেফাযত করার লক্ষ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষায় থাকতে বলা হয়েছে। এর দুটি রূপ হতে পারে। **প্রথমত** যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা নেই, সীমান্ত সম্পূর্ণ শান্ত। এমত-াবস্থায় পরিবার-পরিজন নিয়ে সেখানে থাকা এবং রোজগার করা জায়েয আছে। **দ্বিতীয়ত** সীমান্তে যদি শত্রুর আক্রমণের আশংকা থাকে তবে শিশু এবং নারীদেরকে সেখানে রাখা জায়েয নয়। তখন সেখানে শুধু তারাই থাকবে, যারা শত্রুর মোকাবেলা করতে পারে। (কুরতুবী, উদ্ধৃত মাআরিফুল কুরআন)

৪. তাকওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৫. সবর, শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন, ইসলামী সীমান্তের হেফাজত ও তাকওয়া দ্বারা সফলতা অর্জিত হয়।

(৪) সূরা নেছা, মাদানী
১৭৬ আয়াত, ২৪ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।[১]

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ①

(১) হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপা-লককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন।[১] আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহকে, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট আবেদন করে থাক।[২] এবং আত্মীয়তার বন্ধনকে (ছিন্ন করা থেকেও ভয় কর)। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষণকারী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) গোটা মানবজাতিকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি হলেন হযরত আদম (আ.) এবং তাঁর বাম পাজড়ের হাড় থেকে হযরত হাওয়া (আ.) কে সৃষ্টি করা হয়েছে, যিনি হযরত আদম (আ.)-এর সহধর্মিনী ছিলেন। এরপর এই দু'জন থেকেই গোটা মানব সম্প্রদায় বিস্তার লাভ

করেছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, যার নাম উচ্চারণ করে তোমরা অন্যের থেকে অধিকার দাবী কর এবং যার নামে শপথ করে অন্যের কাছ থেকে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে থাক। যেমন, মানুষ (অধিকার আদায়ে একে অপরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য) বলে, "তুমি আল্লাহকে ভয় কর, আমার হক দিয়ে দাও।" (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত:

১. আল্লাহ মানুষের সৃষ্টিকর্তা।

২. মানব সৃষ্টির তিনটি পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এক– নিষ্প্রাণ বস্তু থেকে প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন। যথা হযরত আদম (আ.) কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। দুই– প্রাণী হতে অপর প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন জন্মলাভের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ছাড়াই। যথা হযরত আদম (আ.)-এর পাজড়ের হাড় থেকে হযরত হাওয়া (আ.) কে সৃষ্টি করেছেন। তিন– জন্মগ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রাণী থেকে প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন। যথা আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) থেকে মানব জাতিকে তিনি পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত করেছেন। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরত এবং সর্বশক্তিমান হওয়ার বিষয়টি জোরালোভাবে প্রমাণিত হয়। (বয়ানুল কুরআন)

৩. মাটি থেকে প্রথম মানবের সৃষ্টি, তার থেকে তার সঙ্গিনীর সৃষ্টি এবং তাদের উভয় থেকে গোটা মানব জাতির সৃষ্টির বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ডারউইনের বিবর্তনবাদের ধারণা ভ্রান্ত। এটা মানব সৃষ্টি সম্পর্কিত কুরআনী আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী। উল্লেখ্য, ডারউইনের বিবর্তনবাদে আল্লাহ কর্তৃক প্রথম মানব সৃষ্টিকে অস্বীকার করা হয়েছে।

৪. আয়াতে প্রথমেই তাকওয়া তথা আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরপর স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্ক, আত্মীয়তা এবং পরবর্তী আয়াতে এতীমের হক্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর কারণ হলো সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে আইনের প্রয়োগ দ্বারা তার সুরাহা করা সম্ভব। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী, এতীম এবং আত্মীয়-স্বজনের পুরোপুরি হক আদায় নির্ভর করে আন্তরিকতা, খোদাভীতি এবং তাকওয়ার উপর। আইন দিয়ে এসব অধিকার পুরোপুরি আদায় করানো যায় না। এজন্যই তাকওয়ার বিধান দিয়ে শুরু করা হয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাই-হি ওয়া সাল্লাম বিবাহের খুতবায় এ আয়াতটি পাঠ করতেন। বিবাহের খুতবায় এই আয়াত পাঠ করা সুন্নাত। (মাআরিফুল কুরআন)

৫. আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

৬. আল্লাহ সবকিছুর পর্যবেক্ষক অর্থাৎ, সবকিছুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। তাঁর দৃষ্টিকে এড়িয়ে কোন কিছু করা সম্ভব নয়।

৭. "আল্লাহ সবকিছুর পর্যবেক্ষক" এ কথার মধ্যে পরকালে আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে– এ ইঙ্গিতও রয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ص وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ①

(২) আর এতীমদেরকে[১] তাদের ধন-সম্পদ দিতে থাক[২] এবং তোমরা ভাল জিনিস দ্বারা মন্দের অদল-বদল করো না। আর তাদের ধন-সম্পদ তোমাদের ধন-সম্পদের সাথে মিশিয়ে গ্রাস করোনা।[৩] নিশ্চয় সেটা মহাপাপ।

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ج فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ③

(৩) আর তোমরা যদি আশংকা কর যে, এতীম মেয়েদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না[৪] তবে অন্য নারীদের মধ্য থেকে যাকে তোমাদের ভাল লাগে তাকে বিয়ে করে নাও, দুই দুই জন, তিন তিন জন এবং চার চারজন করে।[৫] আর যদি আশংকা কর যে, (তাদের মধ্যেও) সুবিচার করতে পারবে না, তবে একই স্ত্রী, অথবা তোমাদের স্বত্বাধিকার ভুক্ত দাসীই (যথেষ্ট)। এটা তোমাদের অবিচার না করার অধিকতর নিকটবর্তী।

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ط فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ④

(৪) আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশী মনে।[৬] অনন্তর তারা যদি সন্তুষ্ট চিত্তে তার কিছু অংশ তোমাদেরকে দিয়ে দেয়[৭] তবে তা তোমরা ভোগ কর স্বাচ্ছন্দ্যে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এতীম শব্দটির অর্থ নিঃসঙ্গ। একটি ঝিনুকের মধ্যে যদি একটি মাত্র মুক্তা জন্ম নেয়, তখন তাকে "দুররে এতীম" বা নিঃসঙ্গ মুক্তা বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায় যে শিশু সন্তানের পিতা ইন্তেকাল করে তাকে এতীম বলা হয়। ছেলে-মেয়ে বালেগ হয়ে গেলে ইসলামী পরিভাষায় তাকে এতীম বলা হয় না। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, তাদের জন্য ব্যয় করতে থাক। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগে এতীমদের হক বিনষ্ট করা হত। তাদের নিয়োজিত অভিভাবকরা অনেক ক্ষেত্রে তাদের সম্পদ গ্রাস করে নিত। আবার কখনও নিজেদের খারাপ সম্পদ এতীমদেরকে দিয়ে তাদের ভালো সম্পদ বদল করে নিত। আলোচ্য আয়াতে এরূপ কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

(৪) জাহেলী যুগে এতীম মেয়েদের অধিকার চরমভাবে ক্ষুন্ন করা হতো। যদি কোন অভিভাবকের অধীনে সুন্দরী এবং ধনশীল এতীম মেয়ে থাকতো, তাহলে তাদের অভিভাবকরা নামমাত্র

মোহর দিয়ে তাদেরকে বিয়ে করে অথবা তাদের সন্তানদের সাথে বিয়ে দিয়ে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার কৌশল অবলম্বন করত। এ ধরনের একটি ঘটনার প্রেক্ষিতেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, এতীম মেয়েদের প্রতি ইনসাফ করতে না পারলে অন্য স্বাধীন নারীদেরকে সর্বোচ্চ চারজন পর্যন্ত একই সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে রাখা জায়েয আছে। এক্ষেত্রে যাদের সাথে বিবাহ জায়েয সেসব নারীদের মধ্যে যাদেরকে ভালো লাগে তাদেরকেই বিবাহ করবে।

(৬) জাহেলী যুগে মহরের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা ছিল।

প্রথমত স্ত্রীর মহর অভিভাবকগণই আত্মসাৎ করে ফেলত। এর প্রতিকার হিসেবে নারীর মহর নারীকেই দিতে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত পুরুষ লোকেরা মহরকে জরিমানা মনে করত। এ জন্য আয়াতে "খুশীমনে" মহর প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তৃতীয়ত চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে মহর মাফ করিয়ে নেয়া হত। এর প্রতিকারে বলা হয়েছে, স্ত্রী যদি খুশীমনে মহরের অংশ ছেড়ে দেয় তবে তা ভোগ করা যাবে অন্যথায় নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৭) وهنيا عن طيب অর্থ طيب

আহকাম ও শিক্ষা

● ২ নং আয়াত:

১. এতীমের মাল সংরক্ষণের দায়িত্ব এতীমের অভিভাবকের।

২. অভিভাবক বা কারও জন্য জায়েয নয় নিজের মন্দ মালের বিনিময়ে এতীমের ভাল মাল নিয়ে নেয়া।

৩. ইসলাম এতীমদের অধিকার প্রদান ও তা সংরক্ষণে অত্যন্ত কঠোর ও আপোষহীন। এজন্যই এতীমদের অধিকার নস্যাৎ করাকে মহাপাপ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

● ৩ নং আয়াত:

১.পুরুষের জন্য একাধিক বিবাহ। তবে তা চার-এর উর্ধ্বে নয় এবং তা নির্ভরশীল সকলের মধ্যে সমতা রক্ষা করার উপর।

যারা "তোমরা কখনও স্ত্রীগণের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে সক্ষম হবে না" আয়াতকে উল্লেখ করে বলেন যে, যেহেতু স্ত্রীগণের মধ্যে সমতা রক্ষা করা সম্ভব নয় সেহেতু একাধিক বিবাহও জায়েয নয়, তাদের উত্তর হল– উল্লেখিত আয়াতে মহব্বত এবং ভালবাসার ক্ষেত্রে সমতা অসম্ভব বলা হয়েছে। মহব্বত মানুষের এখতিয়ার বহির্ভূত একটি হৃদয়গত ব্যাপার। যাহোক, মহব্বতের ক্ষেত্রে সমতা বিধান জরুরী নয়। বরং "অধিকার"-এর ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা জরুরী। বহু বিবাহে অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে, যা তাফসীরের কিতাবসমূহে আলোচিত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

২. একাধিক স্ত্রীর অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ইনসাফ করতে সক্ষম না হলে একাধিক বিয়ে করা উচিত নয়। তবে বিয়ে শুদ্ধ হবে নিঃসন্দেহে।

৩. দাসীর সাথে যৌন মিলন বৈধ। তবে আয়াতে যে দাসীদের সাথে মিলনের অনুমতি দেয়া হয়েছে তা বর্তমানে প্রচলিত বাসার দাসী বা চাকরাণী নয়। এদের সাথে বিনা বিবাহে যৌন মিলনে লিপ্ত হওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ৪ নং আয়াত:

১. নারীদের মহর প্রদান করা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. স্ত্রীর পক্ষ থেকে মহর গ্রহণের পর স্বামীকে তা ফিরিয়ে দেয়া অথবা গ্রহণ না করেই মাফ করে দেয়া উভয় প্রকার জায়েয। (বয়ানুল কুরআন)

৩. খুশী মনে মহর প্রদান করা চাই। মহরকে জরিমানা মনে করা ঠিক নয়।

৪. স্ত্রী যদি খুশী মনে মহরের অংশ ছেড়ে দেয় তবে তা ভোগ করা যাবে। অন্যথায় তা ভোগ করা যাবে না, হারাম হবে।

৫. স্ত্রীকে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে মহর মাফ করালে তা আল্লাহর কাছে মাফ হিসেবে গণ্য হবে না। (বয়ানুল কুরআন)

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝

(৫) আর তোমাদের ধন-সম্পদ যা আল্লাহ তোমাদের জন্য জীবন যাপনের অবলম্বন বানিয়েছেন তা নির্বোধ লোকদের হাতে তুলে দিও না।[১] তা থেকে তাদেরকে আহার দিতে থাক, তাদেরকে বস্ত্র দিতে থাক এবং তাদেরকে বলতে থাক ভাল কথা।[২]

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ۭ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۭ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝

(৬) আর এতীমদেরকে পরীক্ষা করবে অবশেষে যখন তারা বিয়ের বয়সে উপনীত হবে, তখন যদি তাদের মাঝে সামান্য পরিমাণ বুদ্ধিমত্তা দেখ তবে তাদের ধন-সম্পদ তাদের নিকট সমর্পণ করে দিও। আর এতীমের মাল ভোগ করো না প্রয়োজনের চেয়ে বেশী নিয়ে এবং তাড়াতাড়ি করে এ ধারণায় যে, তারা বড় (বালেগ) হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি অভাবমুক্ত হবে সে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখবে, আর যে অভাবগ্রস্ত সে সংগত পরিমাণে ভোগ করবে। অতঃপর যখন তাদের মাল তাদের কাছে সমর্পণ করবে, তখন তাদের (মাল প্রত্যর্পণের) উপর সাক্ষী রাখবে। আর আল্লাহ হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে যথেষ্ট।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা, অনভিজ্ঞ স্ত্রীলোক এবং যে কোন নির্বোধ লোকের হাতেই সম্পদ অর্পন করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এতে সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার আশংকা

www.maktabatulabrar.com

রয়েছে। আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্কের দরুণ যদিও এই নির্দেশ এতীমদের বেলায়ই প্রযোজ্য বলে মনে হয়, কিন্তু আয়াতে যে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং "তোমাদের সম্পদ" বলে যে ইশারা করা হয়েছে তাতে এতীম, সাধারণ বালক-বালিকা সবার বেলাতেই এই নির্দেশ প্রযোজ্য বলে মনে হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, ধন-সম্পদ তাদের হাতে না দিয়ে অভিভাবক হিসেবে উক্ত মাল দ্বারা তাদের খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। তারা সম্পত্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সান্ত্বনামূলক কথা যেমন "সবতো তোমাদের-ই", "এগুলো তোমরাই পাবে" ইত্যাদি বলে দেয়া হবে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫ নং আয়াত:

১. সম্পদের হেফাজত ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত জরুরী বিষয়। এমনকি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীছে রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নিজের মালের হেফাজত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয় তবে সে শহীদ। অর্থাৎ, ছওয়াবের দিক দিয়ে সে শহীদের মর্যাদা পাবে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. অর্বাচিন ও অনভিজ্ঞদের হাতে সম্পদ তুলে নেয়া নিষিদ্ধ। আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গ দেখলে এ বিধানটি এতীমদের বেলাতেই প্রযোজ্য বলে মনে হতে পারে, তবে শব্দের ব্যাপকতা এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী নিজের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি কিংবা অনভিজ্ঞ স্ত্রীদের বেলাতেও এ বিধান প্রযোজ্য। তাদের হাতেও সম্পদ তুলে দেয়া উচিত নয়। (মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত)

৩. এতীমদের মাল হতে তাদের ভরণ-পোষণ চলতে পারে।

৪. অর্বাচিন ও অনভিজ্ঞরা সম্পদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাদেরকে সান্ত্বনামূলক কথাবার্তা বলে বুঝ দিতে হবে।

● ৬ নং আয়াত:

১. শিশু যখন বালেগ এবং বিবাহের উপযুক্ত হয়ে যায় তখন অভিভাবক তার অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি পরিমাপ করবেন। যদি দেখা যায় সে ভাল-মন্দ বোঝার মত যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে, তখন তার বিষয় সম্পত্তি তার হাতে তুলে দিতে হবে। অন্যথায় পঁচিশ বছর পর্যন্ত অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে থাকবে। কিন্তু পঁচিশ বছর পূর্ণ হলে সর্বাবস্থায় মাল তার হাতে অর্পন করতে হবে। তবে বদ্ধপাগল কিংবা একেবারে নির্বোধের হুকুম ভিন্ন। এ ধরনের লোকদের ব্যাপারে নাবালেগের হুকুম কার্যকর হবে। পাগলামীর অবস্থায় সারাজীবন অতিবাহিত হয়ে গেলেও অভিভাবক সারাজীবনই তার সহায়-সম্পত্তি দেখা শুনা করবেন। (মাআরিফুল কুরআন)

২. এতীমের ওলী বা অভিভাবক অভাবী হলে কিংবা তার প্রয়োজনীয় খরচ পত্রের ব্যবস্থা অন্যত্র থেকে করতে না পারলে এতীমের মাল হতে আবশ্যক অনুযায়ী পারিশ্রমিক নিতে পারবে। (বয়ানুল কুরআন)

৩. এতীমরা বালেগ ও বোধসম্পন্ন হওয়ার পর তাদের হাতে সম্পদ প্রত্যর্পনের সময় সাক্ষী রাখা মুস্তাহাব। (প্রাগুক্ত)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৭) পুরুষদের জন্য নির্ধারিত অংশ রয়েছে[১] পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যাক্ত সম্পত্তি থেকে। এবং নারীদের জন্যও নির্ধারিত অংশ রয়েছে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যাক্ত সম্পত্তি থেকে; সে বস্তু অল্পই হোক বা বেশী হোক– অকাট্য অংশ।	لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ص وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ط نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۝٧
(৮) আর যখন সম্পদ বন্টনকালে উপস্থিত হয় (ওয়ারিছ নয় এমন দূর সম্পর্কীয়) স্বজনেরা, এতীম ও মিসকীনরা তখন তাদেরকেও সেখান থেকে কিছু প্রদান কর এবং তাদের সাথে সদয়ভাবে কথা বল।	وَ اِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝٨
(৯) আর তাদের ভয় করা উচিত যারা নিজেদের পশ্চাতে ছোট ছোট সন্তান ত্যাগ করে গেলে তাদের জন্য তাদের আশংকা হয়। সুতরাং (এ বিষয়টি চিন্তা করে) তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সুসংগত কথা বলে।	وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ص فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝٩
(১০) নিশ্চয় যারা অন্যায়ভাবে এতীমের মাল ভক্ষণ করে, তারা নিজেদের পেটে কেবল অগ্নি ভক্ষণ করে এবং অতিসত্বর তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।	اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ط وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۝١٠

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইসলাম পূর্ব আরব জাতিসমূহের মাঝে সমাজের দূর্বল শ্রেণী তথা এতীম বালক-বালিকা ও নারী নির্মম নির্যাতনের শিকার ছিল। প্রথমত তাদের কোন অধিকার স্বীকার করা হতো না। স্বীকার করা হলেও পুরুষের কাছ থেকে তা আদায় করে নেয়ার সাধ্য কারো ছিল না। উত্তরাধিকার সম্পত্তিতেও তাদের কোন হিস্সা ছিল না। ইসলামই সর্বপ্রথম তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করে এবং তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। আলোচ্য আয়াতে উত্তরাধিকার সম্পদে পুরুষের ন্যায় নারীর অধিকার থাকার বিষয়টি স্বীকৃত হয়েছে এবং উভয় অধিকারের উপর সমান গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭ নং আয়াত:

১. অত্র আয়াতে উত্তরাধিকারের তিনটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। যথা:

(১) জন্মের সম্পর্ক।

(২) নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ক।

(৩) ত্যাজ্য সম্পদ বন্টন প্রয়োজনের মাপকাঠিতে হবে না বরং আত্মীয়তার মাপকাঠিতে হবে। কেননা নিকটতম হওয়াকে যদি মাপকাঠি না ধরা হয় তবে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মধ্যে বন্টন করা অপরিহার্য হয়ে পড়বে। আর যদি প্রয়োজনকে মাপকাঠি বানানো হয় তবে উত্তরাধিকার আইন কোন সুনির্দিষ্ট অটল বিধানের রূপ ধারণ করতে পারবে না। কারণ নিকটাত্মীয়তা ছাড়া অন্য যে কোন মাপকাঠি সাময়িক চিন্তাপ্রসূত। কারণ দারিদ্র এবং অভাব চিরস্থায়ী নয়। অবস্থা ও স্তর সব সময় পরিবর্তিত হতে থাকে। এমতাবস্থায় হকের দাবীদার অনেক বের হয়ে আসবে। তখন ফয়সালাকারীদের পক্ষে ফয়সালা করা কঠিন হয়ে পড়বে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. মীরাছের পরিমাণ আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত। অতএব এই পরিমাণের মধ্যে কারও রদবদল করার এখতিয়ার নেই।

● ৮ নং আয়াত:

১. মীরাছ বন্টনের সময় নিকটাত্মীয়ের উপস্থিতিতে দুরবর্তী আত্মীয় উপস্থিত হলে ওয়ারিছগণ নিজ নিজ অংশ হতে তাদেরকে কিছু দান করবে। এটা মুস্তাহাব। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. কিছু দিতে না পারলে অন্তত মিষ্টি কথা বলে তাদেরকে বিদায় দিবে। (প্রাগুক্ত)

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, এক দিকে কুরআনের সুবিচারভিত্তিক বিধান হল নিকটাত্মীয়ের উপস্থিতিতে দুরবর্তী আত্মীয় বঞ্চিত হবে। অপর দিকে বঞ্চিত দূরবর্তী আত্মীয়দের মনোবেদনা ও নৈরাশ্যকেও উপেক্ষা করা হয়নি। বরং সম্পদ বন্টনের সময় তারা কিছু পাওয়ার আশায় উপস্থিত হলে বালেগ ওয়ারিছদেরকে নিজ নিজ প্রাপ্য অংশ হতে তাদেরকে কিছু দান করে কিংবা অন্তত মিষ্টি কথা বলে বিদায় দেওয়ার উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। (বয়নুল কুরআন)

● ৯ নং আয়াত:

১. মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তিকে উপদেশ দেয়া চাই, যাতে সে মৃত্যুর পূর্বে ওছিয়ত করতে যেয়ে কারও প্রতি জুলুম করে না বসে।

২. "আর তাদের ভয় করা উচিত" কথা থেকে সুচরিত্র ও নৈতিকতার একটি মূলনীতি বুঝে আসে– যা নিজের জন্য পছন্দ করো না অন্যের জন্যও তা পছন্দ করা উচিত নয়। (মাসায়েলে সলূক-বয়ানুল কুরআন)

● ১০ নং আয়াত:

১. অন্যায়ভাবে এতীমের মাল গ্রাস করা হারাম।

২. এতীমের ভরণ-পোষণের জন্য ন্যায়সংগতভাবে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু এতীমের মাল থেকে গ্রহণ করা জায়েয।

৩. অন্যায়ভাবে এতীমের মাল গ্রাসকারীদেরকে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَاِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗۤ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْۤا
اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ
وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿١٢﴾

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٣﴾

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ
نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٤﴾

আর যদি তোমাদের কোন সন্তান থাকে তাহলে তারা তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ পাবে, তোমাদের কৃত ওছিয়ত (পৃথক করণ)-এর পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর। আর যদি কোন মৃত ব্যক্তি সে পুরুষ হোক বা নারী যার উত্তরাধিকার সম্পত্তি অন্যেরা পাবে– উর্ধ্বতন ও অধঃস্তন বিহীন হয় এবং তার এক (বৈপিত্রেয়) ভাই কিংবা এক (বৈপিত্রেয়) বোন থাকে তাহলে এতদুভয়ের প্রত্যেকেই এক ষষ্টাংশ পাবে। আর যদি তারা তদপেক্ষা (একের) বেশী হয় তবে তারা সকলে এক তৃতীয়াংশের[৪] অংশীদার হবে ওছিয়ত পূর্ণ করার পর –যে ওছিয়ত করা হয়– অথবা ঋণ পরিশোধের পর এই শর্ত যে, (ওছিয়তকারী ওয়ারিছদের) কারো ক্ষতি[৫] না করে। এ নির্দেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে করা হয়েছে। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী অতীব সহিষ্ণু।

(১৩) এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমানা।[৬] আর যে কেউ আল্লাহ ও তার রসূলের আদেশমত চলে আল্লাহ তাকে এরূপ উদ্যানসমূহে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আর এটা হল বিরাট সাফল্য।

(১৪) আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে এবং সম্পূর্ণ রূপেই তাঁর সীমানা (বিধান) সমূহ লংঘন করে চলে, তিনি (আল্লাহ) তাকে দোযখে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে অনন্তকাল থাকবে এবং তার জন্যে রয়েছে

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) উক্ত আয়াতে কন্যাদের অংশ দেওয়ার প্রতি এতটা গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, মেয়েদের অংশকে আসল সাব্যস্ত করে এর অনুপাতে পুত্র সন্তানের অংশ ব্যক্ত করা হয়েছে। "দুই কন্যার অংশ

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْۤ اَوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً
فَلَهَا النِّصْفُ ؕ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ
لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ
فَاِنْ كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ
لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ
اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١﴾

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ
لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ

(১১) আল্লাহ তোমাদেরকে জোর নির্দেশ দিচ্ছেন তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে– পুত্রের অংশ দুই কন্যার[১] অংশের মত (সমান) হবে। আর যদি শুধু কন্যাগণ দু'য়ের অধিকও হয় তবে তারা মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে। আর (মাত্র) এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ। আর মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার জন্য অর্থাৎ, তাদের প্রত্যেকের জন্য মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের একভাগ, যদি তার (অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তির) কোন সন্তান থাকে। আর যদি সে মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকে এবং (কেবল) পিতা-মাতা তার ওয়ারিছ হয়, তাহলে তার মাতার প্রাপ্য তিনভাগের এক ভাগ (অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ পিতার)। আর যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই বোন থাকে, তাহলে তার মাতা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। (এ সবই) ওছিয়ত[২] (আদায়)-এর পর –যা মৃত ব্যক্তি ওছিয়ত করে– কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতৃবর্গ ও পুত্রবৃন্দ যারা আছে তন্মধ্যে কে তোমাদের উপকার[৩] সাধনে নিকটতর তা তোমরা পুরোপুরি জানতে পার না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।

(১২) আর তোমরা অর্ধেক পাবে ঐ সম্পত্তির যা তোমাদের স্ত্রীগণ ত্যাগ করে যায়, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি ঐ স্ত্রীগণের কোন সন্তান থাকে তাহলে তাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে তোমরা এক চতুর্থাংশ পাবে, ওছিয়ত (আদায়)-এর পর যা তারা ওছিয়ত করে যায় অথবা ঋণ (পরিশোধ)-এর পর। আর তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে এক চতুর্থাংশ পাবে যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এক পুত্রের অংশের সমপরিমাণ" বলার পরিবর্তে "এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমপরিমাণ" বলা হয়েছে। আল্লাহর বিধানে মেয়েকে পুত্রের অর্ধেক দেয়া হয়েছে। কাউকে তার খরচ অনুপাতে অর্থদান মোটেও অন্যায় নয়। বিবাহের পূর্বে মেয়ের যাবতীয় খরচ পিতার দায়িত্বে আর বিবাহের পর তার ভরণ-পোষণ স্বামীর দায়িত্বে থাকে। সুতরাং মোহর, উত্তরাধিকার সম্পদ ইত্যাদি সে যা পাবে সব তার মালিকানায় সংরক্ষিত থাকবে। পক্ষান্তরে ছেলে সন্তান বালেগ হওয়ার পর পিতার উপর উক্ত ছেলের খরচপাতির কোন দায়িত্ব থাকে না। এবং বিয়ের পর স্ত্রীর মোহর ও ভরণ-পোষণ থেকে শুরু করে সন্তান সন্ততির যাবতীয় ব্যয়বহনের দায়িত্ব তার উপর বর্তায়। এমতাবস্থায় পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ প্রদান একান্তই যুক্তিযুক্ত।

(২) ওছিয়ত অর্থ এমন ওছিয়ত যা শরীয়ত সম্মত। অর্থাৎ ওয়ারিছের জন্য ওছিয়ত না হওয়া এবং মৃত্যের কাফন-দাফন ও ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের বেশী না হওয়া। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) তাই মীরাছের অংশ নির্ধারণের বিষয়টি তোমাদের মতের উপর ছেড়ে দেননি, কেননা উপকার নির্ণয়ের প্রকৃত মাপকাঠি তোমাদের জানা নেই।

(৪) অর্থাৎ, সকলে এক তৃতীয়াংশের মধ্যে সমানভাবে শরীক হবে এবং স্ত্রী পুরুষ সকলে সমান পাবে। অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য অংশীরা পাবে। আর যদি কেউ না থাকে তবে এরাই অবশিষ্ট অংশ পাবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) এক তৃতীয়াংশের অধিক ওছিয়ত করা জায়েয নয়। করলেও তা কার্যকর হবে না। ওছিয়ত কিংবা নিজের যিম্মায় ভিত্তিহীন ঋণ স্বীকার করার মাধ্যমে ওয়ারিছদেরকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা লুকায়িত রাখা এবং সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত করা কবীরা গোনাহ। (প্রাগুক্ত)

(৬) আল্লাহর সীমানা অর্থ তাঁর বিধানাবলী।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১-১২ নং আয়াতদ্বয়:

১. আয়াতদ্বয়ে বিভিন্ন প্রকার ওয়ারিছদের মীরাছের পরিমাণ বর্ণনা করা হয়েছে।

২. মৃতের ঋণ ও ওছিয়ত আদায় করার পর মীরাছ বণ্ঠন করা হবে।

(উল্লেখ্য- মৃতের ঋণ ও ওছিয়তের মাঝে ঋণকে প্রাধান্য দেয়া হবে। [বয়ানুল কুরআন] আরও উল্লেখ্য যে, স্বামী মৃত্যুর পূর্বে স্ত্রীর মহর আদায় না করে থাকলে স্ত্রীর মহর স্বামীর ঋণের মধ্যে গণ্য হবে।)

৩. মীরাছের অংশ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। মানুষ জানেনা বরং একমাত্র আল্লাহই জানেন কার দ্বারা কতটুকু উপকার হবে, সেমতে তিনি তাঁর জ্ঞান ও হেকমত অনুসারেই মীরাছের পরিমাণে কমবেশী করেছেন। অতএব মানব কর্তৃক নিজস্ব বুদ্ধিবলে তার মধ্যে বিকৃতি সাধন বোকামী বৈকি ?

● ১৩ নং আয়াত:

১. মীরাছের বিধান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এই সীমানা লঙ্ঘন করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

২. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের পুরস্কার হল জান্নাত।

৩. জান্নাতীগণ জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে।

● ১৪ নং আয়াত:

১. আল্লাহ আল্লাহর রসূলের নাফরমানদের শাস্তি হল জাহান্নাম।

২. আল্লাহ আল্লাহর রসূলের নাফরমানগণ জাহান্নামে চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে।

وَالّٰتِیْ یَاْتِیْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآىِٕكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَیْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِی الْبُیُوْتِ حَتّٰی یَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِیْلًا ﴿۱۵﴾

(১৫) এবং তোমাদের পত্নীদের মধ্য থেকে যেসব স্ত্রীলোক ব্যভিচার করে, তোমরা সে স্ত্রীলোকদের উপর নিজেদের মধ্য থেকে চার জনকে সাক্ষী করে নাও। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে তোমরা তাদেরকে গৃহের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখ এ পর্যন্ত যে, (হয়) মৃত্যু তাদের অবসান ঘটাবে বা আল্লাহ তাদের জন্য (অন্য) কোন পথ নির্ধারণ করবেন।[১]

وَالَّذٰنِ یَاْتِیٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِیْمًا ﴿۱۶﴾

(১৬) আর তোমাদের মধ্য থেকে যে কোন দুই ব্যক্তিই সেই কাজ করলে তাদেরকে কষ্ট প্রদান কর অতঃপর যদি তারা তওবা করে এবং সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদের পিছনে লেগে থাকবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তওবা কবূলকারী, অতি দয়ালু।

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَی اللّٰهِ لِلَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ یَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِیْبٍ فَاُولٰٓىِٕكَ یَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِیْمًا حَكِیْمًا ﴿۱۷﴾

(১৭) তওবা যা (কবূল করা) আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে এটা তো কেবল তাদের জন্য, যারা নির্বুদ্ধিতা[২] বশতঃ কোন পাপ করে ফেলে, অতঃপর সত্বর তওবা করে নেয়। বস্তুত তারাই এমন আল্লাহ যাদের তওবা কবূল করে থাকেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।

وَلَیْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ السَّیِّاٰتِ ۚ حَتّٰۤی اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّیْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِیْنَ یَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓىِٕكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا ﴿۱۸﴾

(১৮) আর এরূপ লোকদের জন্য তওবা নেই যারা গোনাহ করতে থাকে এ পর্যন্ত যে, তাদের কারো সম্মুখে মৃত্যু৩ উপস্থিত হলে সে তখন বলে আমি এখন তওবা করলাম; আর না সে সব লোকদের জন্য যারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তারাই এমন, যাদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি!

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিবাহিত নারী যিনা করলে তাকে শাস্তি হিসাবে গৃহে আবদ্ধ রাখার বিধান ছিল। অন্যান্যদের জন্য কোন নির্দিষ্ট বিধান ছিল না। তাদের শাস্তি মুসলমান হাকিমের উপর ন্যস্ত ছিল। অতঃপর অবিবাহিত নারী পুরুষের জন্য একশত দোররা এবং বিবাহিতদের জন্য প্রস্তর মেরে হত্যা করার দ্বিতীয় নির্দেশ জারী হয়। এ দ্বিতীয় নির্দেশ দ্বারা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত শাস্তি রহিত হয়ে যায়। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, গোনাহ ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত হোক সর্বাবস্থায় তা অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা বশতঃই সংঘটিত হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে গোনাহ করে তার তওবাও কবুল হতে পারে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, যখন মৃত্যু এসে পড়েছে বলে স্থির বিশ্বাস হয় এবং অদৃশ্য বিষয়াদি দৃষ্টিগোচর হতে থাকে সে সময় তওবা কবুল হয় না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫ নং আয়াত:

১. ব্যভিচার প্রমাণের জন্য প্রত্যক্ষদর্শী মুসলমান জ্ঞানবান বালেগ ও আযাদ চারজন সাক্ষী থাকা আবশ্যক। (বয়ানুল কুরআন)

২. এ আয়াতে ইসলামের প্রাথমিক যুগের একটি বিধান বর্ণিত হয়েছে। তাহল বিবাহিত নারী যিনা করলে তাকে শাস্তি হিসাবে গৃহে আবদ্ধ রাখা হবে। পরবর্তিতে অবিবাহিত নারী পুরুষের জন্য একশত দোররা এবং বিবাহিতদের জন্য প্রস্তর মেরে হত্যা করার বিধান দেয়া হয়। এ দ্বিতীয় বিধান দ্বারা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধান রহিত হয়ে যায়।

● ১৬ নং আয়াত:

১. "তাদের পেছনে লেগে থাকবে না" কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তওবা করার পর তওবাকারী-কে কোনরূপ তিরস্কার করা যাবে না। এটা সম্পূর্ণ নাজায়েয।

২. আল্লাহ তা'আলা তওবা কবূলকারী।

৩. আল্লাহ তা'আলা অতি দয়ালু।

● ১৭-১৮নং আয়াতদ্বয়:

১. তওবা কবূল হওয়ার শর্ত বর্ণিত হয়েছে। তাহল- তওবা হতে হবে সত্বর অর্থাৎ, মৃত্যুর আলামত উপস্থিত হওয়ার পূর্বে। মৃত্যুর সময় যখন মৃত্যুর ফেরেশতা ইত্যাদি অন্য জগতের বিষয় দৃষ্টি গোচর হতে শুরু করে, তখন তওবা কবূল হয় না।

২. আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত জ্ঞানী ও হেকমতের অধিকারী।

৩. মৃত্যুর আলামত উপস্থিত হওয়ার মুহূর্তে কাফেরের তওবা অর্থাৎ, ঈমান আনয়নও গ্রহণযোগ্য হয় না।

৪. কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি অনিবার্য।

৫. "প্রস্তুত করে রেখেছি" কথা থেকে বোঝা জাহান্নাম আগ থেকেই তৈরী অবস্থায় আছে। এমন নয় যে, পরে তৈরি করা হবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٩﴾

(১৯) হে ঈমানদারগণ, তোমাদের জন্য হালাল নয় বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হয়ে[১] যাওয়া। আর সে স্ত্রীলোকদেরকে এজন্য আটক করো না যে, যা কিছু তোমরা তাদেরকে দিয়েছ তার কিয়দাংশ নিয়ে নিবে। কিন্তু তারা প্রকাশ্যে কোন অশ্লীল কাজ[২] করলে (আটক রাখা বা মাল আদায় করা যেতে পারে) আর তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর। অতঃপর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর তবে এমন হতে পারে যে, তোমরা এক জিনিসকে অপছন্দ করছ অথচ আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখছেন।

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٢٠﴾

(২০) আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে[৩] চাও, আর তাদের যে কোন এক জনকে প্রচুর ধন-সম্পদ (অর্থাৎ, বড় অংকের মহর) প্রদান করে থাক, তাহলে তা থেকে কিছুই (ফেরৎ) নিবে না। তোমরা কি তা (ফেরৎ) নিবে (তার প্রতি) অপবাদ আরোপ করে এবং প্রকাশ্য পাপাচারী হয়ে।[৪]

وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿٢١﴾

(২১) আর তোমরা সেটা কেমন করে গ্রহণ করবে, অথচ তোমাদের একে অপরের সাথে অবাধে মেলা-মেশা করেছে। আর তারা (সে নারীরা) তোমাদের কাছ থেকে একটা দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে রেখেছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইসলাম পূর্ব যুগে নারীদেরকে বিভিন্ন ভাবে নির্যাতন করা হত। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ নির্যাতন ছিল পুরুষ নিজেকে স্ত্রীর জানমালের মালিক মনে করত। স্বামীর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিছরা যেমন তার ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত তেমনি তার স্ত্রীরও উত্তরাধিকারী ও মালিক হতো। ইচ্ছা করলে নিজেই তাকে বিয়ে করে নিত কিংবা অন্যের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে তাকে বিয়ে দিয়ে দিত। এমনকি স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র নিজেও পিতার মৃত্যুর পর তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারত। আলোচ্য আয়াতে এসব নির্যাতনের মূলোৎপাটন করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(২) ইসলামের প্রাথমিক যুগে স্ত্রী যেনা করলে স্বামী তার প্রদত্ত মাল ফেরৎ নিয়ে তাকে ছেড়ে দিতে পারত। এটা তার জন্য জায়েয ছিল। এমনিভাবে হাকিমের নির্দেশে স্বামী বা তার ওয়ারিছদের পক্ষে শাস্তি হিসাবে তাকে আটক রাখা বৈধ ছিল। পরে এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) ইসলাম পূর্ব যুগে স্বামীরা স্ত্রীদের উপর এরূপ নির্যাতনও করত যে, প্রথম স্ত্রীকে বাদ দিয়ে স্বামী যদি অন্য কোন নারীকে বিয়ে করতে মনস্থ করত তাহলে প্রথম স্ত্রীর উপর মিথ্যারোপ করত, বিভিন্ন নির্যাতন করত, যাতে স্ত্রী বাধ্য হয়ে স্বামী প্রদত্ত মহর ফেরৎ দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। আলোচ্য আয়াতে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে যে, প্রথম স্ত্রী থেকে মহরের কিছুই গ্রহণ করতে পারবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) بهتانا واثما অর্থ مبينا – (আবুস-সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯ নং আয়াত:

১. জাহেলী যুগে প্রচলিত স্বামীর পুত্র কর্তৃক পিতার স্ত্রীর উত্তরাধিকারী হওয়ার কানুনকে বাতিল করা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. মহর ইত্যাদি ছাড় করানোর জন্য স্ত্রীদেরকে আটক রাখা হারাম। (প্রাগুক্ত)

৩. স্ত্রীরা যেনা, স্বামীর অবাধ্য হয়ে যাওয়া প্রভৃতি অশ্লীল কাজ করলে তাদের থেকে মহর ফেরত নেওয়া বা অন্য কিছু গ্রহণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়াতে কোন দোষ নেই। (প্রাগুক্ত)

৪. স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

৫. "যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর তবে এমন হতে পারে যে, তোমরা এক জিনিসকে অপছন্দ করছ অথচ আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখছেন।" এ কথা দ্বারা এই মনস্তাত্ত্বিক নীতি প্রমাণিত হয় যে, কখনও স্ত্রীর কোন কিছু খারাপ লাগলে এবং তার কারণে তাকে ছেড়ে দিতে মনে চাইলে সেই খারাপ লাগা বোধ দূর করার উপায় হল এ কথা চিন্তা করা যে, হতে পারে এই স্ত্রীর মধ্যেই আল্লাহ কোন ভাবে আমার কল্যাণ রেখেছেন।

● ২০–২১ নং আয়াতদ্বয়:

১. "তাদের যে কোন এক জনকে প্রচুর ধন-সম্পদ (অর্থাৎ, বড় অংকের মহর) প্রদান করে থাক।" এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অনেক বড় অংকের মহর ধার্য করাও জায়েয। তবে হাদীছে মহরের পরিমাণ ছোট রাখাতেই বরকত রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. "আর তোমরা এটা কেমন করে গ্রহণ করবে, অথচ তোমরা একে অপরের সাথে অবাধে মেলা-মেশা করেছ। আর এ নারীরা তোমাদের কাছ থেকে একটা দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে রেখেছে।" এ কথা দ্বারা এই মনস্তাত্ত্বিক নীতি প্রমাণিত হয় যে, কখনও স্ত্রীর ব্যাপারে কঠিন নেতিবাচক কোন পদক্ষেপ নেয়ার মনোভাব জাগ্রত হলে তার সাথে সেই স্ত্রীর সংঘটিত প্রেম-প্রীতির কথা স্মরণ করবে এবং তার সাথে আক্দের মাধ্যমে সদ্ব্যবহার ও শরীয়তের নিয়ম-নীতি অনুযায়ী চলার যে অঙ্গীকার হয়েছে তাও স্মরণ করবে। এরূপ করলে তার প্রতি অবিচারের মনোভাব স্তিমিত হয়ে আসবে। এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক বিধান।

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿۲۲﴾

(২২) আর তোমরা সেসব নারীকে বিয়ে করবে না যাদেরকে তোমাদের পিতৃ পুরুষগণ (বাপ, দাদা, নানা প্রমুখ ঊর্ধ্বতন সিঁড়ি) বিয়ে করেছে।[১] কিন্তু যা অতীত হয়েছে। নিশ্চয় এটা অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও ঘৃণার বিষয় এবং নিকৃষ্ট পন্থা।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ز فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ز وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ لا وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۲۳﴾

(২৩) তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাগণ[২], তোমাদের কন্যাগণ,[৩] তোমাদের বোনগণ[৪], তোমাদের ফুফুগণ, তোমাদের খালাগণ, ভ্রাতৃকন্যাগণ, ভাগ্নিকন্যাগণ এবং তোমাদের সে মাতাগণ যারা তোমাদেরকে স্তন্য দান করেছে, আর তোমাদের সে বোনগণ যারা দুগ্ধ পানের দরুণ বোন হয়েছে এবং তোমাদের স্ত্রীদের মাতাগণ এবং তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছো সে স্ত্রীদের মেয়েগণ –যারা তোমাদের প্রতিপালনে রয়েছে আর যদি তোমরা সে স্ত্রীদের সাথে সংগম না করে থাক তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন পাপ নেই। আর তোমাদের সে পুত্রদের স্ত্রীরা[৫] যারা তোমাদের ঔরসজাত, আর এও যে তোমরা দুই বোনকে একত্রে বিবাহে রাখ। কিন্তু যা (এ হুকুমের) পূর্বে হয়েছে (তা মাফ)। নিশ্চয় আল্লাহ হলেন মহাক্ষমাপরায়ণ, অতীব করুণাময়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কোন নারীর সাথে পিতার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলে পুত্রের পক্ষে তাকে বিয়ে করা কখনও হালাল নয়। তার সাথে পিতার সহবাস না হলেও। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) امهتكم (মাতাগণ) শব্দের ব্যাপকতায় দাদী নানী সবই অন্তর্ভুক্ত। অতএব দাদী এবং নানীকেও বিয়ে করা হালাল নয়।

(৩) স্বীয় ঔরসজাত কন্যাকে বিয়ে করা হারাম। কন্যার কন্যাকে এবং পুত্রের কন্যাকেও বিয়ে করা হারাম। এমনিভাবে ব্যভিচারের মাধ্যমে যে কন্যা জন্ম গ্রহণ করে সেও কন্যারই অন্তর্ভুক্ত। তাকে বিয়ে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

করাও জায়েয নয়। যে পুত্র কন্যা ঔরসজাত নয়; বরং পালিত, তাদের এবং তাদের সন্তানদেরকে বিয়ে করা জায়েয আছে।

(৪) সহোদরা বোনকে বিয়ে করা হারাম। এমনিভাবে বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোনকেও বিয়ে করা হারাম।

(৫) পুত্রের স্ত্রীকে পিতার পক্ষে বিয়ে করা হালাল নয়। যদিও পুত্র শুধু বিয়ে করে থাকে এবং সহবাস না হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২২আয়াত:

১. এ আয়াতে যে নারীদেরকে বিবাহ হারাম-এমন নারীদের মধ্যে ১৯ প্রকার নারীর বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। তাহলো- কোন নারীর সাথে পিতার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলে পুত্রের পক্ষে তাকে বিয়ে করা হারাম। তার সাথে পিতার সহবাস না হলেও।

২. যাদেরকে বিবাহ করা হারাম, তাদেরকে বিবাহ করা অশ্লীল কাজ ও গর্হিত পন্থা।

৩. এই বিধান আসার পূর্বে এরূপ যেসব বিবাহ হয়েছে, তার গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে।

● ২৩ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে যে নারীদেরকে বিবাহ হারাম-এমন নারীদের মধ্যে ১৯ প্রকার নারীর বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। তাহলো-

(১) মাকে বিবাহ করা হারাম।

(২) নানীকে বিবাহ করা হারাম।

(৩) দাদীকে বিবাহ করা হারাম।

(৪) ঔরসজাত কন্যাকে বিবাহ করা হারাম।

(৫) কন্যার কন্যাকে বিবাহ করা হারাম।

(৬) পুত্রের কন্যাকে বিবাহ করা হারাম।

(৭) সহোদরা বোনকে বিবাহ করা হারাম।

(৮) বৈমাত্রেয়া বোনকে বিবাহ করা হারাম।

(৯) বৈপিত্রেয়া বোনকে বিবাহ করা হারাম।

(১০) ফুফুকে বিবাহ করা হারাম।

(১১) খালাকে বিবাহ করা হারাম।

(১২) ভাইয়ের কন্যা তথা ভাতিজীকে বিবাহ করা হারাম।

(১৩) বোনের কন্যা তথা ভাগ্নিকে বিবাহ করা হারাম।

(১৪) দুধমাতাকে বিবাহ করা হারাম।

(১৫) দুধবোনকে তথা সেই বোনকে বিবাহ করা হারাম যে দুগ্ধ পানের দরুণ বোন হয়েছে।

(১৬) শাশুড়ী তথা স্ত্রীদের মাতাগণকে বিবাহ করা হারাম।

(১৭) সহবাস হয়েছে এমন স্ত্রীর কন্যাকে বিবাহ করা হারাম।

(১৮) ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে পিতার পক্ষে বিবাহ করা হারাম। যদিও পুত্র শুধু বিয়ে করে থাকে এবং সহবাস না হয়।

(১৯) কোন নারী স্ত্রী থাকাবস্থায় সেই স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করা হারাম।

২. এই বিধান আসার পূর্বে এরূপ যেসব বিবাহ হয়েছে, তার গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে।

৩. আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

৪. আল্লাহ তা'আলা অতি দয়ালু।

৪ নং পারা সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পারা-৫

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۲۴﴾

(২৪) আর (হারাম করা হয়েছে) সকল সধবা স্ত্রীলোক[১] কিন্তু যারা তোমাদের মালিকানাধীন দাসী[২] হয়। (এটা) তোমাদের উপর আল্লাহর (দেয়া) বিধান। আর এদের ছাড়া সব নারী তোমাদের জন্য হালাল এই শর্তে[৩] যে, তোমরা (তাদেরকে) স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তালাশ করবে, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে, (শুধু) কাম প্রবৃত্তি নিবৃত্তির জন্য নয়। অতঃপর তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা ভোগ করলে তাদেরকে নির্ধারিত মহর[৪] প্রদান কর। আর নির্ধারিত হওয়ার পরও যে পরিমাণে তোমরা পরস্পরে সম্মত হও[৫] তাতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَاۤ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۵﴾

(২৫) আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিবাহ করার পূর্ণ সামর্থ না রাখে তবে সে নিজেদের মধ্য থেকে মুসলমান দাসীদেরকে বিবাহ করবে[৬] যারা তোমাদের মালিকানাধীন রয়েছে। তোমাদের ঈমানের সম্যক অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহই অবগত। তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সমতুল্য। সুতরাং তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর এবং তাদেরকে তাদের মহর নিয়মানুযায়ী দিয়ে দাও এরূপে যে, তাদেরকে বিবাহিতা পত্নী বানানো হবে, না প্রকাশ্য ব্যভিচারিণী আর না গুপ্ত বন্ধু গ্রহণকারিণী। অতঃপর যখন সে দাসীগণ বিবাহিতা পত্নী হয়ে যায়, তখন যদি তারা জঘন্য অশ্লীল কাজ (অর্থাৎ, যেনা) করে তবে তাদের হবে স্বাধীনা নারীদের যে শাস্তি হয় তার অর্ধেক। এটা (অর্থাৎ, দাসীদেরকে বিবাহ করা) তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ব্যভিচারের আশংকা করে এবং (দাসীদেরকে বিবাহ করা অপেক্ষা) তোমাদের সংযমী হওয়া অতি উত্তম[৭]। আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) স্বামী কর্তৃক তালাক দেয়া বা স্বামীর মৃত্যুর কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটার আগ পর্যন্ত অন্যের স্ত্রী বিয়ে করা হারাম। বিবাহ বিচ্ছেদের পর ইদ্দত সমাপনান্তে বিবাহ করা জায়েয।

(২) হ্যাঁ যদি কোন সধবা স্ত্রীলোক শরীয়তসম্মতভাবে কারো দাসীতে পরিণত হয় এবং তার স্বামী দারুল হরবে জীবিত থাকে, তথাপি এক হায়েয অতিক্রান্ত হওয়ার পর কিংবা গর্ভবতী হলে প্রসবান্তে উক্ত মহিলা মালিকের জন্য হালাল হয়ে যাবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত স্ত্রীলোকগণ ছাড়া অন্য সব মহিলা শর্তাধীনে হালাল। হালাল হওয়ার জন্য শর্ত চারটি। (এক) তালাশ করা অর্থাৎ, উভয় দিক থেকে মৌখিক ইজাব কবূল হওয়া। (দুই) অর্থের বিনিময়ে তালাশ করা অর্থাৎ, মহর প্রদান করাকে কবূল করে নেয়া। (তিন) চিরস্থায়ী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্য হওয়া। কেবল সম্ভোগ, কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা উদ্দেশ্য না হওয়া, যেমন: যেনা ও মুতা-র মধ্যে তা হয়ে থাকে। (চার) কম পক্ষে দুজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সাক্ষীর সামনে বিবাহ সম্পাদন করা। দুই সাক্ষীর উপস্থিতিতে না হলে সেটা বিবাহ হিসেবে গণ্য হবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) সহবাস বা খালওয়াতে সহীহা (নির্জনবাস)-এর পূর্বে তালাক দিলে নির্ধারিত মহরের অর্ধেক ওয়াজিব হয়। আর পরে তালাক দিলে নির্ধারিত পূর্ণ মহর ওয়াজিব হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) যেমন স্বামী নির্ধারিত মহরের অধিক দিতে প্রস্তুত হল বা স্ত্রী নির্ধারিত মহরের অংশ বিশেষ কিংবা সম্পূর্ণ মাফ করে দিল। এসব কিছু জায়েয। (প্রাগুক্ত)

(৬) কেননা সাধারণত দাসীদের মহর, খোরপোষ ইত্যাদি কম হয়ে থাকে এবং গরীবের সাথে তাকে বিবাহ দিতে কোন কুণ্ঠা করা হয় না। (প্রাগুক্ত)

(৭) দাসী বিবাহ না করে আযাদ নারী বিবাহ করা উত্তম এ কারণে যে, তাতে করে সন্তান গোলাম হওয়ার উপক্রম ঘটে না।

আহকাম ও শিক্ষা

১. ২৪ নং আয়াতে যে সব নারীদেরকে বিবাহ করা হালাল, তাদের সাথে বিবাহ হালাল হওয়ার জন্য যে চারটি শর্ত রয়েছে তার প্রথম তিনটি শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

২. ২৪ নং আয়াতের শেষ দিকে মহরের কতিপয় মাসআলা বর্ণিত হয়েছে। ৪ ও ৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

● ২৫ নং আয়াত:

১. "নিজেদের মধ্য হতে মুসলমান দাসীদেরকে বিবাহ করবে ..." এ কথা দ্বারা দাসী বিবাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের প্রতি সৃষ্ট ঘৃণাবোধ দূর করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এমনও হতে পারে যে, কোন দাসীর ঈমান আল্লাহর নিকট স্বাধীনার ঈমান থেকে অধিক গ্রহণীয়। কাজেই ঈমানদার হিসেবে দাসী বিবাহ করতে কোন বাঁধা থাকার কথা নয়। আবার যেহেতু তোমরা একই উৎস থেকে সৃষ্ট, একই দ্বীনের অনুসারী, সুতরাং দাসী বিবাহ করতে লজ্জার কিছু নেই।

২. "তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর এবং তাদেরকে তাদের মহর নিয়মানুযায়ী দিয়ে দাও ..." এ বলে বোঝানো হয়েছে যে, মহর হবে বিবাহের বিনিময় স্বরূপ। গোপন প্রণয় বা যেনার বিনিময়ে দিলে তা জায়েয হবে না। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

৩. "যখন সে দাসীগণ বিবাহিতা পত্নী হয়ে যায়, তখন যদি তারা জঘন্য অশ্লীল কাজ (অর্থাৎ, যেনা) করে তবে তারা স্বাধীন নারীর অর্ধেক শাস্তি ভোগ করবে।" আযাদ স্বামী ও স্ত্রী সহবাস সুখ ভোগ করার পর যেনা করলে তাদের শাস্তি পাথর মেরে হত্যা করা। আর তারা অবিবাহিতা অবস্থায় যেনা করলে তাদেরকে একশত বেত্রাঘাত করা হবে। দাসদাসী বিবাহের আগে বা পরে যেকোন সময় যেনা করলে তাদের শাস্তি এর অর্ধেক অর্থাৎ, পঞ্চাশ বেত্রাঘাত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৪. দাসীদেরকে বিবাহ করা ঐ ব্যক্তির জন্য জায়েয যে ব্যভিচারের আশংকা করে। (আইছারুত্তাফাসীর)

৫. দাসীদেরকে বিবাহ করা অপেক্ষা সংযমী হওয়া উত্তম।

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦﴾

(২৬) আল্লাহ চান তোমাদের জন্য (কল্যাণকর নির্দেশসমূহ) পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে আর তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থাবলী তোমাদেরকে অবহিত করতে, (যাতে তোমরা হুকুম পালনে উদ্বুদ্ধ হও এবং অবাধ্য হওয়া থেকে বিরত থাক) এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۙ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿٢٧﴾

(২৭) আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান এবং যারা প্রবৃত্তির পূজা করে[১] তারা চায় তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও।

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿٢٨﴾

(২৮) আল্লাহ চান তোমাদের সাথে (বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে) সহজ করতে[২], আর (কেননা) মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, ইহুদী, নাছারা, অগ্নিপূজারী, যেনাকারী প্রভৃতি লোকেরা মুসলমানদেরকে বলত, তোমরা ফুফু ও খালার কন্যাকে যখন বৈধ মনে কর তখন ভাই বোনের কন্যাকে অবৈধ মনে কর কেন? অথচ তাদের জননী, ফুফু, খালা ও বোনদেরকে হারাম বলে থাক। আল্লাহর বিধানের বিপরীতে এসব কথা ছিল বিভ্রান্তিমূলক। আয়াতে এরই দিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, এসব কথা বলে তারা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করতে চায়।

(২) তাই তাদের দুর্বল অবস্থানুযায়ী বিধান নির্ধারণ করেছেন। নতুবা ছওয়াবের তুলনায় আরো কঠিন বিধান নির্ধারণ করাও আপত্তিকর ছিল না। কিন্তু আল্লাহ পাক উভয়বিধ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৬ নং আয়াত:

১. মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তাদেরকে বিধি-বিধান দান করেছেন।

২. মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তাদের সামনে পূর্ববর্তী নেককার লোকদের কাহিনী বর্ণনা করেন যাতে মানুষ তাদের আদর্শে আদর্শবান হতে পারে।

৩. আল্লাহ বান্দাদের তওবা কবূল করতে চান। তাই বান্দার উচিত তাঁর কাছে তওবা করা।

● ২৭ নং আয়াত:

এ আয়াতে মানুষের একটা মনস্তত্ব বর্ণনা করা হয়েছে যে, খারাপ লোকেরা চায় অন্যরাও তাদের মত খারাপ হোক, যেমন ভাল লোকেরা চায় অন্যরাও তাদের মত ভাল হোক। অতএব খারাপ লোকদের সাথে উঠা-বসা না করা চাই।

● ২৮ নং আয়াত:

১. "আল্লাহ চান তোমাদের সাথে (বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে) আছানী করতে" এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষের দুর্বল অবস্থানুযায়ী সহজ বিধি-বিধান নির্ধারণ করেছেন। নতুবা ছওয়াবের তুলনায় আরো কঠিন বিধি-বিধান নির্ধারণ করাও আপত্তিকর ছিল না। সারকথা মানুষের জন্য বিধি-বিধান আছান করা হয়েছে।

২. "মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।" এর দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে যে, যৌন বিষয়ে মানুষ স্বভাবগতভাবে দুর্বল। তাই তাদের জন্য বিবাহের মাধ্যমে নারীকে হালাল করে দেয়া হয়েছে। নতুবা তাদের পক্ষে আত্মনিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হত। (আইছারুত্তাফাসীর)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۣ وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

(২৯) হে মু'মিনগণ, তোমরা নিজেদের মাঝে (পরস্পরে) একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে[১] আত্মসাৎ করো না। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য যা তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে[২] হয় (তাতে দোষ নেই)। আর তোমরা একে অন্যকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতীব দয়ালু।

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

(৩০) আর যে কেউ সীমালংঘন করে এবং অন্যায়ভাবে এরূপ করলে আমি খুব শীঘ্রই তাকে আগুনে নিক্ষেপ করব এবং এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾

(৩১) যে সব কাজ থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয় তন্মধ্যে যেগুলো বড় বড় কাজ যদি তোমরা তা থেকে বিরত থাক, তবে আমি তোমাদের ছোট ছোট গোনাহগুলি তোমাদের থেকে মোচন করে দিব এবং তোমাদেরকে এক সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করাব।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং নাজায়েয সবগুলো পন্থাই বাতিল এবং অন্যায়। যেমনঃ চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ, প্রতারণা, সুদ, ঘুষ, জুয়া প্রভৃতি। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) আলোচ্য আয়াতে "পরস্পরের সম্মতিক্রমে" কথাটি সংযুক্ত করে বুঝানো হয়েছে যে, স্বাভাবিক ব্যবসার ক্ষেত্রেও লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকলে সেরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম হবে ! (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৯ নং আয়াতঃ

১. অন্যায়ভাবে কারও সম্পদ আত্মসাৎ করা হারাম।

২. ব্যবসার ক্ষেত্রে লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকলে সেরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম। ব্যবসা-বাণিজ্য হতে হবে উভয় পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্টি সাপেক্ষে।

৩. মানুষকে হত্যা করা হারাম ও মহাপাপ।

● ৩০ নং আয়াতঃ

১. অন্যায়ভাবে হত্যার শাস্তি হল জাহান্নাম।

● ৩১ নং আয়াতঃ

১. এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় গোনাহ দু'ধরনের। কিছু কবীরা তথা কঠিন ও বড় রকমের গোনাহ। কিছু সগীরা তথা হালকা ও ছোট গোনাহ। (মাআরিফুল কুরআন)

২. আরো প্রতীয়মান হয় যে, যদি কেউ সাহস করে বড় গোনাহ থেকে বিরত থাকতে পারে তাহলে আল্লাহ ওয়াদা করছেন তিনি সগীরা গোনাহগুলো নিজেই ক্ষমা করে দিবেন। (প্রাগুক্ত)

স্মর্তব্য যে যাবতীয় ফরয ওয়াজিবসমূহ আদায় করাও কবীরা গোনাহ থেকে বিরত থাকার অন্তর্ভুক্ত। কারণ ফরয ওয়াজিবসমূহ ত্যাগ করাও কবীরা গোনাহ। সুতরাং যে ব্যক্তি ফরয ওয়াজিব সমূহ যথাযথ ভাবে আদায় করবে এবং যাবতীয় কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে আল্লাহ পাক তার সগীরা গোনাহ মোচন করে দিবেন। (প্রাগুক্ত)

৩. যারা গোনাহ থেকে বিরত থাকবে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ﴿٣٢﴾

(৩২) আর তোমরা এমন কোন মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা করো না যাতে আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষের জন্য তাদের আমলসমূহের অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্য তাদের আমলসমূহের অংশ রয়েছে। আর আল্লাহর কাছে আবেদন কর তাঁর অনুগ্রহের। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞানী।

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ؕ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدًا ﴿٣٣﴾

(৩৩) আর প্রত্যেক এমন ধন সম্পদের জন্য আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি যা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনগণ পরিত্যাগ করে যায়। আর যাদের সাথে তোমাদের অঙ্গীকার সম্পাদিত হয়েছে তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর প্রত্যক্ষকারী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

৩২ নং আয়াতের শানে নুযূলঃ কতিপয় মহিলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে আরয করেছিল– এর কারণ কি যে, আল্লাহ প্রত্যেক কাজে পুরুষদের সম্বোধন করেন। মহিলাদের উল্লেখ করেন না। এবং উত্তরাধিকার সম্পদে পুরুষের দ্বিগুণ অংশ পায়। এপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযেল হয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩২ নং আয়াতঃ

১. এ আয়াত থেকে বুঝা যায় অন্যের এমন মর্যাদা বা বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকাংখা পোষণ করা নিষেধ যা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। কারণ এতে কেবল হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে। যা মানব চরিত্রের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। দুনিয়ার অনেক ফেৎনা ফ্যাসাদ এ চরিত্র থেকেই সৃষ্টি হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

২. তবে যে সব গুণাবলী মানুষের সাধ্যের আওতাধীন, যেগুলো চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে অর্জন করা যায় সে ক্ষেত্রে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে এগিয়ে যাওয়ার কথাও বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে সেরূপ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। নারী পুরুষ সাধনার মাধ্যমে যে যা কিছু অর্জন করবে সে তা পাবে। (প্রাগুক্ত)

৩. "পুরুষের জন্য তাদের আমলসমূহের অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্য তাদের আমলসমূহের অংশ রয়েছে।" এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে, পুরুষ হোক নারী হোক প্রত্যেকে তার ভাল বা মন্দ আমল অনুসারে পুরষ্কার কিংবা ছওয়াব লাভ করবে। অতএব একে অপরের মর্যাদার ব্যাপারে হিংসা না করে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ আমলের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া চাই।

৪. "আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর।" এর দ্বারা দুআর ফযীলত বোঝা যায় যে, দুআর দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

৫. "আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞানী।" এ কথা বলে ইংগিত করা হয়েছে যে, কাকে কি মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা সংগত তা তিনি ভালভাবেই জানেন, তিনি তাঁর জ্ঞান মোতাবেকই সেটা করেছেন। অতএব এ ব্যাপারে কারও কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

● ৩৩ নং আয়াতঃ

১. মীরাছ আইনের একটি মূলধারা বর্ণনা করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. কারও সাথে অঙ্গীকার সম্পাদিত হলে সেমতে তার হক তাকে প্রদান করতে হবে।

৩. "আল্লাহ সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন।" অতএব সর্বক্ষণ আল্লাহ আমাদের সবকিছু দেখছেন-এই খেয়াল তথা মুরাকাবার হালত উপস্থিত থাকা চাই।

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

(৩৪) পুরুষরা নারীদের উপর[১] কর্তৃত্বশীল এ কারণে যে, আল্লাহ কতককে কতকের উপর মর্যাদা দান করেছেন এবং এ কারণে যে, পুরুষরা স্বীয় অর্থ ব্যয় করে। বস্তুত নেককার মহিলারা অনুগত হয়, (স্বামীদের) অবর্তমানেও (তাদের ধন ও মানের) হেফাজত করে আল্লাহর হেফাজত অনুসারে। আর তোমরা যাদের (যে স্ত্রীদের) অবাধ্যতার আশংকা কর তাদেরকে মৌখিক[২] উপদেশ দাও এবং তাদেরকে তাদের শয্যায় (একা) পরিত্যাগ কর এবং তাদেরকে (লঘু) প্রহার কর। অতঃপর তারা যদি তোমাদের আনুগত্য আরম্ভ করে তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বোচ্চ মর্যাদাবান, সর্বাধিক বড়ত্বের অধিকারী।

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾

(৩৫) আর যদি তোমরা (উপরস্থগণ[৩] স্বামী-স্ত্রীর) উভয়ের মাঝে ঝগড়া বিবাদের আশংকা কর, তবে তোমরা প্রেরণ কর তার (স্বামীর) পক্ষ থেকে মীমাংসা করার যোগ্যতা সম্পন্ন একজন মধ্যস্থতাকারীকে এবং তার পরিবার থেকে মীমাংসা করার যোগ্যতা সম্পন্ন একজন মধ্যস্থতাকারীকে। যদি এতদুভয় ব্যক্তি নিষ্পত্তি চায় তবে আল্লাহ তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মাঝে মিল করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সব বিষয়ে খবরদার।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পুরুষেরা যেসব অধিকার ভোগ করে ইসলাম নারীদেরকেও সেইরূপ সমান অধিকার দিয়েছে। ইসলাম নারীদের যিম্মায় যেমন পুরুষের প্রতি কিছু বিশেষ ধরনের কর্তব্য আরোপ করেছে, তেমনি পুরুষদের উপরও নারীদের প্রতি কিছু দায়িত্ব পালন ফরয করে দিয়েছে। তবে পুরুষরা খোদা প্রদত্ত

কতিপয় বৈশিষ্টের কারণে স্বভাবতঃ নারীর উপর কর্তৃত্বশীল। এটা সম্পূর্ণ সৃষ্টিগত ও প্রাকৃতিক ব্যাপার। এক্ষেত্রে সমান মর্যাদার দাবী প্রকৃতি বিরুদ্ধ। নারীর সুরক্ষার স্বার্থেই প্রকৃতি নারীকে পুরুষের কর্তৃত্বাধীন করেছে। নারীকে অধিকার বঞ্চিত করা যেমন অন্যায়, তেমনি নারীকে পুরুষের কর্তৃত্বমুক্ত অবাধ স্বাধীনতা প্রদানও সভ্যতা ও নারীত্বের প্রতি চরম অপরাধ। এতে অনিবার্যভাবে ফেৎনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়। নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও চারিত্রিক অবক্ষয়ের ধস নামে। মানব সভ্যতা অনিবার্য ধ্বংসের অতল গহবরে নিপতিত হয়। সেহেতু ইসলাম একদিকে যেমন নারী নির্যাতনের সকল পথ রুদ্ধ করেছে, তার সকল অধিকার সুনিশ্চিত করেছে, আবার প্রাকৃতিক কারণে সভ্যতার স্বার্থে তাকে পুরুষের কর্তৃত্বাধীন থাকার কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। সুতরাং অধিকারের সমতার বিধান সত্ত্বেও নারীর উপর পুরুষের একটি শাসকোচিত বৈশিষ্ট্য ইসলাম দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করে। আলোচ্য আয়াতে এর দু'টি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে- একটি হল প্রাকৃতিক ও খোদা প্রদত্ত পুরুষের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ। দ্বিতীয়টি হল নারীর খোরপোষ মহর ও যাবতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা পুরুষ নিজের উপার্জন ও ধন-সম্পদ থেকে বিধান করে থাকে। বস্তুত নারী যখন বিবাহের সময় তার মহর ও খোরপোষের শর্তে বিয়ের অনুমতি দেয় তখনই সে পুরুষের অভিভাবকত্ব মেনে নেয়।

(২) যেসব স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করে না কুরআনে কারীম তাদের সংশোধনের জন্য পুরুষকে যথাক্রমে তিনটি উপায় বাতলে দিয়েছে। যাতে স্বামী-স্ত্রী দুজনের বিবাদ তাদের দু'জনের মধ্যেই মীমাংসা পেয়ে যায়। প্রথম পর্যায়ে তাকে নরমভাবে বুঝাবে। যদি তাতে কাজ না হয় দ্বিতীয় পর্যায়ে তার বিছানা পৃথক করে দিবে। তবে এ পৃথকতা শুধু বিছানাতেই হবে। বাড়ী বা থাকার ঘর পৃথক করবে না। কারণ এতে তার দুঃখ বেশী হবে এবং তাতে যে কোনরূপ অঘটন ঘটে যেতে পারে। এতেও সংশোধন না হলে তৃতীয় পর্যায়ে তাকে কিছু মৃদু প্রহার করে সংশোধনের চেষ্টা করবে। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে এ তিন পন্থায় স্ত্রী যদি অনুগত হয়ে যায় তবে তোমরা সহনশীলতার পরিচয় দিবে। কথায় কথায় স্ত্রীর দোষ খুঁজে বেড়াবে না।

(৩) ঘরের ব্যাপার ঘরে মীমাংসা না হতে পারলেও অন্তত পরিবারের মধ্যেই যেন মীমাংসা হয়ে যায়। আদালতে মামলা মোকদ্দমা রুজু করার ফলে যেন হাটে ঘাটে তার প্রচার না ঘটে- এজন্য আয়াতে উভয় পরিবার থেকে সালিস নিযুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। সালিসদ্বয়ের নিয়ত যদি সহীহ হয় এবং তারা আন্তরিকভাবে সমঝোতা কামনা করে তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েবী সাহায্য হবে। ফলে তারা নিজেদের উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পারবে এবং তাদের মাধ্যমে আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল মহব্বত সৃষ্টি করে দিবেন। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৪ নং আয়াত:

১. পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল।

২. নারীদের উপর পুরুষদের কর্তৃত্বশীল হওয়ার কারণ হল পুরুষদের খোদা-প্রদত্ত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং নারীদের জন্য পুরুষদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা।

৩. নেককার মহিলা হল তারা, যারা আল্লাহর ও নিজ নিজ স্বামীর অনুগত হয় এবং স্বামীর অবর্তমানে তার ধন ও মানের রক্ষণাবেক্ষণ করে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

৪. যেসব স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করে না তাদের সংশোধনের তিনটি পন্থা বর্ণিত হয়েছে। (২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

৫. "আল্লাহ সর্বোচ্চ মর্যাদাবান, সর্বোচ্চ বড়ত্বের অধিকারী।" এ কথা বলে ইংগিত করা হয়েছে যে, স্বামীরা যেন মর্যাদার অহমিকা ও কর্তৃত্বের বড়ায়ীতে স্ত্রীদের প্রতি জুলুম না করে। স্বামীদের মনে রাখতে হবে যে, তাদের উপর আরও বড় কর্তৃত্বকারী রয়েছেন। তিনি হলেন আল্লাহ। অতএব জুলুম করলে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন।

● ৩৫ নং আয়াত:

১. স্বামী-স্ত্রীর এমনিভাবে অন্যান্য মানুষের পারস্পারিক বিবাদ-বিসংবাদ মিটানোর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ থেকে সালিস নিযুক্ত করা একটা উত্তম পদ্ধতি।

২. আপোষ মীমাংসাকারী সালিসদ্বয়ের নিয়ত সৎ থাকলে এবং সত্যিকারভাবে তারা বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা কামনা করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের গায়েবী সাহায্য হবে।

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ﴿۳۶﴾ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۚ﴿۳۷﴾ وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ﴿۳۸﴾

(৩৬) আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন জিনিসকে শরীক করো না। আর সদ্ব্যবহার (হক আদায়) কর পিতা-মাতার সাথে এবং আত্মীয় স্বজন, এতীম, মিসকীন, নিকটবর্তী[১] প্রতিবেশী ও দূরবর্তী প্রতিবেশী এবং সহচর ও পথচারী[২] আর তাদের সাথেও, যারা তোমাদের মালিকানাধীন আছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাকে পছন্দ করেন না যে আত্মগর্বী, দাম্ভিক।

(৩৭) যারা কৃপণতা[৩] করে এবং (অন্য) লোকদেরকে কৃপণতার নির্দেশ দেয়[৪] এবং সে বস্তুকে গোপন করে যা আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে প্রদান করেছেন। আর আমি এরূপ অকৃতজ্ঞদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

(৩৮) আর যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে মানুষকে দেখানোর জন্য এবং ঈমান রাখে না আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি। (আল্লাহ তাদেরকেও ভালবাসেন না।) আর শয়তান কারও মোসাহেব হয়ে গেলে সে মোসাহেব কত মন্দ!

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿۳۹﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۴۰﴾

(৩৯) আর কিইবা ক্ষতি হত তাদের, যদি তারা ঈমান আনত আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর এবং ব্যয় করত আল্লাহ তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে? আর আল্লাহ তাদের ব্যাপারে পরিপূর্ণ অবগত আছেন।

(৪০) নিশ্চয় আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম[৫] করেন না। আর যদি নেকী হয় তবে তাকে বহুগুণে বর্ধিত করে দেন এবং নিজ সন্নিধান থেকে বড় প্রতিদান প্রদান করেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "নিকট প্রতিবেশী" বলতে সেসব প্রতিবেশীদের বুঝায় যারা প্রতিবেশী হওয়ার সাথে সাথে আত্মীয়ও হবেন। আর "দূরবর্তী প্রতিবেশী" বলতে শুধু প্রতিবেশী-কে বুঝানো হয়েছে যাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন নিকট প্রতিবেশী বলতে মুসলমান প্রতিবেশী আর দূরবর্তী প্রতিবেশী বলতে অমুসলিম প্রতিবেশীকে বুঝানো হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) ابن السبيل বা পথচারী দ্বারা উদ্দেশ্য মুসাফির বা মেহমান। (আবুস-সুউদ)

(৩) অর্থাৎ, সংরক্ষণের নিয়ত না করে কেবল কৃপণতাবশত ধন-সম্পদ গোপন করে রাখে। অথবা এ অর্থও হতে পারে যে, দ্বীনী ইলম গোপন করে। যেমন ইয়াহুদীরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রিসালতের খোশখবরী গোপন রাখত। সুতরাং এখানে আর্থিক কৃপণতা এবং জ্ঞান বিতরণের কৃপণতা উভয় উদ্দেশ্য হতে পারে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, কৃপণতার কথা বলে, কৃপণতা শিক্ষা দেয়।

৫) কাউকেও তার আমলের যোগ্য ছওয়াব দিতে ত্রুটি করেন না এবং বিনা দোষে কাউকে শাস্তি দেন না কিংবা লঘু পাপের জন্য গুরুদণ্ড প্রদান করেন না। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৬ নং আয়াত:

১. আল্লাহর ইবাদত করা ও শিরক মুক্ত থাকা ফরয।

২. আল্লাহ ইবাদত ও আনুগত্যের বর্ণনার পরপরই মাতা-পিতার হকসমূহ বর্ণনা করে মাতা-পিতার অধিকারের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে।

৩. আয়াতে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের তাকীদ করা হয়েছে। (আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের অর্থ তাদের হকসমূহ আদায় করা।)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

৪. আত্মীয়-স্বজনের হক বর্ণনার সাথে সাথে এতীম মিসকীনদের হক সম্পর্কিত বর্ণনা পেশ করে বুঝানো হয়েছে যে, অনাথ শিশু এবং অসহায় মানুষের সাহায্য সহায়তাকেও এমনি গুরুত্বপূর্ণ জরুরী বিবেচনা করবে, যেমন আত্মীয়-স্বজনের বেলায় করে থাক।

৫. নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী সব রকম প্রতিবেশীর হক আদায়ের তাকীদ করা হয়েছে।

৬. আয়াতে সহকর্মী পথিক এবং গোলাম-বাঁদী ও কর্মচারীর হক আদায় এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহারেরও তাকীদ দেয়া হয়েছে।

৭. দাম্ভিকতা ও আত্মগর্ভের খারাবী বর্ণনা করা হয়েছে যে, এর কারণে আল্লাহর ভালবাসা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

● ৩৭ নং আয়াত:

১. কার্পণ্য করা এবং অন্যকে কার্পণ্য শিক্ষা দেয়া হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. দ্বীনের ইল্‌ম প্রকাশ করা ওয়াজিব, গোপন করা হারাম। অবশ্য অনেক সময় কোন কোন হুকুম প্রকাশ করতে গেলে সাধারণ মানুষের মাঝে ফেতনা-ফাসাদ বিস্তার লাভ করার আশংকা থাকে। এ সময়ে ধর্মীয় কল্যাণ বিবেচনায় যদি কোন বিশেষ হুকুম জনসাধারণের মাঝে প্রকাশ না করা হয়, তবে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩. কাফেরদের জন্য জাহান্নামের লাঞ্ছণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

● ৩৮ নং আয়াত:

১. রিয়া তথা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করা– এটা হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. অসৎ সংসর্গ নিন্দনীয় এবং তা বর্জন করা উচিত। কেননা অসৎ সংসর্গ পাপের প্ররোচনা দেয়। যেমন শয়তান এক অসৎ সংসর্গ; সে রিয়া প্রভৃতি পাপের চেতনা উদ্রেক করে দিয়ে থাকে।

● ৩৯ নং আয়াত:

এ আয়াতে ঈমান আনা ও আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ ব্যয় করার জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

● ৪০ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তাআলার ইনসাফ বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না।

২. আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে নেকীকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিয়ে থাকেন।

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ﴿٤١﴾

(৪১) সুতরাং তখন কী অবস্থা হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে এক[১] এক জন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে তাদের উপর সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব।

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ﴿٤٢﴾

(৪২) যারা কাফের হয়েছে এবং রসূলের নাফরমানী করেছে তারা সে দিন কামনা করবে হায়! যদি তাদের উপর মাটি সমান করে দেয়া[২] হত! আর তারা আল্লাহর নিকট কোন কথা গোপন রাখতে পারবে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, হাশরের দিন অপরাধীরা দোষ অস্বীকার করবে। তখন নবীগণ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবেন। যে যা করেছিল সবকিছু তারা প্রকাশ করবেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও অন্যান্য নবীদের ন্যায় স্বীয় উম্মতের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য উপস্থিত করা হবে।

(২) "তাদের উপর মাটি সমান করে দেয়া হত" অর্থাৎ, তাদেরকে দাফন করে দেয়া হত, বা তারা প্রাণীর ন্যায় মাটি হয়ে যেত, বা তারা মাটির সমান হত এই অর্থে যে, তাদেরকে সৃষ্টিই করা না হত কিংবা তাদের পুনরুত্থানই না ঘটত। (আবুস-সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪১-৪২ নং আয়াতদ্বয়:

১. কেয়ামতের ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়েছে যে, তখন কেউ তার পাপকে অস্বীকার করতে পারবে না। প্রত্যেক উম্মত থেকে নবীদেরকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করা হবে।

২. কেয়ামতের ভয়াবহতা এমন হবে যে, কাফেররা কামনা করবে যদি তারা মাটির সাথে বিলীন হয়ে যেতে পারত।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

(৪৩) হে মু'মিনগণ তোমরা নেশার অবস্থায়[১] নামাযের নিকটবর্তী যেও না, যতক্ষণ তোমরা নিজেদের কথাগুলো উপলব্ধি করতে না পার। আর (নামাযের কাছেও যেও)না ফরয গোসলের অবস্থায় যে পর্যন্ত না গোসল করে নাও; কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা ভিন্ন। আর যদি তোমরা পীড়িত হও, অথবা মুসাফির অবস্থায় থাক, অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ শৌচাগার (অর্থাৎ, এস্তেঞ্জা) থেকে এসে থাকে, অথবা তোমরা নারী গমন করে থাক, অনন্তর তোমরা পানি না পাও তবে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও অর্থাৎ, নিজ মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ কর। নিশ্চয় আল্লাহ হলেন অতিশয় মার্জনাকারী, মহা ক্ষমাপরায়ণ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

৪৩ নং আয়াতের শানে নযুল: শরাব হারাম হওয়ার পূর্বে একদিন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) এক দাওয়াতে নিজ মেহমানদেরকে শরাব পান করিয়েছেন। তখন মাগরিবের সময় ছিল। সকলে নামাযে দাঁড়ালেন। হযরত আলী (রা.) ইমামতি করছিলেন। নেশার ঘোরে নামাযে তাঁর মুখ থেকে তাওহীদের পরিপন্থী একটি কালাম বের হয়ে পড়ে। এ প্রসংগে আয়াতটি নাযেল হয়। এতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(১) আল্লাহর নিকট মদ্যপান হারাম ছিল। বিশেষ করে ইসলাম গ্রহণ করার পর মুসলমানদেরকে এ অভিশাপ থেকে রক্ষা করা তাঁর অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু একসাথে হারাম না করে মানব প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে এ হুকুম দেয়া হয়েছে যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের ধারে কাছেও যেও না। শেষ পর্যন্ত সূরা মায়েদার আয়াতে শরাবের অপবিত্রতা ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা আসে এবং সর্বাবস্থায় শরাব সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যায়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৩ নং আয়াত:

১. তিন অবস্থায় তায়াম্মুমের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (ক) এমন অসুস্থতা যে, পানি ব্যবহার ক্ষতিকর হয়। (খ) সফরের অবস্থায় যখন সাথে অল্প পানি আছে, যা উযূর কাজে ব্যবহার করলে পিপাসায় মৃত্যুর আশংকা হয় এবং দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পানি পাওয়া যাবে না– এমন হয়। (গ) পানি একেবারে না থাকা।

২. আয়াতে পবিত্রতা জরুরী হওয়ার দুই অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে, একটি হল পেশাব পায়খানার কারণে উযূর প্রয়োজন। দ্বিতীয়টি ফরয গোসলের প্রয়োজন। অর্থাৎ, বড়-ছোট উভয় নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়া হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৩. নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া হারাম। কোন কোন মনীষী বলেছেন, নিজের মুখের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না– নিদ্রার এমন প্রবল চাপ থাকলেও নামায পড়া জায়েয নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪৪) তুমি কি তাদের লক্ষ্য করনি যাদেরকে কিতাবের অংশ প্রদান করা হয়েছে, (অথচ) তারা গোমরাহী ক্রয় (অর্থাৎ, গ্রহণ) করছে এবং কামনা করছে যে, তোমরাও সরল পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যাও।	اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ﴿۴۴﴾
(৪৫) আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের ভালভাবে জানেন, আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহ যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহ যথেষ্ট।	وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ﴿۴۵﴾
(৪৬) কোন কোন ইয়াহুদী কালাম (তাওরাত) কে তার স্থান থেকে (শব্দ ও অর্থের দিক থেকে) অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয় আর (রসূলের সংগে) এ বাক্যগুলো ব্যবহার করে 'আমরা[১] শুনলাম মানলাম না, শোন শুনানো না হোক' এবং (বলে) রাইনা,[২] তাদের জিহ্বা বাঁকিয়ে এবং (অন্তরে) ধর্মের প্রতি দোষারোপের ইচ্ছায়।	مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ ؕ

আর যদি তারা বলত, আমরা শুনলাম ও মানলাম এবং (যদি বলত) শোনুন ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন, তবে এটাই তাদের জন্য উত্তম ও সঠিক হত। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে তাদের কুফরীর দরুণ স্বীয় রহমত থেকে দূরে নিক্ষেপ করেছেন। অতএব তারা ঈমান আনবে না অল্প কয়েকজন ব্যতীত।	وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۴۶﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ বাক্যগুলো দ্ব্যর্থবোধক। سمعنا وعصينا - আমরা শুনলাম মানলাম না, এর ভাল অর্থ আমরা আপনার আদেশ শুনেছি, যারা আপনার বিরুদ্ধে প্ররোচনা দেয় তাদের কথা মানি না। কদার্থ হল আমরা আপনার আদেশ শুনেছি মানব না। واسمع غير مسمع কথাটিও দ্ব্যর্থবোধক। এর শাব্দিক অর্থ হল শোন, শোনানো না হোক। এর ভাল অর্থ হল আপনার মত বিরোধী কথা আপনাকে শোনানো না হোক, আপনি যা কিছু বলেন তদুত্তরে সকলেই যেন আপনার স্বপক্ষে বলে। আর কদার্থ হল আপনাকে কোন ভাল কথা শোনানো না হোক, আপনার কথার বিরূপ উত্তর আপনার কর্ণগোচর হোক।

(২) راعنا (রায়েনা) শব্দের ভাল অর্থ– আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। কদার্থ– এটা ইয়াহুদীদের একটি গালি, এর অর্থ বোকা, বাচাল ইত্যাদি। শ্রোতারা এসব বাক্য থেকে ভাল অর্থ বুঝত। কিন্তু কাফের ইয়াহুদী এর কদার্থ গ্রহণ করত। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৪ নং আয়াত:

ইয়াহুদীদের মনে মু'মিনদেরকে বিভ্রান্ত করার কামনার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। ইয়াহুদীদের এ মনোভাব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগেও ছিল, আজও রয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৪৫ নং আয়াত:

আল্লাহর অভিভাকত্ব এবং সাহায্যকে যথেষ্ট বলে ইংগিত করা হয়েছে যে, মু'মিনরা যেন একমাত্র আল্লাহকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করে।

● ৪৬ নং আয়াত:

১. আল্লাহর কালামে বিকৃতি সাধন এবং আয়াতে উল্লেখিত ইয়াহুদীদের উক্তিসমূহ –যা রসূলের শানে বেয়াদবী ছিল– এগুলো কুফরী।

২. যেসব দ্ব্যর্থবোধক শব্দের কোন একটি কদার্থ রয়েছে, আর বিধর্মী বা বাতিলপন্থীরা সে খারাপ অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করে থাকে, মুসলমানদের সেসব শব্দ (ভাল অর্থেও) ব্যবহার করা উচিত নয়। এরূপ শব্দাবলীর ব্যবহার নিন্দনীয়।

৩. কুফরীর কারণে আল্লাহর লা'নত হয়।

৪. আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, ইয়াহুদীদের অল্পকয়েকজন ব্যতীত ঈমান আনবে না।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى اَدْبَارِهَآ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٤٧﴾

(৪৭) হে আহলে কিতাবগণ, তোমাদের কাছে যে কিতাব আছে তার সত্যতা সমর্থনকারীরূপে আমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি[১] তাতে তোমরা ঈমান আন আমি (তোমাদের) মুখমণ্ডলসমূহকে বিকৃত করে সেগুলোকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার পূর্বে[২] অথবা আছহাবে ছাব্‌তকে[৩] যেরূপ লা'নত করেছিলাম সেরূপ তাদেরকে লা'নত করার পূর্বে। আর আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا ﴿٤٨﴾

(৪৮) নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক[৪] করা (-এর অপরাধ)কে ক্ষমা করেন না। এর নিম্ন পর্যায়ের অপরাধ[৫] তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে সে তো মহাপাপ উদ্ভাবন করল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তোমরা কুরআনের উপর ঈমান আন যা তাওরাত ইত্যাদি আসমানী কিতাবের সত্যতার সমর্থনকারী। এখানে জানা উচিত, কুরআন অন্যান্য আসমানী কিতাবের অবিকৃত অংশের সমর্থক। পরবর্তীতে যে অংশে বিকৃতি ঘটানো হয়েছে তার নয়। (বয়ানুল কুরআন)

(২) মুখমণ্ডলকে ঘুরিয়ে দেয়া বা উল্টে দেয়ার মধ্যে দু'টি সম্ভাবনাই থাকতে পারে। মুখমণ্ডলের আকার মুছে দিয়ে গোটা চেহারাকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেয়াও হতে পার। আবার মুখমণ্ডলকে গর্দানের মত অসমান্তরাল করে দেয়াও হতে পারে। তবে মুখমণ্ডলের এই বিকৃতি ঘটবেই– আয়াতের দ্বারা তা বুঝা যায় না। বরং সম্ভাবনার উল্লেখ রয়েছে মাত্র। অতএব উল্লেখিত বিকৃতি কখন ঘটবে–এই প্রশ্নের অবকাশ নেই। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন) তদুপরি কখনও কখনও চিন্তাধারার বিকৃতির মাধ্যমেও এই বিকৃতি ঘটতে পারে। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৩) "আছহাবে ছাবত" অর্থ শনিবার ওয়ালা। অর্থাৎ, একদল ইয়াহুদীকে আল্লাহ তা'আলা শনিবার মাছ ধরতে নিষেধ করেছিলেন। এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার ফলে আল্লাহ তাদের প্রতি লা'নত করেছিলেন এবং তাদেরকে বানরে পরিণত করেছিলেন। "আছহাবে ছাবত" বলে এদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

(৪) আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে যে সব বিশ্বাস পোষণ করার কথা বলা হয়েছে তেমন কোন বিশ্বাস সৃষ্ট বস্তুর ব্যাপারে পোষণ করাই হল শিরক। শিরক–এর বিভিন্ন দিক আছে। যথা, জ্ঞানের ক্ষেত্রে শরীক সাব্যস্ত করা, ক্ষমতার ক্ষেত্রে শরীক সাব্যস্ত করা এবং ইবাদতে শরীক সাব্যস্ত করা ইত্যাদি। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) শিরক ও কুফরের নিম্ন পর্যায়ের গোনাহ –সগীরা হোক বা কবীরা– আল্লাহ শাস্তি দিয়ে বা বিনা শাস্তিতে ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু শিরক এবং কুফরের গোনাহ শাস্তি দিয়েও ক্ষমা করবেন না। বরং তার জন্য অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করতে হবে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৭ নং আয়াত:

১. আলোচ্য আয়াতে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের অধিকারীদেরকে কুরআনের উপর ঈমান আনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে কুরআনই হচ্ছে গোটা বিশ্বমানবের হেদায়াত ও মুক্তির একমাত্র পথ নির্দেশিকা। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর অন্যান্য আসমানী কিতাব রহিত হয়ে গিয়েছে।

২. পাপের কারণে চেহারা বা চিন্তাধারার বিকৃতি ঘটতে পারে।

৩. শাস্তি আসার পূর্বেই তড়িৎ তওবা করা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৪৮ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তা'আলা পরকালে শিরক ও কুফরের গোনাহকে ক্ষমা করবেন না। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গোনাহ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।

২. শিরক মহাপাপ।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٤٩﴾

(৪৯) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র বলে থাকে।[১] বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আর তাদের উপর সুতা পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَكَفٰى بِهٖٓ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٠﴾

(৫০) দেখ, তারা আল্লাহর প্রতি কিরূপ মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে![২] আর প্রকাশ্য পাপ (তথা অপরাধ) হিসেবে এটাই যথেষ্ট।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইয়াহুদীরা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র বলে বর্ণনা করত। এদের প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত নাযেল করেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) ইয়াহুদীরা কুফর ও শিরক-এর মাঝে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র বলে ঘোষণা করে। এটা আল্লাহ তাআলার প্রতি মিথ্যা অপবাদ বৈ নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুফর ও শিরক তাঁর কাছে পছন্দনীয় নয়। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৯ নং আয়াত:

১. কারও পক্ষে নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করা তথা আত্মপ্রশংসা করা জায়েয নয় বরং হারাম। এটা নিষিদ্ধ হওয়ার তিনটি কারণ রয়েছে। (এক) অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মপ্রশংসার কারণ হয়ে থাকে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অহংকার। (দুই) শেষ পরিণতি সম্পর্কে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাই অবগত আছেন। কাজেই নিজেকে পবিত্র বলে আখ্যায়িত করা খোদাভীতির পরিপন্থী। (তিন) আত্মপ্রশংসাকারী নিজেকে দোষ-ত্রুটি মুক্ত মনে করে।

তবে উল্লেখিত কারণগুলো না থাকলে নেয়ামতের প্রকাশকল্পে নিজের গুণ বর্ণনা করার অনুমতি আছে। (মাআরিফুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

২. কেয়ামতের আদালত হবে সম্পূর্ণ ইনসাফের, যেখানে কারও প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবেনা।

● ৫০ আয়াত:

আল্লাহ তাআলার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া মারাত্মক পাপ।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَ يَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰٓؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ﴿٥١﴾

(৫১) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে, যারা মান্য করে প্রতিমা ও তাগুতকে[১] আর কাফেরদের সম্পর্কে বলে, তারা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর হেদায়াতের পথে রয়েছে।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ﴿٥٢﴾

(৫২) এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ লা'নত[২] করেছেন। আর আল্লাহ যাকে লা'নত করেন তুমি কখনও তার কোন সাহায্যকারী পাবে না।

اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿٥٣﴾

(৫৩) তবে কি তাদের অধিকারে রাজত্বের কোন অংশ আছে? (থাকলে) তখন তো তারা মানুষকে এক বিন্দু (পরিমাণ)ও দিত না।[৩]

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴿٥٤﴾

(৫৪) না কি তারা মানুষের[৪] প্রতি হিংসা করে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন সে বিষয়ে? সুতরাং (তোমার এমন কিছু প্রাপ্তি কোন নতুন বিষয় নয়।) আমি তো ইবরাহীমের বংশধরকেও কিতাব ও হিকমত দান করেছিলাম আর তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য।[৫]

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ؕ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿٥٥﴾

(৫৫) অতঃপর তাদের কতক তাঁর প্রতি বিশ্বাস করেছিল এবং কতক তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।[৬] আর (তাদের জন্য) দগ্ধকারী আগুন হিসেবে জাহান্নাম-ই যথেষ্ট।[৭]

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

৫১ নং আয়াতের শানে নুযূল: ইয়াহুদীদের সরদার কাব বিন আশরাফ ওহুদের যুদ্ধের পর কাফেরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আবার লড়াই করতে উদ্দীপ্ত করার জন্য মক্কায় গমন করল। সেখানে তারা কাফেরদের সাথে ঐক্যমত প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে 'জিবত' ও 'তাগুত' নামক দুটি মূর্তির সামনে সেজদা করল। এবং মক্কার কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমরা-ই ন্যায়ের উপর রয়েছ। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গোমরাহ হয়ে গেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। এ ঘটনা প্রসঙ্গেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(১) جبت শব্দের অর্থ যাদু, প্রতিমা এবং আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় পূজ্য সত্তা। আর طاغوت শব্দের আভিধানিক অর্থ সীমালংঘনকারী, দুষ্কৃতির মূলবস্তু যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে ইত্যাদি। শয়তান, দেব-দেবী, আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা করা হয় এবং গণক, জ্যোতিষী, কাফের নেতা ইত্যাদি যাবতীয় বিভ্রান্তিকর উপায় উপকরণ সবই তাগুতের অন্তর্ভুক্ত।

(২) লা'নতের আভিধানিক অর্থ আল্লাহর রহমত হতে দূর হয়ে যাওয়া। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ কাফেরদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে, রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া। আর মু'মিনদের ক্ষেত্রে হলে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারীদের মর্যাদা থেকে নীচে পড়ে যাওয়া। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) ইয়াহুদীরা মনে করত, নবুয়তের উত্তরাধিকারী কেবল তারাই এবং রাজত্বের হকদার কেবল তারাই। তাদের এ ধারণার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, যেমন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর যথা হযরত দাউদ (আ.), হযরত সুলাইমান (আ.) প্রমুখ নবীদেরকেও রাজত্ব দেয়া হয়েছিল। আর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর, অতএব এতে আশ্চর্য্যের কী আছে ? (বয়ানুল কুরআন)

(৬) অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের মধ্যে যে নবীগণ প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের প্রতিও সে যুগের সকল মানুষ-ই ঈমান আনয়ন করেনি। অতএব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর যদি সকল মানুষ ঈমান না আনে তবে দুঃখিত বা আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছুই নেই। (বয়ানুল কুরআন) "তার প্রতি" বলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি– এরূপ ব্যাখ্যাও হতে পারে। (জালালাইন)

(৭) দুনিয়াতে যদি কাফেরদের শাস্তি কম হয় কিংবা মোটেই না হয় তবুও অসুবিধা নেই। কারণ, পরকালে জাহান্নামের শাস্তিই তাদের জন্য যথেষ্ট। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫১ নং আয়াত:

১. কাব ইবনে আশরাফ একজন ইয়াহুদী এবং আল্লাহ বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য তাদের দেব-দেবীর সামনে সাজদা করতেও দ্বিধা করল না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, শুধুমাত্র কিতাব সম্পর্কিত ইল্‌ম থাকাই যথেষ্ট নয়, যদি কিতাবের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ না করা হয় এবং পার্থিব হীন লোভ-লালসা থেকে মুক্ত না হয়। বর্তমান কালেও কোন কোন লোক এমন রয়েছে যারা জৈবিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজ ধর্ম-বিশ্বাস এবং আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে বসে। এদের থেকে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। (মাআরিফুল কুরআন)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. জিবত ও তাগুতকে অস্বীকার করা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. কাফেরদের হেদায়াতপ্রাপ্ত মনে করা নিষেধ।

● ৫২ নং আয়াত:

১. কুফরী অবস্থায় কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত জানা থাকলে তার উপর লা'নত করা জায়েয। অন্যথায় জায়েয নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

২. কারও নাম উল্লেখ না করে এভাবে লা'নত করা জায়েয যে, জালেমদের উপর কিংবা মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ'র লা'নত বর্ষিত হোক। (প্রাগুক্ত)

৩. আলোচ্য আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয় তার কোন সাহায্যকারী থাকে না। (প্রাগুক্ত)

● ৫৩-৫৪ নং আয়াতদ্বয়:

১. ইয়াহুদীদের হিংসা ও কার্পণ্যের নিন্দা করা হয়েছে।

২. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশে নবুয়ত প্রাপ্তির বর্ণনা রয়েছে।

৩. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশে রাজত্ব প্রাপ্তির বর্ণনা রয়েছে।

● ৫৫ নং আয়াত:

১. ইসলামকে সত্য জানা সত্ত্বেও অনেক ইয়াহুদীর ইসলাম গ্রহণ না করার বর্ণনা রয়েছে।

২. এ আয়াতে ইংগিত করা হয়েছে যে, সর্বযুগেই কিছু লোক সত্য, ন্যায় ও ইসলামের বিপক্ষে ছিল এবং থাকবে। কাজেই এটা দেখে সত্যপন্থীদের ঘাবড়ানোর কিছুই নেই। আয়াতের দ্বারা মূলত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শান্তনা প্রদান করা হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

(৫৬) নিঃসন্দেহে যারা আমার আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছে আমি সত্বর তাদেরকে এক ভীষণ অগ্নিতে দগ্ধ করবই। তাদের চামড়াগুলো যখনই (একবার) জ্বলে-পুড়ে যাবে[১] তখনই আমি তাদের চামড়া পাল্টে দিব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা শাস্তি আস্বাদন করতে থাকে।[২] নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

(৫৭) আর যারা ঈমান আনয়ন করেছে ও নেক আমল করেছে, অবশ্যই তাদেরকে আমি প্রবেশ করাব এমন উদ্যানসমূহে যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্ত্রীগণ আর তাদেরকে চিরস্থায়ী ছায়ায়[৩] প্রবেশ করাব।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) نضج শব্দের মূল অর্থ পাকা। আরবী বাগধারায় চামড়া পেকে যাওয়ার ভাবার্থ হল জ্বলে পুড়ে যাওয়া।

(২) হযরত হাসান বসরী বলেন, আগুন তাদের চামড়াকে একদিনে সত্তর হাজার বার খাবে। যখন তাদের চামড়া খেয়ে ফেলবে অমনি সেসব লোককে বলা হবে, তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাও। সাথে সাথে পূর্বের মত হয়ে যাবে। (মাযহারী)

(৩) অন্য আয়াতে বর্ণিত আছে, বেহেশতে সূর্য থাকবে না। তাহলে ছায়া আসবে কোত্থেকে? উত্তর হল- ছায়ার জন্য সূর্যের উপস্থিতি জরুরী নয়। বরং যে কোন আলোকময় বস্তু থাকলেই ছায়া সৃষ্টি হতে পারে। আর বেহেশতের মধ্যে এরূপ আলোকময় বস্তু থাকা অসম্ভব নয়। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৬ নং আয়াত:

১. কাফের সম্প্রদায় চিরকাল জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে।

২. তাদের শাস্তি কখনও কমানো হবে না। একবার চামড়া জ্বলে-পুড়ে গেলেও পুনরায় সেটাকে পূর্বের অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হবে, ফলে শাস্তি পূর্ববত আস্বাদিত হতে থাকবে।

● ৫৭ নং আয়াত:

১. মু'মিনদের পরকালিন শান্তি ও মুক্তির সুসংবাদ আলোচিত হয়েছে।

২. মু'মিনগণ জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে।

৩. জান্নাতের স্ত্রীগণ দৈহিক ও চারিত্রিক দোষ এবং অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত থাকবে।

৪. জান্নাতে ছায়া থাকবে।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۙ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

(৫৮) নিশ্চয়ই,[১] আল্লাহ তোমাদেরকে[২] নির্দেশ দেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে প্রত্যর্পণ করার আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা কর তখন ইনসাফের সাথে বিচার করার। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন, সত্যিই তা কত উৎকৃষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

(৫৯) হে মু'মিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী[৩] তাদের। আর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়, তাহলে আল্লাহ ও রসূলের কাছে তা উপস্থাপন কর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। সেটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মক্কা বিজয়ের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র কা'বা শরীফে প্রবেশ করতে চাইলে চাবি রক্ষক উসমান ইবনে তালহা আপত্তি করেন। হযরত আলী (রা.) জোরপূর্বক চাবি কেড়ে নিয়ে কা'বার দরজা খুলে দেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বা যিয়ারতের পর যখন বের হয়ে এলেন তখন হযরত আব্বাস (রা.) কা'বার চাবি নিজে সংরক্ষণের বাসনা প্রকাশ করলেন। তখন আলোচ্য আয়াত নাযেল হল এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বা গৃহের চাবি পূর্ববর্তী সংরক্ষক উসমান ইবনে তালহাকেই পুনরায় প্রদান করলেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) এখানে শাসকদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) اولى الامر "উলিল আমর" আভিধানিক অর্থে সেসব লোককে বলা হয়, যাদের হাতে কোন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত থাকে। এ কারণেই হযরত আব্বাস (রা.) প্রমুখ সাহাবী উলামা ও ফুকাহা সম্প্রদায়কে "উলিল আমর" সাব্যস্থ করেছেন। কারণ, তারাই হচ্ছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতিনিধি। তাদের হাতেই দ্বীনী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত। এছাড়া কতক মুফাসসিরের মতে শাসক শ্রেণী এবং কতকের মতে উলামা এবং শাসক উভয় শ্রেণীই উলিল আমর। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৮ নং আয়াত:

১. রাষ্ট্রীয় যত পদ ও পদমর্যাদা রয়েছে সে সবই আল্লাহ তাআলার আমানত। যাদের হাতে নিয়োগ-বরখাস্তের অধিকার রয়েছে সেসব কর্মকর্তাগণ হলেন সে পদের আমানতদার। কাজেই তাদের পক্ষে কোন পদ এমন কাউকে অর্পন করা জায়েয নয় যে লোক তার যোগ্য নয়। বরং প্রতিটি পদের জন্য নিজের সাধ্যানুযায়ী যোগ্য লোক অনুসন্ধান করা কর্তব্য। (মাআরিফুল কুরআন)

২. আয়াতে উল্লেখিত ان الله يامركم ان تؤدوا الامنة (আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন)-এর দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে যে, প্রকৃত হুকুম ও নির্দেশ দানের মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা, পৃথিবীর শাসকবর্গ তাঁর আজ্ঞাবহ। এতে প্রতীয়মান হয় যে, শাসন ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের মালিকও একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই।

৩. সরকারী পদসমূহ দেশের অধিবাসীদের অধিকার নয়, যা জনসংখ্যার হার অনুপাতে বণ্টন করা যেতে পারে; বরং এগুলো হল আল্লাহ প্রদত্ত আমানত, যা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট দায়িত্বের পক্ষে যোগ্য ও যথার্থ লোককেই দেয়া যেতে পারে।

৪. পৃথিবীতে মানুষের যে শাসন, তা শুধু একজন প্রতিনিধি ও আমানত হিসেবেই হতে পারে। তারা দেশের আইন প্রণয়নে সে সমস্ত নীতিমালার অনুসরণে বাধ্য থাকবে যা একক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বাতলে দেয়া হয়েছে।

৫. যখন কোন মোকদ্দমা আসবে, তখন শাসন কর্তৃপক্ষের উপর ফরয বংশ, গোত্র, বর্ণ, ভাষা এমনকি ধর্ম ও মতবাদের পার্থক্য না করে সার্বিক ও ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করে দেয়া । (মাআরিফুল কুরআন)

● ৫৯ নং আয়াত:

১. আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের আনুগত্য করা ফরয।

২. আল্লাহ রব্বুল আলামীন ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মান্য করার পাশাপাশি "উলিল আমর"কেও মান্য করতে হবে। তবে উলিল আমরের নির্দেশ কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী না হতে হবে। যদি পরিপন্থী হয় তবে উলিল আমরকে মান্য করা যাবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৩. আকীদা, ইবাদতের নিয়ম-নীতি ও কোন মাসআলা বা ফয়সালায় মতবিরোধ দেখা দিলে আল্লাহ আল্লাহর রসূলের কাছে সেটাকে পেশ করতে হবে তথা আল্লাহর কিতাব কুরআন ও রসূলের হাদীছের মাধ্যমে সেটার ফয়সালা করতে হবে।

৪. এরূপ করাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ؕ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ۝	(৬০) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা মনে করে (অর্থাৎ, দাবী করে) যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা অবশ্যই ঈমান রাখে ? তারা তাগুতের[১] কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায়, অথচ তাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণ-ভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।
وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ۝	(৬১) আর তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রসূলের দিকে এসো, তখন (সেই) মুনাফেকদেরকে তুমি দেখ, ওরা তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়।
فَكَيْفَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ۖ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ۝	(৬২) অনন্তর তাদের কৃতকর্মের দরুণ যখন তাদের কোন মুসীবত ঘটবে[২] তখন তাদের কি অবস্থা হবে ? অতঃপর তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে খেয়ে তোমার কাছে এসে বলবে, আমরা (অন্যের কাছে বিচার প্রার্থনা করতে যেয়ে) সুন্দর নিষ্পত্তি ও পারস্পরিক মিল স্থাপন ছাড়া অন্য কিছুই চাইনি।
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًاۢ بَلِيْغًا ۝	(৬৩) এরা হলো সেসব লোক, যাদের অন্তরের বিষয়[৩] সম্বন্ধে আল্লাহ অবগত। সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর,[৪] তাদেরকে সদুপদেশ দিতে থাক এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের (সংশোধন) সম্বন্ধে এমন কথা বলতে থাক যা মর্মস্পর্শ করে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

৬০ নং আয়াতের শানে নুযূল: একবার "বিশ্‌র" নামক এক মুনাফেকের সাথে জনৈক ইয়াহুদীর বিবাদ সৃষ্টি হল। এর মীমাংসার লক্ষ্যে ইয়াহুদী লোকটি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে গমনের প্রস্তাব করল। কিন্তু মুনাফেক লোকটি যেহেতু অপরাধী ছিল, সেহেতু সে ন্যায় বিচার এড়ানোর লক্ষ্যে কা'ব ইবনে আশরাফের কাছে যাওয়ার প্রস্তাব করল। যাহোক, অবশেষে উভয়েই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারেই হাজির হল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবকিছু শোনার পর মুনাফেককে অপরাধী বলে রায় দিলেন। মুনাফেক এতে সন্তুষ্ট না হয়ে হযরত ওমর (রা.-এর কাছে গিয়ে আপিল করল। হযরত ওমর (রা.) তাকে হত্যা করলেন এবং বললেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রায়ে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট নয় তার ফয়সালা একমাত্র তলোয়ার দিয়েই হতে পারে। এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(১) "তাগুত" শব্দের অর্থের জন্য অত্র সূরার ৫১ নং আয়াতের টীকা দ্রষ্টব্য। এ আয়াতে বিরোধপূর্ণ বিষয়টিকে কা'ব ইবনে আশরাফের কাছে নিয়ে যাওয়াকে তাগুতের কাছে নিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, অন্যত্র বিচার প্রার্থী হওয়ার দরুণ মুনাফেকদের খেয়ানত ও কপটতা প্রকাশিত হওয়ার ফলে তাদেরকে কোন শাস্তির ব্যবস্থা করা হলে তারা বিভিন্ন রকম আপত্তি শুরু করে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, তাদের নিফাক ও কুফ্‌র সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা ভালভাবেই জানেন। (প্রাগুক্ত)

(৪) মুনাফেকদেরকে উপক্ষো করা এবং তাদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকতে বলার পেছনে একটি বিশেষ হিকমত ছিল। তাহল মুনাফেকরা গোপনে ইসলামের শত্রুতা করলেও প্রকাশ্যে নিজদেরকে মুসলমান বলে দাবী করত। কাজেই এদেরকে শাস্তি প্রদান করলে সারা বিশ্বে একথা প্রচার লাভ করত যে, মুসলমানরা জালেম, অসহিষ্ণু ইত্যাদি। কারণ মুনাফেকদের গোপন অপরাধ ও ষড়যন্ত্রের কথা তো আর বাইরের লোকেরা জানত না। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা এসব মুনাফেকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে এদেরকে উপক্ষো করার পরামর্শ দিয়েছেন। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬০ নং আয়াত:

১. যখন কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রসূল বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে বিচার নিয়ে যাওয়া সম্ভব– এমন মুহূর্তে অন্যের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়া হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. তাগুতকে অস্বীকার করা ফরয।

৩. শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়।

● ৬১ নং আয়াত:

১. কুরআন ও সুন্নাহ'র ফয়সালা মেনে নেয়ার আহবান জানানো এবং তা মেনে নেয়া ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. কুরআন ও সুন্নাহ'র ফয়সালা মেনে নেয়ার আহবানকে অগ্রাহ্য করা মুনাফেকদের কাজ।

● ৬২ নং আয়াত:

শান্তি এবং সম্প্রীতি বিনষ্টকারী সকল তৎপরতা চালানো সত্ত্বেও শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবী করা মুনাফেকদের স্বভাব। বর্তমানে সময়েও ইসলামের দুশমনরা শান্তি, সম্প্রীতি, মানবাধিকার প্রভৃতির দোহাই দিয়ে সারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে যাচ্ছে।

● ৬৩ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তাআলা অন্তরের বিষয় সম্বন্ধেও অবগত।

২. মুনাফেকদেরকে উপক্ষো করতে অর্থাৎ, তাদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এর বিশেষ হেকমত রয়েছে। (দেখুন টীকা নং ৪)

৩. কাফের মুনাফেকদেরকে মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে উপদেশ দিতে বলা হয়েছে, যাতে তাদের অন্তরে দাগ কাটে।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿٦٤﴾

(৬৪) আমি এই উদ্দেশ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাঁর আনুগত্য করা হবে। আর সত্যিই সেসব লোক যখন নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল তখন যদি তোমার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত[১] এবং রসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত, তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু রূপে পেত।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾

(৬৫) কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ। তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ তারা তাদের নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের বিষয়ে বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে[২] অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মনে কোন সংকীর্ণতা বোধ না করে এবং পুরোপুরি মেনে নেয়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ক্ষমা প্রার্থনার অর্থ এই নয় যে, মুনাফেক থাকা অবস্থায়ই ক্ষমা গ্রহণ করা হবে। কারণ, ক্ষমার পূর্ব শর্তই হল ঈমান। সুতরাং ঈমান গ্রহণ করেই ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশায় তাঁর কাছে এবং তাঁর ইন্তেকালের পর শরীয়তের বিচার ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পন করতে হবে। এখন শরীয়তের অনুসরণই হবে তার অনুসরণ। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৪ নং আয়াত:

১. রসূলের আনুগত্য করাই আল্লাহর কাম্য।

২. ছোট বড় সব গোনাহই নিজের প্রতি জুলুম।

৩. গোনাহ থেকে তওবা করা জরুরী।

৪. তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তওবা কবুল করেন।

● ৬৫ নং আয়াত:

১. রসূলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা কুফরী। সে ব্যক্তি আদৌ মুসলমান নয় যে, যাবতীয় বিবাদ ও মোকদ্দমায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মীমাংসায় সন্তুষ্ট হতে পারে না।

২. রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এবং তাঁর অবর্তমানে তৎপ্রবর্তিত শরীয়তের আশ্রয়ে গিয়ে মীমাংসা অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

৩. আল্লাহ আল্লাহর রসূলের ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা এবং তা মেনে নেয়া ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. যে কাজ বা বিষয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক কথা বা কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত, তা সম্পাদন করতে মনে কোন রকম সংকীর্ণতা অনুভব করা ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ। (মাআরিফুল কুরআন)

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ۭ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ۝۶۶

(৬৬) আর যদি আমি তাদেরকে আদেশ দিতাম[১] যে, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর অথবা নিজেদের দেশ থেকে বের হয়ে যাও, তবে তাদের অল্পসংখ্যকই[২] তা করত। আর তাদেরকে যা করতে উপদেশ দেয়া হয়েছে[৩] তারা তা করলে অবশ্যই তাদের জন্য তা উত্তম এবং (ঈমানকে) অধিকতর দৃঢ়কারী হত।

وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّآ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝۶۷

(৬৭) এবং তখন আমি তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে অবশ্যই মহা প্রতিদান প্রদান করতাম।

وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝۶۸

(৬৮) আর অবশ্যই তাদেরকে সরল পথে[৪] পরিচালিত করতাম।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰۗىِٕكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۗءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰۗىِٕكَ رَفِيْقًا ۝۶۹

(৬৯) আর যারা আল্লাহ এবং রসূলের আনুগত্য করবে তারা সঙ্গ পাবে এমন লোকদের[৫] যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। অর্থাৎ, নবী, ছিদ্দীক, শহীদ এবং নেককারদের।[৬] আর তাঁরা উত্তম সঙ্গী।

ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ۝۷۰

(৭০) এটা অনুগ্রহ আল্লাহর পক্ষ হতে। আর সর্বজ্ঞাতা হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) كتبنا শব্দটি এখানে امرنا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (আবুস-সুউদ)

(২) এখানে "অল্পসংখ্যক" বলে মু'মিনদের কথা বুঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, যে আদেশ বা নিষেধ করা হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৪) সরল পথে অর্থাৎ, জান্নাতের পথে পরিচালিত করতাম। যেখানে তারা বিনা বাঁধায় গমন করে মহা পুরস্কার ভোগ করত। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) নবী, ছিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহীনের সঙ্গী হওয়ার অর্থ হল– বেহেশতে গমনের পর তাঁদের সাথে সাক্ষাত লাভের সুযোগ হবে। এ অর্থ নয় যে, সাধারণ আনুগত্যকারীরাও নবী, ছিদ্দীক প্রমুখের সমান মর্যাদাশালী হবে এবং জান্নাতে তাঁদের মর্তবা লাভ করবে। কারণ, এটা সম্ভব নয়। (প্রাগুক্ত)

(৬) "নবী"-র পরিচয় সুবিদিত। "সিদ্দীক" হল উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাশীল ব্যক্তি। সাধারণ পরিভাষায় যাদেরকে ওলী-আউলিয়া বলা হয়। "শহীদ" হল যারা দ্বীনের জন্য নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। আর যারা দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করেন, এমনকি সাধারণ মুস্তাহাবও তরক করেন না তারা হলেন "সালেহীন" তথা নেককার ও দ্বীনদার। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৬ নং আয়াত:

১. আল্লাহ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিপূর্ণ অনুসরণকারী সত্য পথের যাত্রীদের সংখ্যা অল্পই হয়ে থাকে। (বয়ানুল কুরআন)

২. ইবাদত ও আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা ঈমান দৃঢ় হয় তথা ঈমান বাড়ে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৬৭–৬৮ নং আয়াতদ্বয়:

১. আল্লাহর নির্দেশ মান্য করলে আল্লাহর কাছে পুরস্কার লাভ করা যাবে।

২. আল্লাহর নির্দেশ মান্য করাই সিরাতে মুস্তাকীমে চলা।

● ৬৯ নং আয়াত:

১. আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের আনুগত্য করলে নবী, ছিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহীনের সাথে জান্নাতে সাক্ষাত লাভ হবে।

২. নবী, ছিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহীনগণই আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত। অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ পেতে হলে তাদের সঙ্গ গ্রহণ ও তাদের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।

● ৭০ নং আয়াত:

১. জান্নাতে নবী, ছিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহীনের সাক্ষাত লাভ আল্লাহর অনুগ্রহ। এটা আমলের বদলা নয়। কেননা আমলের বদলায় সে তার প্রাপ্য স্তর লাভ করবে। সেই স্তরের অতিরিক্ত নবী, ছিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহীনগণের সাক্ষাত লাভ হবে একান্তভাবেই আল্লাহর অনুগ্রহে। (বয়ানুল কুরআন)

২. আল্লাহ ভালভাবে জানেন কতটুকু আমলের প্রাপ্য আর কতটুকু তাকে অনুগ্রহে অতিরিক্ত প্রদান করা সংগত। (প্রাগুক্ত)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ﴿٧١﴾

(৭১) হে মু'মিনগণ, নিজেদের সতর্কতা গ্রহণ কর। অতঃপর হয় দলে দলে[১] বিভক্ত হয়ে অভিযানে বের হও অথবা সম্মিলিতভাবে অভিযানে বের হও।

وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ﴿٧٢﴾

(৭২) আর সত্যিই তোমাদের মধ্যে কতক এমন লোক আছে, যারা গড়িমসি করবেই।[২] অনন্তর তোমাদের কোন মুসীবত ঘটলে বলবে, নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে হাজির হইনি।

وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧٣﴾

(৭৩) আর (পক্ষান্তরে) তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ[৩] হলে যেন তোমাদের ও তার মধ্যে কোন সম্পর্কই নেই[৪] এমনভাবে সে বলবে যে, হায়– যদি তাদের সাথে থাকতাম তাহলে আমিও বিরাট সফলতা লাভ করতাম।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ثبت শব্দের অর্থ ক্ষুদ্রদল। অর্থাৎ, তোমরা যখন জেহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে, তখন একা একা বের হবে না। বরং ছোট ছোট দলে কিংবা (সম্মিলিত) বড় সেনাদল নিয়ে বের হবে। কারণ, একা একা যুদ্ধ করতে গেলে ক্ষতির আশংকা রয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) এখানে আব্দুল্লাহ ইব্নে উবাই প্রমুখ মুনাফেকের কথা বলা হয়েছে। যারা জাহেরীভাবে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের দলে মিশে গিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পার্থিব সুবিধা আদায় করা। এজন্যই তারা জেহাদের মত কষ্টকর এবং আত্মত্যাগমূলক কাজে অংশ নিতে চাইত না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, মুসলমানদের বিজয় লাভান্তে গনীমতের মাল অর্জিত হলে তারা আফসোস করে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, বিজয় এবং গনীমতের মালে অংশ না পেয়ে মুনাফেকদের আফসোস দেখে মনে হয়, মুসলমানদের সাথে কোন সম্পর্কই নেই। শুধুমাত্র দুনিয়াবী স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যেই তারা মুসলমানদের সাথে মিশেছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭১ নং আয়াত:

১. জেহাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, সমরাস্ত্র সংগ্রহ করা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. এতে আরও একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যাপারে বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. আলোচ্য আয়াতে অস্ত্র সংগ্রহের নির্দেশ দেয়া হলেও এমন প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি যে, অস্ত্রের কারণেই তোমরা নিরাপদ থাকবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করাটা মানসিক স্বস্তিলাভের জন্যই হয়ে থাকে। বাস্তবে এগুলো লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। (প্রাগুক্ত)

৪. জেহাদে ছোট ছোট দলে কিংবা সম্মিলিত বড় সেনাদল নিয়ে বের হতে বলা হয়েছে। কারণ, একা একা যুদ্ধ করতে গেলে ক্ষতির আশংকা রয়েছে। (প্রাগুক্ত)

● ৭২ নং আয়াত:

১. মুনাফেকদের জেহাদে গমনের ক্ষেত্রে গড়িমসির নিন্দা করা হয়েছে।

২. মুসলমানদের বিপদ দেখে আত্মতৃপ্তি বোধ করা মুনাফেকদের চরিত্র।

● ৭৩ নং আয়াত:

এ আয়াত দ্বারা মুনাফেকদের আরো একটি চরিত্র উন্মোচিত হয়। তা হল, মুসলমানদের বিজয় ও সফলতা দেখে তারা আফসোস করত।

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۭ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٧٤﴾

(৭৪) সুতরাং যারা আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে বিক্রয় করে দেয়[১] তারা আল্লাহর পথে লড়াই করুক। আর যে আল্লাহর পথে লড়াই করে অতঃপর নিহত হয় কিংবা বিজয় অর্জন করে, অচিরেই তাকে আমি দান করব মহা প্রতিদান।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاۗءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۙ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾

(৭৫) আর তোমাদের কী ওজর আছে যে, তোমরা লড়াই করবে না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নর, নারী ও শিশুদের (মুক্তির) পক্ষে[২]? যারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক ! এই জনপদ থেকে আমাদেরকে (অন্যত্র) বের করে নিয়ে যাও যার অধিবাসীরা জালেম।[৩] আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَاۗءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿٧٦﴾

(৭৬) আর যারা ঈমানদার তারা লড়াই (জেহাদ) করে আলাহর পথে এবং যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পথে।[৪] সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে।[৫] বস্তুত শয়তানের কৌশল দুর্বলই হয়ে থাকে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে প্রকৃত মু'মিনদের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, মুনাফেকরা জেহাদে অংশ গ্রহণ করুক বা না করুক যারা প্রকৃত মু'মিন এবং যারা দুনিয়াবী যিন্দেগীর উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দেয়, তারা যেন নির্দ্বিধায় লড়াই করে এবং জেহাদ করতে গিয়ে তারা নিহত হোক বা বিজয় লাভ করুক সেদিকে যেন ভ্রুক্ষেপ না করে। এবং একথা মনে রাখে যে, আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাঝেই রয়েছে প্রকৃত মুক্তি ও সফলতা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হিজরতের পরও মক্কা নগরীতে কিছু মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন। তারা বিভিন্ন আর্থিক ও দৈহিক দুর্বলতার কারণে হিজরত করতে সক্ষম হননি। মক্কার কাফেরদের নানা নির্যাতন তারা সহ্য করে আল্লাহর দরবারে মুক্তির জন্য দুআ করছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা জেহাদের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ঐসব লোকদের মুক্ত করার নির্দেশ দেন। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) মক্কায় অবস্থিত মু'মিনগণ আল্লাহর দরবারে দু'টি প্রার্থনা করেছিলেন। একটি হল আমাদেরকে এই মক্কা নগরী থেকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা কর। দ্বিতীয়টি হল আমাদের জন্য সাহায্যকারী পাঠাও। আল্লাহ তা'আলা দু'টি দুআই মঞ্জুর করেছিলেন। (প্রাগুক্ত)

(৪)"তাগুতের পথে লড়াই করা"-এর অর্থ হল কুফ্‌রকে বিজয় করার উদ্দেশ্যে লড়াই করা। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, কাফেরদের বিরুদ্ধে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৪ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে মু'মিনদেরকে জেহাদ তথা বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করার স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

২. আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারী ব্যক্তি দুনিয়া বিক্রয় করল এবং বিনিময়ে পরকাল তথা জান্নাত ক্রয় করল। কতই না উত্তম তার ক্রয়-বিক্রয়!

৩. মু'মিনদের জন্য জেহাদের ময়দানে জয় কিংবা পরাজয় যেটাই হোক সে তার প্রাপ্য মহা পুরস্কার তথা জান্নাত লাভ করবে।

● ৭৫ নং আয়াত:

১. উৎপীড়িতদেরকে অত্যাচারীদের অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে মুক্তিদানের জন্য এবং ধর্মীয় অধিকার হারা মানুষের অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো এবং জেহাদ পরিচালিত করা মুসলমানদের স্বাভাবিক দায়িত্ব।

২. আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা সর্বরকম বিপদের অমোঘ প্রতিকার।

● ৭৬ নং আয়াত:

১. মু'মিনদের জেহাদ হয় আল্লাহর রাস্তায়, আর কাফেরদের যুদ্ধ হয় তাগুতের রাস্তায়। এ-ই হল মু'মিনদের জেহাদ আর কাফেরদের যুদ্ধের মধ্যে মৌলিক তফাৎ।

২. শত্রুর ভয় যেন মু'মিনদের জেহাদ থেকে বিরত না রাখে। কেননা তাদের শক্তি শয়তানের শক্তি। আর শয়তানের কলা-কৌশল দুর্বল। (আইছারুত্তাফাসীর)

উল্লেখ্য- এ আয়াতে শয়তানের কলা কৌশলকে যে দুর্বল বলা হয়েছে, তার সংগে আয়াতে দু'টি শর্তের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। (এক) الذين امنوا অর্থাৎ, যাদের বিরুদ্ধে শয়তান কলা কৌশল অবলম্বন করবে তাদের মুসলমান ও মু'মিন হতে হবে। (দুই) يقتلون فى سبيل الله অর্থাৎ, যে কাজে নিয়োজিত থাকবে তা একান্ত ভাবেই আল্লাহর জন্য হতে হবে। কোন পার্থিব বস্তুর আকাংখা কিংবা আত্মস্বার্থ প্রণোদিত না হতে হবে। এ দু'টি শর্তের যে কোন একটির অবর্তমানে শয়তানের কলা কৌশল দুর্বল হওয়া অবশ্যম্ভাবী নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۭ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۣ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝

(৭৭) তুমি কি সেসব লোককে দেখনি যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের হস্তসমূহ বিরত রাখ[১] নামায কায়েম কর এবং যাকাত দিতে থাক? অতঃপর যখন তাদের উপর যুদ্ধের (জেহাদের) বিধান দেয়া হল, তখন তাদের একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, আল্লাহকে ভয় করার মত; বরং[২] তদপেক্ষা অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হে আমাদের প্রতিপালক! কেন আমাদের উপর যুদ্ধের বিধান দিলে? আমাদেরকে কেন আরো কিছুকাল অবকাশ দিলে না? (হে রসূল) তুমি তাদেরকে বলে দাও, পার্থিব ভোগ সামান্য এবং যে মুত্তাকী তার জন্য পরকাল উত্তম। আর তোমাদের প্রতি সুতা পরিমাণও[৩] জুলুম করা হবে না।

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۭ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ۭ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۭ فَمَالِ هٰٓؤُلَاۗءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ۝

(৭৮) তোমরা যেখানেই থাক মৃত্যু তোমাদেরকে নাগালে পাবে, যদিও তোমরা সুউচ্চ (সুদৃঢ়) দুর্গসমূহে থাক। আর যদি তাদের কোন কল্যাণ ঘটে তবে তারা বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ ঘটে তবে তারা বলে এটা তোমার (মুহাম্মাদের) পক্ষ থেকে। বল, সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে। তাহলে এই সম্প্রদায়ের হল কী যে, ওরা কোন কথা বোঝার নিকটেও যায় না?

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৭৯) তোমার যে কল্যাণ ঘটে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর তোমার যে অকল্যাণ ঘটে তা তোমার নিজের কারণে[৪] এবং আমি তোমাকে মানুষের জন্য রসূলরূপে প্রেরণ করেছি। আর (রিসালাতের) সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।	مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۘ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ؕ وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝٧٩

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

৭৭ নং আয়াতের শানে নুযূল: হিজরত পূর্ব সময়ে হযরত আব্দুর রহমান ইব্নে আউফ, মিকদাদ ইব্নে আসওয়াদ, হযরত কুদামা ইবনে মাজউন, সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস প্রমুখ সাহাবী (রাযি.) কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রার্থনা করেছিল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এই বলে বিরত রাখেন যে, আমার প্রতি এখনও মোকাবেলার কোন নির্দেশ হয়নি; বরং ধৈর্য ধারণ করতে বলা হয়েছে। সুতরাং তোমরা ধৈর্য ধর এবং নামায, রোযা সম্পাদন করতে থাক। অতঃপর হিজরতোরকালে যখন জেহাদ ফরয করা হল তখন তাদের তা হৃষ্ট চিত্তে মেনে নেয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা তা না করে কাফেরদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করাকে আল্লাহকে ভয় করার ন্যায় ভয় করতে আরম্ভ করল। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(১) অর্থাৎ, যুদ্ধ করা হতে বিরত থাক।

(২) এখানে او অব্যয় بل এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

যেহেতু তাদের এই নিবেদন আপত্তি কিংবা অস্বীকৃতি মূলক ছিল না। কাজেই এতে কোন পাপ নেই। আর যদি মুখে না বলে মনে মনে ধারণা করে থাকে তবে আল্লাহ মনের ধারণাকে ক্ষমা করেই থাকেন। (প্রাগুক্ত)

(৩) ولا تظلمون فتيلا (তোমাদের প্রতি সুতা পরিমাণও জুলুম করা হবে না।) এটি একটি আরবী বাগধারা, যা অতি সামান্য পরিমাণ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। (রুহুল মা'আনী)

(৪) এখানে সম্বোধন রসূলকে করলেও উদ্দেশ্য অন্যদেরকে বলা। অর্থাৎ, পূর্বোক্ত আয়াতে যে বলা হয়েছে, মুনাফেকদের কোন অকল্যাণ ঘটলে তারা বলত এটা মুহাম্মাদ-এর কারণে। এর উত্তরে এ আয়াতে বলা হয় যে, কল্যাণ তো একমাত্র আল্লাহর সরাসরি অনুগ্রহ। আর অকল্যাণ প্রত্যেকের কৃতকর্মের ফল হিসেবে আল্লাহ দিয়ে থাকেন। সুতরাং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অকল্যাণের কারণ হতে পারেন না। তাছাড়া তিনি কেন অকল্যাণের উৎস হবেন, তাকে তো কল্যাণ-কামী হিসেবেই পাঠানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৭ নং আয়াত:

১. অপরকে সংশোধন করার পূর্বে নিজের সংশোধন করা কর্তব্য। কারণ যুদ্ধের পূর্বে নামায রোযা করে আত্মশুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. কাপুরুষতার নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

৩. মুত্তাকীদের জন্য পরকালের উত্তম নেয়ামত রয়েছে।

৪. আখেরাতে প্রত্যেককে তার আমলের পুরোপুরি বদলা দেয়া হবে, কারও প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।

● ৭৮ নং আয়াত:

১. যে যেখানেই থাকুক নির্ধারিত সময়ে তার মৃত্যু আসবেই। কোন সুরক্ষিত স্থানও কারও মৃত্যুকে প্রতিহত করতে পারবে না। অতএব জীবনের ভয়ে জেহাদ থেকে পলায়ন নিরর্থক।

২. "যদিও তোমরা সুউচ্চ (সুদৃঢ়) দুর্গসমূহে থাক।" এ থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, বসবাস করার জন্য কিংবা ধন-সম্পদের হেফাজতের জন্য সুদৃঢ় ও উত্তম গৃহ নির্মাণ করা যেতে পারে। এটা তাওয়াক্কুল ও শরীয়ত পরিপন্থী নয়। (মাআরিফুল কুরআন অবলম্বনে)

৩. নিঃসন্দেহে কল্যাণ ও অকল্যাণ সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে। তবে অকল্যাণ মানুষের কর্মের ফল যা আল্লাহর আদালত ও ইনসাফের অলংঘনীয় নিয়ম মোতাবেক মানুষের উপর আপতিত হয়। আর কল্যাণ আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার প্রকাশ মাত্র। (বয়ানুল কুরআন)

● ৭৯ নং আয়াত:

১. মানুষের সব ধরনের কল্যাণ এবং নেয়ামত আল্লাহর দান। মানুষ যত ইবাদত-বন্দেগীই করুক তাতে কোন নেয়ামত লাভের অধিকারী হতে পারে না। কেননা আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত কেউ ইবাদত ও অন্যান্য নেক কাজ করতে পারে না। তদুপরি মানুষ যে নেয়ামত ভোগ করে তার তুলনায় তার ইবাদত অতি নগন্য ও সীমিত।

২. বিপদাপদ মানুষের কৃতকর্মের ফল।

৩. আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর কওমের কিছু লোকের অশিষ্ট আচরণের প্রেক্ষিতে শান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে।

(৮০) কেউ রসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল, আর বিমুখ হলে (হে মুহাম্মাদ) আমি তোমাকে তাদের উপর তত্বাবধায়ক হিসেবে প্রেরণ করিনি।[১] (৮১) এবং তারা (মুনাফেকরা) বলে, আমাদের কাজ হল[২] (আপনার) আনুগত্য করা। অতঃপর যখন তারা তোমার নিকট থেকে বেরিয়ে যায় তখন তাদের একদল (দলপতিগণ) রাতের বেলায় পরামর্শ করে তোমার কথার (হুকুমের) বিপরীত[৩] আর আল্লাহ লিখে রাখেন সেসব পরামর্শ যা তারা রাতে করে থাকে। সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা কর। আর আল্লাহই কার্য সম্পাদনকারী হিসেবে যথেষ্ট।	مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ ۝٨٠ وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۫ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ تَقُوْلُ ؕ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝٨١

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৮২) তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে না ?[৪] (তাহলে স্পষ্ট হত যে, সেটা আল্লাহর কালাম।) আর যদি সেটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তবে তারা তাতে অবশ্যই প্রচুর অসংগতি (দেখতে) পেত।	اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ﴿٨٢﴾
(৮৩) আর যখন তাদের কাছে নিরাপত্তা বা শংকার কোন সংবাদ আসে, তখন তারা তা প্রচার করে দেয়। আর যদি তারা তা রসূল কিংবা তাদের মধ্যকার দায়িত্বশীলদের[৫] নিকট পৌঁছে দিত, তবে তাদের মধ্যে যারা গভীর তথ্য অনুসন্ধান করে, তারা অবশ্যই জেনে নিতে (যথার্থতা নির্ণয় করতে) পারত। আর তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকত, তাহলে অল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা (সকলে) শয়তানের অনুগামী হয়ে যেতে।	وَ اِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ؕ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَ اِلٰۤى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ؕ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٣﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কেউ কাফের কেন হল এই কৈফিয়ত তোমার নিকট চাওয়া হবে না। তোমার দায়িত্ব শুধু পয়গাম পৌঁছে দেয়া।

(২) এখানে امرنا তথা "আমাদের কাজ হল" কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।

(৩) এখানে غير الذى تقول কথাটার অনুবাদ এরূপও হতে পারে– সে কথার বিপরীত, যা তাদের একদল (তোমার কাছে) বলে। অনুবাদে উল্লেখিত "তোমার কথার বিপরীত" অর্থটি মাআরিফুল কুরআন, ইদ্রীস কান্ধলবী থেকে নেয়া হয়েছে।

(৪) অর্থাৎ, কুরআনের অলংকার, ভাষা, সাহিত্য, অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ প্রভৃতি দেখার পরও তারা ভেবে দেখে না যে, এটা আল্লাহর কালাম ব্যতীত অন্যের কালাম হতে পারে কী ?

৮৩ নং আয়াতের শানে নুযূল: দুর্বল ঈমান মুসলমান অথবা মুনাফেক সম্পর্কে এ আয়াত নাযেল হয়েছে। যারা যুদ্ধের জয়-পরাজয় সংক্রান্ত খবর, শত্রুর পক্ষ হতে কোন সংবাদ অথবা অন্য কোন খবর শোনামাত্র যাচাই করা ছাড়াই বলে বেড়াত। এতে অনেক সময় মিথ্যাও প্রচার হয়ে পড়ত কিংবা তা প্রচার অহীতকর প্রমাণিত হত।

(৫) اولى الامر বা দায়িত্বশীল বলে শাসকবর্গ ও ফকীহ্গণের যে কোন এক শ্রেণী বা উভয় শ্রেণী উদ্দেশ্য হতে পারে। সাধারণ মানুষের জন্য আলেমগণও "উলুল আমর" এর পর্যায়ভুক্ত। (আহকামুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮০ নং আয়াত:

১. রসূলের আনুগত্য করা ওয়াজিব। কেননা রসূলের আনুগত্য আল্লাহরই আনুগত্য। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. কেউ কাফের কেন হল এই কৈফিয়ত রসূলকে দিতে হবে না। রসূলের দায়িত্ব শুধু পয়গাম পৌঁছে দেয়া।

● ৮১ নং আয়াত:

১. "আল্লাহ্ লিখে রাখেন সেসব পরামর্শ ..." দ্বারা আমলনামা লিপিবদ্ধ রাখার বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

২. "আল্লাহর প্রতি ভরসা কর। আর আল্লাহই কার্য সম্পাদনকারী হিসেবে যথেষ্ট।" এ দ্বারা বোঝানো হয়েছে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করলে কাফেরদের ষড়যন্ত্র কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আল্লাহই সে ব্যাপারে যথেষ্ট হবেন।

৩. যারা মানুষের নেতৃত্ব দিতে যাবেন, তাদেরকে নানারকম জটিলতা অতিক্রম করতে হবেই। মানুষ তাদের প্রতি নানা ধরনের উল্টা সিধা অপবাদ আরোপ করবে। বন্ধুরূপী বহু শত্রুও থাকবে। এসব সত্ত্বেও সে নেতার পক্ষে সংকল্প ও দৃঢ়তার সংগে আল্লাহর উপর ভরসা করে নিজের কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে। যদি তার লক্ষ্য ও কর্মপন্থা সঠিক হয় তবে ইনশাআল্লাহ্ সফলতা অবশ্যই তার পদচুম্বন করবে। (মাআরিফল কুরআন)

● ৮২ নং আয়াত:

১. অত্র আয়াত দ্বারা একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হল– তারা যদি গভীর মনোযোগের সাথে কুরআনের প্রতি লক্ষ্য করে তবে তারা এর অর্থ ও বিষয়বস্তুর মাঝে কোন বৈপরীত্য খুঁজে পাবে না। শুধুমাত্র তেলাওয়াত ও পঠন দ্বারা এ উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না। (প্রাগুক্ত)

২. এ আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, প্রতিটি মানুষ কুরআনের উপর গভীর চিন্তা-গবেষণা করুক, এটাই কুরআনের দাবী। কাজেই কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা কিংবা তার পর্যালোচনা করা শুধুমাত্র ইমাম মুজতাহিদের একক দায়িত্ব এমন মনে করা যথার্থ নয়। (তবে মনে রাখতে হবে) জ্ঞান-বুদ্ধির পর্যায়ের ন্যায় চিন্তা-গবেষণারও পর্যায় আছে। ইমাম মুজতাহিদের গবেষণা-পর্যালোচনা একটি আয়াত থেকে বহু বিষয় উদ্ভাবন করবে। উলামা সম্প্রদায়ের চিন্তা-গবেষণা এসব বিষয়ের উপলব্ধি করবে। আর সাধারণ মানুষ যখন নিজের ভাষায় নির্ভরযোগ্য তরজমা ব্যাখ্যা পড়বে এবং তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, তখন তাদের মনে সৃষ্টি হবে আল্লাহ্ তাআলার মহত্ত্বের ধারণা ও ভালবাসা। (প্রাগুক্ত)

৩. এ আয়াত থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, "কেয়াস" একটি দলীল। কুরআন-সুন্নাহর মধ্যে সরাসরি কোন মাসআলার বিশ্লেষণ না পাওয়া গেলে তাতে চিন্তা-ভাবনা করে সমাধান বের করাকেই শরীয়তের পরিভাষায় "কেয়াস" বলা হয়। (প্রাগুক্ত)

৪. কুরআনের শব্দে ও অর্থে কোন অসংগতি বা বিরোধ না থাকাটা কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়ার একটি দলীল। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ৮৩ নং আয়াতঃ

১. কোন বিষয়ের সরাসরি "নস" বা স্পষ্ট ভাষ্য কুরআন-হাদীছে না পেলে আলেম- ফকীহ্গণের কাছে রুজু করতে হবে। আলেম ও ফকীহগণ ইজতেহাদ ও কেয়াসের রীতি অনুযায়ী কুরআন ও হাদীছ থেকে তার বিধান উদ্ভাবন করবেন।

২. ইজতেহাদ ও কেয়াসের দ্বারা আহকাম বের করা উলামা ও ফুকাহার দায়িত্ব।

৩. এসব বিধানের ক্ষেত্রে আলেম সম্প্রদায়ের অনুসরণ করা সাধারণ মানুষের অবশ্য কর্তব্য। (মাআরিফুল কুরআন)

৪. আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধ সংক্রান্ত সংবাদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেই প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا ﴿٨٤﴾

(৮৪) সুতরাং (হে মুহাম্মাদ!) তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। তোমাকে তোমার নিজের ব্যাপারেই দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে এবং মু'মিনগণকে উৎসাহিত কর। আশা করা যায় আল্লাহ কাফেরদের রণশক্তিকে প্রতিহত করে দিবেন। আর আল্লাহ শক্তিতে প্রবলতর ও শাস্তিদানে কঠোরতর।

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ﴿٨٥﴾

(৮৫) যে লোক ভাল সুপারিশ[১] করবে তার কারণে তার (ছওয়াবের) অংশ থাকবে, আর যে লোক মন্দ সুপারিশ[২] করবে তার কারণে তার (পাপের) অংশ থাকবে। আর আল্লাহ হলেন সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ﴿٨٦﴾

(৮৬) আর তোমাদেরকে যখন সালাম[৩]দেয়া হয়, তখন তোমরা তদপেক্ষা উত্তম বাক্যে সালাম (এর উত্তর) কর অথবা তা-ই উত্তরে বলে দাও। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۭ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ﴿٨٧﴾

(৮৭) আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন কেয়ামতের দিন, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর আল্লাহর চেয়ে কার উক্তি অধিক সত্য?

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

৮৪ নং আয়াতের শানে নুযূলঃ শাওয়াল মাসে ওহুদ যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর পরবর্তী যিলকদ মাসে কাফেরদের অঙ্গিকার অনুযায়ী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য পুনরায় বদরে যেতে চাইলেন। (একেই বদরে সুগ্‌রা বা ছোট বদর বলে অভিহিত করা হয়।) তখন কেউ কেউ আহত হওয়ার কারণে, আবার অনেকে বদরে গুজবের দরুণ সেখানে যেতে কিছুটা ইতস্ততা বোধ করেছিলেন। তারই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্তরজন সঙ্গী নিয়ে বদর অভিমুখে রওয়ানা হন। অপরদিকে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের হৃদয়ে ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিলেন। যার ফলে প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও তারা বদর প্রান্তরে উপস্থিত হয়নি। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গীগণসহ নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন। (মাআরিফুল কুরআন)

৮৫ নং আয়াতের শানে নুযূলঃ মুনাফেকগণ যুদ্ধ হতে অব্যাহতি দেয়ার জন্য একে অপরের পক্ষে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট সুপারিশ করত। আর মু'মিনগণ কারো যুদ্ধের আসবাব না থাকলে সম্পদশালী ব্যক্তির নিকট সুপারিশ করে যুদ্ধের সরঞ্জামাদী প্রস্তুত করে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তাকে উৎসাহিত করতেন। এ প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাযেল হয়। অর্থাৎ, মু'মিন নেক উদ্দেশ্যে সুপারিশ করার কারণে ভাল প্রতিদান পাবে। আর মুনাফেকদের উদ্দেশ্য অসৎ থাকার কারণে মন্দ প্রতিদান পাবে। (মাআরিফুল কুরআন, ইদ্রীস কান্ধলবী)

(১) "ভাল সুপারিশ" বলতে বুঝায় যার পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য উভয়টা শরীয়ত সম্মত। (বয়ানুল কুরআন)

(২) "মন্দ সুপারিশ" বলতে বুঝায় যার পদ্ধতি বা উদ্দেশ্য শরীয়ত সম্মত নয়। (প্রাগুক্ত)

(৩) تحية -এর শাব্দিক অর্থ কাউকে حياك الله বলা। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তোমাকে জীবিত রাখুন। ইসলাম পূর্বকালে আরবরা পরস্পরে সাক্ষাৎকালে একে অন্যকে حياك الله কিংবা انعم الله بك عينا কিংবা انعم صباحا ইত্যাদি সম্ভাষণে সালাম করত। ইসলাম এ সালাম পদ্ধতি পরিবর্তন করে السلام عليكم বলার রীতি প্রচলিত করেছে। এর অর্থ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এর মধ্যে দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতের শান্তি এবং সর্বপ্রকার কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকা অন্তর্ভুক্ত।

ইবনুল আরাবী "আহকামুল কুরআন" গ্রন্থে লিখেন, সালাম শব্দটি আল্লাহ তাআলার উত্তম নামসমূহের অন্যতম। السلام عليكم এর অর্থ এই যে, الله رقيب عليكم অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের সংরক্ষক।

জগতের প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যে পারস্পারিক দেখা-সাক্ষাতের সময় ভালবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশার্থে কোন না কোন বাক্য আদান-প্রদান করার রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু তুলনা করলে দেখা যায় যে, ইসলামের সালাম যতটুকু ব্যাপক অর্থবোধক, অন্য কোন সালাম ততটুকু নয়। কেননা এতে শুধু ভালবাসাই প্রকাশ করা হয় না; বরং ভালবাসার যথার্থ হকও আদায় করা হয়। অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে দু'আ করা হয় যে, আল্লাহ আপনাকে সর্ববিধ শান্তি দান করুন, সর্বাবিধ বিপদাপদ থেকে নিরাপদে রাখুন। এতে এ বিষয়েরও অভিব্যক্তি রয়েছে যে, আমরা ও তোমরা সবাই আল্লাহ তাআলার মুখাপেক্ষী। তার অনুমতি ছাড়া আমরা একে অপরের উপকার করতে পারি না। এ অর্থের দিক দিয়ে বাক্যটি একাধারে একটি ইবাদত এবং মুসলমান ভাইকে খোদার কথা মনে করিয়ে দেয়ার উপায়ও

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বটে। মোটকথা ইসলামী সালামে বিরাট অর্থগত ব্যাপ্তি রয়েছে। যথা (১) এতে রয়েছে আল্লাহর যিকির (২) আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দেয়া। (৩) মুসলমান ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশ। (৪) মুসলমান ভাইয়ের জন্য সর্বোত্তম দু'আ। (৫) ভাইয়ের সাথে এ চুক্তি যে, আমার হাত ও মুখ দ্বারা আপনার কোন কষ্ট হবে না। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৪ নং আয়াত:

১. আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

২. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এককভাবে যুদ্ধের নির্দেশ প্রদান থেকে তাঁর বীরত্ব প্রতিভাত হয়।

৩. জেহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রশাসন দেশবাসীকে জোরপূর্বক বাহিনীতে ভর্তি করতে পারবে না; বরং তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. "আল্লাহ কাফেরদের রণশক্তি খর্ব করে দিবেন। আর আল্লাহ্ শক্তিতে প্রবলতর ...।" এ কথা দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর সাহায্য সাথে থাকলে কাফেরদের রণশক্তি যতবেশীই হোক তবুও মুসলমানরা বিজয়ী হবে, আল্লাহই কাফেরদের রণশক্তি খর্ব করে দিবেন।

● ৮৫ নং আয়াত:

১. ভাল কাজের জন্য সুপারিশ করা উচিৎ। কারণ, ভাল কাজের সুপারিশ দ্বারা সে সেই কাজের ছওয়াবের অংশ পায়। যদি তার সুপারিশ গ্রহণ নাও করা হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

২. মন্দ কাজের সুপারিশ হতে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য। কারণ, এতে শাস্তির উপযোগী হতে হয়। (প্রাগুক্ত)

মাসআলা: ঘুষ গ্রহণ করে সুপারিশ করা হারাম। (প্রাগুক্ত)

মাসআলা: সুপারিশ প্রভাব মুক্ত হতে হবে। প্রভাব প্রয়োগ করে সুপারিশ করলে পদ্ধতি মন্দ হওয়ার কারণে নেকী না হয়ে তদস্থলে গোনাহ্ হবে। (প্রাগুক্ত)

● ৮৬ নং আয়াত:

১. সালামের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে সালামে যতটুকু বাক্য বলা হয়েছে ততটুকু বলেই উত্তর দেয়া বা তার চেয়ে উত্তম বা বেশী শব্দ যোগ করে উত্তর দেয়া (কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে তার চেয়ে কম শব্দে উত্তর দেয়া)– এগুলো উত্তর প্রদানকারীর ইচ্ছাধীন, তিনি এর যে কোনটা করতে পারেন। (বয়ানুল কুরআন) সালাম সম্পর্কিত বিস্তারিত মাসায়েলের জন্য ফেকাহর গ্রন্থাদি দ্রষ্টব্য।

২. আল্লাহ সমস্ত আমলের হিসাব গ্রহণ করবেন। সেমতে ভাল বা মন্দ আমলের জন্য পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করবেন।

● ৮৭ নং আয়াত:

১. তাওহীদের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

২. কেয়ামতের দিন সকলকে একত্রিত করার বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

৩. পূর্বে বর্ণিত বেশ কিছু বিধি–বিধান বর্ণনা করার পর পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। পরকালের কথা স্মরণ রাখলে আমলের জন্য জযবা পয়দা হয়।

৪. আয়াতে পূর্বে বর্ণিত যাবতীয় ওয়াদা ও শাস্তির বিষয় অবশ্যই ঘটবে– এ মর্মে তাগিদ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে– আল্লাহর চেয়ে আর কার উক্তি অধিক সত্য হবে ?

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿٨٨﴾

(৮৮) তারপর তোমাদের কী হল যে, ঐ মুনাফেকদের ব্যাপারে তোমরা দু'দল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে উল্টো দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।[১] তোমরা কি তাদেরকে হেদায়াত (পথ প্রদর্শন) করতে চাও, আল্লাহ যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ যাকে পথ ভ্রষ্ট করেন, তুমি তার (হেদায়াতের) জন্য কোন পথ (খুঁজে) পাবে না।[২]

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۪ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٨٩﴾

(৮৯) তারা কামনা করে যে, তারা যেমন কাফের হয়েছে তোমরাও তদ্রুপ কাফের হয়ে যাও অনন্তর তোমরা (তাদের) সমান হয়ে যাও। সুতরাং আল্লাহর পথে হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।[৩] অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদেরকে যেখানে পাও পাকড়াও কর এবং হত্যা কর।[৪] আর তাদের মধ্য থেকে (কাউকে) গ্রহণ করো না বন্ধুরূপে, আর না সাহায্যকারী রূপে।

اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ﴿٩٠﴾

(৯০) কিন্তু (তাদের বেলায় এই নীতি প্রযোজ্য নয়) যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত যে, তোমাদের ও তাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে। অথবা তারা তোমাদের কাছে এরূপ অবস্থায় আসে যে, তাদের অন্তর তোমাদের সাথে এবং তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের সাথেও যুদ্ধ করতে সংকোচ বোধ করে। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তো তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতেন, অনন্তর তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। অতএব যদি তারা তোমাদের নিকট থেকে সরে দাঁড়ায়, সেমতে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব করে, তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে (ব্যবস্থা অবলম্বনের) কোন পথ রাখেননি।[৫]

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ؕ كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ؕ وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿٩١﴾

(৯১) তোমরা অবশ্য অপর কতক এমন লোকও পাবে যারা চায় তোমাদের কাছে নিরাপদ থাকতে এবং স্বজাতির কাছেও নিরাপদ থাকতে, যখনই তাদেরকে ফিত্‌নার দিকে ফিরানো হয়[৬] তখনই তারা তাতে উল্টে যায়। অতএব যদি তারা তোমাদের (বিরোধিতা) থেকে সরে না দাঁড়ায়, তোমাদের সাথে শান্তি রক্ষা না করে এবং তাদের হস্তসমূহ সংবরণ না করে, তাহলে তোমরা তাদেরকে যেখানেই নাগালে পাও ধর এবং হত্যা কর। আর ঐসব লোক এমন যে, তাদের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে স্পষ্ট প্রমাণ (সনদ) দান করেছি[৭]।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মুনাফেকদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ তাদেরকে কুফরীর দিকে পুনঃ ফিরিয়ে দিয়েছেন। (আল কুরআনুল কারীম, ইঃ ফাঃ)

(২) মক্কা থেকে কিছু মুশরিক লোক মদীনায় আগমন করে বলে, আমরা মুসলমান হয়ে হিজরত করে এসেছি এবং মদীনায় অবস্থান করতে চাই। কিছু দিন পর মদীনার আবহাওয়া তাদের জন্য প্রতিকূল, এ অজুহাত দিয়ে বনভূমিতে চলে যাওয়ার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট হতে অনুমতি লাভ করে। অতঃপর তারা সেখান থেকে ধীরে ধীরে মক্কা ফিরে যায় এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এ মর্মে পত্র লিখে যে, মদীনার আবহাওয়া আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অনুকূল না হওয়ায় আমরা মক্কায় চলে এসেছি। সুতরাং আমাদের সম্পর্কে অশুভ ধারণা করবেন না। আমরা ইসলাম ধর্মেই আছি। এ সংবাদ পেয়ে কিছু সাহাবী তাদেরকে মুসলমান আবার কেউ তাদেরকে কাফের বলতে শুরু করে। তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মাআরিফুল কুরআন, ইদ্রীস কান্ধলবী)

(৩) কেননা তখনকার যুগে মুসলমান হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য হিজরত করা অপরিহার্য ছিল। অতএব হিজরত না করলে তারা মুসলমান নয়। আর যে মুসলমান নয় তার সঙ্গে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ।

(৪) যেহেতু মদীনায় থাকতে তাদের কুফরী গোপনীয় ছিল, সেজন্য তাদেরকে মদীনাতে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। কেননা মুনাফেক যতদিন তার কুফর গোপন রাখে ততদিন তাকে হত্যা করার বিধান ইসলামে নেই। মক্কা যাওয়ার পর যখন তাদের কুফর প্রকাশ হয়ে গেল তখন তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হল। (মাআরিফুল কুরআন)

৯০ নং আয়াতের শানে নুযূলঃ বদর ও ওহুদ যুদ্ধের পর সুরাক্বা ইবনে মালিক মুদলাজী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা জানাল যে, আমাদের গোত্র বনি

মুদলাজের সঙ্গে এমর্মে সন্ধি স্থাপন করুন যে, আমরা আপনার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করব না। কুরাইশরা মুসলমান হয়ে গেলে আমরাও মুসলমান হয়ে যাব। যেসব গোত্র আমাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবে তারাও আমাদের এ চুক্তিতে অংশীদার থাকবে। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালিদ (রা.) কে এ সন্ধি সম্পন্ন করার জন্য প্রেরণ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাযেল হয়। (প্রাগুক্ত)

(৫) অর্থাৎ, এরূপ লোকদেরকে হত্যা বা আবদ্ধ করার অনুমতি দেননি।

৯১ নং আয়াতের শানে নুযূলঃ আসাদ ও গাত্‌ফান গোত্রদ্বয়ের কিছু লোক মদীনায় এসে বাহ্যতঃ নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করত, যাতে তারা মুসলমানদের নিকট নিরাপদ থাকতে পারে। অতঃপর যখন স্বগোত্রের নিকট প্রত্যাবর্তন করত, তখন তাদের কাছে বলত, আমরা বানর ও বিচ্ছুদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। যাতে তারা আপন গোত্রের কাছেও নিরাপদ থাকতে সক্ষম হয়। এদের সম্পর্কেই উক্ত আয়াত নাযেল হয়। (মাআরিফুল কুরআন, ইদ্রীস কান্ধলবী)

(৬) অর্থাৎ, যখন তাদেরকে মুসলমানদের সাথে লড়াই করতে বলা হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(৭) অর্থাৎ, হত্যা বা বন্দী করার বিধান দিয়েছি। (আবুস-সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৮ নং আয়াতঃ

১. "তোমরা কি তাদেরকে হেদায়াত করতে চাও অর্থাৎ, হেদায়াত প্রাপ্ত বলতে চাও" এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাফের, মুরতাদ প্রভৃতিকে হেদায়াতপ্রাপ্ত মু'মিন বলা যাবে না। কেউ মুরতাদ (ধর্মচ্যুত) হয়ে গেলে তাকে মুরতাদ বা ধর্মচ্যুতই বলে দেয়া কর্তব্য, যাতে অন্যরা তার খপ্পর থেকে রেহাই পায়। তবে এরূপ ফতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

২. হেদায়াত আল্লাহর হাতে; আল্লাহ কাউকে হেদায়াত না করলে কেউ তাকে হেদায়াত করতে পারে না।

● ৮৯ নং আয়াতঃ

১. কাফের মুনাফেকদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করা নিষেধ।

২. কাফের মুনাফেকদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হল তারা তাদের কুফরীর দিকে নিয়ে যেতে চাইবে। ফলে মু'মিনের ঈমান ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশংকা দেখা দিবে।

৩. মুনাফেকদের কুফর প্রকাশ পেয়ে গেলে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

● ৯০-৯১ নং আয়াতদ্বয়ঃ

এ দুই আয়াতে পূর্বের আয়াতে বর্ণিত হত্যার বিধান থেকে যারা ব্যতিক্রম থাকবে তাদের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। ব্যতিক্রম থাকবে – (এক) যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত যে, তোমাদের ও তাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে। (দুই) যারা তোমাদের কাছে এরূপ অবস্থায় আসে যে, তাদের অন্তর তোমাদের সাথে এবং তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের সাথেও যুদ্ধ করতে সংকোচ বোধ করে। তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব করে, তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে (ব্যবস্থা অবলম্বনের) কোন পথ রাখেননি।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ؕ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ؕ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۙ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٩٢﴾

(৯২) আর কোন মু'মিনকে হত্যা করা কোন মু'মিনের কাজ নয়; কিন্তু ভুলবশত। আর কেউ কোন মু'মিনকে ভুলবশত: হত্যা করলে (তার জন্য বিধেয়) একজন মু'মিন দাস/দাসী মুক্ত করা এবং রক্তপণ যা তার পরিজনবর্গের কাছে অর্পণ করা হবে। ব্যতিক্রম এই (সূরতে) যে, তারা (পরিজনবর্গ) ক্ষমা করে দিবে। অতঃপর সে (নিহত ব্যক্তি) যদি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের লোক হয় এবং সে (নিজে) মু'মিন হয়, তবে একজন মু'মিন দাস/দাসী মুক্ত করা (বিধেয়)। আর যদি সে এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, যাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে অঙ্গীকার রয়েছে, তবে রক্তপণ (প্রদান করা বিধেয়) যা তার পরিজনবর্গের কাছে অর্পণ করা হবে এবং মু'মিন দাস/দাসী মুক্ত করা। অতঃপর কেউ (দাস/দাসী) না পেলে (অর্থাৎ, দাস/দাসী মুক্ত করার সংগতি না থাকলে) একাদিক্রমে দুমাস রোযা রাখা (বিধেয়) তওবা স্বরূপ, আল্লাহর পক্ষ থেকে (নির্ধারিত)। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿٩٣﴾

(৯৩) আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে অনন্তকাল থাকবে। আর আল্লাহ্ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহা শাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

৯২ নং আয়াতের শানে নুযূল: এ আয়াত আইয়্যাশ ইবন রবীআহ্ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি আবু জাহেলের সৎ ভাই ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করলে তাঁর মাতা তার শোকে পানাহার বর্জন করেন এবং তার প্রত্যাবর্তন ব্যতীত দানা-পানি স্পর্শ করবেন না বলে শপথ গ্রহণ করেন। তাই তার ভ্রাতাগণ মদীনায় গমন করে বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে আইয়্যাশকে মক্কায় নিয়ে আসে। কিন্তু তারা শর্ত ভঙ্গ করে তাকে বেদম প্রহার করে এবং ইসলাম ধর্ম বর্জন না করলে তাঁর মাতা তাঁর সঙ্গে কথা না বলার শপথ করে। অবশেষে বিভিন্ন চাপের মুখে তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও

শুধু মুখে কুফ্‌রী কথা উচ্চারণ করতে বাধ্য হন। এতে যায়েদ ইব্‌নে হারিছ তাকে তিরস্কার করে বলেছিল যদি ইসলাম ধর্ম সত্য হয় তবে তা বর্জন করলে কেন ? আর যদি ভ্রান্ত হয় তবে এতদিন ভ্রান্ত পথে ছিলে কেন? একথা তার হৃদয়ে প্রচন্ড আঘাত হানে। যার ফলে তিনি সুযোগ মত তাকে হত্যা করার শপথ নেন। এরপর যায়েদ ইব্‌নে হারিছ মুসলমান হয়ে হিজরত করে মদীনায় গমন করেন। ঘটনাক্রমে আইয়্যাশ সেদিন মদীনায় না থাকায় যায়েদের মুসলমান হওয়ার সংবাদ তার কাছে পৌঁছে-ন। অতঃপর আইয়্যাশ একদিন কুবায় যাওয়ার পথে যায়েদকে দেখতে পান এবং তাকে সেখানে হত্যা করে কসম পূর্ণ করেন। তারপর যায়েদের মুসলমান হওয়ার কথা জানতে পেরে তিনি নিজ কৃতকর্মের উপর অনুতপ্ত হন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে তা পেশ করেন। তখন উক্ত আয়াত নাযেল হয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯২ নং আয়াত:

১. কোন মু'মিন কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করতে পারে না। উল্লেখ্য হত্যা তিন প্রকার। যথাঃ

(এক) قتل عمد (ইচ্ছাকৃত হত্যা) অর্থাৎ, ইচ্ছা করে লৌহ অস্ত্র বা এমন অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা যা লৌহ নির্মিত অস্ত্রের মত। যথা: ধারাল বাঁশ, ধারাল পাথর ইত্যাদি।

(দুই) قتل شبه عمد (ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ) অর্থাৎ, ইচ্ছা করেই হত্যা করা কিন্তু এমন অস্ত্র দ্বারা নয়, যদ্বারা অঙ্গ ছেদ হতে পারে।

(তিন) قتل خطاء (ভ্রমবশত হত্যা করা।) অর্থাৎ, ইচ্ছা ও ধারনার ভ্রম হওয়া। যেমনঃ দূর থেকে মানুষকে শিকারী জন্তু কিংবা দারুল হরবের কাফের মনে করে গুলি করা কিংবা লক্ষ্যচ্যুতি ঘটা। যেমন, জন্তুকে লক্ষ্য করেই তীর অথবা গুলি ছোড়া কিন্তু তা কোন মানুষের গায়ে লেগে যাওয়া।

২. قتل خطاء (ভ্রমবশতঃ হত্যা) হলে একজন মু'মিন দাস মুক্ত করা এবং নিহতের পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পন করা (ওয়াজিব), যদি তারা (পরিজনবর্গ) হত্যাকারীকে ক্ষমা না করে।

উল্লেখ্য– রক্তপণের পরিমাণ হল একশত উট অথবা এক হাজার দীনার বা দশহাজার দিরহাম। রক্তপণের উপরোক্ত পরিমাণ যদি নিহত ব্যক্তি পুরুষ হয়। মহিলা নিহত হলে রক্তপণ হবে এর অর্ধেক। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. নিহতের পরিবারবর্গ ইচ্ছা করলে রক্তপণ মাফ করে দিতে পারে। (কোন ওয়ারিছ স্বীয় অংশ মাফ করে দিলে সেই পরিমাণ মাফ হয়ে যাবে। সবাই মাফ করলে সম্পূর্ণ মাফ হয়ে যাবে।)

৪. নিহত ব্যক্তি যদি মুসলমানদের শত্রু সম্প্রদায়ের লোক হয় এবং হত্যাকারী মু'মিন হয় তাহলে একজন মু'মিন দাস মুক্ত করা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে রক্তপণ আসবে না।

৫. নিহত ব্যক্তি যদি এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যাদের সাথে মুসলমানরা অঙ্গীকারাবদ্ধ, তাহলে রক্তপণ অর্পন করা এবং মু'মিন দাস মুক্ত করা উভয়টি (ওয়াজিব)।

৬. দাস মুক্ত করতে সংগতিহীন হলে একাদিক্রমে দুমাস রোযা রাখতে হবে। (ওজর বশত রোযা রাখতে সক্ষম না হলে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত তওবা করবে। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

উল্লেখ্য- ক্রীতদাস মুক্ত করা বা রোযা রাখা স্বয়ং হত্যাকারীর করণীয় এবং রক্তপণ প্রদান করা স্বজনদের উপর ওয়াজিব। শরীয়তের পরিভাষায় যাদেরকে "আকেলা" বলা হয়। (প্রাগুক্ত)

● ৯৩ নং আয়াত:

১. ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করার পরকালীন শাস্তি হল জাহান্নাম। (আর পার্থিব শাস্তি হল কেসাস কিংবা নিহতের পরিবারবর্গের আগ্রহ সাপেক্ষে দিয়াত। নিহতের পরিবারবর্গ ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করতে পারে।)

২. এরূপ হত্যাকারীর জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۡ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ؕ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۹۴﴾

(৯৪) হে মু'মিনগণ, তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর (অর্থাৎ, জেহাদ) কর, তখন (হত্যা ইত্যাদি) যাচাই (পূর্বক) কর এবং যে তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলো না তুমি মু'মিন নও,[১] পার্থিব জীবনের সম্পদের আকাঙ্ক্ষায়। (তোমরা কি ইহ জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর)। বস্তুত আল্লাহর কাছে রয়েছে প্রচুর অনায়াস[২] লব্ধ সম্পদ। তোমরাও তো ইতিপূর্বে এমনিই ছিলে, অনন্তর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং তোমরা যাচাই করে নাও। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

৯৪ নং আয়াতের শানে নুযূল: হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতিপয় সাহাবীকে এক গোত্রের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। সে গোত্রের এক ব্যক্তি ইসলাম কবূল করেছিল। কিন্তু তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি সাহাবীদের জানা ছিল না বিধায় সে ইসলামী রীতিতে সালাম করা সত্ত্বেও তাকে হত্যা করে ফেলেন। আয়াতটি এ প্রসঙ্গে নাযেল হয়। (আল-কুরআনুল কারীম)

(২) مغانم বহুবচন, مغنم একবচন, অর্থ যা অনায়াসে লাভ করা যায়। বিশেষ স্থলে ইহা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (মালে গনীমত) অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৪ নং আয়াত:

১. আল্লাহর রাস্তায় সফরের বৈধতা প্রমাণিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. কাউকে মুসলমান হিসেবে সাব্যস্ত করার জন্য তার বাহ্যিক লক্ষণই যথেষ্ট। তার অন্তর্নিহিত অবস্থার যাচাই করতে যাওয়া বৈধ নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. فتبينوا (যাচাই কর) শব্দের হুকুম ব্যাপক। তাই যে কোন ব্যাপারে রহস্য উদ্ঘাটন না করে শুধু ধারণাবশত হুকুম লাগানো জায়েয নয়। (প্রাগুক্ত)

৪. "এবং যে তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলো না তুমি মুসলমান নও" - এ কথা থেকে বোঝা যায় যতক্ষণ কাউকে মুসলমান বলে সাব্যস্ত করা সম্ভব, ততক্ষণ তাকে কাফের আখ্যায়িত করা জায়েয নয়। যারা কথায় কথায় মানুষকে কাফের বলে ফত্ওয়া দেয় তাদের বিষয়টি স্মরণ রাখা চাই।

৫. পার্থিব বস্তুর পেছনে পড়ার নিন্দা করা হয়েছে, বিশেষত যখন সেটা তাকওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۹۵﴾

دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۹۶﴾

(৯৫) (গৃহে) উপবিষ্ট মুমিন -যাদের সঙ্গত ওজর নেই- এবং ঐ মু'মিন যারা স্বীয় জান-প্রাণ ধন-সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে সমান নয়। যারা নিজেদের জান-প্রাণ ও নিজেদের মাল সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন (গৃহে) উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আর আল্লাহ মুজাহিদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহা প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন।

(৯৬) অর্থাৎ, তাঁর পক্ষ থেকে বহু পদমর্যাদা, ক্ষমা ও দয়ায় (শ্রেষ্ঠ করেছেন)। আর আল্লাহ হলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, জেহাদকারীদের এমন মর্যাদা রয়েছে, যা জেহাদ থেকে বিরতদের নেই, তবে তাঁরাও জান্নাতে যাবে বটে। এতে বুঝা গেল যে, জেহাদ করা (কখনও কখনও) ফরযে কেফায়া, (সর্বাবস্থায়) ফরযে আইন নয়। যদি প্রয়োজন পূরণ হওয়ার মত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান জেহাদে যায়, তবে যারা জেহাদে যায়নি তাদের গোনাহ হবে না। অন্যথায় সকলের গোনাহ হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৫-৯৬ নং আয়াতদ্বয়:

১. সাধারণ অবস্থায় জেহাদ ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ, কিছু সংখ্যক লোক এ ফরয আদায় করলে অবশিষ্ট সকল মুসলমান দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু যদি কিছু সংখ্যক লোক জেহাদের জন্য

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

যথেষ্ট না হয় বরং শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে সকলের প্রয়োজন পড়ে , তখন জেহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. "যাদের সঙ্গত ওজর নেই" কথা দ্বারা বোঝা যায় যাদের ওজর আছে, তাদের জন্য জেহাদের নির্দেশ নয়। সেমতে খোড়া, পঙ্গু, অন্ধ, রোগী ও যাদের শরীয়তসম্মত ওজর রয়েছে, তাদের উপর জেহাদ ফরয নয়।

৩. জেহাদ থেকে বিরত থাকা সাধারণ মুসলমানদের চেয়ে জেহাদে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা উর্ধ্বে। (আইসারুত্তাফাসীর)

৪. "প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন।" অর্থাৎ, জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। এ দ্বারা বোঝা যায় যারা জেহাদে যেতে অক্ষম তথা ওজর সম্পন্ন, কিন্তু তারা জেহাদে যাওয়ার নিয়ত রাখে তারাও জেহাদের ছওয়াব পেয়ে যাবে এবং জান্নাত লাভ করবে। (প্রাগুক্ত)

৫. তবে "আল্লাহ্ মুজাহিদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন।" কথা দ্বারা বোঝা যায় যারা স্বশরীরে জেহাদে অংশ নিয়েছে তাদের মর্যাদা বেশী হবে তথা তারা জান্নাতে উঁচু মর্যাদা লাভ করবে। (প্রাগুক্ত)

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولٰٓئِكَ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾

(৯৭) নিশ্চয় ফেরেশতাগণ যাদের প্রাণ গ্রহণ করে এ অবস্থায় যে, তারা (হিজরত করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হিজরত না করে) নিজেদের উপর অবিচার করে (তাদেরকে) তারা বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, আমরা এ ভূখণ্ডে[১] অসহায় ছিলাম। তারা (ফেরেশতারা) বলে, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা সেখানে হিজরত করতে? অতএব ঐসব লোকেরাই এমন যে, ওদের আবাসস্থল জাহান্নাম। আর সেটা কত মন্দ আবাস!

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولٰٓئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾

(৯৮) ব্যতিক্রম সেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু যারা কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং পথেরও দিশা পায় না।

(৯৯) সুতরাং তারা এমন লোক যে, আশা করা যায় আল্লাহ তাদের পাপ মোচন করবেন। আর আল্লাহ হলেন অতীব মার্জনাকারী, অতিশয় ক্ষমাশীল।

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾

(১০০) যে কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করবে সে পাবে দুনিয়ায় বহু যাওয়ার স্থান[২] এবং বহু সুযোগ[৩]। এবং যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে মুহাজির হয়ে নিজ গৃহ থেকে বের হয়, অতঃপর মৃত্যু তাকে পেয়ে বসে, তবে তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আর আল্লাহ হলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

৯৭-৯৯ আয়াতসমূহের শানে নুযূল: কিছু লোক এমন ছিল, যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করত, কিন্তু তারা মক্কায় মুশরিকদের সাথে ছিল। মুশরিকদের ভয়ে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতও করেনি এবং বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে শামিল হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসে মৃত্যু বরণ করেছিল। তাদের সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। (কুরতুবী)

(১) অর্থাৎ, মক্কায়। (জালালাইন)

১০০ নং আয়াতের শানে নুযূল: বর্ণিত আছে যে, হিজরত পরিত্যাগকারীদের শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কিত পূর্ববর্তী আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর জুনদুব ইবনে যামরা লাইছী নামক এক অসুস্থ্য অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। আলোচ্য আয়াত তার সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। (মাআরিফুল কুরআন ইদ্রীস কান্ধলবী, জালালাইন ইবারত ও হাশিয়া) আয়াতটির শানে নুযূল সম্পর্কে ভিন্ন মতও রয়েছে। (দ্রঃ মাআরিফুল কুরআন, মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী)

(২) অর্থাৎ, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করে, তার জীবন যাপনের জন্য বহু স্থান রয়েছে এবং সে সুখ-স্বাচ্ছন্দের সাথে কালাতিপাত করবে। সুতরাং হিজরতের হুকুম পাওয়া গেলে থাকা-খাওয়ার চিন্তা না করা উচিত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, ধর্ম প্রকাশের সুযোগ। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৭-৯৯ নং আয়াতসমূহ:

১. যে দেশে প্রকাশ্যে ইসলামের বিধি-বিধান পালন করা সম্ভব নয়, সে দেশ থেকে মুসলমানদের জন্য হিজরত করা ফরয। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. হিজরতের হুকুম পাওয়া গেলে হিজরত না করা কবীরা গোনাহ। হিজরত না করার শাস্তি জাহান্নাম। (প্রাগুক্ত)

৩. যারা হিজরত করতে অক্ষম, তাদের জন্য হিজরত ফরয নয়, যেমন দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশু। তাদের জন্য জেহাদও ফরয নয়। (প্রাগুক্ত)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ১০০ নং আয়াত:

১. হিজরতের ফযীলত ও বরকত বর্ণনা করে হিজরতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

২. যে হিজরতের পথে মৃত্যু বরণ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে মুহাজিরের ন্যায় পূর্ণ ছওয়াব দান করেন অর্থাৎ, জান্নাত দান করেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

وَ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْاَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ۫ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ یَّفْتِنَكُمُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا ؕ اِنَّ الْكٰفِرِیْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِیْنًا ﴿۱۰۱﴾

(১০১) আর তোমরা যখন পৃথিবীতে (দেশ-বিদেশে) সফর কর, তখন নামাযের কিছু অংশ কসর (হ্রাস) করায় তোমাদের কোন গোনাহ (দোষ) নেই, যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফেররা তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে। নিশ্চয় কাফেররা হল তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[১]

وَ اِذَا كُنْتَ فِیْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآىِٕفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَ لْیَاْخُذُوْۤا اَسْلِحَتَهُمْ ۫ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْیَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآىِٕكُمْ ۪ وَ لْتَاْتِ طَآىِٕفَةٌ اُخْرٰى لَمْ یُصَلُّوْا فَلْیُصَلُّوْا مَعَكَ وَ لْیَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَ اَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَ اَمْتِعَتِكُمْ فَیَمِیْلُوْنَ عَلَیْكُمْ مَّیْلَةً وَّاحِدَةً ؕ وَ لَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَنْ تَضَعُوْۤا اَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَ خُذُوْا حِذْرَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِیْنَ عَذَابًا مُّهِیْنًا ﴿۱۰۲﴾

(১০২) এবং যখন তুমি তাদের মধ্যে অবস্থান কর এবং তাদেরকে (জামাআতে) নামায পড়াতে চাও[২], তখন তাদের একদল যেন তোমার সাথে দাঁড়ায় এবং তারা যেন নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে। অতঃপর তারা যখন সাজদা (এক রাকআত) সম্পন্ন করবে, তখন তারা যেন তোমাদের পেছনে যায় এবং অপর দল-যারা নামায পড়েনি তারা- যেন তোমার সাথে নামায পড়ে (অর্থাৎ, নামাযে শরীক হয়) এবং তারা যেন তাদের আত্মরক্ষার সরঞ্জাম ও নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে।[৩] কাফেররা কামনা করে যে, যদি তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও তোমাদের আসবাবপত্র সম্পর্কে অসতর্ক হও তাহলে তারা তোমাদের উপর একবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও, তবে তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিবে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। আর তোমরা তোমাদের আত্মরক্ষার সরঞ্জাম (তবুও) নিয়ে নিবে। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

فَاِذَا قَضَیْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِیٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴿۱۰۳﴾

(১০৩) অতঃপর যখন তোমরা নামায সমাপ্ত কর তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ কর।[৪] তারপর যখন তোমরা নিশ্চিন্ত হও তখন যথাযথভাবে নামায আদায় কর। নিশ্চয় নামায হল মু'মিনদের জন্য নির্ধারিত সময়ের ফরয।[৫]

وَ لَا تَهِنُوْا فِی ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ یَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ وَ تَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا یَرْجُوْنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِیْمًا حَكِیْمًا ﴿۱۰۴﴾

(১০৪) আর ঐ (শত্রু) সম্প্রদায়ের সন্ধানে (পশ্চাদ্ধাবনে) তোমরা হতোদ্যম হয়ো না। যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও তবে তারাও তো যন্ত্রণা পায় যেমন তোমরা যন্ত্রণা পাও। এবং আল্লাহর কাছে তোমরা তা আশা কর, যা তারা আশা করে না। আর আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৬]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আয়াতে কাফেরদের ফেতনা সৃষ্টি তথা আক্রমণের আশংকা থাকলে নামায কসর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ কোন আশংকা ব্যতীতও সফরে নামায কসর করেছেন। সুতরাং সফরে ভয় থাকুক বা না থাকুক নামায কসর করবে। এই কসরের বিধান পালন করা অপরিহার্য। ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয়া বৈধ নয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথা ও কাজের মাধ্যমে এর প্রতি গুরুত্বারোপ করে গেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও আইছারুত্তাফাসীর)

(২) اردت ان تقیم لهم الصلوة অর্থ اقتم لهم الصلوة (আবুস-সুউদ)

(৩) সালাতুল খাওফের বিধান এখনও বহাল রয়েছে রহিত হয়নি। এতে সকল ফেকাহবিদ একমত। তখনকার অবস্থা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিদ্যমান থাকার শর্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এখনও সালাতুল খাওফ পড়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে ইমাম সালাতুল খাওফ পড়াবেন।

(৪) অর্থাৎ, ভয়ের সময় অস্থিরতার কারণে নামাযে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে নামাযের পর দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে যে অবস্থাতেই থাক না কেন আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করবে। এমনকি ঠিক লড়াইয়ের সময়েও আল্লাহ তাআলাকে ভুলবে না। সময়ের বাধ্যবাধকতা তো কেবল নামাযের জন্যই ছিল। তাছাড়া যে কোন সময় আল্লাহকে স্মরণ করতে পার। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, যখন ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে এবং তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে, তখন সস্থিরতার সাথে যথাযথভাবে নামায আদায় কর, যেমন নিরাপদ অবস্থায় পড়া উচিত। কেবল ভয়ের সময়কার নামাযের জন্য নামায বহির্ভূত অতিরিক্ত কাজের অনুমতি ছিল। বলা বাহুল্য যে, নামায সফরে, বাড়ীতে,

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

নিরাপত্তার অবস্থায় ভয়ের সময় সর্বাবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা কর্তব্য। যখন ইচ্ছা আদায় করা যায় না। (প্রাগুক্ত)

(৬) অর্থাৎ, কাফেরদের অনুসন্ধান ও তাদের পশ্চাদ্ধাবনের সময় সাহস হারিয়ে বসো না এবং কোন রকম ত্রুটি করো না। তাদের সাথে লড়াই করতে গিয়ে তোমাদের যদি কষ্ট হয় তবে সেরূপ কষ্টে তো তারাও রয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ তাআলার কাছে তোমাদের যেসব আশা-আকাংখা রয়েছে তাদের তা নেই। তোমরা দুনিয়াতে কাফেরদের মোকাবেলায় বিজয়ের এবং পরকালে ছওয়াবের আশা রাখ, কিন্তু কাফেরদের সে আশা নেই। আল্লাহ তাআলা তোমাদের আমল ও কল্যাণ সম্পর্কে ভালভাবে অবগত। তার নির্দেশ পালনের মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সুতরাং তোমরা এটা দুর্লভ গৌরব মনে কর। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০১ নং আয়াত:

১. আয়াতে কসর নামাযের বিধান বর্ণিত হয়েছে। ১ নং টীকা দ্রষ্টব্য। কসরের বিস্তারিত মাসায়েলের জন্য ফেকাহর কিতাব দ্রষ্টব্য।

২. কাফেরগণ মুসলমানদের শত্রু। অতএব কাফেরের সাথে মুসলমানের বন্ধুত্বের সম্পর্ক হতে পারে না।

● ১০২ নং আয়াত:

১. আয়াতে সালাতুল খাওফের বিধান বর্ণিত হয়েছে।

২. সালাতুল খাওফ আদায় করার নিয়ম বর্ণিত হয়েছে যে, কাফের বাহিনীর সাথে মোকাবেলার সময় নামাযের সময় হলে এবং জামাআতে এক সাথে নামায আদায় করার মত অবকাশ পাওয়া গেলে মুসলিম বাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। একভাগ ইমামের সাথে অর্ধেক নামায আদায় করে শত্রুর মোকাবেলায় গিয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর অপর ভাগ এসে ইমামের সাথে অবশিষ্ট অর্ধেক নামায আদায় করবে। ইমাম সালাম ফিরাবার পর উভয় দল তাদের অবশিষ্ট নামায পৃথক পৃথকভাবে শেষ করবে।

৩. সালাতুল খাওফ আদায়ের সময় অস্ত্রশস্ত্রও সাথে রাখার কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে কোন ওজর থাকলে অস্ত্র না রাখারও অনুমতি আছে।

৪. মানুষের পক্ষ থেকে বিপদাশংকার কারণে সালাতুল খাওফ পড়া যেমন জায়েয, তেমনিভাবে যদি বাঘ-ভালুক কিংবা অজগর ইত্যাদি হিংস্র প্রাণীর ভয় থাকে এবং নামাযের সময়ও সংকীর্ণ হয় তবে তখনও সালাতুল খাওফ পড়া জায়েয। (মাআরিফুল কুরআন)

৫. অত্র আয়াতে জামাআতের সাথে নামায আদায়ের গুরুত্বও বর্ণিত হয়েছে। এমনকি ভয়ের সময় এবং যুদ্ধের ময়দানেও যথাসম্ভব নামাযের জামাআত বাদ দেয়া যাবে না। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১০৩ নং আয়াত:

১. নামাযের পর এবং দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার যিকির (স্মরণ) করা মুস্তাহাব। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. নামাযের নির্ধারিত ওয়াক্তে নামায পড়া ফরয। (প্রাগুক্ত)

● ১০৪ নং আয়াত:

১. কাফেরদের মোকাবেলায় (জেহাদের প্রয়োজন দেখা দিলে তখন) দুর্বলতা ও হীনমন্যতা প্রদর্শন হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ তাআলার কাছে মু'মিনদের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের যে আশা রয়েছে, কাফেরদের তা নেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرٰىكَ اللّٰهُ ۭ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ۝١٠٥	(১০৫) নিশ্চয় আমি তোমার নিকট এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা বাস্তবানুরূপ, যাতে তুমি মানুষের মধ্যে সে অনুসারে ফয়সালা কর, যা আল্লাহ তোমাকে বুঝিয়েছেন এবং তুমি খেয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী হবে না।[১]
وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝١٠٦	(১০৬) এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।[২] নিশ্চয় আল্লাহ হলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ۝١٠٧	(১০৭) আর তুমি নিজের প্রতি খেয়ানতকারীদের পক্ষে বিবাদ করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তাকে পছন্দ করেন না যে হল বড় খেয়ানতকারী মহা পাপিষ্ঠ।[৩]
يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ۝١٠٨	(১০৮) তারা মানুষ থেকে গোপন করতে চায় এবং আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয় না, অথচ তিনি তাদের সাথেই রয়েছেন, যখন তারা রাতে এমন কথা নিয়ে পরামর্শ করে যা আল্লাহ পছন্দ করেন না এবং তারা যাই করে তা পুরোপুরি আল্লাহর আয়ত্তাধীন।[৪]
هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَاۗءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۣ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ۝١٠٩	(১০৯) হ্যাঁ, তোমরা ঐসকল লোক তোমরা পার্থিব জীবনে তাদের পক্ষে বিতর্ক করছ, কিন্তু কেয়ামতের দিন কে তাদের পক্ষে আল্লাহর সাথে বিতর্ক করবে অথবা কে তাদের উকীল হবে।[৫]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মদীনায় তু'মাহ ইবনে উবাইরিক (طعمہ ابن ابیرق) নামক এক দুর্বলচিত্ত মুসলমান (ভিন্ন মতে মুনাফেক) কাতাদাহ ইবনে নু'মান নামক এক প্রতিবেশীর ঘরে সিধ কেটে আটা এবং তার সাথে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কিছু অস্ত্রশস্ত্র চুরি করে চোরাই মাল এক ইয়াহুদীর কাছে গচ্ছিত রাখে। বস্তায় ছিদ্র থাকায় পথে কিছু আটাও পতিত হয়। অতঃপর ধরা পড়লে সে ইয়াহুদীকে দোষারোপ করে নিজে বাঁচতে চেষ্টা করে। কিছু মুসলমানও তার পক্ষ নেয়। বাহ্যিক অবস্থা ও লক্ষণাদি দৃষ্টে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এরও প্রবল ধারণা জন্মে যে, এটা ইয়াহুদীর কাজ এবং সে অনুযায়ী তিনি ইয়াহুদীর উপর চুরির শাস্তি প্রয়োগ করার সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেন। ইত্যবসরে এ প্রসঙ্গে কুরআন পাকের পূর্ণ একটি রুকু অবতীর্ণ হয়। এর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে ঘটনার বাস্তবরূপ তুলে ধরা হয় এবং এ জাতীয় ব্যাপারাদি সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশ দান করা হয়। (আবুস-সুউদ)

(২) যদিও বাহ্যিক অবস্থা ও লক্ষণাদি দৃষ্টে চুরির ব্যাপারে ইয়াহুদীর প্রতি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রবল ধারণা হওয়া কোন গোনাহ ছিল না, কিন্তু তবুও তা ছিল বাস্তব ঘটনার পরিপন্থী। তাই এ আয়াতে তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, নবীদের স্থান অনেক উর্ধ্বে। এতটুকু ব্যাপারও তাদের পক্ষে শোভা পায় না। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দয়াপরবশ হয়ে অপরাধীদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তুমি খেয়ানতকারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে না এবং তাদের পক্ষে কথা বলবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলার কাছে তারা পছন্দনীয় নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, তারা এত নির্বোধ যে, তারা নিজেদের মত মানুষের কাছে তো লজ্জাবোধ করে এবং চুরি গোপন করে, অথচ আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয় না, যিনি সর্বদা তাদের কাছে রয়েছেন এবং তাদের সবকিছু দেখছেন। যেমন তারা যখন রাত্রে বসে পরামর্শ করে স্থির করল যে, ইয়াহুদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ কর এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে রেফা'আ ও তার ভ্রাতুষ্পুত্র কাতাদার বিরুদ্ধে বিচার দাও ইত্যাদি। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) এ আয়াতে চোরের স্বগোত্রীয় লোক ও তার পক্ষাবলম্বনকারীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তো সবকিছুই জানেন, দুনিয়ায় চোরের পক্ষে অযথা ওকালতি করে কী লাভ? কেয়ামতের দিন তো এ ওকালতি কোন কাজে আসবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০৫ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে যা অবতীর্ণ করেছেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীছ দ্বারা যা শিক্ষা দিয়েছেন তার বিপরীত ফয়সালা দেয়া জায়েয নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. "সে অনুসারে ফলসালা কর, যা আল্লাহ তোমাকে বুঝিয়েছেন" দ্বারা বোঝা যায়– যেসব বিষয় সম্পর্কে কুরআনে কোন সুস্পষ্ট উক্তি নেই সেগুলোর ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিজ মতামত দ্বারা ইজতিহাদ করার অধিকার ছিল। প্রয়োজনে তিনি ইজতিহাদ দ্বারাও অনেক ফয়সালা করেছেন। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. "যা আল্লাহ তোমাকে বুঝিয়েছেন" দ্বারা আরও বোঝা যায়– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন থেকে যা বুঝতেন তা ছিল আল্লাহরই বোঝানো বিষয়। এতে ভুলের অবকাশ ছিল না। পক্ষান্তরে অন্যদের বুঝার সেরূপ নির্ভরযোগ্যতা নেই। (প্রাগুক্ত)

৩. "যা আল্লাহ তোমাকে বুঝিয়েছেন" দ্বারা আরও বোঝা যায়– আল্লাহ তা'আলার কাছে সে ইজতিহাদই গ্রহণযোগ্য, যা কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি থেকে গৃহীত। কেননা সেটাই হয় আল্লাহর বুঝানো। এ ব্যাপারে নিছক ব্যক্তিগত মতামত ও ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। শরীয়তের পরিভাষায় একে ইজতিহাদ বলা যায় না।

৪. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইজতিহাদে কোন ভুল হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তা সংশোধন করে দিতেন। সেরূপ কোন ওহী অবতীর্ণ না হলে সে ইজতিহাদ নির্ভুল প্রমাণিত হত। (প্রাগুক্ত)

৫. বিশ্বাস ভঙ্গকারী জালেম সম্প্রদায়ের সাহায্যার্থে তাদের পক্ষ অবলম্বন করা জায়েয নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৬. মিথ্যা মোকদ্দমা ও মিথ্যা দাবির তদবীর করা, ওকালতি করা সমর্থন করা ইত্যাদি সবই হারাম। কেননা এগুলো জালেম সম্প্রদায়ের পক্ষ অবলম্বন।

● ১০৬ নং আয়াত:

১. গোনাহ ছোট হোক বড় হোক তার থেকে ইস্তিগফার করা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। অতএব ইস্তিগফার করলে তিনি নিজ দয়া ও ক্ষমা গুণে মাফ করে দিবেন।

● ১০৭ নং আয়াত:

১. অপরাধীদের পক্ষ অবলম্বন করা উচিত নয়। তাদেরকে ঘৃণা করা উচিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. খেয়ানত করা মহাপাপ। আল্লাহ তা'আলা খেয়ানতকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

● ১০৮ নং আয়াত:

১. মানুষের কাছে লজ্জিত হওয়ার চেয়ে আল্লাহর কাছে লজ্জিত হওয়া অধিক শ্রেয়।

২. আল্লাহ তা'আলা মানুষের গোপনীয় ও প্রকাশ্য যাবতীয় কর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত।

● ১০৯ নং আয়াত:

১. কেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উপদেশ ও নসীহত করা ভাল। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. দুনিয়াতে কোন অপরাধীর পক্ষাবলম্বন করে তার উপকার করার চেষ্টা করা হলেও তদ্বারা তার পরকালে কোন উপকার হবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(১১০) আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করে অথবা নিজের প্রতি জুলুম করে অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে পায় অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১]	وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١١٠﴾

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١١﴾

(১১১) আর কেউ কোন পাপ উপার্জন করলে সে তো নিজের ক্ষতির জন্যই তা উপার্জন করে এবং আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓـَٔةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿١١٢﴾

(১১২) আর যে কোন ছোট পাপ কিংবা বড় পাপ করে তারপর কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর তা চাপিয়ে দেয় তবে তো সে (নিজের উপর) মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট গোনাহ (-এর বোঝা) চাপাল।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَىْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿١١٣﴾

(১১৩) আর তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তাদের একটি দল তোমাকে প্রথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেই ফেলেছিল। অথচ তারা তাদের নিজেদেরকে ব্যতীত (আর কাউকে) পথভ্রষ্ট করে না এবং তারা তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন[২] এবং তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।[৩] আর তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে অনেক বড়![৪]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, সংক্রামক গোনাহ হোক অথবা অসংক্রামক গোনাহ, বান্দার হকের সাথে জড়িত হোক অথবা আল্লাহর হকের সাথে, সব গোনাহই তওবা ও ইস্তিগফার দ্বারা মাফ হতে পারে। তবে তওবা ইস্তিগফারের তাৎপর্য জানা আবশ্যক। কেবল মুখে "আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি" বললেই তওবা ও ইস্তিগফার হয় না। আলেমগণ এতে একমত যে, তওবার জন্য মোটামুটি তিনটি বিষয় জরুরী ঃ এক. অতীত গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, দুই. উপস্থিত গোনাহ পরিত্যাগ করা, তিন. ভবিষ্যতে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া। বান্দার হকের সাথে যেসব গোনাহের সম্পর্ক সেগুলো বান্দার কাছ থেকেই মাফ করিয়ে নেয়া কিংবা হক পরিশোধ করে দেয়া তওবার অন্যতম শর্ত। অন্যথায় কেবল মুখে "আস্তাগফিরুল্লাহ" বলা তওবার সাথে উপহাসেরই নামান্তর। (মাআরিফুল কুরআন) অতএব যারা ইচ্ছাকৃত অথবা ভুলবশত চোরের পক্ষাবলম্বন করে এবং নির্দোষকে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্ট করে গোনাহের কাজ করছে, তাদের এ অপরাধ তওবার দ্বারা মাফ হতে পারে, অন্য কোন উপায়ে নয়। যারা তওবা করে আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্ষমা করে দেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) এখানে "কিতাব" শব্দ দ্বারা আল-কুরআন এবং "হিকমত" দ্বারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ ও শিক্ষা বুঝানো হয়েছে। আর কিতাবের সাথে হিকমত শব্দটি উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ এবং শিক্ষাও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। পার্থক্য শুধু এই যে, সুন্নাহের শব্দাবলী আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। এ কারণেই কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহ দু'টোই মেনে চলা ওয়াজিব। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা জানতেন না, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তা শিক্ষা দিয়েছেন।

(৪) সেই বড় অনুগ্রহ হল নবুয়ত ও সর্বব্যাপী দ্বীনী নেতৃত্ব। (আবুস-সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১০ নং আয়াত:

১. যে কোন রকমের গোনাহের জন্য তওবা ও ইস্তিগফার করা উচিত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. খাঁটি মনে তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তওবা কবুল করেন। (প্রাগুক্ত)

● ১১১-১১২ নং আয়াতদ্বয়:

১. যে পাপ করে ক্ষতি তারই, কেননা শাস্তি তাকেই পেতে হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. যে ব্যক্তি নিজে অপরাধ করে তার দায়ভার নিরপরাধ ব্যক্তি উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে তার গোনাহ দু'টি। এক. আসল অপরাধের গোনাহ, দুই. অপবাদ দেয়ার গোনাহ। সুতরাং তার শাস্তিও দ্বিগুণ। (প্রাগুক্ত ও মাআরিফুল কুরআন)

● ১১৩ নং আয়াত:

১. আয়াতে খেয়ানতকারীদের প্রতারণার প্রকাশ এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্যাদা ও নিষ্পাপত্তার বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে চোরকে নির্দোষ মনে করেছিলেন, তা তাদের বাহ্যিক অবস্থা উক্তি ও সাক্ষ্য দৃষ্টেই করেছিলেন। এতে তাঁর সত্যের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা অসত্যের ব্যাপারে প্রশ্রয় দানের কোন সম্ভাবনা ছিল না। (প্রাগুক্ত)

৩. "তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।"– এ দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহ তাআলা না জানালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েবের কথা জানতেন না। (মাআরিফুল কুরআন, ইদ্রীস কান্ধলবী)

৪. "তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।"-এ দ্বারা আরও বোঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের মত সর্বব্যাপী ছিল না, যেমন কিছু অজ্ঞ লোক বলে থাকে। বরং আল্লাহ যতটুকু দান করতেন ততটুকুই পেতেন। তবে এতে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জ্ঞান সমগ্র সৃষ্ট জীবের জ্ঞানের চেয়ে বেশী ছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

৫. "তারা নিজেদেরকে ব্যতীত আর কাউকে পথভ্রষ্ট করে না"-এ দ্বারা বোঝা যায় অন্যকে বিভ্রান্ত করার অশুভ পরিণতি এরূপ অপচেষ্টাকারীর নিজের উপরই আপতিত হয়।

৬. নবুয়ত আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۢ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۱۱۴﴾

(১১৪) তাদের[১] অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে যে দান-খয়রাত অথবা সৎকাজ কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের নির্দেশ দেয় (তার কথা ভিন্ন)। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একাজ করে, আমি তাকে অনতিবিলম্বে মহা প্রতিদান দেব।[২]

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿۱۱۵﴾

(১১৫) আর যে ব্যক্তি রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার কাছে সরল পথ প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্যপথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দিব যেদিকে সে ফিরে যায় এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করব। আর তা কত মন্দ আবাসস্থল।[৩]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, সাধারণ মানুষের। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, মানুষের যেসব সলা পরামর্শ পরকালের চিন্তা বিবর্জিত এবং কেবল ক্ষণস্থায়ী জাগতিক ও সাময়িক উপকার লাভের জন্য হয়ে থাকে, সেগুলোতে কোন কল্যাণ নেই। তবে এসব সলাপরামর্শে কল্যাণের কিছু থেকে থাকলে তা হচ্ছে একে অপরকে দান-খয়রাতের জন্য উৎসাহিত করা কিংবা সৎকাজের আদেশ দেয়া অথবা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি স্থাপনের পরামর্শ দান করা। তবে এসব কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে, লোক দেখানো কিংবা অন্য কোন দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে নয়। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, সত্য সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং সমস্ত মুসলমানদের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করে তার আবাসস্থল জাহান্নাম। যেমন উপরোক্ত চোর অপরাধ স্বীকার করে তওবা করার পরিবর্তে হাত কাটার ভয়ে পালিয়ে মক্কায় চলে যায় এবং মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১৪ নং আয়াত:

১. কোন সৎকাজের উদ্দেশ্য ব্যতীত গোপন সলাপরামর্শ কল্যাণকর নয়। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. দান-খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

● ১১৫ নং আয়াত:

১. রসূলের বিরুদ্ধাচরণ জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। কেননা এটা কুফরী। (মআরিফুল কুরআন)

২. উম্মতের (মুজতাহিদীনের) ইজমা মেনে নেয়া ওয়াজিব। এর বিরুদ্ধাচরণ করা বিরাট গোনাহের কাজ। যার ফল জাহান্নাম। (ফাওয়ায়েদে উছমানী, মাআরিফুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মাদ শফী ও মাআরিফুল কুরআন ইদ্রীস কান্ধলবী)

৩. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের (যারা প্রকৃত সুন্নাতের অনুসারী) বিরুদ্ধাচরণ করা এবং কোন ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের (যেমন শিয়া ও বেদআতপন্থী) অনুসরণ করা হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿۱۱۶﴾

(১১৬) নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করেন না তাঁর সাথে শরীক স্থির করাকে, এছাড়া সবকিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং কেউ আল্লাহর সাথে শরীক স্থির করলে সে তো সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হল।[১]

اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ﴿۱۱۷﴾

(১১৭) তারা তাঁর (আল্লাহর) পরিবর্তে কেবল নারীদেরকে[২] আহ্বান করে এবং তারা কেবল অবাধ্য শয়তানকেই আহ্বান করে।[৩]

لَّعَنَهُ اللّٰهُ ؘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿۱۱۸﴾

(১১৮) যার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন এবং যে বলেছিল, আমি সত্যিই তোমার বান্দাদের একটি নির্দিষ্ট অংশকে নিয়ে নেব।[৪]

وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ﴿۱۱۹﴾

(১১৯) এবং অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই, তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেবই। এবং আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব, সেমতে তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করবেই এবং আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব, সেমতে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই। আর কেউ আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করলে সে তো প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হল।[৫]

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿۱۲۰﴾

(১২০) সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। আর শয়তান তাদেরকে কেবল প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতিই দেয়।

اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ﴿۱۲۱﴾

(১২১) ওরাই এমন লোক যে, ওদের আবাসস্থল হল জাহান্নাম এবং ওরা সেখান থেকে পালানোর (বা নিষ্কৃতির) জায়গা পাবে না।[৬]

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হওয়ার কারণ এই যে, সে তো আল্লাহ তা'আলা থেকেই বিমুখ হয়ে গেছে এবং আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করে পুরোপুরি শয়তানের অনুগত হয়ে গেছে। সুতরাং যে এতখানি দূরে সরে পড়েছে সে কী করে মাগফেরাতের অধিকারী হতে পারে। এরূপ লোকের মাগফেরাত না হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তাই তাদেরকে ক্ষমার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ করে দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে মুসলমান যতবড়ই গোনাহগার হোক না কেন, যেহেতু তার আশা ও বিশ্বাস যথাযথ রয়েছে, তাই তার কর্ম মন্দ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার যখন ইচ্ছা তাকে মাফ করে দেবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) নারীদেরকে অর্থাৎ, দেবীদেরকে। সাধারণতঃ নারীদের নামেই মূর্তীর নামকরণ করা হত, তাই এরূপ প্রকাশে ভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, একমাত্র শিরকই ক্ষমার অযোগ্য গোনাহ। তাতো মুশরিকরা করছেই। উপরন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, তারা কিছু অনুভূতিহীন পাথরকে দেবীরূপে গ্রহণ করে উপাসনা করছে, যেমনঃ উয্যা, মানাত, নায়েলা ইত্যাদি। আসলে তারা এসবের অন্তরালে উপাসনা করছে অবাধ্য শয়তানের, যার প্রতি রয়েছে আল্লাহর অভিসম্পাত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী থেকে সংক্ষেপিত)

(৪) যখন আদম (আ.) কে সাজদা না করার কারণে শয়তানকে বিতাড়িত করা হয়। তখন সে বলেছিল যে, আমি তো ধ্বংস হয়েছিই, তবে তোমার বান্দাদের থেকে একটি অংশকে আমার অনুগত করে নেব এবং আমার সাথে তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাব। (প্রাগুক্ত)

(৫) অর্থাৎ, শয়তান আরও বলেছিল যে, আমি তাদেরকে পথচ্যুত করব, তাদেরকে পার্থিব জীবন ও তার ভোগ-বিলাসের প্রলোভন দেব, কেয়ামত ও হিসাব-নিকাশ না হওয়ার মিথ্যা আশ্বাস দেব এবং তাদেরকে শিক্ষা দেব যে, তারা যেন চতুষ্পদ জন্তুর কান কেটে প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয় এবং আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি করে।

উল্লেখ্য যে, কাফেররা জাহেলী যুগে গরু, ছাগল ও উট অথবা এগুলোর বাচ্চার কান চিরে, অথবা তাতে অন্য কোন আলামত ঝুলিয়ে কিংবা এমনিতে তাদের প্রতিমার নামে ছেড়ে দিত এবং তারা শরীরে উল্কি এঁকে আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি সাধন করত। বলা বাহুল্য, দাঁড়ি মুণ্ডানোও আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতির অন্তর্ভুক্ত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন, ইদ্রীস কান্ধলবী)

(৬) অর্থাৎ, যারা শয়তানের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, আশ্বাস এবং প্রতারণার কথা জেনেও তার আনুগত্য করে, তারা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে, তাদের পরকালে আবাস্থল হবে জাহান্নাম। তারা সেখান থেকে পালাবার কোন জায়গা পাবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১৬ নং আয়াত:

১. সগীরা কবীরা যাবতীয় গোনাহ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিবেন; কিন্তু শিরক মাফ করবেন না। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. ইসলামের মূল ভিত্তি হল তাওহীদ। শিরক হল চরম গোমরাহী।

● ১১৭-১১৯ নং আয়াতসমূহ:

১. দেব-দেবীর পূজারী ও খেয়াল-খুশির অনুসারীরা মূলতঃ শয়তানেরই গোলাম। কেননা, শয়তানই তাদেরকে এসবের নির্দেশ দেয় এবং সে তার মোতাবেক চলে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. ছোট বড় সমস্ত গোনাহই শয়তানের আনুগত্যের নিদর্শন। (প্রাগুক্ত)

৩. শয়তান আল্লাহর বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য বদ্ধপরিকর।

৩. শয়তান বলেছিল, "আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব, সেমতে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই।" এ থেকে বোঝা যায়- উল্কি আঁকা, খেজাব লাগানো, বন্ধ্যাত্ব গ্রহণ (ভেসেকটমী, লাইগেশন ইত্যাদি) হারাম। [কেননা, এসব দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি সাধিত হয়। তবে যেসব ক্ষেত্রে শরীয়ত অনুমতি দিয়েছে সেগুলো জায়েয। যেমন পশু খাশি করানো, অলংকারের জন্য নারীর নাক-কান ছেদন করা, চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অপারেশন ইত্যাদি] (আইছারুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন ইদ্রীস কান্ধলবী)

● ১২০-১২১ নং আয়াতদ্বয়:

১. শয়তানের হাতিয়ার হচ্ছে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, অসার আশ্বাস এবং প্রতারণা। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. শয়তানের অনুসরণ করে যারা শিরকে লিপ্ত হয় তাদের চিরস্থায়ী শাস্তি জাহান্নাম। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৩. জাহান্নাম থেকে ভেগে গিয়ে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন উপায় থাকবে না।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿۱۲۲﴾

(১২২) আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমলাদি করে, সত্বর আমি তাদেরকে প্রবেশ করাব এমন জান্নাতসমূহে, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ[১] প্রবাহিত থাকবে। তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি। আর আল্লাহর চেয়ে কার কথা অধিক সত্য ?

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۱۲۳﴾

(১২৩) না তোমাদের আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে (আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি লাভ হবে) আর না আহলে কিতাবদের আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে। কেউ কোন মন্দ কাজ করলে তার বদলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আর সে নিজের জন্য পাবে না আল্লাহ ব্যতীত কোন অভিভাবক, আর না কোন সাহায্যকারী।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿۱۲۴﴾

(১২৪) আর পুরুষ হোক বা নারী হোক যে কেউ কোন[২] নেক কাজ করবে শর্ত এই যে, সে ঈমানদার হবে, তবে তারা জান্নাতে দাখিল হবে এবং তাদের প্রতি বিন্দু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿١٢٥﴾

(১২৫) এবং যে নিজেকে আল্লাহর (হুকুম পালনের) জন্য সোপর্দ করে এবং সে নেককারও হয়, আর মিল্লাতে ইবরাহীমীর[৩] অনুসরণ করে যে একনিষ্ঠ ছিল– তার চেয়ে উত্তম ধর্ম কার? এবং আল্লাহ ইবরাহীমকে একান্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطًا ﴿١٢٦﴾

(১২৬) আর আল্লাহরই আধিপত্যে রয়েছে যা কিছু আছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু আছে জমিনে এবং সবকিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন করে আছেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) জান্নাতের মহলগুলোর তলদেশ দিয়ে চার প্রকার নহর প্রবাহিত হবে। (৪৭: ১৫ দ্রঃ)

১২৩ নং আয়াতের শানে নুযূল: ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ মনে করত যে, যেসব পাপের কারণে অন্যদেরকে পাকড়াও করা হবে আমরা তার থেকে রেহাই পাব এবং নবীদের সুপারিশে আমরা পরিত্রাণ পেয়ে যাবো। কতিপয় অজ্ঞ মুসলমানও নিজেদের ব্যাপারে এরূপ ধারণা পোষণ করত। তাদের এইসব ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করার জন্য এই আয়াত নাযেল হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) من الصالحت -এখানে من অব্যয়টি تبعيض এর অর্থে হওয়ায় অর্থে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন দ্রঃ)

(৩) মৌলিকভাবে প্রত্যেক ধর্মে তিনটি বিষয় থাকে: ১। আকাইদ বা আকীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়, (যেমন– তাওহীদ, নবুওয়ত প্রভৃতি) প্রত্যেক ধর্মেই এসব ব্যাপারে ঐক্যমত লক্ষ্য করা যায়। ২। মৌলিক নীতিমালাকেই মূলত 'মিল্লাত' বলা হয়। মিল্লাতে মুহাম্মাদী ও মিল্লাতে ইবরাহীমীর ঐক্য ও অভিন্নতা এই ক্ষেত্রেই। ৩। শাখা প্রশাখাগত বিষয় ও মৌলনীতিমালার সমষ্টি (যাকে শরীয়ত বলা হয়)। সারকথা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ইবরাহীম (আ.)-এর মিল্লাত অভিন্ন এবং শরীয়ত ভিন্ন ভিন্ন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২২ নং আয়াত:

১. মু'মিন এবং নেক আমলকারীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

২. জান্নাতের কিছু বর্ণনা পেশ করা হয়েছে যে, তার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে।

৩. মু'মিনগণ জান্নাতে চিরস্থায়ী হবেন।

● ১২৩ নং আয়াত:

১. জান্নাত বা পুরস্কার লাভের ভিত্তি হল ঈমান ও আমল। ঈমান আমল হারা হয়ে শুধু আকাঙ্খা করলেই তা লাভ করা যাবে না।

২. মন্দ কর্ম করলে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে। কেউ শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। (অবশ্য মন্দকর্ম শিরকের নীচের স্তরের হলে আল্লাহ মাফ করতে পারেন, যা পূর্বে বলা হয়েছে।)

● ১২৪ নং আয়াত:

১. পূর্বের আয়াতে নেতিবাচক ভাবে বলা হয়েছিল, শুধু আকাঙ্খা দ্বারাই জান্নাতে যাওয়া যাবে না, এ আয়াতে ইতিবাচক ভাষায় পরিষ্কার ভাবে বলা হল যে, ঈমান এবং নেক আমলের বদৌলতেই সকলে জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করবে।

২. "পুরুষ হোক বা নারী হোক" –এ কথা দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, ঈমান ও আমলের মূলনীতি এবং তার পরিণতিতে পুরুষ নারীর মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

৩. এ আয়াত থেকে আরও বোঝা যায় যে, আমল কবূল হওয়ার জন্য ঈমান শর্ত।

৪. আয়াতে পরকালের ইনসাফ ভিত্তিক বিচারের বর্ণনা পেশ করা হয়েছে যে, কারও প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।

● ১২৫ নং আয়াত:

১. "তার চেয়ে উত্তম ধর্ম কার যে নিজেকে আল্লাহর জন্য সোপর্দ করে ..." এ দ্বারা অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে একান্ত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। (প্রাগুক্ত)

● ১২৬ নং আয়াত:

"আল্লাহরই অধিপত্যে রয়েছে যা কিছু আছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু আছে জমিনে" এ বক্তব্য দ্বারা আল্লাহর কাছে সমস্ত মাখলূকের মুখাপেক্ষিতা ও আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষিহীনতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَآءِ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ فِىْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِىْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ﴿١٢٧﴾

(১২৭) আর তারা (লোকেরা) তোমার নিকট নারীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা জানতে চায়। তুমি বলে দাও, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে (ঐ পূর্ব) ব্যবস্থা দিচ্ছেন এবং সেই আয়াতগুলোও যা কিতাবের মধ্যে তোমাদেরকে পাঠ করে শুনানো হয়ে থাকে, যা ঐ এতীম নারীদের ব্যাপারে (নাযেল করা হয়েছে) যাদেরকে তোমরা তাদের জন্য নির্ধারিত স্বত্ব[১] প্রদান কর না, অথচ তাদেরকে বিবাহ করার বাসনা রাখ এবং অসহায় শিশুদের ব্যাপারে আর এই সম্বন্ধে যে, এতীমদের ব্যাপারে ইনসাফের উপর কায়েম থাকবে (এগুলোও পরিষ্কারভাবে তিনি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছেন)।[২] আর যে নেক কাজ তোমরা কর, অবশ্যই আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত রয়েছেন।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَ اِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۲۸﴾

(১২৮) আর যদি কোন নারী তার স্বামীর থেকে দুর্ব্যবহার কিংবা অবহেলা টের পায়[৩] তবে উভয়ে পরস্পর বিশেষ[৪] পদ্ধতিতে আপোষ নিষ্পত্তি করে নেয়ায় তাদের কোন দোষ নেই, বরং এই[৫] আপোষ-নিষ্পত্তিই অধিক উত্তম। আর স্বভাবগত লোভ-কার্পণ্য[৬] মনের মধ্যে হাজির রয়েছেই। আর যদি তোমরা সদ্ব্যবহার কর এবং (দুর্ব্যবহার থেকে) সংযমী হও, তবে (তোমরা পুরস্কার পাবে) নিশ্চয় তোমরা যা কর আল্লাহ তার পূর্ণ খবর রাখেন।

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْۤا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۲۹﴾

(১২৯) আর তোমরা কখনই স্ত্রীদের মধ্যে (সর্ব দিক দিয়ে) সমতা রক্ষা করতে পারবে না, যদিও তোমরা মন থেকে চাও[৭] তবে তোমরা সম্পূর্ণরূপে একদিকে ঝুঁকে পড় না যার ফলে তাকে[৮] ঝুলন্তের ন্যায় রেখে দিবে।[৯] আর যদি সংশোধন করে নাও এবং (এরূপ আচরণ থেকে) বিরত থাক, তবে (ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে[১০]) অবশ্যই আল্লাহ হলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ﴿۱۳۰﴾

(১৩০) আর যদি তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ স্বীয় প্রাচুর্য থেকে প্রত্যেককে মুখাপেক্ষীহীন করে দিবেন। আর আল্লাহ হলেন প্রাচুর্যের অধিকারী, প্রজ্ঞাময়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

১২৭ নং আয়াতের শানে নুযূল: জাহেলী যুগে সাধারণত আরবরা নারী ও শিশুদেরকে মীরাছের অংশ দিত না, কারণ তারা যুদ্ধ করতে পারত না। মীরাছের হুকুম নাযেল হওয়ার পর কেউ কেউ কিছুটা বিব্রতবোধ করল এবং বিষয়টি সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট বিধান জানতে চাইল। তখন এই আয়াত নাযেল হয়। কোন কোন বর্ণনা মতে এই সূরার শুরুতে এতীমদের হক আদায়ের ব্যাপারে তাকীদ করা হলে যে এতীম নারীকে তার অভিবাবক বিবাহ করতে পারে– যেমন: চাচাত বোন-এরূপ ক্ষেত্রেও অভিভাবক সে এতীম নারীকে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকে এই আশংকায় যে, তার হক আদায় হবে না। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেল অনেক ক্ষেত্রে এতীম নারীর এরূপ অভিভাবক তাকে বিবাহ করলেই তার পক্ষে ভাল হয়ে থাকে। তখন মুসলমানগণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এরূপ

এতীম নারীকে বিবাহ করার বিধান জানতে চাইলে এই আয়াত নাযেল হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী, বয়ানুল কুরআন ও আসবাবুন নুযূল ওয়াহিদী)

(১) নির্ধারিত স্বত্ব অর্থাৎ, মীরাছ বা মহর।

(২) বন্ধনীতে উল্লেখিত বাক্যটি আরবীতে উহ্য আছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) خافت রূপক ভাবে জানা বা টের পাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে শব্দটির মূল অর্থ আশংকা করে-এর তুলনায় টের পাওয়া অর্থ গ্রহণ করলে আলোচ্য বিষয়ের সাথে অধিক সংগতিপূর্ণ হয়। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর অবলম্বনে)

(৪) শব্দটি صاحا مطلق للنوع হওয়ায় অনুবাদে বিশেষ শব্দটি যোগ করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) এখানে واو বরং অর্থে গ্রহণ এবং الصلح خير –ال عهد خارجى এর জন্য হওয়ায় এরূপ অনুবাদ করা হল।

(৬) الشح রাগেব ইস্ফাহানী এ শব্দটির অর্থ করেছেন স্বভাবগত লোভ-কার্পণ্য। (আল-মুফরাদাত)

(৭) অর্থাৎ, একাধিক স্ত্রী থাকলে সকলের মধ্যে সব দিক দিয়ে সমতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। যেমন অন্তরের ভালবাসা, মনের আকর্ষণ– এগুলোর ক্ষেত্রেও সমতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। কেননা মন মানুষের আয়ত্বাধীন নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৮) অর্থাৎ, যার প্রতি আকর্ষণ কম। (বয়ানুল কুরআন)

(৯) ঝুলন্তের ন্যায় রেখে দেয়ার অর্থ তার প্রাপ্যও যথাযথভাবে আদায় করা হয় না আবার তাকে পরিত্যাগও করা হয় না যাতে সে অন্যত্র বিবাহ বসে সুখে জীবন যাপন করতে পারে।

(১০) "ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে" কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২৭ নং আয়াত:

১. এতীম, মহিলা ও শিশুদের মীরাছ, মহর ইত্যাদি ব্যাপারে পূর্ণ বর্ণিত বিধানসমূহ (৪ঃ ১১, ১২ ও ১৭৬ আয়াত দ্রঃ) কার্যকরী রয়েছে।

২. এ আয়াত থেকে এ শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, আল্লাহর বিধানের বিপরীতে কোন প্রথা, কোন প্রচলন কোন যুক্তি ও মনোবৃত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

৩. এতীমদের প্রতি সুবিচারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

৪. কল্যাণকর কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

● ১২৮ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তা হল– স্বামী-স্ত্রী উভয়ে নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও পারস্পরিক মনের মিল না হওয়ার কারণে স্ত্রী যদি তার ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়ার আশংকাবোধ করে। যেমন একজন সুদর্শন সুঠামদেহী স্বামীর স্ত্রী স্বাস্থ্যহীনা, অধিক বয়স্কা অথবা সুশ্রী না হওয়ার কারণে তার প্রতি স্বামীর মন আকৃষ্ট হচ্ছে না, এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতি সাপেক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে ভদ্রতা ও শালীনতার সাথেই তা সম্পন্ন করতে হবে। আর যদি স্ত্রী তার সন্তানের খাতিরে অথবা নিজের অন্য কোন আশ্রয় না থাকার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদে অসম্মত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী তার প্রাপ্য মোহর

www.maktabatulabrar.com
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বা খোর-পোষের ন্যায্য দাবী আংশিক বা পুরোপুরি প্রত্যাহার করে স্বামীকে বিবাহ বন্ধন অটুট রাখতে সম্মত করাবে। তখন দায়-দায়িত্ব হতে অনেকটা রেহাই পাওয়া গেল ভেবে স্বামী হয়ত বিবাহ বন্ধন অটুট রাখতে সম্মত হয়ে যাবে। এভাবে অনায়াসে তাদের মধ্যে সমঝোতা হতে পারে।

২. "তারা নিজেদের মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তি করে নিবে"– একথা থেকে বোঝা যায় স্বামী-স্ত্রীর কলহ বিবাদ নিষ্পত্তির মধ্যে অহেতুক তৃতীয় কোন ব্যক্তি নাক গলাবে না। (মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত।)

৩. আয়াতের শেষে "তোমরা যদি সদ্ব্যবহার কর" বলে স্বামীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যে, মনের মিল না হওয়া সত্ত্বেও স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করে এবং সম্পর্কচ্ছেদ না করে, তাহলে আল্লাহর কাছে সে এই মহানুভবতার প্রতিদান পাবে। (প্রাগুক্ত)

● ১২৯ নং আয়াত:

১. একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সম্ভাব্য বিষয়ে সমতা রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ।

২. আন্তরিক ভালবাসা প্রভৃতি যা নিজের আয়ত্বাধীন নয়, সেরূপ ক্ষেত্রে কোন অসমতার জন্য স্বামী দায়ী হবে না।

৩. স্ত্রীদেরকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা নিষেধ। (দ্রষ্টব্য টীকা নং ৯)

৪. স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার কলহ বিবাদের নিষ্পত্তি করে নেয়া এবং স্ত্রীকে ঝুলন্ত রাখা থেকে বিরত থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

● ১৩০ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে বিবাহ বিচ্ছেদের পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেকের প্রয়োজনকে আল্লাহ পূর্ণ করে দিবেন। এতে এই ইংগিত রয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ যেন একথা মনে না করে যে, আমাকে ছাড়া তার কাজ অচল থাকবে। একান্ত বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে গেলে তখন আল্লাহ সহায়ক হবেন। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী অবলম্বনে)

২. "আল্লাহ প্রাচুর্যের অধিকারী, হেকমতওয়ালা" বলে ইংগিত করা হয়েছে যে, একান্ত তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গেলে আল্লাহ তাদের জন্য ব্যবস্থা করতে সক্ষম, কেননা তিনি প্রাচুর্যের অধিকারী এবং প্রত্যেকের জন্য তিনি তাঁর হেকমত অনুযায়ী মুনাছেব মত ব্যবস্থা করবেন। তিনি হেকমতওয়ালা।

وَ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ وَ لَقَدْ وَصَّیْنَا الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ اِیَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَنِیًّا حَمِیْدًا ﴿۱۳۱﴾

(১৩১) আর যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে জমিনে সব আল্লাহরই মালিকানা। এবং বাস্তবিকই তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও আমি জোর নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর যদি তোমরা না মান, তবে (আল্লাহর কোন অনিষ্ট হবে না। কেননা[১]) যা কিছু আসমানসমূহে এবং যা কিছু জমিনে রয়েছে সবকিছু আল্লাহরই মালিকানা এবং আল্লাহ হলেন অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।[২]

وَ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ وَ كَفٰی بِاللّٰهِ وَكِیْلًا ﴿۱۳۲﴾

(১৩২) এবং আল্লাহরই স্বত্বে রয়েছে যা কিছু আছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু আছে জমিনে। আর আল্লাহ কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট।

اِنْ یَّشَاْ یُذْهِبْكُمْ اَیُّهَا النَّاسُ وَ یَاْتِ بِاٰخَرِیْنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰی ذٰلِكَ قَدِیْرًا ﴿۱۳۳﴾

(১৩৩) হে মানুষ! তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারিত করবেন এবং অন্যদেরকে আনয়ন করবেন। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ সম্পূর্ণ সক্ষম রয়েছেন।

مَنْ كَانَ یُرِیْدُ ثَوَابَ الدُّنْیَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ سَمِیْعًۢا بَصِیْرًا ﴿۱۳۴﴾

(১৩৪) যে (দ্বীনের কাজে) পার্থিব বিনিময় কামনা করে, (সে বড়ই ভুলের মধ্যে রয়েছে। কেননা) আল্লাহর নিকট ইহকাল ও পরকাল (উভয়কাল)-এর বিনিময় রয়েছে। আর আল্লাহ হলেন সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বন্ধনীর বাক্যটি আরবীতে উহ্য আছে।

(২) রূপকার্থে "প্রশংসিত" অর্থাৎ, সবগুণের আধার। কেননা যে কোন গুণের ভিত্তিতেই কারও প্রশংসা করা হয়ে থাকে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩১ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে আল্লাহর নির্দেশাবলী মানার জন্য তাকীদ করা হয়েছে এভাবে যে, সব কিছুই আল্লাহর মালিকানা, অতএব তাঁরই দাসত্ব করা বাঞ্ছনীয়।

২. আল্লাহর নির্দেশ মানা যেন কঠিন মনে করা না হয় সে জন্য বলা হয়েছে যে, এই নির্দেশ শুধু তোমাদেরকে নয়, তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবীদেরকেও দেয়া হয়েছিল।

৩. তাকওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৪. "আল্লাহ অভাবমুক্ত" বলে বোঝানো হয়েছে আল্লাহ আমাদের ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন।

৫. আল্লাহ তাআলা সমস্ত গুণের আধার।

● ১৩২ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে পুনরায় সবকিছুর ক্ষেত্রে আল্লাহর মালিকানার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যাতে মানুষ তাঁর নির্দেশ মানতে উদ্বুদ্ধ হয়।

২. আল্লাহ তা'আলা কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ১৩৩ নং আয়াত:

এ আয়াতে বোঝানো হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের বিষয়ে যে নির্দেশ দিচ্ছেন তা তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য। আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। (বয়ানুল কুরআন) তিনি প্রয়োজনে তোমাদের সকলকে অপসারণ করে তদস্থলে অন্যদেরকে আনয়ন করতে সক্ষম। অতএব নিজেদের কল্যাণ বিবেচনা করে দ্বীনের উপর চলা চাই।

● ১৩৪ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর আনুগত্য করলে দুনিয়া এবং আখেরাতে সব স্থানেই তিনি পুরস্কৃত করবেন। এমতাবস্থায় শুধু দুনিয়ার পিছনে পড়ে আখেরাতকে ধ্বংস করা বড়ই আহাম্মকী। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. "আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা" বলে বোঝানো হয়েছে, কে কি কামনা করে তা তিনি শুনতে পান এবং কার মনের মধ্যে কি আছে তাও তিনি দেখতে পান।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۣ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

(১৩৫) হে ঈমানদারগণ, তোমরা হয়ে যাও ইনসাফের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দানকারী, যদিও তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে হয়। সে ধনী হোক কিংবা গরীব (কোন অবস্থাতেই তার রেয়ায়েত করবে না[১]) বস্তুত আল্লাহ তাদের উভয়ের ঘনিষ্টতর। অতএব তোমরা ইনসাফ করতে প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল, কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রাখ[২] নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত আছেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰۗىِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾

(১৩৬) হে ঈমানদারগণ, তোমরা বিশ্বাস রাখ আল্লাহ, তাঁর রসূল, ঐ কিতাব যা তিনি তাঁর রসূলের প্রতি নাযেল করেছেন এবং ঐ কিতাব যা তিনি পূর্বে নাযেল করেছেন এসবের প্রতি। আর যে বিশ্বাস রাখবে না আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর (নাযেলকৃত) কিতাবসমূহ, তাঁর (প্রেরিত) রসূল এবং পরকালের প্রতি, সে তো নিশ্চিতই গোমরাহীতে বহুদূর গিয়ে পড়বে।

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ﴿١٣٧﴾

(১৩৭) নিশ্চয় যারা মুসলমান হয়েছে তারপর কাফের হয়েছে, আবার মুসলমান হয়েছে আবার কাফের হয়েছে, তারপর (মৃত্যু পর্যন্ত) কুফরীতে অগ্রসর হয়ে চলেছে, আল্লাহ তাদেরকে না কখনও৩ ক্ষমা করবেন আর না তাদেরকে পথ দেখাবেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, ধনীদের খাতিরে বা গরীবদের প্রতি দয়াপরবশ হতে গিয়ে সত্য সাক্ষ্য দেয়া থেকে পশ্চাদপদ হবে না।

(২) "জেনে রাখ" কথাটা আরবীতে উহ্য আছে।

(৩) অনুবাদে "কখনও" শব্দটি যোগ করার কারণ হল– افاده كيد بالام। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩৫ নং আয়াত:

১. আদান-প্রদান, লেন-দেন ও বিচার-মীমাংসা সর্ব ক্ষেত্রে ইনসাফের উপর কায়েম থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

২. স্বীকারোক্তি বা সাক্ষ্য দান কালে সত্য সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৩. বিচার মীমাংসা ও সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ধনবান লোকের খাতির করা যাবে না, গরীবদের প্রতি দয়াপরবশ হলে চলবে না, আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না বরং যা সত্য অকপটে তা-ই প্রকাশ করে দিতে হবে।

৪. সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রেও ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বা অস্পষ্ট ভাবে বলা যাবে না, যাতে শ্রবণকারী সন্দেহে পতিত হয়।

● ১৩৬ নং আয়াত:

১. ঈমানদারগণকে ঈমান ও বিশ্বাসের ব্যাপারে অটল থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথবা দুর্বল ঈমান লোকদেরকে ঈমান দৃঢ় করার আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

২. ঈমানদারদেরকে ঈমান বা বিশ্বাস সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে– এ থেকে বোঝা যায় মুসলমান ও মু'মিনদেরকেও ঈমানের দাওয়াত দেয়া যাবে বা দিতে হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন অবলম্বনে)

৩. কুফরী করা চরম গোমরাহী।

● ১৩৭ নং আয়াত:

এ আয়াতে মুরতাদ ও ধর্মত্যাগীদের নিন্দা করা হয়েছে এবং মুরতাদ অবস্থায় মৃত্যু হলে তাদের ক্ষমা না হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আয়াতে দ্বিতীয় বার মুরতাদ হওয়ার বর্ণনা শর্ত হিসেবে নয় বরং কেউ আয়াতটি নাযেল হওয়ার সময় এরূপ করেছিল তাই কথাটি এই ধারায় বর্ণিত

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হয়েছে। বস্তুত একবার মুরতাদ হলেও কাফের অবস্থায় যদি তার মৃত্যু হয় তবে সে-ও ক্ষমা ও বেহেশত থেকে বঞ্চিত হবে। (বয়ানুল কুরআন)

কারও কারও মতে আয়াতে মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। অনেকের মতে আয়াতটিতে ইয়াহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে– প্রথমে তারা হযরত মুসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছে। পরে গো-বৎসের পূজা করে কাফের হয়েছে, আবার তওবা করে ঈমান এনেছে। আবার ঈসা (আ.) কে অস্বীকার করে কুফরীর চরমে উপনীত হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত।)

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمَا ۙ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۝ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖۤ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۝ الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْۤا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْۤا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۝

(১৩৮) মুনাফেকদেরকে সুসংবাদ[১] দিয়ে দাও যে, তাদের জন্য অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

(১৩৯) যারা মু'মিনদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে বন্ধু বানায়, তারা কি তাদের নিকট সম্মান[২] তালাশ করে? বস্তুত সমস্ত সম্মান আল্লাহরই অধিকারে।

(১৪০) আর তিনি কিতাবে[৩] তোমাদের প্রতি নাযেল করেই দিয়েছেন যে, যখন (কোন মজলিসে) আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি হচ্ছে ও বিদ্রুপ হচ্ছে শুনতে পাও, তখন তোমরা তাদের সাথে বস না, যতক্ষণ তারা অন্য কথায়[৪] লিপ্ত না হয়। অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফেক ও কাফেরদের সকলকেই দোযখের মধ্যে একত্রিত করবেন।

(১৪১) যারা তোমাদের প্রতি বিপদ আসার[৫] প্রতীক্ষায় থাকে। অনন্তর যদি আল্লাহর তরফ থেকে তোমাদের কোন বিজয় হয়, তখন তারা বলে, আমরা কি তোমাদের সংগে ছিলাম না?[৬] আর যদি কাফেরদের কিছু অংশ হয়ে যায়[৭] তাহলে তারা (কাফেরদেরকে) বলে, আমরা কি তোমাদের উপর বিজয়ী হচ্ছিলাম না এবং আমরা কি (সুযোগ দিয়ে) তোমাদেরকে মুসলমানদের থেকে রক্ষা করিনি? যাহোক আল্লাহ কেয়ামতের দিন (এদের ও) তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন। আর আল্লাহ কখনই মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোন পথ রাখবেন না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "সু-সংবাদ" কথাটি বিদ্রূপাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) ايبتغون عند هم العزة আয়াতে العزة শব্দের অর্থ সম্মান বা শক্তি উভয়ই হতে পারে।

(৩) কিতাব অর্থ এখানে কুরআন। পূর্বে সূরা আনআমের ৬৮ নং আয়াতে এ প্রসংগে বিধান অবতীর্ণ হয়।

(৪) "অন্য কথায়" অর্থাৎ, অন্য আলোচনায় বা অন্য প্রসংগে।

(৫) "বিপদ আসার" কথাটি আরবীতে উহ্য আছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৬) অতএব আমরাও কি গনীমতের মালে হিস্যা পাব না? (বয়ানুল কুরআন)

(৭) অর্থাৎ, যদি ভাগ্যক্রমে তারা জয়ী হয়ে যায়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩৮ নং আয়াত:

এ আয়াতে মুনাফেকদেরকে জাহান্নামের আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

● ১৩৯ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে কাফের ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (মুসলমানের বন্ধুত্ব হতে পারে শুধু মুসলমানদের সাথে।)

২. যারা কাফের ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

৩. যারা কাফের ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বের দ্বারা শক্তি বা সম্মান লাভ করতে চায় তা কখনো হয়ে উঠবে না– সে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কাফের মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জনের চেষ্টা করা অন্যায় ও অপরাধ।

৪. এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, মুসলমানদের পক্ষে শক্তি, সম্মান, মান-মর্যাদা সব ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছেই কামনা করা উচিত, অন্য কারও কাছে নয়।

● ১৪০ নং আয়াত:

১. আয়াতে কুফরী কথা-বার্তা বা ইসলামের বিরূপ সমালোচনা হচ্ছে– এরূপ মজলিসে বসতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এর খারাপ প্রভাব অন্তরে পড়তে পারে।

ইসলামের সমালোচনা হয় বা কুফরী কথা-বার্তা হয়-এরূপ মজলিসে বসা সম্পর্কে হযরত থানবী (রহ.) লিখেছেন (ক) কুফরী কর্মের প্রতি সন্তুষ্টির সাথে বসা কুফরমূলক কাজ। (খ) কিছু না বলে ঘৃণার সাথে বসে থাকা ফাসেকী। (গ) কোন পার্থিব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বসলে তা জায়েয হবে। (ঘ) তাদেরকে হেদায়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে বসলে ইবাদত বলে গণ্য হবে। (ঙ) অনিচ্ছা সত্ত্বেও অপারগতার কারণে বসতে বাধ্য হলে তা ওজর বলে গৃহীত হবে। (বয়ানুল কুরআন ও আহকামুল কুরআন)

২. কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা কুফরী। পাপের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা পাপ। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. কাফের মুনাফেকদের পরিণাম হল জাহান্নাম।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ১৪১নং আয়াত:

১. আয়াতে মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা সর্বদাই মুসলমানদের ক্ষতির চিন্তায় থাকে এবং অমুসলিমদের সাথে আতাঁত রাখে। (মুজিহুল কুরআন)

২. এ থেকে বোঝা যায় দ্বীনে হকের উপর থেকেও যারা ভ্রান্ত লোকদের সাথে হৃদ্যতা রাখে এটাও মুনাফেকী। (প্রাগুক্ত)

৩. কেয়ামতের ফয়সালার কথা বর্ণিত হয়েছে।

৪. "আল্লাহ কখনই মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোন পথ রাখবেন না।"– এ থেকে বোঝা যায় আল্লাহ তাআলা সত্যিকার মু'মিনদের জন্য ইজ্জত-সম্মান ও কাফেরদের থেকে প্রতিরক্ষার জিম্মাদারী গ্রহণ করেছেন। ফলে শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হলে তিনি তাদেরকে মূলোৎপাটিত করে দিবেন কিংবা তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَإِذَا قَامُوْٓا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٤٢﴾ مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿١٤٣﴾

(১৪২) নিশ্চয় মুনাফেকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজী করছে আর আল্লাহ তাদেরকে ধোঁকাদাতা[১] এবং তারা যখন নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হয়, তখন অলসভাবে দণ্ডায়মান হয়। তারা লোকদেরকে দেখায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে।

(১৪৩) তারা ওর মাঝে (অর্থাৎ, ঈমান ও কুফরের মাঝে) দোদুল্যমান না এদের দিকে আর না ওদের দিকে।[২] আর যাকে আল্লাহ গোমরাহ করেন, তুমি তার জন্য কখনই কোন পথ পাবে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "আল্লাহ তাদের ধোকাদাতা" অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে ধোঁকার শাস্তি প্রদানকারী। অলংকার শাস্ত্রের مشاكلة তথা যুগ্ম অলংকারের ভিত্তিতে ধোঁকার শাস্তি প্রদানকে ধোঁকা দেওয়া দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

(২) অর্থাৎ, তারা পুরোপুরি কোন দিকেরই নয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪২ নং আয়াত:

১. মুনাফেকরা মুখে ঈমান প্রকাশ ও অন্তরে কুফর প্রচ্ছন্ন রেখে আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার প্রচেষ্টা করে আর আল্লাহ তাদের অবস্থা গোপন রেখে এবং এখনই শাস্তি না দিয়ে তাদের ধোঁকার শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

২. মুনাফেকদের অবস্থা ও চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যে, নামাযের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও তারা অলসভাবে তাও আবার লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করত। এমতবস্থায় তাদের থেকে আর কী আশা করা যেতে পারে এবং তারা কীভাবে মুসলমান হতে পারে? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৩. আয়াতে যিকির বর্জন বা তা কম করার নিন্দা করা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৪৩ নং আয়াত:

১. দ্বীন ও ঈমানের বিষয়ে দোদুল্যমানতা মুনাফেকী।

২. হেদায়াত ও গোমরাহী আল্লাহর হাতে। সেমতে কাউকে তিনি হেদায়াত না করলে শত চেষ্টা করেও তাকে হেদায়াতের পথে আনা সম্ভব নয়।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ أَتُرِيْدُوْنَ أَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٤٤﴾ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿١٤٥﴾ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَأَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٤٦﴾ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿١٤٧﴾

(১৪৪) হে ঈমানদারগণ, তোমরা মু'মিন মুসলমানদেরকে ছেড়ে কাফেরদেরকে[১] বন্ধু রূপে গ্রহণ কর না। তোমরা কি আল্লাহর জন্য নিজেদের প্রতিকূলে সুস্পষ্ট প্রমাণ কায়েম করতে চাও?

(১৪৫) নিশ্চয় মুনাফেকরা দোযখের নিম্নতম স্তরে থাকবে এবং তুমি কখনও তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না।

(১৪৬) কিন্তু যারা তওবা করে নেয়, সংশোধন করে,[২] আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং নিজেদের ধর্মকে আল্লাহর জন্য খাঁটি করে নেয়[৩] তারা মু'মিনদের সাথে থাকবে।[৪] আর আল্লাহ সত্বর মু'মিনদেরকে মহা প্রতিদান দান করবেন।

(১৪৭) যদি তোমরা শোকরগুযারী কর এবং ঈমান আন, তবে তোমাদেরকে আযাব দিয়ে আল্লাহর কী কাজ? যখন আল্লাহ হলেন গুণগ্রাহী, মহা জ্ঞানী।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) প্রকাশ্য কাফের বা গুপ্ত কাফের অর্থাৎ, মুনাফেক সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। কাউকেই বন্ধু রূপে গ্রহণ করা যাবে না।

(২) নিজেদের আমল এবং মুসলমানদের সাথে যে আচরণ তারা করত সবকিছু সংশোধন করা এর অন্তর্ভুক্ত।

(৩) ধর্মকে আল্লাহর জন্য খাঁটি করার অর্থ রিয়া থেকে মুক্ত হয়ে ধর্ম-কর্ম একমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা। (জালালাইন)

(৪) দুনিয়া ও আখেরাত সব স্থানেই। (বয়ানুল কুরআন) দুনিয়াতে মু'মিনদের সাথে থাকার অর্থ তারাও মু'মিন বলে গণ্য হবে। আর আখেরাতে তাদের সাথে থাকার অর্থ হল জান্নাত লাভ করা।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪৪ নং আয়াত:

১. কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এসম্পর্কে সূরা আল-ইমরানের ২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

২. কাফের মুনাফেকদেরকে বন্ধু বানানো আল্লাহর নির্দেশ বিরোধী হওয়ার দরুণ একথারই প্রমাণ স্থাপন করা যে, যে ব্যক্তি কাফের ও মুনাফেকদেরকে বন্ধু বানায় সে আল্লাহর নিকট অপরাধী ও শাস্তিযোগ্য।

৩. মুসলমানদেরকে ছেড়ে কাফের মুনাফেকদেরকে বন্ধু বানানো মুনাফেকদেরই কাজ, তদুপরি এটা অন্তরে কপটতারও পরিচায়ক।

● ১৪৫ নং আয়াত:

১. মুনাফেকদের স্থান হবে জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে। জাহান্নামের এই স্তর হবে সবচেয়ে কঠিন শাস্তির স্তর।

২. কুফর হতেও নেফাক বড় অন্যায় বিধায় সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে মুনাফেকদের।

৩. মুনাফেকদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

● ১৪৬ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে মুনাফেকদের নাজাতের চারটি উপায় বলে দেয়া হয়েছে। তাহল-

(ক) তওবা করা,

(খ) এসলাহ বা সংশোধন করা,

(গ) আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা বা আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভর করা এবং

(ঘ) ধর্ম-কর্মকে খালেছ করে নেয়া।

এ চারটি কাজ করলেই তারা মু'মিনদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে।

২. তওবা পূর্বের সব গোনাহ মোচন করে দেয়। তওবাকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে পাপই করেনি। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. মু'মিনদের জন্য পরকালে মহা পুরস্কার রয়েছে।

● ১৪৭ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে, মুনাফেকদের শাস্তির কারণ হল কুফর। আর কুফর হল আল্লাহর নেয়ামতের কঠোর অকৃতজ্ঞতা। তাই এর বিপরীত শোকরগুযারী তথা ঈমান অবলম্বন করলে তাদেরকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন কেন? দিবেন না। (বয়ানুল কুরআন অবলম্বনে।)

২. "আল্লাহ গুণগ্রাহী, মহাজ্ঞানী" আল্লাহ তা'আলা গুণগ্রাহী, সেমতে কেউ কোন ভাল কাজ করলে তিনি তার মূল্যায়ন করেন তথা তার পুরস্কার দান করেন। আর কে কি ভাল কাজ করে সে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত। কেননা তিনি মহাজ্ঞানী।

৩. শোকরগুযারী-র গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

৫ নং পারা সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পারা-৬

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿١٤٨﴾	(১৪৮) আল্লাহ মন্দ কথা প্রকাশ করা পছন্দ করেন না।[১] ব্যতিক্রম যার প্রতি জুলুম করা হয়েছে। আর আল্লাহ হলেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।
اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿١٤٩﴾	(১৪৯) তোমরা যদি কোন কাজ প্রকাশ্যে কর অথবা তা গোপনে কর কিংবা মার্জনা করে দাও কোন অপরাধ, তবে (তা উত্তম। কেননা,) আল্লাহ তো হলেন অত্যন্ত মার্জনাকারী, মহা শক্তিশালী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, নির্যাতিত ব্যক্তি তার প্রতি জুলুমের কথা প্রকাশ করতে পারবে। এতে গোনাহ হবে না। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪৮ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তাআলা অপরের মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। এটা গীবত। গীবত করার শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ।

২. "তবে যার প্রতি জুলুম করা হয়েছে" দ্বারা বোঝা যায়- মজলুম ব্যক্তি যদি অত্যাচারীর অন্যায়-অত্যাচারের কাহিনী লোকের কাছে প্রকাশ করে বা আদালতে ফরিয়াদ জানায়, তবে তা হারাম গীবতের আওতায় পড়বে না। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. "আল্লাহ সব শোনেন, সব দেখেন।" বলে বোঝানো হয়েছে কারও গীবত-শেকায়েত গোপনে বললেও আল্লাহ তা জানবেন। এমনিভাবে মুখে না বলে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বা টিকা-টিপ্পনীর মাধ্যমে কারও দোষ প্রকাশ করলে তাও আল্লাহ দেখবেন। এগুলি থেকেও সতর্ক করা হল।

৪. আয়াতের শেষাংশে ক্ষমা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

● ১৪৯ নং আয়াত:

১. যে কোন ভাল কাজ করা উত্তম। ভাল কাজ গোপনে করাও প্রকাশ্যে করার ন্যায়।

২. মানুষের অন্যায়কে ক্ষমা করা উত্তম। এ আয়াতে ক্ষমা করার আদর্শ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

৩. "আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল" বলে ক্ষমার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে সতর্ক করা হয়েছে, এই বলে যে, "আল্লাহ মহা শক্তিশালী"। অতএব বাড়াবাড়ি করলে মহা শক্তিধর আল্লাহর কাছে পাকড়াও হতে হবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١٥٠﴾	(১৫০) নিঃসন্দেহে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের মধ্যে (বিশ্বাসে) তারতম্য করতে চায়[১] এবং বলে, "আমরা তো কতককে বিশ্বাস করি আর কতককে বিশ্বাস করি না" এবং এর মধ্যবর্তী কোন পথ তারা অবলম্বন করতে চায়।
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٥١﴾	(১৫১) প্রকৃত পক্ষে এরাই কাফের। আর কাফেরদের জন্য আমি অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٥٢﴾	(১৫২) আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁদের কারো মধ্যে (বিশ্বাসে) তারতম্য করে না, তারাই সেসব লোক যে, তাদেরকে তিনি অবশ্যই[২] তাদের প্রতিদান প্রদান করবেন। আর আল্লাহ হলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আল্লাহ ও রাসূলগণের মধ্যে বিশ্বাসে তারতম্য করার অর্থ হলো তারা আল্লাহর প্রতি তো ঈমান আনে, কিন্তু সকল নবীগণের প্রতি ঈমান আনে না। যেমন ইয়াহুদীরা হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান রাখত না। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে এদের কথাই বলা হয়েছে।

(২) এখানে سوف শব্দটি تأكيد অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (রূহুল মা'আনী ও আবুস-সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫০-১৫১ নং আয়াতদ্বয়:

১. আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে মান্য করে কিন্তু তার রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না অথবা কোন পয়গম্বরকে মান্য করে আর কোন পয়গম্বরকে অমান্য করে সে ঈমানদার নয়, বরং প্রকাশ্য কাফের। সুতরাং বর্তমান ইয়াহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় যারা শেষ নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে স্বীকার করে না তারা নিঃসন্দেহে কাফের। (মাআরিফুল কুরআন)

২. কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

● ১৫২ নং আয়াত:

১. সকল রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বর্ণিত হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে পার্থক্য না করার কথা বর্ণিত হয়েছে। পার্থক্য করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল কোন রসূলকে মান্য করা আর কোন রসূলকে মান্য না করা। উল্লেখ্য- সব রসূলকে মান্য করতে হবে এর অর্থ এই নয় যে, সব রসূলের বিধানই এখনও চলবে। বরং এর অর্থ হল সব রসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং নিজ নিজ যুগে হক ছিলেন এ কথা বিশ্বাস করতে হবে তবে শেষ নবীর আগমনের পর অন্যান্য নবী রসূলের আনীত শরীয়ত রহিত হয়ে গেছে। অতএব বর্তমানে শুধু শেষ নবী কর্তৃক আনীত শরীয়ত মোতাবেকই সকলকে চলতে হবে।

৩. মু'মিনদের পুরস্কারের কথা বর্ণিত হয়েছে।

৪. "আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" বলে মু'মিনদের ক্ষমা ও রহমত প্রাপ্তির দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٥٣﴾

(১৫৩) কিতাবীরা তোমার কাছে আবেদন (দাবী) করে যে তুমি আসমান থেকে কোন কিতাব তাদের উপর নাযেল করাও।[১] বস্তুত তারা তো মূসার কাছে এর চেয়েও বড় বিষয়ের আবেদন করেছিল অর্থাৎ, তারা বলেছিল, "আমাদেরে আল্লাহকে দেখাও প্রকাশ্যে"। ফলে তাদের বাড়াবাড়ির দরুণ বজ্রপাত তাদেরকে পাকড়াও করেছিল। অতঃপর তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরও তারা বাছুরকে স্থির করেছিল (ইলাহরূপে)। অনন্তর আমি তাও ক্ষমা করে দিয়েছিলাম আর আমি মূসাকে দান করেছিলাম সুস্পষ্ট প্রভাব[২]।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿١٥٤﴾

(১৫৪) আর আমি তাদের থেকে অঙ্গীকার (নেয়া)-এর উদ্দেশ্যে তাদের উপর তূর পাহাড়কে তুলে ধরেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম দ্বার[৩] দিয়ে প্রবেশ করবে নতশিরে। এবং আমি তাদেরকে আরও বলেছিলাম যে, তোমরা শনিবার দিনে সীমালংঘন করো না এবং তাদের কাছ থেকে আমি দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ۭ

(১৫৫) অনন্তর তাদেরকে আমি লা'নত করেছিলাম[৪] তাদের নিজেদেরই অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে, আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করার কারণে, নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার কারণে এবং তাদের একথা বলার কারণে যে, "আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত"[৫]।

بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٥٥﴾

(তা নয়,) বরং আল্লাহ তাদের কুফরীর কারণে তাতে মোহর এঁটে দিয়েছেন। ফলে তারা ঈমান আনে না, অল্পসংখ্যক ব্যতীত।

وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ﴿١٥٦﴾

(১৫৬) আমি তাদেরকে লা'নত করেছিলাম[৬] তাদের (বিশেষ ধরনের[৭]) কুফরী তথা[৮] মারইয়ামের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদ আরোপের কারণে।

وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۭ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ۭ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًۢا ﴿١٥٧﴾

(১৫৭) এবং তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরাই তো মারইয়ামের ছেলে ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি[৯] যিনি (ছিলেন) আল্লাহর রসূল। অথচ তারা তাঁকে হত্যা করতে পারেনি, ক্রশবিদ্ধও করতে পারেনি বরং তাদের সামনে সদৃশ করণ ঘটানো হয়েছিল।[১০] আর যারা এই বিষয়ে মতানৈক্য করে তারা তো নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে। এই সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ করা ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞানই নেই। আর নিশ্চিত যে, তারা তাঁকে হত্যা করতে পারেনি।

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٥٨﴾

(১৫৮) বরং আল্লাহ তাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। আর আল্লাহ হলেন মহা শক্তিশালী, মহাজ্ঞানী।

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ﴿١٥٩﴾

(১৫৯) আর কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ মৃত্যুর পূর্বে তাঁর (ঈসার) প্রতি অবশ্যই ঈমান আনবে[১১] এবং কেয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।[১২]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, এমন কিতাব যা লিখিত আকারে আসমান থেকে একই সঙ্গে অবতীর্ণ হয়, যেমনি ভাবে মূসা (আ.)-এর প্রতি তাওরাত নাযেল হয়েছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) হযরত মূসা (আ.)-এর প্রভাব এবং ক্ষমতা এই পরিমাণ ছিল যে, তিনি উক্ত বাছুরকে প্রথমে জবেহ করান। এরপর আগুনে জ্বালিয়ে ছাই বানিয়ে তা বাতাসে উড়িয়ে দেন এবং সত্তর হাজার লোক যারা সেটাকে পূজা করেছিল তিনি তাদেরকে কতল করে দেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৩) এই দ্বার হল একটি শহরের দ্বার। শহরটির নাম ছিল আরীহা। কেউ কেউ বলেছেন, শহরের দরোজা বলে বাইতুল মুকাদ্দাসকে বুঝানো হয়েছে। (জালালাইন)

(৪) "আমি লা'নত করেছিলাম" কথাটি উহ্য আছে। (প্রাগুক্ত)

(৫) অর্থাৎ, আমাদের হৃদয় পর্দাবৃত আছে, সেখানে দ্বীনের কথা প্রবেশ করবে না। কাজেই আমাদের কাছে দ্বীনের কথা বলে লাভ নেই।

(৬) "আমি তাদেরকে লা'নত করেছিলাম" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে।

(৭) "বিশেষ ধরনের কুফরী" বলা হয়েছে এজন্য যে, সাধারণ কুফরীর কথা তো ১৫৫ নং আয়াতেই উল্লেখ করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৮) عطف এসেছে تنوير এর জন্য। অর্থাৎ, তাদের বিশেষ ধরনের কুফরী হল, মারইয়ামের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ রটানো। (জালালাইন ও বয়ানুল কুরআন)

(৯) এরূপ দাবী করাকে অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে এ কারণে যে, এর দ্বারা নবীর প্রতি তাদের দুশমনী ধরা পড়ে। এটা নিঃসন্দেহে কুফরী। এছাড়া নবীদেরকে হত্যা করা যেমন কুফরী, তেমনিভাবে কুফরীর দাবী করাও কুফরী। (বয়ানুল কুরআন)

(১০) شبه لهم – এখানে شبه ক্রিয়ার نائب فاعل এই ক্রিয়াই حدث (مصدر)। অর্থ হল وقع التشبيه لهم (তাদের সামনে সদৃশকরণ ঘটানো হল।) অর্থাৎ, একজনকে আরেক জনের মত করে দেয়া হল। (কাশ্‌শাফ) বর্ণিত আছে "তিতইয়ানূছ" (ططيانوس) নামক জনৈক ইয়াহুদী হযরত ঈসা (আ.) কে হত্যা করার জন্য তাঁর গৃহে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.) কে আসমানে তুলে নিলেন এবং ঐ লোকটির চেহারা ঈসা (আ.)-এর মত হয়ে গেল। সে যখন ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল তখন অন্যান্য ইয়াহুদীরা তাকেই ঈসা (আ.) মনে করে পাকড়াও করলো এবং ক্রশবিদ্ধ করে হত্যা করল। এ সম্পর্কে আরও বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। (দ্রঃ আবুস-সুউদ)

(১১) অর্থাৎ, কিতাবীগণ হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করলেও মৃত্যুর পূর্বক্ষণে সকলেই তার প্রতি যথাযথ ঈমান আনবে। কিন্তু সেই ঈমান কোনরূপ কাজে আসবে না। কিংবা এর অর্থ হল, কেয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের পর তাঁর মৃত্যুর পূর্বে সবাই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতিও ঈমান এনে মুসলমান হয়ে যাবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(১২) হযরত ঈসা (আ.) কেয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে বলবেন যে, ইয়াহুদীরা আমাকে ভণ্ড এবং মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছিল আর খৃষ্টানরা আমাকে "আল্লাহর ছেলে" সাব্যস্ত করেছিল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫৩ নং আয়াত:

১. ইসলামী দাওয়াতের সামনে কিতাবীদের গোড়ামীমূলক আবেদনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রসূলের যুগের কিতাবীগণ কর্তৃক এক যোগে লিখিত আকারে কুরআন নাযেল হওয়ার আবেদন এবং মূসা (আ.)-এর যুগের ইয়াহুদীগণ কর্তৃক প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখার আবেদন ছিল গোড়ামীমূলক।

২. আল্লাহ তা'আলাকে পৃথিবীতে প্রকাশ্যে দেখা সম্ভব নয়। এজন্যই যেসব ইয়াহুদী প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিল তাদেরকে আল্লাহ বজ্রপাতের মাধ্যমে ধ্বংস করেছেন। (বয়ানুল কুরআন)

৩. হযরত মূসা (আ.) কে অনেক দলীল প্রমাণ দান করা হয়েছিল। সেসব দলীল প্রমাণ সামনে আসার পরও মূসা (আ.)-এর যুগের ইয়াহুদী সম্প্রদায় গো-বৎসের পূজায় লিপ্ত হয়েছিল। অতএব বোঝা গেল কুরআন সত্য কিনা তা প্রমাণের জন্য একযোগে লিপিবদ্ধ আকারে কুরআন নাযেল হওয়ার ইয়াহুদীদের আবেদন পূরণ করা হলেও তারা কুফরী বর্জন ও কুরআন মান্য করবে না। তাদের পূর্ববর্তী ইতিহাস তা-ই বলে।

● ১৫৪ নং আয়াত:

১. বনী ইসরাঈলের উপর তূর পাহাড় তুলে ধরার বর্ণনা দ্বারা আল্লাহর শক্তিমত্তা ও মূসা (আ.)-এর মু'জিযা প্রমাণিত হয়।

২. বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণের বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

● ১৫৫ নং আয়াত:

১. বনী ইসরাঈল কর্তৃক আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এই আয়াত দ্বারা তাদের অভিশপ্ততা প্রমাণিত হয়।

২. ইয়াহুদীদের অঙ্গীকারে আস্থা না করা চাই। কেননা অঙ্গীকার ভঙ্গ করা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস।

৩. অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, কুফরী করা ও জঘন্য ধরনের পাপ দ্বারা আল্লাহর অভিশাপের পাত্র হতে হয়।

● ১৫৬ নং আয়াত:

আয়াতে ইয়াহুদী সম্প্রদায় কর্তৃক হযরত মারইয়ামের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে অপরের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা যে কত জঘন্য তা প্রমাণিত হয়।

● ১৫৭-১৫৮ নং আয়াতদ্বয়:

১. আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, "হযরত ঈসা (আ.)কে ক্রশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে" বলে যে কথা খৃষ্টান সম্প্রদায় প্রচার করে তা মিথ্যা।

২. আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.) কে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। (সহীহ হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি শেষ জমানায় আবার দুনিয়াতে আসবেন।)

● ১৫৯ নং আয়াত:

১. "কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ মৃত্যুর পূর্বে তার (ঈসার) প্রতি অবশ্যই ঈমান আনবে" দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিতাবীগণ হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করলেও মৃত্যুর পূর্বক্ষণে সকলেই তার প্রতি যথাযথ ঈমান আনবে। কিন্তু সেই ঈমান কোনরূপ কাজে আসবে না। কিংবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কেয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের পর তাঁর মৃত্যুর পূর্বে সবাই তার প্রতি ঈমান আনবে। অতএব হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে তাদের বর্তমান অবস্থান সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

২. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের বর্তমান আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত এবং তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে স্বয়ং ঈসা (আ.) কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করবেন। (১২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿١٦٠﴾

(১৬০) আর ইয়াহুদীদের (এইসব) জঘন্য[১] অপরাধের কারণেই আমি তাদের উপর হারাম করে দিয়েছি বহু পবিত্র বস্তু যা তাদের জন্য হালাল ছিল এবং তাদের আল্লাহর পথ থেকে বহু মানুষকে বাঁধা দেয়ার কারণে।

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾

(১৬১) এবং তাদের সুদ গ্রহণের কারণে, অথচ তাদেরকে একাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং অন্যায় ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ গ্রাস করার কারণে। আর তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٦٢﴾

(১৬২) কিন্তু তাদের মধ্যে যারা ইলমে সুদৃঢ়, তারা ও মু'মিনগণ ঈমান আনে[২] যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তোমার পূর্ববর্তী-দের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর এবং যারা যথাযথভাবে[৩] নামায আদায়কারী, যারা যাকাত দানকারী এবং যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী। তারা এমন লোক যে, অবশ্যই[৪] তাদেরকে আমি মহা প্রতিদান দান করব।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ظلم এর تنوين টি تفخيم (বড় বা জঘন্য) বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) যথা আব্দুল্লাহ ইব্নে সালাম প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম আহলে কিতাব ছিলেন। তারা তাওরাত এবং ইঞ্জীলের প্রতি যেমনি ঈমান এনেছিলেন তেমনি কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর কুরআনের প্রতিও ঈমান এনেছিলেন। (জালালাইন)

(৩) "যথাযথভাবে" বলার কারণ হল, সালাত কায়েম করার অর্থই হচ্ছে রুকু, সাজদা ইত্যাদি যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করে নামায আদায় করা।

(৪) سنؤتيهم শব্দের س বর্ণটি এখানে তাকীদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। (আবুস-সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬০-১৬১ নং আয়াতদ্বয়:

১. আয়াতদ্বয়ে কিতাবীদের বিভিন্ন অপরাধ যথা জুলুম, আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাঁধা দেয়া, সুদ গ্রহণ ও অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ গ্রাস করা প্রভৃতি উল্লেখ করার পর তার ফলে আল্লাহ

www.maktabatulabrar.com

তা'আলা কর্তৃক তাদের উপর কিছু পবিত্র বস্তু হারাম করার মাধ্যমে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার কথা আলোচিত হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এ সমস্ত গোনাহ ও অপরাধ ইহকাল পরকাল উভয় জগতে বঞ্চনার কারণ।

২. আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাঁধা দেয়া, সুদ গ্রহণ ও অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ গ্রাস করা অপরাধ তথা হারাম।

৩. কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

● ১৬২ নং আয়াত:

১. আহলে কিতাবের মধ্যে যারা প্রকৃত জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান ছিলেন তারা সকলেই ইসলামের আগমনের পর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন।

২. ঈমান আনা, নামায কায়েম করা ও যাকাত দেয়া হল মু'মিনের ঈমানের পরিচায়ক।

৩. যে জ্ঞান ও বুদ্ধি মানুষকে ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে তা-ই প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত বুদ্ধি।

৪. মু'মিনদেরকে আল্লাহ মহা পুরস্কার দান করবেন।

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿١٦٣﴾

(১৬৩) নিশ্চয়, আমি তোমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি[১] ওহী প্রেরণ করেছিলাম। আর ওহী নাযেল করেছিলাম ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধর, ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন এবং সুলাইমানের প্রতি এবং দাউদকে আমি যবূর দান করেছিলাম।

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ؕ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ﴿١٦٤﴾

(১৬৪) আর এমন বহু রসূল (আমি পাঠিয়েছি[২]) যাদের কথা নিকট অতীতে আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি এবং বহু রসূল (এমনও পাঠিয়েছি) যাদের কথা তোমার কাছে বর্ণনা করিনি। আর আল্লাহ মূসার সাথে বিশেষ পদ্ধতিতে[৩] কথা বলেছিলেন।

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٦٥﴾

(১৬৫) আমি রসূলগণকে সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি। যাতে রসূলগণ আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন ওজর[৪] না থাকে। আর আল্লাহ হলেন মহাশ-ক্তিশালী, মহাজ্ঞানী।

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿١٦٦﴾

(১৬৬) কিন্তু আল্লাহ (তোমার নবুয়তের) সাক্ষ্য দিচ্ছেন তোমার প্রতি যা নাযেল করেছেন তার মাধ্যমে এবং তা নাযেলও করেছেন নিজ জ্ঞান সমভিব্যাহারে। এবং সাক্ষ্য দিচ্ছে ফেরেশতাগণও। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ-ই যথেষ্ট।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি প্রেরিত ওহীকে হযরত নূহ (আ.) ও তার পরবর্তী নবীগণের ওহীর সাথে তুলনা করার কারণ হল হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি প্রেরিত ওহী ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের। হযরত নূহ (আ.)-এর যুগেই তা পূর্ণতা লাভ করেছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) "পাঠিয়েছি" ক্রিয়াটি উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৩) تكليما এর মধ্যে অবস্থিত تنوين টি تنويع এর অর্থ দেয়ার জন্য এসেছে। এজন্যই "বিশেষ ধরনের" বলে অর্থ করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন মানুষ যেন একথা বলতে না পারে যে, ইয়া আল্লাহ, কোন্ কাজে আপনি সন্তুষ্ট আর কোন্ কাজে বিরাগ হন তা আমরা উপলব্ধি করতে পারিনি। জানতে পারলে আমরা অবশ্যই আপনার সন্তুষ্টির পথ অবলম্বন করতাম। অতএব আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনীয়। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬৩ নং আয়াত:

১. আয়াতে বিভিন্ন নবীর নিকট ওহী প্রেরণের কথা উল্লেখপূর্বক বোঝানো হয়েছে যে, তাঁদের সকলের নিকট একই রকম ওহী আসত। এ ওহী ছিল ওহীয়ে তাশরীয়ী তথা শরীয়ত বিষয়ক ওহী।

২. ওহীয়ে তাশরীয়ী বা শরীয়ত বিষয়ক ওহীর ধারাবাহিকতা বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথমে হযরত নূহ (আ.)-এর নাম উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.) থেকেই ওহীয়ে তাশরীয়ীর সূচনা হয়। তাঁর পূর্বের নবীগণের কাছে আসত সাধারণতঃ ওহীয়ে তাকবীনী তথা জগত জাগতিকতা সম্পর্কিত ওহী।

৩. যেসব লোকেরা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি ঈমান আনে তাদের উচিত হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতিও ঈমান আনা। কারণ, তাদের সকলের কাছে একই রকম ওহী আসত এবং সকল ওহী আল্লাহই পাঠিয়েছেন।

● ১৬৪ নং আয়াত:

১. কুরআন ও হাদীছে যে নবীগণের নাম উল্লেখ রয়েছে তাঁরা ছাড়াও বহু নবী পৃথিবীতে এসেছিলেন। যাদের কথা আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানাননি।

২. নবীগণের কাছে বিভিন্ন পন্থায় ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। কখনো ফেরেশতার মাধ্যমে ওহী এসেছে, কখনো লিপিবদ্ধ কিতাব আকারে এসেছে, আবার কখনো আল্লাহ তা'আলা রসূলের সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। সারকথা, যে কোন পন্থায় ওহী পৌঁছুক না কেন তদনুযায়ী আমল করা মানুষের একান্ত কর্তব্য। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. "আল্লাহ মূসার সাথে কথা বলেছিলেন"-এ দ্বারা আল্লাহর "কালাম" গুণ প্রমাণিত হয়।

● ১৬৫ নং আয়াত:

১. রসূলগণ মু'মিনদের জন্য সুসংবাদদাতা ও কাফেরদের জন্য সতর্ককারীরূপে প্রেরিত হয়ে থাকেন।

২. রসূল প্রেরণের হেকমত বর্ণনা করা হয়েছে যে, রসূলদের আগমনের ফলে কেয়ামতের দিন

নাফরমানদের এই ওজর পেশ করার সুযোগ থাকবে না যে, আমাদেরকে কেউ হেদায়াত করেনি। রসূলগণের প্রেরণের মধ্য দিয়ে মানুষের জন্য হেদায়াতের পথ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে।

● ১৬৬ নং আয়াত:

১. এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআনে কারীমের মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এবং ফেরেশতাগণও হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়তের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষী দিচ্ছেন। এরপরও যারা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়তকে অস্বীকার করবে তারা ক্ষমার অযোগ্য এবং তাদের একমাত্র শাস্তি হল যে, তারা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে।

২. কুরআন তথা কুরআনে পেশকৃত জ্ঞান ও তত্ত্ব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়তের এক বড় সাক্ষী। (আইছারুত্তাফাসীর)

(১৬৭) নিঃসন্দেহে যারা কুফ্‌রী করে এবং আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে তারাতো পথভ্রষ্ট হয়েছে সুদূর পথভ্রষ্টতা।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا ۢ بَعِيْدًا ﴿١٦٧﴾
(১৬৮) নিঃসন্দেহে যারা কুফ্‌রী করে এবং অবিচার করে, আল্লাহ নন তাদেরকে ক্ষমা করার, আর না তাদেরকে কোন পথও দেখানোর।	اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿١٦٨﴾
(১৬৯) জাহান্নামের পথ ব্যতীত; সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। আর এরূপ করা আল্লাহর পক্ষে সহজ।	اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٦٩﴾
(১৭০) হে মানবজাতি, নিশ্চয়, তোমাদের কাছে এই[১] রসূল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে এসেছে। সুতরাং তোমরা বিশ্বাস করতে থাক তোমাদের কল্যাণ হবে।[২] আর যদি তোমরা বিশ্বাস না কর তবে (জেনে রেখ) আসমান ও জমিনে যা আছে সবতো আল্লাহরই এবং আল্লাহ হলেন সব কিছুর ইল্‌মওয়ালা, হেকমতওয়ালা।	يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاۗءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۭ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧٠﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) الرسول শব্দের الف لام ব্যবহৃত হয়েছে عهد বা নির্দিষ্টতা বুঝানোর জন্য। এজন্যই তরজমায় "এই রসূল" বলে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) এখানে অনুবাদ এরূপও হতে পারে যে, তোমরা কল্যাণের পথে এসো। তখন "পথে এসো"

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কথাটিকে এখানে উহ্য ধরা হবে। (জালালাইন ও আবুস-সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬৭–১৬৯ নং আয়াতসমূহ:

১. সর্ব নিকৃষ্ট কুফ্‌রী হল সে কুফরী যে কুফ্‌রীর সাথে সমাবেশ ঘটে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা দেয়া ও জুলুম করা। ইয়াহুদীদের কুফ্‌রী ছিল এই পর্যায়ের। নাউযু বিল্লাহ! (আইছারুত্তাফাসীর)

২. "তাদেরকে কোন পথ দেখাবেন না" বলে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার স্বাভাবিক নিয়ম হল কেউ কুফ্‌রী ও ফ্যাসাদের চরমে উপনীত হলে তিনি তাকে হেদায়াত করেন না। অর্থাৎ, তার পক্ষে তওবা করা কঠিন হয়ে ওঠে, ফলে কুফ্‌রীর উপর তার মৃত্যু ঘটে। (প্রাগুক্ত)

৩. কাফেররা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে।

● ১৭০ নং আয়াত:

১. নবী কারীম (সাঃ)-এর নবুয়তের সত্যতা জোরদারভাবে বয়ান করা হয়েছে।

২. "হে মানব জাতি, ..."– এ কথার মধ্যে সকল মানব জাতিকে সম্বোধন করে তাদের নিকট এই রসূলের আগমনের কথা বলা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়ত সকল যুগের সকল মানুষের জন্য ব্যাপক।

৩. ঈমানের মধ্যে উভয় জগতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

৪. আয়াতে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, কেউ কুফ্‌রী করলে তথা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান না আনলে তাতে আল্লাহ ও রসূলের কোনই ক্ষতি হবে না।

৫. আল্লাহ তা'আলার "ইল্‌ম" ও "হিকমত" গুণ প্রমাণিত। এই গুণ মোতাবেকই সংঘটিত হয় হেদায়াত ও গোমরাহী এবং পরকালের পুরস্কার বা শাস্তি প্রাপ্তির বিষয়।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰىهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۫ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۪ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۱۷۱﴾

(১৭১) হে আহ্‌লে কিতাব, তোমরা নিজেদের দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে সত্য ব্যতীত (কিছু) বলো না।[১] নিঃসন্দেহে মারইয়াম তনয় ঈসা মাসীহ আল্লাহর রসূল ও তাঁর বাণী[২] –যা তিনি পাঠিয়েছেন মারইয়ামের কাছে– এবং তাঁর কাছ থেকে আগত রূহ।[৩] অতএব, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি (তাদের দেয়া শিক্ষা অনুসারে) ঈমান আন। আর (মা'বূদ[৪]) তিনজন বলো না। তোমরা বিরত হও, তোমাদের জন্য কল্যাণ হবে।[৫] আল্লাহ-ই তো একমাত্র ইলাহ। তাঁর সন্তান হওয়া থেকে তিনি পবিত্র। আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও জমিনে যা কিছু আছে সব তাঁরই এবং পরিচালনাকারী[৬] হিসেবে আল্লাহ-ই যথেষ্ট।

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿۱۷۲﴾

(১৭২) মাসীহ আল্লাহর বান্দা হওয়াকে কখনও লজ্জাকর মনে করবে না এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাগণও নয়।[৭] আর যারা তাঁর বান্দা হওয়াকে হেয় মনে করবে এবং অহংকার করবে, তাদের সবাইকে তিনি অবশ্যই নিজের কাছে একত্রিত করবেন।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۱۷۳﴾

(১৭৩) অনন্তর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমলাদি করে, তাদেরকে তিনি পুরোপুরি তাদের প্রতিদান দান করবেন বরং তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে আরও বেশী দিবেন। আর যারা হেয় মনে করেছে এবং অহংকার করেছে, তাদেরকে তিনি দিবেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং তারা নিজেদের জন্য পাবে না আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক, আর না কোন সাহায্যকারী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) যথা ঈসা আল্লাহর ছেলে, মা'বূদ তিনজন ইত্যাদি মিথ্যা এবং বাড়াবাড়িমূলক কথা বলো না। (বয়ানুল কুরআন)

(২) হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বাণী বা কালিমা হওয়ার অর্থ হল, হযরত ঈসা (আ.) পিতা-মাতার মিলন বা বীর্য্যের মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহর কালিমা كُنْ বা "হয়ে যাও" নির্দেশে জন্মলাভ করেছেন। (জালালাইন)

(৩) "রূহ" বলার বিভিন্ন কারণ হতে পারে। তন্মধ্যে একটি হল, রূহ অতি পবিত্র বস্তু। হযরত ঈসা (আ.) যেহেতু দৈহিক মিলন ব্যতীত সরাসরি আল্লাহর নির্দেশে জন্মলাভ করেছিলেন সেহেতু তার দৈহিক পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য করে তাকে "রূহ" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) "মা'বূদ" শব্দটি উহ্য আছে। নাসারা সম্প্রদায় আল্লাহ, ঈসা এবং মারইয়াম মোট এই তিনজনকে মাবূদ বলে মনে করে। (প্রাগুক্ত)

(৫) এখানে অনুবাদ এরূপও হতে পারে যে, তোমরা কল্যাণের পথে এসো। তখন "পথে এসো" কথাটিকে এখানে উহ্য ধরা হবে। (জালালাইন ও আবুস-সুউদ)।

(৬) এখানে وَكِيْل শব্দের অর্থ পরিচালনাকারী। আল্লাহ একাই যেহেতু সবকিছুর পরিচালনা করতে সক্ষম, সেহেতু তাঁর শরীক অন্য মা'বূদ থাকার প্রশ্নই আসে না। (প্রাগুক্ত)

(৭) অর্থাৎ, কিতাবী সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আ.) কে আল্লাহর পুত্র এবং মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা ও দেবী সাব্যস্ত করে। অথচ হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হওয়াতে বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করেন না এবং ফেরেশতাগণও আল্লাহর বান্দা হওয়াতে বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করেন না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭১ নং আয়াত:

১. ধর্মে বাড়াবাড়ি করা হারাম। ধর্মে বাড়াবাড়ি বেদআত তথা নতুনত্ব ও ভ্রান্তির জন্ম দেয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. "আল্লাহর শানে সত্য ব্যতীত কিছু বলো না" থেকে প্রমাণিত হয় যে, দলীল প্রমাণ ও সহীহ ইলম ব্যতীত আল্লাহর প্রতি কোন কথা সম্পৃক্ত করা হারাম। (প্রাগুক্ত)

৩. আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদ বা তিন খোদার অস্তিত্বের দাবী সব মিথ্যা এবং মনগড়া। হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর একজন সম্মানিত রসূল, আল্লাহর সন্তান নন। তাঁকে আল্লাহর সন্তান এবং অন্যতম মাবূদ বলা খৃষ্টানদের ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বৈ নয়।

৪. আল্লাহর কোন সন্তান নেই। তিনি সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র।

৫. হযরত ঈসা (আ.) কে 'মারইয়াম-তনয়' বলে পরিচয় দেয়া থেকে বোঝা যায় যে, তার কোন পিতা ছিল না। নতুবা স্বাভাবিক নিয়মে পিতৃ পরিচয়েই পরিচয় প্রদান করা হত।

৬. আল্লাহর সন্তান গ্রহণের প্রয়োজন নেই। কেননা সন্তান গ্রহণের প্রয়োজন তারই হয় যে সন্তানের মুখাপেক্ষী। আর আসমান জমিনের সবকিছুর মালিকানা আল্লাহ তা'আলার। অতএব তিনি সন্তানের মুখাপেক্ষী নন, তিনি কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন।

৭. তাওহীদের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

● ১৭২ নং আয়াত:

১. সত্য গ্রহণে লজ্জা করা এবং সত্য গ্রহণে অহংকার করা হারাম।

২. অহংকার সত্য গ্রহণে বাঁধা হয়ে থাকে। এটা অহংকারে বহুবিধ ক্ষতির একটা।

৩. আল্লাহর বান্দা হওয়া সবচেয়ে মর্যাদার বিষয়। (বয়ানুল কুরআন)

৪. আল্লাহর নিকট সকলের একত্রিত হওয়া তথা হাশর-এর বিষয়টি প্রমাণিত।

৫. হাশরে একত্রিত হওয়ার ব্যাপারে কেউ ব্যতিক্রম থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা সেখানে সকলকেই একত্রিত করবেন।

● ১৭৩ নং আয়াত:

১. আয়াতে ঈমান ও নেক আমলের অধিকারীদের জন্য জান্নাত ও কাফেরদের জন্য জাহান্নামের আযাবের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

২. আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের আমলের যথাযোগ্য বিনিময় তো দিবেনই, বরং অতিরিক্ত পুরস্কারও নিজ অনুগ্রহে দান করবেন।

৩. যারা সত্য গ্রহণে লজ্জাবোধ করে এবং অহংকার করে, তাদের কঠিন শাস্তি হবে।

৪. কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী কাফেরদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿١٧٤﴾

(১৭৪) হে মানব জাতি, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে উপযুক্ত প্রমাণ[১] এসে গেছে। এবং তোমাদের কাছে আমি পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট নূর[২] (আলো)।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿١٧٥﴾

(১৭৫) অতএব, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে, শীঘ্রই তিনি তাদেরকে নিজ রহমত ও দয়ার মাঝে দাখিল করবেন এবং তাদেরকে সরল পথে নিজের দিকে পরিচালিত করবেন।[৩]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "বুরহান" শব্দের আভিধানিক অর্থ অকাট্য দলীল-প্রমাণ। এখানে এর দ্বারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র সত্তা বা কুরআনে কারীম কিংবা দ্বীন বা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মু'জিযাসমূহকে বোঝানো হয়েছে। (রূহুল মাআনী ও আবুস-সুউদ) আর برهان শব্দের تنوين -এর ভিত্তিতে অনুবাদে "উপযুক্ত" শব্দ যোগ করা হয়েছে। (দেখুন বয়ানুল কুরআন)

(২) এখানে "নূর" দ্বারা কুরআন মাজীদকে বোঝানো হয়েছে। কুরআনকে "নূর" বলে আখ্যায়িত করার কারণ হল, কুরআনের দ্বারাই মানুষের অন্তরে ঈমানের নূর জন্মলাভ করে। (জালালাইন)

(৩) অর্থাৎ, অতীতে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে তিনি ভবিষ্যতেও ঈমানের উপর মজবূত থাকার তাওফীক দান করবেন।। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭৪ নং আয়াত:

১. "হে মানব জাতি, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে উপযুক্ত প্রমাণ এসে গেছে।" এখানে "প্রমাণ" দ্বারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বোঝানো হয়েছে। আর "হে মানব জাতি" বলে সম্বোধন থেকে বোঝা যায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র মানব জাতির জন্য রসূল। তাঁর নবুয়ত সামগ্রিক ও শাশ্বত।

২. কুরআন মজীদ দ্বারা মানুষের অন্তরে ঈমান ও হেদায়াতের নূর তথা আলো পয়দা হয় এবং কুফর ও গোমরাহীর অন্ধকার দূরীভূত হয়। এজন্যই আয়াতে কুরআনকে "নূর" আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আয়াতে "নূর" বলা দ্বারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও বোঝানো হতে পারে। তবে তার অর্থ এই নয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবীয় দৈহিকতা থেকে মুক্ত হয়ে শুধু "নূর" ছিলেন। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ১৭৫ নং আয়াত:

১. ঈমান ও কুরআন সুন্নাহকে আঁকড়ে থাকা দ্বারা আল্লাহর রহমত ও দয়া তথা জান্নাত লাভ হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তাদেরকে আল্লাহ সীরাতে মুস্তাকীমের উপর মজবূত থাকার তাওফীক দান করেন। (৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

يَسْتَفْتُوْنَكَ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ؕ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗۤ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَاۤ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ؕ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ؕ وَاِنْ كَانُوْۤا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۷۶﴾

(১৭৬) তারা তোমার কাছে (কালালাহ[১] সংক্রান্ত) বিধান জানতে চায়। তুমি বলে দাও, আল্লাহ তোমাদেরকে "কালালাহ" সংক্রান্ত বিধান বাতলে দিচ্ছেন। যদি নিঃসন্তান কোন পুরুষ ইন্তেকাল করে এবং তার এক বোন থাকে তবে সে পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক। আর যদি সে (বোন) সন্তানহীনা হয় তবে তার উত্তরাধিকারী হবে সে (উক্ত ভাই)। আর দুই বোন থাকলে তারা পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ। আর যদি তারা (উত্তরাধিকারী) ভাই-বোন পুরুষ নারী কয়েকজন থাকে, তাহলে (এক) পুরুষের প্রাপ্য দুই নারীর অংশের সমান। আল্লাহ তোমাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিচ্ছেন তোমাদের পথভ্রষ্টতার আশংকায়[২]। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পিতা-মাতা এবং সন্তানহীন ব্যক্তিকে "কালালাহ" বলা হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(২) كراهة ان تضلوا -এর অর্থ ان تضلوا (আবুস-সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭৬ নং আয়াত:

১. যে ব্যাপারে জানা নেই সে ব্যাপারে জাননেওয়ালাদের কাছে প্রশ্ন করার নীতি প্রমাণিত হয়।

২. মু'মিনগণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে "মীরাছ"-এর বিধান জানতে চেয়েছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম ধর্মীয় মূলনীতি ও ইবাদত তো দূরের কথা। লেন-দেন, বিবাহ-শাদী, এমনকি মীরাছ বণ্টনের মত ব্যাপারেও নিজেদের বুদ্ধিকে যথেষ্ট মনে করতেন না। বরং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর থেকে জেনে নিতেন। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. আয়াতে "কালালাহ" ব্যক্তির মীরাছ বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ইসলামী বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. "আল্লাহ তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন তোমাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার আশংকায়"- অর্থাৎ, তোমরা যেন পথভ্রষ্ট না হও এজন্যই আল্লাহ তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। এ কথা থেকে বোঝা যায় ইসলামী বিধি-বিধান মানুষকে গোমরাহী থেকে রক্ষা করে।

(৫) সূরা মায়েদা, মাদানী
১২০ আয়াত, ১৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।[১]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ○

(১) হে মু'মিনগণ! তোমরা পূর্ণ কর দৃঢ়[১] অঙ্গীকারসমূহ[২]। তোমাদের জন্য হালাল করা হল চতুষ্পদ গৃহপালিত পশু[৩], যা তোমাদের কাছে আবৃত্তি করা হচ্ছে তা ব্যতীত। তবে তোমরা ইহরামের অবস্থায় শিকারকে বৈধ মনে করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, নির্দেশ দেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

(২) হে মু'মিনগণ! তোমরা মানহানী করো না আল্লাহর নিদর্শনসমূহের[৪], সম্মানিত মাসের, হাদী সমূহের[৫], মালা পরানো জন্তুসমূহের[৬] এবং ঐসব লোকদের, যারা স্বীয় প্রভুর মহা[৭] ফজল ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সম্মানিত গৃহ অভিমুখে যাচ্ছে। আর যখন তোমরা ইহরাম থেকে বের হবে, তখন শিকার করতে পার। আর তোমাদিগকে মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেওয়ার কারণে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ[৮] তোমাদিগকে যেন সীমালংঘনে[৯] প্ররোচিত না করে। আর সৎকর্ম ও আত্ম সংযমে তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সহায়তা করবে না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে অতি কঠোর।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

عقود শব্দটি عقد এর বহুবচন। عقد শব্দের অর্থ দৃঢ় চুক্তি, অঙ্গীকার। তাই অনুবাদে দৃঢ় কথাটি যোগ করা হল। (কাশ্‌শাফ)

(২) পারস্পরিক চুক্তি বা অঙ্গীকারের যত প্রকার রয়েছে, সবই এ عقود শব্দের অন্তর্ভুক্ত। তবে এর প্রাথমিক প্রকার তিনটি (এক) আল্লাহর সাথে মানুষের অঙ্গীকার। যথা: ঈমান ও ইবাদতের অঙ্গীকার অথবা হালাল ও হারাম মেনে চলার অঙ্গীকার। (দুই) মানুষের নিজের সাথে কৃত অঙ্গীকার। যেমন, নিজ যিম্মায় কোন বস্তুর মান্নত মানা, অথবা শপথ করে কোন কাজ নিজের উপর জরুরী করে নেয়া। (তিন) মানুষের সাথে মানুষের সম্পাদিত চুক্তি। এতদ্ব্যতীত সে সব চুক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত যা দুই ব্যক্তি, দুই দল বা দুই দেশের মধ্যে সম্পাদিত হয়।

(৩) পালিত পশু বলতে সূরা আনআমে উল্লেখিত উট, গরু, ছাগল ও ভেড়ার (নর/মাদীর) আট প্রকারকে বুঝানো হয়েছে। তবে হরিণ ও বন্য গরুকেও তাফসীরবিদগণ এর আওতাভুক্ত করেছেন।

(৪) شعائر শব্দটি شعيرة এর বহুবচন। এর অর্থ চিহ্ন, নিদর্শন। যেসব অনুভূতি ও প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকর্মকে সাধারণের পরিভাষায় মুসলমান হওয়ার চিত্ররূপে গণ্য করা হয় সেগুলোকে شعائر الله বলা হয়। যেমন, নামায, আযান, দাড়ি, হজ্জ, বায়তুল্লাহ শরীফ, মসজিদ ইত্যাদি।

(৫) কুরবানীর উদ্দেশ্যে হারাম শরীফে প্রেরিত পশুকে "হাদী" বলা হয়।

(৬) অর্থাৎ, নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে যেসব কুরবানীর পশুর গলায় হারাম শরীফের লতাগুল্মাদির দ্বারা মালা পরানো হয়েছে সেসব পশু বা তার মালিকদের।

(৭) এদ্বারা ইংগিত করা হল যে, رضوان ও فضل শব্দদ্বয়ের তানবীন تفخيم বা বড়ত্ব বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। (আবুস-সুউদ)

(৮) شنآن শব্দের অর্থ شدة البغض বা প্রচন্ড বিদ্বেষ। (কাশ্‌শাফ)

(৯) এখানে সীমালংঘন বলতে প্রতিশোধ গ্রহণকেই বুঝানো হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত:

১. সর্ব প্রকার চুক্তি অঙ্গীকারকে পুরণ করা ওয়াজিব। যদি তা শরীয়তসিদ্ধ হয়।

২. উট, গরু, ছাগল ও ভেড়ার গোশত খাওয়া হালাল। (এসব প্রাণী মৃত হলে হালাল নয়। ৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

৩. এহরাম অবস্থায় (স্থলভাগের) শিকার করা হারাম।

● ২ নং আয়াত:

১. "আল্লাহর নিদর্শনসমূহ"-এর সম্মান করা ওয়াজিব। (৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

২. সীমালঙ্ঘন করা হারাম, এমনকি কাফের সম্প্রদায়ের প্রতিও সীমালঙ্ঘন করা হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. নেক কাজে মু'মিনদের পারস্পরিক সহগোগিতা করা ওয়াজিব।

৪. পাপ কাজে সহযোগিতা করা হারাম।

৫. আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা, তাই পাপ করতে তাঁর ভয় থাকা উচিত।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ؕ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ؕ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ؕ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٣

(৩) তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব-জন্তু, (বহমান) রক্ত, শুকরের মাংস, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গকৃত পশু[১], শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু, যে জন্তু থেকে হিংস্রপ্রাণী কিছু ভক্ষণ করেছে (আর তা মারা গেছে), তবে যাকে তোমরা জবেহ করতে পেরেছ[২], আর যা জবেহ করা হয়েছে বেদীর[৩] উপর, এবং তীরের কাঠি[৪] দ্বারা ভাগ নির্ণয় করা।[৫] এগুলো গোনাহের কাজ। আজ কাফেররা হতাশ হয়ে গেছে তোমাদের দ্বীনের বিষয়ে।[৬] সুতরাং তাদেরকে ভয় পেয়ো না; বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। তবে যে ব্যক্তি পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় (হারাম পশু খেতে) বাধ্য হয়, তবে আল্লাহ অবশ্যই অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, দেবতা বা কোন পীর-বুযুর্গের নামে উৎসর্গকৃত পশু। তাদের নৈকট্য লাভ ও সম্মানার্থে পশু উৎসর্গ করা শিরক। এতে পশুটি নাপাক হয়ে যায় এবং তা খাওয়া হারাম হয়ে যায়, যদিও তাতে জবেহের সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়।

(২) অর্থাৎ, উপরোল্লিখিত (নয়) প্রকারের মধ্যে শেষোক্ত পাঁচ প্রকার পশুর কোনটিকে যদি প্রাণ থাকতে ধরে জবেহ করতে পার তবে তা তোমাদের জন্য হালাল।

(৩) نصب শব্দটি نصاب এর বহুবচন। এর অর্থ এমন আকৃতি বিহীন পাথর যা কোন দেব-দেবীর নামে খাড়া করা হয়। কাবা ঘরের আশে পাশে তিনশত ষাটটি পাথর খাড়া করা হয়েছিল, যেগুলোকে মুশরিকরা স্বীয় দেবতাদের যজ্ঞস্থল বা বেদী মনে করে তার উপর প্রতিমাদের নামে পশু বলি দিত। (মাওঃ ইদ্রীস কান্ধলবী, মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৪) ازلام শব্দটি زلم এর বহুবচন। পাখনা ও ফলা বিহীন ছোট তীরকে زلم বলা হয়। (আল কামুসুল মুহীত)

(৫) মুশরিকরা সফর, যুদ্ধ, ব্যবসা, বিবাহ বা গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ করতে ইচ্ছা করলে কাবা ঘরের সেবায়েতের নিকট যেত। তার নিকট থাকত তিনটি বা সাতটি তীরের কাঠি। এগুলোর কোনটাতে امرنى ربى (আমার রব নির্দেশ দিয়েছেন) কোনটাতে نهانى ربى (আমার রব নিষেধ করেছেন) ইত্যাদি লেখা থাকত। তাকে নির্ধারিত ফি দিয়ে লটারী দেয়া হত এবং সে অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করত।

(৬) অর্থাৎ, তোমাদের দ্বীনকে পরাভূত করা এবং তোমাদের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তারা নিরাশ হয়ে গেছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩ নং আয়াত:

১. আয়াতে প্রবাহিত রক্ত এবং ৯ প্রকার জন্তু খাওয়া হারাম বলে দেয়া হয়েছে। (তবে তার মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম আছে, যা ২ নং টীকায় বর্ণনা করা হয়েছে।)

২. অনন্যোপায় অবস্থায় হারাম খাওয়া বৈধ।

৩. তীরের কাঠি দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা হারাম।

৪. দেবতা বা পীর-বুযুর্গের নামে জানোয়ার উৎসর্গ করা হারাম। (দেখুন ১ নং টীকা।)

৫. আল্লাহকে ভয় করা ওয়াজিব।

৬. আল্লাহ তা'আলা কঠিন শাস্তিদাতা। অতএব আল্লাহ তা'আলার শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তাঁর নির্দেশ লংঘন থেকে বেঁচে থাকা চাই।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ؕ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۫ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

(৪) তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে[১], তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে? তুমি বলে দাও, তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমস্ত পবিত্র বস্তু এবং সে সমস্ত শিকারী পশু-পক্ষীর শিকার যাদেরকে তোমরা বিশেষ প্রশিক্ষক রূপে[২] প্রশিক্ষণ দিয়েছ, যখন তোমরা তাদেরকে ঐ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং তারা তোমাদের জন্য যা ধরে রাখে তা আহার কর এবং এর ওপর তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۫ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

(৫) আজ তোমাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল করা হল, আর যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে তাদের খাদ্য (জবেহকৃত জন্তু) তোমাদের জন্য বৈধ এবং তোমাদের খাদ্যও তাদের জন্য বৈধ। (তোমাদের জন্য হালাল) সতী-সাধ্বী মু'মিন নারী এবং তাদের সতী-সাধ্বী নারী যাদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রদান করা হয়েছে। যখন তোমরা তাদেরকে তাদের মহর প্রদান কর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকারীরূপে, প্রকাশ্যে যেনাকারী হিসেবে নয় এবং বান্ধবী গ্রহণকারী (গোপনে যেনাকারী) হিসেবেও নয়। যে ব্যক্তি ঈমানের বিষয় অবিশ্বাস করবে তার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত আদী ইবনে হাতিম ও যায়দ ইবনে মুহালহাল (রা.) একদা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমরা কুকুর ও বাজ পাখি দ্বারা শিকার করে থাকি। আমাদের জন্য কোন্ পন্তর শিকার হালাল? এ প্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযেল হয়।

(২) এখানে অধিকাংশ তাফসীরকারকের মত গ্রহণ করে مكلبين শব্দটির অর্থ করা হয়েছে বিশেষ প্রশিক্ষক। এ শব্দটি علمتم এর ضمير থেকে হলে (حال) হবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪ নং আয়াত:

১. যেসব প্রয়োজনীয় ব্যাপারে জানা নেই সে ব্যাপারে জানেওয়ালাদের কাছে প্রশ্ন করার নীতি প্রমাণিত হয়।

২. শিকারী পশু-পক্ষীর শিকার হালাল। তবে তা হালাল হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন) শর্ত কয়টি নিম্নরূপ–

(১) শিকারী পশু-পক্ষী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া।

(২) শিকারী জন্তু শিকার ধরে নিজে না খেয়ে মালিকের জন্য রেখে দেয়া।

(৩) শিকারী জন্তু প্রেরণের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা।

(৪) শিকারী জন্তু কর্তৃক শিকারকে যখম করা, যাতে বহমান রক্ত বের হয়ে যায়।

৩. তাকওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৪. আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ৫ নং আয়াত:

১. আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী ও নাসারাদের জবেহকৃত পশু খাওয়া হালাল। তবে শর্ত হল (ক) আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ করতে হবে, (খ) জন্তুটি হালাল হতে হবে, (গ) জবেহকারী ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান না হতে হবে এবং তারা নাস্তিক না হতে হবে।

২. আহলে কিতাবের সতী-সাধ্বী নারীদেরকে (ইসলামী তরীকায়) বিবাহ করা বৈধ। শর্ত হল উক্ত মহিলা সত্যিকার অর্থে আহলে কিতাব হবে। নাস্তিক হবে না।

৩. প্রকাশ্যে বা গোপনে যেনা করা নিষেধ।

৪. কেউ ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে গেলে তার সমুদয় আমল নষ্ট হয়ে যায়। পুনরায় ইসলামে ফিরে এলে পূর্বেকার আমলের ছওয়াব পুনঃলাভ হবে না। আর পুনরায় ইসলামে ফিরে না এলে পরকালে মহাক্ষতিগ্রস্ত হবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝٦

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٧

(৬) হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা নামাযে দাঁড়াতে ইচ্ছা কর[১], তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং মস্তকসমূহ মাসেহ কর। আর পাগুলো পায়ের গিট পর্যন্ত (ধৌত কর)। আর যদি তোমরা জুনুবী[২] থাক তবে বিশেষভাবে পবিত্র হও। আর যদি তোমরা রুগ্ন হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আগমন করে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সংগম কর, অতঃপর পানি না পাও তবে জমিনের উপরিভাগের পবিত্র কোন অংশে[৩] তায়াম্মুম (ইচ্ছা) কর অর্থাৎ, তা থেকে[৪] স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ মাসেহ কর। আল্লাহ তোমাদের উপর কোন অসুবিধা সৃষ্টি করতে চান না। বরং তিনি তোমাদিগকে খুব পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

(৭) আর তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে এবং তাঁর সেই প্রতিশ্রুতিকে[৫] যা তিনি তোমাদের থেকে সুদৃঢ় করে নিয়েছেন, যখন তোমরা বলেছিলে আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আর আল্লাহকে ভয় কর।[৬] নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরের বিষয় সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে اردتم অর্থাৎ, "ইচ্ছা কর" কথাটি উহ্য আছে।

(২) যে কোন কারণে উত্তেজনাসহ বীর্যপাত বা বীর্যস্খলন ব্যতীত স্ত্রী সংগম কিংবা হায়েয-নেফাছ জনিত যে অপবিত্রতা হয় সেই অবস্থাকে জুনুবী অবস্থা বলা হয়। (সাবী)

(৩) আরবী ভাষাবিদদের সকলের মতেই صعيد শব্দের অর্থ وجه الارض বা জমিনের উপরিভাগ। চাই তা মাটি হোক বা মাটি জাতীয় অন্য কিছু। (রুহুল মাআনী)

(৪) ইংগিত করা হয়েছে যে, এখানে من শব্দটি ابتداء غايه এর জন্য।

(৫) এখানে প্রতিশ্রুতি দ্বারা রূহ জগতের প্রতিশ্রুতি উদ্দেশ্য হতে পারে। কিংবা বায়আতের প্রতিশ্রুতিও উদ্দেশ্য হতে পারে। সাহাবীগণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র হাতে বায়আত করেছেন এবং এ কথা স্বীকার করেছেন যে, আমরা যথাসাধ্য সর্বাবস্থায় আপনার আনুগত্য করে যাব। চাই আমাদের স্বভাবের অনুকূল হোক বা প্রতিকূল। (মাওঃ ইদ্রীস কান্ধলবী, মাআরিফুল কুরআন)

(৬) অর্থাৎ, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে উযূ, গোসল ও তায়াম্মুমের বিধান বর্ণিত হয়েছে এবং উযূর ৪টি ফরয ও তায়াম্মুমের ৩টি ফরয স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

গোসলের ক্ষেত্রে فاطهروا (ভালভাবে সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করা) কথাটার উল্লেখ থেকে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) গোসলের তিনটি ফরযের কথা বের করেছেন। যথা:- (১) কুলি করা, (২) নাকে পানি দেয়া, (৩) সমস্ত শরীর ধৌত করা।

২. কোন্ কোন্ অবস্থায় উযূ গোসল করতে হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. কোন্ কোন্ ওজরে তায়াম্মুম করা যাবে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

● ৭ নং আয়াত:

১. আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করা ওয়াজিব।

২. প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ওয়াজিব।

৩. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে বলা হয়েছে।

৪. আল্লাহ তা'আলা অন্তরের বিষয় সম্বন্ধেও অবগত।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝٨

(৮) হে মু'মিনগণ! তোমরা হয়ে যাও আল্লাহর জন্য খুব দণ্ডায়মান[১], ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদাতা। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি চরম বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনও ন্যায় পরায়ণতা বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ইনসাফ করতে থাক। এটাই তাকওয়ার নিকটতর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই তিনি তোমরা যা কর সে বিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝٩

(৯) যারা ঈমান আনে ও নেক আমলাদি সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদেরই[২] জন্য রয়েছে বিশেষ ক্ষমা[৩] ও মহা প্রতিদান।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝١٠

(১০) আর যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে তারাই দোযখবাসী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١١

(১১) হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের প্রতি তাদের হস্তসমূহ প্রসারিত করতে ইচ্ছা করেছিল, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের থেকে তাদের হাত রুখে দিলেন। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং আল্লাহর উপরই যেন মু'মিনগণ ভরসা করে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "খুব দণ্ডায়মান" কথাটি قوامين এর অনুবাদ। যেহেতু قوامين শব্দটি مبالغة এর صيغة তাই অনুবাদে "খুব" কথাটি যোগ করা হল। "আল্লাহর জন্য পূর্ণোদ্যমে দণ্ডায়মান হওয়ার" অর্থ আল্লাহর হকসমূহ পালনে যত্নবান ও তৎপর হওয়া। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) এখানে لهم শব্দটি خبر বা বিধেয়। ইহা مبتدا বা উদ্দেশ্যের পূর্বে উল্লেখিত হওয়ায় حصر বা সীমাবদ্ধতার অর্থ দিয়েছে, তাই অনুবাদে "তাদেরই" কথাটি উল্লেখ করা হল।

(৩) "বিশেষ" শব্দ উল্লেখ করে ইংগিত করা হয়েছে যে, مغفرة শব্দের তানবীন تفخيم বা মাহাত্ম বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

১১ নং আয়াতের শানে নুযূল: এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে একাধিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এখানে একটি ঘটনা উদ্ধৃত হল: হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, গাযওয়া যাতুর রিকায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি মঞ্জিলে অবস্থান গ্রহণ করলেন। সাহাবাগণ বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন বৃক্ষের নীচে আরাম করছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বৃক্ষে নিজের তরবারী ঝুলিয়ে শুয়ে পড়লেন। ইত্যবসরে জনৈক বেদুঈন আসল এবং তরবারিটি হস্তগত করল। অতঃপর সেটি কোষমুক্ত করতঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে উচিয়ে বলল, আমার থেকে আপনাকে কে রক্ষা করবে? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ। দুই তিন বার সে এই কথা বলল আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই উত্তর প্রদান করলেন। এর মধ্যেই হযরত জিব্রাঈল (আ.) আসলেন এবং লোকটির বক্ষে আঘাত করলেন। ফলে তরবারিটি তার

হাত থেকে পড়ে গেল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তরবারিটি হাতে নিয়ে বললেন, বল! এখন কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? লোকটি বলল কেউ না। তিনি বললেন যাও, আপন পথ ধর। তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। লোকটি মুসলমান হল এবং তাকে দেখে অন্যরাও ঈমান আনল। এ প্রেক্ষিতেই আয়াতটি নাযেল হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৮ নং আয়াত:

১. আল্লাহর হকসমূহ পালনে যত্নবান ও তৎপর হওয়া একান্ত জরুরী।
২. সদা সর্বদা ন্যায় ও ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হওয়া কর্তব্য। যদিও তা নিজের বিপক্ষে হয়।
৩. কারো প্রতি বিদ্বেষের কারণে ন্যায় পরায়ণতা বর্জন করা নেহায়েত অনুচিৎ, সম্পূর্ণ হারাম।
৪. কথা-বার্তা ও বিচারে ইনসাফ রক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
৫. তাকওয়ার ব্যাপারে তাগিদ প্রদান করা হয়েছে।

- ৯–১০ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ে মু'মিনদের পুরস্কার ও কাফেরদের শাস্তির কথা উল্লেখ করে নেক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং কুফর ও পাপ থেকে সাবধান করা হয়েছে।

- ১১ নং আয়াত:

১. আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করতঃ তার শোকর আদায় করা ওয়াজিব।
২. তাকওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।
৩. আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা ওয়াজিব।

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ۭ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ۭ لَىِٕنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝١٢

(১২) আর অবশ্যই আল্লাহ বানী ইসরাঈলের দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। আর আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন পর্যবেক্ষক[১] নিযুক্ত করেছিলাম। আর আল্লাহ বলেছিলেন, আমি অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে রয়েছি।[২] যদি তোমরা যথা নিয়মে নামায আদায় কর, যাকাত দিতে থাক, আমার রসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন কর, তাঁদেরকে সহযোগিতা কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপসমূহ মোচন করব এবং নিশ্চিতভাবে তোমাদিগকে জান্নাতসমূহে দাখিল করব, যার পাদদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এরপরও কুফরী করবে সে নিশ্চিতই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) نقيب শব্দের অর্থ যে মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করে। (কাশ্‌শাফ)

(২) ফেরআউনের নিমজ্জনের পর বনী ইসরাঈল মিসরে বসবাস করতে থাকলে একদা আল্লাহ তাদেরকে শাম ভূমির 'আরীহা'-য় যেতে নির্দেশ দিলেন। সেখানে বসবাস করত অবাধ্য ও দুর্দান্ত কিনআনীরা। আল্লাহ তাদেরকে বললেন, এটাকে আমি তোমাদের আবাসস্থল হিসেবে নির্ধারিত করলাম, তোমরা তথায় গিয়ে সেখানের অধিবাসীদের (কেনআনীদের) বহিস্কার করণার্থে তাদের সাথে জেহাদ কর। আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.) কে নির্দেশ দিলেন তাদের মধ্য হতে বারজন যিম্মাদার নিযুক্ত করতে, যারা তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করবে এবং তাদের থেকে উল্লেখিত অঙ্গীকার পূরণে চেষ্টা-তদবীর চালাবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২ নং আয়াত:

১. ঈমান আনা, নামায কায়েম করা, যাকাত দান করা, রসূলের সহযোগিতা করা, আল্লাহর রাস্তায় দান করা প্রভৃতি বিধান পূর্ববর্তী শরীয়তেও ছিল।

২. ঈমান আনা, নামায কায়েম করা, যাকাত দান করা, রসূলের সহযোগিতা করা, আল্লাহর রাস্তায় দান করা প্রভৃতির ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে যে, এগুলো দ্বারা গোনাহ মোচন হয় এবং জান্নাত লাভ হয়।

৩. দ্বীনী কাজে রসূলদের সহযোগিতা করার কথা বলা হয়েছে। রসূলের নায়েব উলামায়ে কেরামকে দ্বীনী কাজে সহযোগিতাও এর অন্তর্ভুক্ত।

৪. কাফেররা সরল সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝١٣

(১৩) তারপর তাদের দৃঢ় অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণেই[১] তাদেরকে আমি আমার রহমত থেকে বিদূরিত করে দিয়েছি এবং তাদের হৃদয়সমূহকে কঠিন করে দিয়েছি। তারা (তাওরাতের) শব্দাবলী স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করত। আর তারা যে বিষয়ে উপদিষ্ট হয়েছিল তার এক বিরাট[২] অংশ পরিত্যাগ[৩] করেছিল। স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত তুমি সর্বদা তাদের থেকে কোন না কোন খেয়ানত সম্পর্কে অবগত হতে থাকবে। অতএব তাদেরকে ক্ষমা কর ও মার্জনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসিনদিগকে[৪] ভালবাসেন।

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۠ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۝١٤

(১৪) আর যারা বলে যে, 'আমরাতো নাসারা' আমি তাদের থেকেও অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, কিন্তু তারা যে বিষয়ে উপদিষ্ট হয়েছিল তার এক বিরাট অংশ তারা পরিত্যাগ করে বসল। তাই আমি তাদের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত (স্থায়ী) শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিলাম। আর তারা যা করত আল্লাহ তাদেরকে তা অনতিবিলম্বে জানিয়ে দিবেন।[৫]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) فبما শব্দে ما হরফটি যায়েদা বা অতিরিক্ত। এটি বাক্যের তাকীদ (জোরদার করা)-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তাই অনুবাদে "কারণেই" কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। (আবুস-সুউদ)

(২) যেহেতু حظا শব্দের তানবীন تعظيم ও تكثير এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, তাই এর "অনুবাদে" "বিরাট অংশ" উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে نسوا শব্দটি এস্থলে تركوا (পরিত্যাগ করা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৪) "মুহসিন" বলা হয় আমলের সর্বোচ্চ স্তর লাভকারীকে। যারা ইখলাসের সাথে আল্লাহ পাক প্রত্যক্ষ করছেন– এই অনুভূতি নিয়ে নেক আমল করে তারাই মুহসিন।

(৫) অর্থাৎ, যে সব খৃষ্টান বিকৃত বাইবেলের অনুসারী হয়েও নিজেদেরকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে খৃষ্টান বলে পরিচয় দেয়, তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে যেসব বিষয়ে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার এক বিরাট অংশ তারা ভুলে গিয়েছে। তার শাস্তি স্বরূপ কেয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দেয়া হয়েছে। যেমন খৃষ্টান ক্যাথলিক ও প্রোটেসট্যান্টদের শত্রুতা বা এরূপ অন্য কোন ধর্মীয় মতবিরোধ। তবে সেসব নামধারী খৃষ্টানদের কথা এখানে বলা হয়নি যারা ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম নিয়ে উপহাস করে বেড়ায় এবং নিজেদের নাস্তিক বলে পরিচয় দিয়ে প্রগতিবাদী হওয়ার সনদ কুড়াতে চায়; কিন্তু কোন রাজনৈতিক স্বার্থে তারা ধর্ম বা বাইবেলকে ব্যবহার করে। সুতরাং তাদের মধ্যে যদি ধর্ম বা বাইবেলের নাম ব্যবহার করে কোন রাজনৈতিক ইস্যুতে ঐক্যমত সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে এতে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যে কোন রকম সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ নেই। তাদের কৃতকর্মের জন্য কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের শাস্তি দিবেন।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে কেয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দেয়ার যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ যতদিন খৃষ্টান জাতি পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকে ততদিন তাদের মাঝে পারস্পরিক এই ধর্মীয় কোন্দল চলতে থাকবে। এখানে "কেয়ামত পর্যন্ত" শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়, "কেয়ামত পর্যন্ত লোকটির স্বভাব পরিবর্তন হবে না।" তার অর্থ এই

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

নয় যে, লোকটি কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবে। সুতরাং আলোচ্য আয়াত থেকে খৃষ্টান জাতির কেয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকার অর্থ গ্রহণ করা সঠিক নয়।

মুসলমানদের মাঝেও ধর্মীয় মতবিরোধ ছিল এবং বর্তমানেও রয়েছে। তবে যেহেতু মুসলমানদের নিকট আল্লাহ তা'আলার অবিকৃত ওহী রয়েছে, তাই মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও সর্বকালে মুসলমানদের একটি দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। পক্ষান্তরে ইয়াহুদী খৃষ্টানরা বিকৃত ধর্মগ্রন্থের অনুসারী হওয়ার কারণে তাদের পক্ষে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া কোনকালেই সম্ভব নয়। (ফাওয়াদে উছমানী ও মা'আরিফুল কুরআন ইদ্রীস কান্ধলবী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩ নং আয়াত:

১. অঙ্গীকার ভঙ্গ করা সম্পূর্ণ হারাম।

২. আসমানী কিতাবের শব্দাবলী স্থানচ্যুত করা বা পরিবর্তন করা অত্যন্ত অন্যায়।

৩. উপদেশ গ্রহণ না করা দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক।

৪. "তুমি সর্বদা তাদের থেকে কোন না কোন খেয়ানত সম্পর্কে অবগত হতে থাকবে"– এ থেকে বোঝা যায় খেয়ানত করা অধিকাংশ ইয়াহুদীর চিরাচরিত নীতি। (আইছারুত্তাফাসীর)

৫. ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করা উত্তম। (প্রাগুক্ত)

৬. আল্লাহ মুহসিনদেরকে ভালবাসেন। (৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

● ১৪ নং আয়াত:

১. আল্লাহর বিধান লংঘনের ব্যাপারে ইয়াহুদী ও নাসারা উভয় সম্প্রদায় সমান। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বিধান লংঘনের শাস্তি দুনিয়াতে অশান্তি, দ্বন্দ্ব-কলহ, বিবাদ-বিসংবাদ এবং পরকালে মর্মন্তুদ আযাব।

৩. আপন সুবিধা মত আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বিধানের কিছু ছেড়ে দেয়া, আর কিছু মেনে চলা ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۗ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٦﴾

(১৫) হে কিতাবীগণ! তোমাদের কাছে আমার রসূল এসেছে, তোমরা কিতাবের যেসব বিষয় গোপন করতে সে তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ করে এবং অনেক বিষয় উপেক্ষা করে থাকে। তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নূর ও একটি সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে।[১] (১৬) এর দ্বারা আল্লাহ সেই সব লোকদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন, যারা তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এবং তিনি স্বীয় নির্দেশ দ্বারা তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান আর তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।[২]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১ ও ২) এখানে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান সবাইকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যে শেষ নবীর কথা তোমাদের তাওরাত ও ইঞ্জীলে রয়েছে তিনি তোমাদের কাছে আগমন করেছেন। তওরাত ও ইঞ্জীলের যেসব কথা তোমরা গোপন করতে অথবা বিকৃত করতে তন্মধ্যে যেসব বিষয় প্রয়োজন মনে করেন তা প্রকাশ করেন এবং যেগুলোর প্রয়োজন মনে করেন না তা প্রকাশ করেন না। তিনি তোমাদের জন্য নূর তথা আলোকবর্তিকা স্বরূপ। তোমরা তাঁর সাহায্যে খেয়ালখুশির অন্ধকার থেকে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হবে এবং তাঁর সাথে আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট গ্রন্থ আল-কুরআনও রয়েছে, যা তোমাদের জন্য জীবন বিধান ও জীবন দর্শন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫–১৬ নং আয়াতদ্বয়:

১. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে মানুষের অন্তরে ঈমান ও হেদায়াতের নূর তথা আলো পয়দা হয় এবং কুফর ও গোমরাহীর অন্ধকার দূরীভূত হয়। এজন্যই আয়াতে তাঁকে "নূর" আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আয়াতে "নূর" বলা দ্বারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বোঝানো হয়েছে। তবে তার অর্থ এই নয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবীয় দৈহিকতা থেকে মুক্ত শুধু "নূর" ছিলেন।

২. আল-কুরআন সমগ্র মানব জাতির জন্য হেদায়াত তথা জীবনপথের সুস্পষ্ট দলীল।

৩. যারা মনে-প্রাণে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং গোমরাহীর অন্ধকার থেকে তাদেরকে হেদায়াতের আলোর দিকে নিয়ে আসেন।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۗ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾

(১৭) অবশ্যই তারা কুফরী করেছে যারা বলে যে, মারইয়াম তনয় মাসীহ, তিনিই আল্লাহ। তুমি বলে দাও, তাহলে কে এমন আছে যে আল্লাহ থেকে একটুও রক্ষা করতে পারে যদি তিনি মারইয়াম তনয় মাসীহ, তার মাতা ও পৃথিবীর সবাইকে ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন? আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর মালিকানা আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।[১]

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۫ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾

(১৮) এবং ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ বলে, "আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়"। তুমি বলে দাও, তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন? বরং তোমরাও ঐ প্রকৃতির (সাধারণ) মানুষ, যাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর মালিকানা আল্লাহরই। আর প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে।[২]

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ۫ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٩﴾

(১৯) হে আহলে কিতাব! রসূলদের (আগমনের) বিরতির পর তোমাদের কাছে আমার রসূল এসেছে, যে তোমাদের জন্য (শরীয়তের বিষয়াদি) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে, যাতে তোমরা এই বলতে না থাক যে, আমাদের কাছে আসেনি কোন সুসংবাদদাতা আর না কোন সাবধানকারী। এখন তো তোমাদের কাছে একজন মহান সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী এসে গেছে। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।[৩]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইয়াকুবিয়া নামক খৃষ্টানদের একটি উপ-সম্প্রদায়ের লোকেরা বলত যে, মাসীহ-এর মধ্যে আল্লাহ অনুপ্রবেশ করেছেন, তাই তিনিই আল্লাহর অবতার। তিনি ব্যতীত আল্লাহর কোন ভিন্ন অস্তিত্ব নেই। তাদেরকে সম্বোধন করে এখানে বলা হয়েছে যে, বল দেখি, যদি তাই হয় তবে মাসীহ ও তার মাতা এবং পৃথিবীর সবাইকে যদি আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করে দিতে ইচ্ছা করেন তবে কার ক্ষমতা আছে যে, তাকে বাধা দিবে? ভূমণ্ডল ও নভমণ্ডলের সবই আল্লাহর মালিকানাধীন। মালিকানাধীন কেউ কখনও আল্লাহ বা তাঁর অবতার হতে পারে না। তিনি যাকে যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন যেমন মসীহকে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন। এটা মাসীহের প্রভু হওয়ার দলীল নয়। এটা আল্লাহরই কুদরত। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

(২) ইয়াহুদীরা সম্ভবত এ কারণে নিজেদেরকে আল্লাহর পুত্র ও প্রিয় বলে দাবী করত যে, তাদের দাবী মতে বাইবেলে আল্লাহ পাক কর্তৃক হযরত ইয়াকুব (আ.) কে পুত্র বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ইয়াহুদীরা ছিল তাঁরই বংশধর। অপরদিকে খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আ.) কে আল্লাহর পুত্র বলে দাবী করত এবং নিজেদেরকে তাঁর অনুসারী হিসেবে আল্লাহর পুত্র ও প্রিয় আখ্যায়িত করত এবং

উভয় সম্প্রদায়ই বলত যে, পরকালে আমরা শাস্তি থেকে মুক্তি পাব। আলোচ্য আয়াতে উভয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যদি তোমাদের দাবী ঠিক হয়, তবে কেন যুগে যুগে অপরাধের জন্য তোমাদেরকে দুনিয়াতেই শাস্তি দেয়া হয়েছে? পুত্র বা প্রিয়জনদের তো এভাবে শাস্তি দেয়া হয় না। আসলে তোমরা অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতই মানুষ। তাদের যেমন কর্ম অনুসারে পরকালে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে, তেমনি তোমাদেরও কর্ম অনুসারে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে। ক্ষমা বা শাস্তি আল্লাহরই এখতিয়ারে। দুনিয়াতে যেমন শাস্তি থেকে রক্ষা পাওনি, পরকালেও পলায়নের সুযোগ পাবে না। কেননা, প্রত্যাবর্তন তাঁর কাছেই হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) হযরত ঈসা (আ.)-এর পর ছয়শ' বছর পর্যন্ত কোন নবী রসূলের আগমন ঘটেনি। ছয়শ' বছর পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমন হয়েছে। নবী রসূল না আসা এই মধ্যবর্তী সময়কালকে 'ফাতরাত' বা বিরতির সময়কাল বলা হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী, মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী ও মাআরিফুল কুরআন শফী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭ নং আয়াত:

১. যেসব দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে আল্লাহ তা'আলা মুক্ত, তার যে কোনটিই আল্লাহ তা'আলার উপর আরোপ করা কুফরী। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার মালিক। যিনি সর্বময় ক্ষমতার মালিক তিনিই আল্লাহ। তার কোন সিদ্ধান্তের মুকাবেলা করার শক্তি কারো নেই।

৩. যে অপরের সৃষ্টি ও মালিকানাধীন, সে খোদা হওয়ার যোগ্য নয়।

● ১৮ নং আয়াত:

১. ইয়াহুদী নাসারাদের আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়ার এবং পরকালে শাস্তি না হওয়ার দাবী খণ্ডন করা হয়েছে।

২. কারও মুখের দাবীতে তার ভাল বা মন্দ হওয়া নির্ণয় করা যায় না; বরং তার কর্মের আলোকেই তার ভাল বা মন্দ হওয়া নির্ণিত হয়।

৩. আল্লাহ যাকে চান ক্ষমা করেন যাকে চান শাস্তি দেন। তিনি কাউকে ক্ষমা করতে যেমন বাধ্য নন, কাউকে শাস্তি দিতেও বাধ্য নন।

৪. আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার মালিক। যিনি সর্বময় ক্ষমতার মালিক তিনি কোন ব্যাপারে বাধ্য হতে পারেন না।

● ১৯ নং আয়াত:

১. দীর্ঘ (ছয়শ' বছরের) বিরতির পর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের মাধ্যমে কিতাবীদের এ অজুহাত দেখাবার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে যে, তাদের কাছে কোন নবী আসেননি। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনকে আল্লাহ প্রদত্ত বিরাট দান ও বড় নেয়ামত হিসেবে গণ্য করা উচিত। কেননা, সুদীর্ঘ কাল যাবৎ নবী-রসূলগণের আগমন বন্ধ ছিল। এখন পুনরায় তা চালু হল। (মাআরিফুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

৩. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমন এমন এক যুগে ও এমন এক স্থানে হয়েছে, যেখানে জ্ঞান ও ধর্মের কোন আলো ছিল না। (প্রাগুক্ত)

৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন (মু'মিনদের জন্য) সুসংবাদদাতা ও (কাফেরদের জন্য) সতর্ককারী।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٠﴾

(২০) আর (স্মরণ কর,) যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহপ্রদত্ত অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে অনেক নবী বানিয়েছেন, তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন এবং তোমাদেরকে তিনি এমন জিনিস দিয়েছেন, যা জগৎবাসীদের মধ্য থেকে কাউকে দেননি।[১]

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢١﴾

(২১) হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা সেই পবিত্র ভূমিতে[২] প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে রেখেছেন এবং তোমরা পেছনে ফিরে এসো না, তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ﴿٢٢﴾

(২২) তারা বলল, হে মূসা! সেখানে তো রয়েছে এক জবরদস্ত সম্প্রদায়। আর আমরা সেখানে কখনও প্রবেশ করব না যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। হাঁ তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায়, তাহলে আমরা নিশ্চিতই প্রবেশ করব।[৩]

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٣﴾

(২৩) যারা (আল্লাহকে) ভয় করে তাদের মধ্য থেকে দুজন –যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন তারা– বলল, তোমরা তাদের উপর (আক্রমণ করে) নগর-দ্বার পর্যন্ত যাও। অনন্তর যখন তোমরা তাতে প্রবেশ করবে তখন অবশ্যই তোমরা জয়ী হবে। আর তোমরা আল্লাহর প্রতিই ভরসা কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও।[৪]

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿٢٤﴾

(২৪) তারা বলল, হে মূসা! আমরা কখনও সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং আপনি আর আপনার প্রতিপালক যান এবং যুদ্ধ করুন। আমরা তো এখানেই বসে থাকব (আগে বাড়ব না)।

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٥﴾

(২৫) সে (মূসা) বলল, হে আমার প্রতিপালক, আমি তো কেবল আমার নিজের ও আমার ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অনন্তর আপনি আমাদের মাঝে এবং এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মাঝে ফয়সালা করে দিন।

قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۗ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾

(২৬) তিনি (আল্লাহ) বললেন, তাহলে (ফয়সালা এই যে,) এদেশ চল্লিশ বছর তাদের জন্য অবশ্যই নিষিদ্ধ রইল। তারা ভূপৃষ্ঠে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। সুতরাং তুমি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ ও তার রসূলদের আনুগত্যের ব্যাপারে বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে নেয়া অঙ্গীকার ও তাদের সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের সে অঙ্গীকার ভঙ্গের একটি বিশেষ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈল ফেরআউনের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করার পর যখন তাদেরকে জেহাদের নির্দেশ দেয়া হল তখন মূসা (আ.) তাদের প্রতি পূর্ব প্রদত্ত আল্লাহর নেয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে জেহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। এখানে তিনি তিনটি নেয়ামতের কথা বর্ণনা করেছেন। এক. তোমাদের বনী ইসরাঈল গোত্রে বহু সংখ্যক নবী প্রেরিত হয়েছেন, দুই. তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করা হয়েছে, তিন. তোমাদেরকে এমন সব নেয়ামত দেয়া হয়েছে, যা বিশ্বজগতে আর কাউকে দেয়া হয়নি।

উল্লেখ্য যে, "যা জগৎবাসীদের মধ্য হতে আর কাউকে দেয়া হয়নি"-এর অর্থ তৎকালে বা তৎপূর্ববর্তীকালে বিশ্বের কাউকে দেয়া হয়নি। কেননা, পরবর্তীকালে মুসলমানদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে আখ্যায়িত করেছেন।

মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জেহাদের আহ্বান করা ও তাতে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরও তারা তাদের স্বভাবগত হীনতার কারণে সবাই জেহাদে যেতে প্রস্তুত হল না। কাজেই ঘোষণা অনুযায়ী তাদেরকে "তীহ" প্রান্তরে চল্লিশ বছর পর্যন্ত উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে হল। (মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(২) অর্থাৎ, "শাম" দেশে। বর্তমান জর্দান, ফিলিস্তীন, লেবানন ও সিরিয়ার কিছু অংশ মিলে ছিল তৎকালীন শাম দেশ।

(৩) হযরত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলকে জেহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করলেন তখন তারা বলল, আমরা শামে যাব না। সেখানে একটি দুর্দান্ত জাতি বসবাস করে। তারা সেখান থেকে কোথাও চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে প্রবেশ করব না।

(৪) বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে হযরত ইউশা ইবনে নূন ও কালিব ইবনে ইউকান্না নামক দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহকে ভয় করত এবং আল্লাহর অনুগ্রহে হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তারা আপন সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা সাহস নিয়ে দরজা পর্যন্ত যাও তখন তোমরাই জয়ী হবে। অন্য এক বর্ণনা মতে সেই দুই ব্যক্তি ছিল পূর্বোক্ত জবরদস্ত সম্প্রদায়ের হেদায়াত লাভ করা দুই ব্যক্তি। (আবুস-সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২০ নং আয়াত:

১. "মানুষ অনুগ্রহের দাস" তাই মানুষকে আল্লাহ তা'আলার কোন বিধান শোনানোর পূর্বে তার উপর প্রদত্ত আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া নবীসূলভ বিচক্ষণতা; যেমনটি মূসা (আ.) করেছেন।

২. আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করা তথা স্মরণ পূর্বক তার শোকর আদায় করা ওয়াজিব।

৩. বনী ইসরাঈল গোত্রে বহু নবী প্রেরিত হয়েছিল।

৪. বনী ইসরাঈল গোত্রে অনেককে রাজ্যাধিপতি করা হয়েছিল।

● ২১ নং আয়াত:

১. "সেই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর"– এখানে বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকাকে "পবিত্র ভূমি" আখ্যায়িত করা হয়েছে স্থানটি বহু নবীর বসবাসস্থল হওয়ার কারণে। এ থেকে বোঝা গেল সালেহীনদের বরকতে স্থান বরকতময় ও পবিত্রতামণ্ডিত হয়ে থাকে।

২. "পেছনে ফিরে এসো না" থেকে প্রমাণিত হয় জেহাদ থেকে পশ্চাদপসরণ নিষেধ।

৩. "তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।" থেকে প্রমাণিত হয়– জেহাদ থেকে পশ্চাদপসরণ করলে পরকালে শাস্তিতো আছেই, ইহকালেও অনেকক্ষেত্রে তার লাঞ্ছনা ও ভোগান্তি ভোগ করতে হয়; যেমনটি বনী ইসরাঈলের হয়েছে।

● ২২-২৩ নং আয়াতদ্বয়:

১. বনী ইসরাঈল কর্তৃক শামের অধিবাসীদেরকে ভয় করার কথা তুলে ধরে বোঝানো হয়েছে দুনিয়ার কোন শক্তিকে ভয় না করে আল্লাহকে ভয় করা উচিত।

২. নেককার সমঝদার লোকদের উচিত অবুঝ লোকদেরকে আল্লাহর হুকুম মানার জন্য তাগিদ করা।

৩. মু'মিনদের কর্তব্য আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা তথা তাঁর উপর ভরসা করা।

উল্লেখ্য– যে কাজের জন্য যেরূপ শ্রম ব্যয় করা প্রয়োজন, ততটুকু শ্রম ব্যয় করে অতঃপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা চাই। এটাই তাওয়াক্কুলের সঠিক ব্যাখ্যা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৪. "যখন তোমরা তাতে প্রবেশ করবে তখন তোমরাই জয়ী হবে"– এ থেকে বোঝা যায় আল্লাহর উপর ভরসা করে জেহাদ শুরু করলে আল্লাহ বিজয় দান করে থাকেন।

● ২৪-২৬ নং আয়াতসমূহ:

১. ইয়াহুদীদের ভীরুতা ও কাপুরুষতা এবং আল্লাহ ও নবীর সাথে তাদের বেয়াদবীর বর্ণনা। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. পাপাচারীদের পাপাচারকে ঘৃণা করা এবং তাদের সংশ্রব ত্যাগ করা জরুরী; (যেমন মূসা [আ.] এজন্য দুআ করেছেন)। (প্রাগুক্ত)

৩. বনী ইসরাঈল জেহাদের নির্দেশ লংঘনের কারণে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তাদেরকে "তীহ" প্রান্তরে চল্লিশ বছর পর্যন্ত উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকার শাস্তি প্রদান করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. পাপাচারী ও জালেমদের উপর আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হলে তজ্জন্য দুঃখ ও আফসোস করা অনুচিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۲۷﴾	(২৭) তুমি তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের ঘটনা যথাযথভাবে পাঠ করে শোনাও, যখন তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করেছিল, তখন তাদের একজনের থেকে কুরবানী কবুল করা হল এবং অপরজনের থেকে কবুল করা হল না। সে বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। সে (প্রথমজন) বলল, আল্লাহ মুত্তাকীদের থেকেই (আমল) কবুল করেন।[১]
لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِىْ مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّىْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۸﴾	(২৮) যদি তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার প্রতি তোমার হাত প্রসারিত করও, তবু আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার প্রতি আমার হাত প্রসারিত করার নই; আমি তো সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।
اِنِّىْۤ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِىْ وَ اِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۹﴾	(২৯) আমি তো চাই যে, তুমি আমার পাপ ও তোমার পাপ তুমি নিয়ে যাও তারপর তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আর এটাই জালেমদের শাস্তি।
فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۳۰﴾	(৩০) অতঃপর তার অন্তর তাকে আপন ভ্রাতৃহত্যায় উদ্বুদ্ধ করল এবং সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِىْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ؕ قَالَ يٰوَيْلَتٰٓى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ۝٣١ۛ

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۫ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ۝٣٢

(৩১) অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, যে তার ভাইয়ের মৃতদেহ কিভাবে সে ঢাকবে তা তাকে দেখাবার জন্য মাটি খনন করতে লাগল। সে বলল, হায় আক্ষেপ! আমি কি এ কাকের মত হতে এবং আমার ভাইয়ের মৃতদেহ ঢাকতে অক্ষম হয়ে গেলাম? ফলে সে অনুতপ্ত হল।

(৩২) একারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি আমি এই বিধান দিলাম যে, যে ব্যক্তি প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্য করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করল, সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। আর যে কারও জীবন রক্ষা করল সে যেন সমস্ত মানুষের জীবন রক্ষা করল। আর তাদের নিকট তো আমার রসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলো, কিন্তু এরপরও তাদের অনেকে দুনিয়ায় সীমালংঘনকারীই রয়ে গেল।[২]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পূর্ববর্তী আয়াতে বনী ইসরাঈলের প্রতি জেহাদের নির্দেশ এবং তাতে তাদের কাপুরুষতা প্রদর্শনের কথা বর্ণিত হয়েছিল। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতে হযরত আদম (আ.)-এর ঔরসজাত দুই পুত্রের একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, সত্যের সমর্থন ও সদাচার থেকে পেছনে সরে পড়া যেমন অপরাধ, তেমনি অন্যায় হত্যাকাণ্ডে এগিয়ে যাওয়াও ইহকাল ও পরকালকে বরবাদ করার শামিল। ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই– হযরত আদম (আ.) কাবিলের বিবাহ সংক্রান্ত একটি অন্যায় আবদার প্রত্যাখ্যান করায় সে তার সহোদর ভাই হাবিলের শত্রু হয়ে যায়। ফলে তাদের উভয়ের মধ্যকার মতভেদ দূর করার লক্ষ্যে তিনি উভয়কে আল্লাহর জন্য একটি করে কুরবানী পেশ করতে বললেন এবং যার কুরবানী কবুল হয় তার পক্ষে রায় যাওয়ার আশ্বাস দিলেন। আদম (আ.)-এর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, হাবিলের কুরবানী কবুল হবে। কেননা সে সঠিক পথে রয়েছে। অবশেষে তাই হল। হাবিলের কুরবানী কবুল হওয়ায় আকাশ থেকে অগ্নি শিখা এসে তার কুরবানী জ্বালিয়ে দিল। এটাই ছিল সেকালে কুরবানী কবুল হওয়ার পরিচয়। এতে কাবিল আরও ক্ষুব্ধ হয়ে হাবিলকে বলল, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব। হাবিল উত্তেজিত না হয়ে উত্তরে বললেন, আল্লাহ তো ধর্মভীরুদের আমলই কবুল করেন। ঘটনার বাকি অংশ পরবর্তী আয়াতসমূহে বিধৃত হয়েছে।

(২) অর্থাৎ, যেহেতু কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার কারণে হত্যাকারী দুনিয়া ও পরকালে যাবতীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তাই আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি এই বিধান দিলাম। উল্লেখ্য যে, "কিসাস" বা প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ গ্রহণের অধিকার একমাত্র সরকারী বিচারকের; কোন ব্যক্তি সাধারণের এ এখতিয়ার নেই।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৭ নং আয়াত:

১. যদ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা যায়, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার কুরবানী পেশ করার বিধান। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. হিংসা ও হিংসার অশুভ পরিণতির জঘন্যতার বর্ণনা। (প্রাগুক্ত)

৩. নেক আমল কবুল হওয়া ইখলাস ও তাক্ওয়ার উপর মাওকূফ। (প্রাগুক্ত)

● ২৮ নং আয়াত:

১. অন্যায়ের প্রত্যুত্তর অন্যায় দ্বারা না দেয়াই ভাল মানুষের আদর্শ।

২. কাউকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহপ্রাপ্ত এবং নিজেকে তা থেকে বঞ্চিত দেখলে তজ্জন্য তাকে হিংসা না করে নিজের দোষ-ত্রুটি ও গোনাহের প্রতি লক্ষ্য করা এবং তা থেকে তওবা করা। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. "আমি তো সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।"– এ থেকে বোঝা গেল আল্লাহ জাল্লা শানুহুর ভয় দ্বারা অপরাধ থেকে বিরত থাকা যায়। অতএব খোদাভীতি ও তাকওয়া হল সমাজ থেকে অন্যায় অপরাধ দূর করার সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা।

● ২৯ নং আয়াত:

১. কেউ কাউকে অন্যায় ভাবে হত্যা করলে হত্যাকারী দ্বিগুণ গোনাহের ভাগী হয়, এক. অন্যায়ভাবে হত্যা করার গোনাহ; দুই. নিহত ব্যক্তির গোনাহ। পক্ষান্তরে নিহত ব্যক্তি মাজলুম হওয়ার কারণে সে তার জীবনের গোনাহ থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. হত্যা ও জুলুমের শাস্তি জাহান্নাম।

● ৩০ নং আয়াত:

১. পৃথিবীতে সর্বপ্রথম হত্যার সূচনা কে করল তার সম্বন্ধে জানা গেল। (সে ছিল কাবীল।)

২. জুলুম ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার শাস্তি পরকালে ভোগ করার পূর্বে দুনিয়াতেও ভোগ করতে হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

● ৩১ নং আয়াত:

১. দাফনের বিধান ও তা প্রবর্তিত হওয়ার সূচনাকাল সম্বন্ধে জানা গেল। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. দুনিয়ার শাস্তি বা কলংকের ভয়ে অপরাধের জন্য লজ্জিত হওয়া তওবা বলে গণ্য হয় না। বরং আল্লাহর ভয়ে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হবে। তাছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীর নাজাতের জন্য কেবল তওবা যথেষ্ট নয়।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ৩২ নং আয়াত:

১. সরকারী বিচারকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হত্যার বিনিময়ে হত্যা করা যায়। (মাআরিফুল কুরআন ইদ্রীস কান্ধলবী)

২. অনর্থ সৃষ্টি তথা ডাকাতি, বিবাহের পরে ব্যভিচার করা, মুরতাদ হয়ে যাওয়া, কাউকে মুরতাদ হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা কিংবা আল্লাহ, রসূল ও শরীয়তের বিধি-বিধান নিয়ে উপহাস করার কারণে সরকারী বিচারকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শরীয়ত সমর্থিত পন্থায় অপরাধীকে হত্যা করা যায়। (প্রাগুক্ত)

৩. উল্লেখিত কারণসমূহের কোন একটি ব্যতীত অথবা সরকারী বিচারকের সিদ্ধান্ত ব্যতীত নিজেই কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে তা সমগ্র মানব সমাজকে হত্যা করার শামিল। কেননা, সে হত্যা আরও বহু হত্যার দুয়ার খুলে দেয়। (প্রাগুক্ত)

৪. জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে বনী ইসরাঈলের মাঝে ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়নি, কেননা তাদের কাছে নবী-রসূল এসেছিলেন; বরং এর কারণ ছিল তাদের নফসের গোলামী। (আইছারুত্তাফাসীর)

إِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ﴿۳۳﴾

(৩৩) যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে সংগ্রাম করে অর্থাৎ, দুনিয়াতে ফ্যাসাদ[১] করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, অবশ্যই তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শুলীতে চড়ানো হবে। অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করা হবে। এটা তাদের জন্য দুনিয়ার লাঞ্ছনা, আর পরকালে তো তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি রয়েছেই।[২]

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۴﴾

(৩৪) কিন্তু হাঁ, যারা তওবা করে নেয় তোমরা তাদেরকে গ্রেফতার করার পূর্বে, (তাদের কথা ভিন্ন।) তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ অত্যন্তক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৩]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে "ফ্যাসাদ" তথা অশান্তি দ্বারা উদ্দেশ্য ডাকাতী ও লুণ্ঠন করা। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হত্যাকাণ্ড ও তার গুরুতর অপরাধের কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত দু'টিতে হত্যা, লুণ্ঠন ও ডাকাতির শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

(৩) গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে নিলে তার উপর 'হদ্' প্রয়োগ না হওয়ার বিধানটি কেবল ডাকাতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অন্য কোন হদের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৩-৩৪ নং আয়াতদ্বয়:

১. ডাকাত যদি শুধু কাউকে হত্যা করে, মাল নেয়ার সুযোগ না পায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে ডাকাত একজন হোক বা একাধিক হোক তাদেরকে হত্যা করা হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. হত্যা ও লুণ্ঠন উভয় অপরাধ সাব্যস্ত হলে সে ক্ষেত্রে তার শাস্তি হবে শুলী। (প্রাগুক্ত)

৩. হত্যা না করে যদি কেবল মাল লুণ্ঠন করে তবে তার শাস্তি ডান হাত কব্জি থেকে এবং বাম পা টাখনু গিরা থেকে কেটে দেয়া। (প্রাগুক্ত)

৪. হত্যা বা লুণ্ঠনের পূর্বেই যদি ধরা পড়ে যায় তবে মানুষের সাথে তার অবাধ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে তাকে জেলখানায় আবদ্ধ করে রাখতে হবে। হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর মতে অবাধ চলাফেরা থেকে বঞ্চিত থাকাই এখানে দেশ থেকে বহিষ্কারের অর্থ। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতও তাই। (প্রাগুক্ত)

৫. "এটা তাদের জন্য দুনিয়ার লাঞ্ছনা, আর পরকালে তো তাদের জন্য মহা শাস্তি রয়েছেই।" এ থেকে বোঝা যায় হদ বা নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ হল দুনিয়ার লাঞ্ছনার জন্য, এর দ্বারা সংশ্লিষ্ট গোনাহ মাফ হবে না, তার জন্য তওবা করতে হবে। নতুবা পরকালে শাস্তি হবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۳۵﴾

(৩৫) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায়[১] অন্বেষণ কর এবং (বিশেষভাবে) তার পথে জেহাদ কর, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।[২]

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۳۶﴾

(৩৬) নিশ্চয় যারা কুফ্‌রী করেছে তাদের কাছে যদি পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ সম্পদ থাকে; এসবের বিনিময়ে কেয়ামত দিবসের আযাব থেকে তাদের মুক্তি পাওয়ার জন্য, তবুও তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[২]

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا ۡ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿۳۷﴾

(৩৭) তারা আগুন (অর্থাৎ, দোযখ) থেকে বের হতে চাইবে অথচ তারা তা থেকে বের হওয়ার নয়। আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) وسيلة অর্থ নৈকট্য লাভের উপায় তথা জরুরী ইবাদত বন্দেগী ও আনুগত্য। (আবুস-সুউদ ও বয়ানুল কুরআন)

(২) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ডাকাতি ও লুণ্ঠনের শাস্তি এবং তার বিস্তারিত বিধি-বিধান উল্লেখিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত দু'টিতে আল্লাহ ভীতি, ইবাদত ও জেহাদের প্রতি উৎসাহ দান এবং কুফরী, নাফরমানী ও পাপের ধ্বংসকারীতা বর্ণিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের মাঝে মানসিক বিপ্লব সৃষ্টি করা। কেননা, জনমনে আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের ভয় সৃষ্টি করা ব্যতীত জগতের কোন আইন ও আইনপ্রতিরক্ষা বাহিনী অপরাধ দমনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর। অর্থাৎ, তাঁর আনুগত্য ও তাঁর সন্তুষ্টির কাজ করে তাঁর নৈকট্য অর্জন কর, আর তাঁর পথে জেহাদ কর। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, যারা আল্লাহকে ভয় করে না এবং তাঁর মর্জি মুতাবেক চলে না তার সাথে কুফরী করে এবং নিজেদের ও পরিজনের বাসনা পূরণের জন্য হালাল ও হারামের তোয়াক্কা না করে সম্পদ সঞ্চয় করে, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, যখন কেয়ামতের আযাব আসবে তখন মানুষ জগতে সঞ্চিত সমুদয় অর্থ-সম্পদ, আসবাবপত্রসহ সবকিছুর বিনিময় দিয়েও যদি সে আযাব থেকে রক্ষা পেতে চায়, তবুও তা সম্ভব হবে না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৫ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা, তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য চেষ্টা সাধনা করা এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের পথ খোঁজার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

৩. জেহাদ নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ভিন্নভাবে পুনরায় জেহাদের উল্লেখ করার উদ্দেশ্য জেহাদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা। (মাআরিফুল কুরআন)

৪. "আল্লাহর পথে জেহাদ" বলে এদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে জেহাদ সেটা যা আল্লাহর পথে হবে। ব্যক্তি বা দুনিয়াবী রাজনৈতিক স্বার্থে কেউ সন্ত্রাসকে জেহাদ নামে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে তা জেহাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে না।

● ৩৬-৩৭ নং আয়াতদ্বয়:

১. কেয়ামত দিবসের আযাবের ভয়াবহতা বর্ণিত হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

২. কেয়ামতের দিন কোন মুক্তিপণ বা কোন সুপারিশ কাফেরদের উপকারে আসবে না। (প্রাগুক্ত)

৩. কাফেরদের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে।

৪. কাফেররা জাহান্নাম থেকে বের হতে সক্ষম হবে না।

৫. তাদেরকে স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে হবে।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٣٨﴾

(৩৮) যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে ফেল[১] তাদের কৃতকর্মের কারণে বদলা স্বরূপ- আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি স্বরূপ। আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাধর, অত্যন্ত হেকমতের অধিকারী।

فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٩﴾

(৩৯) অনন্তর যে তার (এই) সীমালংঘনের[২] পর তওবা করে নেয় এবং (আমলকে) সংশোধন করে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তার তওবা কবুল করে নেন। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٠﴾

(৪০) তুমি কি জান না যে, নিশ্চিতই আসমানসমূহ এবং জমিনের আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর আল্লাহ সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমত-

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হানাফী মাযহাব মতে দশ দেরহাম বা তদুর্দ্ধ পরিমাণ অর্থ বা সমপরিমাণ মূল্যের মাল চুরি করলে বিচারক চোরের (ডান) হাত গিট থেকে কর্তন করে দিবেন। পরবর্তীবার অনুরূপ চুরির দায়ে তার বাম পা গিট থেকে কেটে দেয়া হবে। এরপরও যদি কেউ চুরি করে তাহলে তাকে বন্দী করে রাখা হবে। (হেদায়া)

(২) অর্থাৎ, চুরি করার পর। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৮ নং আয়াত:

১. চোরের শাস্তির বিধান (হাতকাটা) বর্ণিত হয়েছে।

২. এই বিধানের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সকলের হুকুম অভিন্ন।

● ৩৯ নং আয়াত:

১. চোর খাঁটি অন্তরে তওবা করে নিলে এবং আমলের সংশোধন করে নিলে তার তওবা কবুল হওয়ার এবং পরকালে শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার আশ্বাসবাণী ব্যক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য- আমল সংশোধনের মধ্যে এই বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত- চুরির মাল মালিককে ফেরত দেয়া, নষ্ট হয়ে থাকলে ক্ষতি পুরণ দেয়া আর তাও না পারলে মালিক থেকে ক্ষমা করিয়ে নেয়া। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. "অনন্তর যে তার সীমালংঘনের পর তওবা করে নেয় ..." এ থেকে বোঝা যায় হদ বা চুরির নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ হল দুনিয়ার লাঞ্ছনার জন্য, এর দ্বারা সংশ্লিষ্ট গোনাহ মাফ হবে না এবং পরকালের শাস্তিও মাফ হবে না। গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য এবং পরকালের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তওবা করতে হবে।

● ৪০ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী। অতএব তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি ও শাস্তির বিধান দিতে পারেন– এ ব্যাপারে মুখ খোলার বা বাঁধা সৃষ্টি করার অধিকার বা ক্ষমতা কারও নেই। সুতরাং বিনাবাক্যে আল্লাহর বিধান ও ফয়সালাকে মেনে নেয়া কর্তব্য। (আইছারুত্তাফাসীর অবলম্বনে)

২. শাস্তি প্রদান বা ক্ষমা করা– এটা আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত বিষয়, এ ব্যাপারে তিনি বাধ্য নন। যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করতে পারেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিতে পারেন। (তবে শিরক তিনি ক্ষমা করবেন না এ ব্যাপারে অন্য আয়াতে বক্তব্য এসেছে।

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ؕ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ؕ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ؕ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ ۖ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٤١﴾

(৪১) হে রসুল! তোমাকে যেন দুঃখ না দেয় ঐ সমস্ত লোক যারা দৌড়ে দৌড়ে কুফরীতে পতিত হয় অর্থাৎ, যারা নিজেদের মুখে বলে, আমরা ঈমান এনেছি অথচ তাদের[৩] অন্তর ঈমান আনেনি এবং যারা ইয়াহুদী। তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত তৎপর, কান পেতে থাকে (তোমার কথায়) এক সম্প্রদায়ের জন্য, যারা তোমার নিকট আসেনি। তারা (আল্লাহর) কথাগুলোকে স্বস্থানে স্থিত থাকার পরও[১]বিকৃত করে ফেলে। তারা বলে, যদি তোমাদেরকে এই (বিকৃত) বিধান দেয়া হয়, তাহলে তা গ্রহণ করবে আর যদি তোমাদেরকে এই (বিকৃত) বিধান না দেয়া হয় তাহলে বিরত থাকবে। আর আল্লাহ যার গোমরাহী চান তার জন্যে আল্লাহর কাছ থেকে তুমি কখনও কিছু করতে পারবে না। এরা ঐ লোক আল্লাহ যাদের অন্তরকে পবিত্র করতে চাননি। তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা রয়েছে। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি।

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٤٢﴾

(৪২) তারা মিথ্যা শ্রবণে খুব তৎপর, বড়ই হারামখোর।[২] অতএব যদি তারা তোমার কাছে আসে, তাহলে হয় তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিও অথবা তাদের থেকে এড়িয়ে যেও। আর যদি তুমি তাদের থেকে এড়িয়ে যাও, তাহলে আদৌ তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর ফয়সালা করলে তাদের মধ্যে ন্যায়সংগত ফয়সালা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় বিচারকদের ভালবাসেন।

وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٣﴾

(৪৩) আর কীরূপে তারা তোমাকে ফয়সালাকারী বানাবে, যখন তাদের নিকট রয়েছে তাওরাত, যাতে আল্লাহর বিধান[৩] বিদ্যমান? তারপর তারা এই ফয়সালা আনার পরও (ফয়সালা মানা থেকে) ফিরে যায়। আর ওরা কোনক্রমেই মানার লোক নয়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

৪১ নং আয়াতের প্রাসঙ্গিক ঘটনা: খায়বারের এক ইয়াহুদী পুরুষ ও এক ইয়াহুদী নারী যেনায় লিপ্ত হল, তারা ছিল বিবাহিত ও বিবাহিতা। তাওরাতের বিধান মতে তাদের শাস্তি ছিল সঙ্গেছার বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা। কিন্তু ইয়াহুদীরা এই বিধানকে বিকৃত করে ফেলেছিল। তারা যেনায় লিপ্ত ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত পরিবারের হলে সঙ্গেছারের পরিবর্তে তাকে কিছু বেত্রাঘাত করতঃ মুখে কালি মেখে গাধার পিঠে চড়িয়ে শহরে ঘুরাতো এবং বলত, এটাই তাওরাতের বিধান। সে মতে উক্ত ইয়াহুদী পুরুষ ও নারী সম্ভ্রান্ত পরিবারের হওয়ায় তাদের উপর সঙ্গেছারের বিধান জারী না করাই ছিল তাদের অভিপ্রায়। তারা তাদের স্বপক্ষে মত ও সমর্থন পাওয়ার উদ্দেশ্যে বনু কোরায়জা গোত্রের কতিপয় ইয়াহুদীকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট প্রেরণ করল এবং বলে দিল মুহাম্মাদ যদি এই (বিকৃত) বিধান অর্থাৎ, বেত্রাঘাতের কথা বলে তাহলে মেনে নিবে, অন্যথায় মানবে না। পরামর্শ মতে তারা মদীনায় এসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এর বিধান হল সঙ্গেছার। তারা বলল, তাওরাতের বিধান তো এরূপ নয় বরং বেত্রাঘাত ও মুখে কালি মেখে গাধার পিঠে চড়িয়ে শহরে ঘোরানো। পরে তাদের সামনে ফাদাক অধিবাসী প্রসিদ্ধ ইয়াহুদী পণ্ডিত ইবনে সূরিয়াকে জিজ্ঞেস করা হলে সে স্বীকার করল যে, তাওরাতেও সঙ্গেছারেরই বিধান রয়েছে। এ বিধানকে কিভাবে ইয়াহুদীরা বিকৃত করেছে সে কথাও ইবনে সুরিয়া বলল। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযেল হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী অবলম্বনে)

(১) بعد শব্দের কারণে এরূপ অনুবাদ করা হয়েছে। (কাশশাফ দ্র.)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(২) অর্থাৎ, তারা হারাম উপায়লব্ধ বস্তু ভক্ষণ করে, যেমন ঘুষ ইত্যাদি।

(৩) এখানে বিধান বলে সঙ্গেছার সম্পর্কিত বিধান বোঝানো হয়েছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪১ নং আয়াত:

১. ইয়াহুদী ও মুনাফেকদের কুফরী তৎপরতা সম্পর্কে দুঃখ, দুঃশ্চিন্তা না করার কথা বলা হয়েছে।

২. বিনা প্রয়োজনে মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথা শ্রবণ করা অন্যায়। (বয়ানুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

৩. ইয়াহুদীগণ আল্লাহর কিতাব তথা তাওরাতে (শাব্দিক ও অর্থগত) বিকৃতি ঘটাতো। এরূপ বিকৃতি ঘটানো হারাম। (প্রাগুক্ত)

৪. হেদায়াত প্রাপ্তির জন্য আল্লাহর ইচ্ছা তথা তাওফীক লাভ করা আবশ্যক। অতএব হেদায়াত লাভ ও তার উপর অটল থাকার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা কর্তব্য।

৫. ইয়াহুদী মুনাফেকদের জন্য দুনিয়াতে লাঞ্ছনা ও আখেরাতে মহা শাস্তি রয়েছে।

● ৪২ নং আয়াত:

১. মুসলমান শাসক কিতাবীদের বিচারকার্যের বেলায় স্বাধীন। ইচ্ছা করলে বিচার করতে পারেন অথবা তাদের পন্ডিতদের উপর সেটা ন্যস্ত করতে পারেন। তবে মোকদ্দমা দায়েরকারী কিতাবী মুসলমানদের অধীনস্ত যিম্মী হলে এবং ইসলামী আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করলে তার ফয়সালা করা মুসলিম বিচারকের দায়িত্বে ফরয। (মাআরিফুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

২. মোকদ্দমা দায়েরকারী অমুসলিম হলেও তার প্রতি ইনসাফ করা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. ইনসাফ রক্ষা করার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে যে, ইনসাফ রক্ষাকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন।

● ৪৩ নং আয়াত:

এ আয়াতে ইয়াহুদীদের ঈমান থেকে ফিরে যাওয়া ও কুফরীর বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

إِنَّآ أَنزَلْنَا التَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

(৪৪) আমি তো তাওরাত নাযেল করেছিলাম, যাতে ছিল পথ নির্দেশ ও আলো। নবীগণ যারা (আল্লাহর) অনুগত ছিলেন, তারা ইয়াহুদীদেরকে তদনুযায়ী হুকুম দিত এবং আল্লাহওয়ালাগণ ও পন্ডিতগণও। কারণ, তাদেরকে আল্লাহর কিতাব সংরক্ষণের আদেশ দেয়া হয়েছিল এবং তারা ছিল তার তত্ত্বাবধায়ক।[১] অতএব (হে ইয়াহুদী আলেমগণ) তোমরা মানুষকে ভয় করো না[২] এবং শুধু আমাকে ভয় কর। আর সামান্য মূল্যে আমার আয়াতসমূহকে বিক্রি কর না।[৩] আর আল্লাহ যা নাযেল করেছেন তদনুযায়ী যারা বিধান না দেয় তারাই কাফের।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

(৪৫) আর তাতে (অর্থাৎ, তাওরাতে) আমি তাদের উপর ফরয করে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান এবং দাঁতের বিনিময়ে দাঁত। আর সব জখমের অনুরূপ বদলা রয়েছে। অনন্তর কেউ তা ক্ষমা করলে সেটা তার জন্য পাপ মোচনকারী হবে। আর আল্লাহ যা নাযেল করেছেন তদনুযায়ী যারা ফয়সালা না করে তারাই জালেম।

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ۙ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾

(৪৬) আর আমি তাঁদের[৪] পশ্চাতে ঈসা ইবনে মারইয়ামকে তাঁর পূর্বেকার তাওরাতের সত্যতা সমর্থনকারী রূপে প্রেরণ করেছিলাম এবং তাঁকে দান করেছিলাম তাঁর পূর্বেকার তাওরাতের সত্যতা সমর্থনকারী এবং খোদাভীরুদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ রূপে ইঞ্জীল, যাতে ছিল দিক নির্দেশনা[৫] ও আলো[৬]।

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

(৪৭) আর ইঞ্জীল অধিকারীগণ যেন আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী হুকুম প্রদান করে। আর আল্লাহ যা নাযেল করেছেন তদনুযায়ী যারা হুকুম প্রদান না করে তারাই নাফরমান।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ربانيون শব্দের অর্থ رقباء তথা তত্ত্বাবধানকারী। তারা তাওরাতের হেফাজতের তত্ত্বাবধান করত। (আবুস-সুউদ ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কিত বর্ণনা ও সঙ্গেছার ইত্যাদি বিধান প্রকাশ করার ক্ষেত্রে লোকদেরকে ভয় কর না যে, তারা তোমাদের অনুসরণ ত্যাগ করবে অথবা শত্রু হয়ে যাবে। (জালালাইন ও মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, দুনিয়ার সামান্য অর্থকড়ি লাভ করার জন্য আল্লাহর আয়াত তথা আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন বা গোপন কর না। (জালালাইন ও মাআরিফুল কুরআন)

(৪) বনী ইসরাঈলী নবীদের।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৫) আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা ও বিধি-বিধান। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) "আলো" অর্থাৎ, আমলী বিধি-বিধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৪ নং আয়াত:

১. "নবীগণ ইয়াহুদীদেরকে তদনুযায়ী (তাওরাত অনুযায়ী) হুকুম দিত"– এ থেকে বোঝা যায় তাওরাত অনুসারী বহু নবী ছিলেন।

২. নবীগণ আল্লাহর অনুগত হয়ে থাকেন, তাঁদের দ্বারা আল্লাহর কোন নাফরমানী সংঘটিত হয় না। নবীগণ হলেন মা'সূম তথা নিষ্পাপ।

৩. আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা না করলে আল্লাহর কিতাব সংরক্ষণের দায়িত্ব আদায় হয় না।

৪. আল্লাহকে ভয় করা ওয়াজিব, আর তা ফরয ওয়াজিব আদায় করা ও হারাম থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে। (আইছারুত্তাফাসীর)

৫. দুনিয়ার স্বার্থে আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন বা গোপন করা নিষিদ্ধ তথা হারাম। (মাআরিফুল কুরআন অবলম্বনে)

৬. যারা আল্লাহর বিধানকে জরুরী মনে করেনা এবং তদনুযায়ী ফয়সালা করে না বরং তার বিরুদ্ধে ফয়সালা করে তারা কাফের। আল্লাহর বিধি-বিধান সত্য-এই বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর বিধি-বিধান অনুযায়ী ফয়সালা না করা পাপ ও অন্যায়। আর তা যদি আল্লাহর বিধি-বিধান সত্য নয়–এই বিশ্বাসের বশবর্তী হওয়ার কারণে হয় তবে তা সম্পূর্ণ কুফরী। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৪৫ নং আয়াত:

১. জীবনের ক্ষেত্রে কেছাছ তথা প্রাণ হত্যা এবং অন্যান্য জখমের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব। যেমন চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, হাতের বদলে হাত ইত্যাদি। বনী ইসরাঈলের ক্ষেত্রে এই বিধান ছিল। এই উম্মতের জন্যও অনুরূপ বিধান। আর যেসব জখম বা অঙ্গচ্ছেদের ক্ষেত্রে সমতুল্য বদলা গ্রহণ সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী ফয়সালা হবে। (আইছারুত্তাফাসীর ও বয়ানুল কুরআন)

২. তাওরাতে কেছাছের বিধান ছিল।

৩. হত্যার ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির ওলীর এবং জখমের ক্ষেত্রে স্বয়ং আহত ব্যক্তির ক্ষমা করার অধিকার আছে। (বয়ানুল কুরআন)

৪. এরূপ ক্ষমা করা দ্বারা ক্ষমাকারীর পাপ মোচন হবে অর্থাৎ, এরূপ ক্ষমা করা ছওয়াবের কাজ। (প্রাগুক্ত)

৪. কেছাছ বা জখমের বদলা গ্রহণের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা না করা জুলুম। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৪৬ নং আয়াত:

১. হযরত ঈসা (আ.) কে ইঞ্জীল কিতাব দান করা হয়েছিল।

২. ইঞ্জীলে আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত বিধি-বিধানও ছিল, আমলী বিধি-বিধানও ছিল। (৫ ও ৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

● ৪৭ নং আয়াত:

ইঞ্জীল অনুযায়ী আমল করা এবং তদনুযায়ী ফয়সালা করা তখনকার যুগে ওয়াজিব ছিল। পরবর্তিতে কুরআন আগমনের দ্বারা ইঞ্জীলের বিধান রহিত হয়ে যায়। (বয়ানুল কুরআন অবলম্বনে)

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٨﴾

(৪৮) আর আমি তোমার প্রতি নাযেল করেছি সত্যতা-গুণে বিভূষিত[১] এই কিতাব[২], তার পূর্বেকার কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর সংরক্ষকরূপে।[৩] অতএব আল্লাহ যা নাযেল করেছেন তদনুযায়ী তুমি তাদের মাঝে ফয়সালা কর এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ কর না। তোমাদের প্রত্যেক (উম্মত)-এর জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরীয়ত এবং স্পষ্ট পথ।[৪] আর আল্লাহ যদি চাইতেন তবে অবশ্যই তোমাদেরকে একই উম্মত করে দিতেন, কিন্তু (তদ্রূপ করেননি) যেহেতু তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন তাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নিবেন। অতএব কল্যাণকর বিষয়াদির দিকে ধাবিত হও। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। তারপর যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করছিলে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿٤٩﴾

(৪৯) আর তোমাকে (আবারও) নির্দেশ দিচ্ছি[৫] যে, আল্লাহ যা নাযেল করেছেন তদনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা কর এবং তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ কর না। আর তাদের ব্যাপারে সতর্ক হও যাতে আল্লাহ যা তোমার প্রতি নাযেল করেছেন তার কোন অংশ থেকে তারা তোমাকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ তো তাদের কোন কোন পাপের দরুণ তাদেরকে শাস্তি দিতে চান। আর অনেক লোক তো নাফরমানই হয়ে থাকে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৫০) তবে কি তারা জাহেলী যুগের ফয়সালা কামনা করে[৬]? আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের নিকট আল্লাহ অপেক্ষা ফয়সালা কার্যে কে উত্তম?	اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝٥٠

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) باحق -এর অর্থ متلبسا باحق এরই আলোকে "সত্যতা-গুণে বিভূষিত" এরূপ অনুবাদ করা হয়েছে।

(২) অর্থাৎ, কুরআন।

(৩) مهيمنا عليه : এখানে مهيمن শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে– সংরক্ষক, আমানতদার ও বিজয়ী ইত্যাদি। পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জীলে যে সব পরিবর্তন বা বিকৃতি ঘটানো হয়েছিল, কুরআন সে সব পরিবর্তন ও বিকৃতির মুখোশ উন্মোচন করে সংরক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ হিসেবে কুরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সংরক্ষক। আবার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে যে সমস্ত ইলম, হেদায়াত এবং আহকাম ছিল আমানতদারীর সাথে কুরআনে তৎসমুদয় বিদ্যমান রয়েছে। অতএব কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের আমানতদার। তবে তৎকালীন সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ শাখা-প্রশাখাগত বিষয়সমূহ কুরআনে রহিত করা হয়েছে। আর কুরআন যেহেতু পরিপূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ তাই সেটি সব গ্রন্থের উপরই বিজয়ী। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত)

(৪) شرعة ومنهاجا : শিরআত ও মিনহাজ শব্দদ্বয়ের আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে ঘাট ও স্পষ্ট পথ। এর ভাবার্থ ধর্মীয় বিধি-বিধান ও ধর্মীয় নীতি। অনেকের মতে উভয় শব্দ একই মর্মবোধক। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, শির'আত অর্থ শরীয়ত বা ধর্মের বাহ্যিক বিধি-বিধান এবং মিনহাজ বা স্পষ্ট পথ বলে "তরীকত" অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক বিধি-বিধানকে বোঝানো হয়েছে। (তাফসীরে কাবীর)

(৫) "তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি" বাক্যটি আরবীতে উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন, টীকা দ্রঃ)

(৬) অর্থাৎ, কুরআনের ফয়সালা এবং কুরআনের বিধানের বিপরীতে তাদের মনগড়া অজ্ঞতা সুলভ বিধান ও ফয়সালা কামনা করে?

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৮ নং আয়াত:

১. কুরআন পূর্বেকার কিতাবসমূহের সংরক্ষক। (৩ নং টীকায় ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

২. কুরআন অনুযায়ী ফয়সালা করা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. ওহী তথা কুরআন ও সুন্নাহ পরিত্যাগ করতঃ মানুষের খেয়াল খুশি অনুযায়ী কাজ করা নিষিদ্ধ।

৪. বিভিন্ন উম্মতকে বিভিন্ন শরীয়ত দিয়ে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন এভাবে যে, কে নতুন শরীয়ত এলে তার অনুসরণে লেগে যায় এবং পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরীয়ত এবং পৈতৃক ধর্ম প্রিয় হওয়া স্বত্ত্বেও তা বর্জন করতঃ নতুন শরীয়তের অনুবর্তী হয়, আর কে পূর্ববর্তী ধর্মকেই আঁকড়ে থাকে এবং তার বিপক্ষে পরবর্তী শরীয়ত গ্রহণের খোদায়ী নির্দেশের প্রতি কর্ণপাত না করে। (মাআরিফুল কুরআন অবলম্বনে)

www.maktabatulabrar.com

৫. পুনরুত্থানের কথা বর্ণিত হয়েছে।

● ৪৯ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে কুরআন অনুযায়ী ফয়সালা করা এবং কুরআন-সুন্নাহ পরিত্যাগ করত মানুষের খেয়াল খুশি অনুযায়ী কাজ না করার নির্দেশ পুনরুক্ত হয়েছে।

২. কেউ যেন কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত করতে না পারে সে ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকা চাই।

৩. দুনিয়ায় অনেক বিপদ আপদ পাপের কারণে হয়ে থাকে।

● ৫০ নং আয়াত:

১. আল্লাহর বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে ফয়সালা কামনা করা বা তদ্রূপ ফয়সালা করা পাপ ও অন্যায়। আর তা যদি আল্লাহর বিধি-বিধান সত্য নয়–এই বিশ্বাসের বশবর্তী হওয়ার কারণে হয় তবে তা সম্পূর্ণ কুফরী। (মাআরিফুল কুরআন)

২. আল্লাহর ফয়সালা তথা ইসলামী শরীয়তের ফয়সালাই সর্বোত্তম ফয়সালা। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৫১) হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইয়াহুদী ও নাছারাদেরকে বন্ধু বানিও না। তারা একে অপরের বন্ধু।[১] আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তো তাদের মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ সেই জালেম সম্প্রদায়কে[২] হেদায়াত করেন না।	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٥١
(৫২) ফলে তুমি তাদেরকে –যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে– ওদের মধ্যে ধাবিত হতে দেখবে[৩] এই বলে যে, আমাদের আশঙ্কা হয় আমাদের কোন বিপদ ঘটবে।[৪] যাহোক সত্বর আল্লাহ বিজয় অথবা নিজ পক্ষ থেকে এমন কোন বিষয় দিবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল তজ্জন্য অনুতপ্ত হবে।	فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰۤى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَاۤ اَسَرُّوْا فِىْۤ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ۝٥٢
(৫৩) এবং মু'মিনরা বলবে, এরাই কি তারা, যারা আল্লাহর নামে দৃঢ় শপথ করেছিল যে, অবশ্যই তারা তোমাদের সাথেই রয়েছে। (আল্লাহ বলেন,) তাদের কৃতকর্মসমূহ ব্যর্থ হয়েছে; ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।	وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَهٰۤؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ۝٥٣

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, ইয়াহুদীরা পরস্পরে বন্ধু এবং নাছারারা পরস্পরে বন্ধু। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, যারা ইয়াহুদী নাছারাদের সাথে বন্ধুত্ব করে নিজেদের প্রতি জুলুম বা অবিচার করেছে। তাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত করেন না অর্থাৎ, সু-বুদ্ধি দান করেন না।

(৩) ওদের মধ্যে ধাবিত হতে দেখবে। এ বাক্যে ওদের মধ্যে অর্থাৎ ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিক তথা কাফেরদের মধ্যে। ওদের মধ্যে ধাবিত হওয়ার অর্থ ওদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে তৎপর হওয়া। (জালালাইন ও বয়ানুল কুরআন অবলম্বনে)

(৪) অর্থাৎ, কখনও কালচক্রে আমরা বিপন্ন হয়ে পড়তে পারি। অতএব ইয়াহুদীদের সাথে বাহ্যিক সদ্ভাব না রাখলে বিপদের মুহূর্তে আমরা তাদের সহানুভূতি পাব না। বাইরে তারা একথা বললেও তাদের মনের কথা ছিল এই যে, মুসলমানদের পরাজয় ঘটলে আমরা ইয়াহুদীদের আশ্রয় পাব, কাজেই তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা আবশ্যক। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫১ নং আয়াত:

১. ইয়াহুদী, নাছারাসহ সকল শ্রেণীর কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন হারাম।

২. "যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তো তাদের মধ্যে গণ্য হবে"– এ থেকে বোঝা যায় কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকে ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যাওয়া হিসেবে গণ্য করা হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. যারা ইয়াহুদী নাছারাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত করেন না অর্থাৎ, সুবুদ্ধি দান করেন না।

● ৫২ নং আয়াত:

কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার জন্য মুনাফেকদের নিন্দা করা হয়েছে এবং মুসলমানদের বিজয় ও তখন মুনাফেকদের লাঞ্ছনার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। সেমতে মক্কা বিজয় ও তখন মুনাফেকদের লাঞ্ছনার চিত্র সবাই প্রত্যক্ষ করেছিল। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

● ৫৩ নং আয়াত:

মুনাফেকদের আমল গ্রহণযোগ্য ও ছওয়াবযোগ্য নয়। কারণ, তাদের আমল ইখলাসের সাথে হয় না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۭ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٤﴾

(৫৪) হে ঈমানদারগণ, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ নিজ ধর্ম থেকে ফিরে গেলে সত্বর আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে, মু'মিনদের প্রতি বিনয় নম্র এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর (হবে)। তারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন এবং আল্লাহ অত্যন্ত প্রাচুর্যের অধিকারী, মহাজ্ঞানী।

www.maktabatulabrar.com

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٥٦﴾

(৫৫) তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মু'মিনগণ যারা বিনিত হয়ে নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়।

(৫৬) আর কেউ আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মু'মিনদের সাথে বন্ধুত্ব রাখলে তবে (সে আল্লাহর দলভুক্ত হল এবং) নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৪নং আয়াত:

১. আয়াতে বলা হয়েছে মুসলমানদের কোন ব্যক্তি বা দল যদি ধর্ম ত্যাগ করে অমুসলিমদের সাথে হাত মিলায় তবে এতে ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। কেননা ইসলামের হেফাজতের দায়িত্ব সর্বশক্তিমান আল্লাহর, তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য কোন জাতিকে ধর্ম ক্ষেত্রে নিয়ে আসবেন যারা ইসলামের হেফাজত করবে। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলার কাজ কোন ব্যক্তি, দল বা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল নয়। (বরং কোন ব্যক্তি বা দল দ্বারা আল্লাহ কর্তৃক কাজ নেয়া এটা তার বা তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ।) [মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত]

২. এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালবাসা, মু'মিন মুসলমানদের প্রতি বিনয় নম্র থাকা, কাফেরদের প্রতি কঠোর থাকা এবং আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা ও দ্বীনের কাজ করতে গিয়ে কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় না করা– এগুলির ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, এসব গুণকে আল্লাহ ভালবাসেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. উপরোক্ত গুণাবলী আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান দান করেন। অতএব আল্লাহর কাছে এসব গুণাবলীর জন্য দুআ করা চাই।

৪. "আল্লাহ অত্যন্ত প্রাচুর্যের অধিকারী, মহাজ্ঞানী।" সেমতে তিনি চাইলে কাউকে উপরোক্ত গুণাবলীর সবগুলিই দান করতে পারেন। তবে তিনি মহাজ্ঞানী, তিনি জানেন কাকে কতটুকু দান করা সংগত, সে হিসেবেই তিনি দিয়ে থাকেন।

● ৫৫নং আয়াত:

১. আয়াতে মু'মিন মুসলমানদের বন্ধুত্ব কাদের সাথে হতে পারে তার বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

২. আয়াত দ্বারা নামায কায়েম করা ও যাকাত দান করার ফযীলত প্রমাণিত হয়।

● ৫৬ নং আয়াত:

আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মু'মিনদের সাথে বন্ধুত্বের ফলে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় লাভের কথা বলা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৫৭) হে ঈমানদারগণ, তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস্য এবং খেলনা বানায়[১], তাদেরকে এবং অন্যান্য[২] কাফেরদেরকে তোমরা বন্ধু বানিও না। আর আল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾
(৫৮) আর যখন তোমরা (আযানের মাধ্যমে) নামাযের দিকে আহ্বান কর, তখন তারা তাকে[৩] উপহাস্য এবং খেলনা বানায়। তা এ কারণে যে, তারা এমন লোক যারা বোধ রাখে না।	وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿٥٨﴾
(৫৯) তুমি বল, হে আহলে কিতাব, তোমরা আমাদের থেকে এছাড়া (আর কিছু) দূষণীয় পাচ্ছ কি যে, আমরা আল্লাহ ও আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছি?[৪] অথচ তোমাদের অধিকাংশ নিশ্চিত নাফরমান।[৫]	قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٥٩﴾
(৬০) তুমি বলে দাও, আল্লাহর নিকট প্রতিদান প্রাপ্তি হিসেবে তার চেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় সম্বন্ধে আমি তোমাদেরকে বলে দিব কি? তাহল[৬] তাদের ধর্ম[৭] যাদেরকে আল্লাহ লা'নত করেছেন, যাদের উপর তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং যাদের কতককে তিনি বানর ও শুকরে পরিণত করেছেন[৮] আর তারা শয়তানের[৯] পূজা করেছে। তারাই মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং সোজা পথ থেকে অনেকদূর বিচ্যুত।	قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۭ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ۭ اُولٰۗىِٕكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَاۗءِ السَّبِيْلِ ﴿٦٠﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) তাফসীরে কাবীরের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় উপহাস্য বানানো দ্বারা বোঝানো হয়েছে ধর্মকে নিয়ে কাফেরদের হাসি-ঠাট্টা ইত্যাদি বাহ্যিক কর্মকাণ্ডকে। আর ধর্মকে খেলনা বানানোর অর্থ ধর্মকে অর্থহীন মনে করা। (বয়ানুল কুরআন, টীকা)

(২) বয়ানুল কুরআনের তর্জমা অনুসারে "অন্যান্য" শব্দ যোগ করা হয়েছে।

(৩) "তাকে" অর্থাৎ, নামাযকে। (জালালাইন) নামায, আযান ইত্যাদি সব ইবাদতই এর অন্তর্ভুক্ত। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, তোমাদের ধর্ম নিয়ে যারা উপহাস করে তাদেরকে বলে দাও, আমরা ঈমান এনেছি এ-ই কি আমাদের অপরাধ? নিশ্চয় এটা অপরাধ নয়। অতএব সংগত কারণেই এ ধর্ম নিয়ে উপহাস করা উপহাস কারীদেরই অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির পরিচায়ক।

(৫) নাফরমান অর্থাৎ, ঈমানের গণ্ডি থেকে বহির্ভূত। অতএব ইনসাফের সাথে বল, নাফরমান লোকদের অধিকার আছে কি যে, সৎ ও সত্য ধর্মাবলম্বীদের সমালোচনা করে? (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) এখানে "তাহল" কথাটি আরবীতে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৭) "ধর্ম" শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য আছে। (রুহুল মাআনী ও বয়ানুল কুরআন)

(৮) লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী "আইলা" (বর্তমান আকাবা) অধিবাসী কতক বনী ইসরাঈল শনিবার মাছ শিকার (যা তাদের উপর নিষিদ্ধ ছিল) করার কারণে শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে বানরে পরিণত করে দেন। (সূরা বাকারার ৬৫ নং আয়াত দ্রঃ) আর ঈসা (আ.)-এর উম্মতের মধ্যে আসমানী খাঞ্চার না-শোকরী করায় বানর ও শুকরে রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনা ঘটে। (জালালাইন)

(৯) জালালাইন, বয়ানুল কুরআন প্রভৃতি তাফসীরে এখানে طاغوت এর অর্থ করা হয়েছে শয়তান। আর শয়তানের পূজা করার অর্থ তার আনুগত্য করা। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৭ নং আয়াত:

১. ধর্মকে নিয়ে উপহাসকারী কাফের মুশরিক ও ইয়াহুদীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। একজন মুসলমানের নিকট ধর্মের চেয়ে অধিক সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু হতে পারে না। অতএব সেই ধর্মকে নিয়ে যারা উপহাস করে তাদেরকে সে কোন ক্রমেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও জালালাইন)

২. তাকওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

● ৫৮ নং আয়াত:

১. ইয়াহুদীদের বদ চরিত্রের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এই বলে যে, আযান দেয়া হলে তারা নামায নিয়ে উপহাস করত।

২. "তা এ কারণে যে, তারা এমন লোক যারা বোধ রাখে না।" – এ থেকে বোঝা যায় ধর্ম ও ধর্মীয় কর্মকে উপহাস বা অবজ্ঞা করা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছু নয়।

● ৫৯ নং আয়াত:

১. মুসলমানদের সাথে ইহুদী নাসারাদের শত্রুতা মুসলমানদের কোন দোষের কারণে নয় বরং তা শুধু মুসলমানদের সত্য আকীদা-বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে।

২. অত্র আয়াতে তাদের সকলকে নাফরমান বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে "তাদের অধিকাংশই নাফরমান।" কারণ, তাদের কিছু সংখ্যক লোক ঈমানদারও ছিল। এতে বোঝা যায় ঢালাওভাবে কোন সম্প্রদায়ের সমালোচনা করা থেকে বিরত হওয়া বাঞ্ছনীয়। (মাআরিফুল কুরআন অবলম্বনে)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ৬০ নং আয়াত:

১. পরকালে ইহুদী নাসারাদের পরিণাম অত্যন্ত নিকৃষ্ট হবে।

২. ইয়াহুদ নাসারাগণ আল্লাহর অভিশপ্ত ও ক্রোধপ্রাপ্ত সম্প্রদায়।

৩. আয়াতে ইহুদী নাসারাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করে একথা বলা হয়নি যে, তোমরা নিকৃষ্ট দল, তোমরা আল্লাহর অভিশপ্ত ও ক্রোধপ্রাপ্ত সম্প্রদায়। এরূপ বললে হয়ত তাদের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি হত। বরং এ কথাগুলি পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে। এতে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, দাওয়াত ও প্রচার কার্যে সরাসরি কারো প্রতি দোষ সম্পৃক্ত না করা বাঞ্ছনীয় বরং বর্ণনাভঙ্গি এরূপ হওয়া চাই, যাতে সম্বোধিত ব্যক্তির মনে উত্তেজনা সৃষ্টি না হয়। (মাআরিফুল কুরআন অবলম্বনে)

৪. বনী ইসরাঈলের মধ্যে কতককে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করা হয়। (৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

৫. ইয়াহুদ নাসারাগণ পরকালে মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং দুনিয়াতে সোজা পথ থেকে বিচ্যুত।

وَ اِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْۤا اٰمَنَّا وَ قَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ﴿۶۱﴾

(৬১) আর তারা যখন তোমাদের নিকট আসে, তখন বলে, "আমরা ঈমান এনেছি" অথচ তারা প্রবেশ করেছে কুফরীকে সঙ্গে নিয়ে এবং তারা বের হয়েও গিয়েছে তা সঙ্গে[১] নিয়ে। আর তারা যা গোপন করছিল আল্লাহ তা খুব অবগত।

وَ تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۶۲﴾

(৬২) এবং তুমি তাদের এমন অনেককে দেখছ যারা পাপ, সীমালংঘন[২] ও হারাম ভক্ষণে দৌড়ে দৌড়ে পতিত হচ্ছে।[৩] নিশ্চয় তারা যা করছে তা নিকৃষ্ট।

لَوْلَا يَنْهٰىهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَ اَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿۶۳﴾

(৬৩) রব্বানী[৪] ও পণ্ডিতগণ তাদের পাপ কথা বলা এবং তাদের হারাম খাওয়া থেকে তাদেরকে বাঁধা দেয় না কেন? তারা যা করায় অভ্যস্ত[৫] বাস্তবিকই তা মন্দ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) بالكفر ও به তে ب অব্যয়টি ملابسة অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (জালালাইন) এর ভিত্তিতে অনুবাদ করা হয়েছে "সঙ্গে নিয়ে"।

(২) পাপ ও সীমালংঘন বা জুলুম-এর মধ্যে সম্ভবতঃ পার্থক্য এই যে, প্রথমটি ব্যক্তি কেন্দ্রিক গোনাহ, আর দ্বিতীয়টি সংক্রামক। তারা সব ধরনের পাপেই জড়িত ছিল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) "দৌড়ে দৌড়ে পাপে পতিত হওয়া" দ্বারা বোঝানো হয়েছে তারা পাপ কাজে খুব তৎপর ছিল।

(৪) "রব্বানী" বলে তাদের মধ্যকার দরবেশ ও পীর মাশায়েখ গোছের লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে। আর "আহ্‌বার" বা পণ্ডিত বলে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিত ও ধর্মযাজকগণকে বোঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও আল-কুরআনুল কারীম)

(৫) يصنعون এর মূল ধাতু صنع ও صنعت -এর অর্থ সাধারণ কাজ নয় বরং এমন কাজ, যা ইচ্ছার সাথে সাথে বারবার অভ্যাস ও লক্ষ্য হিসেবে ঠিক করে করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে অভ্যস্ত ছিল এরূপ অনুবাদ করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন অবলম্বনে)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬১ নং আয়াত:

১. আয়াতে ইয়াহুদীদের মধ্যে যারা মুনাফেক ছিল তাদের কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় মদীনায় তখন ইয়াহুদীদের মধ্যেও মুনাফেক ছিল।

২. আল্লাহ গোপন বিষয় সম্বন্ধেও অবহিত। সেমতে কারও মনের মধ্যে কপটতা লুকায়িত থাকলে আল্লাহর নিকট তা গোপন থাকে না।

● ৬২ নং আয়াত:

১. প্রকাশ্য গোনাহ করার ব্যাপারে ইয়াহুদীরা বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল।

২. পাপ ও সীমালংঘন অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ।

● ৬৩ নং আয়াত:

১. পাপ কাজে বাঁধা না দেয়ার জন্য বিশেষ ভংগিতে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। বিশেষ ভাবে আলেম ও ধর্মীয় নেতাদের উপর এর গুরু দায়িত্ব অধিক বর্তায়। (আইছারুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত)

২. পাপ কাজে বাঁধা না দেয়ার অভ্যাস অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ؕ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَ لُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ وَ لَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا ؕ وَ اَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ كُلَّمَاۤ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَ يَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۶۴﴾

(৬৪) আর ইয়াহুদীরা বলল, "আল্লাহর হাত বন্ধ (হয়ে গেছে)"। তাদের হাতগুলো বন্ধ হয়ে গেছে এবং তারা যা বলেছে তার জন্য তারা অভিশপ্ত হয়েছে। বরং তাঁর উভয় হস্ত প্রসারিত[১]; যেভাবে ইচ্ছা তিনি ব্যয় করেন। আর তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা তোমার নিকট প্রেরিত হয়েছে তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করবেই এবং আমি কেয়ামত দিবস পর্যন্ত তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করে দিয়েছি। যখনই তারা যুদ্ধের জন্য আগুন প্রজ্জ্বলিত করে[২] আল্লাহ তা নির্বাপিত করে দেন এবং ভূ-পৃষ্ঠে তারা ফ্যাসাদ করে বেড়ায়। আর ফ্যাসাদকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٦٥﴾

(৬৫) আর এই কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত এবং সংযমী হত[৩], তাহলে অবশ্যই আমি তাদের থেকে তাদের দোষসমূহ অপনোদন করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে নেয়ামত সমৃদ্ধ জান্নাতে প্রবিষ্ট করতাম।

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٦﴾

(৬৬) আর যদি তারা তাওরাত, ইঞ্জীল ও তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের নিকট যা নাযেল করা হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত করত[৪], তাহলে অবশ্যই তারা নিজেদের উপর থেকে ও নিজেদের পায়ের তলদেশ থেকে ভক্ষণ করত।[৫] তাদের একদল মধ্যপন্থী[৬] আর তাদের অধিকাংশই এমন যে, তাদের কার্যকলাপ অতি জঘন্য।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

৬৪ নং আয়াতের শানে নুযূল: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধাচরণ করার ফলে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের ধন-সম্পদ হ্রাস করে দিলে ফানহাস, নুবাশ প্রমুখ ইয়াহুদী বলতে থাকে, আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে অর্থাৎ, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ কৃপণ হয়ে গেছেন, তাঁর ত্রাণ-ভাণ্ডার ফুরিয়ে গেছে। এর উত্তরে আলোচ্য আয়াতটি নাযেল হয়।

(১) অর্থাৎ, তাঁর দান চিরকাল অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে। তবে তিনি নিজের ইচ্ছামত দান করে থাকেন: যাকে ইচ্ছা বিত্তশালী করে দেন আবার যাকে ইচ্ছা দরিদ্র করে দেন। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করার ভাবার্থ যুদ্ধের সংকল্প করা। (জালালাইন)

(৩) অর্থাৎ, কুফর ও পাপ কার্য থেকে বিরত হত। (বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন)

(৪) প্রতিষ্ঠিত করার অর্থ যথারীতি ও পুরোপুরি পালন করা। (মাআরিফুল কুরআন) এই পুরোপুরি পালন করার মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বীকৃতি দেয়া এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবকে মেনে নেয়াও অন্তর্ভুক্ত। কারণ এ বিষয়টাও তাদের কিতাবে ছিল।

(৫) "উপর ও নীচ থেকে ভক্ষণ করা" কথাটি রূপকার্থে সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও সমৃদ্ধি লাভকে বোঝায়। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৬) মধ্যপন্থী অর্থাৎ, সরল ও সৎ পথের পথিক। (জালালাইন, টীকা)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৪ নং আয়াত:

১. আয়াতের প্রথম ভাগে ইয়াহুদীদের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির কারণে তাদের অভিশপ্ত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

২. দানের ক্ষেত্রে আল্লাহর উদারতার কথা ও দানের নীতি বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যেভাবে ইচ্ছা দান করেন। যাকে ইচ্ছা বিত্তশালী করে দেন আবার যাকে ইচ্ছা দরিদ্র করে দেন।

৩. ইয়াহুদীদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করে দেয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. ইয়াহুদীদের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব রকম চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

৫. ফ্যাসাদ করা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ।

● ৬৫ নং আয়াত:

১. আয়াতে আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী, নাসারাদেরকে ঈমান আনয়ন ও কুফর পরিত্যাগের দাওয়াত দেয়া হয়েছে, তাহলে তাদের বিগত পাপ ক্ষমা করারও ওয়াদা দেয়া হয়েছে।

২. এ থেকে বোঝা গেল– ইয়াহুদী, নাসারা সম্প্রদায় ঈমানের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত পথে ছিল।

৩. ঈমান আনয়ন করলে বিগত গোনাহ মাফ হয়ে যায়।

৪. ঈমানের পুরস্কার হল জান্নাত।

● ৬৬ নং আয়াত:

১. ইহুদী নাসারা সম্প্রদায় তাওরাত ইঞ্জীল পুরোপুরি মানলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও সমৃদ্ধি লাভের ওয়াদা দেয়া হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়– খোদায়ী নির্দেশ পুরোপুরি পালন করলে পরকালীন সুখ-শান্তি লাভের সাথে সাথে ইহকালীন সুখ-সমৃদ্ধিও লাভ হয়। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

২. "তাদের একদল মধ্যপন্থী" তথা সরল ও সৎ পথের পথিক। এ কথা থেকে বোঝা যায় ঢালাও ভাবে কারও সমালোচনা করা ইসলামের নীতি নয়। বরং যার বা যাদের মধ্যে যতটুকু ভাল ততটুকুকে ভাল বলে স্বীকৃতি দেয়া চাই।

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٧﴾

(৬৭) হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা কিছু নাযেল করা হয়েছে তা পৌছে দাও। আর যদি তুমি (তা) না কর, তাহলে তুমি তাঁর পয়গাম পৌছালে না। আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে হেফাজত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করেন না।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾

(৬৮) তুমি বলে দাও হে আহলে কিতাব, তাওরাত, ইঞ্জীল ও যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি নাযেল করা হয়েছে[১] তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুরই উপর নও।[২] আর তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমার নিকট যা অবতীর্ণ হয়, তা অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে অনেকের নাফরমানী ও অবাধ্যতা বৃদ্ধি করবে। অতএব এই কাফের সম্প্রদায়ের জন্য তুমি আফসোস কর না।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৬৯) এটা সুনিশ্চিত যে, যারা মু'মিন, যারা ইয়াহুদী এবং সাবেয়ী[৩] ও নাসারা– যে কেউ ঈমান আনে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি এবং নেক আমল করে, তবে তাদের কোন ভয় নেই আর না তারা চিন্তান্বিত হবে।	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝٦٩

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কুরআন। (বয়ানুল কুরআন)

(২) "কিছুরই উপর নও" অর্থাৎ, কোন গ্রহণযোগ্য ধর্মে রয়েছ বলে স্বীকৃত নও। (জালালাইন)

(৩) অধিকাংশের মতে 'সাবিঈন' একটি বিশেষ সম্প্রদায়। যারা তৎকালে সকল দ্বীন হতে নিজেদের পছন্দমত কিছু কিছু বিষয়কে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তারা নক্ষত্র ওফেরেশতা পূজা করত, যাবূর পাঠ করত এবং কা'বার দিকে মুখ করে উপাসনা করত।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৭ নং আয়াত:

১. আয়াতের শুরুতে দাওয়াত ও প্রচার কার্যে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাকীদ দেয়া হয়েছে।

২. দাওয়াত ও প্রচারের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের আক্রমন, শত্রুতা ইত্যাদির আশংকায় দাওয়াত কার্যে ভাটা পড়তে পারে, তাই বলা হয়েছে, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। বর্ণিত আছে, রাত্রিকালে সাহাবায়ে কেরাম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রহরায় নিযুক্ত থাকতেন। এই আয়াতটি নাযেল হওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রহরারত সাহাবীদেরকে বলেন, তোমরা চলে যাও, আল্লাহ স্বয়ং আমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেছেন।

৩. বস্তুত একাধিক সংকটময় মুহূর্তে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অলৌকিকভাবে রক্ষা করে আল্লাহ তাআলা জগদ্বাসীকে এই প্রতিশ্রুতির সত্যতা প্রদর্শন করেছেন। সেমতে এই আয়াতটি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্যতার একটি প্রমাণও বটে।

৪. প্রতিপক্ষের দাওয়াত গ্রহণে নিস্পৃহা, বিমুখতা দেখে দাওয়াত কার্যে হতাশা সৃষ্টি হতে পারে, সেজন্য বলা হয়েছে, আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। অতএব তোমার দায়িত্ব তুমি পালন কর। বাকী হেদায়াত, সেটা আল্লাহর হাতে। এরূপ ঘোরতর কাফের, যারা কুফর ও অস্বীকৃতিতে হটকারীতার দরুণ হেদায়াত পাওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে যার ফলে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত করছেন না, তা দেখে হতাশ হয়ো না।

● ৬৮ নং আয়াত:

১. আয়াতের প্রথম ভাগে যা বলা হয়েছে তার সারমর্ম এই যে, আহলে কিতাবগণ কোন সঠিক বা গ্রহণযোগ্য পন্থায় নেই। এতে তাদের নাজাত ও পরিত্রাণ হবে না যে পর্যন্ত না তারা তাওরাত

ইঞ্জীল ও কুরআনকে পুরোপুরি অনুসরণ করবে। আর তাওরাত ও ইঞ্জীলের মূল শিক্ষা কুরআনে বিধৃত হয়েছে। অপর পক্ষে প্রকৃত তাওরাত ও ইঞ্জীল তথা আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত তাওরাত ও ইঞ্জীল জগতের কোথাও নেই। অতএব একমাত্র কুরআনের অনুসরণ তথা ইসলাম গ্রহণের উপরই তাদের মুক্তি নির্ভর করছে। (বিভিন্ন তাফসীর অবলম্বনে)

২. আয়াতের শেষ ভাগে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, তাদের অবাধ্যতা ও অমান্যতা দেখে দুঃখ কর না। তুমি শুধু তোমার দায়িত্ব অর্থাৎ, পৌঁছে দেয়ার কাজ আঞ্জাম দিতে থাক। (প্রাগুক্ত)

● ৬৯ নং আয়াত:

আয়াতে মু'মিন তথা মুসলমান, ইয়াহুদী, সাবেয়ী ও নাসারা এই চার জাতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, এদের মধ্যে যে ঈমান ও নেক আমল অবলম্বন করবে, তার মুক্তি হবে। আল্লাহর কাছে কারও বংশ ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের মূল্য নেই। আল্লাহর কাছে সাফল্য ঈমান ও নেক আমলের উপর নির্ভরশীল। তবে একথা সুস্পষ্ট যে, কুরআন নাযেল হওয়ার পর মুসলমান হওয়ার মধ্যেই পূর্ণ আনুগত্য সীমাবদ্ধ। কারণ, তাওরাত ইঞ্জীল প্রভৃতি পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থেও এরই নির্দেশ রয়েছে। অতএব এখন কুরআন ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া তাওরাত ইঞ্জীল প্রভৃতি কিতাবের অনুসরণ বিশুদ্ধ হবে না। অতএব আয়াতের সারমর্ম এই যে, এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা মুসলমান হবে, তারাই মুক্তি পাবে এবং তাদেরই আমল আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে। (মাআরিফুল কুরআন অবলম্বনে)

(৭০) আমি তো বনী ইসরাঈলদের দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছি এবং তাদের নিকট বহু রসূল প্রেরণ করেছি। যখনই তাদের নিকট কোন রসূল এমন বিধান নিয়ে এসেছে, যা তাদের মনঃপুত হয়নি, তখন কতককে তারা মিথ্যাবাদী বলে দিয়েছে আর কতককে তারা হত্যা করছে।	لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ؕ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ ۙ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ۝٧٠
(৭১) আর তারা ধারণা করেছিল যে, কোন শাস্তি হবে না। ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল।[১] অনন্তর আল্লাহ তাদের তওবা কবূল করলেন। পুনরায় তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গেল (অর্থাৎ,) তাদের অনেকে। আর তারা যা করে আল্লাহ তা খুব প্রত্যক্ষ করছেন।	وَحَسِبُوْٓا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝٧١

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾

(৭২) নিশ্চয় তারা কাফের হয়ে গেছে যারা বলেছে যে, আল্লাহই তো মারইয়াম তনয় মাসীহ[২]। অথচ মসীহ বলেছে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, (যিনি) আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক। নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, আল্লাহ তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর এরূপ জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾

(৭৩) নিঃসন্দেহে তারা কাফের হয়ে গেছে যারা বলে, "আল্লাহ তো তিনের তৃতীয় জন"[৩] অথচ এক মা'বূদ ভিন্ন কোন মা'বূদ নেই। আর তারা যে উক্তি করছে তার থেকে যদি তারা নিবৃত্ত না হয়, তাহলে সত্যিই তাদের মধ্যে যারা কাফের থাকবে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে।

اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧٤﴾

(৭৪) তবুও কি তারা আল্লাহর দিকে ফিরবে না এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? অথচ আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ؕ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٧٥﴾

(৭৫) মারইয়াম তনয় মাসীহ একজন রসূল ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তাঁর পূর্বে (আরও) বহু রসূল গত হয়েছে এবং তাঁর মাতা সত্যনিষ্ঠ। তাঁরা উভয়ে খাদ্য গ্রহণ করত। লক্ষ্য কর তাদের জন্য কিরূপে বিশদভাবে আয়াতসমূহ[৪] বর্ণনা করি। আবার লক্ষ্য কর তারা উল্টা কোন্ দিকে যাচ্ছে।

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ؕ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٦﴾

(৭৬) তুমি বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত কর, যা না তোমাদের অপকার করার মালিক আর না উপকারের? অথচ আল্লাহই সব শোনেন, সব জানেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হেদায়াত থেকে দূরে সরে যাওয়াকে রূপকার্থে "অন্ধ ও বধির হওয়া" বলা হয়েছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) المسيح শব্দের অর্থ কোন কিছুর উপর যে হাত বুলায়। রোগীর উপর হাত বুলিয়ে হযরত ঈসা (আ.) রোগীকে রোগমুক্ত করতেন (৩ঃ ৪৯ দ্রঃ) এই অর্থে তাকে "মাসীহ" বলা হয়। মাসীহ শব্দের আরেক অর্থ পর্যটক, এই অর্থেও তাঁকে মাসীহ বলা হতে পারে।

(৩) "তিনের তৃতীয় জন" অর্থাৎ, তিনের মধ্যে একজন। নাসারাদের আকীদা হল আল্লাহ, ঈসা মাসীহ ও রুহুল কুদ্স বা জিবরাঈল (মতান্তরে মারইয়াম) এরা সবাই হল খোদা (নাউযুবিল্লাহ)। অতএব আল্লাহ হলেন তিনজনের একজন। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা মতে এই তিন জনই এক এবং একজনই তিন। যখন এরূপ ব্যাখ্যাকে যুক্তিবিরোধী ও দুর্বোধ্য বলা হয় তখন তারা একে "বুদ্ধি বহির্ভূত সত্য" আখ্যা দিয়ে ক্ষ্যান্ত হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী অবলম্বনে)

(৪) এখানে আয়াতসমূহ অর্থ প্রমাণসমূহ। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭০ নং আয়াত:

২. বনী ইসরাঈল থেকে আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত নবীর প্রতি ঈমান আনার এবং তাদের আনুগত্য করার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা অমান্য করে।

২. বনী ইসরাঈলে বহু নবী প্রেরিত হয়েছিলেন।

৩. নিজেদের খাহেশ মোতাবেক না হলে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা নিন্দনীয়।

৪. সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা ও হত্যা করা জঘন্য অপরাধ।

● ৭১ নং আয়াত:

এ আয়াতে তওবা করলে পার্থিব লাঞ্ছনা এবং অপমান থেকেও মুক্তি লাভ করা যায় এবং মারাত্মক পাপীর তওবাও আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন এ সংক্রান্ত বনী ইসরাঈলের এক দীর্ঘ ইতিহাসের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। বনী ইসরাঈলদের নিকট থেকে আল্লাহ তাআলা এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তারা আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত নবীর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাদের আনুগত্য করবে। কিন্তু তারা তার বরখেলাফ করল। ফলে আল্লাহ তাআলা বোখ্তে নাছার নামক এক জালেম বাদশাহকে তাদের উপর চড়াও করে দিলেন। তার হাতে তারা নানা রকম অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে লাগল। পরে তারা আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি ও তওবা করায় তিনি তাদের তওবা কবুল করলেন এবং উক্ত লাঞ্ছনা ও অপমানের হাত থেকে তাদেরকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু আবার তারা দুরাচারী হয়ে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) কে হত্যা করল এবং হযরত ঈসা (আ.)কে হত্যার ষড়যন্ত্র করল অর্থাৎ, পুনরায় তারা আল্লাহর হুকুম আহকাম থেকে অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। মোটকথা তাদের অভ্যাসের পরিবর্তন হল না। (ফাতহুল বয়ান)

● ৭২ নং আয়াত:

১. আয়াতে নাসারাদের এই আকীদা বিশ্বাস যে, "ঈসা মাসীহ খোদা ছিলেন" একে কুফ্রী আকীদা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর ইবাদত করতে বলেছেন। বোঝা গেল তিনি খোদা ছিলেন না। তিনি খোদা হলে বনী ইসরাঈলকে তার নিজের ইবাদত করতে বলতেন।

৩. আয়াতে ইংগীত করা হয়েছে যে, ঈসা মাসীহকে খোদা সাব্যস্ত করা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করারই নামান্তর। আর আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন কারীদেরকে জাহান্নামে যেতে হবে। তাদের উপর আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন।

৪. জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেতে হলে নাসারাদেরকে উক্ত আকীদা পরিহার করতে হবে।

৫. পরকালে কাফের মুশরিকদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। কেউ তাদেরকে সাহায্য করে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করতে পারবে না।

● ৭৩ নং আয়াত:

১. ত্রিত্ববাদের আকীদা কুফরী; এরূপ আকীদা পোষণকারী (যেমন নাসারাগণ) কাফের।

২. ত্রিত্ববাদের আকীদা কুফরী হওয়ার কথা বর্ণনার পর তাওহীদের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল ত্রিত্ববাদের আকীদা তাওহীদ পরিপন্থী। অতএব নাসারাদের কথিত তিনে এক ও একে তিন– এরূপ ব্যাখ্যা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. ত্রিত্ববাদের আকীদা পরিহার না করলে তাদের শাস্তি জাহান্নাম।

৪. "তাদের মধ্যে যারা কাফের থাকবে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি" কথা থেকে বোঝা যায় এ আকীদা থেকে তওবা করলে তারা শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে।

● ৭৪ নং আয়াত:

আল্লাহ তা'আলা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে নিজ ক্ষমা ও করুণার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে প্রত্যাবর্তন ও ক্ষমা প্রার্থনার আহবান জানিয়েছেন।

● ৭৫ নং আয়াত:

১. খৃষ্টানদের ভ্রান্ত আকীদা খণ্ডন করে বলা হয়েছে যে, ঈসা মাসীহ খোদা ছিলেন না বরং খোদার একজন রসূল ছিলেন এবং মানুষ ছিলেন। প্রমাণস্বরূপ বলা হয়েছে, তিনি এবং তাঁর মাতা মানুষের ন্যায় খাদ্য গ্রহণ করতেন।

২. এ আয়াতে ইয়াহুদীদের একটি অপবাদও খন্ডন করা হয়েছে। ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ.)-এর পিতা না থাকায় তাঁর মাকে ব্যভিচারিণী আখ্যা দিয়েছিল। অত্র আয়াতে তা খণ্ডন করে বলা হয়েছে, তাঁর মাতা একজন সত্যনিষ্ঠ ওলী বিবি ছিলেন।

৩. আয়াতের শেষে হযরত ঈসা (আ.)-এর খোদা না হওয়ার পক্ষে পর্যাপ্ত দলীল–প্রমাণ পেশ করা সত্ত্বেও নাসারাদের না মানার জন্য বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে।

● ৭৬ নং আয়াত:

১. গায়রুল্লাহর ইবাদতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

২. নাসারা সম্প্রদায় হযরত ঈসা মাসীহকে খোদা মনে করত। খোদা বলার অর্থ তাঁকে উপাস্য বলা। তারা তাঁকে ত্রাণকর্তা ও মুক্তিদাতা বলেও বিশ্বাস করত। আলোচ্য আয়াতে তাদের সেই ভিত্তিহীন অন্ধ বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণ করে বলা হয়েছে, তোমাদের উপকার বা অপকার কোনটা করার সামর্থ যার নেই, সে কী করে তোমাদের উপাস্য হতে পারে? এবং এরূপ সামর্থ যার নেই তাকে ত্রাণকর্তা, উদ্ধারকর্তা বলে বিশ্বাস করার কোন যুক্তি নেই। অতএব এরূপ বিশ্বাস থেকে বিরত হওয়া উচিৎ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী অবলম্বনে)

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٧٧﴾	(৭৭) তুমি বল হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে অন্যায় বাড়াবাড়ি কর না এবং সেই সম্প্রদায়ের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না, যারা ইতিপূর্বে (নিজেরাও) গোমরাহ হয়েছে এবং (আরও) অনেককে গোমরাহ করেছে এবং তারা সরল পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়েছে।
لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٧٨﴾	(৭৮) বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের ছিল তারা দাউদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের বাচনিক অভিশপ্ত হয়েছিল।[১] এটা এ কারণে যে, তারা আদেশ অমান্য করেছিল এবং তারা সীমালংঘন করত।
كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٩﴾	(৭৯) যে মন্দ কাজ তারা করেছিল তা থেকে তারা একে অপরকে বারণ করত না। বাস্তবিকই তারা যা করত তা খুবই নিকৃষ্ট (ছিল)।
تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿٨٠﴾	(৮০) তুমি তাদের মধ্যে অনেককে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। যা তারা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য করেছে[২] নিঃসন্দেহে তা মন্দ (কারণ) তাদের উপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়েছেন।[৩] আর তারা আযাবে অনন্তকাল থাকবে।
وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨١﴾	(৮১) আর যদি তারা আল্লাহ, নবী এবং তাঁর নিকট যা নাযেল হয়েছে (এ সব) এর প্রতি ঈমান রাখত, তাহলে তাদেরকে[৪] বন্ধু বানাত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকে নাফরমান।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শনিবারের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করতঃ মৎস শিকার করার কারণে হযরত দাউদ (আ.) বদ দুআ করেন, ফলে আইলা (বর্তমান আকাবা) অধিবাসীরা বানরে পরিণত হয়। আর আল্লাহ কর্তৃক অলৌকিক ভাবে প্রেরিত খাঞ্চা থেকে খাদ্য গ্রহণ করেও যারা ঈমান আনেনি, তাদের জন্য ঈসা (আ.) অভিশাপ দেন এবং বদ দুআ করেন, যার ফলে তারা শুকরে পরিণত হয়। (জালালাইন)

(২) ما قدمت -এর শব্দিক অর্থ যা অগ্রিম প্রেরণ করেছে। এর ভাবার্থ যা ভবিষ্যতের জন্য করেছে। (বয়ানুল কুরআন অবলম্বনে)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৩) "কারণ" শব্দটি আরবীতে উহ্য আছে। (আবুস-সুউদ)

(৪) "তাদেরকে" অর্থাৎ, কাফেরদেরকে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৭ নং আয়াত:

এ আয়াতে মূলতঃ দু'টি নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে-

১. নাসারা সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আ.) কে খোদার স্তরে উঠিয়ে দিয়েছিল, পক্ষান্তরে ইয়াহুদী সম্প্রদায় তাঁকে ব্যভিচারিণীর পুত্র আখ্যা দিয়ে তাঁর মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করার অপচেষ্টা করেছিল। আলোচ্য আয়াতে এরূপ বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি নিষেধ করা হয়েছে।

২. আহলে কিতাবগণ তাদের ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে পূর্বসূরীদের অনুসরণের ধুঁয়া তুলে যে আত্মরক্ষার প্রয়াস পেত, সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট পূর্বসূরীদের অনুসরণ কর না।

● ৭৮ নং আয়াত:

১. হযরত দাউদ ও ঈসা (আ.)-এর বাচনিক বনী ইসরাঈলের কতিপয় লোকের অভিশপ্ত হওয়ার বর্ণনা। (১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

২. নাফরমানী ও সীমালংঘন বঞ্চনা ও ক্ষতির কারণ। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৭৯ নং আয়াত:

নাহী আনিল মুনকার তথা মন্দ কাজ থেকে বারণ না করা জঘন্য অন্যায় এবং এর পরিণতিতে পুরো সমাজকেই খেসারত দিতে হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৮০-৮১ নং আয়াতদ্বয়:

১. পূর্বে অতীত ইয়াহুদীদের দুষ্কর্মের কথা বর্ণনা করা হয়েছিল আর অত্র দুই আয়াতে বর্তমান ইয়াহুদীদের দুষ্কর্মের কথা বলা হয়েছে যে, তারা তাদের স্বীকৃত নবী মূসা (আ.)-এর নাফরমানী করতে করতে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, এখন তাওহীদ পন্থীদেরকে বাদ দিয়ে কাফের মুশরিকদেরকে বন্ধু বানাতে শুরু করেছে।

২. এ আয়াত দ্বারা কাফের মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার নিষেধাজ্ঞাও বোঝা যায়। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী অবলম্বনে)

৩. এই ইয়াহুদীদের প্রতি আল্লাহ জাল্লা শানুহু অসন্তুষ্ট এবং তাদেরকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۸۲﴾

(৮২) তুমি অবশ্যই মানুষের মধ্যে মু'মিনদের প্রতি অধিক শত্রুতা পোষণকারী এই ইয়াহুদী ও মুশরিকদের পাবে। আর নিঃসন্দেহে তন্মধ্যে মু'মিনদের সাথে বন্ধুত্বের নিকটতর ঐ সমস্ত লোককে পাবে, যারা বলে "আমরা নাসারা"। এটা এ কারণে যে, তাদের মধ্যে অবশ্যই বহু আলেম ও সংসার বিরাগী দরবেশ রয়েছে। আর এ কারণে যে, তারা তো অহংকার করে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

৮২ নং আয়াতের শানে নুযূল: মদীনায় হিজরতের পূর্বে হযরত জা'ফর সাদেক তাইয়্যার সহ কতিপয় মুসলমান হাবশা বা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। হাবশী খৃষ্টানগণ সত্যিকারে ইঞ্জীলের অনুসারী এবং অত্যন্ত উদার হৃদয় ছিল। তদানীন্তন হাবশী বাদশা এবং তাঁর বন্ধুগণ হযরত জা'ফর (রা.)-এর মুখে কুরআন তেলাওয়াত শুনে ক্রন্দন করেছিল এবং মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্য থেকে ত্রিশ জন আলেম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এসে কুরআন শ্রবণ করত ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই বিশেষ নাসারাদের কথা অত্র আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮২ নং আয়াত থেকে বোঝা যায়-

১. ইয়াহুদী ও মুশরিকরা মুসলমানদের ঘোর শত্রু।

২. নাসারাগণও মুসলমানের শত্রু, তবে তুলনামূলক ভাবে ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি খাঁটি নাসারাদের শত্রুতা ইয়াহুদীদের চেয়ে কম।

৪. আয়াত দ্বারা তাওয়াজু বা বিনয়ের ফযীলত ও অহংকারের খারাবী প্রমাণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৬ নং পারা সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পারা-৭

وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨٣﴾	(৮৩) আর রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা শোনে[১] তখন তুমি দেখতে পাবে তাদের চোখ অশ্রু প্রবাহিত করছে। এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের[২] তালিকাভুক্ত কর।
وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٤﴾	(৮৪) আমাদের কী (ওজর) থাকতে পারে যে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে তার প্রতি ঈমান আনব না এবং এ আশা করব না যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে নেককার সম্প্রদায়ের সাথে দাখিল করবেন?
فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٥﴾	(৮৫) অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ তাদের কথার প্রতিদান স্বরূপ এমন জান্নাতসমূহ দিবেন[৩] যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আর এই হল নেককারদের প্রতিদান।
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٨٦﴾	(৮৬) আর যারা কাফের থেকেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে তারাই জাহান্নামবাসী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) নাসারাদের একাংশ যারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান এনেছিল তাদের অবস্থা এখানে বলা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) কুরআন সত্য– এই সাক্ষ্য দানকারী বা রসূলের নবুয়তের সাক্ষ্য তথা স্বীকৃতি দানকারী কিংবা কেয়ামতের দিন অন্যান্য উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দানকারী এই উম্মতের তালিকাভুক্ত কর। (আবুস-সু-উদ)

(৩) এখানে ماضى ব্যবহৃত হয়েছে مضارع এর অর্থে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৩-৮৪ নং আয়াতদ্বয়:

১. আয়াতদ্বয়ে ইসলাম গ্রহণকারী হাবশী বাদশাহ ও তার বন্ধুদের প্রশংসা করা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা গেল কিতাবীগণ খালেছ অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করলে তা প্রশংসনীয় ও মর্যাদার বিষয়।

২. আল্লাহর প্রতি আশা পোষণের পূর্বে ঈমান ও অন্যান্য আমলের কথাও বলা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, শুধু আশা পোষণ করাই যথেষ্ট নয়। বরং আশা পোষণ করার পাশাপাশি অন্যান্য আমলও যথাযথভাবে সম্পাদন করতে হবে। (বয়ানুল কুরআন)

● ৮৫-৮৬ নং আয়াতদ্বয়:

১. নেককারদের পুরস্কার হল জান্নাত।

২. জান্নাতীগণ জান্নাতে চিরকাল থাকবে।

৩. কাফের ও আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণাম হল জাহান্নাম।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾	(৮৭) হে মু'মিনগণ[১] তোমরা ঐসব উপাদেয় সুস্বাদু বস্তু[২] হারাম করোনা যেগুলো আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।
وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۠ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾	(৮৮) আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব বস্তু রিযিক দিয়েছেন তা থেকে হালাল, উপাদেয় বস্তু খাও এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) একবার কতিপয় সাহাবী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নসীহত শুনে প্রভাবান্বিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তারা সর্বদা নামায এবং ইবাদতে মশগুল থাকবেন এবং নিদ্রা, উপাদেয় খাদ্য, স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি বর্জন করবেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এরূপ করা থেকে নিষেধ করেন। এ প্রসঙ্গেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (জালালাইন)

(২) এর অর্থ এই নয় যে, উপাদেয় সুস্বাদু নয় এমন সববস্তু হারাম করা যাবে। বরং যে কোন হালাল কাজকে হারাম করাই নিষেধ। তবে উপাদেয় সুস্বাদু বস্তুর কথা উলেখ করার কারণ হল, তারা উপাদেয় সুস্বাদু সবকিছুকেই বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৭ নং আয়াত:

১. কোন হালাল বস্তুকে হারাম করা নিষেধ। উল্লেখ্য– কোন হালাল বস্তুকে হারাম করে নেয়ার তিনটা স্তর রয়েছে। যথা:

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(১) অর্থাৎ, বিশ্বাসগত ভাবে হারাম মনে করে নেয়া। কেউ এরূপ করলে সে কাফের হয়ে যাবে।

(২) "কসম" এর শব্দ যোগে হালাল বস্তুকে নিজের উপর হারাম করে নেয়া। এরূপ করা গোনাহ।

(৩) বিশ্বাস এবং কসমের মাধ্যমে হারাম না করে কার্যত হালাল বস্তুকে ব্যবহার না করা এবং এরূপ করাকে ছওয়াবের কাজ বলে মনে করা। এটা বিদআত এবং বৈরাগ্য। এর বিরুদ্ধাচরণ করা ওয়াজিব। তবে এরূপ বর্জন ছওয়াবের নিয়তে না হয়ে যদি দৈহিক বা আত্মিক অসুস্থতার কারণে হয়ে থাকে তবে এতে গোনাহ হবে না। (মাআরিফুল কুরআন)

২. ইসলামে বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই।

৩. সীমালংঘন করা নিষেধ তথা হারাম।

● ৮৮ নং আয়াত:

১. হালাল রিযিক গ্রহণ করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

২. তাকওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৩. হালাল বস্তু গ্রহণের নির্দেশের পর তাকওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হওয়া দ্বারা বোঝা যায় হালাল যে কোন ধরনের উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যবহার করা তাকওয়ার খেলাফ নয়।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۭ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۭ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۭ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۸۹

(৮৯) তোমাদের কসমসমূহের মধ্যে অনর্থক কসমের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না[১] কিন্তু যে সব কসম তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে[২] কর তার জন্য তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। অতএব তার কাফফারা হল,[৩] দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য প্রদান করা[৪] যা তোমরা নিজেদের পরিবারকে খেতে দিয়ে থাক। অথবা তাদেরকে পোশাক দান[৫] করা কিংবা একজন দাস/দাসী মুক্ত করে দেয়া। আর কেউ সামর্থ না রাখলে তার জন্য কাফফারা হল[৬] তিনদিন রোযা রাখা।[৭] এটা তোমাদের কসমসমূহের কাফফারা, যখন তোমরা কসম কর। আর তোমরা নিজেদের কসমসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখ। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য আহকাম পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দেন, যেন তোমরা শোকর আদায় কর।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, অনর্থক কসমসমূহ ভঙ্গ করার ফলে গোনাহ হয় না এবং কাফফারাও দিতে হয় না। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) عقدتم الايمان 'আকৃদ' শব্দের অর্থ গিট লাগানো, শক্ত করা। ইচ্ছাকৃত কসম যেহেতু মজবুত হয় এবং এর জন্য জবাবদিহি করতে হয় তাই "ইচ্ছাকৃত কসম" বোঝানোর জন্য "আকৃদ" শব্দকে ব্যবহার করা হয়েছে।

(৩) এখানে "ইচ্ছাকৃত কসম" ভঙ্গ করার পর তার কাফফারার কথা বলা হয়েছে। কেননা, কসম ভঙ্গের পূর্বে কোন কাফফারা নেই। এ ব্যাপারে সবাই একমত। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) দশজনের প্রত্যেককে দু'বেলা খাদ্য দিতে হবে। (প্রাগুক্ত)

(৫) দশজন দরিদ্রকে "সতর ঢাকা পরিমাণ পোশাক-পরিচ্ছদ দিতে হবে। উদাহরণত একটি পাজামা, একটি লুঙ্গি ইত্যাদি। (মাআরিফুল কুরআন)

(৬) "তার জন্য কাফফারা হল" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৭) তিনদিনের রোযা লাগাতার হতে হবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৯ নং আয়াত:

১. এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, يمين لغو অর্থাৎ, যে কসম ইচ্ছা ব্যতিরেকে মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে কিংবা কেউ নিজ ধারণায় সত্য মনে করে কসম করে কিন্তু বাস্তবে তা অসত্য হয়, সেই কসম ভঙ্গ করার ফলে গোনাহ হয় না এবং কাফফারা দিতে হয় না।

২. তবে يمين منعقده (ইচ্ছাকৃতভাবে কসম) হলে এবং তা ভংগ করলে কাফফারা দিতে হবে।

৩. উক্ত কাফফারার পরিমাণ বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. "তোমরা নিজেদের কসমসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখ"– এ বাক্যে অধিক কসম করা থেকে বিরত থাক। কসম করলে তা ভঙ্গ না করা বা ভঙ্গ হয়ে গেলে তার কাফফারা দেয়া সবই অন্তর্ভুক্ত।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۹۰

(৯০) হে মু'মিনগণ, নিঃসন্দেহে মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য নির্ণায়ক তীরকাঠিসমূহ[১] ঘৃণ্য বিষয়, যা শয়তানী কাজের অন্তর্ভুক্ত। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۗءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ۹۱

(৯১) শয়তান তো মদ ও জুয়ার দ্বারা[২] তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ[৩] ঘটাতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়। অতএব তোমরা কি (মদ, জুয়া থেকে) বিরত থাকবে?[৪]

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٩٢﴾

(৯২) আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রসূলের আনুগত্য কর এবং সতর্ক থাক। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ, আমার রসূলের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٣﴾

(৯৩) যারা ঈমান রাখে এবং নেক আমলাদি করে তারা (পূর্বে) যা খেয়েছে তার জন্য তাদের কোনই গোনাহ নেই। যখন তারা পরহেয করে এবং ঈমান রাখে ও নেক আমলাদি করে; পুনরায় (কিছু হারাম হলে তা থেকে) পরহেয করে এবং (সেটা হারাম হওয়ায়) বিশ্বাস রাখে। পুনরায় (কিছু হারাম হলে তা থেকে) পরহেয করে এবং (সেটা হারাম হওয়ায়) বিশ্বাস রাখে এবং উত্তম পন্থায়[ক] নেক কাজ সম্পাদন করে। আর যারা নেক কাজ করে তাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ازلام শব্দটি زلم এর বহুবচন। আযলাম ফলা বিহীন এমন তীরকে বলা হয় যদ্বারা তৎকালীন আরবে ভাগ্য নির্ধারণ করার প্রথা চালু ছিল। (আল-কামুছুল মুহীত)

(২) এখানে فى হরফটি سبب বা কারণ বুঝানোর জন্য এসেছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, শরাব পান করার ফলে মানুষের বোধশক্তি লোপ পায়। ফলে সে গালমন্দ এবং মানুষের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়। তেমনিভাবে জুয়া খেলায় পরাজিত ব্যক্তির মনে বিজয়ী ব্যক্তির প্রতি হিংসা এবং প্রতিশোধ স্পৃহা জাগ্রত হয়। এভাবেই শয়তান মদ ও জুয়ার দ্বারা মানুষের মধ্যে শত্রুতা এবং বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। (প্রাগুক্ত)

(৪) এখানে প্রশ্নবোধক বাক্যের দ্বারা আদেশ করাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, "তোমরা বিরত থাক"। (জালালাইন)

৯৩ নং আয়াতের শানে নুযূল: মদ এবং জুয়া হারাম হওয়া সংক্রান্ত আয়াত নাযেল হওয়ার পর কতিপয় সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে জানতে চাইলেন যে, আমাদের সঙ্গীরা যারা ইতিপূর্বেই ইন্তিকাল করেছে অথচ তারা জীবদ্দশায় মদ পান করেছে তাদের অবস্থা কিরূপ হবে? এর উত্তরেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (জালালাইন)

(৫) তরজমায় "উত্তম পন্থা" যোগ করার কারণ হলো "ইহসান" অর্থই হচ্ছে এমন উত্তম পন্থায় ইবাদত করা যেন সে আল্লাহকে দেখছে কিংবা আল্লাহ তাকে দেখছেন-এরূপ ধ্যানমগ্নতা সহকারে ইবাদত করা।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯০ নং আয়াত:

১. মদ্যপান, জুয়াখেলা ইত্যাদি শয়তানের ঘৃণিত কাজ। আলোচ্য আয়াতের দ্বারা এগুলো হারাম প্রমাণিত হয়।

২. আয়াতে উদ্বৃত "আযলাম" নামক লটারীসহ অন্যান্য সব ধরনের লটারী হারাম। শুধু মাত্র এক ধরনের লটারী জায়েয আছে। তা এই যে, অধিকার সবার সমান এবং অংশও সবার সমান বণ্টন করা হবে। এখন অংশ কোন্‌টি শুধু মাত্র তাই লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. হারাম থেকে বেঁচে থাকার মধ্যেই মুসলমানদের জন্য কামিয়াবী। যদিও বাহ্যিকভাবে জুয়ায় তাৎক্ষণিক অনেক লাভ দেখে এবং মদ্যপানে তাৎক্ষণিক ও সাময়িক ফূর্তি পেয়ে তাতেই কামিয়াবী মনে হতে পারে।

● ৯১ নং আয়াত:

১. আয়াতে মদ ও জুয়া হারাম হওয়ার কারণ বর্ণিত হয়েছে।

২. আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মদ, জুয়া ইত্যাদি যাবতীয় পাপ কাজ দ্বারা শুধুমাত্র আল্লাহর যিকর ও নামায থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আখেরাতই বরবাদ হয় না বরং পার্থিব জীবনেও শত্রুতা, বিদ্বেষ, হানাহানি ইত্যাদি বহুরকম অকল্যাণ সাধিত হয়। (বয়ানুল কুরআন)

৩. "অতএব তোমরা কি (মদ, জুয়া থেকে) বিরত থাকবে ?" বাক্যে উপরোক্ত হারাম বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দান করা হয়েছে।

● ৯২ নং আয়াত:

১. আল্লাহ এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়ের আনুগত্য করা ফরয। কাজেই যারা রসূলের আনুগত্যকে জরুরী মনে করে না, তারা স্বয়ং আল্লাহ এবং কুরআনেরই বিরোধিতা করছে।

২. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য জরুরী সাব্যস্ত করার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাদীছ হুজ্জত তথা শরীয়তের দলীল। কেননা রসূলের আনুগত্যের অর্থই হল তাঁর আদেশ নিষেধ ও আদর্শ মেনে নেয়া, যা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

৩. কেউ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য না করলে তাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন ক্ষতি হবে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেয়া।

● ৯৩ নং আয়াত:

১. তাকওয়া তথা হারাম থেকে পরহেয অবলম্বন করা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আয়াতে "তাকওয়া" তথা পরহেয করা এবং "ঈমান-বিশ্বাস রাখা" কথাটি একাধিকবার ব্যবহার করার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাকওয়া এবং "ঈমানের" বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। একজন মু'মিন ও মুত্তাকী ক্রমান্বয়ে এতে উন্নতি লাভ করে। (বয়ানুল কুরআন)

৩. "ইহছান"-এর ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ এটা পছন্দ করেন। যারা নেক কাজ করে তাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٤﴾

(৯৪) হে মু'মিনগণ, আল্লাহ তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবেন এমন কিছু শিকারের[১] দ্বারা যাকে তোমাদের হাত ও বর্শা অর্জন করে, যাতে আল্লাহ অবহিত হন কে তাকে না দেখে ভয় করে। সুতরাং এরপর কেউ সীমালংঘন করলে তার জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۭ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاۗءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًۢا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ۭ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ۭ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

(৯৫) হে মু'মিনগণ, তোমরা ইহ্‌রামরত অবস্থায় শিকার জন্তু হত্যা করো না। আর তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করলে তার উপর ওয়াজিব হল[২] এমন বদলা যা সমান হবে ঐ জন্তুর যাকে সে হত্যা করেছে, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোক। (আর) জন্তুটি কাবায় পৌছুবে হাদী রূপে[৩]। অথবা (তার) কাফফারা হল, কয়েকজন দরিদ্রকে খাওয়ানো কিংবা তার সমপরিমাণ রোযা, যাতে সে আপন কৃতকর্মের দুর্ভাগ্য আস্বাদন করে। যা অতীতে হয়ে গেছে আল্লাহ তা মাফ করেছেন। আর পুনরায় যে করবে আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ নিবেন। আর আল্লাহ মহা শক্তিশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٩٦﴾

(৯৬) তোমাদের জন্য সমুদ্রের[৪] শিকার এবং তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে তোমাদের উপকারার্থে এবং মুসাফিরদের জন্য। আর তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে স্থল-শিকার, যতক্ষণ তোমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যার কাছে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বন্য জন্তু বা পাখীকে "শিকার" বলা হয় যেগুলো প্রকৃতিগত ভাবে মানুষের কাছে থাকে না। সুতরাং যেসব জন্তু সৃষ্টিগতভাবে গৃহপালিত, যেমন ভেড়া, ছাগল, গরু, উট এগুলো আয়াতে উল্লেখিত "শিকার"-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) "তার উপর ওয়াজিব" কথাটি এখানে উহ্য আছে।

(৩) "হাদী" বলা হয় যে জন্তু কুরবানীর উদ্দেশ্যে মক্কার হারাম (মক্কা শরীফের বিশেষ একটি সীমানার এলাকা) এলাকায় পৌঁছানো হয়।

(৪) এখানে সমুদ্রের শিকার বলে পানিতে জন্মলাভকারী এবং পানিতেই বসবাসকারী শিকারকে বুঝানো হয়েছে। চাই তা সমুদ্র, নদী কিংবা পুকুর হোক। কেননা আলোচ্য আয়াতে "সমুদ্র" শব্দটি "স্থল" শব্দের বিপরীতে এসেছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৪ নং আয়াত:

১. আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয়, কখনও আল্লাহ তা'আলা অবৈধ বিষয়কে মানুষের জন্য সহজসাধ্য করে দেন। এর উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে পরীক্ষা করা। উল্লেখ্য হুদাইবিয়ায় ঘটনার সময় ইহ্‌রাম অবস্থায় পরীক্ষাস্বরূপ সাহাবায়ে কেরামের সামনে প্রচুর শিকার দেখা দিয়েছিল। তাঁরা তা শিকার করা হতে বিরত থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

২. হারাম বিধান জানার পর তাতে লিপ্ত হলে শাস্তি পেতে হবে।

৩. সীমালঙ্ঘন আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়।

● ৯৫ নং আয়াত:

১. ইহ্‌রামরত অবস্থায় শিকার করা না জায়েয।

২. কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ইহ্‌রামরত অবস্থায় শিকার করলে তার কাফ্‌ফারা হল দু'জন নির্ধারিত ব্যক্তি প্রথমে উক্ত শিকার জন্তুটির মূল্য নির্ধারণ করবে। অতঃপর সেই মূল্য দিয়ে একটি পশু ক্রয় করে মক্কায় নিয়ে জবেহ করবে। অথবা সেই পরিমাণ টাকার দ্রব্য খরিদ করে মিসকীনদের মধ্যে সদকা করবে। প্রত্যেক মিসকীনকে দিবে এক সের সাড়ে বার ছটাক (১ কেজি ৬৬২ গ্রাম) গম বা সমমূল্যের দ্রব্য। কিংবা এক সের সাড়ে বার ছটাক (১ কেজি ৬৬২ গ্রাম) করে গম যতজন মিসকীনকে দেয়া সম্ভব হয় ঠিক ততটি রোযা রাখবে। (জালালাইন ও বয়ানুল কুরআন)

৩. প্রথমবার শিকার হত্যা করলে যেমনি কাফ্‌ফারা ওয়াজিব, তেমনিভাবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার হত্যা করলেও কাফ্‌ফারা ওয়াজিব। (বয়ানুল কুরআন)

● ৯৬ নং আয়াত:

১. আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয়, ঐসব পানীয় জন্তু শিকার করা যাবে যেগুলো খাওয়া হালাল। আর তাহলো শুধুমাত্র মাছ। কারণ, পানীয় জন্তুর মধ্যে মাছ ব্যতীত অন্য কোন জন্তু খাওয়া হালাল নয়।

২. ইহ্‌রাম অবস্থায় হোক না হোক সর্বাবস্থায় পানির শিকার বধ করা যায়।

৩. ইহ্‌রাম অবস্থায় স্থল ভাগের শিকার বৈধ নয়।

৪. তাকওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৫. আয়াতে হাশরের বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার কাছেই সকলকে সমবেত হতে হবে এবং তাঁর নিকট জীবনের সবকিছুর জন্য হিসাব দিতে হবে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ؕ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٩٧﴾	(৯৭) আল্লাহ সম্মানিত গৃহ কাবাকে মানুষের স্থায়িত্বের কারণ[১] করেছেন এবং (তেমনিভাবে) সম্মানিত মাস, কুরবানীর উদ্দেশ্যে কা'বায় প্রেরিত পশু ও গলায় মালা পরিহিত পশুকেও।[২] এটা এ উদ্দেশ্যে যে, যাতে তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাস করে নাও যে, নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলীতে যা আছে এবং পৃথিবীতে যা আছে সব আল্লাহ জানেন এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।
اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٨﴾	(৯৮) জেনে রেখ, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা এবং নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।
مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٩٩﴾	(৯৯) রসূলের দায়িত্ব তো শুধু পৌঁছে দেয়া। আর তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর আল্লাহ তা জানেন।
قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٠﴾	(১০০) তুমি বলে দাও, অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়। যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে অবাক করে। অতএব, হে বুদ্ধিমানগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) قِيٰم শব্দের অর্থ ঐসব বস্তু যার উপর কোন বস্তুর স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। কা'বা শরীফকে "স্থায়িত্বের কারণ" বলা হয়েছে এ জন্য যে, জাহেলিয়্যাত যুগের আরবে কোন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা জন নিরাপত্তামূলক আইন ছিল না। তখন আল্লাহ তাআলা মক্কায় বায়তুল্লাহকে রাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত করে শান্তি ও স্থিতিশীলতার উপায় করে দেন। আল্লাহ কা'বা শরীফের মর্যাদা আরবদের মনে এমনভাবে স্থাপিত করে দেন যে, তারা এর জন্য যাবতীয় ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তিকে পর্যন্ত বর্জন করত। (মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত)

(২) সম্মানিত মাস অর্থাৎ, হজ্জের মাসসমূহকে "স্থায়ীত্বের কারণ" বলা হয়েছে। কারণ, এসব মাসে কেউ যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং লুঠতরাজে লিপ্ত হত না। তেমনিভাবে কুরবানীর জন্তু এবং গলায় হার পরিহিত জন্তু ইত্যাদিরও কেউ ক্ষতি করত না। সবাই এসব প্রাণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত। এজন্য এগুলোকেও "স্থায়িত্বের কারণ" বলা হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৭ নং আয়াত:

১. কা'বা শরীফ সমগ্র বিশ্বের স্থায়িত্বের প্রতিভূ। কা'বা শরীফের অস্তিত্ব বিশ্ব-শান্তি ও তার স্থায়িত্বের কারণ। যতদিন মানুষ কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়বে এবং হজ্জ করবে ততদিন বিশ্ব টিকে থাকবে। এরপর বিশ্বের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী।

● ৯৮ নং আয়াত:

১. পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হালাল-হারাম সংক্রান্ত যে বিধান অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো মানুষের মান্য করা উচিত। অন্যথায় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।

২. মান্যতায় ভুল-ত্রুটি হলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা চাই। তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

● ৯৯ নং আয়াত:

১. রসূলের দায়িত্ব শুধু বিধানসমূহ জানিয়ে দেয়া। কাউকে মানানোর দায়িত্ব তাঁর নয়।

২. আল্লাহ তা'আলা গোপন-প্রকাশ্য সব বিষয় সম্বন্ধে অবগত।

● ১০০ নং আয়াত:

১. অপবিত্র, অবৈধ এবং মন্দের সংখ্যা যতই বেশী হোক তা পবিত্র ও ভালোর মুকাবিলা করতে পারে না। কাজেই মন্দ এবং বাতিলের সংখ্যাধিক্য দেখে নিরাশ হওয়ার কিছুই নেই।

২. তাকওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৩. তাকওয়ার ফায়দা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাকওয়া দ্বারা সফলতা অর্জিত হয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾	(১০১) হে মু'মিনগণ, তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। আর যদি তোমরা কুরআন অবতরণ কালে এসব বিষয়ে প্রশ্ন কর তবে তোমাদের জন্য তা প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ সে সব (অতীত প্রশ্ন) ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব সহনশীল।
قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾	(১০২) তোমাদের পূর্ববর্তী অন্য সম্প্রদায়ও[১] এরূপ প্রশ্ন করেছিল। অনন্তর তারা সেসব বিষয়ে অবিশ্বাসী হয়ে গেল।
مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٣﴾	(১০৩) আল্লাহ বাহীরা[২] সাইবা[৩], ওয়াসীলা[৪] এবং হাম[৫]কে শরীয়তসিদ্ধ[৬] করেননি। কিন্তু যারা কাফের তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। এবং তাদের অধিকাংশ আকল-বুদ্ধি রাখে না।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ اِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۱۰۴﴾

(১০৪) আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রসূলের দিকে এসো, তারা বলে, আমাদের জন্য তা-ই যথেষ্ট যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানতো না এবং হেদায়াত প্রাপ্তও ছিল না, তবুও কী (যথেষ্ট হবে[৭])?

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۰۵﴾

(১০৫) হে মু'মিনগণ, তোমরা নিজেদের (সংশোধনের) চিন্তা কর। তোমরা যখন হেদায়াতের পথে রয়েছ তখন যে গোমরাহ হয়েছে সে তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন আল্লাহর কাছেই; অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা কিছু তোমরা করতে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

১০১ নং আয়াতের শানে নযূল: হজ্জ ফরয হওয়ার পর হযরত আকরা' ইব্নে হাবিস (রা.) প্রশ্ন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য প্রতি বছরই কি হজ্জ করা ফরয? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন না। এভাবে তিনবার প্রশ্ন করার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, যদি আমি তোমার উত্তরে হ্যাঁ বলতাম, তবে প্রতি বছর হজ্জ ফরয হয়ে যেত। কিন্তু তুমি এ আদেশ পালন করতে পারতে না। এ প্রসঙ্গেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (মুসলিম)

(১) যথা হযরত ঈসা (আ.)-এর কওম আকাশ থেকে খাদ্যের খাঞ্জাঞ্চি চেয়েছিল এবং সালেহ (আ.)-এর কওম উষ্ট্রি চেয়েছিল, পরবর্তীতে অবিশ্বাসের ফলে তাদের প্রতি আযাব এসেছে। (জালালাইন)

(২) "বাহীরা" এমন জন্তুকে বলা হয় যার দুধ মূর্তির নামে উৎসর্গ করা হত এবং কেউ নিজের কাজে ব্যবহার করত না।

(৩) "সাইবা" ঐ জন্তু যাকে প্রতিমার নামে আমাদের দেশের ষাড়ের মত ছেড়ে দেয়া হত।

(৪) "ওয়াসীলা" বলা হয় এমন উষ্ট্রীকে যে পরপর মাদী বাচ্চা প্রসব করে। জাহেলী যুগে এরূপ উষ্ট্রীকেও মূর্তির নামে ছেড়ে দেয়া হত।

(৫) "হাম" হল পুরুষ উট, যার দ্বারা বিশেষ সংখ্যক প্রজননের কাজ নেয়া হয়েছে। এরূপ উটকেও মূর্তির নামে ছেড়ে দেয়া হত। (মাআরিফুল কুরআন)

(৬) এখানে "শরীয়তসিদ্ধ" কথাটি উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৭) "যথেষ্ট হবে?" কথাটি এখানে উহ্য আছে। (প্রাগুক্ত)

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০১-১০২ নং আয়াতদ্বয়:

১. আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, অনর্থক প্রশ্ন করা এবং খোদায়ী বিধি-বিধানে অনাবশ্যক চুলচেরা ঘাটাঘাটি করা নিষিদ্ধ। কারণ, এতে দ্বীনি কোন উপকার নেই এবং এতে সময়ের অপচয় হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

২. "যদি তোমরা কুরআন অবতরণ কালে এরূপ প্রশ্ন কর তবে ওহীর মাধ্যমে উত্তর এসে যাবে।" এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরআন অবতরণ সমাপ্ত হলে নবুয়ত ও ওহীর আগমনও বন্ধ হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত)

৩. যারা অনর্থক প্রশ্ন করে এবং খোদায়ী বিধি-বিধানে অনাবশ্যক চুলচেরা ঘাটাঘাটি করে তাদের পরিণাম ভাল হয় না। তার উদাহরণ হল পূর্বের জাতি। (১ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

● ১০৩ নং আয়াত:

১. আরবের মুশরিকরা আয়াতে উল্লেখিত জন্তুসমূহ মূর্তির নামে উৎসর্গ করত এবং নিজেদের জন্য সেগুলোর দুধ, গোস্ত ইত্যাদি ব্যবহার করা হারাম মনে করত। উপরন্তু তারা দাবী করত যে, এগুলো ছওয়াবের কাজ। তাদের এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে।

২. আয়াতে আল্লাহ তাদের এসব কাজকে নিজেদের মনগড়া বলে উল্লেখ করেছেন যার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক নেই।

● ১০৪ নং আয়াত:

১. নিছক বাপ-দাদা কিংবা নেতা-নেত্রী হওয়ার সুবাদে কারও অনুসরণ করা যাবে না। এরূপ অনুসরণের দ্বারা গোমরাহী অনিবার্য। অনুসরণের মাপকাঠি হল, ইল্‌ম ও হেদায়াত। বিশুদ্ধ ইল্‌ম এবং হেদায়াত কারো মধ্যে পাওয়া গেলে তার অনুসরণ মনযিলে মকসূদে পৌঁছাতে পারে। মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণও সেই পর্যায়ের। (মাআরিফুল কুরআন)

২. ধর্মের মধ্যে বিদআত তথা নতুন সৃষ্টি হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. আয়াত দ্বারা সমালোচনার একটি সুন্দর পন্থা জানা যায়। এর দ্বারা সমালোচিত ব্যক্তি উত্তেজিত হয় না। তা হল, আলাহ তাআলা তাদের বাপ-দাদাকে সরাসরি মূর্খ ও পথভ্রষ্ট বলেননি। বরং বিষয়টিকে প্রশ্নের আকারে তুলে ধরেছেন। (মাআরিফুল কুরআন)

● ১০৫ নং আয়াত:

১. মু'মিনের নিজের ইসলাহ করা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. মু'মিন আম্‌র বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার করার পর মানুষ গোমরাহ থাকলে মু'মিনের কোন ক্ষতি হবে না। (প্রাগুক্ত)

৩. আয়াতে ঐসব লোকদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যারা দ্বীনের দাওয়াত দেয় এবং মানুষের সংশোধনের চিন্তা করে। আয়াতের মূল বক্তব্য হল, মানুষের কাছে যথাসাধ্য দাওয়াত পৌঁছানোর পরও যদি তারা সৎপথে না আসে তবে এতে দায়ীর চিন্তিত হওয়ার কিছুই নেই। কারণ, সে নিজেতো সৎপথে রয়েছে। এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই নয় যে, নিজে সৎপথে থাকাই যথেষ্ট, অপরকে সৎপথের দিকে দাওয়াত দেয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা, অসংখ্য আয়াত ও হাদীছে সৎপথের দিকে দাওয়াতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

৪.পুনরুত্থান ও আল্লাহ কর্তৃক হিসাব গ্রহণের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ؕ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾ فَاِنْ عُثِرَ عَلٰٓى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَآ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَآ ۖ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَآ اَوْ يَخَافُوْٓا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٨﴾

(১০৬) হে মু'মিনগণ, যখন তোমাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন অর্থাৎ[১], ওছিয়তের সময় তোমাদেরই দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হওয়া (সংগত)। অথবা তোমাদের ব্যতীত[২] দু'জন (সাক্ষী হবে) যদি তোমরা সফরে থাক অতঃপর তোমাদের কাছে মৃত্যুর বিপদ উপস্থিত হয়। যদি তোমরা সন্দেহ কর[৩] তবে নামাযের পর[৪] উভয়কে আঁটক রাখবে অতঃপর উভয়ে আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, "আমরা এর বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করব না, যদিও সে আত্মীয় হয়।[৫] এবং আল্লাহর সাক্ষ্য আমরা গোপন করব না। নিশ্চয়, তখন তো আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব।"

(১০৭) অতঃপর যদি জানা যায় যে, সত্যিই তারা কোন অপরাধে লিপ্ত হয়েছে[৬] তবে যাদের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে তাদের মধ্য থেকে (মৃতব্যক্তির) সর্বাপেক্ষা নিকটতর অপর দু'ব্যক্তি তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে অবশ্যই আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্যের চেয়ে অধিক সত্য।[৭] এবং আমরা সীমালংঘন করিনি। তখন তো আমরা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব।

(১০৮) এটা অধিক নিকটতর উপায়[৮] এ বিষয়ের যে, তারা সঠিক সাক্ষ্য দিবে অথবা তাদের শপথের পর পুনরায় (ওয়ারিছদের থেকে) শপথ নেয়ার আশঙ্কা করবে। আর আল্লাহকে ভয় করো এবং (তাঁর হুকুম) শোন (ও মান্য করো। অমান্য করলে ফাসেক হবে)। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে তরজমায় "অর্থাৎ" যোগ করার কারণ হল, "ওছিয়তের সময়" কথাটি "মৃত্যু"র ব্যাখ্যারূপে এসেছে। তাই "অর্থাৎ" বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর যেহেতু মৃত্যুর পূর্বক্ষণেই ওছিয়ত করা হয় সেহেতু "মৃত্যু"র ব্যাখ্যা করা হয়েছে ওছিয়ত বলে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, অমুসলমান। কারণ, সফরে থাকাকালে ওছিয়তের সময় মুসলমানের সন্ধান নাও মিলতে পারে। (প্রাগুক্ত)

(৩) এখানে ওছিয়তকারীর ওয়ারিছদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(৪) সাধারণতঃ আসরের নামাযের পরই সাক্ষীদেরকে উপস্থিত রাখা উচিত। কারণ, এ সময়েই অধিকাংশ মানুষ একত্রিত থাকে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, পার্থিব স্বার্থে মিথ্যা শপথ করব না, যদিও যার জন্য ওছিয়ত করা হয়েছে সে আমাদের আত্মীয় হয়।

(৬) অর্থাৎ, ওসী দু'জন যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, অথবা খেয়ানত করে কিংবা মৃত ব্যক্তির কোন সম্পদ আত্মসাৎ করে বলে যে, আমরা এটা তার কাছ থেকে খরিদ করেছি বা সে মৃত্যুর পূর্বে আমাদেরকে দান করেছে এবং তারা এর পক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থিত করতে না পারে। আয়াতে এটাকেই তাদের অপরাধ বলা হয়েছে। (জালালাইন)

(৭) কারণ ওয়ারিছ হিসেবে আমরা সম্পত্তি পাব এটাই স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে আমাদের স্বাক্ষ্যই সত্য। পক্ষান্তরে তাদের সাক্ষ্য সত্য হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

(৮) অর্থাৎ, ১০৭ নং আয়াতে বিধান দেয়া হয়েছে যে, ওসী–র সাক্ষ্যের ব্যাপারে সন্দেহ হলে ওয়ারিসগণও শপথ করবে, এই বিধানের ফলে ওসী স্বাভাবিক ভাবেই অপমান–লজ্জার ভয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া থেকে বিরত থাকবে এবং সঠিক সাক্ষ্য দিবে। এটাকেই সঠিক সাক্ষ্য আদায়ের অধিক সহজ উপায় বলা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০৬ নং আয়াত:

১. মুসলমানদেরকে মৃত্যুকালে দু'ব্যক্তিকে ওসী নিযুক্ত করতে বলা হয়েছে। মুসলমান ওসী না পাওয়া গেলে কাফেরকে ওসী করাও জায়েয। তবে মৃত্যুকালে এরূপ দু'ব্যক্তিকে ওসী নিয়োগ করা ওয়াজিব নয় বরং উত্তম। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন) উল্লেখ্য– মরনোন্মুখ ব্যক্তি যার হাতে মাল সোপর্দ করে অন্য কাউকে দিতে বলে যায় তাকে "ওসী" বলা হয়।

২. ওছিয়তের ব্যাপারে সাক্ষী রাখা ওয়াজেব। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. কাফেরের সাক্ষ্য কাফেরের ব্যাপারে বৈধ। কেননা আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের ব্যাপারে কাফেরের সাক্ষ্য বৈধ করা হয়েছে। কাজেই কাফেরের ব্যাপারে কাফেরের সাক্ষ্য তো উত্তম রূপেই বৈধ হবে। যদিও মুসলমানদের ব্যাপারে কাফেরের সাক্ষ্য বৈধ হওয়া পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে। (মাআরিফুল কুরআন)

৪. আয়াতের تحبسونهما (তাদেরকে আঁটক রাখবে) অংশ দ্বারা বোঝা যায়, যার জিম্মায় অপরের কোন প্রাপ্য ওয়াজিব রয়েছে তাকে পাওনাদার ব্যক্তি পাওনার দায়ে প্রয়োজন বোধে কয়েদ করতে পারে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

৫. কাজী (বিচারক) সাক্ষীদের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করলে তাদের থেকে কছম তলব করতে পারে। (আইছারুত্তাফাসীর)

৬. ওছিয়ত ইত্যাদি দুনিয়াবী বিষয়েও সুষ্ঠু ইন্তেজাম ও ব্যবস্থাপনা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, ইন্তেজামের অভাবে হক্বদারের হক বিনষ্ট হয় যা নিঃসন্দেহে গোনাহের কাজ। (বয়ানুল কুরআন)

● ১০৭-১০৮ নং আয়াতদ্বয়:

১. আয়াতদ্বয়ে ওয়ারিছদেরকে তাদের হক এবং সম্পদ পুরোপুরিভাবে আদায়ের পন্থা বাতলে দেয়া হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, নিজ ধন-সম্পদকে রক্ষা করা এবং প্রাপ্যকে আদায় করা নাজায়েয বা অন্যায় কিছু নয়।

২. আল্লাহর নাফরমানী যারা করে তারা পরিণামে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হবে। প্রকৃত সাফল্যের মুখ কখনো দেখবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿۱۰۹﴾

(১০৯) (স্মরণ কর) যেদিন আল্লাহ রসূলদেরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদেরকে (উম্মতের পক্ষ থেকে) তোমাদেরকে কি উত্তর দেয়া হয়েছিল? তারা বলবে, আমাদের কোন জ্ঞান নেই, নিশ্চয় আপনিই তো অদৃশ্য সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।[১]

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۫ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۚ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِيْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۱۰﴾

(১১০) যখন আল্লাহ বলবেন, হে মারইয়াম তনয় ঈসা, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মা দ্বারা সাহায্য করেছি। তুমি দোলনায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলতে এবং যখন আমি তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়েছি। আর যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে আমার অনুমতিক্রমে পাখীর আকৃতির মত (আকৃতি) তৈরী করতে, অতঃপর তাতে ফুঁক দিতে। ফলে আমার অনুমতিক্রমে তা পাখী হয়ে যেত। আর তুমি আমার অনুমতিক্রমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন তুমি আমার অনুমতিক্রমে মৃতকে জীবিত করতে এবং যখন আমি বনী ইসরাঈলকে তোমার থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা বলল, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছু নয়।[২]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কেয়ামতের ভীষণ বিপদ সংকুল দিনটি স্মরণযোগ্য, যেদিন আল্লাহ তাআলা নবী-রসূলগণসহ সমস্ত মানুষকে একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে হিসাব নিকাশের জন্য একত্রিত করবেন এবং উম্মতের মধ্যে যারা অবাধ্য তাদের শাসানির উদ্দেশ্যে নবী-রসূলদেরকে সম্বোধন করে বলবেন, তোমরা এসব উম্মতের পক্ষ থেকে কি উত্তর পেয়েছিলে? তাঁরা আরয করবেন, হে আল্লাহ, তাদের বাহ্যিক অবস্থা তো আমাদের জানা ছিল, তবে আমাদের দেখার বাইরে তাদের ব্যক্তিগত ক্রিয়াকর্ম ও তাদের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের পূর্ণ কোন জ্ঞান নেই। তাছাড়া আপনার অবগতির সামনে আমাদের জানাও না জানারই সমতুল্য। কেননা, আপনি তো তাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় অবস্থা সম্পর্কে ভালভাবেই জানেন।

(২) আলোচ্য আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহসমূহের বিবরণ দেয়া হয়েছে, এটা পরবর্তী রুকূ'র ভূমিকা। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঈসা (আ.) কে সেই প্রশ্নটি করা, যা পরবর্তী রুকূ'তে বর্ণিত হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০৯ নং আয়াত:

১. কেয়ামতের দিন অবাধ্য লোকদেরকে আল্লাহ তাআলা শাসানী দিবেন।

২. আল্লাহ তা'আলা গায়েবের বিষয়ে অবগত।আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অবগত করানো ব্যতীত কেউ গায়েবের কোন বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে না।

৩. আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের সামনে মানুষ যত বড়ই হোক না কেন তার জ্ঞান শূন্যের কোটায়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

● ১১০ নং আয়াত:

১. ঈসা (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহসমূহের বর্ণনা দিয়ে ইয়াহুদীদেরকে তাঁর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের কারণে এবং খৃষ্টানদেরকে তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণে শাসানো হবে। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

২. হযরত ঈসা (আ.)-এর কতিপয় মু'জিযা প্রমাণিত। যথা:- কাদামাটি দিয়ে পাখীর আকৃতির মত (আকৃতি) তৈরী করা, অতঃপর তাতে ফুঁক দিলে তা পাখী হয়ে যাওয়া। জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীর নিরাময় হওয়া এবং যখন মৃতকে জীবিত করা।

৩. হযরত ঈসা (আ.)-এর উক্ত মু'জিযাসমূহ যেমন তাঁর প্রতি আল্লাহর সাহায্যের নিদর্শন, তেমনি এগুলি হযরত ঈসা (আ.)-এর আল্লাহর বান্দা হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেননা পাখীর আকৃতি তৈরী করা, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করা, মৃতকে জীবিত করা- এর প্রত্যেকটির সাথে "আমার অনুমতিক্রমে" কথাটি জুড়ে দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, এগুলো দেখে কেউ যেন তাঁকে খোদা মনে করে না বসে। বরং এগুলি যা কিছু হয়েছে তা আমার (আল্লাহর) অনুমতিক্রমে হয়েছে।

৪. মু'জিযার বর্ণনা থেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়ত প্রমাণিত।

৫. যে কাফেরদের ভাগ্যে ঈমান আনয়নের তাওফীক নেই, তারা জাজ্বল্যমান প্রমাণ দেখেও মানে না বরং সেগুলিকে যাদু বলে প্রত্যাখ্যান করে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ ۚ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ﴿١١١﴾

(১১১) এবং (স্মরণ কর) যখন আমি হাওয়ারী-দেরকে এই নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার প্রতি ও আমার রসূলের প্রতি ঈমান আন, তারা বলেছিল, আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা অবশ্যই অনুগত।[১]

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ؕ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾

(১১২) (স্মরণ কর) যখন হাওয়ারীরা বলেছিল, হে মারইয়াম-তনয় ঈসা। আপনার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্য[২] অবতারণ করতে পারেন? সে বলেছিল, আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হও।[৩]

قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿١١٣﴾

(১১৩) তারা বলেছিল, আমাদের ইচ্ছা, আমরা তা থেকে কিছু খাব এবং আমাদের অন্তর প্রশান্ত হবে। আর আমরা জেনে নেব যে, আপনি আমাদেরকে সত্য বলেছেন এবং আমরা এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হব।[৪]

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿١١٤﴾

(১১৪) মারইয়াম তনয় ঈসা বললো, হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক; আপনি আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্য অবতারণ করুন, যা আমাদের জন্য তথা আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের (সবার) জন্য হবে আনন্দোৎসব স্বরূপ[৫] ও আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন এবং আপনি আমাদেরকে জীবিকা (খাদ্য) দান করুন, আর আপনিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।

قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١١٥﴾

(১১৫) আল্লাহ বললেন, নিশ্চয় আমি তা তোমাদের প্রতি অবতরণ করব; অনন্তর পরে তোমাদের মধ্য থেকে যে (তার) অকৃতজ্ঞতা করবে তাকে আমি অবশ্যই এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি আমি জগদ্বাসীদের (অন্য) কাউকে দিব না।[৬]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আলোচ্য আয়াতে ঈসা (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার আরেকটি অনুগ্রহের কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, এ বিষয়টিও স্মরণ রাখার মত যে, আমি ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারী অর্থাৎ, বিশেষ অনুসারীদেরকে তাঁর মাধ্যমে এজন্য উদ্বুদ্ধ করেছি যে, তোমরা আমার প্রতি ও আমার রসূল ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আন, তখন তার উত্তরে তারা বলেছিল যে, আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আপনার ও আল্লাহ তা'আলার অনুগত।

(২) এখানে مائدة শব্দটি طعام তথা খাদ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

(৩) হাওয়ারীগণ আল্লাহ তা'আলার কুদরতের ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন না, তবে তাদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমরা তো এর যোগ্য নই যে, আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাঞ্চা অবতীর্ণ হবে, তবে আপনার দুআয় অলৌকিকভাবে এরূপ করবেন কি না? উত্তরে হযরত ঈসা (আ.) বললেন, তোমরা যদি আমার নবুয়তের উপর বিশ্বাস রাখ, তবে তোমাদের এরূপ অলৌকিক খাঞ্চা দাবী করার প্রয়োজন কি? সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। এরূপ অলৌকিক কিছু দাবী করে আল্লাহ তা'আলাকে পরীক্ষা করতে চাওয়া মু'মিনের জন্য উচিত নয়। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীস, কান্ধলবী)

(৪) তারা উত্তরে বলল, আমরা আল্লাহ তা'আলাকে পরীক্ষা করার জন্য খাঞ্চা দাবী করছি না; বরং আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আকাশ থেকে অবতীর্ণ খাবারের বরকত গ্রহণ করা, যদ্বারা আমাদের অন্তর প্রশান্ত হবে এবং আমরা জেনে নেব যে, আপনি আমাদেরকে জান্নাতের যেসব বর্ণনা দিয়েছেন তা সত্য। তাছাড়া যারা এ অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেনি, তাদের কাছে আমরা এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেব যে, আমরা এ ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছি। (প্রাগুক্ত ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, খাঞ্চা অবতরণের দিনটি আমাদের জন্য আনন্দোৎসবের দিন হবে। বর্ণিত আছে যে, সে খাঞ্চাটি রবিবারে অবতীর্ণ হয়, যার কারণে খৃষ্টানরা রবিবারকে সাপ্তাহিক ঈদের দিন হিসেবে পালন করে থাকে, যেমন মুসলমানরা শুক্রবার পালন করে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) অর্থাৎ, আমি তোমাদের অস্বাভাবিক দাবী পূরণ করব বটে, তবে এরপরও যে কুফরী করবে তাকে শাস্তিও এমন অস্বাভাবিক দিব, যা বিশ্বের কাউকে দিব না। বর্ণিত আছে যে, যে খাঞ্চা চল্লিশ দিন যাবৎ অবতীর্ণ হতে থাকে। তাদেরকে সে খাবারে খেয়ানত না করতে এবং সঞ্চয় না করে রাখতে বলা হয়েছিল, কিন্তু তারা সে নির্দেশ পালন না করায় তাদেরকে শুকর ও বানরে পরিণত করে দেয়া হয়। এ শাস্তি ইতিপূর্বে ইয়াহুদীদেরকে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী আর কাউকে দেয়া হয়নি। উল্লেখ্য যে, তিন দিন পর তারা শুকর ও বানর অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১১ নং আয়াত:

১. হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারীদের ঈমান আনয়নের বর্ণনা।

২. আয়াতে ঈমান আনার কথা উল্লেখ করার সাথে আনুগত্যের কথা উল্লেখ থেকে বোঝা যায় ঈমানের পাশাপাশি আমল তথা আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসা-ল্লাম-এর আনুগত্য করাও জরুরী।

● ১১২ নং আয়াত:

১. হাওয়ারীগণ কর্তৃক মু'জিযার দাবীর বর্ণনা।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. "আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হও" এ থেকে প্রমাণিত হয়- মু'জিযা দাবী করা মু'মিনদের পক্ষে অনুচিত। (মাআরিফুল কুরআন)

● ১১৩ নং আয়াত:

১. হাওয়ারীগণ কর্তৃক তাদের দাবীর সপক্ষে সদুদ্দেশ্য থাকার বর্ণনা।

২. মু'জিযা ও অলৌকিক বস্তু দর্শন দ্বারা কলবের এতমীনান বৃদ্ধি পায়।

● ১১৪-১১৫ নং আয়াতদ্বয়:

১. হযরত ঈসা (আ.) কর্তৃক আসমানী খাঞ্চা অবতরণের জন্য দুআর বর্ণনা।

২. দ্বীনী উৎসব পালনের বিধান প্রমাণিত হয়। উল্লেখ্য যে, ইসলামে ঈদ উৎসব মাত্র দুইটিঃ ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহা। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. "কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্য থেকে যে কুফ্‌রী করবে তাকে আমি অবশ্যই এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি আমি বিশ্বজগতের অন্য কাউকে দিব না।"- এ বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়- নেয়ামত অসাধারণ বড় হলে তার অকৃতজ্ঞতার শাস্তিও বড় হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ ۗ بِحَقٍّ ؕ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ؕ تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿۱۱۶﴾

(১১৬) আর (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ বলবেন, হে মারইয়াম তনয় ঈসা, তুমিই কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে মাবূদরূপে গ্রহণ করো? সে বলবে, আপনার পবিত্রতা (ঘোষণা করছি), আমার জন্য শোভা পায় না যে, আমি এমন কিছু বলি, যা (বলা)-র কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি তা বলতাম তবে আপনি তো তা জানতেন। আপনি জানেন যা আমার মনে আছে; আর আমি জানি না যা আপনার মনে আছে; আপনিই তো অদৃশ্য সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।[১]

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِىْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ؕ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ﴿۱۱۷﴾

(১১৭) আপনি আমাকে যে আদেশ করেছেন তা ছাড়া তাদেরকে আমি (কিছুই) বলিনি। অর্থাৎ, তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ এর ইবাদত করো। আর যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের (কার্যকলাপ) সম্পর্কে সাক্ষী; তারপর যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন[২] তখন আপনিই তো ছিলেন তাদের (কার্যকলাপের) তত্ত্বাবধায়ক এবং আপনি সর্ব বিষয়েই সাক্ষী।[৩]

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۱۸﴾

(১১৮) আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা, আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে আপনিইতো মহাপরাক্রমশালী, অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়।[৪]

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۱۹﴾

(১১৯) আল্লাহ বলবেন, এটা সেই দিন যেদিন সত্যবাদীদের উপকারে আসবে তাদের সত্যবাদিতা। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এটাই মহা সফলতা।[৫]

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ؕ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۲۰﴾

(১২০) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়স্থ সবকিছুর আধিপত্য আল্লাহরই এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।[৬]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পূর্ববর্তী ১১০ নং আয়াতের টীকায় বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী রুকুর আয়াতসমূহ আলোচ্য রুকূর ভূমিকা। পূর্বের রুকু'তে প্রথমে বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন সমস্ত নবী রসূলকে তাঁদের উম্মতের সামনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতঃপর বিশেষভাবে হযরত হযরত ঈসা (আ.)-এর আলোচনা করা হয়েছে যে, তাঁকে কেয়ামতের দিন প্রথমে তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে খৃষ্টানদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে মাবূদরূপে গ্রহণ কর? হযরত ঈসা (আ.) এ প্রশ্ন শুনে বিচলিত হয়ে উঠবেন এবং আরয করবেন, হে আল্লাহ! হে পবিত্রতম!! যে কথা বলার আমার কোন অধিকার নেই, তা আমি কী করে বলতে পারি? তাছাড়া আমি যদি বলতাম তবে তো আপনি জানতেনই। আপনি আমার মনের কথাও জানেন, এরূপ কল্পনা আমার মনেও কখনও জাগেনি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) আয়াতে توفيتنى -এর অর্থ করা হয়েছে, "আপনি আমাকে তুলে নিলেন"। কেননা, কুরআন ও হাদীছের দ্ব্যর্থহীন বর্ণনা মতে হযরত ঈসা (আ.)-এর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। বরং তাকে জীবিত অবস্থায় আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে। কেয়ামতের পূর্বে তিনি স্বশরীরে আকাশ থেকে আবির্ভূত হবেন এবং ইসলামের অনুসরণ করবেন। (এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য সূরা আলে ইমরানের ৫৪ নং আয়াতের টীকা।) [ফাওয়ায়েদে উছমানী]

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৩) অর্থাৎ, আমি চুল পরিমাণ আপনার আদেশ লংঘন করিনি। আমি তাদেরকে কেবল আপনার ইবাদতের প্রতি আহ্বান করেছি। আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম ততদিন তাদের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করেছি, কিন্তু আমার তাদের মাঝে অবস্থান করার নির্ধারিত সময় পূর্ণ করার পর যখন আপনি আমাকে উর্ধ্বাকাশে তুলে নিলেন তখন থেকে আপনিই ছিলেন তাদের ক্রিয়াকর্মের তত্ত্বাবধায়ক। সুতরাং সে ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।

(৪) অর্থাৎ, আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তা জুলুম বলে গণ্য হবে না। কেননা, তারা তো আপনারই বান্দা। পক্ষান্তরে আপনি যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে এটা আপনার দুর্বলতা কিংবা নির্বুদ্ধিতা নয়। কেননা, আপনি তো পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। সুতরাং কেউ আপনার কুদরতের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না এবং আপনার ক্ষমা করে দেয়াও অর্থহীন নয়। আপনি তাদের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্তই করবেন তা হবে প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সামর্থপূর্ণ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) যারা বিশ্বাস, কথা ও কাজে সত্যবাদী ছিল যেমন হযরত ঈসা (আ.) তারা আজ তাদের সত্যবাদিতার ফল পাবে। তা হচ্ছে জান্নাত। জান্নাত হবে তাদের চিরস্থায়ী আবাসস্থল। তবে বড় সফলতা হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। মু'মিনদের কাছে জান্নাত কাম্য হওয়ার কারণও একটাই যে, জান্নাত আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির স্থান। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) কাজেই তিনি নেককার ও বদকারের সাথে এরূপ ব্যবহার করবেন, যা মহা অধিপতির পক্ষে সমীচীন। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১৬ নং আয়াত:

১. খৃষ্টান সম্প্রদায় কর্তৃক হযরত ঈসা ও তাঁর মাতাকে মা'বূদরূপে গ্রহণ করায় কেয়ামতের ময়দানে খৃষ্টানদেরকে শাসানোর বর্ণনা। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. হযরত ঈসা (আ.) কর্তৃক মুশরিক নাসারাদের বক্তব্য থেকে সম্পর্ক ছিন্নতার ঘোষণা।

৩. বোঝা গেল হযরত ঈসা ও তাঁর মাতা মা'বূদ ছিলেন না, যেমনটি খৃষ্ট জগতের ধারণা।

৪. নবীগণ থেকে কোন অসংগত কথা প্রকাশ পেতে পারে না।

৫. আল্লাহ তা'আলা মনের কথা ও গায়েবের বিষয়ে অবগত।

● ১১৭ নং আয়াত:

১. হযরত ঈসা (আ.) তাঁর নিজের নয় বরং আল্লাহর ইবাদতের কথা বলে গেছেন।

২. হযরত ঈসা (আ.) বলেছেন, "তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর।" এ বক্তব্যে তিনি তাঁর নিজের খোদা হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। কেননা তিনি খোদা হলে তাঁর আবার প্রতিপালক থাকবে কেন?

৩. আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ও সর্ব বিষয়ের সাক্ষী।

● ১১৮ নং আয়াত:

মুশরিকদের শাস্তি দান ও মু'মিনদের নেয়ামত প্রদান উভয়ই আল্লাহ তা'আলার হেকমতের উপর ভিত্তিশীল। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১১৯ নং আয়াত:

১. আয়াতে সত্যবাদিতার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে যে, সত্যবাদিতা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে উপকারে আসে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. সত্যবাদীদের জন্য জান্নাত রয়েছে।

৩. জান্নাতীগণ জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে।

৪. জান্নাত লাভ করতে পারাই মহা সাফল্য।

● ১২০ নং আয়াত:

১. সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার মালিকানাধীন। সবকিছুর মালিক তিনি। অতএব গায়রুল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করা শিরক ও বাতিল।

২. আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর সর্বময় ক্ষমতাধর। অতএব যে কোন বিপদ আপদ হটানোর জন্য একমাত্র তাঁর কাছেই প্রার্থনা করতে হবে।

(৪) সূরা আনআম[১], মাদানী
১৬৫ আয়াত, ২০ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।[১]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَ النُّوْرَ ۗ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ①

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী, আর বানিয়েছেন আঁধার ও আলোক। তথাপি কাফেররা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়।[২]

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ②

(২) তিনিই তোমাদেরকে কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর একটি কাল নির্ধারণ করেছেন এবং আর একটি কাল নির্ধারিত রয়েছে তাঁর কাছে। তথাপি তোমরা সন্দেহ কর![২]

وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ③

(৩) আর আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে তিনিই আল্লাহ। তিনি তোমাদের গোপন ও তোমাদের প্রকাশ্য বিষয় জানেন, তোমরা যা কর তাও তিনি জানেন।[৩]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

শানে নুযূল: অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এবং অনেকগুলো রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুসারে এই সূরার ৯১ নং আয়াত وما قدروا الله থেকে ৯৩ নং আয়াত পর্যন্ত এবং ১৫১ নং আয়াত থেকে ১৫৩ নং আয়াত পর্যন্ত এই ছয়টি আয়াত ব্যতীত সম্পূর্ণ সূরাটি হিজরতের পূর্বে মক্কায় এক রাতে সত্তর হাজার ফেরেশতা সহকারে অবতীর্ণ হয়। এই সূরায় তাওহীদ তথা দ্বীনের সমস্ত মূলনীতি বর্ণিত

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হয়েছে। আলেমগণ আকাইদের অধিকাংশ বিষয় এই সূরা থেকে উদ্‌ঘাটন করেছেন। উপরোক্ত ছয়টি আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়। এ সূরায় চতুষ্পদ জন্তু সম্পর্কিত মুশরিকদের মূর্খতাসুলভ আচার আচরণ ও কুসংস্কারের বর্ণনা থাকায় সূরাটির নামকরণ সূরাতুল আন'আম (চতুষ্পদ জন্তু সম্পর্কিত সূরা) করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

(১) এই সূরায় যেহেতু দ্বীনের মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে তাই প্রথমে নাস্তিকদের দাবী খণ্ডন করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলাই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এরপর "ভালোর সৃষ্টিকর্তা ইয়াযদান তথা আলো এবং মন্দের সৃষ্টিকর্তা আহরামান তথা অন্ধকার"– অগ্নিপূজকদের এ মতবাদ খণ্ডন করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলাই আলো ও অন্ধকারের সৃষ্টিকর্তা। অতঃপর মুশরিকদের শিরকের মতবাদ খণ্ডন করে বলা হয়েছে যে, কাফেররা আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্যান্য বস্তুকে সমকক্ষ স্থির করে। কিন্তু তিনি যে কোন সমকক্ষের উর্ধ্বে। মোটকথা, উর্ধ্বজগৎ-মর্ত্যজগৎ, আলো-অন্ধকার, দিবস-রজনী, জীবন-মৃত্যু সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই। তাঁর শরীক ও সমকক্ষ কেউ নেই। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী থেকে সংক্ষেপিত ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) পূর্ববর্তী আয়াতে মহা বিশ্বজগৎ সৃষ্টির কথা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ক্ষুদ্র জগৎ তথা মানুষের দেহ গঠনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, প্রথমে তিনি নিষ্প্রাণ মাটি থেকে আদম (আ.)-এর দেহ গঠন করে তাকে জীবন ও যাবতীয় মানবীয় গুণাবলী দান করেছেন। তাছাড়াও মাটি থেকেই খাদ্য উৎপন্ন হয় এবং খাদ্য থেকে বীর্য ও বীর্য থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়। মোটকথা, এভাবেই তিনি তোমাদেরকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। আবার প্রত্যেকের মৃত্যুর একটি সময় নির্ধারিত করে দিয়েছেন। সুতরাং মানুষের দেহ তথা ক্ষুদ্র জগতের যেমন মৃত্যুর মাধ্যমে লয় সংঘটিত হয়, তেমনি মহা বিশ্বজগতেরও একদিন মহাপ্রলয় অর্থাৎ, কেয়ামত সংঘটিত হবে, যার সময় একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, মানুষের জীবন মৃত্যুর এই দুর্লংঘ্য নিয়ম অহর্নিশ প্রত্যক্ষ করেও তোমরা কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছ? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) যেহেতু আকাশ ও পৃথিবীর আধিপত্য তাঁরই, তিনিই মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য এবং ছোট-বড় সকল কর্ম সম্পর্কে অবহিত, কাজেই তাঁরই ইবাদত করা ও তাঁরই কছে সাহায্য চাওয়া উচিত। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তা'আলার যথোচিত প্রশংসার গুরুত্ব বর্ণনা। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. যার প্রশংসার যোগ্য মাহাত্মসূচক গুণ-গরিমা নেই সে প্রশংসার পাত্র নয়। (প্রাগুক্ত)

৩. আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মাহাত্মসূচক যাবতীয় গুণ-গরিমার অধিকারী, তাই সমস্ত প্রশংসার মালিক তিনিই। (মাআরিফুল কুরআন)

৪. যারা ইবাদতের ক্ষেত্রে মাখলূককে সৃষ্টিকর্তার সমকক্ষ স্থির করে, তাদের আচরণের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২ নং আয়াত:

১. মানুষকে (হযরত আদম [আ.]-এর মধ্যস্থতায়) মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

২. "অতঃপর একটি কাল নির্ধারণ করেছেন" এ বাক্যে প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর সময় নির্ধারিত থাকার কথা জানানো হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

৩. "আর একটি কাল নির্ধারিত রয়েছে তাঁর কাছে।" এ বাক্যে পুনরুত্থানের সময় আল্লাহর কাছে নির্ধারিত থাকার কথা জানানো হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

৪. "তথাপি তোমরা সন্দেহ কর!" এ বাক্যে যারা আল্লাহ তাআলার যাবতীয় কুদরত প্রত্যক্ষ করেও কেয়ামত, হাশর, নশর ও পরকালের জীবনকে অস্বীকার করে, তাদের অবস্থার জন্য বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৩ নং আয়াত:

১. আয়াতে তাওহীদের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার পৃথিবীর ও আকাশ-মণ্ডলীর সত্যিকার খোদা। অতএব তিনি ব্যতীত আর সব মা'বূদ (উপাস্য) বাতিল।

২. তিনি গোপন প্রকাশ্য সর্ব বিষয়ে অবগত।

৩. তিনি মানুষের যাবতীয় কর্ম সম্বন্ধে অবগত।

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۝٤	(৪) আর তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী থেকে যে নিদর্শনই তাদের কাছে আসে তা থেকে তারা বিমুখ হয়।[১]
فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ؕ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٥	(৫) সেমতে এই সত্য (কুরআন)কে তারা অস্বীকার করেছে, যখনই তা তাদের কাছে এসেছে। কাজেই তারা যা নিয়ে উপহাস করে আসছে তার খবর অচিরেই তাদের কাছে আসবে।[২]
اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۖ وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ۝٦	(৬) তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি। যাদেরকে আমি পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, যেমন প্রতিষ্ঠিত তোমাদেরকে করিনি এবং আমি তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, আর তাদের পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত করেছিলাম। অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের পাপের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম এবং তাদের পরে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম।[৩]

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদের প্রমাণসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এখান থেকে আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিদর্শনাবলী ও কুরআনের আয়াত তথা বিধি-বিধানের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শনের জন্য শাসানো হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

উল্লেখ্য যে, এ আয়াতে نفى ما تأتيهم এর نفى -এর পরে لا আসার কারণে نفى বাতিল হয়ে যাওয়ায় ক্রিয়ার হাঁ সূচক অর্থ করা হয়েছে।

(২) অর্থাৎ, যখন তাদের কাছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন ও অন্যান্য মু'জিযা নিয়ে এসেছেন তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করেছে এবং উপহাস করে উপেক্ষা করেছে। কাজেই অচিরেই মৃত্যুর পর কেয়ামতের দিন তারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি ভোগ করবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, আদ, ছামূদ ইত্যাদি সম্প্রদায়কে তোমাদের চেয়ে অধিক শক্তি-সামর্থ দেয়া হয়েছিল; বৃষ্টি ও নদী-নালার কারণে তাদের বাগ-বাগিচা ছিল ফলে-ফুলে ভরা। সুখ-স্বাচ্ছন্দ ছিল তাদের জীবন জুড়ে। যখন তারা আমার বিধি-বিধানের বিরুদ্ধাচরণ ও অস্বীকারের জন্য প্রস্তুত হল এবং কুদরতের নিদর্শনাবলী নিয়ে উপহাস করতে শুরু করল, তখন আমি তাদের অপরাধের কারণে তাদেরকে এমন শাস্তি দিয়েছি যে, তাদের নাম-নিশানা মুছে ফেলেছি। এরপর অন্যান্য জাতি সৃষ্টি করেছি। এসব কি তোমরা প্রত্যক্ষ করে শিক্ষা গ্রহণ কর না? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪–৫ নং আয়াতদ্বয়:

১. আয়াতে বলা হয়েছে, পূর্বে থেকে মুশরিকদের সত্যকে অস্বীকার করে আসাটাই পরবর্তীতে সত্যের প্রতি তাদের বিমুখতা প্রদর্শনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. দ্বীনের প্রতি বিদ্রূপ ও উপহাস আল্লাহর আযাবকে অবধারিত ও নিকটবর্তী করে দেয়। (প্রাগুক্ত)

● ৬ নং আয়াত:

১. পূর্ববর্তী অবাধ্য ও জালেম সম্প্রদায়ের ধ্বংস ও বিপর্যয়ের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সমষ্টিগতভাবে ধ্বংসের কারণ ছিল তাদের পাপাচার। (প্রাগুক্ত)

৩. যে কোন বিপর্যয় পাপাচারের কারণেই হয়ে থাকে। (প্রাগুক্ত)

(৭) আর যদি আমি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কোন কিতাব নাযেল করতাম, অতঃপর তারা নিজেদের হাতে তা স্পর্শ করত তবুও (এই) কাফেররা বলত, এটা স্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।[১]	وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٧

(৮) আর তারা বলে, তার কাছে কোন ফেরেশ্‌তা কেন প্রেরিত হয় না? আর যদি আমি কোন ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করতাম তবে তো বিষয়টির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই হয়ে যেত। তারপর তাদেরকে অবকাশ দেয়া হত না।[২]	وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۭ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ۝٨
(৯) আর যদি তাকে (রসূলকে) কোন ফেরেশতা বানাতাম তবে আমি তাকে মানুষরূপেই বানাতাম; আর আমি তাদেরকে সেরূপ বিভ্রমে ফেলতাম, যেরূপ বিভ্রমে তারা আছে।[৩]	وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ۝٩
(১০) এবং অবশ্যই তোমার পূর্বে অনেক রসূলের সাথে উপহাস করা হয়েছে অতঃপর যারা তাঁদের সাথে উপহাস করেছে তাদেরকে ঐ শাস্তি বেষ্টন করে নিল, যা নিয়ে তারা উপহাস করত।[৪]	وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١٠
(১১) তুমি বলে দাও, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর; অতঃপর দেখ, অস্বীকারকারীদের পরিণাম কী হয়েছে[৫]?	قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝١١

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মক্কার কোন কোন মুশরিক বলেছিল যে, আপনি যদি আকাশ থেকে লিখিত গ্রন্থ নিয়ে আসেন এবং তার সাথে চারজন ফেরেশতাও থাকে, যারা আমাদের সামনে এই মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয় এ গ্রন্থ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত, তবে আমরা ঈমান গ্রহণ করব। তার উত্তরে এখানে বলা হয়েছে যে, যারা বর্তমানে কুরআনকে যাদু এবং কুরআন আনয়নকারীকে যাদুকর বলে আখ্যায়িত করে তাদের সামনে যদি আমি বাস্তবেই কাগজে লিখিত গ্রন্থ আকাশ থেকে অবতীর্ণ করি এবং তারা নিজেদের হাতে তা স্পর্শ করে দেখে তবুও তারা বলবে যে, এটা স্পষ্ট যাদু। যার ভাগ্যে হেদায়াত নেই তার সংশয় কখনও যাবার নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, তারা আরও বলে যে, তাঁর কাছে কেন এমন কোন ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করা হয় না, যাকে আমরা দেখতে পাব এবং যার কথাবার্তা শুনতে পাব? আল্লাহ তা'আলা তাদের উত্তরে বলেন, আমি যদি তাদের দাবী মুতাবিক মু'জিযা দেখানোর জন্য ফেরেশ্‌তা পাঠিয়ে দিতাম তবে তাদের চাহিদা অনুযায়ী মু'জিযা প্রদানের পরও তা অস্বীকার করলে তাদের ধ্বংসের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যেত। এরপর তাদেরকে বিন্দু মাত্র অবকাশ দেয়া হত না। কাজেই তাদের বুঝে নেয়া উচিত যে, তাদের ইচ্ছামত দাবি পূরণ না করার মাঝে তাদেরই মঙ্গল নিহিত রয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী থেকে সংক্ষেপিত)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৩) অর্থাৎ, যদি আমি রসূলকে মানুষ না বানিয়ে ফেরেশ্‌তা বানাতাম তবে তারা যেহেতু ফেরেশতাকে আসল আকৃতিতে দেখতে সক্ষম নয়, কাজেই তাঁর থেকে কথাবার্তা শোনা ও তাঁর থেকে উপকৃত হওয়ার স্বার্থে তাঁকে মানুষের আকৃতিতেই পাঠাতাম। তখনও তাদের সেই সংশয়ই হত, যা তাদের এখন হচ্ছে। (মাআরিফুল কুরআন, ইদ্রীস কান্ধলবী)

(৪) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের অযথা আবদারের জওয়াব দেয়ার পর আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে যে, তুমি তাদের উপহাস ও বিদ্রূপের কারণে দুঃখিত হয়োনা, এটা কোন নতুন বিষয় নয়, পূর্ববর্তী নবীদেরকেও এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অবশেষে সত্য অস্বীকারকারী শত্রুদের যে শাস্তি হয়েছে, তা সবারই জানা। যারা তোমার সাথে উপহাস করে তাদেরকেও তদ্রূপ শাস্তি দেয়া হতে পারে, যেমন তাদের পূর্ববর্তীদের দেয়া হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো প্রত্যক্ষ কর। তখন সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবে যে, যেসব সম্প্রদায় আম্বিয়ায়ে কেরামকে অস্বীকার করেছে তাদের পরিণাম কী হয়েছে? সুতরাং তোমাদের উপহাসের পরিণাম কি হবে তা অনুমান করে নাও। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭ নং আয়াত:

১. মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনাবলী কেবল ঈমানকেই অপরিহার্য করে না; বরং কখনও কুফরী ও বিদ্বেষের কারণও হয়। তাই আল্লাহ তাআলা কুরায়শের দাবি পূর্ণ করেননি এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের দাবী অনুযায়ী মু'জিযা প্রদান করেননি। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. হঠকারীতামূলক দাবীপূর্ণ করা হলেও তাতে হঠকারী ব্যক্তি তৃপ্ত হয় না; বরং তাতে ছিদ্রান্বেষণের চেষ্টা করে।

● ৮–৯ নং আয়াতদ্বয়:

১. যার ভাগ্যে হেদায়াত নেই তার সংশয় কখনও দূর হবার নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. প্রার্থিত মু'জিযা প্রত্যক্ষ করার পরও যদি কেউ তা অস্বীকার করে তবে তার আযাব অনিবার্য, এতে তাকে সামান্যও অবকাশ দেয়া হয় না। (মাআরিফুল কুরআন, ইদ্রীস কান্ধলবী)

৩. অনেক ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছামাফিক দাবী পূরণ না করার মাঝে মানুষেরই কল্যাণ নিহিত থাকে, যা মানুষ বোঝে না।

● ১০ নং আয়াত:

১. নবী–রসূল ও দ্বীনের দাওয়াত প্রদানকারীদের সাথে উপহাস করা (দুষ্ট) লোকদের চিরাচরিত চরিত্র। সুতরাং দাওয়াত প্রদানকারীদের পক্ষে ধৈর্যধারণ করা অপরিহার্য (আইছারুত্তাফাসীর)

২. যারা দ্বীনকে অস্বীকার করে এবং তা নিয়ে উপহাস করে তাদের শাস্তি অনিবার্য ধ্বংস। (ঐ)

● ১১ নং আয়াত:

১. শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণের প্রমাণ পাওয়া গেল।

২. মানুষের পরিণাম সম্পর্কে সচেতন হওয়ার উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করার বিধান প্রমাণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلْ لِّلّٰهِ ؕ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢﴾

(১২) তুমি জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা রয়েছে তা কার মালিকানা? তুমি বলে দাও, আল্লাহরই মালিকানা। তিনি দয়া করাকে নিজের উপর কর্তব্য করে নিয়েছেন। তিনি কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে অবশ্যই একত্রিত করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যারা (নিজেরাই) নিজেদের ক্ষতি করেছে তারাতো ঈমান গ্রহণ করবে না।[১]

وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣﴾

(১৩) আর রাত্রি ও দিবসে[২] যা কিছু থাকে তা তাঁরই মালিকানা এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ؕ قُلْ اِنِّيْۤ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٤﴾

(১৪) তুমি বলে দাও, আমি কী আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করব যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? আর তিনিই খাদ্য দান করেন, আর তাঁকে খাদ্য দান করা হয় না। তুমি বলে দাও যে, আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমিই আত্মসমর্পনকারীদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হই এবং (আমাকে আরও আদেশ করা হয়েছে যে,) তুমি কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।[৩]

قُلْ اِنِّيْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥﴾

(১৫) তুমি বলে দাও যে, আমি যদি আমার প্রতিপালকের বিরুদ্ধাচরণ করি তবে আমি এক মহা দিবসের শাস্তিকে ভয় করি।[৪]

مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَىِٕذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾

(১৬) সেদিন কারও থেকে সেই শাস্তি সরিয়ে দেয়া হলে তাহলেতো তার প্রতি তিনি দয়া করলেন এবং এটাই স্পষ্ট সফলতা।[৫]

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾

(১৭) আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টের ছোয়া লাগান তবে তিনি ব্যতীত তা হটানোর কেউ নেই এবং যদি তিনি তোমাকে মঙ্গলের ছোয়া লাগান তবে (তা-ও হটানোর কেউ নেই।) তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿١٨﴾

(১৮) আর তিনিই আপন বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবহিত।[৬]

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মুশরিকরাও স্বীকার করত যে, সমগ্র ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে আল্লাহ তা'আলারই আধিপত্য রয়েছে। সুতরাং রিসালাত অস্বীকারকারী ও উপহাসকারীরা কী করে তাৎক্ষণিক শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে পারে। এটা কেবল আল্লাহ তা'আলারই পরিব্যাপ্ত রহমত যে, তিনি অপরাধ দেখেও তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেন না। কেয়ামতের দিবসেও কেবল সেসব হতভাগাদের বেঈমানীর শাস্তি দেয়া হবে, যারা জেনে শুনে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) পূর্ববর্তী আয়াতে "আকাশ ও পৃথিবীতে যা রয়েছে" বলে স্থানের দিক থেকে ব্যাপকতা বুঝানো হয়েছিল, আলোচ্য আয়াতে কালের দিক থেকে ব্যাপকতা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, সব জায়গায় সব সময় তাঁরই আধিপত্য, নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা। (প্রাগুক্ত)

(৩) পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, স্থান-কাল সর্বব্যাপী আল্লাহ তা'আলারই আধিপত্য। অতএব তাওহীদকে সপ্রমাণ করার পর এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তুমি বলে দাও, সমগ্র ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের স্রষ্টা, যিনি সবাইকে জীবিকা দান করেন অথচ তিনি কারও থেকে জীবিকা নেন না, তাকে ব্যতীত আমি কী অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করব? তুমি আরও বলে দাও যে, আমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ করা হয়েছে, যাতে আমি প্রথম আত্মসমর্পনকারী হই এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত না হই।

(৪) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা আমাকে এই আদেশ করেছেন যে, আমি তাঁর কাছে প্রথম আত্মসমর্পনকারী হই এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত না হই। এখন যদি আমি তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করি এবং তোমাদের কথামত তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করি তবে আমার কেয়ামত দিবসের শাস্তির ভয় হয়। কেয়ামতের দিবসকে মহা দিবস এজন্য বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের এক দিনের পরিমাণ হবে দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত বক্তব্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে উচ্চারিত করে মানুষকে শোনানো উদ্দেশ্য; অর্থাৎ, যদি কোন নিষ্পাপ বান্দা থেকেও অপরাধ প্রকাশ পায় এবং তা যদি ভয়ের কারণ হয় তবে কুফর, শিরক ও যাবতীয় গোনাহে নিমজ্জিত হয়ে আল্লাহর আযাব থেকে কীভাবে নিশ্চিত হয়ে বসে থাকা সম্ভব? (মাআরিফুল কুরআন, ইদ্রীস কান্ধলবী)

(৫) অর্থাৎ, জান্নাত এবং আল্লাহ তাআলার সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি অর্জন করা তো অনেক বিরাট ব্যাপার। মানুষ যদি কেয়ামতের দিন আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে যায় তবে সেটাই হবে বড় সফলতা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া অথবা আখেরাতে যাকে যেই আযাব বা নেয়ামত দান করতে ইচ্ছা করেন তাকে প্রতিহত করা কারও পক্ষে সম্ভব নয় এবং কেউ তাঁর নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতার গণ্ডি থেকে বের হয়ে যেতেও পারবে না। কোন্ বান্দার আমল কি রকম সে সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত। সুতরাং তাদের আমল অনুযায়ী তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত সে ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২-১৩ নং আয়াতদ্বয়:

১. আল্লাহ তা'আলার সর্বত্র সার্বজনীন ও সর্বকালীন আধিপত্যের বর্ণনা।

২. আল্লাহ তা'আলার পরিব্যাপ্ত রহমতের বর্ণনা। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বর্ণনা।

www.maktabatulabrar.com

৪. যে ঈমান গ্রহণ করে না সে নিজেরই ক্ষতি করে, অন্য কারও নয়।

৫. আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

● ১৪ নং আয়াত:

১. আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করা এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা হারাম। (প্রাগুক্ত)

৩. যিনি কারও মুখাপেক্ষী নন; বরং সবাই যাঁর মুখাপেক্ষী, তিনিই কেবল সবার ইবাদতের যোগ্য হতে পারেন এবং যারা অন্যের মুখাপেক্ষী তারা উপাস্য হতে পারে না।

৪. দাওয়াত প্রদানকারীকে সর্বপ্রথম নিজ দাওয়াতের অনুসারী হওয়া এবং তার পরিপন্থী কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা প্রয়োজন।

● ১৫ নং আয়াত:

ছোট-বড় যে-ই আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করুক, তাঁর শাস্তি থেকে কেউ রেহাই পাবে না। সুতরাং সবারই উচিত তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকা।

● ১৬ নং আয়াত:

পরকালের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়াই বড় সফলতা, জান্নাত লাভ তো আরও বড় পাওয়া। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

● ১৭ নং আয়াত:

১. বিপদ-আপদে আল্লাহ তা'আলার কাছেই পানাহ চাওয়া উচিত। কেননা, তিনি ব্যতীত বিপদাপদ দূর করার ক্ষমতা কারও নেই। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহর কাছেই কল্যাণ কামনা করা উচিত। কেননা, তিনিই কল্যাণ দানে সর্বশক্তিমান।

● ১৮ নং আয়াত:

আয়াতে আল্লাহর প্রবাক্রমশালীতা, প্রজ্ঞাময়তা ও সবিশেষ অবগতির বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

قُلْ اَیُّ شَیْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ۫ شَهِیْدٌۢ بَیْنِیْ وَبَیْنَكُمْ ؕ وَاُوْحِیَ اِلَیَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ؕ اَىِٕنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰی ؕ قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿۱۹﴾

(১৯) তুমি জিজ্ঞেস করঃ সাক্ষ্যের জন্য কোন্ বস্তু সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ? তুমি বলে দাও, আল্লাহ আমার মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আর এই কুরআন আমার প্রতি ওহীরূপে প্রেরিত হয়েছে যেন আমি এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে তা পৌছাবে তাদেরকে সতর্ক করি। তোমরা কি সত্যি সত্যিই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহর সাথে অন্যান্য ইলাহও রয়েছে। তুমি বলে দাও, আমি (এরূপ) সাক্ষ্য দিচ্ছি না। তুমি বলে দাও, তিনিই একক ইলাহ এবং তোমরা যা শরিক করছ তা থেকে আমি অবশ্যই মুক্ত।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(২) এখানে الف لام -এর অর্থ "এরূপ" করা হয়েছে। কারণ, الظالمون এর মধ্যে الف لام এসেছে عهد এর জন্য। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) এখানে "স্মরণ কর" বাক্যটি উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৪) "মা'বূদ" শব্দটি এখানে উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) فتنة শব্দটি স্থান বিশেষে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে "পরিণাম" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (আবুস-সুউদ)

(৬) এখানে "নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা" বাক্য ব্যবহারের কারণ হল, এসব মিথ্যার শাস্তি তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৭) অর্থাৎ, আল্লাহকে ছেড়ে অন্য যাদেরকে তারা মা'বূদ মনে করত তারা উধাও হয়ে যাবে। তাদের উধাও হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সেখানে তারা উপস্থিত থাকবে না। বরং উদ্দেশ্য হল, তথাকথিত মা'বূদদের সুপারিশ বা কোন প্রকার সাহায্য সেদিন উপস্থিত থাকবে না। উধাও হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়তের পক্ষে সাক্ষ্যদান এবং তাঁর নিকট কুরআন প্রেরিত হওয়ার বর্ণনা।

২. "যাদের কাছে তা পৌঁছাবে" বাক্যাংশের দ্বারা প্রমাণিত হয়, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের সকল স্থানের মানুষের জন্যই নবীরূপে প্রেরিত হয়েছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

৩. আয়াতে ঈমান তথা হকের উপর দৃঢ়তা এবং অবিচল থাকার শিক্ষা পাওয়া যায়। খোদাদ্রোহীদের বিভিন্ন রকম প্রশ্নের মোকাবেলায় আল্লাহ তা'আলার উপর অবিচল আস্থা এবং তাঁর উপর পূর্ণাঙ্গ ঈমান-ই মুক্তির পথ।

৪. তাওহীদ গ্রহণ ও শিরক থেকে বিরত থাকার শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

● ২০ নং আয়াত:

১. তাওরাত ইঞ্জীলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কিত স্পষ্ট বিবরণ ছিল, যার ভিত্তিতে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনত।

২. আয়াতের দ্বারা আরও প্রমাণিত হয়, আন্তরিক ইচ্ছা এবং আল্লাহর তাওফীক শামিল না হলে সত্যকে গ্রহণ করা ভাগ্যে জোটে না। এমনকি সত্যকে পুরোপুরি জানা, দেখা এবং উপলব্ধি করা সত্ত্বেও তা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। যেমন হয়নি ইয়াহুদী–নাসারাদের ক্ষেত্রে।

● ২১ নং আয়াত:

১. আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, কাফের মুশরিকরা–ই হলো পৃথিবীতে বড় জালেম। তারা অন্য কোন ক্ষেত্রে জুলুম না করলেও "বড় জালেম" হওয়ার জন্য তাদের কুফরী-ই যথেষ্ট। কুফরীর দ্বারা তারা নিজেদের প্রতি জুলুম তথা অবিচার করে চলে।

২. জালেমরা তথা কাফেররা কামিয়াব হবে না।

● ২২ নং আয়াত:

১. হাশরের বিষয়টি প্রমাণিত।

الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۲۰﴾	(২০) যাদেরকে[১] আমি কিতাব দান করেছি তারা তাঁকে চিনে, যেভাবে তারা নিজেদের পুত্রদেরকে চিনে। যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারাতো ঈমান আনবে না।
وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۱﴾	(২১) আর যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে তাদের চেয়ে বড় জালেম কে? এটা নিশ্চিত যে, এরূপ[২] জালেমরা কামিয়াব হবে না।
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿۲۲﴾	(২২) (আর স্মরণ কর,[৩] যেদিন তাদের সবাইকে আমি একত্রিত করব অতঃপর মুশরিকদেরকে বলব: তোমাদের সেসব শরীকরা কোথায় যাদেরকে তোমরা মা'বূদ[৪] মনে করতে?
ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ﴿۲۳﴾	(২৩) অতঃপর তাদের (শিরকের) পরিণাম[৫] এছাড়া আর কিছু থাকবে না যে, তারা বলবে, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম না।"
اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۲۴﴾	(২৪) দেখ তো! তারা কীভাবে নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা[৬] বলল! আর যেসব মিথ্যা তারা রচনা করত তা তাদের থেকে উধাও হয়ে গেল।[৭]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

১৯ নং আয়াতের শানে নুযূল: মুশরিকরা একবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল, আপনি যে নবী তার সাক্ষী কে? আহলে কিতাব অর্থাৎ, ইয়াহুদী নাসারাগণও আপনাকে নবী বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। অতএব, আপনার নবুয়তের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করুন। এ পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয় যে, সাক্ষীরূপে আল্লাহ-ই যথেষ্ট। (জালালাইন)

(১) এখানে ইয়াহুদী এবং নাসারাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষনবী এটা তারা ভালভাবেই জানে। কারণ, তাওরাত এবং ইঞ্জীল কিতাবদ্বয়ের মধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. হাশরের দিন কাফের মুশরিকদের কথিত মা'বূদরা সেখানে উপস্থিতে থাকবে না। উল্লেখ্য- অন্য আয়াতে বলা হয়েছে এর বিপরীত। (একত্রিত কর গোনাহগারদেরকে, তাদের দোসরদেরকে এবং যাদের ইবাদত তারা করত তাদেরকে। ৩৭ঃ ২২) এর সমাধান হল, প্রথমে সবাইকেই হাজির করা হবে। অতঃপর জিজ্ঞাসাবাদ শেষে মা'বূদদেরকে অপসারণ করার পর আল্লাহ মুশরিকদেরকে বলবেন, তোমাদের মা'বূদরা কোথায়? অর্থাৎ, তারা তো কোন উপকারে আসল না! (জালালাইন, টীকা)

● ২৩ নং আয়াত:

কেয়ামতের দিন মুশরিকদের পক্ষে মুক্তি পাওয়ার মত কোন জওয়াব থাকবে না।

● ২৪ নং আয়াত:

১. কেয়ামতের দিন মিথ্যা দেবতা মা'বূদরা তাদের পূজারীদের কোনই সাহায্যে আসবে না।

২. "যেসব মিথ্যা তারা রচনা করত"- এ থেকে প্রমাণিত হয় আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য দেবতা স্থির করা সম্পূর্ণ মিথ্যার উপর ভিত্তিশীল, যার কোন বাস্তবতা নেই।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٥﴾

(২৫) এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে যে, তোমার দিকে কান পেতে রাখে।[১] আর আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছি, যেন তারা একে না বুঝে এবং তাদের কর্ণসমূহে ছিপি রেখে দিয়েছি।[২] আর তারা যদি সব নিদর্শনও দেখে নেয় তবুও তাতে ঈমান আনবে না, এমনকি যখন তারা তোমার কাছে আসে তোমার সাথে বিতর্ক করতে তখন ঐ কাফেররা বলে, এতো আগেকার লোকদের কল্প-কাহিনী ছাড়া কিছুই নয়।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۚ وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٦﴾

(২৬) তারা এর থেকে (মানুষকে) বিরত রাখে এবং নিজেরাও এর থেকে দূরে থাকে। আর তারা নিজেদেরকেই ধ্বংস করছে অথচ তারা বুঝছে না।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧﴾

(২৭) আর যদি তুমি দেখ, যখন তাদেরকে জাহান্নামের কাছে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা বলবে, হায়! কতইনা ভাল হত যদি আমাদেরকে পুনরায় পাঠানো হত। তাহলে[৩] (পুনরায় পাঠানো হলে) আমাদের প্রতিপালকের আয়াত-সমূহের প্রতি মিথ্যা আরোপ করব না এবং আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হব।

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٢٨﴾

(২৮) বরং তারা ইতিপূর্বে যা গোপন করত তা তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে।[৪] আর যদি তাদেরকে পুনরায় পাঠানোও হয় তবুও তারা ফের সে কাজই করবে যা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। এবং তারা তো অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

وَقَالُوْٓا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿٢٩﴾

(২৯) এবং তারা বলে, আমাদের এই দুনিয়ার জীবনই জীবন। আর আমরা পুনরুত্থিত ও হব না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কুরআন পাঠের সময় তারা কান পেতে শোনে। কিন্তু এটা তারা সত্যকে গ্রহণ করার নিয়তে করে না বরং বিভিন্ন রকম অভিযোগ সৃষ্টি করার নিয়তে শোনে। এজন্য তাদের হেদায়াত লাভ হয় না। (বয়ানুল কুরআন)

(২) দুনিয়ার কাজে যেহেতু তারা স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি বিশিষ্ট, সেহেতু তাদের কর্মের দরুণই তারা কুফরীতে নিমজ্জিত রয়েছে। তবে যেহেতু আল্লাহ তা'আলাই সব কিছুর মূলস্রষ্টা, সেহেতু আল্লাহ তাআলার দিকে "পর্দা ফেলা" এবং "ছিপি রাখা" ইত্যাদি ক্রিয়াকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

২৬ নং আয়াতের শানে নুযূল: আয়াতের শানে নুযূলের ক্ষেত্রে মতদ্বৈধতা রয়েছে। কারো মতে উক্ত আয়াত মক্কার সাধারণ কাফেরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা মানুষকে কুরআন শোনা এবং গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখত এবং নিজেরাও বিরত থাকত। এই মত মেনে নিলে (ه) জমীর (সর্বনাম) দ্বারা "কুরআন" বুঝানো হবে। দ্বিতীয় মত হল, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা আবু তালিব সহ সেসব লোকদের সম্পর্কে যারা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্যাতন করা থেকে কাফেরদেরকে বিরত রাখত কিন্তু নিজেরাও তাঁর প্রতি ঈমান আনা থেকে দূরে থাকত। এমতাবস্থায় (ه) জমীর (সর্বনাম) দ্বারা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হবে। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) এখানে ولا نكذب -এর واو ব্যবহৃত হয়েছে, ف অর্থে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) এখানে তাদের গোপনকৃত বিষয় হল আখেরাতের শাস্তি। কারণ, তাদের কুফরী ও নাফরমানীর দরুণ তাদেরকে শাস্তির যে হুশিয়ারী প্রদান করা হয়েছিল তারা তা অস্বীকার করত এবং গোপন করত। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৫ নং আয়াত:

১. সত্য কথা শোনা বা সত্যকে অবলোকন করা তখনই কারও কল্যাণ বয়ে আনবে যখন সে সত্যকে গ্রহণ করার মানসিকতা রাখবে। পক্ষান্তরে যদি সত্যকে গ্রহণ করার মন-মানসিকতাই না থাকে বরং কেবল মাত্র বিতর্ক এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য হয় তবে হাজারটা দলীল-প্রমাণও কোন কাজে আসার নয়।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. কুরআন সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করা কাফেরদের কাজ। যেমন কাফেররা কুরআনকে আগের লোকদের কেচ্ছা-কাহিনী বলে মন্তব্য করত।

● ২৬ নং আয়াত:

১. কুরআন, সুন্নাহ ও আল্লাহ, আল্লাহর রসূল থেকে মানুষকে বিরত রাখার অপচেষ্টার নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

২. এরূপ প্রচেষ্টা নিজেকেই ধ্বংস করার নামান্তর।

● ২৭-২৮ নং আয়াতদ্বয়:

১. আয়াতদ্বয়ের দ্বারা প্রমাণিত হয় কাফেরদেরকে মৃত্যুর পর পুনরায় দুনিয়াতে পাঠানো হলে তারা ফের নাফরমানীই করবে। কাজেই পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার পাঠানোর কোন যৌক্তিকতা নেই।

২. জাহান্নামের ভয়াবহতা প্রমাণিত হয়। এই ভয়াবহতার কারণেই কাফেররা পুনরায় দুনিয়াতে আগমন পূর্বক নাজাতের ব্যবস্থা করে যাওয়ার আশা করবে।

● ২৯ নং আয়াত:

আয়াতে যুগ-যুগের বস্তুবাদীদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। তা হল- এই দুনিয়াতে খাও, দাও, ফূর্তী কর।" দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন। এদের বক্তব্যের সাথে বর্তমান সময়ের বস্তুবাদীদের বক্তব্যেরও রয়েছে সম্পূর্ণ মিল।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ؕ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝٣٠

(৩০) আর যদি তুমি দেখতে, যখন তাদেরকে আপন প্রতিপালকের সামনে[১] দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন, এটা কি সত্য নয়।[২] তারা বলবে, হাঁ, আমাদের প্রতিপালকের কসম (অবশ্যই সত্য)। তিনি বলবেন, তবে এখন শাস্তির স্বাদ আস্বাদন কর: কারণ তোমরা কুফরী করতে।

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ۝٣١

(৩১) যারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমনকি হঠাৎ যখন কেয়ামত তাদের কাছে উপস্থিত হবে, তারা তখন বলবে, হায়! এ ব্যাপারে আমরা যে ত্রুটি করেছি তার জন্য আফসোস! তাদের অবস্থা এই হবে যে, তারা নিজেদের পিঠের উপর স্বীয় (গোনাহের) বোঝা বহন করবে। জেনে রাখ, তারা যা বহন করবে তা অতি নিকৃষ্ট বস্তু।

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝٣٢

(৩২) আর পার্থিব জীবন[৩] খেলা ও তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। আর মুত্তাকীদের জন্য পরকালীন বাসস্থানই অধিক উত্তম। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে على কে عند এর অর্থে গ্রহণ করে "সামনে" অর্থ করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, এই যে আখেরাত বা মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার ঘটনা তা কি সত্য নয়? (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) এখানে "পার্থিব জীবন" বলতে দুনিয়ার বিভিন্ন পাপ কর্ম এবং অর্থহীন মোবাহ কর্মে মশগুল হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। অন্যথায় পার্থিব জীবন নিঃসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বড় নেয়ামত। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩০ নং আয়াত:

১. পরকালে সকলকেই আল্লাহর সন্মুখে দাঁড়াতে হবে।

২. আখেরাতে কাফেররা অবশ্যই সবকিছু স্বীকার করে নিবে। কাজেই বুদ্ধিমানের কাজ হল, দুনিয়াতেই আখেরাতকে স্বীকার করে নেয়া। কারণ, আখেরাতে স্বীকার করার দ্বারা কোন ফায়দা হবে না।

৩. কুফরীর কারণে পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

● ৩১ নং আয়াত:

১. আল্লাহর সন্মুখে হাজির হওয়ার বিষয়কে যারা অস্বীকার করবে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২. কেয়ামত হঠাৎ উপস্থিত হবে। তবে কেয়ামতের আলামত প্রকাশিত হওয়া এর পরিপন্থী নয়। কেননা আলামতসমূহের পূর্ণ পরিমিতি জানা যায় না। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. পরকালের জন্য যথাসময়ে প্রস্তুতি না নিলে কেয়ামতের দিন আফসোস করতে হবে, যে আফসোসে কোন ফায়দা হবে না।

৪. কেয়ামতের দিন গোনাহসমূহকে একটি বিশেষ আকৃতি দান করা হবে এবং গোনাহের এই আকৃতি বিশিষ্ট বোঝাকে গোনাহগারের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।

● ৩২ নং আয়াত:

১. পার্থিব জীবন নিয়ে ধোকায় না পড়া চাই, পার্থিব জীবন খেলা ও তামাশা মাত্র।

২. পরকালের প্রতি মনযোগী হওয়া চাই। কেননা পরকালই উত্তম জীবন।

৩. যারা মুত্তাকী, তারাই পরকালের উত্তম জীবন লাভ করবে।

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ۝٣٣

(৩৩) আমি ভালো করেই জানি যে, তাদের বক্তব্য তোমাকে অবশ্যই ব্যথিত করে।[১] বস্তুতঃ এরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছে না বরং এই জালেমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকেই অস্বীকার করছে।[২]

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰٓى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ۝٣٤

(৩৪) আর তোমার পূর্ববর্তী বহু রসূলকেও তো মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। তবুও তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা এবং কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও তাঁরা ধৈর্য ধারণ করেছে, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছেছে। আর আল্লাহর বাণীসমূহের (প্রতিশ্রুতির) পরিবর্তনকারী কেউ নেই। আর রসূলগণের কিছু সংবাদ তো তোমার কাছে এসেছে।

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ۭ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝٣٥

(৩৫) আর যদি তাদের উপেক্ষা তোমার কাছে কষ্টকর হয়, তবে যদি তুমি ভূমিতে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে (গমনের) কোন সিঁড়ি খুঁজে নিতে সক্ষম হও অতঃপর তাদের কাছে কোন নিদর্শন আনতে পার তাহলে নিয়ে আস।[৩] আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে অবশ্যই হেদায়াতের উপর একত্র করতে পারেন।[৪] সুতরাং তুমি কোনক্রমে মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ۘ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۝٣٦

(৩৬) তারাই আহ্বানে সাড়া দেয় যারা (সত্য গ্রহণের নিয়তে) শ্রবণ করে। আর মৃতদেরকে আল্লাহ পুনরায় জীবিত করবেন। অনন্তর তাঁর দিকেই তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কাফের সম্প্রদায় বিভিন্ন রকম উক্তি করত। যেমন তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাদুকর, কবি, জ্যোতিষী, উম্মাদ ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করত। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) অর্থাৎ, প্রকৃত অর্থে তারা আল্লাহর প্রতিই মিথ্যারোপ করছে। কারণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তো তারা আল-আমীন বা বিশ্বস্ত বলে পূর্বেই ঘোষণা করেছে। আবূ জেহেল তো প্রকাশ্যেই বলেছে, আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি মিথ্যারোপ করছি না বরং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা অস্বীকার করছি।

৩৫ নং আয়াতের শানে নুযূল: একবার হারিছ বিন নওফেল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে বলল, আমাকে আপনি মু'জিযা দেখান যেভাবে পূর্বের নবীগণ দেখিয়েছেন,

তাহলে আমি ঈমান আনব। আল্লাহ এসব ফরমায়েশী মু'জিযা না দেখানোর ফলে হারিছ এবং অন্যান্য কাফেররা ঈমান গ্রহণ থেকে বিরত রইল। ফলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে আঘাত পেলেন। কারণ তিনি মনে-প্রাণে চাইতেন যেন তারা মু'মিন হয়। এ প্রসঙ্গেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (জালালাইন, টীকা)

(৩) এখানে "নিয়ে আস" কথাটি উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৪) অর্থাৎ, আমি তাদের ফরমায়েশ মত মু'জিযা দেখাব না। তুমি যদি তাই চাও তবে তুমি নিজেই তা দেখানোর ব্যবস্থা কর।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৩ নং আয়াত:

১. আয়াত দ্বারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মানব হওয়া প্রমাণিত হয়। কেননা তিনি মানুষ যেমন প্রিয় বস্তু হারালে দুঃখিত হয় তিনিও তেমন দুঃখিত হতেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এই বলে যে, তারা তো প্রকৃত অর্থে তোমার প্রতি মিথ্যারোপ করছে না। কাজেই তোমার মনোকষ্টে ভোগার কোনই কারণ নেই।

৩. যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তথা যারা কাফের, তারা জালেম। এভাবে তারা নিজেদের প্রতি জুলুম বা অবিচার করে।

● ৩৪ নং আয়াত:

১. আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রতি যুগে নবী-রসূল এবং যারাই হক্বের দাওয়াত নিয়ে পৃথিবীতে কাজ করবে তাদের প্রতিই এক শ্রেণীর লোক বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করবে এবং নির্যাতন চালাবে। কাজেই সত্যের সৈনিকদের জন্য এই সমস্যা কোন নতুন বিষয় নয়।

২. দ্বীনের লাইনে প্রতিপক্ষের অপবাদ ও নির্যাতনের মুখে ধৈর্য ধারণ করলে এক সময়ে তাদের পক্ষে আল্লাহর সাহায্য আসবে।

৩. আল্লাহর দোস্তদের জন্য সাহায্য করার মর্মে আল্লাহর কৃত প্রতিশ্রুতি এবং তার দুশমনদের জন্য শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত হুশিয়ারীর বাস্তবায়ন অবশ্যই ঘটবে। কেননা, আল্লাহর প্রতিশ্রুতির কোন পরিবর্তন ঘটে না।

৪. পূর্ববর্তী নবীদের ঘটনাসমূহের দিকে তাকালে আল্লাহর প্রতিশ্রুতির কোন পরিবর্তন ঘটে না– তার প্রমাণ মিলবে।

● ৩৫ নং আয়াত:

১. আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, তুমি চাইলেই ঈমানের পক্ষে নিদর্শন দেখিয়ে তাদেরকে হেদায়াতের উপর আনতে পারবে না, অতএব তাদের ঈমান না আনার কারণে অস্থির হয়ো না, বরং সবর কর।

২. হেদায়াত আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি তাঁর হেকমত অনুসারে অনেকের হেদায়াত চান না। তাই তারা হেদায়াতের উপর আসে না। সকলের হেদায়াত আল্লাহর মঞ্জুর নয়।

৩. "সুতরাং তুমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না" বলে বোঝানো হয়েছে আল্লাহর যেটা মঞ্জুর নয় সেটা কামনা করা মূর্খতা।

www.maktabatulabrar.com
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ৩৬ নং আয়াত:

১. যারা আন্তরিকতার সাথে হক সন্ধানের নিয়তে দ্বীনী কথা শোনে তারাই দ্বীনী দাওয়াতে সাড়া দেয় অর্থাৎ, তাদেরই হেদায়াতের তাওফীক হয়।

২. মৃতদেরকে আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন। অতএব এখন অমান্যকারীদের শাস্তি হতে দেখা না গেলেও তখন অবশ্যই তাদের শাস্তি হবে।

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۷﴾

(৩৭) আর তারা বলে, তাঁর প্রতিপালকের কাছ থেকে তাঁর উপর কোন নিদর্শন (মু'জিযা) নাযেল করা হয় না কেন? তুমি বলে দাও, আল্লাহ নিদর্শন নাযেল করতে অবশ্যই সক্ষম। কিন্তু তাদের অধিকাংশই (তার পরিণাম) জানে না।

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ؕ مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ﴿۳۸﴾

(৩৮) আর দুনিয়াতে বিরচণশীল এমন কোন জীব নেই এবং স্বীয় দু' ডানার সাহায্যে উড়ে না এমন কোন পাখী নেই যারা তোমাদের মতই একেকটি শ্রেণী নয়।[১] আমি কিতাবে[২] কিছুই (লিখতে/বলতে) বাদ রাখিনি। অতঃপর আপন প্রতিপালকের কাছে তাদেরকে একত্রিত করা হবে।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمٰتِ ؕ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ؕ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۳۹﴾

(৩৯) এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে তারা বধির এবং বোবা; নানাবিধ অন্ধকারে রয়েছে।[৩] আল্লাহ যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, মানব জাতির মধ্যে যেমন শক্তিশালী, দুর্বল, ধনী, গরীব ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে এবং মানুষ যেমন আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মের অধীনে জীবন-যাপন করে তেমনি জীবজগত এবং পাখীদের মধ্যেও অনুরূপ শ্রেণী রয়েছে। (জালালাইন, টীকা)

(২) এখানে "কিতাব" বলে লওহে মাহফূজকে বুঝানো হয়েছে।

(৩) অর্থাৎ, সত্যকে আন্তরিকতার সাথে শ্রবণ না করা এবং সত্য কথা গোপন করার দরুণ কাফেরদেরকে বধির এবং বোবা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। একে তো বধির ও বোবা, দ্বিতীয়ত রয়েছে কুফরীর অন্ধকারে নিমজ্জমান। এ অবস্থায় হেদায়াত লাভের কোনই সুযোগ তাদের অবশিষ্ট নেই। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৭ নং আয়াত:

১. আল্লাহ প্রার্থিত নিদর্শন প্রেরণ করতে সক্ষম। কিন্তু হেকমতের ভিত্তিতে তা করেন না।

২. অধিকাংশ মানুষ নিদর্শন প্রেরণ না করার হেকমত বোঝে না। তারা বোঝে না যে, চাওয়ার পর নিদর্শন প্রেরিত হলে আর না মানলে তাদের চরম পরিণতি ঘটবে, তারা আযাবে পতিত হবে।

● ৩৮ নং আয়াত:

১. জীবজগত মানুষের ন্যায় আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মের অধীনে জীবন-যাপন করে।

২. আয়াত থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, জীব জগতকেও মানুষের মত কেয়ামতের দিবসে পুনরায় জীবিত করা হবে এবং তাদের পরস্পর থেকে পরস্পরের প্রতিশোধ নেয়ার পর তাদেরকে মাটিতে পরিণত করা হবে। মানব, জীন ব্যতীত অন্যান্য জীব-জন্তুকে শরীয়তের বিধি-নিধান পালনের আদেশ না দেয়া সত্ত্বেও অপর জীবের হক নষ্ট করার কারণে তাদের বিচার করা হবে। এর কারণ হল, আল্লাহ পাকের চূড়ান্ত ইনসাফের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো। তাদের অন্য কোন কাজের হিসাব হবে না। এতে বোঝা যায়, সৃষ্টজীবের পারস্পরিক পাওনা বা নির্যাতনের ব্যাপারটি এতই গুরুতর যে, আদিষ্ট নয় এমন জন্তুদেরকেও তা থেকে মুক্ত রাখা হয়নি। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. লওহে মাহফূজে সবকিছু লিখিত আছে। এর দ্বারা তাকদীরের বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

৪. পুনরুত্থানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

● ৩৯ নং আয়াত:

১. সত্যকে আন্তরিকতার সাথে শ্রবণ না করা এবং সত্য কথা গোপন করার দরুণ কাফেরদেরকে বধির এবং বোবা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তারা একে তো বধির ও বোবা, দ্বিতীয়ত রয়েছে কুফরীর অন্ধকারে নিমজ্জমান। এ অবস্থায় হেদায়াত লাভের কোনই সুযোগ তাদের অবশিষ্ট নেই। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

২. হেদায়াত ও গোমরাহী আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তাই হেদায়াতের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা চাই।

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۴۰﴾

(৪০) তুমি বল, তোমরা ভেবে দেখেছো কি যদি তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পৌঁছে অথবা তোমাদের কাছে এসে যায় কেয়ামত[১] তবে তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ﴿۴۱﴾

(৪১) বরং তোমরা তো তাঁকেই ডাক। অতঃপর যার (বিপদের) কারণে তাকে ডাক তিনি ইচ্ছা করলে তা দূর করে দেন এবং যেগুলোকে তোমরা শরীক সাব্যস্ত করছ তা-ও ভুলে যাও।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿٤٢﴾	(৪২) আর আমি তো তোমার পূর্ববর্তী উম্মতদের কাছেও রসূল পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম[১] যেন তারা বিনীত হয়।
فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾	(৪৩) অতঃপর তাদের কাছে আমার আযাব যখন আসল, তখন কেন তারা বিনীত হল না? বরং তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গেল। আর তারা যে আমল করছিল শয়তান তাদের কাছে তা সুসজ্জিত করে দেখাল।
فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ﴿٤٤﴾	(৪৪) অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল[৩] তারা যখন তা ভুলে গেল, তখন আমি তাদের জন্য সব কিছুর দরজা খুলে দিলাম।[৪] এমনকি, যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির জন্য তারা উল্লসিত হয়ে উঠল তখন হঠাৎ করে তাদেরকে পাকড়াও করলাম। এরপর তারা নিরাশ হয়ে পড়ল।
فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٥﴾	(৪৫) অতঃপর জালেম সম্প্রদায়ের শিকড় কেটে দেয়া হল।[৫] আর সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে "কেয়ামত" বলতে "কেয়ামতে কুবরা" অর্থাৎ, পৃথিবী ধ্বংসের কেয়ামতও হতে পারে আবার "কেয়ামতে ছুগরা অর্থাৎ, মানুষের মৃত্যুও উদ্দেশ্য হতে পারে। কারণ, প্রতিটি মানুষের জন্য তার মৃত্যুই হল একটি কেয়ামত। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, তাদের কাছে রসূল পাঠানোর পর তারা যখন রসূলগণকে মিথ্যা সাব্যস্ত করল, তখন এর শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দিলেন। আয়াতে তাদের 'অস্বীকারের" বিষয়টি উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, ঈমান এবং আনুগত্যের উপদেশ। (প্রাগুক্ত)

(৪) অর্থাৎ, তাদেরকে সুযোগ দেয়ার জন্য ধন-সম্পদ ইত্যাদির দরোজা খুলে দেয়া হল। (জালালাইন ও বয়ানুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হল। যেমন, আদ, ছামূদ সম্প্রদায় ইত্যাদিকে ধ্বংস করা হয়েছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪০-৪১ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াত দুটি থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় হল বিপদের মুহূর্তে আমাদের সাহায্যকারী আল্লাহ ছাড়া যেহেতু আর কেউ থাকে না, সেহেতু স্বাভাবিক সময়েও তাঁকেই আমাদের সাহায্যকারী এবং মা'বূদ হিসেবে মেনে নেয়া উচিত এবং এটাই যুক্তিসংগত।

● ৪২-৪৩ নং আয়াতদ্বয়:

১. আয়াতদ্বয়ের দ্বারা প্রমাণিত হয়, দুনিয়াতে সাজা হিসেবে যে কষ্ট ও বিপদ মুসিবত আসে তা সাজার আকারে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সাজা নয় বরং তার দ্বারা সজাগ করা এবং আল্লাহর প্রতি মনোযোগী ও বিনয়ী করে তোলাই উদ্দেশ্য। (মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত)

২. শয়তান কাফেরদের কাছে তাদের কৃতকর্মকে সুশোভিত করে দেখায়। অতএব সতর্ক থাকতে হবে যে, যখনই কোন পাপকর্ম সুন্দর লাগবে বুঝতে হবে শয়তানের ওয়াছওয়াছা চলছে, শয়তানই এটাকে সুন্দর করে দেখাচ্ছে। সেমতে শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে হবে।

● ৪৪-৪৫ নং আয়াতদ্বয়:

১. যখন কোন সম্প্রদায়ের অবাধ্যতা সীমাতিক্রম করে, তখন তাদেরকে ধ্বংসের পূর্বে একটি বিপজ্জনক পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। অর্থাৎ, তাদের জন্য দুনিয়ার নেয়ামত, সুখ ও সাফল্যের দরোজা খুলে দেয়া হয়। এতে করে তাদের অবাধ্যতা আরও চরমে উপনীত হওয়ার পর তাদেরকে পাকড়াও করা হয়, তাদের উপর আযাব নাযেল হয় এবং তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

২. উপরোক্ত বক্তব্যের শেষে আল্লাহর প্রশংসা করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অপরাধীদের উপর আযাব নাযেল হওয়া সারা বিশ্বের জন্য একটি নেয়ামত। এ জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। (মাআরিফুল কুরআন)

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ﴿٤٦﴾	(৪৬) তুমি বল, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টি শক্তিসমূহকে নিয়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহে মোহর এঁটে দেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন্ ইলাহ আছে যে তোমাদেরকে তা এনে দিবে? দেখ, আমি কীভাবে প্রমাণসমূহকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে (বিভিন্ন ধরনে) বর্ণনা করি। তারপরও তারা বিমুখ হচ্ছে।
قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٧﴾	(৪৭) বল, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি আল্লাহর শাস্তি হঠাৎ[১] কিংবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর এসে যায়, তবে জালেম সম্প্রদায় ছাড়া কাউকে ধ্বংস করা হবে কি?[২]

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٤٨﴾

(৪৮) আর আমি রসূলগণকে শুধু সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপেই পাঠাই।[৩] অতঃপর কেউ ঈমান আনলে এবং সংশোধন করে নিলে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٤٩﴾

(৪৯) এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে তাদেরকে আযাব স্পর্শ করবে তাদের ক্রমাগত অবাধ্যতার কারণে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "হঠাৎ" অর্থ হল কোনরূপ পূর্ব আলামত ছাড়া এবং "প্রকাশ্যে" অর্থ হল আযাবের পূর্বে আলামত পাঠানো। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, হে কাফের সম্প্রদায়, আযাব এলে তোমরাই ধ্বংস হবে। কারণ, তোমরাই তো জালেম।

(৩) অর্থাৎ, সুসংবাদ দেয়া এবং সতর্ক করাই হল নবীগণের দায়িত্ব। কাফেরদের ফরমায়েশ মত মু'জিযা দেখানো নয়। (বয়ানুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৬ নং আয়াত:

১. শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, অন্তরের কার্যক্রম ইত্যাদি কোন কিছুই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিয়ন্ত্রণে নয়, অতএব এ দ্বারা তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ব প্রমাণিত হয়।

২. শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, অন্তরের কার্যক্রম সব ক্ষেত্রেই বান্দা আল্লাহর মুখাপেক্ষী। কাজেই তাঁরই ইবাদত করা উচিত।

৩. আয়াতে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের এতসব প্রমাণ বর্ণনা করার পরও যারা আল্লাহ থেকে বিমুখ হয় বা আল্লাহর সাথে শরীক করে তাদের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে।

● ৪৭ নং আয়াত:

১. জালেম তথা কাফের সম্প্রদায়ের কোনভাবেই আযাব থেকে পরিত্রাণ নেই।

২. আল্লাহর আযাব থেকে মু'মিনগণ রেহাই পাবে। আর জালেম সম্প্রদায় আযাবে ধ্বংস হবে।

● ৪৮-৪৯ নং আয়াতদ্বয়:

১. আয়াতদ্বয় থেকে বোঝা যায়, পৃথিবীতে নবীগণকে ভালো কাজের সুসংবাদ এবং অন্যায় কাজের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে। কাফেরদের ফরমায়েশ অনুযায়ী অলৌকিক ঘটনা দেখানোর জন্য নয়। কাজেই নবীগণ তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন যে তাঁদের প্রতি ঈমান আনবে এবং আমল করবে সে নাজাত পাবে আর যে তা করবে না সে আযাব ভোগ করবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. কুফ্‌রী তথা অবাধ্যতাই আযাবের কারণ।

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٥٠﴾

(৫০) তুমি বলে দাও, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর[১] ধন-ভাণ্ডার আছে, আর না আমি গায়েব সম্পর্কে অবগত আছি। এবং তোমাদেরকে একথাও বলি না যে, আমি তো ফেরেশতা। আমার প্রতি যে ওহী পাঠানো হয় আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি। তুমি বলে দাও, অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি কি[২] সমান হতে পারে? তবে কি তোমরা ভেবে দেখ না?

وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٥١﴾

(৫১) আর তুমি এর (কুরআন) দ্বারা তাদেরকে সতর্ক কর যারা নিজেদের প্রতিপালকের কাছে একত্রিত হওয়ার ভয় করে এমতাবস্থায় যে, তিনি ব্যতীত তাদের না কোন সাহায্যকারী হবে আর না হবে কোন সুপারিশকারী, যেন তারা মুত্তাকী হয়।[৩]

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ؕ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

(৫২) আর তুমি তাদেরকে বিতাড়িত কর না যারা সকাল-সন্ধ্যায়[৪] তাদের প্রতিপালকের ইবাদত করে[৫] তাঁর সন্তুষ্টির ইচ্ছায়। তাদের হিসাবের কিছুই তোমার দায়িত্ব নয় এবং তোমার হিসাবের কিছুই তাদের দায়িত্ব নয় যে, তুমি তাদেরকে বিতাড়িত করবে। তাহলে[৬] তুমি বে-ইনসাফকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ﴿٥٣﴾

(৫৩) আর এমনিভাবে তাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষায় ফেলে রেখেছি[৭] যেন তারা বলে, এরাই নাকি তারা আমাদের মধ্যে যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন? আল্লাহ কৃতজ্ঞদের[৮] সম্বন্ধে খুব অবগত নন কি?

وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ

(৫৪) আর যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান রাখে, তারা যখন তোমার নিকট আসে, তখন বলে দিও, তোমাদের উপর সালাম।[৯]

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তোমাদের প্রতিপালক নিজের জিম্মায় স্থির করে নিয়েছেন দয়া করাকে অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যে নির্বুদ্ধিতা বশতঃ কোন মন্দ কাজ করে বসে, তারপর সে তওবা করে নেয় এবং সংশোধন করে, তাহলে তাঁর শান এই যে, তিনি তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥٤﴾
(৫৫) আর এরূপেই আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি (যাতে মু'মিনদের পথও সুস্পষ্ট হয়ে যায়) এবং যাতে অপরাধীদের পথ (ও) সুস্পষ্ট হয়ে যায়।	وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٥٥﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের তিন ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলত (ক) যদি আপনি সত্যিই রসূল হয়ে থাকেন তবে আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিন। (খ) আপনি রসূল হলে কেয়ামত কবে হবে, শাস্তি কখন আসবে তা-ও বলে দিন। (গ) আপনি তো আমাদের মত পানাহার করেন, আপনি কী করে নবী হতে পারেন? নবী তো একজন ফেরেশতা হওয়ার কথা। আলোচ্য আয়াতে এর উত্তরে "বলা হয়েছে" আমি তো এসবের কোনটাই দাবী করি না। আমি তো শুধু ওহীর অনুসরণ করি মাত্র। (মাআরিফুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) অন্ধ বলতে গোমরাহ্ এবং দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন বলতে হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) অর্থাৎ, এরূপ সতর্ক করার ফলে যেন তারা মুত্তাকী হয় এবং গোনাহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে।

৫২ নং আয়াতের শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত– কতিপয় নেতৃস্থানীয় কুরায়শী কাফের রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আসল। যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট সুহায়েব, খাব্বাব, বেলাল আম্মার প্রমুখ দীন-দরিদ্র সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ বলল, হে মুহাম্মাদ, আপনার সম্প্রদায়ের এসব লোকদেরকে নিয়ে আপনি তুষ্ট, এদের অনুগামী হতে হবে আমাদেরকে, এদেরই উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন? (এদের সাথে একত্রে উপবেশন করলে আমাদের সম্মানের হানী হয়। অতএব) এদেরকে আপনার মজলিস থেকে বের করে দিন, তাহলে হয়তবা আমরা আপনার অনুসরণ করব। এ প্রসংগে আয়াতটি নাযেল হয়। (আছবাবুন-যূল)

(৪) "সকাল-সন্ধ্যায়" অর্থাৎ, সদা-সর্বদা। (জালালাইন, টীকা)

(৫) يدعون : অধিকাংশ তাফসীরবিদ এর অর্থ করেছেন ইবাদত করে। কেউ কেউ এর স্বাভাবিক অর্থ– দুআ করে, ডাকে– এটাও গ্রহণ করেছেন।

(৬) অর্থাৎ, মজলিস থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করে দিলে।

(৭) "কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষায় ফেলে রেখেছি" অর্থাৎ, নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে দ্বীন-হীন লোকদের দ্বারা এবং বিত্তবান লোকদেরকে দরিদ্র লোকদের দ্বারা পরীক্ষায় লিপ্ত করেছি এভাবে যে, নেতৃস্থানীয় লোকেরা দ্বীন-হীন লোককে এবং বিত্তশালীরা দরিদ্র লোকদেরকে হেয় এবং তুচ্ছ ভাবে কি না। এরূপ হলে তারা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ সাব্যস্ত হবে। (জালালাইন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী অবলম্বনে)

(৮) الشاكرين এর শাব্দিক অর্থ কৃতজ্ঞগণ, এখানে এর ভাবার্থ সত্য উপলব্ধিকারীগণ। (বয়ানুল কুরআন)

(৯) "তোমাদের উপর সালাম" কথাটি ত্রিবিধ অর্থে হতে পারে। যথাঃ– (এক) আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এতে করে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ যেসব দরিদ্র মুসলমানকে মজলিস থেকে হটিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করেছিল, তাদের মনে প্রফুল্লতা আসবে এবং তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন হবে। (দুই) এ সালাম হবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ থেকে। সালামের সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী আগমনকারী মুসলমানই মজলিসে উপস্থিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করবে, কিন্তু তাদের সম্মানার্থে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অগ্রে সালাম দিতে বলা হয়েছে। (তিন) এখানে "সালাম" অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তা। এতে তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা ও সর্ব প্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার সুসংবাদ শুনিয়ে দিতে বলা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ও সাবী- শরহে জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫০ নং আয়াতঃ

১. আয়াতের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, ধন-সম্পদের ভাণ্ডার এবং গায়েবের সংবাদ স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আয়ত্বে নেই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন না। কাজেই কোন ওলী-বুযুর্গের কাছে ধন-সম্পদ চাওয়া এবং গায়েব সম্পর্কে জানতে চাওয়া নিঃসন্দেহে কুফ্‌রী ছাড়া কিছুই নয়।

২. "আমার প্রতি যে ওহী পাঠানো হয় আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি" এ থেকে প্রমাণিত হয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর নির্দেশনা ব্যতীত কোন কাজ করতেন না।

৩. "আমার প্রতি যে ওহী পাঠানো হয় আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি" এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ওহীর অনুসরণের উর্ধ্বে নয়। অতএব কেউ যদি শরীয়তের অনুসরণের উর্ধ্বে উঠার দাবী করে তাহলে তার দাবী কুরআন বিরোধী। যেমন এক শ্রেণীর লোক নিজেদেরকে মা'রেফাতপন্থী বলে দাবী করে শরীয়ত বর্জন করে চলে।

৪. কাফের ও মু'মিন সমান নয়। কেননা কাফের অন্ধ তথা গোমরাহ আর মু'মিন দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন তথা হেদায়াতপ্রাপ্ত।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ৫১ নং আয়াত:

১. আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয়, যারা মু'মিন এবং আল্লাহর দরবারে হিসাব-নিকাশের ভয় করে তাদেরকে সতর্ক করা এবং তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দাওয়াত দানকারীর কর্তব্য। এখানে উল্লেখ্য যে, কেয়ামত সম্পর্কে তিন প্রকার লোক রয়েছে। (১) কেয়ামতে পুরোপুরি বিশ্বাসী। (২) বিশ্বাসী, তবে পুরোপুরি নয়। (৩) সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী। এই তিন শ্রেণীর লোককেই দাওয়াত দিতে হবে। তবে প্রথম দু'শ্রেণীর লোকদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার নির্দেশ রয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

২. কেয়ামতের দিন আল্লাহ ব্যতীত কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত) কেউ কারও পক্ষে সুপারিশও করতে পারবে না।

৩. যাদের অন্তরে ভয় থাকে সতর্কীকরণ তথা উপদেশ দ্বারা তাদের এই ফায়দা হয় যে, তারা মুত্তাকী হয় তথা গোনাহ থেকে বিরত থাকে।

● ৫২ নং আয়াত:

১. ইসলামে ধনী কিংবা দরিদ্র হওয়া মান ও অপমানের মাপকাঠি নয়।

২. যে ইবাদত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা তথা ইখলাসের সাথে হয়, সেটাই গ্রহণযোগ্য ও প্রশংসনীয়।

৩. অমুসলিমদের কাছে দ্বীনের বক্তব্য প্রচার করতে হবে, তবে তার জন্য অনুগামী মুসলমানদেরকে উপেক্ষা করা বা তাদের শিক্ষা ও সংশোধনকে পেছনে ফেলা অনুচিত।

৪. দরিদ্র মু'মিন মুত্তাকীদের সাথে বসা ও তাদের সাহচর্য গ্রহণ একটি উত্তম বিষয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৫৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায় ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করে আল্লাহ বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন। অতএব ধন-সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তির মোহে অন্ধ হয়ে হক থেকে দূরে সরে গেলে কিংবা অহংকারে লিপ্ত হয়ে দরিদ্রকে তুচ্ছ জ্ঞান করলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যাবে না।

● ৫৪ নং আয়াত:

১. ফতোয়া ও মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসার জন্য আগত ব্যক্তিদের সাথে নম্র ও সৌহার্দমূলক আচরণের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. মু'মিন মুত্তাকীগণ পরকালে আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে। (বয়ানুল কুরআন)

৩. মু'মিন মুত্তাকীদের প্রতি আল্লাহ দয়া করা স্থির করে নিয়েছেন।

৪. পাপ হওয়ার পর তওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করেন।

৫. তওবা করা কথার সাথে সংশোধন করা কথাটিও যোগ করা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে পাপ দ্বারা যেরূপ ক্ষতি হয় সেই পাপ থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য সেই ক্ষতিরও সংশোধন করা জরুরী।

● ৫৫ নং আয়াত:

আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ও কাফেরদের অবস্থা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে মু'মিনদের অবস্থা স্পষ্ট হওয়ার সাথে সাথে কাফেরদের অবস্থাও পরিষ্কার হয়ে ওঠে, যাতে হক অনুসন্ধানী ব্যক্তি সে পথ থেকে বিরত থাকতে পারে।

قُلْ اِنِّیْ نُهِیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِیْنَ ﴿۵۶﴾

(৫৬) তুমি বলে দাও, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে আহ্বান কর[১] তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। তুমি বলে দাও, আমি তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করব না। করলে নিশ্চিতই আমি বিভ্রান্ত হয়ে যাব এবং হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না।

قُلْ اِنِّیْ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّیْ وَ كَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا عِنْدِیْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ یَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیْرُ الْفٰصِلِیْنَ ﴿۵۷﴾

(৫৭) তুমি বলে দাও, আমি তো আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট দলীলের উপর রয়েছি।[২] আর তোমরা তাকে অসত্য বলেছ। তোমরা যা সত্বর চাইছ[৩] তা আমার নিকট নেই। আল্লাহ ছাড়া কারও হুকুম চলে না। তিনি বাস্তব কথা বর্ণনা করেন এবং তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِیْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِیَ الْاَمْرُ بَیْنِیْ وَ بَیْنَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِیْنَ ﴿۵۸﴾

(৫৮) তুমি বলে দাও, তোমরা যা সত্বর চাইছ, তা যদি আমার নিকট থাকতই, তাহলে আমার ও তোমাদের মধ্যকার বিষয়টি ফয়সালা হয়েই যেত। আর আল্লাহ জালেমদের সম্বন্ধে খুবই অবগত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "আহবান কর" অর্থাৎ, ইবাদত কর। (জালালাইন)

৫৭ নং আয়াতের শানে নুযূল: নযর ইবনে হারেছ প্রমুখ কুরায়শের কাফের নেতৃবৃন্দ উপহাস করে বলতঃ হে মুহাম্মাদ, তুমি আমাদের যে শাস্তির ভয় দেখাও তা সত্য হয়ে থাকলে সত্বর উপস্থিত করে দেখাও না? এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযেল হয়। (আছবাবুন নুযূল)

(২) কুরআনই হল আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পষ্ট দলীল। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, আযাব। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৬ নং আয়াত:

১. গায়রুল্লাহর ইবাদত তথা পূজা করা নিষিদ্ধ।

২. আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে কারও খেয়াল-খুশী ও মনগড়া নীতির অনুসরণ নিষিদ্ধ।

৩. এরূপ করা গোমরাহী এবং হেদায়াত পরিপন্থী।

● ৫৭ নং আয়াত:

১. দায়ী তথা দ্বীনের পথে আহবানকারীদেরকে কুরআনী জ্ঞান তথা শরয়ী বিধি-বিধান সম্বন্ধে পর্যাপ্ত অবগত হতে হবে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. দায়ীদেরকে প্রতিপক্ষের মিথ্যারোপ, উপহাস, অন্যায় দাবী প্রভৃতি প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে তাদেরকে ধৈর্যধারণ করতে হবে।

৩. কুরআন হচ্ছে হেদায়াতের স্পষ্ট দলীল।

৪. আল্লাহর কথা বাস্তবসম্মত।

৫. আল্লাহর ফয়সালা উত্তম ফয়সালা।

● ৫৮ নং আয়াত:

১. আযাব প্রেরণ করা রসূলের ইখতিয়ারভুক্ত বিষয় নয়।

২. আল্লাহ জালেমদের সম্বন্ধে সম্যক অবগত। সেমতে জালেমদেরকেই তিনি শাস্তি দিবেন, জালেম ভিন্ন অন্যদেরকে নয়।

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿۵۹﴾

(৫৯) আর অদৃশ্য বিষয়ের কুঞ্জিসমূহ[১] তাঁরই নিকট রয়েছে, তিনি ব্যতীত কেউ তা জানে না এবং জলে ও স্থলে যা কিছু রয়েছে তা তিনিই জানেন। আর যে কোন পাতা, জমিনের অন্ধকারে যে কোন বীজ এবং যে কোন রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক বস্তুই পতিত হয়, তা তিনি জানেন, তা সুস্পষ্ট কিতাবে[২] রয়েছে।

وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۶۰﴾

(৬০) এবং তিনি এমন যে, রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান[৩] এবং দিবসে তোমরা যা কিছু কর তা তিনি জানেন। তারপর দিবসে তোমাদের জাগ্রত করেন, যাতে নির্ধারিত মেয়াদ[৪] পূর্ণ হয়ে যায়। অবশেষে তাঁরই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে। তারপর তোমরা যা করতে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ﴿۶۱﴾

(৬১) এবং তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনি তোমাদের উপর রক্ষণাবেক্ষণকারীদেরকে প্রেরণ করেন।[৫] অবশেষে তোমাদের কারও যখন মৃত্যু (কাল) উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিতগণ[৬] তার মৃত্যু ঘটায়। আর তারা কোন ত্রুটি করে না।

ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ؕ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۟ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿۶۲﴾

(৬২) তারপর তাদেরকে তাদের সত্যিকার মাওলা-আল্লাহর কাছে পৌছানো হবে। শোন! ফায়সালা তাঁরই[৭] এবং তিনি অত্যন্ত দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) مفاتيح الغيب এখানে مفاتيح শব্দটি مفتح বা مفتح শব্দের বহুবচন। এর অর্থ যথাক্রমে কুঞ্জি ও ভাণ্ডার। সে মতে مفاتيح الغيب কথাটির অর্থ অদৃশ্য বিষয়ের কুঞ্জিসমূহ বা অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডার। আল্লাহর নিকট ঐসব বিষয়ের কুঞ্জি বা ভাণ্ডার থাকার অর্থ তিনিই ঐ সব বিষয়ের রহস্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন এবং ঐ সব বিষয় তাঁরই ক্ষমতাধীন, তিনিই ঐগুলির মধ্যে যা যখন যে পরিমাণে চান তার প্রকাশ ঘটান। (বিভিন্ন তাফসীর অবলম্বনে)

(২) অর্থাৎ, লওহে মাহফূজে।

(৩) অর্থাৎ, নিদ্রারূপ মৃত্যু। রূপকার্থে নিদ্রাকে মৃত্যু বলা হয়েছে; কেননা নিদ্রিত ব্যক্তি মৃত্যুর ন্যায়ই চেতনাহীন হয়ে যায়। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৪) অর্থাৎ, পার্থিব জীবনের হায়াত। (জালালাইন)

(৫) অর্থাৎ, রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করেন, তারা সারা জীবন তোমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করেন এবং তোমাদের প্রাণের রক্ষণাবেক্ষণও করেন। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) অর্থাৎ, রূহ কবয করার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৭) অর্থাৎ, তাঁর ফায়সালায় কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৯নং আয়াত:

১. একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই "ইল্‌মে গায়েব"-এর অধিকারী অর্থাৎ, সমস্ত গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞান, বিশ্ব-রহস্য, গুপ্ততত্ত্ব একমাত্র তাঁরই জানা। তবে গায়েবী ইল্‌মের কোন কোন বিষয় আল্লাহ তা'আলা নবীগণকে ওহী দ্বারা এবং ওলীগণকে কাশ্‌ফ এলহাম ও স্বপ্ন দ্বারা জানিয়ে দেন, তারা নিজেদের বুদ্ধি বা জ্ঞান দ্বারা তা জানতে পারেন না। তাই আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ইল্‌মে গায়েবের অধিকারী বলা যায় না। বিভিন্ন চিহ্ন ও লক্ষণাদি দেখে মানুষ যেসব বিষয়ের আগাম খবর দিতে পারে, তাকে ইল্‌মে গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান বলা হয় না। কেননা গায়েব বলা হয় এমন সব বিষয়কে যা এখন পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করেনি কিংবা অস্তিত্ব লাভ করলেও কোন সৃষ্টিজীব সে সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারেনি।

২. আয়াতে আল্লাহর জ্ঞানের পরিব্যাপ্তি ও তার বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

৩. সবকিছু লওহে মাহফূজে লিপিবদ্ধ আছে।

● ৬০ নং আয়াত:

১. আয়াতে বর্ণিত নিদ্রা ও জাগ্রত হওয়ার বিষয়ে চিন্তা করলে মানুষ সহজেই বুঝতে পারবে যে, মৃত্যুর পর পরকালের পুনরুত্থান মোটেই অসম্ভব নয়।

২. পার্থিব জীবনের হায়াত আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত রয়েছে।

৩. আয়াতে পরকালে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তনের কথা বলে মানুষকে হুশিয়ার করে দেয়া হয়েছে যেন তারা পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

● ৬১ নং আয়াত:

১. মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করার এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ফেরেশতা নিয়োজিত থাকেন। (বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. রূহ কবয করার জন্য ভিন্ন ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী রূহ কবযকারী মূল ফেরেশতা হযরত আযরাঈল (আ.)-এর সাথে সাতজন আযাবের ফেরেশতা এবং সাতজন রহমতের ফেরেশতা থাকেন। (প্রাগুক্ত)

৩. রূহ কবযকারী ফেরেশতা নির্দেশ পালনে কোন ত্রুটি করেন না, যখন যেভাবে রূহ কবয করার নির্দেশ হয় তারা তা যথাযথ ভাবে পালন করেন। (প্রাগুক্ত)

● ৬২ নং আয়াত:

১. আয়াতে পুনরুত্থান ও আল্লাহ কর্তৃক হিসাব গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

২. আল্লাহ খুবই দ্রুত হিসাব গ্রহণ সম্পন্ন করবেন। হাদীছের ভাষ্য অনুসারে দুনিয়ার অর্ধ দিনের পরিমাণ সময়ে তিনি যাবতীয় হিসাব গ্রহণ সম্পন্ন করবেন। (জালালাইন)

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٣﴾

(৬৩) তুমি বল, কে তোমাদেরকে মুক্তি দেন স্থলভাগের ও সমুদ্রের সর্ববিধ অন্ধকার[১] থেকে? যখন তোমরা মিনতি প্রকাশ[২] করে এবং চুপি চুপি তাঁকে ডাকতে থাক (এই বলে যে,) সত্যিই যদি তুমি আমাদেরকে এ থেকে মুক্তি দাও, তাহলে আমরা কৃতজ্ঞদের[৩] অন্তর্ভুক্ত হবই।

قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾

(৬৪) তুমি বলে দাও, আল্লাহই তোমাদেরকে মুক্তি দেন তা থেকে এবং (অন্যান্য) সমস্ত দুঃখ-কষ্ট থেকে। তারপরও তোমরা শরিক কর।

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ۭ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾

(৬৫) তুমি বল, তোমাদের উপর থেকে অথবা পদতল থেকে আযাব[৪] প্রেরণ করতে, কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দল আকারে লাগিয়ে দিতে এবং তোমাদের এক দলকে অপর দলের সংঘর্ষের স্বাদ আস্বাদন করাতে তিনিই সক্ষম। দেখ, আমি কেমন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে (বিভিন্ন ধরনে) প্রমাণসমূহ বর্ণনা করি। হয়ত তারা বুঝে যাবে।

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۭ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦٦﴾

(৬৬) আর তোমার সম্প্রদায় তাকে[৫] মিথ্যা বলেছে, অথচ তা সত্য। তুমি বলে দাও, আমি তোমাদের নিকট (এর দায়িত্বশীলরূপে) নিয়োজিত নই।[৬]

لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ۡ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٧﴾

(৬৭) প্রত্যেক সংবাদের ঘটনাকাল রয়েছে এবং নিশ্চিতই[৭] তোমরা অবহিত হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, সব রকম কঠিন-বিপদাপদ। (জালালাইন)

(২) تضرعا -এর শাব্দিক অর্থ মিনতি, কাতর প্রার্থনা। শব্দটি خفية (চুপি চুপি) এর বিপরীতে ব্যবহার হওয়ায় অনুবাদে 'প্রকাশ করে" শব্দটি যোগ করা হয়েছে। তাফসীরে মাদারেক, জালালাইন ও বয়ানুল কুরআনে এদিকে ইংগিত করা হয়েছে।

(৩) অর্থাৎ, মু'মিন মুসলমানদের। (জালালাইন)

(৪) "উপর থেকে আযাব" যেমন প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি, প্রস্তর-বৃষ্টি, অগ্নি বৃষ্টি প্রভৃতি। আর "পদতল থেকে আযাব" যেমন ভূমিকম্প, ভূমি-ধস বা উল্টিয়ে দেয়া প্রভৃতি। বিভিন্ন তাফসীরের বর্ণনা সারমর্ম অনুযায়ী শাসকবর্গের হাতে যে কষ্ট ও বিপদ ভোগ করতে হয় তা উপর দিকের আযাবের অন্তর্ভুক্ত এবং অধীনস্তের দ্বারা যে ভোগান্তি হয় তা নীচের দিকের আযাবের অন্তর্ভুক্ত।

(৫) "তাকে" অর্থাৎ, কুরআনকে। (জালালাইন)

(৬) অবিশ্বাসীরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ কথা বলত যে, কবে আমাদের উপর শাস্তি আসবে তা নির্দিষ্ট করে বলে দিন। এরূপ কথার উত্তরে এই আয়াত নাযেল হয় যে, তোমাদের শাস্তি প্রদান সম্বন্ধে আমার কোন দায়িত্ব নেই; আমি একাজের জন্য নিয়োজিত নই, আমার দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেয়া এবং আল্লাহর বাণী প্রচার করা। আমি যা প্রচার করেছি, তা নিশ্চয় সত্য। অতএব এটা জেনে রেখ যে, শাস্তি সম্পর্কিত আল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণীও সত্য, যথাসময়ে তোমরা তা অবহিত হবে এবং শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও জালালাইন অবলম্বনে)

(৭) لكل نبا مستقر وسوف تعلمون : এখানে سوف শব্দটি تاكيد অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (আবুস-সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৩-৬৪ নং আয়াতদ্বয়:

১. সর্ব প্রকার বিপদাপদ ও কষ্ট-ক্লেশ থেকে মুক্তিদাতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

২. আয়াতে শিরক বাতিল হওয়ার একটা জাজ্বল্যমান উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে যে, আজীবন দেব-দেবী পূজারী মুশরিকরাও যখন বিপদ আপদে পড়ে তখন আল্লাহরই কাছে কাকুতি-মিনতি শুরু করে, কেননা এমতাবস্থায় কোন দেব-দেবী যে তাদেরকে উদ্ধার করতে পারবে না এটা তারা প্রকৃতই অনুভব করতে পারে। অতএব এ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের পর আবার শিরকে লিপ্ত হওয়া চরম নাশোকরী ও পূর্ব অজ্ঞতায় প্রত্যাবর্তন ছাড়া কিছুই নয়।

৩. تضرعا وخفية শব্দদ্বয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আদব বর্ণিত হয়েছে। (এক) দুআর ভাষা ও দুআকারীর আকার ভংগিতে বিনয় ও মিনতি প্রকাশ পেতে হবে। (দুই) চুপি চুপি ও সংগোপনে দুআ করা উত্তম। (মাআরিফুল কুরআন অবলম্বনে)

৪. সকল বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।

● ৬৫ নং আয়াত:

১. আয়াতে পাপের কারণে তিন প্রকার শাস্তি আসার বর্ণনা রয়েছে (উপর থেকে আযাব, পদতল থেকে আযাব এবং বিভিন্ন দল আকারে লাগিয়ে দিয়ে আযাব)। তবে বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা এ-ও প্রমাণিত যে, উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর বিগত উম্মতদের ন্যায় আকাশ থেকে কিংবা ভূতল থেকে কোন ব্যাপক আযাব আসবে না। কিন্তু একটি আযাব তাদের উপরও আসতে থাকবে। সেটি হচ্ছে পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং দলীয় সংঘর্ষ। এজন্যই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত জোরালোভাবে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

উম্মতকে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ ও যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। (মাআরিফুল কুরআন)

২. পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বিভক্তি সৃষ্টি হতে পারে এমন মতবিরোধের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

● ৬৬ নং আয়াত:

১. কুরআনের সত্যতার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে।

২. রসূল আযাব প্রেরণের ব্যাপারে নিয়োজিত নন। তাঁর দায়িত্ব শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বিধি-বিধান পৌঁছে দেয়া।

● ৬৭ নং আয়াত:

১. প্রত্যেক আযাব আসার সময় নির্ধারিত রয়েছে। এতএব কোন অবাধ্যতার শাস্তি তাৎক্ষণিক না আসতে দেখা সেটা অবাধ্যতা না হওয়ার প্রমাণ নয়।

২. "নিশ্চিতই তোমরা অবহিত হবে" বলে আযাবের ব্যাপারে হুশিয়ারী প্রদান করা হয়েছে।

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ؕ وَ اِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۶۸﴾

(৬৮) আর যখন তুমি তাদেরকে দেখ, যারা পরস্পরে আমার আয়াতসমূহে অবান্তর ও তামাশামূলক আলোচনায় মগ্ন হয়,[১] তখন তাদের থেকে সরে যাও, যে পর্যন্ত না তারা অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়েই দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর এরূপ জালেমদের সাথে বসবে না।

وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿۶۹﴾

(৬৯) আর তাদের হিসাবের কোন দায়িত্ব পরহেযগারদের উপর নেই, তবে উপদেশ দেয়া (কর্তব্য); হয়ত তারা বিরত হবে।

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّ لَهْوًا وَّ غَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖۤ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ ۛ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّ لَا شَفِيْعٌ ۚ وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿۷۰﴾

(৭০) তুমি ঐসব লোকের সংগ বর্জন কর, যারা নিজেদের ধর্মকে খেলা ও তামাশা বানিয়ে রেখেছে এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। আর এ (কুরআন) দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিতে থাক, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের দরুণ এমনভাবে (আযাবে) ফেঁসে না[২] যায় যে, না তার জন্য থাকবে আল্লাহ ব্যতীত কোন অভিভাবক[৩] আর না কোন সুপারিশকারী এবং যদি সে বিনিময়ে সবকিছু প্রদান করে, তথাপি তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। ওরা এরূপ যে, স্বীয় কৃতকর্মের দরুণ ফেঁসে গেছে। ওদের কুফরীর দরুণ ওদের জন্য অতি উত্তপ্ত পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) يخوضون শব্দটি خوض থেকে উদ্ভূত। এর মূল অভিধানিক অর্থ পরস্পর অবান্তর ও তামাশামূলক আলোচনায় মগ্ন হওয়া। এখানে ভাবার্থ দোষান্বেষণ ও উপহাসের উদ্দেশ্যে পরস্পরে আলোচনা করা। (তাফসীরে কাবীর)

(২) "না" কথাটি আরবীতে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৩) অর্থাৎ, সাহায্যকারী। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৮ নং আয়াত:

১. বাতিলপন্থীদের মজলিস থেকে দূরে থাকতে হবে।

২. ভুলক্রমে এরূপ মজলিসে যোগ দান করে ফেললে মজলিস ও মজলিসের লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। মুখ ফিরিয়ে নেয়ার উত্তম পন্থা হচ্ছে মজলিস ত্যাগ করে চলে যাওয়া। কিন্তু মজলিস ত্যাগ করার মধ্যে জান-মাল কিংবা ইজ্জতের ক্ষতির আশংকা থাকলে সাধারণ মানুষের পক্ষে মজলিসে থেকেই অন্য দিকে মনোনিবেশ করা বা অন্য কোন কাজে ব্যাপৃত হওয়ার মাধ্যমে এ নির্দেশ পালন করা যাবে। কিন্তু বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, যাদেরকে অন্যেরা ধর্মীয় ব্যাপারে অনুকরণ করে থাকে, তাদের পক্ষে সর্বাবস্থায় অনুরূপ মজলিস ত্যাগ করা সমীচীন। (মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত)

● ৬৯ নং আয়াত:

এ আয়াতে পূর্বের বক্তব্যের ইতি টানা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার আয়াতে দোষান্বেষণ ও উপহাসের উদ্দেশ্যে যে আলোচনা হয় তা থেকে দূরে থাকা কর্তব্য -যা পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে- তবে কোন পরহেযগার ব্যক্তি যদি পার্থিব বা ধর্মীয় কোন ক্ষতির আশংকায় সেরূপ মজলিসে থাকতে বাধ্য হয়, তাহলে তাদের অপকর্মের জবাবদিহী করার দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে না। তাদের পাপে তাকে শরীক সাব্যস্ত করা হবে না। তবে সাধ্যমত তাদেরকে উপদেশ দেয়া কর্তব্য, হয়ত উপদেশ তাদের কাজে লাগবে এবং তারা এরূপ অন্যায় কর্ম থেকে বিরত হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী অবলম্বনে)

● ৭০ নং আয়াত:

১. যারা ইসলাম ধর্মকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে বা আমোদ প্রমোদই যাদের ধর্ম, সার কথা যারা মুসলমান নয়, তাদের সংসর্গ বর্জনীয়।

২. "পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছে"- এ কথা দ্বারা বোঝানো হয়েছে, পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতি মোহ এবং প্রলোভনই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়ার মূল কারণ।

৩. "আর এ (কুরআন) দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিতে থাক"- এ কথা বলে বোঝানো হয়েছে, বিধর্মীদের সংগ বর্জন করলেও তাদেরকে দাওয়াত প্রদান ও উপদেশ দান অব্যাহত রাখতে হবে।

৪. অপরাধীকে যখন আল্লাহ তাআলা শাস্তি দিবেন, তখন কোন বন্ধু-বান্ধব এগিয়ে আসবে না (আল্লাহর অনুমতি ছাড়া) কারও সুপারিশও কার্যকর হবে না। এমনকি (যদি মেনে নেয়া হয় যে,) সে সমস্ত সম্পদের মালিক হলো আর আত্মরক্ষার জন্য তা বিনিময় স্বরূপ দিতে চাইল তবুও তা গ্রহণ করা হবে না। (মাআরিফুল কুরআন অবলম্বনে)

৫. কুফরীর কারণে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হবে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ ۖ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ۭ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۭ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۷۱

(৭১) তুমি বল, আমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুর ইবাদত করব, যা না আমাদের উপকার করতে পারে, আর না আমাদের অপকার করতে পারে[১]? এবং আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত করার পর আমরা কি সেই ব্যক্তির ন্যায় উল্টো দিকে ফিরে যাব,[২] বন-প্রান্তরে শয়তানরা যাকে পথহারা করেছে[৩] যখন সে দিশেহারা অবস্থায় ঘুরতে থাকে, তার সঙ্গীরা তাকে সঠিক পথের দিকে ডেকে বলতে থাকে আমাদের কাছে আস (কিন্তু সে তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে ধ্বংস হয়) তুমি বলে দাও, নিশ্চয় আল্লাহ প্রদর্শিত পথই সঠিক পথ। আমরা বিশ্ব- প্রতিপালকের পূর্ণ অনুগত হতে আদিষ্ট হয়েছি।

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ۭ وَهُوَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝۷۲

(৭২) আর এই মর্মে যে, তোমরা নামায কায়েম কর ও তাঁকে ভয় কর এবং তিনিই ঐ সত্তা যে, তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۭ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۘ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۭ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ۭ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۭ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝۷۳

(৭৩) আর তিনিই ঐ সত্তা যে, তিনি যথাবিধি আসমানসমূহ এবং জমিনকে সৃষ্টি করেছেন। আর যখন তিনি বলবেন, হয়ে যা, তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যাবে।[৪] তাঁর বাণী সত্যই[৫] এবং যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, তাঁরই আধিপত্ব হবে।[৬] (তিনি) অদৃশ্য ও দৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্ববিদিত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, দেবতাদের। তারা উপকার অপকার কোনটির ক্ষমতা রাখে না।

(২) نرد على اعقابنا -এর শাব্দিক অর্থ আমাদের পায়ের গোড়ালিতে ফিরে যাব। "পায়ের গোড়ালিতে ফিরে যাওয়া" একটি বাগধারা, এর ভাবার্থ পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া, উল্টো দিকে ফিরে যাওয়া। (আল-কুরআনুল কারীম, ইঃ ফা)

(৩) استهوته الشياطين -এর শাব্দিক অর্থ "শয়তানরা তাকে অধঃপতিত করেছে" এখানে ভাবার্থ করা হয়েছে বিপথগামী করেছে। (তাফসীরে ইবনে আব্বাস ও তাফসীরে কাবীর)

(৪) কেয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, ওঠ, তৎক্ষণাৎ সবই পুনরুত্থিত হবে। (জালালাইন)

(৫) অর্থাৎ, তিনি যা বলেন তা অবশ্যই সংঘটিত হয়। (প্রাগুক্ত)

(৬) অর্থাৎ, বাহ্যিকভাবেও তখন রাজত্ব ও কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই থাকবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭১ নং আয়াত:

১. বাতিলপন্থীদের বাতিলের প্রতি আহবানে সাড়া দেয়া হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. দেবতাদের মধ্যে উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা অনুপস্থিত। কেননা, যে তার উপাসকদের উপকার বা অপকার কোনটা করারই ক্ষমতা রাখে না তার উপাসনা কেন করা হবে?

৩. বাতিলপন্থীদের সাহচর্যে থেকে যে ঈমান ও তাওহীদ পরিত্যাগ করে, তার উদাহরণ ঐ পথিকের মত যে তার পথচেনা সঙ্গীদের সাথে বনে-প্রান্তরে সফর করছে, আর হঠাৎ দেও-দানব প্রভৃতি দুষ্ট প্রকৃতির জিনেরা প্ররোচনা দিয়ে তাকে পথহারা করে অন্য পথে নিয়ে গেল আর সে পথহারা হয়ে দিশেহারার মত দিগ্বিদিক ঘুরতে থাকল, সাথীরা তাকে ডাকতে থাকল এই যে আসল পথ, তুমি এদিকে ফিরে আস, কিন্তু জীনদের খপ্পরে পড়ে সেদিকে তার আর ফিরে আসা হল না। এ আয়াতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার অনুসারীদের মত সঠিক পথচেনা সঙ্গী থাকা সত্ত্বেও বিপথগামী হতে নিষেধ করা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী অবলম্বনে)

৪. "আল্লাহ প্রদর্শিত পথই সঠিক পথ" বলে বোঝানো হয়েছে যে, ইসলামই একমাত্র সঠিক দ্বীন। (আইছারুত্তাফাসীর)

৫. আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পনের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

● ৭২ নং আয়াত:

১. নামায কায়েম করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

২. তাকওয়া তথা আল্লাহর নির্দেশ পালন ও নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৩. হাশরের কথা বর্ণিত হয়েছে।

● ৭৩ নং আয়াত:

১. আয়াতে আসমান ও জমিনের সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা স্রষ্টার অস্তিত্ব ও একত্ববাদের প্রমাণ পাওয়া যায়। (বয়ানুল কুরআন)

২. "যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, তাঁরই আধিপত্ব হবে"- এ কথা বলে বোঝানো হয়েছে কেয়ামত কালে একটা সময় এমন হবে যখন আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ বাকী থাকবে না, সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

৩. শিংগায় ফুঁৎকারের বিষয়টি প্রমাণিত।

৪. "তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সর্ব বিষয়ে অবহিত"- একথা বলে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা যে কোন কাজই কর না কেন প্রকাশ্যে বা গোপনে কর সবকিছু সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলার কাছে হিসাব দিতে হবে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْٓ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٤﴾

(৭৪) আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম তাঁর পিতা-আযরকে[১] বলল, আপনি কি মূর্তিগুলিকে উপাস্য সাব্যস্ত করেছেন? আমি তো আপনাকে এবং আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট গোমরাহীতে দেখতে পাচ্ছি।

وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ﴿٧٥﴾

(৭৫) আর অনুরূপভাবে[২] ইবরাহীমকে আমি দেখাই আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর মহারাজত্ব। আর যাতে সে[৩] দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ﴿٧٦﴾

(৭৬) অতঃপর যখন রাতের অন্ধকার তার উপর সমাচ্ছন্ন হল, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল- বলল, এটি আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন সেটা অস্তমিত হল, তখন সে বলল, অস্তগামীদেরকে আমি পছন্দ করি না।

فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ﴿٧٧﴾

(৭৭) অতঃপর যখন চন্দ্রকে দেখল প্রদীপ্ত অবস্থায়, তখন বলল, এটা আমার প্রতিপালক। অনন্তর যখন সেটা অস্তমিত হল, তখন সে বলল, বাস্তবিক যদি আমার প্রতিপালক আমাকে সঠিক পথ না দেখাতেন, তাহলে অবশ্যই আমি গোমরাহদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٨﴾

(৭৮) অতঃপর যখন সে সূর্যকে দেখল প্রদীপ্ত অবস্থায়, তখন সে বলল, এটা আমার প্রতিপালক, এটা বৃহত্তর। অতঃপর যখন সেটা অস্তমিত হল, তখন সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর সাথে[৪] যা শরীক কর তার থেকে অবশ্যই আমি সংশ্রবহীন।

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٧٩﴾

(৭৯) আমি তো একনিষ্ঠভাবে আমার মুখমণ্ডল তাঁর দিকে ফিরাচ্ছি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম ছিল "তারেখ" এবং "আযর" তার উপাধি। ভিন্ন মতে আযর তার চাচার নাম। আরবী বাকরীতিতে চাচাকে পিতা বলার প্রচলন রয়েছে। সে রীতি অনুসারেই আয়াতে আযরকে তাঁর পিতা বলা হয়েছে।

(২) অর্থাৎ, যেমন তার পিতার গোমরাহী তাকে দেখিয়েছি, অনুরূপভাবে আসমান-জমিনের মহারাজত্ব তাঁকে দেখিয়েছি। রাজত্ব দেখানোর অর্থ সৃষ্টিকূলের রহস্য ও আসমান-জমিনে পরিব্যাপ্ত আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন দেখানো।

(৩) এখানে আর একটি বাক্য উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ, যাতে আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ তার সামনে ফুটে উঠে আর যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। (জালালাইন অবলম্বনে)

(৪) "আল্লাহর সাথে" কথাটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৪ নং আয়াত:

১. আয়াতে মূর্তি পূজার ভ্রষ্টতা উল্লেখ করা হয়েছে।

২. হযরত ইবরাহীম (আ.) পিতাকে দাওয়াত দিয়েছেন, এ থেকে এটাও বোঝা যায় পরিবারের কোন সম্মানিত ব্যক্তি ভ্রান্ত পথে থাকলে তাকে হেদায়াতের পথে আহবান করা তার সম্মানের পরিপন্থী নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. মূর্তিপূজারীরা স্পষ্টত গোমরাহ।

● ৭৫ নং আয়াত:

১. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিশেষ মর্যাদা ও জ্ঞান গরিমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২. আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন দেখলে ঈমান-বিশ্বাসে দৃঢ়তা পয়দা হয়। সেমতে আল্লাহর কুদরত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা একটি উত্তম আমল।

● ৭৬-৭৮ নং আয়াতসমূহ:

১. আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে হেকমত ও দূরদর্শিতা প্রয়োগ করা নবীদের সুন্নাত। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কওম মূর্তি পূজার সাথে সাথে তারকা-নক্ষত্র পূজাও করতঃ তিনি তাদের এই শিরক খণ্ডনের জন্য সরাসরি এগুলোকে শিরক না বলে এই হেকমত অবলম্বন করলেন যে, রাতের বেলায় একটি নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, এটি আমার প্রতিপালক। অর্থাৎ, মেনে নিলাম কিংবা তোমাদের ধারণা অনুযায়ী এটা আমার ও তোমাদের প্রভূ। এমনিভাবে চন্দ্র ও সূর্য সম্পর্কেও বললেন, কিন্তু যখন দেখা গেল সেগুলো প্রত্যেকটা আলোর পর অন্ধকারে ডুবে যায়, অস্তমিত হয়ে যায়, তখন তিনি বলার সুযোগ পেলেন এবং স্বজাতির বিভ্রান্তি বুঝানোর সুযোগ পেলেন যে, এগুলো প্রভূ হতে পারে না; কেননা প্রভূর মধ্যে অবশ্যই ক্ষমতা ও স্থায়িত্ব থাকতে হবে। অথচ অস্তমিত হওয়া নিছক অক্ষমতা ও পরিবর্তনশীলতার প্রমাণ, কাজেই এগুলো খোদা হতে পারে না। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন অবলম্বনে)

২. জগতের নশ্বর বস্তুসমূহ থেকে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাওহীদের পক্ষে শিক্ষা অর্জিত হয়ে থাকে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ৭৯ নং আয়াত:

১. আয়াতে শিরক মুক্ত খালেস তাওহীদের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

২. "আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই"– হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ উক্তি থেকে শিরক ও শিরকপন্থীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার শিক্ষা পাওয়া যায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পূর্ণভাবে শিরক মুক্ত ছিলেন। অতএব মক্কার মুশরিকগণ যে ইবরাহীমী আদর্শে থাকার দাবী করত, সে দাবী সর্বৈব মিথ্যা।

وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّىْ فِى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰٮنِ ؕ وَلَاۤ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّىْ شَيْـًٔا ؕ وَسِعَ رَبِّىْ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۸۰﴾	(৮০) আর তাঁর সম্প্রদায় তাঁর সাথে তর্ক জুড়ে দিল। সে বলল: তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সাথে তর্ক করছ? অথচ তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। আর তোমরা তাঁর সাথে যাকে শরীক কর, আমি তাকে ভয় করি না।[১] হাঁ আমার প্রতিপালক যদি কোন কিছু (বিপদ দেয়ার) ইচ্ছা করেন। আমার প্রতিপালকের জ্ঞান সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত। তবুও কি তোমরা খেয়াল কর না?[২]
وَكَيْفَ اَخَافُ مَاۤ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ؕ فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۸۱﴾	(৮১) তোমরা যা শরীক করেছ আমি কীরূপে তাকে ভয় করব? অথচ তোমরা ভয় করছ না যে, তোমরা তো আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে শরীক করেছ যার সম্বন্ধে তিনি তোমাদের কাছে কোন সনদ প্রেরণ করেননি। সুতরাং এতদুভয় দলের মধ্যে কোন্ দল[৩]নিরাপত্তা লাভের অধিক হকদার? যদি তোমরা জান (তাহলে তার অনুসরণ কর)।
اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۸۲﴾	(৮২) যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে শিরকের[৪] সাথে মিশ্রিত করেনি তারাই এমন লোক যে, তাদের জন্য নিরাপত্তা রয়েছে এবং তারাই হেদায়াতের পথে চলছে।
وَتِلْكَ حُجَّتُنَاۤ اٰتَيْنٰهَاۤ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿۸۳﴾	(৮৩) আর সেটা আমার (প্রদত্ত) প্রমাণ ছিল, যা আমি ইবরাহীমকে স্বজাতির মুকাবেলায় দিয়েছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা অনেক মর্যাদায় সমুন্নত করি। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক হেকমতের অধিকারী মহাজ্ঞানী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) দেব-দেবীর সমালোচনা পরিত্যাগ না করলে দেব-দেবীরা ইবরাহীমকে বিপদে ফেলে দিবে-এরূপ ভীতি প্রদর্শনের জওয়াবেই হযরত ইবরাহীম (আ.) একথা বলেন।

(২) تتفكرون শব্দ ব্যবহার না করে تتذكرون শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর সূক্ষ্ম তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই "খেয়াল কর না" এরূপ অনুবাদ করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) আমরা না তোমরা?

(৪) উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে আখেরাতের শাস্তি থেকে তারাই নিরাপদ হতে পারে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বাসের সাথে কোনরূপ শিরক মিশ্রিত না করে। স্মর্তব্য যে, আল্লাহর জাত বা তার নির্দিষ্ট গুণাবলীতে অন্য কাউকে অংশীদার স্থির করার নাম শিরক।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮০ নং আয়াত:

১. বাতিলপন্থীদের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে বাহাছ বা বিতর্কের বিধিবদ্ধতা প্রমাণিত হয়। বাহাছের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে শরীয়তের দলীল সুস্পষ্ট করে তুলতে হবে।

২. দেব-দেবীদের কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই, যেমন নেই তাদের কোন উপকার করার ক্ষমতা।

৩. আল্লাহর জ্ঞানের পরিব্যাপ্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

৪. "তবুও কি তোমরা খেয়াল কর না"– এ কথা বলে বাতিলপন্থীদেরকে তাদের মতবাদ বাতিল হওয়ার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা না করার জন্য তিরস্কার করা হয়েছে।

● ৮১ নং আয়াত:

১. শিরকের পক্ষে কোন সনদ বা দলীল নেই।

২. শিরকপন্থী তথা মুশরিকগণ পরকালের আযাব থেকে নিরাপত্তা পাবে না। পক্ষান্তরে তাওহীদপন্থীগণ নিরাপত্তা লাভ করবে।

● ৮২ নং আয়াত:

১. আখেরাতের শাস্তি থেকে তারাই নিরাপদ হবে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বাসের সাথে কোনরূপ শিরক মিশ্রিত না করে।

২. মুশরিকগণ গোমরাহ। পক্ষান্তরে যারা শিরক মুক্ত ঈমানের অধিকারী তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

● ৮৩ নং আয়াত:

১. আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.)কে তাঁর কওমের বিরুদ্ধে উপরোক্ত দলীলাদি শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। বোঝা গেল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দলীল-প্রমাণে বিজয়ী করার জন্য হকপন্থীদের অন্তরে আল্লাহই দলীল ঢেলে দেন।

২. "আমি যাকে ইচ্ছা অনেক মর্যাদায় সমুন্নত করি"– এ কথা বলে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উচ্চ মর্যাদার দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

৩. "নিশ্চয় তোমার রব হেকমতের অধিকারী মহাজ্ঞানী"– এ কথা বলে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক অবগত এবং কাকে কতটুকু মর্যাদা প্রদান করবেন তা তাঁর জ্ঞান ও হেকমত অনুসারেই তিনি করে থাকেন।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَیْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَیْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّیَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَیْمٰنَ وَاَیُّوْبَ وَیُوْسُفَ وَمُوْسٰی وَهٰرُوْنَ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۸۴﴾

(৮৪) আর আমি তাকে দান করেছি ইসহাক ও ইয়াকূব (এবং) আমি প্রত্যেককে (সঠিক পথের) হেদায়াত করেছি এবং (ইবরাহীমের) পূর্বে আমি নূহকে হেদায়াত দান করেছিলাম এবং তার সন্তানদের মধ্য হতে দাউদকে, সুলাইমানকে, আইয়ূবকে, ইউসুফকে এবং মূসা ও হারূনকে। আর এরূপে আমি নেককারদের প্রতিদান প্রদান করে থাকি।

وَزَكَرِیَّا وَیَحْیٰی وَعِیْسٰی وَاِلْیَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ ﴿۸۵﴾

(৮৫) আরো (হেদায়াত করেছিলাম) যাকারিয়াকে, ইয়াহ্‌য়াকে, ঈসাকে এবং ইলয়াসকে। সকলেই পরিশুদ্ধ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَاِسْمٰعِیْلَ وَالْیَسَعَ وَیُوْنُسَ وَلُوْطًا ؕ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ﴿۸۶﴾

(৮৬) আরো ইসমাঈলকে, আল-ইয়াসা'কে, ইউনূসকে এবং লূতকে। আর আমি (তাদের) প্রত্যেককেই মর্যাদা দিয়েছি (তখনকার) সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর।

وَمِنْ اٰبَآىِٕهِمْ وَذُرِّیّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَیْنٰهُمْ وَهَدَیْنٰهُمْ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ﴿۸۷﴾

(৮৭) আরো তাদের পিতৃপুরুষ, তাদের সন্তানাদি ও তাদের ভাইদের কতিপয়কেও। আর আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি আর আমি তাদেরকে হেদায়াত করেছি সিরাতে মুস্তাকীমের দিকে।

ذٰلِكَ هُدَی اللّٰهِ یَهْدِیْ بِهٖ مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴿۸۸﴾

(৮৮) এটা আল্লাহর হেদায়াত, নিজ বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তিনি এর দ্বারা সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর যদি (ধরে নেয়া[১] হয় যে,) তারাও শিরক করত, তবে তারা যে আমল করত তা তাদের থেকে সমস্তই পণ্ড হয়ে যেত।

اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ یَّكْفُرْ بِهَا هٰۤؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّیْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِیْنَ ﴿۸۹﴾

(৮৯) এরাই এমন লোক যাদেরকে আমি কিতাব, হিকমত এবং নবুয়ত দান করেছিলাম। সুতরাং যদি তারা (কাফেররা) একে (তোমার নবুয়তকে) অস্বীকার করে, তবে আমি তো এমন এক সম্প্রদায়ের[২] প্রতি তার ভার অর্পণ করেছি যারা তা প্রত্যাখ্যানকারী নয়।

اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ هَدَی اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰی لِلْعٰلَمِیْنَ ﴿۹۰﴾

(৯০) এরাই এমন লোক যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত করেছিলেন[৩]। সুতরাং তুমিও তাঁদের পথ অনুসরণ কর। তুমি বলে দাও, আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাই না; এটা তো শুধু বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "ধরে নেয়া" কথাটি এ জন্য যোগ করা হয়েছে যে, নবীগণ মা'সূম বা নিষ্পাপ। তাঁদের থেকে শিরক সংঘটিত হতে পারে না। এখানে কথাটিকে ধরে নেয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে।

(২) মুহাজির ও আনসার। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, অমান্যকারীদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণের দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৪-৮৬ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে কতিপয় বিশিষ্ট নবী ও তাঁদের মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে।

● ৮৭ নং আয়াত:

১. "তাদেরকে মনোনীত করেছি"- এ থেকে প্রমাণিত হয় নবুয়ত ওয়াহাবী তথা সম্পূর্ণ খোদাপ্রদত্ত জিনিস। এটা চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না।

২. "আমি তাদেরকে হেদায়াত করেছি সিরাতে মুস্তাকীমের দিকে"- এ থেকে বোঝা যায় নবীগণ দ্বারা এমন কোন কিছু সংঘটিত হয় না যা হেদায়াত পরিপন্থী। অতএব নবীগণ মা'সূম বা নিষ্পাপ, তাঁদের দ্বারা কোন পাপ সংঘটিত হতে পারে না।

● ৮৮ নং আয়াত:

১. হেদায়াত আল্লাহর হাতে, যাকে তিনি চান হেদায়াত করেন। সেমতে হেদায়াতের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা চাই।

২. "যদি (ধরে নেয়া হয় যে,) তারাও শিরক করত, তবে তারা যে আমল করত তা তাদের থেকে সমস্তই পণ্ড হয়ে যেত।"-এ থেকে বোঝা যায় কারও সাথে আল্লাহ তা'আলার ব্যক্তিগত এমন কোন সখ্যতা নেই যে, তারা অন্যায় অপরাধ যা কিছু করুক না কেন কোন অবস্থায় তাকে পাকড়াও করবেন না।

৩. শিরক দ্বারা বিগত আমল বরবাদ হয়ে যায়।

● ৮৯ নং আয়াত:

১. আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শান্তনা প্রদান করা হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকরা না মানলে তুমি দুঃখ করো না, মানার জন্য অন্য লোক (মুহাজির ও আনসারদেরকে) নির্বাচন করে রেখেছি।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. দ্বীনের কাজ চালানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা কোন ব্যক্তি বিশেষ বা গোষ্ঠি বিশেষের মুখাপেক্ষী নন। কোন ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠিবিশেষ অমান্য করলে আল্লাহ তাআলা অন্য ব্যক্তি ও অন্য গোষ্ঠি থেকে মাননেওয়ালা তৈরী করে নিবেন।

● ৯০ নং আয়াত:

১. "সুতরাং তুমিও তাঁদের পথ অনুসরণ কর"-এ দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অমান্যকারী লোকদের জন্য দুঃখ না করে ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

২. "সুতরাং তুমিও তাঁদের পথ অনুসরণ কর"- এ থেকে পূর্বসূরীদের অনুসরণের নীতিও প্রমাণিত হয়। তবে উল্লেখ্য যে, কারও পূর্বসূরীরা শুধু পূর্বসূরী হওয়ার কারণেই অনুসরণীয় হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে প্রথমতঃ দেখতে হবে তারা হেদায়াতের পথে তথা বিশুদ্ধ পথে ছিল কি না। এখানে পূর্বসূরীদের অনুসরণের কথা বলার পূর্বে তাঁদেরকে হেদায়াত করা হয়েছিল মর্মে পূর্বাহ্নেই বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে।

৩. "আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাই না"-এ থেকে প্রমাণিত হয় দাওয়াত-তাবলীগ ও ওয়াজ-নসীহতের বিনিময় গ্রহণ না করাই নবীগণের সুন্নাত তথা নবীগণের আদর্শ।

৪. "এটা তো শুধু বিশ্ববাসীদের জন্য একটি উপদেশ"- এ থেকে প্রমাণিত হয় কুরআন হল উপদেশ। অতএব এটা মানলে মান্যকারীদেরই ফায়দা।

৫. "এটা তো শুধু বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ"- এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, কুরআন নির্দিষ্ট কোন গোত্র বা নির্দিষ্ট কোন যুগ বা নির্দিষ্ট কোন দেশবাসীর জন্য নয় বরং সব যুগের সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। অতএব কুরআন একটি শাশ্বত কিতাব। এর পর আর কোন আসমানী কিতাব আসবে না।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَیْءٍ ؕ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِیْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّ هُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِیْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِیْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَاۤ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِیْ خَوْضِهِمْ یَلْعَبُوْنَ ﴿۹۱﴾

(৯১) আর তারা আল্লাহর মর্যাদা সেরূপভাবে উপলব্ধি করেনি যেরূপ উপলব্ধি করা কর্তব্য ছিল, যখন তারা[১] এরূপ বলে ফেলল যে, আল্লাহ কোন মানুষের প্রতি কোন বস্তুই অবতীর্ণ করেননি। তুমি বল,[২] সে কিতাবটি কে নাযেল করেছে যা মূসা নিয়ে এসেছিল নূর ও মানুষের জন্য ছিল পথনির্দেশ রূপে, যা তোমরা বিক্ষিপ্ত পত্রে রাখছ, তার কিছু প্রকাশ কর এবং অনেক বিষয় গোপন কর এবং তোমাদেরকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে যা তোমরা জানতে না এবং তোমাদের পূর্বপুরুষেরাও না। তুমি বলে দাও, (উক্ত কিতাব) আল্লাহ নাযেল করেছেন, অতঃপর তাদেরকে তাদের অনর্থক চর্চায় খেলতে দাও।

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِیْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَ مَنْ حَوْلَهَا ؕ وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ یُحَافِظُوْنَ ﴿۹۲﴾

(৯২) আর এ কুরআন এমন গ্রন্থ যা আমি নাযেল করেছি যা অতিশয় বরকতময়, স্বীয় পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী[৩] এবং যাতে তুমি মক্কাবাসী ও তৎপার্শ্ববর্তীদেরকে[৪] ভীতি প্রদর্শন কর। আর যারা আখেরাতের[৫] প্রতি (পূর্ণাঙ্গ) বিশ্বাস রাখে তারাই এর প্রতি ঈমান আনে এবং তারা স্বীয় নামাযের হেফাজত করে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ উক্তি ছিল কোন এক ইয়াহুদীর, যা সর্বৈব মিথ্যা এবং তাদের ধর্মের পরিপন্থী ছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) আল্লাহ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, যারা এরূপ বাজে কথা বলে যে, আল্লাহ কোন মানুষের কাছে ঐশিগ্রন্থ প্রেরণ করেননি, তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর যে তাওরাত তোমরা স্বীকার কর সেটা কে অবতীর্ণ করেছেন? আরো বলে দাও, তোমরা এত পাপাচারী যে, যে কিতাবকে তোমরা স্বীকার কর তার মাঝেও তোমরা বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছ। একে তোমরা বাঁধাই করা গ্রন্থের আকারে না রেখে বিচ্ছিন্ন পত্রে লিখে রেখেছ যাতে যখনই মন চায় মাঝখান থেকে কোন পাতা উধাও করে দিতে পার, তার বিষয়বস্তু অস্বীকার করতে পার। বস্তুতঃ তাওরাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাই-হি ওয়া সাল্লাম-এর পরিচয় ও গুণাবলী সম্পর্কে কিছু আয়াত ছিল সেগুলো তারা গোপন রাখত এবং অন্য রকম ব্যাখ্যা দিত। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) কুরআনের সত্যতার জন্য ইয়াহুদী-নাসারাদের পক্ষে এটাই যথেষ্ট যে, কুরআন তাওরাত ও ইঞ্জীলে অবতীর্ণ সব বিষয়বস্তুর সত্যায়ন করে।

(৪) "তৎপার্শ্ববর্তী"ঃ পূর্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণের সমগ্র বিশ্ব এর অন্তর্ভুক্ত।

(৫) যারা পরকালে বিশ্বাস করে তারা কুরআনের প্রতিও বিশ্বাস রাখে এবং নামাযও যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করে। এ আয়াতে ইয়াহুদী ও মুশরিকদের একটি অভিন্ন রোগ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। অর্থাৎ, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং পৈতৃক প্রথার অনুসরণ এসব পরকালে বিশ্বাসহীনতা রোগের প্রতিক্রিয়া। যে ব্যক্তি পরকালে বিশ্বাস করে, খোদা ভীতি অবশ্যই তাকে সত্য গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯১ নং আয়াত:

১. আল্লাহকে অস্বীকার করা, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা কিংবা তাঁর শানের খেলাফ কোন বিশেষণে তাঁকে বিভূষিত করাই তাঁকে যথাযথ মর্যাদা না করার নামান্তর। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আসমানী কিতাব হল নূর তথা হেদায়াতের আলো।

৩. ইয়াহুদী কর্তৃক তাওরাতের কিছু বিষয় গোপন রাখা এবং তাওরাতকে বাঁধাই করা গ্রন্থের আকারে না রেখে বিচ্ছিন্ন পত্রে লিখে রাখার অপরাধ তুলে ধরা হয়েছে। (২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ৯২ নং আয়াত:

১. কুরআন বরকতময় কিতাব: এভাবে যে, এই কিতাবের প্রতি ঈমান আনা ও তদনুযায়ী আমল করা দ্বারা উভয় জগতের কামিয়াবী ও কল্যাণ অর্জিত হয়।

২. কুরআন শরীফ তাওরাত, ইঞ্জীল প্রভৃতি আসমানী কিতাবের সত্যায়নকারী। কুরআনের সত্যতার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, কুরআন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের সত্যায়ন করে।

৩. "যাতে তুমি মক্কাবাসী ও তৎপার্শ্ববর্তীদেরকে ভীতি প্রদর্শন কর"। এখানে "তৎপার্শ্ববর্তী" কথাটির মধ্যে পূর্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণের সমগ্র বিশ্ব অন্তর্ভুক্ত। অতএব কুরআন নির্দিষ্ট কোন গোত্র বা নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলের জন্য নয় বরং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। সুতরাং কুরআন একটি শাশ্বত কিতাব। এর পর আর কোন আসমানী কিতাব আসবে না।

৪. পরকালের প্রতি ঈমান সকল কল্যাণের উৎস। পরকালে বিশ্বাসহীনতা থেকে সত্যকে অস্বীকার করা সহ সকল অকল্যাণ ঘটে থাকে। (আইছারুত্তাফাসীর)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِىَ اِلَىَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَىْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٩٣﴾

(৯৩) আর সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক জালেম কে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ[১] করে অথবা বলে যে, আমার নিকট[২] ওহী আসে, অথচ তার নিকট কোন ওহী আসেনি, আর যে ব্যক্তি দাবী করে যে, যেমন কালাম আল্লাহ নাযেল করেছেন তেমনি কালাম আমিও অবশ্যই নাযেল করে দেখাচ্ছি? আর যদি তুমি তাদেরকে দেখতে সে সময় (তবে বড় ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে) যখন জালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে এবং ফেরেশতারা (রূহ বের করার জন্য) নিজ হাত প্রসারিত করবে (এবং বলবে) নিজেদের প্রাণগুলো বের কর, আজ[৩] তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে এ কারণে যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি অসত্য বলতে এবং তোমরা তাঁর আয়াতসমূহ (কবূল করা) থেকে অহংকার করতে।

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ

(৯৪) আর (কেয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন) নিশ্চয় তোমরা আমার নিকট একক এককভাবে (নিঃসঙ্গ হয়ে) এসেছ যেভাবে আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম, আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা নিজেদের পশ্চাতে ছেড়ে এসেছ।

وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ؕ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٩٤﴾

আর আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের সে সুপারিশকারীদেরকে[৪] দেখছি না, যাদের সম্পর্কে তোমরা দাবী করতে যে, তারা তোমাদের কাজ-কর্মে (আমার) শরীক! বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং তোমরা যা ধারণা করতে তা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বলে যে, আল্লাহ ওহী পাঠাননি এবং নবুয়তকে অস্বীকার করে।

(২) যেমন দাবী করেছিল মুসায়লামা কায্যাব ও গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রমুখ।

(৩) অর্থাৎ, মৃত্যুর সাথে সাথে।

(৪) তোমরা যে সব মূর্তি প্রতিমা ইত্যাদির পূজা করতে, যাদেরকে তোমরা সাহায্যকারী আল্লাহর কাছে তোমাদের সুপারিশকারী মনে করতে, আজকে এ ভয়াবহ মুহূর্তে তারা কোথায় গেল। এ কঠিন মুহূর্তে সে সব মা'বূদের অনুপস্থিতি তোমাদের উক্ত দাবীকে কেবল মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৩ নং আয়াত:

১. সত্য নবীর নবুয়তকে অস্বীকার করা বড় জুলুম তথা কুফ্‌রী।

২. ওহী না আসা সত্ত্বেও ওহী আসার দাবী করা তথা মিথ্যা নবুয়তের দাবী করা বড় জুলুম তথা কুফ্‌রী।

৩. মৃত্যু যন্ত্রণার ভয়াবহতা প্রমাণিত হয়।

৪. প্রাণ হরণের কাজে ফেরেশতাদের নিয়োজিত থাকা প্রমাণিত হয়।

৫. "আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে"– এ দ্বারা কবরের আযাব প্রমাণিত হয়।

৬. "তোমরা তার আয়াতসমূহ (কবূল করা) হতে অহংকার করতে"– এ থেকে বোঝা যায় অহংকার একটি এমন ভয়াবহ রোগ যা মানুষকে সত্য অস্বীকার ও কুফ্‌রের দিকে ঠেলে দেয়। এজন্য অহংকারকে আত্মার সবচেয়ে বড় রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

● ৯৪ নং আয়াত:

১. "নিশ্চয় তোমরা আমার নিকট একক এককভাবে এসেছ ...,"– এ দ্বারা পুনরুত্থানের আকীদা প্রমাণিত হয়।

২. "যেভাবে আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম,"– এ দ্বারা প্রমাণিত হয় কেয়ামতের দিন উলঙ্গ ও নগ্নপদ অবস্থায় মানুষ পুনরুত্থিত হবে, যেভাবে তাদের জন্ম হয়েছিল।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

৩. পরকালে দুনিয়ার কোন কিছুই (নেক আমল ব্যতীত) সাথে যাবে না। নিঃসঙ্গ অবস্থায় সবাইকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে হবে।

৪. কেয়ামতের দিন (আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত) কারও কোন সুপারিশ কাজে আসবে না।

৫. সমস্ত শরীকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, তারা কোন উপকারে আসবে না।

৬. কেয়ামতের দিন শরীকদের সাথে সম্পৃক্ত যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন ঘটবে।

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ؕ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَىِّ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٩٥﴾

(৯৫) নিশ্চয় আল্লাহ বীজ ও আঁটিগুলোকে বিদীর্ণকারী। তিনিই নির্জীব থেকে জীবকে বের করেন এবং তিনিই জীব থেকে নির্জীবকে নির্গতকারী। তিনিই আল্লাহ। সুতরাং তোমরা কোথায় বিপরীত দিকে চলছ?

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٩٦﴾

(৯৬) তিনিই প্রভাতের উন্মেষকারী। আর তিনিই রাতকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য[১] ও চন্দ্র (এর গতি)কে হিসাব নির্ধারক বানিয়েছেন। এটি সে সত্তার নির্ধারণ যিনি পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী।

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٩٧﴾

(৯৭) এবং তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা এর সাহায্যে স্থলভাগ ও সমুদ্রের অন্ধকার পথের সন্ধান পেতে পার। নিশ্চয় আমি (তাওহীদ ও কুদরতের) প্রমাণসমূহ খুব বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি সেসব লোকদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ﴿٩٨﴾

(৯৮) আর তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি (আদম) হতে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর একটি স্থায়ী ঠিকানা (পরলোকের বেহেশত বা দোযখ) আরেকটি আমানত রাখার স্থান (মাতৃগর্ভ থেকে সবগুলো স্তর) রয়েছে। নিশ্চয় আমি (তাওহীদ ও কুদরতের) প্রমাণসমূহ খুব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি তাদের জন্য যারা বোঝে।

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٩٩﴾

(৯৯) আর তিনিই ঐ সত্তা যিনি আকাশ থেকে[২] পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকারের উদ্ভিদ উদগত করেছি। অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ শাখা উদগত করেছি, যা থেকে আমি একে অন্যের উপর সংস্থাপিত দানা বের করি এবং খেজুর গাছ থেকে অর্থাৎ, তার মাথি হতে ঝুলন্ত ছড়া (বের) হয় এবং আঙ্গুর উদ্যানসমূহ এবং যায়তুন ও আনার (বৃক্ষ উৎপন্ন করেছি) যা (রং ও আকারে কতক) একে অন্যের সদৃশ এবং কতক অসদৃশ। প্রত্যেক বৃক্ষের ফলের প্রতি লক্ষ্য কর যখন তা ফলবান হয় আর তা পাকার সময়ও লক্ষ্য কর, নিশ্চয়ই এ সমুদয়ের মাঝে অনেক প্রমাণ রয়েছে সে সব লোকদের জন্য যারা ঈমান রাখে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আয়াতের এ বাক্য থেকে বোঝা যায় বছর ও মাসের সৌর ও চান্দ্র উভয় প্রকার হিসাব জায়েয আছে। উভয়টি আল্লাহর নেয়ামত। তবে ইসলাম যেহেতু সাধারণের সুবিধার্থে শরীয়তের বিধি-বিধানে চান্দ্র বছরের হিসাব ব্যবহার করেছে, তাই এ হিসাব প্রতিষ্ঠিত রাখা সকল মুসলমানের কর্তব্য। প্রয়োজনে অন্য হিসাব ব্যবহার করা যাবে তবে চান্দ্র হিসাবকে একেবারে উপেক্ষা করা এবং বিলোপ করা পাপের কারণ।

(২) "আকাশ হতে" অর্থাৎ, উর্ধ্বে হতে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৫-৯৭ নং আয়াতসমূহ:

১. আয়াতসমূহে আল্লাহর কুদরত ও তাওহীদের কতিপয় নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে।

২. " তিনিই আল্লাহ। সুতরাং তোমরা কোথায় বিপরীত দিকে চলছ?" এ দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাওহীদের পক্ষে পর্যাপ্ত দলীল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তা না মানার ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে।

৩. "এটি সে সত্তার নির্ধারণ যিনি পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী"- এ দ্বারা সবকিছুর উপর আল্লাহর শক্তিমত্তা ও সবকিছুতে আল্লাহর হেকমত নিহিত থাকার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. নক্ষত্র সৃষ্টির একটা ফায়দা হল তা দ্বারা স্থলে ও সমুদ্রে রাতের বেলায় সফরকালে দিক নির্ণয় করা যায়।

৫. "নিশ্চয় আমি প্রমাণসমূহ খুব বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি সেসব লোকদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে"- এ দ্বারা বোঝা যায় যারা আল্লাহর দেয়া সুস্থ বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করে, তারাই সৃষ্টিকূল থেকে আল্লাহর কুদরত উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ৯৮ নং আয়াত:

১. একজন মানুষ থেকে সকল মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দ্বারা ডারউইনের বিবর্তনবাদ মতবাদ ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়।

২. পার্থিব জীবনই শেষ কথা নয়। মানুষের একটি শেষ ঠিকানা রয়েছে। (সেটা হয় জান্নাত না হয় জাহান্নাম।)

৩. "আমি প্রমাণসমূহ খুব বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি তাদের জন্য যারা বোঝে।"-এ দ্বারা বোঝা যায় যারা আল্লাহর দেয়া (সুস্থ) বুঝশক্তি প্রয়োগ করে, তারাই সৃষ্টিকূল থেকে আল্লাহর কুদরত ও তাওহীদের শিক্ষা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

● ৯৯ নং আয়াত:

১. এ আয়াতেও আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাওহীদের নিদর্শনাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

২. "এ সমূদয়ের মাঝে অনেক প্রমাণ রয়েছে সে সব লোকদের জন্য যারা ঈমান রাখে"-এ দ্বারা বোঝা যায় যাদের অন্তরে ঈমান-বিশ্বাস রয়েছে, তারাই সৃষ্টিকূল থেকে আল্লাহর কুদরত ও তাওহীদের শিক্ষা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। অন্তরে কুফ্‌রীর কালিমা থাকলে সেই অন্তর হেদায়াতের আলো উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। যেমন কালিমা লিপ্ত আয়নার মধ্যে আলো প্রবেশ করতে পারেনা।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۱۰۰﴾

(১০০) আর তারা (মুশরিকরা) জিনদেরকে[১] আল্লাহর শরীক স্থির করেছে, অথচ তাদেরকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আর তারা আল্লাহর জন্য অনেক পুত্র ও কন্যা মিথ্যা রচনা করে রেখেছে জানা ব্যতিরেকে। তিনি তা থেকে পবিত্র ও ঊর্ধ্বে যা তারা বর্ণনা করছে।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۱﴾

(১০১) (তিনি) আকাশসমূহ ও জমিনের আদি সৃষ্টিকর্তা। তার সন্তান[২] হবে কী করে অথচ তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই এবং তিনি যাবতীয় জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সব জিনিস সম্পর্কে সবিশেষ অবগত।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿۱۰۲﴾

(১০২) তিনিই আল্লাহ[৩] তোমাদের প্রতিপালক। তিনি ভিন্ন আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। তিনি প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা। অতএব তাঁরই ইবাদত কর। আর তিনি সবকিছুর কার্যনির্বাহী।

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۫ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿۱۰۳﴾

(১০৩) দৃষ্টি[৪] তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না এবং তিনি সকল দৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে আছেন আর তিনিই অতিশয় সুক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞ।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) জাহিলিয়াতের যুগে লোকেরা জিন থেকে সাহায্য প্রার্থনা করত। তাদের আশ্রয় নিত। অথচ জিন আল্লাহর মাখলূক। কিংবা জিন দ্বারা এখানে শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। কেননা শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ কুফ্‌র শিরকে লিপ্ত হয়। অতএব শয়তানের কু-মন্ত্রণায় কৃত গায়রুল্লাহর ইবাদত প্রকারান্তরে শয়তানেরই ইবাদত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) যিনি সবকিছু একাই সৃষ্টি করলেন তাঁর আবার শরীক-ছেলে সন্তানের আশ্রয় গ্রহণের কী প্রয়োজন? (প্রাগুক্ত)

(৩) যিনি সকল গুণের আধার, যাবতীয় সৎগুণ যাঁর নিজস্ব, কেবল তিনিই ইলাহ তথা মা'বূদ হতে পারেন। আর কেউ নয়।

(৪) জাগতিক চোখের মাঝে এমন শক্তি নেই যে, আল্লাহকে দেখতে পারে। আল্লাহ যদি নিজেই দয়া পরবশ হয়ে দেখা দিতে চান তখন চোখের মাঝেও শক্তি সৃষ্টি করে দিবেন, যেমন আখেরাতে মু'মিনগণ আল্লাহকে দেখতে পাবেন। কিন্তু সেখানেও পূর্ণ পরিবেষ্টন করতে পারবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ সৃষ্টি জগতের সবকিছু বেষ্টন করে দেখেন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০০-১০২ নং আয়াতসমূহ:

১. আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করার নিন্দা করা হয়েছে।

২. আল্লাহ সন্তান-সন্ততি থাকা থেকে পবিত্র।

৩. আল্লাহর সন্তান-সন্ততি থাকার কোন দলীল নেই।

৪. আল্লাহ তা'আলা আসমান জমিনের আদি স্রষ্টা। অর্থাৎ, কোন নমূনা ছাড়াই তিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন।

৫. আল্লাহর সন্তান-সন্ততি গ্রহণের কোন প্রয়োজনও নেই। কারণ যিনি আসমান জমিন সহ সবকিছু একাই সৃষ্টি করেছেন তাঁর আবার শরীক-ছেলে সন্তানের আশ্রয় গ্রহণের কী প্রয়োজন? তদুপরি স্ত্রী ব্যতীত সন্তান হয় না। আর আল্লাহ তা'আলার কোন স্ত্রীও নেই, অতএব তাঁর কোন সন্তানও নেই।

৬. আল্লাহ সকল গুণের আধার, যাবতীয় সৎগুণ তাঁর নিজস্ব, তাই কেবল তিনিই ইলাহ তথা মা'বূদ হতে পারেন। আর কেউ নয়।

৭. আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টিকর্মে তাঁর সাথে কেউ শরীক নেই।

● ১০৩ নং আয়াত:

১. দুনিয়ার চোখে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়।

২. সহীহ হাদীছের বর্ণনার ভিত্তিতে জান্নাতে মু'মিনগণ আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবেন। কিন্তু সেখানেও তারা আল্লাহ তা'আলাকে পূর্ণ পরিবেষ্টন করে দেখতে সক্ষম হবে না।

৩. আল্লাহ তা'আলা অতিশয় সুক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(১০৪) নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য দর্শনের উপায়সমূহ[১] পৌঁছেছে। সুতরাং কেউ (এর মাধ্যমে সত্য) দেখে নিলে তবে তার উপকার হবে, আর কেউ অন্ধ থাকলে তাহলে তার অনিষ্ট হবে এবং (তুমি বলে দাও যে,) আমি তোমাদের পর্যবেক্ষক নই[২]।	قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِیَ فَعَلَیْهَا ؕ وَمَاۤ اَنَا عَلَیْكُمْ بِحَفِیْظٍ ﴿۱۰۴﴾
(১০৫) আর আমি এরূপে প্রমাণসমূহ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে (বিভিন্ন ধরনে) বর্ণনা করি, যেন তুমি সকলকে পৌঁছিয়ে দাও (যেন তোমার পৌঁছানোর ছওয়াব হয়ে যায়) এবং যেন এরা[৩] (বিদ্বেষপন্ন হয়ে) এরূপ বলে যে, তুমি কারো নিকট পড়ে নিয়েছ এবং আমি যেন একে[৪] জ্ঞানীদের জন্য স্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দেই।	وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰیٰتِ وَلِیَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَیِّنَهٗ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۵﴾
(১০৬) তুমি নিজে সে পথের অনুসরণ[৫] করতে থাক যে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার নিকট ওহী এসেছে। তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। আর মুশরিকদের প্রতি খেয়াল করবে না। (যে আফসোস– তারা কেন হেদায়াত কবূল করল না।)	اِتَّبِعْ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِیْنَ ﴿۱۰۶﴾
(১০৭) এবং যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তারা শিরক করতো না। আর আমি তোমাকে তাদের পর্যবেক্ষক করিনি এবং তুমি তাদের উপর (আমার পক্ষ থেকে শাস্তি দানের) দায়িত্বপ্রাপ্ত নও।	وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَاۤ اَشْرَكُوْا ؕ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَیْهِمْ حَفِیْظًا ۚ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیْلٍ ﴿۱۰۷﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তাওহীদ রিসালাত হক হওয়ার প্রমাণসমূহ।

(২) অর্থাৎ, পর্যবেক্ষকদের যেমন দায়িত্ব থাকে কোন খারাপ কিছু করে কি না তা দেখা এবং দেখলে তা থেকে বিরত রাখা ও সে ব্যাপারে জবাবদিহী করা, আমার সেরূপ দায়িত্ব নেই, আমার দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেয়া।

(৩) যাতে অস্বীকারকারীদের উপর আরো অধিক অভিযোগ আরোপ করা যায় যে, বিভিন্ন উপায়ে হক প্রমাণ করার পরও তোমরা বিদ্বেষবশত এদিক সেদিক কথা বলতে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) কুরআন নাযেল হওয়ার উপকারিতা তিনটি। ১. যাতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবলীগের ছওয়াব পান। ২. প্রত্যাখ্যানকারীদের উপর অধিক অপরাধ সাব্যস্ত হয়। ৩. বুদ্ধিমান ও সত্যান্বেষীদের জন্য হক প্রকাশিত হয়ে যায়। অতএব কে মানল কে মানল না তুমি সেদিকে দৃষ্টিপাত করবে না। (প্রাগুক্ত)

(৫) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হল কে মানল আর কে মানল না তুমি তা দেখবে না। তুমি স্বয়ং রবের নির্দেশিত পথ অনুসরণ কর এবং হেদায়াতের কথা প্রচার করতে থাক। মুশরিকদের জন্য পরিতাপ করবে না যে, তারা কেন ইসলাম গ্রহণ করল না। আল্লাহ যদি সৃষ্টিগতভাবে ইচ্ছা করতেন সবাই মুসলমান হয়ে যাক তবে কেউ শিরক করত না। কিন্তু তাদের দুষ্কৃতির কারণে তিনি তা ইচ্ছা করেননি। এমতাবস্থায় তুমি কিরূপে তাদেরকে মুসলমান করতে পারো।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০৪ নং আয়াত:

১. কুরআনের আয়াত সত্যের প্রমাণ।

২. কেউ সত্যকে গ্রহণ করলে তার নিজের উপকার হবে, আর সত্যকে বর্জন করলে তার নিজেরই ক্ষতি হবে।

৩. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দায়িত্ব সত্যকে পৌঁছে দেয়া, সত্যকে গ্রহণ করানো তাঁর জিম্মাদারী নয়, এ ব্যাপারে তাঁর জবাবদিহী করার দায়িত্ব নেই।

● ১০৫ নং আয়াত:

আল্লাহ দলীলসমূহ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করেন। তার তিনটা উদ্দেশ্য। যথা:

(এক) নবী যেন পৌঁছানোর ছওয়াব প্রাপ্ত হন।

(দুই) অমান্যকারীরা বিদ্বেষ ও হটকারিতা বশতঃ বারবার অস্বীকার করায় তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিষয়টি যেন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়।

(তিন) বারবার বর্ণনা করার দ্বারা যেন জ্ঞানীজনের সামনে বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

● ১০৬ নং আয়াত:

১. মানুষের পরওয়া না করে ওহীর অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

২. তাওহীদের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

৩. মুশরিকদের থেকে বিমুখ হওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

● ১০৭ নং আয়াত:

১. "যদি আল্লাহ চাইতেন তবে এরা শিরক করতো না।"– এ কথা দ্বারা কদরিয়াদের মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়, যারা বলে যে, মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য গড়ে থাকে।

২. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যবেক্ষক নন। অর্থাৎ, তাঁর দায়িত্ব শুধু সত্যকে পৌঁছে দেয়া, সত্যকে গ্রহণ করানো তাঁর দায়িত্ব নয়, এ ব্যাপারে তাঁর জবাবদিহী করার দায়িত্ব নেই।

৩. অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা রসূলের নয় বরং আল্লাহর।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۪ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٨﴾

(১০৮) আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের আরাধনা করে তাদেরকে গালি দিও না (মন্দ বলো না)। কেননা তাহলে তারা মূর্খতাবশত[১] সীমালংঘন করে আল্লাহকে গালি দিবে (আল্লাহর শানে বে-আদবী করবে)। এরূপেই আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য তাদের কার্যকলাপকে সুশোভিত করে রেখেছি, অনন্তর তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রত্যাগমন (হবে), তখন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা কিছু তারা করত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ আয়াতে মুশরিকদের মিথ্যা উপাস্য সম্পর্কে কোন কঠোর বাক্য বলতে না করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হয় কুরআন কারীমের অনেক আয়াতে কঠোর ভাষায় প্রতিমাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এর উত্তর হল কুরআনে যেখানে কোন কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে মুনাযারা ও বিতর্ক হিসাবে প্রতিপক্ষকে ইলযাম দেয়া এবং কোন সত্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তা করা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে কারো মনে কষ্ট দেয়া উদ্দেশ্য নয়। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০৮ নং আয়াত:

১. আয়াত থেকে শরীয়তের কতিপয় মূলনীতি প্রমাণিত হয়। যথা:

(এক) যে কাজ নিজ সত্তার দিক থেকে বৈধ সে কাজ করলে যদি কোন ফ্যাসাদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে কিংবা তার ফলশ্রুতিতে মানুষ গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে সে মুবাহ কাজটি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যেমন মিথ্যা উপাস্যকে মন্দ বলা কম পক্ষে বৈধ অবশ্যই। কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে আশংকা দেখা দেয় যে, প্রতিমাপূজারীরা আল্লাহ তা'আলাকে মন্দ বলবে। অতএব যে ব্যক্তি প্রতিমাকে মন্দ বলবে সে এ হারাম ও মন্দের কারণ হবে। তাই সে বৈধ কাজটাও হারাম হয়ে যাবে।

(দুই) তবে হাঁ ফ্যাসাদ অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণে যে মুবাহ কাজটি নিষিদ্ধ করা হয় তা ইসলামের উদ্দিষ্ট ও জরুরী কাজের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া চাই। সুতরাং যে কাজ ইসলামের দৃষ্টিতে জরুরী দ্বীনী উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত যদি তা করলে কিছু লোক ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয় তবুও কখনও ত্যাগ করা যাবে না। বরং অন্য পন্থায় তাদের ভুল বোঝাবুঝি ও ভ্রান্তির অপনোদনের চেষ্টা করতে হবে।

(তিন) অবশ্য যে কাজ ইসলামের উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়, যা ত্যাগ করলে কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় না, এধরনের কাজ অপরের ভুল বোঝাবুঝি ও ভ্রান্তির আশংকায় ত্যাগ করা উচিত। (মাআরিফুল কুরআন থেকে গৃহীত।)

২. প্রত্যেকের আমল তার কাছে সুন্দর মনে হয়। শয়তানই খারাপ কাজকে সুন্দর করে দেখায়।

৩. পুনরুত্থান ও পুনরুত্থানপূর্বক আমলের হিসাব-নিকাশের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ اَنَّهَاۤ اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٩﴾

وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١١٠﴾

(১০৯) আর তারা শপথসমূহে খুব দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নামে শপথ করল যে, যদি তাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত হয় তবে তারা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে। তুমি বলে দাও নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহর ইখতিয়ারে এবং তোমাদের এর কী খবর যে, নিদর্শনগুলো যখন উপস্থিত হবে তখনও তারা ঈমান আনবে না।

(১১০) আর আমিও তাদের অন্তরসমূহকে এবং চোখসমূহকে ঘুরিয়ে দিব যেরূপভাবে তারা তৎপ্রতি প্রথমবার ঈমান আনেনি এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মাঝে দিশাহারা অবস্থায় থাকতে দিব।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

১০৯ নং আয়াতের শানে নুযূল: হটকারী লোকেরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মু'জিযা ও আল্লাহর নিদর্শনসমূহ দেখার পরও সত্য গ্রহণ করেনি। বরং তারা বিশেষ ধরনের আরো নতুন নতুন মু'জিযা দাবী করে। যেমন কুরাইশ সর্দারেরা দাবী করে বলে, আপনি যদি সাফা পাহাড় স্বর্ণে পরিণত হওয়ার মু'জিযা দেখাতে পারেন তবে আপনার নবুয়তে বিশ্বাস করব। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তোমরা শপথ কর যদি এ মু'জিযা প্রকাশ পায় তবে তোমরা ঈমান আনবে। তারা শপথ করল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে দুআ করার জন্য দাঁড়ালেন। তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহী নিয়ে আসলেন যে, আপনি চাইলে এক্ষুণি আমি এ পাহাড়কে সোনায় পরিণত করে দিব। কিন্তু আল্লাহর আইন অনুযায়ী এর পরিণাম হবে– এরপরও বিশ্বাস স্থাপন না করলে ব্যাপক আযাব নাযেল করে সবাইকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। বিগত জাতিসমূহের বেলায়ও তাই হয়েছে। দয়ার সাগর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের অভ্যাস ও হঠকারিতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই দয়া পরবশ হয়ে বললেন এখন আমি এ মু'জিযার দুআ করি না। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযেল হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০৯–১১০ নং আয়াতদ্বয়:

১. নিদর্শন ও মু'জিযা রসূলের এখতিয়ারে নয়।

২. আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, তাদের কাংখিত নিদর্শন ও মু'জিযা দেখানো হলেও তারা ঈমান আনবেনা, তাদের অন্তর উপলব্ধি করবেনা, তাদের দৃষ্টি দেখবে না। ফলে তারা ঈমান আনবে না, যেমন পূর্বেও ঈমান আনেনি।

৭ নং পারা সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পারা-৮

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ﴿١١١﴾

(১১১) আর যদি আমি তাদের কাছে ফেরেশতা অবতারিত করতাম এবং মৃতেরা তাদের সাথে কথা বলত এবং আমি সমস্ত বস্তু তাদের সামনে সমবেত করে দিতাম, তবুও তারা ঈমান আনবার ছিল না, তবে যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন (সেটা ভিন্ন)।[১] কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ।[২]

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ؕ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٢﴾

(১১২) আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়েছি মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে, যাদের কতিপয় কতিপয়ের অন্তরে ঢেলে দিত চমকপ্রদ কথা প্রতারণার উদ্দেশ্যে।[৩] আর যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তবে তারা তা করত না।[৪] সুতরাং তুমি তাদের এবং তারা যে মিথ্যা রচনা করছে তা (-র চিন্তা) বর্জন কর।[৫]

وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

(১১৩) এবং (শয়তানরা কাফেরদের অন্তরে চমকপ্রদ কথা দ্বারা এ উদ্দেশ্যে কুমন্ত্রণা দিত[৬]) যাতে তার (চমকপ্রদ কথার) প্রতি সেসব লোকের মন আকৃষ্ট হয় যারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না এবং যেন তারা তা পছন্দ করে নেয়, আর যাতে তারা সেসব অপকর্ম করে, যে অপকর্মে তারা লিপ্ত।[৭]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কাফেররা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাঁর নবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ মু'জিযা প্রদর্শনের দাবী করেছিল। একবার তারা বলেছিল, (তাঁর নবুয়তের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য) ফেরেশতারা কেন আমাদের কাছে আসে না? (২৫ঃ২১)। আরেকবার বলেছিল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমরা আমাদের (মৃত) পূর্বপুরুষদের (জীবিত করে) আমাদের কাছে উপস্থিত কর (৪৪ঃ৩৬)। তার উত্তরে আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে বলেছেন যে, যদি আমি তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী তাদের কাছে ফেরেশতা অবতারিত করি এবং তাদের সাথে মৃতেরা কথা বলে এমনকি তাদের ফরমায়েশের চেয়ে বেশী সমস্ত বস্তু তাদের সামনে হাজির করি এবং সবকিছু রসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়তের সাক্ষ্য দেয়, তবুও তারা ঈমান আনবার পাত্র নয়। তবে আল্লাহ যদি আপন ইচ্ছায় তাদেরকে ঈমানদার বানিয়ে দেন সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু এরকম করা আল্লাহ তাআলার হেকমতের পরিপন্থী, যা তাদের অধিকাংশ লোক বোঝে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী, বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

(২) বাক্যটি جملة اسمية হওয়ায় يجهلون ক্রিয়াপদের তরজমা বিশেষণ দ্বারা করা হয়েছে।

(৩) অর্থাৎ, কাফেররা যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে শত্রুতা পোষণ করছে, তেমনি পূর্ববর্তী সকল নবীর সাথেও জিন ও মানুষ শয়তানরা শত্রুতা পোষণ করত। শয়তানরা তাদের দোসর কাফেরদেরকে নবীদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য নানা রকম চমকপ্রদ কথা দিয়ে প্ররোচিত করত। সুতরাং তাদের শত্রুতায় তুমি বিচলিত হবে না। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, হকপন্থীদের ধৈর্যের মাত্রা উন্নত করা ও তাদের মর্যাদা বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা হকের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বাতিলকেও সৃষ্টি করেছেন এবং এতদুদ্দেশ্যেই নবীদের মুকাবিলায় শয়তান ও কাফেরদের সৃষ্টি করেছেন। অন্যথায় তারা নবীদের বিরুদ্ধাচারণ করতে পারত না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, তুমি তাদের বিরুদ্ধাচরণ ও তাদের মিথ্যা রটনার ব্যাপারে চিন্তা না করে নিজ কর্তব্য কাজে ব্রতী থাক। আল্লাহ তা'আলা সময়মত তাদের শায়েস্তা করবেন। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) এখানে واو সংযোজক অব্যয়ের পূর্ব পদ হচ্ছে غرورا সুতরাং তার সংশ্লিষ্ট বাক্যের সাথে আলোচ্য আয়াতের ভাবার্থ জড়িত, যা বন্ধনীর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। (জালালাইন)

(৭) অর্থাৎ, শয়তানরা কাফেরদেরকে এজন্য কুমন্ত্রণা দিত, যাতে তাদের কথার প্রতি পরকালে অবিশ্বাসী লোকদের মন আকৃষ্ট হয়, মন আকৃষ্ট হওয়ার পর অন্তরের বিশ্বাসের সাথে তা পছন্দ করে নেয় এবং পছন্দ করার পর তারাও তাদের মত অপকর্মে জড়িত হয়ে পড়ে, যেমন তারা জড়িত। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১১ নং আয়াত:

১. হঠকারিতা হেদায়াত পাওয়ার পথে অন্তরায়। সুতরাং হঠকারী ব্যক্তিকে যত মু'জিযা ও কুদরতের নিদর্শন দেখানো হোক না কেন, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা যদি না হয় তবে সে মানবে না এবং হেদায়াত গ্রহণ করবে না।

২. "তবে যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন (সেটা ভিন্ন)"- এ দ্বারা বোঝা যায় সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছাতে হয়ে থাকে। অতএব এর দ্বারা কদরিয়াদের মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়, যারা বলে যে, মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য গড়ে থাকে।

● ১১২ নং আয়াত:

১. রসূল এবং দ্বীনের দায়ীদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে যে, সব রসূল এবং সব দায়ীরই শত্রু থাকে, যে শত্রুগণ তাদের বিপক্ষে কাজ করে থাকে।

২. দ্বীনের খেদমতের পথে বাতিল শক্তির পক্ষ থেকে যত বাঁধা-বিপত্তি আসুক না কেন, কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে আপন কর্তব্য সম্পাদনে নিয়োজিত ও অটল-অবিচল থাকা একজন খাদেমে দ্বীনের জন্য জরুরী।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

৩. জিন ও মানুষরূপী শয়তানরা চমকপ্রদ কথা দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে। সুতরাং চমকপ্রদ কথার ব্যাপারে সাবধান থাকা চাই। কেননা এটি শয়তানের বিশেষ একটি কৌশল।

৪. "যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তবে তারা তা করত না।" কথায় ইংগিত রয়েছে যে, হকের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বাতিলকে সৃষ্টি করার পশ্চাতে আল্লাহ তা'আলার হেকমত রয়েছে। আর তা হল হকপন্থীদের ধৈর্যের মাত্রা উন্নত করা ও তাদের মর্যাদা বুলন্দ করা।

● ১১৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, যাদের অন্তরে পরকালের প্রতি বিশ্বাস ও পরকালের হিসাব-নিকাশের ভয় নেই, বেশীরভাগ তারাই শয়তানের চমকপ্রদ কথায় ও কুমন্ত্রণায় প্ররোচিত হয় এবং ফ্যাসাদ ও বাতিলের দিকে ধাবিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

(১১৪) (তুমি বলে দাও,) তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সালিসের অনুসন্ধান করব? অথচ তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের কাছে বিশদ বর্ণনা সম্বলিত কিতাব অবতারিত করেছেন। আর আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি তারা জানে যে, এটা অবশ্যই তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ অবতারিত। সুতরাং কোনক্রমে তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।[১]	اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ؕ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿۱۱۴﴾
(১১৫) আর সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকে তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ; তাঁর বাণীর কোন পরিবর্তনকারী নেই এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[২]	وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۱۵﴾
(১১৬) আর যদি তুমি পৃথিবীতে যারা আছে তাদের অধিকাংশের কথা মত চলো, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো কেবল অমূলক ধারণারই অনুসরণ করে, আর তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে।[৩]	وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿۱۱۶﴾
(১১৭) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সেই ব্যক্তি সম্পর্কে সবিশেষ অবগত, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং তিনি হেদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কেও সবিশেষ অবগত।	اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿۱۱۷﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, জিন ও মানবরূপী শয়তানদের প্ররোচনায় প্ররোচিত হতে পারে কেবল তারাই, যাদের ইল্‌ম বা জ্ঞান নেই। কোন নবী অথবা তাঁর অনুসারী, যে নিজের জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই সিদ্ধান্তদাতারূপে গ্রহণ করেছে, তার পক্ষে কি কখনো সম্ভব আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো কথায় কর্ণপাত করা? অথবা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারো সিদ্ধান্তের সামনে মাথা নত করা? অথচ তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশদ বর্ণনা সম্বলিত কিতাব এসেছে, যার সম্পর্কে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবরাও নিশ্চিতভাবে জানে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত সত্য গ্রন্থ।

(২) অর্থাৎ, কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার একটি প্রমাণ এই যে, তার সমস্ত কাহিনী সত্য এবং সমস্ত বিধি-বিধান ইনসাফপূর্ণ। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ না হত, তবে তাতে অনেক ভুল-ত্রুটি থাকত। কুরআনে পাকের বিষয়বস্তু দু'প্রকার ঃ (এক) ঘটনা ও কাহিনী, (দুই) বিধি-বিধান। ঘটনা ও কাহিনীর দিকে লক্ষ্য করে 'সত্য' এবং বিধি-বিধানের প্রতি লক্ষ্য করে 'ইনসাফপূর্ণ' বলা হয়েছে। কোন কোন তাফসীরবিদ عدل শব্দের অর্থ করেছেন ভারসাম্যপূর্ণ। অর্থাৎ, আল্লাহর বাণী অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ও বাড়াবাড়ি এবং ছাটাছাটির মাঝামাঝি। কুরআনের মধ্যে কোন রকম পরিবর্তন পরিবর্ধন হতে পারে না এবং কুরআনের কোন খবর ও ওয়াদা মিথ্যা হতে পারে না। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৩) وان هم الا يخرصون বাক্যের অর্থ এরূপও হতে পারে– তারা কেবল মিথ্যা বলে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জিন ও মানুষরূপী শয়তানদের চমকপ্রদ কথা দ্বারা প্ররোচিত করার কথা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে সেসব চমকপ্রদ কথার দু'একটি নজির পেশ করা হচ্ছে। মুশরিকরা মুসলমানদেরকে আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধানের ব্যাপারে সন্দিহান করার জন্য এই বিতর্ক সৃষ্টি করত যে, যে জীব স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করে তাকে মুসলমানরা হারাম গণ্য করে। অথচ সেটার হন্তা আল্লাহ। পক্ষান্তরে যে জীব তারা নিজেদের হাতে যবেহ করে, তাকে তারা হালাল মনে করে। এটাতো আশ্চর্যের কথা। তাদের এরকম বিতর্ক সৃষ্টির জবাবে এখান থেকে কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। এখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেন্দ্র করে উম্মতকে এ হেদায়াত প্রদান করা হচ্ছে যে, যদি তোমরা এমন সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুসরণ কর, যারা কেবল ধারণা ও অনুমান করে কথা বলে বা কেবল মিথ্যা বলে, তবে তারা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১৪ নং আয়াত:

১. আল্লাহর ওহী ব্যতীত অন্য কিছুকে সমস্যা মীমাংসার উপায় রূপে গ্রহণ করা হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. ইসলামের সত্যতার দু'টি প্রমাণ (এক) চিরন্তন মু'জিযা আল কুরআনুল কারীম, (দুই) আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, আসহামা নাজ্জাশী প্রমুখের মত কিতাবীদের সাক্ষ্য, যারা পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (প্রাগুক্ত)

৩. কুরআনকে সন্দেহমুক্ত মনে বিশ্বাস করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ১১৫ নং আয়াত:

১. কুরআনের সমস্ত খবর সত্য এবং তার সমস্ত বিধি-বিধান ইনসাফ ও ভারসাম্যপূর্ণ। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার কখনো পরিবর্তন হবে না এবং কোন রকম কালান্তর ও স্থানান্তর হবে না। (প্রাগুক্ত)

● ১১৬ নং আয়াত:

১. আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সর্বকালেই পৃথিবীতে বুদ্ধিমান, বিদগ্ধ চিন্তাশীল ও নীতিবান লোকের সংখ্যা কমই হয়ে থাকে। এর বিপরীত লোকের সংখ্যাই অধিক হয়ে থাকে। সুতরাং এরূপ অধিক সংখ্যক লোকের অনুসরণ করা অর্থ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া। অতএব গভীর ইল্‌ম ও জ্ঞান সম্পন্ন লোকদের অনুসরণ করা উচিত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও আইছারুত্তাফাসীর)

২. অমূলক ধারণার অনুসরণ করা নিষেধ।

৩. অনুমানের ভিত্তিতে আন্দাজে কথা বলা ঠিক নয়।

● ১১৭ নং আয়াত:

আয়াতে হেদায়াত থেকে বিচ্যুত না হওয়ার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে।

(১১৮) অতএব যে প্রাণীতে (যবেহ কালে) আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে তা থেকে তোমরা খাও, যদি তোমরা তার নির্দেশাবলীতে বিশ্বাসী হও।[১]	فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٨﴾
(১১৯) আর তোমাদের কী হয়েছে যে, যে প্রাণীতে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে তা থেকে তোমরা খাবে না? অথচ তিনি তোমাদের জন্য সেসব প্রাণীর বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন যেগুলো গ্রহণ তোমাদের অনন্যোপায় হওয়া ছাড়া তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।[২] আর নিশ্চিত যে, অনেকে সঠিক জ্ঞান ব্যতিরেকে তাদের খেয়াল-খুশী দ্বারা অবশ্যই (অন্যকে) বিভ্রান্ত করে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।	وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴿١١٩﴾
(১২০) আর তোমরা প্রকাশ্য পাপ ও অপ্রকাশ্য পাপ বর্জন কর[৩]; নিশ্চয় যারা পাপ করে তাদেরকে তাদের পাপকর্ম করে আসার কারণে সত্বরই শাস্তি দেয়া হবে।	وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ﴿١٢٠﴾

(১২১) আর তোমরা সেই প্রাণী থেকে খেয়ো না, যাতে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়নি এবং নিঃসন্দেহে এটা গোনাহের কাজ।[৪] আর নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করে। আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর তবে তোমরা নিশ্চিত মুশরিক হয়ে যাবে।[৫]	وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ؕ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ﴿١٢١﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যখন সঠিক দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে তোমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়ত ও কুরআনে পাকের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছ এবং পুরোপুরি তাঁর বিধি-বিধানে বিশ্বাসী হয়েছ, তখন তোমাদেরকে খুটিনাটি ও শাখাগত বিষয়াদিও অবশ্যই মেনে নিতে হবে। সেমতে তোমরা সেই প্রাণীর গোশ্‌ত আহার কর, যার যবেহকালে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(২) অর্থাৎ, অনন্যোপায় হওয়ার অবস্থা বাদ দিয়ে সাধারণত যেসব বিষয় হারাম তার বিশদ বর্ণনা সূরা নাহ্‌লে দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে সেই প্রাণী অন্তর্ভুক্ত নয়, যার যবেহকালে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে। সুতরাং এরপরও তোমাদের না খাওয়ার কারণ কী? (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, কাফেরদের প্ররোচনা না বাহ্যত গ্রহণ করবে, না অন্তরে তাকে স্থান দিবে। অপ্রকাশ্য পাপ যথা হালাল বস্তুকে হারাম ও হারাম বস্তুকে হালাল জ্ঞান করা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃতভাবে যদি হালাল প্রাণী যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারিত না হয় তবে সে প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়া গোনাহের কাজ। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৫) অর্থাৎ, যদি তোমরা শয়তানদের বন্ধু তথা মুশরিকদের সংশয়জনক প্ররোচনায় কর্ণপাত কর এবং তাদের আনুগত্য কর, আর তাদের কথা মত হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল গণ্য কর, তবে তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের ইবাদত করাই কেবল শিরক নয়, বরং শরীয়ত গ্রাহ্য দলীল প্রমাণ ব্যতিরেকে খেয়াল-খুশির অনুসরণে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল গণ্য করাও শির্‌ক। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১৮ নং আয়াত:

১. মুসলমানের যবেহকৃত প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়া হালাল। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. হালাল প্রাণী যবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। (প্রাগুক্ত)

৩. "যদি তোমরা তার নির্দেশাবলীতে বিশ্বাসী হও"– এ কথা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কুরআনের মৌলিক বিষয়ের প্রতি ঈমানের দাবী হল তার শাখাগত ও খুটিনাটি বিধি-বিধানও মেনে নেয়া। (১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ১১৯ নং আয়াত:

১. অনন্যোপায় অবস্থায় ঠেকা পরিমাণ হারাম খাদ্য গ্রহণ করা জায়েয।

২. খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করা হারাম। আলেমদের অনুসরণ করা কর্তব্য। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১২০ নং আয়াত:

১. প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার পাপকার্য বর্জন করা ফরয। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. পাপের দরুণ শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

● ১২১ নং আয়াত:

১. যে হালাল প্রাণীকে যবেহ করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ তথা বিসমিল্লাহ পাঠ করা হয়নি, তার গোশ্ত খাওয়া হারাম। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

২. শরীয়ত গ্রাহ্য দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে খেয়াল-খুশির অনুসরণে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল গণ্য করা শির্ক। (প্রাগুক্ত) [৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।]

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾

(১২২) আর যে ব্যক্তি (আধ্যাত্মিকভাবে) মৃত ছিল, অতঃপর আমি তাকে (হেদায়াত দ্বারা) জীবিত করেছি এবং আমি তাকে (ঈমানের) এমন নূর প্রদান করেছি, যদ্বারা সে মানুষের মধ্যে বিচরণ করে, সে কী ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার অবস্থা হল সে অন্ধকারপুঞ্জে রয়েছে, অথচ সেখান থেকে সে বের হতে পারছে না?[১] এভাবেই কাফেরদের কাছে শোভন করে দেয়া হয়েছে[২] ঐ কাজ যা তারা করে আসছে।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۚ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾

(১২৩) আর এভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদে তথাকার প্রধানদেরকেই অপরাধী বানিয়েছি, যাতে তারা সেখানে শঠতা করতে থাকে। আর তারা তো কেবল নিজেদের সাথেই শঠতা করছে, অথচ তারা উপলব্ধি করছে না।

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۘ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾

(১২৪) আর যখন তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে, আমরা কখনো বিশ্বাস করব না; যে পর্যন্ত না আমাদেরকে তদ্রূপ বিষয় দেয়া হয়, যা আল্লাহর রসূলগণকে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ (সে পাত্র সম্পর্কে) ভাল জানেন, যেখানে তিনি তাঁর রিসালাত পৌঁছাবেন। যারা অপরাধ করেছে অচিরেই তাদের উপর লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি ঘটবে আল্লাহর কাছে, তাদের শঠতা করতে থাকার কারণে।[৩]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এক বর্ণনা মতে, আলোচ্য আয়াতটি আবূ জাহেল ও হযরত হামযা (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, একদা আবূ জাহেল নামাযের অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাথার উপর গোবর নিক্ষেপ করল। হযরত হামযা (রা.) শিকার থেকে ফিরে আসার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনা তাঁকে বললেন। হযরত হামযা (রা.) তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তথাপি তিনি ক্রোধে অধীর হয়ে তৎক্ষণাৎ আবূ জাহেলের কাছে গেলেন এবং ধনুক দিয়ে তার মাথায় আঘাত করলেন। এরপর তিনি আবূ জাহেলকে শক্ত মন্দ কথা বলে নিজে ইসলাম গ্রহণ করেন। আয়াতটি এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে অবতীর্ণ হলেও যে কোন হেদায়াতপ্রাপ্ত মুসলমান ও পথভ্রষ্ট কাফের এর অন্তর্ভুক্ত। (জালালাইন, টীকা ও কুরতুবী)

(২) অর্থাৎ, মু'মিনদের কাছে যেমন ঈমান শোভন করে দেয়া হয়েছে, তেমনি কাফেরদের কাছে তাদের কৃতকর্ম শোভন করে দেয়া হয়েছে।

(৩) আবূ জাহেল বলত, নবুয়ত আমাদের বংশে মুহাম্মাদের উপর নাযেল হয়েছে? যে পর্যন্ত আমরাও তার মত ওহী প্রাপ্ত না হব আমরা তার প্রতি সন্তুষ্ট হব না। ওলীদ ইব্নে মুগীরা বলল, নবুয়ত সত্য হলে মুহাম্মাদের চেয়ে আমি বয়সেও বড়, ধন-সম্পদও আমার বেশী, অতএব আমারই তো নবী হওয়া সমীচীন ছিল। এতদসম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (হাশিয়ায়ে জালালাইন ও মুজিহুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২২ নং আয়াত:

১. ঈমান হচ্ছে জীবন এবং কুফর হচ্ছে মৃত্যুর নামান্তর। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. মুমিন ও কাফের সমান নয়।

৩. কাফেরদের কাছে তাদের কৃতকর্ম শোভন করে দেয়া হয়েছে। শয়তানই তাদের কৃতকর্ম তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখায়।

● ১২৩ নং আয়াত:

১. সবখানেই দুষ্ট ও অপরাধী লোক থাকে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. অপরাধীদের অপরাধের পরিণতি তাদেরই উপর বর্তায়। (প্রাগুক্ত)

● ১২৪ নং আয়াত:

১. কাফেরদের আল্লাহর নিদর্শনকে অমান্য করার বর্ণনা রয়েছে।

২. রিসালাতের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উপযুক্ত পাত্রের উপর অর্পিত হয়, রিসালাত কোন রকম চেষ্টা-সাধনা ও শক্তি-সামর্থ্যের বলে অর্জিত হয় না। (আইছারুত্তাফাসীর থেকে বিশেষিত)

৩. আয়াতে অপরাধীদের পরিণামের কথা বর্ণিত হয়েছে। অপরাধীরা লাঞ্ছিত হবে এবং কঠিন শাস্তির সন্মুখীন হবে।

৪. শঠতা করা অপরাধ।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ ؕ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢٥﴾

(১২৫) অতএব আল্লাহ যাকে হেদায়াত করতে ইচ্ছা করেন তিনি তার বক্ষকে (অর্থাৎ, অন্তরকে) ইসলাম (কবূল করা)-এর জন্য প্রশস্ত করে দেন[১] এবং যাকে বিপথগামী রাখতে চান তার বক্ষকে করে দেন সংকীর্ণ, অতি সংকীর্ণ, যেন সে আকাশে আরোহণ করছে।[২] এভাবেই আল্লাহ লা'নত করেন তাদের উপর, যারা ঈমান আনে না।

وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾

(১২৬) আর এটাই তোমার প্রতিপালকের (প্রদর্শিত) সরল পথ।[৩] আমি সুস্পষ্টভাবে এই আয়াতগুলো বর্ণনা করে দিয়েছি এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٧﴾

(১২৭) তাদেরই জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে শান্তির গৃহ এবং তারা যে আমল করে আসছে তজ্জন্য তিনি তাদের অভিভাবক।[৪]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) একদা কোন সাহাবী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন যে, বক্ষ প্রশস্ত হয় কিভাবে? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের অন্তরে এক প্রকার নূর দান করেন, যার ফলে তার বক্ষ তথা অন্তর প্রশস্ত ও উন্মুক্ত হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, এর কি কোন লক্ষণ আছে, যদ্বারা সে নূর চেনা যায়? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, পরকালের প্রতি আকর্ষণ, দুনিয়া থেকে বিকর্ষণ এবং মৃত্যু আসার আগে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ এর লক্ষণ। আর বক্ষ সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ হেদায়াত গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত না হওয়া। (জালালাইন ও তার টীকা এবং আবূস সুউদ)

(২) অর্থাৎ, আকাশে আরোহণ করা যেরূপ দুঃসাধ্য, তদ্রূপ ইসলাম গ্রহণ করাও তার জন্য দুঃসাধ্য বোধ হয়।

(৩) অর্থাৎ, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তুমি যে পথে রয়েছ এটাই তোমার প্রতিপালক প্রদর্শিত সরল পথ। (জালালাইন)

(৪) অর্থাৎ, যারা ইসলাম ও আনুগত্যের সরল পথে চলবে তারাই শান্তির গৃহ তথা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং আল্লাহ তাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী হবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২৫ নং আয়াত:

১. আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কেউ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হেদায়াতের তাওফীক প্রাপ্ত হলে ইসলামের যাবতীয় বিষয়ের জন্য তার বক্ষ খুলে যায়, পক্ষান্তরে যে তাওফীক প্রাপ্ত হয় না,

তার অন্তর থাকে সংকীর্ণ ও সংকুচিত। তার পক্ষে হেদায়াত গ্রহণ এতই দুঃসাধ্য হয়ে যায়, যেমন কোন মানুষের আকাশে উঠা দুঃসাধ্য।

২. যারা মু'মিন নয় তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত।

● ১২৬ নং আয়াত:

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পথে চলেছেন সেটাই "সিরাতে মুস্তাকীম"।

২. উপদেশ তাদের পক্ষেই উপকারী, যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

● ১২৭ নং আয়াত:

১. মু'মিনের শান্তির ঘর রয়েছে পরকালে আল্লাহর কাছে; দুনিয়া মু'মিনের জন্য শান্তির ঘর নয়; বরং দুনিয়া হচ্ছে পরকালের প্রস্তুতিগৃহ অর্থাৎ, আমলের জায়গা। এক হাদীছে বলা হয়েছে যে, দুনিয়া মু'মিনের জন্য কারাগার, আর কাফেরদের জন্য জান্নাত।

২. যারা ইসলাম ও আনুগত্যের সরল পথে চলবে তারাই শান্তির গৃহ তথা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৩. যারা ইসলাম ও আনুগত্যের সরল পথে চলবে আল্লাহ তাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী হবেন।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّ بَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ؕ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٢٨﴾

(১২৮) আর (স্মরণ কর) যেদিন তিনি (আল্লাহ) তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন (এবং বলবেন) হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা মানুষের মধ্য থেকে অনেক লোককে (পথভ্রষ্ট করে) নিয়েছ এবং মানুষের মধ্য থেকে তাদের বন্ধুগণ বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কতক কতক দ্বারা উপকৃত হয়েছে[১] এবং আমরা আমাদের সেই নির্ধারিত সময়ে উপনীত হয়েছি, যা আপনি আমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। তিনি (আল্লাহ) বলবেন, জাহান্নামই তোমাদের বাসস্থান, সেখানে তোমরা চিরস্থায়ী হবে, যদি না আল্লাহ অন্য রকম ইচ্ছা করেন।[২] নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অতীব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٢٩﴾

(১২৯) আর এভাবেই আমি জালেমদের (কাফেরদের) কতিপয়কে কতিপয়ের বন্ধু করে থাকি তারা যা (পাপ) উপার্জন করে আসছে তার কারণে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَ يُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿١٣٠﴾

(১৩০) হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদের কাছে আমার বিধান-সমূহ বর্ণনা করত এবং তোমাদেরকে এ দিনের সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করত?[৩] তারা বলবে, আমরা আমাদের নিজেদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলাম।[৪] আর পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। আর তারা তাদের নিজেদের বিপক্ষে এই সাক্ষ্য দিবে যে, তারা কাফের ছিল।

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ﴿١٣١﴾

(১৩১) এটা (রসূলদের প্রেরণ) এজন্য যে, তোমার প্রতিপালক কোন জনপদ (-এর অধিবাসী) কে কুফ্‌রীর কারণে এমন অবস্থায় ধ্বংস করেন না যে, তার অধিবাসীরা অনবহিত।

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٢﴾

(১৩২) আর প্রত্যেকের জন্য মর্যাদার স্তরসমূহ রয়েছে তাদের আমল অনুসারে, আর তোমার প্রতিপালক তারা যা করে সে সম্পর্কে অনবহিত নন।[৫]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তাদের ইবাদত করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না, আমরা তাদের ইবাদত বা পূজা করিনি; বরং আমাদের সাময়িক প্রয়োজন পূরণের স্বার্থে তাদের নামে নযর-নেয়ায করেছি। এটা ছিল পার্থিব কাজ-কারবারে স্বার্থ সিদ্ধির উপায়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) কিন্তু কাফের ও মুশরিকদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তির বিধান আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীদের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। এটাই আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

(৩) এখানে জিন ও মানব উভয় সম্প্রদায়কে সমভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। উভয় সম্প্রদায়কে পৃথক পৃথকভাবে সম্বোধন করা হয়নি। যেহেতু মানুষের মধ্য থেকে প্রেরিত রসূলগণই উভয় সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত, সুতরাং সেদিকে লক্ষ্য করেই কেয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে যে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রসূলগণ আসেনি?

(৪) অর্থাৎ, আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করলাম। এখানে কাফেরদের অপরাধ স্বীকার করার কথা বলা হয়েছে। অথচ অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, কাফেররা কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে কসম খেয়ে তাদের অপরাধের কথা অস্বীকার করবে (দ্র. সূরা আনআমঃ ২০)। উত্তর এই যে, প্রথমে তারা অস্বীকার করে বসবে। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের বাকশক্তি রুদ্ধ করে দিবেন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কথা বলার শক্তি দান করবেন। যখন তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপরাধসমূহের কথা স্বীকার করে ফেলবে। তখন অপরাধ প্রকাশ হয়ে পড়ায় তারা নিজেরাও স্বীকার করবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, কাউকে তার অন্যায় ও অপরাধের কারণে সতর্ক ও অবহিত করা ব্যতিরেকে দুনিয়া অথবা আখেরাতে ধ্বংস করে দেয়া আল্লাহ তা'আলার নীতি নয়। এ কারণে তিনি নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন, যাতে তাঁরা জিন ও মানব সম্প্রদায়কে সুস্পষ্টভাবে তাদের ভাল-মন্দ এবং সূচনা ও পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করেন। অতঃপর যে যতটুকু আমল করবে আল্লাহ তা'আলা তার সাথে ততটুকু আচরণ করবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২৮ নং আয়াত:

১. দুষ্ট মানব ও জিন মন্দ ও ক্ষতির কাজে একে অপরের সহযোগিতা করে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. শয়তান ও শয়তানদের দোসরদের ঠিকানা হল জাহান্নাম।

৩. তারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে।

● ১২৯ নং আয়াত:

আমলই হচ্ছে মানুষ ও জিনের মধ্যে বন্ধুত্বের কারণ, সৎকর্ম পরায়ণ সৎলোকের সাথে এবং অসৎকর্ম পরায়ণ অসৎলোকের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। (প্রাগুক্ত)

● ১৩০ নং আয়াত:

পার্থিব জীবনের চাকচিক্যে ধোঁকায় পড়া চরম নির্বুদ্ধিতা। এ ব্যাপারে আলোচ্য আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৩১ নং আয়াত:

১. যারা রসূলের নির্দেশ অমান্য করবে, কেয়ামতের দিন তাদেরকে শাসানো হবে যে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রসূলগণ আসেনি? তারা কি তোমাদেরকে সতর্ক করেনি? ইত্যাদি।

২. নবী-রসূলদের আবির্ভাবের কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। আর তা হল মানুষকে সতর্ক সাবধান করা। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. কাউকে তার অন্যায় ও অপরাধের কারণে সতর্ক ও অবহিত করা ব্যতিরেকে দুনিয়া অথবা আখেরাতে ধ্বংস করে দেয়া আল্লাহ তা'আলার নীতি নয়।

● ১৩২ নং আয়াত:

১. আমল অনুপাতে প্রতিফল ও মর্যাদা লাভ হয়। নেক আমলের বদৌলতে মর্যাদা উন্নত হয় এবং মন্দ কর্ম পতনের স্তর এগিয়ে আনে। (প্রাগুক্ত)

২. আল্লাহ মানুষের আমল সম্বন্ধে গাফেল (বে-খবর) নন।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿١٣٣﴾

(১৩৩) আর তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, দয়াশীল। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তিনি তোমাদেরকে (একই সাথে দুনিয়া থেকে) অপসারিত করতে পারেন এবং তোমাদের পরে যা[১] ইচ্ছা (তোমাদের) স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যেমন তোমাদেরকে তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ থেকে সৃষ্টি করেছেন।[২]

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ۙ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٤﴾

(১৩৪) নিশ্চয় তোমাদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই আগমন করবে এবং তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করার নও।[৩]

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾

(১৩৫) তুমি বলে দাও, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের অবস্থায় আমল করতে থাক; আমিও আমল করছি। অতঃপর তোমরা নিশ্চিতই জানতে পারবে, কার জন্য হবে পরকালের (শুভ) পরিণাম। (আর) এটা নিশ্চিত যে, জালেমগণ সফলকাম হবে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "যাকে ইচ্ছা স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন"–এভাবে না বলে "যা ইচ্ছা স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন" এভাবে বলে যাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করা হবে তাদের হীনতা প্রকাশ করা হয়েছে।

(২) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা রসূল প্রেরণ করে তোমাদের অজুহাতের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। এখন যদি তোমরা তাঁর বিধান মেনে সোজা পথে না চল, তবে তিনি তোমাদের কোন পরওয়া করেন না। তিনি তো সর্বপ্রকার অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে এক মুহূর্তে ধ্বংস করে দিয়ে অন্য সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যেমন তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, তোমাদেরকে যে আযাব ও কেয়ামতের আগমনের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩৩ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তা'আলা কারও মুখাপেক্ষী নন।

২. আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি চাইলে সকলকে ধ্বংস করে দিয়ে তাদের স্থলে অন্যদেরকে আনয়ন করতে সক্ষম।

● ১৩৪ নং আয়াত:

১ কেয়ামত, হাশর-নাশর, জান্নাত, জাহান্নাম প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ে আল্লাহর ওয়াদা সত্য।

২. কেউ আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না, সেমতে উপরোক্ত বিষয়াদির বাস্তবায়ন কেউ প্রতিহত করতে পারবে না।

● ১৩৫ নং আয়াত:

১. আয়াতে কাফেরদেরকে আযাবের ব্যাপারে শাসানো হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. জালেমরা তথা কাফেররা কামিয়াব হবে না।

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾

(১৩৬) আর তারা (মুশরিকরা) আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে সেই শস্য ও গবাদি পশু থেকে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তারা তাদের ধারণা অনুযায়ী বলে, এটা আল্লাহর জন্য; আর এটা আমাদের দেবতাদের জন্য। অতঃপর যা তাদের দেবতাদের জন্য হয় তা আল্লাহর কাছে পৌছায় না, আর যা আল্লাহর জন্য হয়, তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌছায়। তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা অতি নিকৃষ্ট।[১]

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾

(১৩৭) আর এভাবে তাদের দেবতাগণ বহু মুশরিকের কাছে তাদের সন্তান হত্যাকে শোভন করে দিয়েছে তাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাদের কাছে তাদের ধর্মকে গোলমেলে করে দেয়ার জন্য।[২] আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে তারা এরূপ করত না,[৩] সুতরাং তুমি তাদের এবং তারা যা মিথ্যা রচনা করছে তা(-র চিন্তা) বর্জন কর।[৪]

وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾

(১৩৮) আর তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, এই কতকগুলি গবাদিপশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ; আমরা যাকে ইচ্ছা করি সে ব্যতীত কেউ এগুলো খেতে পারবে না এবং (এই) কতকগুলি গবাদি পশু যাদের পিঠ (তথা তাতে আরোহণ বা বোঝা চাপানো) হারাম করা হয়েছে এবং (এই) কতকগুলি গবাদি পশু যাদের (উপর আল্লাহর নাম নেয়া যাবে না, একারণে তারা তাদের) উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না। (এসব কথা তারা বলে) আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে। তারা যে মিথ্যা রচনা করে আসছে সেকারণে অচিরেই তিনি তাদেরকে প্রতিফল দিবেন।[৫]

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰٓى اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ۭ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ۭ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٣٩﴾

(১৩৯) তারা আরও বলে, এসব গবাদি পশুর গর্ভে যা আছে, তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের স্ত্রীদের জন্য হারাম। আর যদি তা (গর্ভের বাচ্চা) মৃত হয়, তবে তারা সবাই তাতে অংশীদার। অচিরেই তিনি তাদেরকে তাদের বর্ণনার প্রতিফল দিবেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।[৬]

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَاۗءً عَلَى اللّٰهِ ۭ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٤٠﴾

(১৪০) নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা নির্বুদ্ধিতার কারণে অজ্ঞানতাবশত[৭] নিজেদের সন্তানদের হত্যা করেছে এবং আল্লাহ তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছেন, তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তা হারাম করে নিয়েছে। তারা অবশ্যই গোমরাহীতে পতিত হয়েছে এবং তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত ছিলও না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ আয়াতে জাহেলী যুগের মুশরিকদের নির্বুদ্ধিতা ও আল্লাহ তা'আলার প্রতি ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তারা উৎপন্ন ফসল বা গবাদি পশু আল্লাহ ও দেবতাদের জন্য উৎসর্গ করত। ভাল ভাল বস্তু দেবতাদের ভাগে দিত, তাছাড়া আল্লাহর ভাগ থেকে দেবতাদের ভাগে মিশিয়ে দিত এই বলে যে, আল্লাহ মুখাপেক্ষী নন, তাঁর প্রয়োজন নেই, দেবতাগণ মুখাপেক্ষী তাদের প্রয়োজন আছে। অথচ তারা এতটুকু বুঝতে চেষ্টা করত না যে, মুখাপেক্ষী দেবতা কীভাবে মা'বূদ হতে পারে।

(২) যেমন তাদের কাছে অন্যান্য কুসংস্কারসমূহ শোভন করে দেয়া হয়েছে, তেমনি তাদের দেবতাগণ তাদের সন্তান হত্যাকে তাদের কাছে শোভন করে দিয়েছে। এর এক উদ্দেশ্য হচ্ছে, আযাবের মাধ্যমে পরকালে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের দ্বীনকে তাদের কাছে গোলমেলে করে দেয়া, যাতে তারা চিরদিন বিভ্রান্তির শিকার হয়ে থাকে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, হকপন্থীদের ধৈর্যের মাত্রা উন্নত করা ও তাদের মর্যাদা বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা হকের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বাতিলকেও সৃষ্টি করেছেন এবং এতদুদ্দেশ্যেই নবীদের মুকাবিলায় শয়তান ও কাফেরদের সৃষ্টি করেছেন। অন্যথায় তারা নবীদের বিরুদ্ধাচারণ করতে পারত না।

(৪) অর্থাৎ, তাদের বিরুদ্ধাচরণ ও তাদের মিথ্যা রটনার ব্যাপারে চিন্তা না করে নিজ কর্তব্য কাজে ব্রতী থাক। আল্লাহ তা'আলা সময়মত তাদের শায়েস্তা করবেন।

(৫) মুশরিকদের কুফর-শিরক সম্পর্কিত ভ্রান্ত বিশ্বাসসমূহের বর্ণনার পর পূর্ববর্তী আয়াত وجعلوا لله مما ذرأ থেকে তাদের যেসব কর্মগত ভ্রান্তি ও মূর্খতাসুলভ বিভিন্ন কুপ্রথার বর্ণনা শুরু হয়েছে, তন্মধ্যে পূর্বোল্লেখিত দু'টি আয়াতে কুপ্রথার আলোচনা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে আরও তিনটি কুপ্রথার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, তাদের মধ্যে তৃতীয় আরেকটি কুপ্রথা ছিল এই যে, তারা বিশেষ বিশেষ গবাদি পশু ও শস্য সম্পর্কে বলত যে, এগুলোর ব্যবহার সাধারণত নিষিদ্ধ। আমরা যাদেরকে অনুমতি দেই, তারা ব্যতীত অন্যেরা এগুলো ব্যবহার করতে পারবে না। কেবল আশ্রমস্থ লোকজন ও পুরুষরা এগুলো খেতে পারবে, মহিলারা নয়। চতুর্থত তারা দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দেয়া বিশেষ জন্তু – বাহীরা, সায়েবা, হাম ও ওয়াসীলা সম্পর্কে বলত যে, এগুলোতে আরোহণ করা ও বোঝা টানা নিষিদ্ধ। পঞ্চমতঃ তারা বিশেষ বিশেষ চতুষ্পদ জন্তুর দুধ দোহন করার সময়, আরোহণ করার সময় এবং যবেহ করার সময় কখনও আল্লাহর নাম উচ্চারণ করত না। উপরন্ত তারা এসব কাজকে আল্লাহর নির্দেশ বলে চালিয়ে দিত। এজন্যই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ অচিরেই (কেয়ামতের দিন) তাদেরকে এসবের শাস্তি দিবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

(৬) অর্থাৎ, তাদের মধ্যে ষষ্ঠ কুপ্রথা ছিল এই যে, তারা বাহীরা ও সায়েবা নামে অভিহিত করে যেসব জন্তু দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দিত সেগুলোকে যবেহ করার সময় পেট থেকে জীবিত বাচ্চা বের হলে তাকেও যবেহ করত; কিন্তু তা শুধু পুরুষদের জন্য হালাল এবং মহিলাদের জন্য হারাম মনে করত। পক্ষান্তরে মৃত বাচ্চা বের হলে তা সবার জন্য হালাল হত। তাদের সম্পর্কে আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাদের এসব (ভ্রান্ত) উক্তির জন্য শাস্তি দিবেন। তিনি এ সবকিছু ভালভাবেই জানেন, তবে কোন রহস্যের খাতিরে কিছুদিন তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে অবকাশ দিয়েছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

(৭) এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর বঞ্চনা কী হতে পারে যে, মূর্খতার কারণে নিজের হাতে নিজের সন্তান হত্যা করে দুনিয়াতে সন্তান থেকে ও সন্তানের আয়-উপার্জন থেকে বঞ্চিত হল এবং নির্দয়, খুনী ও মূর্খ হিসেবে কলংকিত ও পরিচিত হল। আর পরকালের মর্মন্তুদ শাস্তিও নিজের উপর অবধারিত করে নিল। না বিবেককে কাজে লাগাল, না শরীয়তের তোয়াক্কা করল। সুতরাং এরূপ নির্বোধ ও নির্দয় লোক কী করে হেদায়াত প্রাপ্ত হতে পারে? (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩৬ নং আয়াত:

১. দ্বীন ও বিধানের ক্ষেত্রে শরীয়তের পরিপন্থী কুসংস্কারের জন্ম দেয়া হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. তিনিই একমাত্র মা'বূদ হতে পারেন, যিনি অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা।

● ১৩৭ নং আয়াত:

১. শরীয়তের নির্দেশ ব্যতিরেকে যে কোন কারণে হোক না কেন, কোন মানুষের প্রাণ সংহার করা হারাম। তাছাড়া বর্তমান যুগের খাদ্যাভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ ও কোন সরকার কর্তৃক কোন জাতির

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

উপর তা চাপিয়ে দেয়া জাহিলিয়াতের কাজ। কেননা জাহিলিয়াতের যুগে বর্বর লোকেরা অজ্ঞতা ও মূর্খতাবশত লজ্জার ভয়ে কন্যা সন্তানকে হত্যা করত আর দারিদ্রের ভয়ে ছেলে সন্তানকে হত্যা করত। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. "যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে তারা এরূপ করত না।"–এ কথা বলে হকের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বাতিলকে সৃষ্টি করার হেকমতের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। আর তা হল এভাবে হকপন্থীদের ধৈর্যের মাত্রা উন্নত করা ও তাদের মর্যাদা বুলন্দ করা। এতদুদ্দেশ্যেই নবীদের মুকাবিলায় শয়তান ও কাফেরদের সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যথায় তারা নবীদের বিরুদ্ধাচারণ করতে পারত না।

৩. "তুমি তাদের এবং তারা যে মিথ্যা রচনা করছে তা (-র চিন্তা) ছেড়ে দাও" এ কথা বলে বোঝানো হয়েছে যে, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ ও তাদের মিথ্যা রটনার ব্যাপারে চিন্তা না করে নিজ কর্তব্য কাজে ব্রতী থাকা চাই। আল্লাহ তাআলা সময়মত প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করবেন।

● ১৩৮ নং আয়াত:

১. ধর্মীয় বিষয়ে শরীয়ত পরিপন্থী বেদআত প্রবর্তনের অবৈধতা প্রমাণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. ওলী-বুযুর্গের নামে মান্নত করার অবৈধতা প্রমাণিত হয়। (প্রাগুক্ত)

৩. ধর্মের নামে মিথ্যা উদ্ভাবনের দরুণ পরকালে শাস্তি হবে।

● ১৩৯ নং আয়াত:

১. আহার্য বস্তুর হারাম-হালালের বেলায় নারী-পুরুষ সমান। এতে ভেদাভেদের প্রাচীর টানা পরস্পরে অধিকার ক্ষুন্ন করারই শামিল।

২. কেউ কোন অপরাধের শাস্তি দুনিয়ায় না পেলেও পরকালে তার শাস্তি ভোগ অবধারিত। দুনিয়াতে শাস্তি প্রদান না করার পশ্চাতে অনেক রকম হেকমত থাকে। আল্লাহ তা'আলা হেকমতের অধিকারী।

● ১৪০ নং আয়াত:

১. শরীয়ত সমর্থিত কোন কারণ ব্যতিরেকে কোন মানুষকে হত্যা করা হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. বর্তমানকালের জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও জন্ম নিরোধ করা এবং সরকার কর্তৃক তা জাতির উপর চাপিয়ে দেয়া জাহেলিয়াতের শামিল, যখন মানুষ অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে ও নির্বুদ্ধিতার কারণে সন্তানদের হত্যা করত। অর্থাৎ, লজ্জিত হওয়ার ভয়ে কন্যাদেরকে এবং দারিদ্রের ভয়ে পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত। (প্রাগুক্ত)

৩. হারাম ও হালালের বিধান প্রদান করা আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত বিষয়। অতএব হারামকে হালাল করা কিংবা হালালকে হারাম করার অধিকার কারো নেই।

৪. যারা উপরোক্ত অনুচিত কাজকর্ম ও অযথা চিন্তা-ভাবনায় নিমগ্ন তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত, মূর্খ, নির্বোধ, আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী ও পথভ্রষ্ট। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

৫. আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ মহাপাপ।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٤١﴾

(১৪১) আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন এমন উদ্যান-সমূহ, যেগুলো মাচার উপর তুলে দেয়া হয় ও যেগুলো মাচার উপর তোলা হয় না এবং খেজুর গাছ ও শস্য, যেগুলোর ফলমূল বিভিন্ন রকমের এবং যয়তুন ও ডালিম, যেগুলো পরস্পরে সদৃশ ও বিসদৃশ। তোমরা এগুলোর ফল খাও, যখন ফলবান হয় এবং এগুলো কাটার দিন এগুলোর হক আদায় কর এবং অমিতব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অমিতব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না।[১]

وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ؕ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٤٢﴾

(১৪২) আর (তিনি সৃষ্টি করেছেন) গবাদি পশুর মধ্যে কিছু ভারবাহী পশু ও কিছু ক্ষুদ্রাকার পশু। আল্লাহ তোমাদেরকে যা রিযিক দিয়েছেন তা থেকে তোমরা আহার কর এবং তোমরা শয়তা-নের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[২]

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ نَبِّئُوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٤٣﴾

(১৪৩) (তিনি সৃষ্টি করেছেন) আট প্রকার নর ও মাদী। ভেড়ার মধ্যে দুই প্রকার ও ছাগলের মধ্যে দুই প্রকার। তুমি বলে দাও, তিনি কি নর দু'টি হারাম করেছেন, না মাদী দু'টি, নাকি মাদী দু'টির গর্ভ যা ধারণ করেছে তা? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ অবহিত করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[৩]

وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٤﴾

(১৪৪) এবং (তিনি সৃষ্টি করেছেন) উটের মধ্যে দুই প্রকার ও গরুর মধ্যে দুই প্রকার। তুমি বলে দাও, তিনি কি নর দু'টি হারাম করেছেন, না মাদী দু'টি, নাকি মাদী দু'টির গর্ভ যা ধারণ করেছে তা? বরং তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন? সুতরাং তার চেয়ে বড় জালেম আর কে, যে প্রমাণ ব্যতিরেকে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।[৪]

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের কুফর-শিরক এবং অনুচিত এবং মূর্খসুলভ কাজকর্ম ও প্রথার আলোচনা করার পর আলোচ্য আয়াত থেকে তার অসারতা প্রমাণ ও খণ্ডন শুরু হয়েছে। এখানে প্রথমত বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলাই সেসব লতা-গুল্মের বাগ-বাগিচা সৃষ্টি করেছেন যেগুলোর জন্য মাচার প্রয়োজন হয় এবং এরূপ গাছ-গাছালির বাগান সৃষ্টি করেছেন যেগুলোর জন্য মাচার প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া তিনি খেজুর গাছ, নানা ধরন ও নানা স্বাদের শস্য ও ফলমূল, যয়তূন এবং এরকম বিভিন্ন রকমের ডালিম ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। তোমরা এসব ফল ও ফসল খাও। তবে দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, এক, এগুলো কাটার সময় এগুলোর হক আদায় করে দিবে। দুই, অমিতব্যয় করবে না। আলোচ্য আয়াতে "হক আদায়" দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, মক্কায় অবস্থানকালে ফকীর মিসকীনদেরকে উৎপন্ন ফসলের এক অনির্ধারিত অংশ প্রদান করা মুসলমানের উপর ওয়াজিব ছিল। মদীনায় হিজরী দ্বিতীয় সনে এর পরিমাণ নির্ধারিত হয়। খেরাজী নয় এমন ভূমিতে বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন ফসলে ১০১ এবং সেচের পানিতে উৎপন্ন ফসলে ২০১ অংশ দান করা ওয়াজিব। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ছোট বড় নানা প্রকারের গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলো তিনি তোমাদের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে আহার কর এবং শয়তানের অনুসরণ করে দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে এগুলোকে হারাম গণ্য করো না ও দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য পেশ করো না। মনে রাখতে হবে যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তোমাদেরকে দুনিয়াতে এসব নেয়ামত থেকে বঞ্চিত রাখে। তাছাড়া পরকালের আযাব তো আছেই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

(৩) অর্থাৎ, যেসব চতুষ্পদ জন্তুর ব্যাপারে তোমরা নিজেদের ইচ্ছামত হালাল ও হারামের বিধান রচনা করছ, এরূপ আট প্রকার নর ও মাদী আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। ভেড়ার দু'প্রকার ও ছাগলের দু'প্রকার। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তোমরা যে কোন প্রকার প্রাণী সবার জন্য অথবা কিছু কিছু লোকের জন্য হারাম বলে থাক সে ব্যাপারে কি তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ আছে যে, সেগুলো আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন? যদি তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও তবে তোমরা প্রমাণসহ আমাকে অবহিত কর যে, আল্লাহ তা'আলা কি কেবল নর প্রাণী নিষিদ্ধ করেছেন না কেবল মাদী প্রাণী? না কি মাদী প্রাণীর গর্ভে যা রয়েছে তা নিষিদ্ধ করেছেন? কেননা, কোন কিছুকে হালাল বা হারাম বলা কেবল আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই সম্ভব, নিজেদের ইচ্ছামত নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও বয়ানুল কুরআন)

(৪) কোন বস্তুর হালাল ও হারাম হওয়ার বিষয়টি কেবল আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের উপরই নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হয়ত নবীগণের মাধ্যমে পৌঁছে অথবা যাকে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি জানিয়ে দেন সে জানতে পারে। এখানে দু'টোর কোনটিই হয়নি। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতে তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছিল যে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে প্রমাণসহ আমাকে অবহিত কর। বোঝা গেল যে, তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত তাদেরকে সরাসরিও জানান হয়নি।

www.maktabatulabrar.com

সে সম্পর্কে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন তখন কি তোমরা সেখানে উপস্থিত ছিলে? সুতরাং সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুশরিকদের দাবী মিথ্যা এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করাই তাদের আসল উদ্দেশ্য। অতএব তার চেয়ে বড় জালেম আর কেউ নেই, যে আল্লাহ সম্পর্কে এরূপ মিথ্যা রচনা করে এবং ভুল মাসআলা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে বেড়ায়। যে এরূপ জঘন্য অপরাধ করতে পারে তার হেদায়াতের আশা করা নিরর্থক। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪১ নং আয়াত:

১. খেজুর, আঙ্গুর, ডালিম ও যয়তূন হালাল হওয়ার বর্ণনা। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. উপরোক্ত বর্ণনা মুতাবেক ফসলের উশর প্রদান করা ওয়াজিব। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে এর জন্য কোন নেসাব শর্ত নয়। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

৩. অমিতব্যয় করা হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৪২ নং আয়াত:

১. ছোট বড় সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা।

২. যেসব বিষয়কে আল্লাহ তা'আলা রিযিকরূপে দান করেছেন সেগুলোকে রিযিকরূপে গ্রহণ করা কর্তব্য।

৩. যে কোন কথায় ও কাজে শয়তানের অনুসরণ করা ও মন্দ বিষয়ে জড়িত হওয়া হারাম। কেননা, শয়তান মানুষের জাতশত্রু। সে কখনও মানুষের কল্যাণ চায় না।

● ১৪৩ নং আয়াত:

১. ভেড়া ও ছাগল –নর হোক বা মাদী– উভয় প্রকার প্রাণীর গোশ্‌ত হালাল হওয়ার বর্ণনা। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. হারাম ও হালালের বিধান দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। কোন বস্তুকে নিজের ইচ্ছামত হালাল হারাম বলার অধিকার কোন মানুষের নেই।

৩. কোন মাসআলা হোক বা কোন দাবী, তার যথার্থতা সাব্যস্ত করার জন্য তার পক্ষে প্রমাণ থাকা চাই।

● ১৪৪ নং আয়াত:

১. উট ও গরু –নর হোক বা মাদী– উভয় প্রকার প্রাণীর গোশ্‌ত হালাল হওয়ার বর্ণনা। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. কেউ কোন মাসআলা বললে অথবা কোন দাবী করলে তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তার কাছে প্রমাণ তলব করা যায়।

৩. আল্লাহর প্রতি কোন মিথ্যা সম্পৃক্ত করা এবং আল্লাহ যে বিধান দেননি আল্লাহর নামে তা চালানো নিষিদ্ধ ও হারাম।

৪. আল্লাহর নামে মিথ্যা চালিয়ে দেয়া দ্বারা মানুষ গোমরাহ হয়ে থাকে।

৫. যারা জালেম তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِیْ مَآ اُوْحِیَ اِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلٰی طَاعِمٍ یَّطْعَمُهٗۤ اِلَّاۤ اَنْ یَّكُوْنَ مَیْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِیْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۱۴۵﴾

(১৪৫) তুমি বলে দাও, আমার কাছে যে ওহী প্রেরণ করা হয়েছে, তাতে আমি কোন হারাম খাদ্য পাই না কোন ভক্ষণকারীর জন্য, যা সে আহার করে। তবে মৃত (জীব) অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের মাংস হলে (তা হারাম)। কেননা, এটা অবশ্যই অপবিত্র। অথবা কোন অবৈধ প্রাণী হলে (তাও হারাম), যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি স্বাদ প্রত্যাশী না হয়ে ও সীমালংঘন না করে (এটা গ্রহণে) নিরুপায় হয়ে পড়ে (তার জন্য এসব হারাম বস্তু আহারেও কোন গোনাহ হয় না)। কেননা, তোমার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১]

وَعَلَى الَّذِیْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِیْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ شُحُوْمَهُمَاۤ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَاۤ اَوِ الْحَوَایَاۤ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ؕ ذٰلِكَ جَزَیْنٰهُمْ بِبَغْیِهِمْ ۫ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿۱۴۶﴾

(১৪৬) আর ইয়াহুদীদের জন্যই আমি নখর বিশিষ্ট সমস্ত পশু হারাম করেছিলাম এবং গরু ও ছাগল থেকে এতদুভয়ের চর্বিও আমি তাদের জন্য হারাম করেছিলাম। তবে যে চর্বি এগুলোর পিঠ অথবা অন্ত্র বহন করে কিংবা হাঁড়ের সাথে মিলিত থাকে (তা ব্যতিক্রম)। এটা তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে প্রতিফল দিয়েছিলাম। আর আমি তো অবশ্যই সত্যবাদী।[২]

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا یُرَدُّ بَاْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِیْنَ ﴿۱۴۷﴾

(১৪৭) অতঃপর যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে তুমি বলে দাও, তোমাদের প্রতিপালক সুপ্রশস্ত দয়ার মালিক এবং অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর থেকে তাঁর শাস্তি রদ করা হয় না।[৩]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ আয়াতে কাফেরদেরকে এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, উপরে যেসব প্রাণীর কথা বলা হয়েছে সেগুলো হালাল ছিল; কিন্তু তোমরা সেগুলো হারাম করে নিয়েছ। এখন সেসব বস্তুর কথা বলা হচ্ছে যেগুলো প্রকৃতই হারাম, অথচ তোমরা এসব বস্তু হালাল মনে কর। আলোচ্য আয়াতে চারটি বস্তু

হারাম হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। যথাঃ যেসব প্রাণীকে যবেহ করে গোশ্ত গ্রহণ করা ওয়াজিব সেগুলো যবেহ ব্যতিরেকে স্বাভাবিক মরে গেলে তা, যবেহ করার পর প্রাণীর দেহ থেকে প্রবাহিত রক্ত, শুকরের মাংস এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও নামে উৎসর্গীকৃত বা যবেহকৃত প্রাণী। এ সব বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণের জন্য সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াত ও তার টীকা দ্রষ্টব্য। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত বস্তুসমূহই মূলত হারাম। তবে কোন সাময়িক রহস্যের কারণে কোন কোন বস্তু সাময়িকভাবে কোন কোন সম্প্রদায়ের জন্য হারাম করা হয়েছিল। যেমন ইয়াহুদীদের অন্যায়, অপকর্মের শাস্তিস্বরূপ আঙ্গুল পৃথক পৃথক নয়– এমন নখর বিশিষ্ট যে কোন প্রাণী তাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছিল। যেমন: উট, উটপাখী, হাঁস ইত্যাদি। তাছাড়া গরু ছাগলের পিঠ, অন্ত ও হাঁড়ের সাথে মিলিত নয়– এমন চর্বিও তাদের জন্য হরাম করে দেয়া হয়েছিল। তাদের এ দাবী ঠিক নয় যে, এসব বস্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর যুগ থেকেই হারাম হিসেবে চলে আসছে; বরং তাদের অপকর্মের শাস্তিস্বরূপ এসব বস্তু হারাম করে দেয়া হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, উল্লেখিত তথ্যের পরও যদি মুশরিকরা তোমাকে শুধু এ কারণে মিথ্যাবাদী বলে যে, তাদের উপর আযাব আসে না তাহলে তুমি বলে দাও, তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু, তাই আজও বেঁচে আছ। কাজেই এমন মনে করো না যে, এমনিভাবে চিরকাল বেঁচে যাবে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪৫ নং আয়াত:

১. মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের মাংস এবং গায়রুল্লাহর নামে উৎসর্গীকৃত ও যবেহকৃত প্রাণী হারাম। (এ সম্পর্কিত বিশদ বিবরণের জন্য সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।) উল্লেখ্য যে, গাধা, খচ্চর, ছেদন দাঁত বিশিষ্ট হিংস্রপ্রাণী এবং নখরদার থাবা বিশিষ্ট পাখি হারাম হওয়া হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. কেউ ক্ষুধার কারণে প্রাণ রক্ষায় নিরুপায় হলে হারাম বস্তু খাওয়ার অনুমতি রয়েছে। এতে তার গোনাহ হবে না। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

৩. আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। মানুষের বিধান প্রদানের বেলায়ও তাঁর ক্ষমা ও দয়াগুণ কার্যকরী রয়েছে।

● ১৪৬ নং আয়াত:

১. বনী ইসরাঈলের উপর কিছু বিষয় হারাম করার বর্ণনা রয়েছে।

২. গোনাহের কারণে অনেক ভাল বস্তু থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়, যেমন ইয়াহুদীদেরকে করা হয়েছিল। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৪৭ নং আয়াত:

১. আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

২. অপরাধীদেরকে অবকাশ দেয়ায় এ কথা বোঝায় না যে, তাদের শাস্তি হবে না। কেননা অপরাধী সম্প্রদায় থেকে আল্লাহর শাস্তি টলে না। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَاْسَنَا ؕ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ؕ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ﴿۱۴۸﴾

(১৪৮) যারা শিরক করেছে তারা এখনই বলবে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে আমরা শিরক করতাম না এবং আমাদের বাপ-দাদারাও না এবং আমরা কোন কিছুই হারাম গণ্য করতাম না। এভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল, অবশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল। তুমি বলে দাও, তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে যে, তোমরা আমার কাছে তা প্রকাশ করবে? তোমরা তো কেবল ধারণারই অনুসরণ কর এবং তোমরা তো কেবল অনুমান করেই কথা বল।[১]

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۴۹﴾

(১৪৯) তুমি বলে দাও, তাহলে চূড়ান্ত প্রমাণ আল্লাহরই (রয়ে গেল)। অনন্তর তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে অবশ্যই তোমাদের সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করতেন।[২]

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ﴿۱۵۰﴾

(১৫০) তুমি বলে দাও, তাহলে তোমরা তোমাদের সাক্ষীদেরকে হাজির কর, যারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ এটা নিষিদ্ধ করেছেন। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তুমি তাদের সাথে (এটা) স্বীকার করবে না। আর তুমি ঐ সব লোকের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে এবং যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আর তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সমকক্ষ স্থির করে।[৩]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১ ও ২) পূর্ববর্তী রুকুতে (১৪৩ নং আয়াত) মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছিল যে, তোমরা যে কতকগুলো হালাল বস্তুকে হারাম গণ্য করছ এবং এ বিধান আল্লাহর নামে চালিয়ে দিচ্ছ, তাতে যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমরা আমাকে তা প্রমাণসহ অবহিত কর। তাদের দাবীর পক্ষে প্রকৃত কোন প্রমাণ না থাকলেও যে কথাটি তাদের বলার সম্ভাবনা ছিল তা আল্লাহ তা'আলা এখানে তুলে ধরে তার অসারতা প্রমাণ করেছেন। অর্থাৎ, তারা যেমন বলে যে, আল্লাহ যদি ইচ্ছা

করতেন তবে আমরা শিরক করতাম না। এটা কোন নতুন কথা নয়। এভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও নবীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং তারাও এদের মত বলেছিল যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা শিরক করতাম না ইত্যাদি। কাজেই তাদের কথা কেবল অসার পুরানো বুলি আওড়ানো মাত্র। তাছাড়া তাদের কাছে এমন কোন প্রমাণ আছে কী যে, আল্লাহর ইচ্ছা তাদের পক্ষে রয়েছে? থাকলে তা পেশ করুক। যখন তারা এ ব্যাপারে অক্ষম সুতরাং আল্লাহর প্রমাণই চূড়ান্ত। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী ও ফাওয়ায়েদে উছমানী থেকে সংক্ষেপিত)

(৩) অর্থাৎ, তোমাদের যে যুক্তিনির্ভর প্রমাণ নেই তা তো বোঝা গেল। এখন তোমাদের মনগড়া হারামের পক্ষে যদি ধারা পরম্পরায় কোন প্রমাণ তোমাদের কাছে থেকে থাকে তবে তা উপস্থাপন কর। তোমাদের কাছে কি এমন কোন সাক্ষী রয়েছে, যে, এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার সামনে এসব বস্তু হারাম করেছেন? বলা বাহুল্য, এরূপ সত্য সাক্ষ্য তোমাদের কাছে নেই। যদি দু'চারজন এরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় তবে হে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তুমি তাদের এসব মিথ্যা সাক্ষ্যের তোয়াক্কা করবে না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪৮ নং আয়াত ঃ

১. পাপ কাজ করতে যেয়ে বা পাপের উপর অটল থাকার পক্ষে ভাগ্যের বাহানা দেয়া বাতুলতা। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. অনুমান নির্ভর নয় বরং সঠিক জ্ঞানের উপর ভিত্তিশীল যুক্তিই গ্রহণযোগ্য। অতএব অনুমানের উপর নির্ভর করে কোন কথা বলা উচিত নয়।

● ১৪৯ নং আয়াত ঃ

১. আল্লাহর নিকট সব বিধি-বিধানের চূড়ান্ত দলীল রয়েছে।

২. হেদায়াত আল্লাহর হাতে।

৩. আল্লাহ তা'আলা চাইলে সকলকে হেদায়াত করতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সবার উপর হেদায়াত চাপিয়ে না দেয়ার পশ্চাতে রহস্য রয়েছে। সেটা হল পরীক্ষা করা। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৫০ নং আয়াত ঃ

১. কোন দাবির পক্ষে সাক্ষ্য পেশ করা ও সাক্ষীদের উপস্থিত থাকার বিধান প্রমাণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. বনী ইসরাঈল যেসব হালাল জিনিস নিজেদের উপর হারাম গণ্য করেছিল তার পক্ষে তাদের কোন দলীল না থাকার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. মিথ্যা সাক্ষ্য গ্রহণ না করা কর্তব্য ও মিথ্যা সাক্ষ্য শুনে নীরব থাকা হারাম। (প্রাগুক্ত)

৪. খেয়াল-খুশির অনুসরণকারী পাপাচারী ও কাফেরদের অনুসরণ করা হারাম। (প্রাগুক্ত)

৫. আল্লাহর আয়াত মিথ্যা প্রতিপন্ন করার খারাবী বর্ণনা করা হয়েছে।

৬. পরকালে বিশ্বাস না করার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে।

৭. আল্লাহর সাথে শরীক করার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ اِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۵۱﴾

(১৫১) তুমি বলে দাও, এসো আমি সেসব বিষয় পাঠ করে শোনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন। তা এই যে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। আর তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্রের কারণে হত্যা করো না। আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি এবং তোমরা অশ্লীল আচার-আচরণের কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য হোক। আর আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে হত্যা করো না, কিন্তু হকভাবে। এই বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে গুরুত্বের সাথে নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা অনুধাবন কর।[১]

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَ بِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿۱۵۲﴾

(১৫২) এবং তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের কাছেও যেয়ো না, তবে সে পন্থায় (অনুমতি আছে) যা উত্তম, যে পর্যন্ত না সে তার প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হয়। এবং পরিমাপ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরোপুরি দিবে। আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত কষ্ট দেই না। আর যখন তোমরা কথা বল তখন ইনসাফ রক্ষা করো, যদিও সে আত্মীয় হয়। আর আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করো। এই বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে গুরুত্বের সাথে নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।[২]

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۵۳﴾

(১৫৩) এবং নিশ্চয়ই এটা আমার সরল পথ, সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করো এবং তোমরা অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না। তাহলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। এই বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে গুরুত্বের সাথে নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা সতর্ক হও।[৩]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সেসব বিষয়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছিল, যেগুলোকে মুশরিকরা তাদের ইচ্ছা মত হারাম গণ্য করে রেখেছিল। আলোচ্য আয়াতে এমন সব বিষয়ের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যেগুলো আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন এবং সব কালেই হারাম ছিল, অথচ মুশরিকরা সেসব কাজে লিপ্ত ছিল। জাহেলিয়াতের যুগে আরবের লোকেরা অনেক সময় দারিদ্রের কারণে তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলত। এ কারণে বলা হয়েছে যে, তোমরা এ জঘন্য কাজ করো না। কেননা, আল্লাহই তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের রিযিক দান করেন। সূরা বনী ইসরাঈলের ৩১ নং আয়াতে ("দারিদ্রের কারণে"-এর পরিবর্তে) "দারিদ্রের ভয়ে" বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ সেখানে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা দরিদ্র না হয়েও দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা করত। পক্ষান্তরে এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা দারিদ্রগ্রস্থ হয়ে সন্তান হত্যা করত। কাজেই এখানে نرزقكم واياكم (আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দেই।) এবং সেখানে نرزقهم واياكم (আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দেই।) বলা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, "তোমরা হত্যা কর না কিন্তু হকভাবে" অর্থাৎ, শরীয়ত সম্মতভাবে। কেননা, কিসাস, বিবাহিত পুরুষ বা নারীর ব্যভিচার ও ইসলাম ত্যাগের কারণে সরকারী বিচারকের নির্দেশে কাউকে হত্যা করার বিধান ইসলামে রয়েছে। (সেটা শরীয়ত সম্মত।) (ফাওয়ায়েদে উছমানী থেকে সংক্ষেপিত)

(২) অর্থাৎ, তোমরা ইয়াতীমের সম্পদে হস্তক্ষেপ করো না এবং এমন কোন কাজও করো না, যদ্বারা ইয়াতীমের সম্পদ নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। হ্যাঁ তারই কল্যাণার্থে শরীয়তসম্মত পন্থায় ইয়াতীমের অভিভাবক ইয়াতীমের সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে পারে। তবে যখন সে প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হয়, তখন তার সম্পদ তাকে বুঝিয়ে দেয়া কর্তব্য।

(৩) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী দুই আয়াতে বর্ণিত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পালন করা ও আল্লাহ তা'আলার সাথে দেয়া অঙ্গীকার বিশ্বাসে ও কাজে বাস্তবায়িত করাই সরল পথ, যা প্রার্থনা করার শিক্ষা সূরা ফাতেহ-য় দেয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য এই যে, যে পথ তোমরা চেয়েছ তা তোমাদেরকে প্রদর্শন করা হল। এখন সেপথে চলা তোমাদের কর্তব্য। যে ব্যক্তি এ পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করবে সে পথচ্যুত হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫১ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে পাঁচটি বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যথাঃ শিরক, পিতা মাতার বিরুদ্ধাচরণ, দারিদ্রের কারণে সন্তান হত্যা, অশ্লীল বিষয় ও অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। এ পাঁচটি কাজ হারাম।

২. এগুলো থেকে বেঁচে থাকার ফলে জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৫২ নং আয়াত:

১. শরীয়তসম্মত পন্থা ব্যতীত ইয়াতীমের সম্পদে হস্তক্ষেপ করা হারাম। (মাআরিফুল কুরআন)

২. মাপ ও ওজনে ত্রুটি করা হারাম। মাপ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরোপুরি দিতে হবে। (প্রাগুক্ত)

৩. ন্যায় ও সুবিচারের বিপরীত করা হারাম; সুতরাং সুবিচার করতে হবে। (প্রাগুক্ত)

৪. আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারের খেলাফ করা হারাম, সুতরাং আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করতে হবে। (প্রাগুক্ত)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

৫. উপরোক্ত হারাম কাজসমূহ থেকে বেঁচে থাকার ফলে আল্লাহ তা'আলার সাথে আত্মার নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৫৩ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্দেশিত ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত পথই সরল পথ। এ পথ ব্যতীত অন্য সকল পথই ভ্রান্ত।

২. ইসলাম ব্যতীত অন্য সমস্ত মতবাদ, ধর্ম ও পন্থা থেকে মুক্ত থাকা অপরিহার্য। (প্রাগুক্ত)

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٥٤﴾

(১৫৪) অতঃপর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি উত্তম পন্থায় আমলকারীদের জন্য (নেয়ামতের) পূর্ণতা স্বরূপ, (জরুরী) সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ স্বরূপ, পথ নির্দেশ স্বরূপ এবং দয়া স্বরূপ, যেন তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্পর্কে বিশ্বাসী হয়।[১]

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٥٥﴾

(১৫৫) এটা এক কিতাব (কুরআন) যা আমি অবতীর্ণ করেছি, (যা) বরকতময়। সুতরাং (এখন) তোমরা এর অনুসরণ করো এবং (তা অমান্য করা থেকে আল্লাহকে) ভয় করো, যাতে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হও।[২]

اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۪ وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿١٥٦﴾

(১৫৬) পাছে তোমরা বল, কিতাব তো কেবল আমাদের পূর্বে দু'সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছে; আর আমরা তো তাদের পাঠন-পঠন সম্পর্কে বে-খবর ছিলাম।[৩]

اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ؕ سَنَجْزِي الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿١٥٧﴾

(১৫৭) কিংবা (পাছে) তোমরা বল, যদি আমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হত, তবে অবশ্যই আমরা তাদের চেয়ে অধিক হেদায়াত প্রাপ্ত হতাম। অতএব তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ, পথ-নির্দেশ ও দয়া এসে গেছে। অতঃপর তার চেয়ে বড় জালেম আর কে, যে আল্লাহর আয়াত-সমূহকে মিথ্যা বলে এবং সেগুলো থেকে (অন্যকেও) প্রতিহত করে[৪]। যারা আমার আয়াতসমূহ থেকে (অন্যকে) প্রতিহত করে, আমি অচিরেই তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিব এ কারণে যে, তারা প্রতিহত করে আসছে।[৫]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী ১৫১, ১৫২, ১৫৩ নং আয়াতে বর্ণিত বিধানাবলী সবকালেই ছিল এবং সকল নবী ও তাঁদের আনীত শরীয়ত এসব বিষয়ে একমত ছিল। এরপর আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ.) কে তাওরাত দান করলেন, যাতে শরীয়তের বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে বিবৃত ছিল। তাওরাত দান করে তৎকালীন নেককারদের উপর আল্লাহ তাআলা তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছেন, যে কোন জরুরী বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এবং তাদের জন্য হেদায়াত ও রহমতের দুয়ার খুলে দিয়েছেন, যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভের ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা অর্জন করতে পারে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী) এবং সেই আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে অন্য সব আমল করতে থাকে।

(২) অর্থাৎ, তাওরাত তো যা ছিল, ছিলই এবং তাওরাতের পরিশিষ্ট ইঞ্জীলেও উপরোক্ত বিষয়াদি ছিল। অতঃপর যখন তাওরাত ও তাওরাতের পরিশিষ্ট ইঞ্জীলের কার্যকাল শেষ হয়ে গেল, তখন আমি এই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছি। এ গ্রন্থ অন্যান্য সমস্ত আসমানী গ্রন্থ থেকে অধিক কল্যাণময় ও বরকতপূর্ণ। সুতরাং এরই অনুসরণ কর এবং এর বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, সতর্ক হও, যাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর দয়া হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী, মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, আর আমি এ কুরআন এ কারণেও অবতীর্ণ করেছি, যাতে কেয়ামতের দিন কুফর ও শিরকের শাস্তি দেয়ার সময় তোমরা এ কথা বলে না বস যে, আসমানী গ্রন্থ তো কেবল আমাদের পূর্বে ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছিল এবং আমরা তাদের পঠন-পাঠন সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম; তাই তাওহীদ সম্পর্কে জানতে পারিনি। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) صدف عنها -এর অর্থ এরূপও হতে পারে– তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অনুরূপ ভাবে يصدفون -এর ক্ষেত্রেও এরূপ তর্জমা হতে পারে– তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন উম্মতের অবস্থা শুনে হয়ত তোমাদের মনেও এ আবেগ সৃষ্টি হত যে, যদি আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব আসত তবে আমরা অন্যদের চেয়ে বেশী আমল করে দেখাতাম। সুতরাং তোমাদেরকে তাদের কিতাবের চেয়ে উৎকৃষ্ট কিতাব দেয়া হল, এখন দেখা যাক, কে কতটুকু আমল করে? এরূপ উৎকৃষ্ট কিতাব আসার পরও যে আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে এবং এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে বড় জালেম আর কেউ হতে পারে না। সুতরাং এরূপ হলে তাদেরকে আমি অত্যন্ত জঘন্য শাস্তি দিব। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫৪ নং আয়াত:

১. হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের বর্ণনা। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. কেয়ামতের দিবসে পুনরুত্থান ও প্রতিদানের আকীদার বর্ণনা। (প্রাগুক্ত)

৩. দ্বীনের পথে দাওয়াত প্রদানকারীর কর্তব্য তার কথাকে বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে বলা, হেদায়াতের উদ্দেশ্যে বলা এবং দয়া ও আন্তরিকতার সাথে বলা, যাতে দ্বীনের পথে আহুত ব্যক্তির পক্ষে তার কথার প্রতি আস্থা স্থাপন সহজ হয়।

● ১৫৫ নং আয়াত:

১. কুরআনে পাকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ এবং কুরআনে পাকের অন্তর্নিহিত বরকত, হেদায়াত ও রহমতের বর্ণনা। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. কুরআনের অনুসরণ করলে ও কুরআনের আমল বর্জন করা থেকে বিরত থাকলে দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতে আল্লাহর রহমত লাভ হবে।

● ১৫৬ নং আয়াত:

১. কুরআনের অবতরণ ও রসূলের প্রেরণের মাধ্যমে মুশরিকদের ওজর পেশ করার পথ বন্ধ করার বর্ণনা।

২. আখেরাতে অজ্ঞতার ওজর পেশ করা চলবে না।

● ১৫৭ নং আয়াত:

১. জুলুমের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলা এবং সেগুলোর প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন ও তা থেকে মানুষকে প্রতিহত করা যেমন আল্লাহর আয়াতের প্রতি জুলুম, তেমনি নিজের প্রতিও জুলুম। কেননা, এর শাস্তি তাকেই ভোগ করতে হবে, যে এসব কাজ করে।

৩. আল্লাহর আয়াতসমূহকে যারা অস্বীকার করে, সেগুলো থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করে ও অন্যকে তা থেকে প্রতিহত করে, তারা কেয়ামতের দিন জঘন্য শাস্তির সম্মুখীন হবে।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ؕ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

(১৫৮) তারা শুধু এ বিষয়ের অপেক্ষা করছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবে কিংবা তোমার প্রতিপালক আগমন করবেন[১] অথবা তোমার প্রতিপালকের বড়[২] কোন নিদর্শন আসবে। যেদিন তোমার প্রতিপালকের বড় কোন নিদর্শন আসবে[৩] সেদিন এমন কোন ব্যক্তির ঈমান কাজে আসবে না, যে পূর্বে ঈমানদার ছিল না। কিংবা (ঈমানদার তো ছিল, কিন্তু) সে স্বীয় ঈমানের মধ্যে কোন নেককাজ করেনি। তুমি বলে দাও, "তোমরা অপেক্ষা করতে থাক, আমরাও অপেক্ষমান আছি।"

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ؕ اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿١٥٩﴾

(১৫৯) নিশ্চয়, যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে[৪] তুমি তাদের কোন ব্যাপারে (দায়ী) নও। তাদের বিষয়ে তো আল্লাহর উপর ন্যস্ত। তারপর তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা তারা করত।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦٠﴾

(১৬০) কেউ নেককাজ করলে তার জন্য থাকবে তার দশগুণ। আর কেউ গোনাহ করলে তাকে তার সমপরিমাণই বদলা দেয়া হবে।[৫] আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালকের শাস্তি আসবে কিংবা সরাসরি তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হবেন। যেমন কেয়ামতের দিবসে হিসাব গ্রহণের সময় এরূপ হবে। (জালালাইন ও বয়ানুল কুরআন)

(২) এখানে অর্থের মধ্যে "বড়" যোগ করার কারণ হল, بعض শব্দ দ্বারা ব্যক্তই করা হয়েছে ভয়াবহতা বা বড়ত্ব বোঝানোর জন্য। (বয়ানুল কুরআন, বরাত রূহুল মাআনী)

(৩) কেয়ামতের পূর্বে দশটি বড় নিদর্শন আসবে। (১) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়। (২) বিশেষ এক প্রকার ধোয়া (৩) দাব্বাতুল আরদ (৪) ইয়াজূজ মাজূজের আবির্ভাব (৫) হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ (৬) দাজ্জালের অভ্যুদয় (৭,৮,৯) প্রাচ্য, পাশ্চাত্য এবং আরবে তিনটি জায়গার মাটি ধসে যাওয়া। (১০) একটি আগুনের হলকা বেরিয়ে মানুষকে সামনের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া। (মুসলিম, উদ্ধৃতি মাআরিফুল কুরআন)

উল্লেখিত দশটি নিদর্শনের একটি হল পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়। এ ঘটনার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এটি হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণের অনেক পর হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) "দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করা" এবং "অনেক দল হওয়া"র অর্থ হল দ্বীনের মূলনীতি সমূহের অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে নিজ ধ্যান ধারণা অনুযায়ী কিংবা শয়তানের ধোকায় পড়ে দ্বীনের মধ্যে কিছু নতুন বিষয় ঢুকিয়ে দেয়া অথবা কিছু বিষয় বাদ দেয়া। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, নেককাজের সর্বনিম্ন বদলা হল, তার দশগুণ ছওয়াব। বেশীর তো কোন সীমা-ই নেই। পক্ষান্তরে গোনাহের সর্বোচ্চ বদলা হল তার সমপরিমাণ শাস্তি। এর বেশী দেয়া হবে না। তবে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ ক্ষমাও করে দিতে পারেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫৮ নং আয়াত:

১. কেয়ামতের দিন বিচার কার্য পরিচালনার জন্য আল্লাহ তা'আলার আগমনের বিষয় প্রমাণিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. কেয়ামতের আলামত থাকার বিষয় প্রমাণিত। তন্মধ্যে একটি বিশেষ আলামত হল পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া।

৩. কেয়ামতের পূর্বোক্ত আলামত প্রকাশ পাওয়ার পর কোন কাফেরের ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না এবং কোন গোনাহগারের তওবা কবুল করা হবে না।

● ১৫৯ নং আয়াত:

১. যারা দ্বীনের মধ্যে আপন খাহেশাতের বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন বিদআত তথা নতুন আকীদা সৃষ্টি করে ও নতুন আমলের জন্ম দেয় এবং পরিণামে দ্বীনকে বিভক্ত করে ও বিভিন্ন দল-উপদলের জন্ম দেয়, তাদের ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এটা ইয়াহুদী-নাসারাদের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি মুসলমানদের মধ্যে যারা বিদআতী তাদের বেলায়ও প্রযোজ্য। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী থেকে সংক্ষেপিত।)

২. যারা দ্বীনকে বিভক্ত করে এবং দ্বীনের মধ্যে দল-উপদলের সৃষ্টি করে, তাদের থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পর্ক ছিন্নতা ঘোষণা।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ১৬০ নং আয়াত:

১. উত্তম কাজের বদলা বা পুরস্কার কমপক্ষে দশগুণ প্রদান করা হয়।

২. অন্যায়ের শাস্তি তার প্রাপ্যের বেশী দেয়া হয় না।

قُلْ اِنَّنِیْ هَدٰىنِیْ رَبِّیْۤ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۚ دِیْنًا قِیَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِیْمَ حَنِیْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ﴿۱۶۱﴾

(১৬১) তুমি বলে দাও, নিশ্চয়, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ তথা সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন বাতলে দিয়েছেন। (যা) একনিষ্ঠ ইবরাহীমের দ্বীন[১] (মূলনীতি) এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۶۲﴾

(১৬২) তুমি বল, অবশ্যই আমার নামায, আমার ইবাদত[২], আমার জীবন এবং আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

لَا شَرِیْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿۱۶۳﴾

(১৬৩) তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমাকে তারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আমি আত্মসমর্পনকারীদের মধ্যে প্রথম।[৩]

قُلْ اَغَیْرَ اللّٰهِ اَبْغِیْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَیْءٍ ؕ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَیْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰی ۚ ثُمَّ اِلٰی رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِیْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۶۴﴾

(১৬৪) তুমি বল, আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য প্রতিপালককে খুঁজব? অথচ তিনি সবকিছুর প্রতিপালক। প্রতিটি লোক যা নেকী উপার্জন করে তা নিজ দায়িত্বেই করে। কোন বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা (গোনাহ) বহন করবে না। তারপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন তোমাদের প্রতিপালকের কাছেই। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যেসব বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে।

وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّیَبْلُوَكُمْ فِیْ مَاۤ اٰتٰىكُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ سَرِیْعُ الْعِقَابِ ۖۚ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۱۶۵﴾

(১৬৫) এবং তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের একজনকে অপরজনের উপর বিভিন্ন[৪] মর্যাদায় সমুন্নত করেছেন তোমাদেরকে যা দিয়েছেন সে বিষয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে।[৫] অবশ্যই তোমার প্রতিপালক অতি দ্রুত শাস্তিদানকারী এবং অবশ্যই তিনি প্রকৃত অর্থেই অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং মুশরিক সম্প্রদায় সকলেই ইবরাহীম (আ.)কে মান্য করত এবং নিজেরা ইবরাহীমের অনুসারী বলে দাবী করত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পথই ছিল ইবরাহীম (আ.)-এর পথ। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) نسك শব্দটি কুরবানী, হজ্জ ইত্যাদি বিশেষ অর্থে যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি ইবাদত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে "ইবাদত" অর্থ গ্রহণ করাই বেশী যুক্তি যুক্ত বলে মনে হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, এ উম্মতের মধ্যে "আমি প্রথম আত্মসমর্পনকারী বা মুসলমান"। কেননা, প্রত্যেক উম্মতের প্রথম মুসলমান স্বয়ং ঐ পয়গম্বরই হন যার প্রতি ওহী অবতরণ করা হয়। প্রথম মুসলমান হওয়া দ্বারা এদিকেও ইঙ্গিত করা হতে পারে যে, সৃষ্টি জগতের মাঝে সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নূর সৃষ্টি করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) درجت শব্দটি বহুবচন নেয়ার কারণে তরজমায় "বিভিন্ন" শব্দ যোগ করা হয়েছে। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা বর্ণ, গোত্র সৌন্দর্য, যোগ্যতা ইত্যাদিতে একজনের উপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও জালালাইন)

(৫) অর্থাৎ, এটা পরীক্ষা করার জন্য যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে কতটুকু আল্লাহর আনুগত্য করে। যেমন ধনী কতটুকু শোকর আদায় করে এবং দরিদ্র কতটুকু ধৈর্য ধারণ করে ইত্যাদি। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬১ নং আয়াত:

১. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনীত দ্বীন ইসলামই হল একমাত্র সরল এবং সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন। যাতে শির্কের কোনই স্থান নেই।

২. ইসলাম ধর্মই মিল্লাতে ইব্রাহীমী। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. হযরত ইব্রাহীম (আ.) মুশরিক ছিলেন না। অতএব মক্কার মুশরিকদের হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর অনুসারী হওয়ার দাবী সঠিক নয়।

● ১৬২-১৬৩ নং আয়াতদ্বয়:

১. আয়াতদ্বয়ে পূর্ণাঙ্গ তাওহীদ বা একত্ববাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের প্রতিটি কথা, প্রতিটি আমল একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত। (বয়ানুল কুরআন)

২. "আমি আত্মসমর্পনকারীদের মধ্যে প্রথম"– এ বাক্যের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় হল– কোন আদর্শের দাওয়াত যিনি দিবেন প্রথমে তাঁর সেই আদর্শ গ্রহণ করা উচিত।

● ১৬৪ নং আয়াত:

১. আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে "রব" হিসেবে তালাশ করা বৈধ নয়। কেননা একমাত্র আল্লাহই সবকিছুর রব।

২. আখেরাতে একজনের পাপের জন্য অন্যজনকে কিছুতেই পাকড়াও করা হবে না। এই আয়াত দৃষ্টেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ব্যভিচারের ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তার

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

উপর পিতা-মাতার অপরাধের কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। (মাআরিফুল কুরআন) তবে যে ব্যক্তি অপরকে উদ্বুদ্ধ করে গোনাহের কাজে লিপ্ত করে সে শাস্তি পাবে তার কৃতকর্ম তথা "উদ্বুদ্ধ করার" কারণেই। অপর ব্যক্তি যে গোনাহ করেছে তার কারণে নয়। (বয়ানুল কুরআন)

৩. পরকালে সব আমলের হিসাব হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

● ১৬৫ নং আয়াত:

১. পৃথিবীতে ধনী দরিদ্র হওয়া কিংবা মর্যাদায় উঁচু-নীচু হওয়া আল্লাহ তা'আলার একটি পরীক্ষা, প্রকৃত মর্যাদার আলামত নয়। এই পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হবে সে-ই আল্লাহর কাছে প্রকৃত মর্যাদাশীল।

২. কেয়ামতের হিসাব হবে অতি দ্রুত।

(৪) সূরা আ'রাফ, মাদানী
২০৬ আয়াত, ২৪ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।[১]

الٓمّٓصٓ ①

(১) আলিফ, লাম, মীম, ছোয়াদ।

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ②

(২) এটি[২] এমন একটি কিতাব যা তোমার প্রতি নাযেল করা হয়েছে, যেন তুমি এর মাধ্যমে সতর্ক কর। অতএব, এ ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনরূপ সংকীর্ণতা[৩] না থাকে। এবং এটি[৪] মু'মিনদের জন্য উপদেশ।

اِتَّبِعُوْا مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ③

(৩) তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা নাযেল করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকদের অনুসরণ করো না। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

وَ كَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ④

(৪) আর আমি অনেক জনপদকে ধ্বংস করেছি। এবং[৫] আমার শাস্তি তাদের উপর এসেছিল রাত্রি বেলায় অথবা দ্বিপ্রহরে তাদের বিশ্রামরত অবস্থায়।

فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَاۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ⑤

(৫) তাদের কাছে আমার আযাব যখন এসে উপস্থিত হয় তখন "নিশ্চয় আমরা জালেম ছিলাম"– একথা বলা ছাড়া তাদের আর কোন কথা ছিল না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এই সূরার একস্থানে আ'রাফবাসীদের কথা আলোচিত হয়েছে। এই সামঞ্জস্যতা হেতু সূরার নামকরণ হয়েছে "আ'রাফ"। (জালালাইন)

(২) এখানে "এটি" مبتدا (উদ্দেশ্য) হিসেবে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৩) অন্তরের সংকীর্ণতার অর্থ হল, কুরআনে পাক ও এর নির্দেশাবলী প্রচারে কারও ভয়ভীতি অন্তরায় না হওয়া উচিত যে, মানুষ এর প্রতি মিথ্যারোপ করবে এবং তোমাকে কষ্ট দিবে। (মাজহারী)

(৪) বাক্যটি পূর্বোল্লেখিত كتاب এর উপর عطف হয়েছে। এজন্য এখানেও তরজমায় "এটি" শব্দ যোগ করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) এখানে و হরফটি শুধুমাত্র عطف বোঝানোর জন্য এসেছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২ নং আয়াত:

১. দ্বীনী দাওয়াতের ক্ষেত্রে বাহ্যিক ব্যর্থতা এবং মানুষের উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান দেখে দায়ীর কখনই মানসিকভাবে দুর্বল হওয়া এবং নিজকে ব্যর্থ মনে করা উচিত নয়।

২. কুরআন প্রেরণের উদ্দেশ্য হল সতর্ক করা।

৩. কুরআন মু'মিনদের জন্য উপদেশ।

● ৩ নং আয়াত:

১. আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত কিতাব অনুসরণ করা ফরয।

২. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ তথা হারাম।

● ৪-৫ নং আয়াতদ্বয়:

১. যুগে যুগে অনেক জাতিকে আল্লাহ তা'আলা অপরাধের কারণে ধ্বংস করেছেন। কাজেই বর্তমান যুগের অপরাধীদের সতর্ক হওয়া উচিত।

২. আযাব আসার পর অপরাধ স্বীকার করলে সেই স্বীকারোক্তিতে কোন ফল হয় না।

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَ لَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ⑥

(৬) অতঃপর যাদের কাছে রসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রসূলগণকে।[১]

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّ مَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ⑦

(৭) এরপর আমি অবশ্যই (নিজ) জ্ঞানের দ্বারা তাদের কাছে অবস্থা বর্ণনা করে দিব। আর আমি অনুপস্থিত (বে-খবর) ছিলাম না।

وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ⑧

(৮) আর সেদিন সঠিক ওজন হবে। অতঃপর যাদের পালা[২] ভারী হবে সে ধরনের লোকেরাই হবে সফলকাম।

وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ⑨

(৯) এবং যাদের পালা হাল্কা হবে তারাই হল সেসব লোক যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে, যেহেতু তারা আমার আয়াতসমূহের হক নষ্ট করত।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, সাধারণ মানুষদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আমি তোমাদের কাছে যে রসূল এবং কিতাব পাঠিয়েছিলাম, তোমরা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলে? পয়গম্বরগণকে জিজ্ঞেস করা হবে, যেসব বিধান দিয়ে আমি তোমাদেরকে পাঠিয়েছিলাম সেগুলো তোমরা নিজ নিজ উম্মতের কাছে পৌঁছিয়েছিলে কি-না? (মাজহারী, উদ্ধৃত মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, ঈমান ও নেক আমলের পাল্লা দাঁড় করানো হবে। "পাল্লা" শব্দটি যদিও মূল আয়াতে বহুবচনে এসেছে, তাতে কোন ক্ষতি নেই। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে বহুবচন শব্দও এক বচনের অর্থে ব্যবহৃত হয়। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬–৭ নং আয়াতদ্বয়:

১. কেয়ামতের দিন প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার দরবারে জবাবদিহী করতে হবে।

২. আল্লাহ তা'আলা সকলের সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন।

● ৮–৯ নং আয়াতদ্বয়:

১. কেয়ামতের দিন মানুষের ভাল-মন্দ সব আমলের মাপ দেয়া হবে। আমল জড় পদার্থ না হওয়া স্বত্ত্বেও তার ওজন দেয়া আল্লাহ তাআলার পক্ষে কোন অসম্ভব বিষয় নয়। অধিকন্তু আধুনিক বিজ্ঞান যেখানে বায়ু, বিদ্যুৎ, তাপ ইত্যাদি পরিমাপের যন্ত্র আবিষ্কার করেছে সেখানে আল্লাহ তাআলার জন্য তা অসম্ভব হতে পারে কি?

২. যাদের নেক আমলের পাল্লা ভারী হবে, তারা জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যমে সফলকাম হবে। আর যাদের বদ আমলের পাল্লা ভারী হবে তারা জাহান্নামে প্রবেশের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৩. ভাল-মন্দের পাল্লা যাদের সমান সমান হবে তারা জান্নাতবাসীও হবে না এবং জাহান্নামবাসীও হবে না। (বরং তারা হবে আ'রাফবাসী।) [বয়ানুল কুরআন]

৪. কেয়ামতের দিন যাদের নেক কাজের পরিমাণ বেশী হবে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে। তদ্রূপ পার্থিব জীবনেও যাদের ভাল কাজ বেশী হবে তাদেরকে ভাল মনে করা উচিত। (বয়ানুল কুরআন)

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝١٠	(১০) আর নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠাঁই দিয়েছি এবং তাতে তোমাদের জন্য জীবন যাপনের উপকরণসমূহও রেখেছি। তোমরা খুব-ই কম[১] শোকর আদায় করে থাক।
وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ۝١١	(১১) আর নিশ্চয়, আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদের আকৃতি দান করেছি। তারপর ফেরেশতাদেরকে বলেছি, তোমরা আদমকে সাজদা করো। তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সাজদা করল। সে সাজদাকারী-দের অন্তর্ভুক্ত হল না।

www.maktabatulabrar.com

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ؕ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ۝١٢	(১২) তিনি বললেন, আমি যখন তোমাকে নির্দেশ দিলাম, তখন তোমাকে কিসে সাজদা[২] করতে বাধা দিল? সে বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা।
قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ۝١٣	(১৩) তিনি বললেন, তাহলে তুমি এ স্থান[৩] থেকে নেমে যাও। বস্তুতঃ এখানে অহংকার করার কোন অধিকার তোমার নেই। অতএব, তুমি বের হয়ে যাও। নিশ্চয়, তুমি লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।
قَالَ اَنْظِرْنِىْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝١٤	(১৪) সে বলল, আমাকে পুনরুত্থান দিবস[৪] পর্যন্ত সুযোগ দিন।
قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۝١٥	(১৫) তিনি বললেন, নিশ্চয় যাদেরকে সুযোগ দেয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে।
قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝١٦	(১৬) সে বলল, আচ্ছা, যেহেতু আপনি আমাকে গোমরাহ করেছেন সেহেতু আপনার সরল পথে তাদের (মানুষের) জন্য অবশ্যই আমি (ওঁত পেতে) বসে থাকব।
ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ۝١٧	(১৭) এরপর আমি অবশ্যই তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, তাদের পেছন দিক থেকে, তাদের ডান দিক থেকে এবং তাদের বাম দিক থেকে।[৫] আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।[৬]
قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ؕ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝١٨	(১৮) তিনি বললেন, এখান থেকে লাঞ্ছিত এবং বিতাড়িত হয়ে বের হয়ে যাও। তাদের মধ্যে যারাই তোমার অনুসরণ করবে, নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করব।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে তরজমায় "খুবই" শব্দ যোগ করার কারণ হল, আয়াতের মধ্যে ما শব্দটি قليلا শব্দের তাগিদ বুঝানোর জন্য এসেছে। অর্থাৎ, খুব-ই কম। (জালালাইন)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(২) এখানে تسجد ১। -এর মধ্যে ১ হরফটি زائد বা অতিরিক্ত। (জালালাইন ও আবুস-সুউদ)

(৩) এখানে "এ স্থান" বলে জান্নাত কিংবা আসমানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (জালালাইন)

(৪) কেয়ামতের সময় প্রথম পর্যায়ে শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার ফলে সকল প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে শিঙ্গায় ফুৎকার দিলে সবাই পুনরায় জীবিত হবে। এটাকেই "পুনরুত্থান দিবস" বলা হয়। এ সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো অস্তিত্ব থাকবে না। তবে শয়তানকে প্রথম ফুৎকারের সময় পর্যন্ত হায়াত দেয়া হয়েছে।

(৫) অর্থাৎ, মানুষকে গোমরাহ করার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালাবো, যাতে তারা আপনার ইবাদত করতে না পারে। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) ইবলীস এ বাক্যটি অনুমান করে বলেছিল। যা পরবর্তীতে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০ নং আয়াত:

আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পৃথিবীতে স্থান দিয়ে এবং জীবিকার সামগ্রী দান করে যে অনুগ্রহ করেছেন তার কথা উল্লেখ করেছেন এবং এর বিনিময়ে শোকর আদায়ের পরোক্ষ নির্দেশ দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয়, পার্থিব ধন-সম্পদ কোন নিন্দনীয় বিষয় নয়। তবে এর বিনিময়ে যথাযথ শোকর আদায় করা উচিত এবং সর্বদা এর ফিকিরে মশগুল হওয়া নিন্দনীয়। (বয়ানুল কুরআন)

● ১১-১২ নং আয়াতদ্বয়:

১. ফেরেশতাদেরকে হযরত আদম (আ.)-এর উদ্দেশ্যে সাজদা করার নির্দেশ।

২. অহংকার এবং আত্মগরিমা কুফরী পর্যন্ত নিয়ে যায়। অহংকারের ফলেই ইবলীস হযরত আদম (আ.) কে সাজদা করতে অস্বীকার করে এবং কাফের হয়ে যায়।

৩. নিজ উপলব্ধি এবং জ্ঞানকে শরীয়ত এবং আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশাবলীর উপর প্রাধান্য দেয়া ইবলীসের চরিত্র। কাজেই বর্তমানে যারা শরীয়তের উপর নিজস্ব মতামতের প্রাধান্য দিতে চায় তারা নিঃসন্দেহে শয়তানের অনুসরণেই আগ্রহী। (বয়ানুল কুরআন)

● ১৩ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অহংকারী ব্যক্তির স্থান জান্নাতে কিংবা আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে হতে পারে না। আর অহংকার আল্লাহর দরবারে মকবুল বান্দা হওয়ার পথে বড় প্রতিবন্ধক। (বয়ানুল কুরআন)

● ১৪-১৫ নং আয়াতদ্বয়:

১. ইবলীসের মৃত্যু কেয়ামতের পূর্বে হবে না।

২. কারো দুআ কবুল হয়ে যাওয়া একথা প্রমাণ করে না যে, সে আল্লাহর খুব প্রিয় পাত্র। কারণ, বিতাড়িত ইবলীসের দুআও কবুল হয়েছে।

● ১৬-১৮ নং আয়াতসমূহ:

১. শয়তান মানবজাতিকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত রাখবে। কাজেই শয়তান থেকে সদা সতর্ক থাকা কর্তব্য।

২. শয়তানের অনুসারীদের ঠিকানা হবে জাহান্নামে।

وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾

(১৯) (এবং বললেন,[১]) হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। এরপর তোমরা যেখান থেকে ইচ্ছে খাও। আর এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না।[২] তাহলে তোমরা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ﴿٢٠﴾

(২০) অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান -যা তাদের কাছে গোপন ছিল তা- তাদের কাছে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা[৩] দিল এবং বলল, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে শুধুমাত্র এ কারণে নিষেধ করেছেন যে, তোমরা না[৪] আবার ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা হয়ে যাও স্থায়ী বসবাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢١﴾

(২১) সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বলল, আমি তো অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদেরই একজন।

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۭ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٢﴾

(২২) অতঃপর সে তাদেরকে প্রতারণার দ্বারা অধঃপতিত করল। এরপর তারা যখন বৃক্ষকে আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা নিজেদের উপর জান্নাতের কিছু পাতা জড়াতে লাগল। আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে ঐ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন?

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে " এবং বললেন" বাক্যটি উহ্য আছে। (জালালাইন)

(২) অর্থাৎ, এ বৃক্ষের ফল খেও না। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) এখানে প্রশ্ন হতে পারে, শয়তান জান্নাতে প্রবেশ করে তাদেরকে কিরূপে কুমন্ত্রণা দিল? এর উত্তর হল, কুমন্ত্রণা দেয়ার জন্য ভেতরে প্রবেশ করা জরুরী নয়। এমনও হতে পারে, আদম ও হাওয়া জান্নাতের দরজার কাছে এসেছিলেন, অমনি শয়তান তাঁদেরকে প্রবঞ্চনা দিল। (জালালাইন)

(৪) এখানে "না" শব্দটি উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯ নং আয়াত:

১. আয়াতে বসবাসের ক্ষেত্রে হযরত আদম (আ.) কে প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। আর তার স্ত্রীর বসবাসের বিষয়টি عطف -এর মাধ্যমে তার বসবাসের অধীন করে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে দু'টি বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রথমতঃ স্ত্রীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব স্বামীর ওপর। দ্বিতীয়তঃ বসবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর অধীন। সেমতে যে বাড়ীতে স্বামী বসবাস করবে সে বাড়ীতেই স্ত্রীর বসবাস করা উচিৎ। (মাআরিফুল কুরআন)

২. পক্ষান্তরে আহারের ক্ষেত্রে ১৯ (তোমরা উভয়ে খাও) বলে উভয়কে প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করাতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর অনুসারী বা অধীন নয়। স্বামী যেমন নিজস্ব ইচ্ছানুসারে প্রয়োজন ও চাহিদা মত খাবার ব্যবহার করতে পারে, তেমনি স্ত্রীও নিজ চাহিদা ও ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করতে পারে। (মাআরিফুল কুরআন)

৪. আয়াতে নিষিদ্ধ বৃক্ষের কাছে যেতেও বারণ করা হয়েছে। অথচ প্রকৃত নিষেধাজ্ঞা হল ফল ভক্ষণের প্রতি। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন জিনিস নিজস্বভাবে নিষিদ্ধ না হলেও তাতে যদি কোন নিষিদ্ধ বস্তুর কারণ বা মাধ্যম হওয়ার আশংকা থাকে, তবে তাও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যেমন এখানে বৃক্ষের কাছে যাওয়া নিজস্বভাবে নিষিদ্ধ নয়, তবে তা নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের কারণ বা মাধ্যম হতে পারে বলে তা থেকেও নিষেধ করা হয়েছে। অতএব হারাম ও অবৈধ কাজ থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে তার থেকে সর্বাত্মকভাবে দূরে থাকাও জরুরী।

৫. গোনাহ করা নিজের প্রতিই অবিচার করা।

● ২০-২১ নং আয়াতদ্বয়:

১. শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণামূলক বক্তব্যের বিবরণ রয়েছে।

২. নারী পুরুষ উভয়ের সতর ঢাকা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর) (তবে নারী ও পুরুষের সতরের পরিমাণে পার্থক্য রয়েছে। এজন্য ফেকাহর কিতাবাদি দ্রষ্টব্য।)

৩. আল্লাহ তা'আলার নামে কসম খাওয়া জায়েয (তবে কসম অবশ্যই সত্য বিষয়ের হওয়া চাই)। (প্রাগুক্ত)

৩. "সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বলল, আমি তো অবশ্যই তোমাদের হিতাকাংখীদেরই একজন।"- এ দ্বারা বোঝা গেল দুশমন কখনো বন্ধু এবং হিতাকাঙ্ক্ষীর বেশেও এসে হাজির হয়। যেমন ইবলীস হিতাকাঙ্ক্ষীর বেশে হাজির হয়েছিল হযরত আদম (আ.) এবং তাঁর স্ত্রীর কাছে। কাজেই মু'মিনদের খুব সতর্ক থাকা উচিত যেন কোন বেশেই দুশমন এসে ধোঁকা দিতে না পারে।

● ২২ নং আয়াত:

১. প্রতারণা করা শয়তানের কাজ।

২. লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা কর্তব্য।

৩. শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

৪. জান্নাতে বৃক্ষ থাকার প্রমাণ পাওয়া গেল।

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۖ وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾	(২৩) তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছি। আর যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা[১] না কর এবং দয়া না কর, তাহলে তো অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।
قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٢٤﴾	(২৪) তিনি বললেন, তোমরা নেমে যাও এমত-বাস্থায় যে, তোমাদের একজন অপরজনের দুশমন।[২] এবং পৃথিবীতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের বাসস্থান এবং জীবিকা রইল।
قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ﴿٢٥﴾	(২৫) তিনি বললেন, সেখানেই তোমরা জীবন-যাপন করবে, সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর"- এ বাক্য থেকে বাহ্যতঃ অনুমিত হতে পারে যে, হযরত আদম (আ.) থেকে পাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। হযরত আদম (আ.) এই কাজ বুঝে-শুনে, ইচ্ছাকৃতভাবে করেননি; বরং তাঁর দ্বারা ভুল হয়ে গিয়েছিল বা ইজতিহাদগত বিচ্যুতি ঘটেছিল, যা প্রকৃতপক্ষে কোন পাপ নয়; শয়তানই এই পদস্খলন ঘটিয়েছিল। হযরত আদম (আ.) অন্যান্য সকল নবীর মতই নিষ্পাপ ছিলেন। অন্য আয়াতে যদিও আল্লাহ তাআলা এটাকে معصيت শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করেছেন এবং এখানে "ক্ষমা" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এটা হল তাঁর শানে নবুয়ত ও সুউচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে এই বিচ্যুতিকে যথেষ্ট বড় মনে করা হয়েছে- এ হিসেবে, প্রকৃত পাপের কারণে নয়।

(২) অর্থাৎ, আদম-সন্তান এবং ইবলীস পৃথিবীতে চিরকাল পরস্পর পরস্পরের দুশমন হিসেবে বিরাজ করবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৩ নং আয়াত:

১. মানুষের থেকে ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে সাথে সাথে অনুতপ্ত হওয়া এবং রব্বুল আলামীনের দরবারে আত্মসমর্পন করাই হল নেক বান্দাদের স্বভাব।

২. ক্ষমা ও রহমত না পাওয়ার অর্থ জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া

● ২৪ নং আয়াত:

১. "তোমরা নেমে যাও" কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাত উর্ধ্বলোকে এবং দুনিয়া অধঃলোকে অবস্থিত।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. শয়তান কখনও মানুষের বন্ধু হবে না। মানুষ এবং ইবলীস পৃথিবীতে চিরকাল পরস্পর পরস্পরের দুশমন হিসেবে অবস্থান করবে।

৩. "পৃথিবীতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের বাসস্থান"– এ কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীতে কেউ চিরস্থায়ী হবে না।

● ২৫ নং আয়াত:

১. মানব এবং ইবলীস সম্প্রদায় পৃথিবীতেই জীবন-যাপন করবে এবং পৃথিবীতেই মৃত্যুবরণ করবে। এটাই হল সাধারণ নিয়ম। তবে কখনো এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। যেমন, হযরত ঈসা (আ.) আসমানে জীবন-যাপন করছেন। এটা সাধারণ নিয়মের বিপরীত মাত্র। কাজেই আলোচ্য আয়াত দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-এর আসমানে অবস্থানের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করা যাবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. "সেখান থেকেই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে"– এ কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে মাটি ব্যতীত অন্য কোথাও দাফন করা যাবে না। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. পুনরুত্থানের বিষয় প্রমাণিত হয়।

৪. পুনরুত্থানের পূর্বে সকলের মৃত্যু হবে।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ؕ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿۲۶﴾

(২৬) হে বনী আদম, নিশ্চয়, আমি তোমাদের জন্য পোশাক নাযেল করেছি[১] যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং যা বেশভূষাও। আর তাকওয়ার পোশাক-ই[২] সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর (অনুগ্রহের) নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যাতে তারা স্মরণ রাখে।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ؕ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۲۷﴾

(২৭) হে বনী আদম, শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই বিভ্রান্ত না করে যেভাবে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল এমতাবস্থায় যে তাদের পোশাক(ও) তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছে, যাতে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে নিজে এবং তার দলবল তোমাদেরকে এমনভাবে[৩] দেখছে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না।[৪] নিশ্চয়, আমি শয়তানদেরকে সেসব লোকের বন্ধু করে দিয়েছি যারা ঈমান আনে না।

وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۸﴾

(২৮) আর তারা যখন কোন মন্দ[৫] কাজ করে, তখন বলে আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এ (রীতি)-র উপর পেয়েছি।[৬] এবং আল্লাহও আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। তুমি বলে দাও, নিশ্চয় আল্লাহ মন্দ কাজের নির্দেশ (শিক্ষা) দেন না। তোমরা কি আল্লাহর প্রতি সম্পৃক্ত করে এমন কিছু বলছ যে বিষয়ে তোমরা জ্ঞান (সনদ) রাখ না?

قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۫ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ؕ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ﴿۲۹﴾

(২৯) তুমি বলে দাও, আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ইনসাফের এবং (এ কথার যে,) তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় নিজেদের মুখমণ্ডল সোজা রাখ[৭] এবং তাঁকে ডাক (অর্থাৎ, তাঁর ইবাদত কর) তাঁর আনুগত্যে খাঁটি হয়ে। তিনি তোমাদেরকে প্রথমে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন সেভাবে তোমরা ফিরে আসবে।

فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ؕ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۳۰﴾

(৩০) একদলকে তিনি হেদায়াত করেছেন এবং একদলের জন্য গোমরাহী অবধারিত হয়ে গেছে। তারা তো আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে আর মনে করছে যে, অবশ্যই তারা হেদায়াত প্রাপ্ত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) انزلنا শব্দের প্রকৃত অর্থ হল আমি অবতীর্ণ করেছি, এর দ্বারা "সৃষ্টি করেছি" বোঝানোই উদ্দেশ্য। তবে انزلنا শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য হল, যেহেতু আল্লাহ প্রথমে পানি অবতীর্ণ করেন এবং তদ্দারা তুলা উৎপন্ন হয়, সবশেষে তুলার দ্বারা-ই পোশাক তৈরী করেন, সেহেতু এখানে انزلنا (অবতীর্ণ করেছি) শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) তাকওয়ার পোশাক বলতে নেক আমল, দ্বীনদারী এবং খোদাভীতিকে বোঝানো হয়েছে। (জালালাইন ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) حيث শব্দটি মৌলিকভাবে "সময়" বা "স্থান" বুঝায়, তবে এখানে রূপক অর্থে "এমন ভাবে" বলে তর্জমা করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) এর অর্থ হল, শয়তানকে সাধারণতঃ দেখা যায় না। তবে এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, শয়তানকে কখনোই, কোনরূপেই দেখা সম্ভব নয়। অতএব এ আয়াত দ্বারা জিন দেখা অসম্ভব বলে প্রমাণ পেশ করা যাবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৫) فحش এমন প্রত্যেক মন্দ কাজকে বলা হয় যা চূড়ান্ত পর্যায়ের মন্দ এবং যুক্তি, বুদ্ধি ও সুস্থ বিবেকের কাছে পূর্ণ মাত্রায় সুস্পষ্ট। এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য মূর্তি পূজা ও তওয়াফের সময় উলঙ্গ হওয়া প্রভৃতি। (মাযহারী, উদ্ধৃত মাআরিফুল কুরআন ও আবুস-সুউদ)

(৬) জাহিলী যুগে একটি কুপ্রথা ছিল যে, একমাত্র কুরায়শগণ ছাড়া কেউ বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় কা'বা শরীফের তওয়াফ করতে পারত না বরং উলঙ্গ হয়ে তাদের তওয়াফ করতে হত। অথবা কোন কুরায়শীর কাছ থেকে বস্ত্র ধার করতে হত। এ ব্যাপারে তাদেরকে প্রশ্ন করা হলে তারা আয়াতে উল্লেখিত উত্তর দিত। (মাআরিফুল কুরআন)

(৭) এ বাক্যের এক উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, নামাযের সময় মুখমণ্ডল সোজা কেবলার দিকে রাখতে যত্নবান হও এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এ-ও হতে পারে যে, প্রত্যেক কথায়, কাজে এবং কর্মে নিজেকে প্রতিপালকের নির্দেশের অনুসারী রাখ। এ অর্থের দিক দিয়ে বিধানটি বিশেষভাবে নামাযের জন্য হবে না; বরং যাবতীয় ইবাদত এবং লেন-দেনকেও শামিল করবে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৬ নং আয়াত:

১. পোশাক সৃষ্টির উদ্দেশ্য লজ্জাস্থান আবৃত করা এবং সাজ-সজ্জা। আর এ উভয়টির মূল উদ্দেশ্য হল তাকওয়া এবং খোদাভীতি। এ খোদাভীতি পোশাকের মধ্যেও এভাবে প্রকাশ পাওয়া উচিত যেন পোশাক দ্বারা গুপ্তাঙ্গসমূহ পুরোপুরি আবৃত হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

২. আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শোকরের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। আর আল্লাহর শোকর আদায় হবে ঈমান ও আমলের মাধ্যমে।

● ২৭ নং আয়াত:

১. শয়তান থেকে সতর্ক করা হয়েছে। শয়তান আমাদের এমন দুশমন যাকে আমরা দেখতে পাই না কিন্তু সে আমাদেরকে দেখতে পায়। এরূপ দুশমনের হামলা থেকে আত্মরক্ষা করা প্রকৃত অর্থেই কঠিন ব্যাপার। এজন্য এ দুশমনের ব্যাপারে অধিকতর সতর্ক থাকা জরুরী।

২. গোটা মানব জাতির আদি পিতা-মাতা (হযরত আদম ও হাওয়া [আ.]) দুনিয়াতে আগমনের পূর্বে জান্নাতে অবস্থান করেছিলেন। এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, জান্নাত পূর্বাহ্নেই তৈরি করা হয়েছে। এরূপ নয় যে, পরে তৈরি করা হবে।

৩. যাদের ঈমান নেই শয়তান তাদের বন্ধু। অতএব ঈমানদারগণ শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে না।

● ২৮ নং আয়াত:

১. অশ্লীল ও গর্হিত কাজ নিষিদ্ধ।

২. খারাপ কাজের পক্ষে বাপ-দাদা তথা মানুষের কাজকে দলীল হিসেবে পেশ করার অবকাশ নেই। দলীল একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. মূর্খ এবং গোমরাহ বাপ-দাদার অনুসরণ করার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নেই। এবং কোন তরীকার বৈধতার পক্ষে এটা কোন প্রমাণ হতে পারে না যে, বাপ-দাদারা এরূপ করত। বরং বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা যুগ-যুগের বাতিলদের একটি কর্ম পদ্ধতি।

৪. আল্লাহর প্রতি মিথ্যা সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে।

● ২৯ নং আয়াত:

১. আয়াতের প্রথমাংশে বাহ্যিক ইবাদত যথা নামায ও ইনসাফ এবং দ্বিতীয়াংশে অভ্যন্তরীণ আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ বিধান দু'টি পাশাপাশি উল্লেখ করার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত হয় যে, আন্তরিকতা ব্যতীত শুধুমাত্র বাহ্যিক আনুগত্য যথেষ্ট নয়। তেমনিভাবে বাহ্যিক শরীয়তের অনুসরণ ব্যতীত শুধু আন্তরিকতা যথেষ্ট হতে পারে না। এতে যারা শরীয়ত ও তরীকতকে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা মনে করে তাদের ভ্রান্তি ফুটে উঠেছে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. পুনরুত্থানের কথা বর্ণিত হয়েছে।

● ৩০ নং আয়াত:

১. হেদায়েত ও গোমরাহী আল্লাহর হাতে।

২. শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে গোমরাহী আসে।

৩. যদি কেউ ভ্রান্ত পথকে বিশুদ্ধ মনে করে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে তা অবলম্বন করে, তবে সে আল্লাহর কাছে ক্ষমার যোগ্য নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককে জ্ঞান-বুদ্ধি এজন্যই দিয়েছেন, যাতে সে তার দ্বারা আসল ও নকলকে চিনে নেয়। অতঃপর পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন এবং কিতাব নাযেল করেছেন। এসবের মাধ্যমে সত্য এবং মিথ্যাকে পুরোপুরি ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যাতে মানুষ সত্যকে গ্রহণ করে এবং অসত্য থেকে বিরত থাকে।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

(৩১) হে আদম সন্তানগণ, তোমরা প্রত্যেক নামাযের[১] সময় নিজেদের বেশভূষা গ্রহণ করো এবং পানাহার কর আর সীমালংঘন করো না[২] নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۭ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

(৩২) তুমি বলে দাও, কোন্ ব্যক্তি হারাম[৩] করল আল্লাহর (সৃষ্টি) বেশভূষা –যা তিনি স্বীয় বান্দাদের জন্য বানিয়েছেন– এবং পানাহারের হালাল বস্তুসমূহকে? তুমি বলে দাও (প্রকৃতপক্ষে[৪]) এসব নেয়ামত পার্থিব জীবনে ঈমানদারদের জন্য, বিশেষ করে কেয়ামতের দিবসে তাদেরই জন্য, আমি এভাবেই আয়াত-সমূহকে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করে থাকি।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) জাহিলী যুগে উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করাকে তাকওয়া ও পরহেযগারী মনে করে আবার কতিপয় লোক হজ্জের দিনগুলোতে জীবন বাঁচার মত যৎ সামান্য খাদ্য গ্রহণ করত এবং দুধ, মাংস, ঘি, চর্বি পরিহার করত। এই প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতটি নাযেল হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) সীমালংঘন করার বিভিন্ন সূরত হতে পারে। যেমন: হালালকে হারাম মনে করা, নিষিদ্ধ ও হারাম জিনিস ব্যবহার করা, অতিশয় লোভ-লালসা নিয়ে খাদ্যের উপর ঝাপিয়ে পড়া, চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও খাওয়া, এত অল্প খাদ্য গ্রহণ করা যা স্বাস্থ্য রক্ষা এবং আমলের জন্য শক্তি ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট নয় কিংবা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাদ্য গ্রহণ করা। এ সবই সীমালংঘনের অন্তর্ভুক্ত। বলা হয় আল্লাহ তা'আলা এই একটি অর্ধ আয়াতের মাঝে গোটা চিকিৎসা বিজ্ঞান সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) উক্ত আয়াতে সেসব লোকদের সতর্ক করা হয়েছে যারা ইবাদতে বাড়াবাড়ি করে এবং স্বকল্পিত সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে আর আল্লাহ কর্তৃক হালালকৃত বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকাকে ইবাদত মনে করে। যেমন: মক্কার কাফেরেরা মনে করত।

(৪) দুনিয়ার যাবতীয় নেয়ামত প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যশীল মু'মিনদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের কল্যাণে অন্যেরা ভোগ করতে পারছে। এখানে আল্লাহর রীতি এই যে, মু'মিন ও অনুগত বান্দাদের আনুগত্যে কিছু ত্রুটি হয়ে গেলে অন্যেরা তাদের উপর প্রবল হয়ে পার্থিব নেয়ামত ভাণ্ডার অধিকার করে বসে। কিন্তু এ আইন শুধু এ দুনিয়ারূপী কর্মক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরকালে সকল নেয়ামত ও সুখ কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। (মাআরিফুল কুরআন)

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾

(৩৩) তুমি বলে দাও, অবশ্যই আমার রব হারাম[৫] করেছেন সকল নির্লজ্জ কাজকে; তন্মধ্যে যেগুলো প্রকাশ্য তাকেও এবং যেগুলো অপ্রকাশ্য তাকেও এবং সকল প্রকার পাপ কাজকে ও অন্যায়ভাবে কারো উপর অত্যাচার করাকে, আল্লাহর সাথে তোমাদের কোন এমন বস্তুকে শরীক সাব্যস্ত করাকে যার সম্বন্ধে কোন সনদ আল্লাহ নাযেল করেননি আর আল্লাহর প্রতি তোমাদের এমন কথা আরোপ করাকে যা তোমরা জান না।

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٤﴾

(৩৪) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের[৬] জন্য একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে। সুতরাং যখন তাদের নির্ধারিত সময় এসে যাবে তখন তারা এক মুহূর্ত পিছে হটতে পারবে না এবং আগেও বাড়তে পারবে না।

(৫) যেসব বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করেছে সেগুলি হারাম নয়। কিন্তু আল্লাহ সব নির্লজ্জ কাজ, অন্যায়, উৎপীড়ন, আল্লাহর সাথে শিরক ও যাবতীয় পাপ কাজ হারাম করেছেন। الاثم (পাপ) শব্দের আওতায় সেসব গোনাহ অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো মানুষের নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত। البغى (উৎপীড়ন) শব্দের আওতায় লেন-দেন ও অপরের অধিকার সম্পর্কিত গোনাহ অন্তর্ভুক্ত।

(৬) যেসব অপরাধী আল্লাহর নেয়ামতে লালিত হচ্ছে এবং বাহ্যত তাদের উপর কোন আযাব আসতে দেখা যায় না তারা যেন আল্লাহর চিরাচরিত রীতি সম্পর্কে উদাসীন না থাকে যে, তিনি অপরাধীদেরকে কৃপাবশত ঢিল দিতে থাকেন। যাতে তারা স্বীয় কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়। কিন্তু আল্লাহর জ্ঞানে এ ঢিল ও অবকাশের একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে। যখন এ মেয়াদ শেষ হয়ে যায় তখন এক মুহূর্তও আগ পিছ হয় না। কখনও দুনিয়াতে আযাব এসে যায়, অন্যথায় মৃত্যুর সাথে সাথে আযাবে প্রবিষ্ট হয়ে যায়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩১ নং আয়াত:

১. নামাযের সময় উত্তম পোশাক পরিধান করা শ্রেয়।

২. পানাহারের ক্ষেত্রে সীমালংঘন নিষিদ্ধ। (২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

● ৩২ নং আয়াত:

১. যারা হালাল ও পবিত্র বস্তুকে হারাম করে তাদের উপর কঠোর খণ্ডন আরোপ করা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. সংগতি থাকা সত্ত্বেও জীর্ণ অবস্থায় থাকা ইসলামের শিক্ষা নয়। বরং সংগতি থাকলে উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাবার গ্রহণ করে আল্লাহর নেয়ামতের চিহ্ন ফুটিয়ে তোলাও এক প্রকার শোকর। তবে অবশ্য দুটি বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। এক. রিয়া তথা নাম যশ প্রদর্শনেচ্ছা, দুই. গর্ব ও অহংকার। (মাআরিফুল কুরআন প্রভৃতি)

● ৩৩ নং আয়াত:

আয়াতে মৌলিক কিছু হারাম বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যথা: প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব রকম অশ্লীল কাজ, সকল প্রকার পাপ কাজ, অন্যায়ভাবে কারো উপর অত্যাচার করা, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক সাব্যস্ত করা এবং আল্লাহর প্রতি কোন মিথ্যা আরোপ করা।

● ৩৪ নং আয়াত:

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে। সেমতে আল্লাহর নেয়ামতে লালিত অপরাধীদের শাস্তির জন্যও একটি মেয়াদ নির্ধারিত আছে। অতএব এখনই তাদের উপর কোন আযাব আসতে না দেখে তারা যেন আযাব সম্পর্কে উদাসীন না থাকে। আল্লাহ অনেক সময় অপরাধীদেরকে কৃপাবশতঃ ঢিল দিতে থাকেন। যাতে তারা স্বীয় কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়। কিন্তু আল্লাহর জ্ঞানে এ ঢিল ও অবকাশের একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে। যখন এ মেয়াদ শেষ হয়ে যায় তখন এক মুহূর্তও আগ পিছ হয় না। কখনও দুনিয়াতে আযাব এসে যায়, অন্যথায় মৃত্যুর সাথে সাথে আযাবে প্রবিষ্ট হয়ে যায়।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٥﴾

(৩৫) হে আদম সন্তানগণ, তোমাদের মধ্যে হতে যদি তোমাদের নিকট রসূল আগমন করে যে আমার আয়াতসমূহ (বিধানাবলী) তোমাদের নিকট বর্ণনা করবে, তখন যারা পরহেযগারী অবলম্বন করবে এবং আমল সংশোধন করে নিবে তাদের না কোন আশংকা থাকবে না আর না তারা চিন্তিত হবে।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٦﴾

(৩৬) আর যারা আমার আয়াতসমূহকে (উক্ত বিধানাবলীকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করবে এবং তৎসম্পর্কে অহংকার করবে তারাই অগ্নিবাসী, তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে।

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾

(৩৭) অতএব সে ব্যক্তি[১] অপেক্ষা কে অধিক জালেম যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ অথবা তাঁর আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে? ঐসব লোক, তাদের নির্ধারিত অংশ তাদের নিকট পৌঁছবে। এমন কি যখন তাদের নিকট আমার[২] প্রেরিত ফেরেশতারা রূহ কব্য করার জন্য আসবে, তখন (ফেরেশতারা) বলবে, তারা কোথায় গেল তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমাদের নিকট হতে সবই উধাও হয়ে গেছে এবং তারা নিজেদের সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করবে যে, তারা কাফের ছিল।

قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِى النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ؕ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٨﴾

(৩৮) আল্লাহ বলবেন তোমাদের পূর্বে জিন ও মানবের যেসব দল গত হয়েছে, তাদের সংগে তোমরাও জাহান্নামে[৩] প্রবেশ কর। যখনই কোন দল (জাহান্নামে) প্রবেশ করবে, তখনই নিজেদের অনুরূপ অন্যদলকে লা'নত[৪] করবে। এমনকি যখন সকলে সেখানে একত্র হবে তখন তাদের পরবর্তী লোকেরা তাদের পূর্ববর্তী লোকদের[৫] সম্বন্ধে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে গোমরাহ করেছিল, অতএব ওদেরকে আগুনের শাস্তি দ্বিগুণ দাও। আল্লাহ বলবেন, সকলের জন্য দ্বিগুণ (শাস্তি) রয়েছে। কিন্তু তোমরা জ্ঞাত নও।

وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٣٩﴾

(৩৯) আর তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের পরবর্তী লোকদের বলবে, তাহলে আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব[৬] নেই, অতএব তোমরাও যা করতে তার মোকাবেলায় শাস্তি আস্বাদন করতে থাক।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং খোদায়ী বিধি-বিধানকে অস্বীকার করে তারা ভাগ্যের লিখন হিসেবে যা কিছু পাওয়ার পৃথিবীতেই পেয়ে যাবে। আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে কেবল কষ্টই কষ্ট। (বয়ানুল কুরআন)

(২) মৃত্যুর সময় বরযখের জগতে ফেরেশতারা যখন কাফেরদের প্রাণ নেয়ার জন্য আসবেন তখন তারা বলবেন আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের ইবাদত করতে এ বিপদের মুহূর্তে তারা কোথায়? তখন কাফেররা তাদের ভুল বুঝতে পারবে এবং তারা নিজে নিজেদের কাফের হওয়ার স্বীকারোক্তি করে লজ্জিত হবে। কিন্তু অসময়ের লজ্জা কোন কাজে আসবে না।

(৩) অর্থাৎ, আগে পিছের সব কাফের জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, কেউ কারো প্রতি কোনরূপ সহমর্মিতা প্রকাশ করবে না। বরং দোযখীরা প্রত্যেকে অন্যকে লা'নত করবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অনুসারীরা অনুসৃত কাফের নেতাদের সম্পর্কে বলবে হে খোদা, এ নেতারা যারা আমাদেরকে গোমরাহ করেছে তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হওয়াতে তোমাদের সান্ত্বনার কিছু নেই। কারণ তোমাদের শাস্তিও ধীরে ধীরে দ্বিগুণ হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) আল্লাহ তা'আলার উক্ত জবাব অবহিত হয়ে সর্দারেরা অনুসারীদের বলবে তবে আযাব হালকা হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য নেই। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৫ নং আয়াত:

১. সকল বনী আদমের কাছে নবী রসূল প্রেরিত হওয়ার প্রমাণ।

২. আল্লাহর আয়াতসমূহ বর্ণনা করা নবী রসূলগণের মৌলিক দায়িত্বের একটি।

৩. তাকওয়া (পরহেযগারী) অবলম্বন এবং আমল সংশোধন করার ফায়দা বর্ণিত হয়েছে।

● ৩৬ নং আয়াত:

১. আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা এবং অহংকারবশতঃ ঈমান আমল বর্জন করার শাস্তি হল জাহান্নাম।

২. এরূপ লোকেরা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ৩৭ নং আয়াত:

১. আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা এবং তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার চেয়ে নিকৃষ্টতর জুলুম আর নেই।

২. কাফেরদের প্রাণ হরণ করার সময় ফেরেশতাগণ গায়রুল্লাহর পূজা করার দরুণ কাফেরদেরকে তিরস্কার করবে।

৩. মৃত্যুর সময়ের মত একটি বিপদের মুহূর্তে যে গায়রুল্লাহর পূজা তারা করত তারা কোন উপকারে আসবে না। (যেমন অন্যান্য বিপদের মুহূর্তেও তারা কোন উপকারে আসে না।)

● ৩৮–৩৯ নং আয়াতদ্বয়:

১. আগে পিছের সব কাফেররা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

২. জাহান্নামীরা একে অপরের প্রতি লা'নত করবে, কেউ কারও প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করবে না।

৩. কাফের ও গোমরাহকারী নেতৃবৃন্দের অনুসরণের জন্য পরকালে আফসোস হবে এবং অনুসারীগণ মনের ক্ষোভে অনুতাপে সে অনুসৃত নেতৃবৃন্দের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি কামনা করবে। কিন্তু সে অনুতাপ তাদের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ ۝

(৪০) নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং এগুলোর প্রতি অহংকার করেছে তাদের জন্য আসমানের দ্বারগুলো উন্মুক্ত[১] করা হবে না এবং তারা কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না যে পর্যন্ত না শুচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আর আমি অপরাধীদেরকে এরূপেই শাস্তি প্রদান করে থাকি।

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّ مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ۝

(৪১) তাদের জন্য জাহান্নামের (আগুনের) শয্যা রয়েছে এবং তাদের উপর এরই চাদর হবে। আর আমি এমন জালেমদেরকে এরকমই শাস্তি দিয়ে থাকি।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ ۫ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

(৪২) আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমলাদি করে আমি কাউকে[২] তার সাধ্যাতীত কোন কাজ করতে বলিনি। তারাই জান্নাতবাসী। তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে।

وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا ۫ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ؕ وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

(৪৩) আর তাদের অন্তরে যা কিছু ঈর্ষা[৩] ছিল আমি তা বিদূরিত করে দিব। তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে এবং তারা বলবে, আল্লাহর অসংখ্য অনুগ্রহ[৪] যিনি আমাদেরকে এ স্থানে[৫] পৌছিয়েছেন আর আমরা কখনই পৌছানোর ছিলাম না যদি আল্লাহ আমাদেরকে না পৌছাতেন।[৬] বাস্তবিকই আমাদের প্রতিপালকের রসূলগণ সত্যবাণী নিয়ে এসেছিলেন। আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে এটি জান্নাত, তোমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী করা হল তোমাদের কর্মের[৭] প্রতিদানে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মৃত্যুর পর কাফেরদের রূহ উপরে উঠার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবে না। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে– কাফেরদের রূহ মৃত্যুর পর সিজ্জীনে নিক্ষিপ্ত হয়। আর মু'মিনের রূহ সপ্তাকাশ পর্যন্ত আরোহন করে। এই তো হলো বরযখ জগতের অবস্থা। আর কেয়ামতের দিন তারা কস্মিনকালেও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য যেসব সৎকাজ শর্ত করা হয়েছে, সেগুলো মানুষের সাধ্যাতীত কঠিন নয়। প্রত্যেক নির্দেশেই অসুস্থ্যতা দুর্বলতা, সফর অন্যান্য মানবিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

(৩) সালিহীন নেককারদের পরস্পরে দুনিয়াতে কোনরূপ ঈর্ষা বা মনঃসংকোচ থেকে থাকলে জান্নাতে প্রবেশের আগেই তা অন্তর থেকে বের করে দেয়া হবে। জান্নাতের নায-নেয়ামতের ব্যাপারে কারো প্রতি কারো ঈর্ষা থাকবে না। প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থানে সন্তুষ্ট থাকবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) (افادة كون الام للاستغراق وكون الحمد اعم من الشكر (بيان القران

(৫) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার তাওফীক ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিক নির্দেশনায় আমরা এ উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হয়েছি। অন্যথায় আমাদের ও এ স্তরের মাঝে ব্যবধান বিস্তর। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) এতে বোঝা যায় কেবল স্বীয় প্রচেষ্টায় কেউ জান্নাতে যেতে পারে না, যে পর্যন্ত তার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ না হয়। কেননা স্বয়ং প্রচেষ্টা তার ইচ্ছাধীন নয়। এটাও শুধু আল্লাহর দয়ায় অর্জিত হয়ে থাকে।

(৭) জান্নাতে প্রবেশ করার প্রকৃত উপায় হল আল্লাহর রহমত। নেক আমল উপলক্ষ্য মাত্র। নেক আমলে যে পরিমাণ প্রাণ সঞ্চারিত হবে সে পরিমাণ আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪০-৪১ নং আয়াতদ্বয়:

১. মৃত্যুর পর কাফেরদের রূহ উপরে উঠার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবে না। বরং তাদের রূহ মৃত্যুর পর সিজ্জীনে নিক্ষিপ্ত হবে।

২. কিয়ামতের দিন তারা কস্মিনকালেও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

৩. তারা এমন অবস্থায় জাহান্নামে থাকবে যে, জাহান্নামের আগুণ চতুর্দিক থেকে তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে।

● ৪২ নং আয়াত:

১. জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য যেসব সৎকাজ শর্ত করা হয়েছে, সেগুলো মানুষের সাধ্যাতীত কঠিন নয়।

২.ঈমান এবং নেক আমলের ওছীলায় জান্নাত অর্জন হবে।

৩. জান্নাতীগণ জান্নাতে চিরস্থায়ী হবেন।

● ৪৩ নং আয়াত:

১. জান্নাতীদের অন্তরে কোনরূপ মলিনতা ও হিংসা থাকবেনা। (৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

২. হেদায়াত আল্লাহর হাতে। তাই হেদায়াত লাভ করার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা চাই।

৩. রসূলগণ কর্তৃক পেশকৃত গায়েবী খবরাদি সত্য।

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؕ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾

(৪৪) আর জান্নাতবাসীরা[১] জাহান্নামবাসী-দেরকে ডেকে বলবে, আমাদের সাথে আমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন আমরা তো তা যথার্থ পেয়েছি, তবে তোমরাও কি পেয়েছ যথার্থভাবে তোমাদের রব তোমাদের সাথে যা ওয়াদা করেছিলেন? তারা বলবে, হ্যাঁ। অতঃপর এক ঘোষণাকারী উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে (দাঁড়িয়ে) ঘোষণা করবে যে, আলাহর লা'নত হোক সেই জালেমদের উপর।

الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٥﴾

(৪৫) যারা আল্লাহর পথ হতে বিরত থাকত[২] এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত, আর তারা পরকালের প্রতিও অবিশ্বাসী ছিল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর নিজেদের অবস্থার উপর আনন্দ প্রকাশার্থে এবং জাহান্নামবাসীদের দুঃখ বেদনা আরো বৃদ্ধি করার নিমিত্তে বলবেন, আল্লাহ নবীদের মাধ্যমে মু'মিনদের জন্য যা ওয়াদা করেছেন আমরা তো তা যথার্থ পেলাম, তোমরা বল, কুফর ও নাফরমানীর উপর যে

শাস্তির কথা বলা হয়েছিল তোমরা তা সত্য পেয়েছ কি? এটা সুস্পষ্ট যে, হ্যাঁ ছাড়া আর কি-ই-বা জবাব থাকতে পারে? তখন জান্নাতবাসীদের আনন্দ এবং জাহান্নামবাসীদের আফসোস আরো বৃদ্ধি করার জন্য একজন ফেরেশতা চিৎকার দিয়ে বলবেন, অভিশম্পাত হোক সেই জালেমদের উপর ...।

(২) يصدون শব্দটি لازم হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন) আর متعدى হিসেবে ধরা হলে অর্থ হবে (মানুষকে) বিরত রাখত বা বাঁধা দিত।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৪ নং আয়াত:

১. জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের সংলাপের বর্ণনা।

২. জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসী একে অপরকে দেখতে ও একে অপরের সাথে কথা বলতে সক্ষম হবে।

৩. আল্লাহ কর্তৃক জান্নাতের নেয়ামত ও জাহান্নামের শাস্তি প্রসঙ্গে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্যের সত্যতার বর্ণনা।

● ৪৫ নং আয়াত:

আল্লাহর পথ হতে বিরত থাকা বা আল্লাহর পথে বাঁধা দেয়া, তাতে বক্রতা অন্বেষণ করা এবং পরকালের প্রতি অবিশ্বাস করা পরকালে হতভাগা হওয়ার কারণ।

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا ۢ بِسِيْمٰهُمْ ۚ وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۘ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ ﴿٤٦﴾

(৪৬) আর এতদুভয়ের মধ্যস্থলে একটি আড়[১] (প্রাচীর) থাকবে এবং আ'রাফের[২] উপর বহুলোক অবস্থান করবে তারা প্রত্যেককে তার লক্ষণ দ্বারা চিনতে পারবে এবং তারা জান্নাতবাসীকে ডেকে বলবে আস্সালামু আলাই-কুম, তারা (আ'রাফবাসীরা) এখনও বেহেশতে প্রবেশ করেনি তারা (তার) আশায় রয়েছে।

وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾

(৪৭) আর যখন তাদের দৃষ্টি অগ্নিবাসীদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে তখন বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এ জালেম সম্প্রদায়ের সহচর[৩] করবেন না।

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ قَالُوْا مَآ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

(৪৮) আর আ'রাফবাসীরা বহুলোককে –যাদেরকে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে– ডাকবে অর্থাৎ, বলবে, তোমাদের দলবল এবং (সত্য গ্রহণে) যে অহংকার তোমরা করতে তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৪৯) এরা কি সে (মুসলমান[৪]) লোক যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে যে, এদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন না, (এখন তো তাদের প্রতি এ আদেশ হল) তোমরা বেহেশতে দাখিল হয়ে যাও। তোমাদের না কোন আশংকা আছে আর না তোমরা দুঃখিত হবে।	اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ؕ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٤٩﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) حجاب অর্থ আঁড় তথা প্রাচীর। এ প্রাচীর বাঁধা হবে জান্নাত-জাহান্নামের মাঝে। কাজেই জান্নাতের নায-নেয়ামত জাহান্নাম পর্যন্ত এবং জাহান্নামের কষ্ট ক্লেশ জান্নাত পর্যন্ত কোনক্রমেই পৌছাবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) জান্নাত-জাহান্নামের মধ্যবর্তী ব্যবধায়ক প্রাচীরের শিখরে অবস্থিত জায়গার নাম "আ'রাফ"। আমল ওজন করার পর যাদের নেকী বদী সমান হবে তারা হবে আরাফবাসী। আর যাদের নেক আমল ভারী হবে তারা হবে জান্নাতী। পক্ষান্তরে যাদের বদ আমল বেশী হবে তারা হবে জাহান্নামী। পরিশেষে আ'রাফবাসী জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের মাঝখানে হওয়ার কারণে উভয় সম্প্রদায়কে তাদের বিশেষ চিহ্নের মাধ্যমে চিনতে পারবে। জান্নাতবাসীদেরকে দেখে তারা সালাম দিয়ে মুবারকবাদ জানাবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) জান্নাত-জাহান্নামের মাঝামাঝি অবস্থানের কারণে তাদের অন্তর আশা নিরাশায় দোদুল্যমান থাকবে। জান্নাতের দিকে তাকাবে তো আশায় মন ভরে উঠবে। জাহান্নামের দিকে তাকাবে তো ভয়ে আল্লাহর কাছে পানাহ চাবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) আ'রাফবাসীরা জান্নাতবাসীদের দিকে ইংগিত করে দোযখীদের বলবে, সেই ভাঙ্গাচুরা জীর্ণশীর্ণ লোকগুলো –যাদেরকে তোমরা তাচ্ছিল্য ভরে বলতে, খোদার রহমত কি এদের উপর হতে পারে?– তাদেরকে তো আজ বলে দেয়া হয়েছে জান্নাতে প্রবেশ কর। অথচ তোমরা তো আযাবে নিক্ষিপ্ত হয়েছ!

আহকাম ও শিক্ষা

- ৪৬–৪৭ নং আয়াতদ্বয়:

১. আ'রাফের বর্ণনা।

২. আ'রাফবাসীদের অন্তর আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান থাকার বর্ণনা।

- ৪৮–৪৯ নং আয়াতদ্বয়:

১. জাহান্নামীদের সাথে আ'রাফবাসীদের কথোপকথনের বর্ণনা।

২. কাফের-মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে অর্থ ও জনবল কোনই উপকারে আসবে না। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. দুর্বল মু'মিনদের জান্নাতে প্রবেশ ও পরকালীন সৌভাগ্য লাভের সু-সংবাদ বর্ণিত হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(৫০) আর অগ্নিবাসীরা জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের উপর সামান্য পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে (কিছু দাও), তারা (জান্নাতবাসীরা) বলবে, আল্লাহ এ উভয় বস্তুই কাফেরদের জন্য হারাম করে রেখেছেন।	وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾
(৫১) যারা নিজেদের ধর্মকে খেলা ও তামাশা বানিয়ে রেখেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছিল, অতএব আমিও আজ তাদেরকে ভুলে যাব যেরূপ তারা আজকের এদিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল। আর যেরূপ তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত।	الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰىهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٥١﴾

আহকাম ও শিক্ষা

- ৫০ নং আয়াত:

১. জান্নাতীদের কাছে জাহান্নামবাসীদের করুণা ভিক্ষার বর্ণনা।

২. কাফেরদের জন্য জান্নাতের খাদ্য-পানীয় হারাম করা হয়েছে।

- ৫১ নং আয়াত:

১. ধর্মের কোন বিষয়কে খেল-তামাশা বানানো হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. পার্থিব জীবনের ধোঁকায় পড়ে আখেরাতকে ভুলে যাওয়ার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

৩. যারা পরকালকে ভুলে থাকবে পরকালে আল্লাহ তাদেরকে ভুলে থাকবেন অর্থাৎ, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন না।

৪. আখেরাতকে স্মরণে রাখার গুরুত্ব বোঝা যায়।

৫. আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করার খারাপ পরিণতি বোঝা যায়।

(৫২) আর অবশ্যই আমি তো তাদের নিকট পাঠিয়েছিলাম এমন এক কিতাব, যাকে আমি (স্বীয়) পরিপূর্ণ জ্ঞানে অতি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছিলাম মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়াত ও রহমতস্বরূপ।	وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِىْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٥٣﴾

(৫৩) তারা কেবল এর (কুরআনের) বাতানো শেষ[১] পরিণাম (শাস্তির ওয়াদা) ব্যতীত আর কিছুরই প্রতীক্ষা করছে না। যেদিন এর (বাতানো) শেষ পরিণতি সমাগত হবে সেদিন যারা একে পূর্ব হতে ভুলে রয়েছিল তারা এরূপ বলবে যে, বাস্তবিক আমাদের প্রতিপালকের রসূলগণ সত্য কথাই এনেছিলেন; সুতরাং এখন কি আমাদের জন্য কোন সুপারিশকারী আছে যে তারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে অথবা আমরা কি পুনরায় প্রেরিত হতে পারি যেন আমরা তার বিপরীত কাজ করতে পারি যা পূর্বে করতাম? নিশ্চয় তারা নিজেদেরকে ক্ষতিতে পতিত করেছে এবং তারা যা মিথ্য রচনা করত (আজ) তৎ সমুদয় তাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে।

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٤﴾

(৫৪) নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহই, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে ছয়[২] দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর অধিষ্ঠিত[৩] হলেন আরশের উপর। তিনি আচ্ছন্ন করে দেন রাত দ্বারা দিনকে এরূপে যে, সে রাত সে দিনের দিকে দ্রুত পৌঁছে এবং সূর্য, চাঁদ ও অন্যান্য নক্ষত্র রাজিকেও (সৃষ্টি করেছেন) এমনভাবে যে, সব তাঁর আজ্ঞাধীন। শুনে রাখ সৃষ্টি করা[৪] এবং আদেশ দান করা তাঁরই (কাজ)। মহিমময় জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ!

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কাফেরেরা কেবল অপেক্ষায় আছে দেখি কুরআনে বর্ণিত আযাব সত্য হয় কি-না। কিন্তু কিয়ামতের দিবসে যখন সে ভুলে যাওয়া শাস্তি সত্য হয়ে সামনে আসবে তখন আর মুক্তির কোন পথ থাকবে না। (বয়ানুল কুরআন)

(২) ছয় দিন বলে এতটুকু সময় বোঝানো হয়েছে যা এ জগতের হিসেবে ছয় দিন হয়। আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন বলে দেন "হয়ে যাও" আর সংগে সংগে হয়ে যায়। এমতাবস্থায় বিশ্ব সৃষ্টিতে ছয় দিন লাগানোর রহস্য হল মানুষকে বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনায় ধারাবাহিকতা ও কর্মপক্বতা শিক্ষা দেয়া। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) استواء অর্থ অধিষ্ঠিত হওয়া আর আরশ বলা হয় রাজ সিংহাসনকে। অধিষ্ঠিত হওয়া ও রাজ সিংহাসন বলতে কি বোঝায় এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ মত হল– সসীম মানব জ্ঞান আল্লাহর অসীম সত্তা ও গুণাবলীর স্বরূপ বুঝতে অক্ষম। সুতরাং এ বিষয়ে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া অর্থহীন বরং ক্ষতিকর। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে এরূপ বিশ্বাস করা উচিত– এসব বাক্যের যে অর্থ আল্লাহ তাআলার উদ্দিষ্ট তাই সত্য ও শুদ্ধ। এর পর নিজে কোন অর্থ উদ্ভাবনের চেষ্টা করাও অনুচিত। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, সবকিছু সৃষ্টি করাও আল্লাহর কাজ আবার সৃষ্টির পর এগুলোকে কাজে নিয়োগ করাও অন্য কারো সাধ্যের বিষয় নয়। বরং তাঁরই অসীম শক্তির কাজ। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

- ৫২ নং আয়াত:

১. কুরআনে সবকিছু স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. কুরআন হেদায়াত ও আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির উপকরণ।

- ৫৩ নং আয়াত:

১. মৃত্যু এবং আযাব প্রত্যক্ষ করতে শুরু করলে সে মুহূর্তে ঈমান আনা দ্বারা কোন উপকার হবে না, যেমন কেয়ামতের দিন ঈমান আনলে তা দ্বারা কোন উপকার হবে না।

২. কেয়ামতের দিন কাফেরদের জন্য কোন সুপারিশকারী থাকবে না।

৩. কাফেরগণ তাদের ঈমান আমল সংশোধনের জন্য আবার দুনিয়াতে আগমনের আশা ব্যাক্ত করবে, কিন্তু তাদের সে আশা পূর্ণ করা হবে না।

- ৫৪ নং আয়াত:

১. দুনিয়ার সময়ের হিসাবে ছয় দিনে আল্লাহ তাআলা আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন।

২. বিশ্ব সৃষ্টিতে ছয় দিন লাগানোর রহস্য হল মানুষকে বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনায় ধারাবাহিকতা ও কর্মপক্বতা শিক্ষা দেয়া। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. আল্লাহর সৃষ্টি ও কুদরতের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٥٥﴾

(৫৫) তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কাছে দুআ কর[১] বিনীতভাবে এবং চুপিচুপি। নিশ্চয় তিনি সীমা অতিক্রমকারীদের[২] পছন্দ করেন না।

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾

(৫৬) আর তোমরা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না তাকে ঠিক করে দেয়ার[৩] পর, আর তোমরা তাকে ডাকতে থাক ভয় ও[৪] আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত নেককারদের নিকটবর্তী।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَهُوَ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیٰحَ بُشْرًۢا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّیِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰی لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿۵۷﴾

(৫৭) আর তিনিই ঐ সত্তা যিনি বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ুরাশি প্রেরণ করেন, এমনকি যখন সে বায়ুরাশি ভারী মেঘমালাকে বহন করে নেয় আমি সে মেঘমালাকে কোন শুষ্ক ভূখণ্ডের দিকে হাঁকিয়ে দেই, অতঃপর সে মেঘমালা থেকে বৃষ্টি ধারা বর্ষণ করি, তৎপর সে পানি দ্বারা সকল প্রকার ফল উৎপন্ন করি। এমনিভাবে আমি মৃতদেরকে (জমিন থেকে) বের করব, যেন তোমরা বুঝতে পার।

وَالْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِیْ خَبُثَ لَا یَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ؕ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّشْكُرُوْنَ ﴿۵۸﴾

(৫৮) আর উৎকৃষ্ট ভূমি, তার ফসল প্রতিপালকের নির্দেশে (প্রচুর) উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট (তার ফসল) সামান্যই[৫] উৎপন্ন হয়। এভাবে আমি নিদর্শনসমূহ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করি ঐ সম্প্রদায়ের জন্য, যারা শোকরগুযারী করে।[৬]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) স্বীয় অভাব অনটন সমাধান ও বিপদ আপদ দূর করার জন্য একমাত্র আল্লাহকে ডাক। এবং স্মরণ ও ইবাদত একমাত্র তারই কর।

(২) দুআয় সীমা অতিক্রম কয়েকভাবে হতে পারে। যথাঃ- (১) দুআয় শাব্দিক লৌকিকতা, ছন্দ ইত্যাদি অবলম্বন করা, (২) দুআয় অনাবশ্যক শর্ত সংযুক্ত করা, (৩) সাধারণ মুসলমানদের জন্য বদ দুআ করা বা এমন কোন বিষয় কামনা করা যা সাধারণ লোকের জন্য ক্ষতিকর। বিনা প্রয়োজনে আওয়াজ উচ্চ করাও এক প্রকার সীমালংঘন। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, পৃথিবীকে ঠিক করে দেয়ার পর। পৃথিবীকে ঠিক করা দুইভাবে হতে পারে। (এক) পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করা, (দুই) নবী রসূল ও আসমানী গ্রন্থ প্রেরণ করে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে পবিত্র করা। সুতরাং আয়াতের অর্থ হল পৃথিবীকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক থেকে সংস্কার করার পর তোমরা এতে কুফর, শিরক ও পাপাচারের মাধ্যমে গোলযোগ ও অনর্থ সৃষ্টি করো না।

(৪) অর্থাৎ, দুআ ও ইবাদতের সময় একদিকে অগ্রাহ্য হওয়ার ভয় থাকবে এবং অপরদিকে তাঁর করুণা লাভের পূর্ণ আশাও রাখবে।

(৫) نكد এর শাব্দিক অর্থ অতি কষ্টে যা উৎপন্ন হয়। এর ভাবার্থ যৎসামান্য।

(৬) অর্থাৎ, যারা মু'মিন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৫-৫৬ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে দুআর কতিপয় আদব বুঝে আসে। যথা:

১. প্রথমত নিজের অক্ষমতা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে দুআ করা। এটা দুআ কবুল হওয়ার জন্য জরুরী শর্ত।

২. গোপনে চুপিচুপি দুআ করা উত্তম এবং কবূলের নিকটতম।

৩. দুআর আরেকটি অ-ভ্যন্তরীণ আদব হল ভয় ও আশা নিয়ে দুআ করা। কেননা, গোনাহের শাস্তি থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া ঈমানের পরিপন্থী। আর আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়াও কুফর। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী থেকে দুআ ও ইবাদত করলে কবূল হবে বলে আশা করা যায়।

৪. দুআর মধ্যে সীমা অতিক্রম করা নিষেধ। (২ নং টীকায় ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

৫. (কুফর, শিরক ও পাপাচারের মাধ্যমে) পৃথিবীতে গোলযোগ ও অনর্থ সৃষ্টি করা নিষেধ।

৬. আল্লাহর রহমত নেককারদের নিকটবর্তী।

● ৫৭-৫৮ নং আয়াতদ্বয়:

১. মু'মিন ও কাফেরের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। মু'মিনের অন্তরকে উৎকৃষ্ট উর্বর ভূমির সাথে এবং কাফেরের অন্তরকে নিকৃষ্ট অনুর্বর ভূমির সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং কুরআনের উপদেশকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে। উর্বর ভূমি যেমন বৃষ্টি থেকে উপকৃত হয়ে থাকে আর অনুর্বর ভূমিতে বৃষ্টি বিফলে যায়, তদ্রূপ কালামুল্লাহর নছীহতের বৃষ্টি মু'মিনের উর্বর অন্তরে বর্ষিত হলে সেখানে বন্দেগী উৎপন্ন হয় আর কাফেরের অনুর্বর অন্তরে বর্ষিত হলে তা বিফলে যায়।

২. আল্লাহ তাআলা বৃষ্টি দ্বারা যেমন অনুর্বর ভূমিতে উৎপাদনের মত জীবনী শক্তি দান করতে সক্ষম, তদ্রূপ তাঁর পক্ষে মৃত মানুষের মধ্যে জীবন সঞ্চার করতঃ তার পুনরুত্থান ঘটানোও মোটেই কঠিন হবে না। ৫৭ নং আয়াতে যা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰی قَوْمِهٖ فَقَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗ ؕ اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ﴿۵۹﴾

(৫৯) নিশ্চয় আমি নূহকে প্রেরণ করেছি তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট। অনন্তর সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বূদ নেই। আমিতো তোমাদের জন্য এক মহা দিবসের[১] শাস্তির আশংকা করছি।

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۶۰﴾

(৬০) তাঁর সম্প্রদায়ের সর্দারগণ বলল, আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।

قَالَ یٰقَوْمِ لَیْسَ بِیْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۶۱﴾

(৬১) সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন ভ্রান্তি নেই, বরং আমি তো সারা জাহানের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রসূল।

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّیْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۶۲﴾

(৬২) আমি তোমাদের নিকট আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ পৌঁছে দেই এবং তোমাদেরকে হিতোপদেশ দেই। আর আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সব বিষয় অবহিত আছি, যা তোমরা অবহিত নও।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৬৩) আর তোমরা কি এ বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্যকার একজন পুরুষের বাচনিক[২] উপদেশ এসেছে, যেন সে তোমাদেরকে সতর্ক করে এবং যেন তোমরা সংযত হও এবং যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও।	اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَ لِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٦٣﴾
(৬৪) অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিল। অনন্তর আমি তাঁকে এবং যারা তাঁর সাথে নৌকায় ছিল তাদেরকে[৩] রক্ষা করলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিলাম। নিশ্চয় তারা ছিল এক অন্ধ[৪] সম্প্রদায়।	فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ﴿٦٤﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কেয়ামত দিবসের।

(২) "বাচনিক" لسان শব্দটি আরবীতে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৩) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা মতে নৌকায় হযরত নূহ (আ.)-এর সঙ্গী ছিল আশি জন। (ইবনে কাছীর)

(৪) বিবেকান্ধ। হক বিষয় অনুধাবনের ক্ষেত্রে তাদের বিবেক-বুদ্ধি অন্ধ ছিল।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৯ নং আয়াত:

১. ৫৯ থেকে ৬৪ নং আয়াতসমূহে হযরত নূহ (আ.) এর দ্বীন প্রচার এবং তাঁর অবাধ্য সম্প্রদায়ের উপর আযাব আসার বর্ণনা রয়েছে। এতে ইংগিত করা হয়েছে যে, মক্কার লোকেরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর ঈমান না আনলে এবং ধর্মদ্রোহিতা থেকে বিরত না হলে তাদেরকেও অনুরূপ ধ্বংস হতে হবে। বস্তুতঃ মক্কার অধিকাংশ অবাধ্য লোকই বদর প্রভৃতি যুদ্ধে ঐ পরিণতি দেখেছিল।

২. এসব আয়াত দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়তের সত্যতাও প্রমাণিত হয়। কেননা, একজন নিরক্ষর লোকের পক্ষে শত শত বৎসরের প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা ওহী দ্বারা অবগত হওয়া ব্যতীত যথাযথভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

৩. "আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি।"– এ থেকে বোঝা যায় যে, হযরত নূহ (আ.) শুধু স্বজাতির নিকট নবী হিসেবে প্রেরিত হন। তিনি সমগ্র বিশ্বের নবী ছিলেন না। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

● ৬০–৬২ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতগুলিতে হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের পীড়াদায়ক ও মর্মন্তুদ কথা এবং হযরত নূহ (আ.)-এর ক্রোধান্বিত হওয়ার পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ ও সাদাসিধে ভাষায় তাদের সন্দেহ নিরসনের প্রচেষ্টার কথা বর্ণিত হয়েছে। ধর্ম প্রচারকদেরকে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

● ৬৩ নং আয়াত:

১. মানুষকে রসূল করা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। বরং রেছালাতের উদ্দেশ্য মানুষের মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে- ফেরেশতাদের দ্বারা নয়।

২. নবীদের দায়িত্ব মানুষকে সতর্ক করা।

৩. নবীকে মান্য করলে মানুষের প্রতি আল্লাহর রহমত নাযেল হয়।

● ৬৪ নং আয়াত:

১. পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করলে আল্লাহর আযাব-গযব নাযেল হয়। এ কালের লোকদেরও এ থেকে ভয়মুক্ত হওয়া উচিত নয়।

২. আল্লাহর তা'আলা কর্তৃক হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর অনুসারীদেরকে নৌকায় আরোহণ করিয়ে মুক্তি দান এবং তাঁর অবাধ্য সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করে মারার বর্ণনা রয়েছে। এর মধ্যে অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষা রয়েছে।

(৬৫) আর আমি আদ[১] (জাতি)-এর প্রতি তাদের ভ্রাতা হূদকে প্রেরণ করলাম। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবূদ নেই। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না?	وَ اِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٦٥﴾
(৬৬) তাঁর সম্প্রদায়ের কাফের সরদাররা বলল, নিশ্চয় আমরা তো দেখছি তোমার বুদ্ধি কম এবং আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি।	قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِىْ سَفَاهَةٍ وَّ اِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦٦﴾
(৬৭) সে বলল, হে আমার কওম! আমার মধ্যে মোটেই বুদ্ধির স্বল্পতা নেই, বরং আমি তো সারা জাহানের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (প্রেরিত) রসূল।	قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٧﴾
(৬৮) আমি তোমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছি আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ। আর আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী।	اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ﴿٦٨﴾

www.maktabatulabrar.com
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَّزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾

(৬৯) আর তোমরা কি এ বিষয়ে আশ্চর্য বোধ করছ যে, তোমাদের কাছে, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্যকার একজন পুরুষের বাচনিক[২] উপদেশ এসেছে যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে? আর স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদেরকে নূহ সম্প্রদায়ের পর পৃথিবী-তে প্রতিনিধি করেছেন[৩] এবং দৈহিক গঠনে তোমাদেরকে অধিক প্রশস্ততা দান করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নেয়ামতসমূহ স্মরণ কর, হয়ত তোমরা কামিয়াব হবে।

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾

(৭০) তারা বলল, তুমি কি আমাদের নিকট এজন্য এসেছ যে, আমরা শুধু আল্লাহরই ইবাদত করি, আর আমাদের বাপ-দাদারা যার পূজা করত, তা ছেড়ে দেই? তাহলে তুমি আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ[৪] তা আমাদের নিকট আনয়ন কর, তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক।

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿٧١﴾

(৭১) সে বলল, তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আযাব-গযব তো ঘটল![৫] তোমরা কি আমার সঙ্গে বিতর্ক করছ এমন কতকগুলি নাম[৬] সম্বন্ধে, যা রেখেছ তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা; যে সম্বন্ধে আল্লাহ কোন প্রমাণ নাযেল করেননি? অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে একজন প্রতীক্ষমান রইলাম।

فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾

(৭২) যাহোক আমি তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম। আর ঐ সব লোকদের মূল কর্তন করে দিলাম[৭] যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিল এবং মু'মিন ছিল না।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "আদ" মূলত এক ব্যক্তির নাম ছিল, তার বংশধরকেও তার নামানুসারে আদ বলা হত। আদ ছিল হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র "সাম' এর বংশধরদের একজন। বর্তমান সৌদী আরবের দক্ষিণে "আহ্কাফ" নামক অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। শারিরিকভাবে অত্যন্ত সুঠাম দেহী ও বিরাটকায় ছিল তারা। এই সম্প্রদায়ের কাছে হযরত হূদ (আ.) কে নবী রূপে প্রেরণ করা হয়। হযরত হূদ (আ.) ছিলেন আদ-এর বংশগত ভাই।

(২) "বাচনিক" শব্দটি আরবীতে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৩) অর্থাৎ, নূহ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পর তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, আল্লাহর আযাব ও গযবের।

(৫) অলংকার শাস্ত্রের নিয়মানুসারে আযাব ঘটা নিশ্চিত হওয়ায় অতীত শব্দ (ঘটল) দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। (কাশ্শাফ অবলম্বনে)

(৬) দেব-দেবীদের নাম।

(৭) মূল কর্তন করে দেয়ার অর্থ সমূলে ধ্বংস করে দেয়া। (জালালাইন) তাদের উপর সাতদিন ও আট রাত পর্যন্ত প্রচন্ড ঝড় বইতে থাকে। যার ফলে কেবল হযরত হূদ (আ.) ও মু'মিনগণ ব্যতীত সমগ্র কওম ধ্বংস হয়ে যায়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী) [সূরা আল-হাক্কা: ৬, ৭ ও ৮ আয়াত দ্র.]

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৬-৭২ নং আয়াতসমূহ:

১. আয়াতসমূহে আদ জাতির নিকট হযরত হূদ (আ.) কে প্রেরণ, হযরত হূদ (আ.)-এর দাওয়াত ও আদ জাতির অবাধ্যতা এবং পরিণামে তাদের ধ্বংস হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. এ কাহিনীতে গাফেল মানুষদের আল্লাহকে স্মরণ এবং অবাধ্য লোকদের সতর্ক হওয়ার শিক্ষা রয়েছে।

৩. হযরত হূদ (আ.)-এর প্রতি নির্বোধ, মিথ্যুক প্রভৃতি অশালীন ও কটু মন্তব্য করা স্বত্ত্বেও তিনি যে পয়গম্বরসুলভ শালীনতা, দয়া ও হিতৈষণার মনোভাব নিয়ে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে গেছেন, তা থেকে দাওয়াত, তাবলীগ ও ধর্ম প্রচারের কর্মীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

৪. "সে বলল, হে আমার কওম! আমার মধ্যে মোটেই বুদ্ধির স্বল্পতা নেই"- এ থেকে নিজের উপর আরোপিত ভিত্তিহীন অভিযোগ খণ্ডন করার বিধিবদ্ধতা প্রমাণিত হয়।

৫. "আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত হিতাকাংখী।"- এ থেকে বিশ্বস্ততা ও সদুপদেশ প্রদান এবং অন্যের জন্য হিত কামনার শিক্ষা পাওয়া যায়।

৬. আল্লাহর নেয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে নসীহত করা উত্তম। (তাতে শোকরের মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে।)

৭. মূর্তিপূজার পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন দলীল নেই।

৮. আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ও ঈমান না আনা ধ্বংসের কারণ।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾

(৭৩) আর আমি ছামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহকে প্রেরণ করলাম।[১] সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মা'বূদ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে। এই আল্লাহর উটনী[২] তোমাদের জন্য প্রমাণ স্বরূপ। অতএব এ-কে আল্লাহর জমিনে খেয়ে বেড়াতে দাও এবং কোন অসৎ উদ্দেশ্যে তাকে স্পর্শও করবে না, তাহলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদেরকে পাকড়াও করবে।

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٧٤﴾

(৭৪) আর স্মরণ করো, যখন আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানালেন এবং ভূ-পৃষ্ঠে[৩] তোমাদেরকে ঠিকানা দিলেন। তোমরা নরম ভূমিতে[৪] অট্টালিকা নির্মাণ কর এবং পাহাড়গুলি খুঁড়ে খুঁড়ে গৃহ নির্মাণ কর।[৫] সুতরাং তোমরা আল্লাহর নেয়ামতসমূহ স্মরণ করো এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ করে বেড়িও না।[৬]

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٥﴾

(৭৫) তাঁর সম্প্রদায়ের অহংকারী সর্দাররা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, তাদেরকে –অর্থাৎ, তাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে– বলল, "তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, সত্যিই সালেহ তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত রসূল?" তারা বলল, তিনি যা কিছুসহ প্রেরিত হয়েছেন তার প্রতি আমরা সত্যিই ঈমান রাখি।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِىْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٧٦﴾

(৭৬) অহংকারীরা বলল, তোমরা যার প্রতি ঈমান এনেছ আমরা তো সে ব্যাপারে অস্বীকারকারী।

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧٧﴾

(৭৭) অতঃপর তারা সে উটনীকে হত্যা করল[৭] এবং স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ[৮]অমান্য করল। আর বললঃ হে সালেহ! তুমি যদি রসূলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক, তাহলে আমাদেরকে যে (আযাব) সম্বন্ধে ভয় দেখাও তা আমাদের নিকট আনয়ন কর।

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٧٨﴾

(৭৮) ব্যস, ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল। ফলে সকাল বেলায় তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।[৯]

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٧٩﴾

(৭৯) অতঃপর সে তাদের কাছ থেকে ফিরে গেল এবং বলল,[১০] হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদের প্রতিপালকের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিয়েছি, কিন্তু তোমরা হিতোপদেশ দানকারীদেরকে পছন্দ কর না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "ছামূদ" হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র সাম-এর বংশধরদের একজন। প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, নূহের পুত্র সাম, সামের পুত্র ইরাম, ইরামের পুত্র আওস এবং আওস-এর পুত্র আদ। আর ইরামের অপর পুত্র জাসুর এবং মতান্তরে আবরের পুত্র হল ছামূদ। এ মতানুসারে আদ ও ছামূদ ইরামেরই দু'টি শাখা। আদ সম্প্রদায়কে ইরাম এবং আদে উলা বা প্রথম আদও বলা হয়। ছামূদ সম্প্রদায় হিজ্‌র নামক এলাকায় (বর্তমান সৌদী আরবের মদীনা থেকে উত্তরে। একে বর্তমানে সধারণত "মাদায়েনে সালেহ" বলা হয়) বসবাস করত।

(২) ছামূদ সম্প্রদায়ের লোকেরা হযরত সালেহ (আ.)-এর কাছে দাবী করল যে, আপনি যদি বাস্তবিকই আল্লাহর পয়গম্বর হন, তবে আমাদেরকে (কাতেবা নামক) পাহাড়ের মধ্য থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী, সবল ও স্বাস্থ্যবতী উটনী বের করে দেখান। তিনি দুআ করলে পাহাড় ফেটে অনুরূপ উটনী বের হয়ে আসে। (মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত)

(৩) অর্থাৎ, হিজ্‌র-ভূমিতে।

(৪) এখানে من سهولها অব্যয়টি في অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন টীকা)

(৫) এক বর্ণনা মতে ছামূদ জাতি নরম বা সমতল ভূমিতে যে অট্টালিকা নির্মাণ করত তাতে তারা গ্রীষ্মকালে বাস করত আর পাহাড় গাত্র খোদাই করে যে গৃহ নির্মাণ করত, তাতে শীতকালে বাস করত। (জালালাইন)

(৬) কুফর শির্‌ক দ্বারা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। অতএব তা থেকে বিরত হও এবং ঈমান আনয়ন কর।

(৭) বর্ণিত আছে উটনীটি এক বিরাট আকারের পশু ছিল, তদুপরি আল্লাহ তাআলা এ উটনীকেই সম্প্রদায়ের জন্য সর্ব শেষ পরীক্ষার বিষয় করেছিলেন। সবকিছু মিলিয়ে সে জনপদের সব মানুষ ও জীব-জন্তু যে কুয়া থেকে পানি পান করত উটনী সে কুয়ার সব পানি পান করে ফেলত। সেদিন আর কেউ বা কোন পশু পানি পেত না। তাই হযরত সালেহ (আ.) পালা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে, এক দিন এই উটনী পানি পান করবে এবং অন্য দিন অন্যরা। ফলে এ উটনীর কারণে ছামূদ জাতির বেশ অসুবিধে হওয়ায় তারা কুদার নামক এক দুর্দান্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করল। সে উটনীকে হত্যা করে দিল।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অবশেষে ভূমি-কম্পে আক্রান্ত হয়ে হযরত সালেহ (আ.) ও তাঁর অনুসারী মু'মিনগণ ব্যতীত সকলে মৃত্যু মুখে পতিত হল। অন্য এক আয়াতের মর্মানুসারে উপর দিক থেকে ভিষণ চিৎকার ও বিকট শব্দও এসেছিল। (মাআরিফুল কুরআন, বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন)

(৮) অর্থাৎ, তাওহীদ ও রেছালাতকে স্বীকার করার আদেশ। (বয়ানুল কুরআন)

(৯) অর্থাৎ, যে যে অবস্থায় ছিল, সে সেভাবেই মৃত্যু মুখে পতিত হল। (মাআরিফুল কুরআন)

(১০) কথিত আছে– ছামূদ সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ার পর হযরত সালেহ (আ.) মক্কা বা শাম দেশে চলে যান। যাওয়ার সময় ছামূদগোত্রের লাশের স্তূপের দিকে তাকিয়ে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

ভিন্ন এক মতে তিনি হিজ্‌র এলাকা ছেড়ে ইয়েমেনের হাদরামাওত গমন করেন এবং সেখানেই তাঁর ওফাত হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৩ নং আয়াত:

১. হযরত সালেহ (আ.) ছামূদ গোত্রের নিকট নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন।

২. হযরত সালেহ (আ.) এক আল্লাহরই ইবাদতের দাওয়াত দিয়েছেন। এমনিভাবে সব পয়গম্বরের শরীয়তই অভিন্ন ছিল, সকলেই তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। ধর্মের মূল বিশ্বাসসমূহে সব পয়গম্বরই একমত।

৩. মু'জিযা স্বরূপ হযরত সালেহ (আ.) কে উটনী দান করা হয়েছিল।

● ৭৪ নং আয়াত:

১. দুনিয়াতে কাফেরদেরকেও আল্লাহর নেয়ামত দান করা হয়, যেমন ছামূদ জাতিকে দেয়া হয়েছিল।

২. ছামূদ গোত্র ছিল আদ গোত্রের পরে।

৩. কোন শিল্পে দক্ষতাও আল্লাহর নেয়ামত। সুউচ্চ প্রাসাদ ও অট্টালিকা নির্মাণও আল্লাহর নেয়ামত এবং বৈধ। তবে এগুলো মানুষকে গাফেল করে দেয় বিধায় নবী, রসূল ও ওলীগণ এগুলো পছন্দ করেননি। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত)

৪. আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করা ওয়াজিব।

৫. পৃথিবীতে ফ্যাসাদ করা নিষেধ। (কুফ্‌র ও শিরকের মাধ্যমে এই ফ্যাসাদ ঘটে থাকে।)

● ৭৫–৭৬ নং আয়াতদ্বয়:

১. আয়াতদ্বয়ে ছামূদ জাতির কাফের ও মু'মিন এই দুই দলের মধ্যকার সংলাপের কথা উল্লেখিত হয়েছে। প্রথম আয়াত থেকে বোঝা যায় পূর্ববর্তী সব উম্মতের মধ্যে এই হয়েছে যে, সম্প্রদায়ের বিত্তশালী ও প্রধানরা পয়গম্বরদের দাওয়াত কবূল করেনি। যার ফলে তারা ইহকালেও ধ্বংস হয়েছে এবং পরকালেও ধ্বংসের যোগ্য হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. সাধারণতঃ দরিদ্র ও দূর্বল শ্রেণীর লোকেরাই তুলনামূলক নবীদের অনুসারী বেশী হয়ে থাকে।

● ৭৭–৭৮ নং আয়াতদ্বয়:

১. ছামূদ গোত্রের উটনীর ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশের অবাধ্যতা এবং তাদের ধ্বংস হওয়ার বর্ণনা।

২. ভূমিকম্প দিয়ে ছামূদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়।

● ৭৯ নং আয়াত:

১. হযরত সালেহ (আ.) কর্তৃক মৃতদেরকে সম্বোধন করে উপরোক্ত কথা বলা থেকে বোঝা যায় মৃতরাও শুনতে পায়। (বয়ানুল কুরআন) তবে কেউ নিজের ইচ্ছায় তাদেরকে শোনানোর ক্ষমতা রাখে না।

২. আল্লাহর বাণী ও প্রয়োজনীয় উপদেশ আসার পূর্বে কোন সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয় না।

৩. উপদেশ দানকারী তথা উপদেশকে পছন্দ না করা মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে এবং এটা কাফের সুলভ মনোবৃত্তি।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾	(৮০) এবং স্মরণ কর[১] লূতকে, যখন সে তাঁর সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ-ই করেনি?[২]
اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨١﴾	(৮১) তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষদের নিকট গমন কর। বরং তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।
وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٨٢﴾	(৮২) আর তাঁর সম্প্রদায়ের কোন উত্তর ছিল না এ কথা বলা ছাড়া যে, তোমরা ওদেরকে তোমাদের নগরী থেকে বের করে দাও; ওরাতো এমন লোক, যারা অতি পবিত্র থাকতে চায়।
فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٨٣﴾	(৮৩) অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর স্ত্রী ব্যতীত তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করলাম। সে (তাঁর স্ত্রী) তাদের অন্তর্ভুক্ত রয়ে গেল যারা পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল।[৩]
وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ؕ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٨٤﴾	(৮৪) আর আমি তাদের উপর খুব (প্রস্তর) বর্ষণ করলাম।[৪] অতএব দেখত! কিরূপ হয়েছিল এই অপরাধীদের পরিণাম!

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "স্মরণ কর" কথাটি আরবীতে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(২) লূত-সম্প্রদায় পুরুষদের সাথে যৌন অনাচারে প্রবৃত্ত হত। তারা ছিল ছাদূম এলাকার অধিবাসী। এলাকাটি মৃত সাগরের তীরে অবস্থিত ছিল। হযরত লূত (আ.) তাদের হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হন।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৩) হযরত লূত (আ.)-এর এক স্ত্রী গোপনে কাফের ছিল। সে পশ্চাতে অর্থাৎ, যেখানে লূত সম্প্রদায় আযাবে ধ্বংস হয়েছিল সেখানে থেকে গেল এবং তাদের সংগে সেও ধ্বংস হল।

(৪) লূত সম্প্রদায়ের আযাবের বিস্তারিত বিবরণের জন্য সূরা হুদের ৮১, ৮২ ও ৮৩ আয়াতসমূহ দ্র.।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮০-৮১ নং আয়াতদ্বয়:

১. আয়াতদ্বয়ে লূত সম্প্রদায়ের স্বভাব বিরুদ্ধ নির্লজ্জ কাজের কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, একাজ তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ করেনি। এতে ইংগিত করা হয়েছে যে, তারাই এই জঘন্য অপরাধের প্রচলন ঘটিয়েছে। অতএব তাদের একাজে প্রভাবিত হয়ে কেয়ামত পর্যন্ত যতজন এ পাপে লিপ্ত হবে তাদের সমপরিমাণ গোনাহও তাদের ঘাড়ে চেপে বসবে।

২. দ্বিতীয় আয়াতে "নারীদেরকে বাদ দিয়ে" কথাটির মধ্যে এই ইংগিত রয়েছে যে, মানুষের স্বভাবজাত কামনা-বাসনা পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ নারীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে বিয়ে করার মাধ্যমে হালাল পন্থায় প্রবৃত্তির বাসনা পূর্ণ করাই কাম্য।

● ৮৩-৮৪ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ে আসমানী শাস্তি আগমনের কথা বর্ণিত হয়েছে। এ আযাব থেকে শুধু হযরত লূত (আ.) ও তাঁর কয়েকজন অনুগামী রক্ষা পান। অবশিষ্টগণ আযাবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, যারা একাজ করে, তাদেরকে ঐ রকম শাস্তিই দেয়া উচিত, যেমন লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়কে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হয়েছে এবং মাটি উল্টে দেয়া হয়েছে। তাই এরূপ ব্যক্তিকে কোন উঁচু পাহাড় থেকে নীচে ফেলে দিয়ে উপর থেকে প্রস্তর বর্ষণ করা উচিত। মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেছেন, এ কাজে জড়িত উভয় ব্যক্তিকে হত্যা কর। (মাআরিফুল কুরআন)

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨٥﴾

(৮৫) এবং মাদইয়ান[১] (বাসী)-এর প্রতি তাদের ভাই শুআয়বকে প্রেরণ করলাম। সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বূদ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ[২] এসেছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণরূপে দিও এবং লোকদেরকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিও না। আর ভূ-পৃষ্ঠে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না তার সংস্কার সাধন করার পর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨٦﴾

(৮৬) আর তোমরা পথে-ঘাটে এই উদ্দেশ্যে বসে থেকে না যে, তাঁর (আল্লাহর) প্রতি যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ভয় দেখাবে এবং আল্লাহর পথ থেকে প্রতিরোধ করবে আর তাতে বক্রতা তালাশ করবে। এবং স্মরণ করো যখন তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে সংখ্যায় বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। আর লক্ষ্য কর ফ্যাসাদকারীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল।

وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِىْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

(৮৭) আর যদি তোমাদের মধ্য থেকে একদল ঐ বিষয়ের প্রতি ঈমান আনে, যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং একদল ঈমান না আনে, তবে ধৈর্য ধারণ কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন। আর তিনি সমস্ত মীমাংসাকারীদের অপেক্ষা উত্তম।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "মাদইয়ান" সৌদী আরবের উত্তর পশ্চিমের একটি অঞ্চলের নাম। এই মাদইয়ান অধিবাসীদের নিকট হযরত শুআইব (আ.) নবীরূপে প্রেরিত হন। তিনি তাদেরকে তাওহীদ ও ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেন। আর সেই সম্প্রদায় মাপে ও ওজনে কম দিতে অভ্যস্ত ছিল। তিনি তাদেরকে এই অভ্যাস পরিত্যাগ করারও উপদেশ দেন। কিন্তু অল্প কয়েকজন লোক ব্যতীত গোটা সম্প্রদায়ই তাঁকে অমান্য করে এবং তাঁকে বিতাড়িত করতে উদ্যত হয়। ফলে তাদের উপর আযাব আপতিত হয়। বস্তুত মাপে ও ওজনে পাওনার চাইতে কম দেয়া হারাম।

(২) "স্পষ্ট প্রমাণ" বলে ঐ সব মুজিযাকে বোঝানো হয়েছে যা হযরত শুআয়ব (আ.)কে দেয়া হয়েছিল- যা তাওহীদ ও তাঁর নবুয়তের প্রমাণ ছিল।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৫ নং আয়াত:

১. হযরত শুআইব (আ.) মাদইয়ানবাসীদের নিকট নবী হিসেবে প্রেরিত হন।
২. হযরত শুআইব (আ.)ও অন্যান্য নবীগণের ন্যায় তাওহীদ ও ইবাদতের দাওয়াত দেন।
৩. হযরত শুআইব (আ.)ও আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজিযা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।
৪. কওমে শুআইবের বিশেষ দুটি দোষ ছিল। তা হল মাপে ও ওজনে কম দেয়া।
৫. ফ্যাসাদ করা নিষেধ।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ৮৬ নং আয়াত:

১. পূর্ববর্তী আয়াতে কওমে শুআয়বের দুটি দোষের কথা বলা হয়েছে, তা হল মাপে ও ওজনে কম দেয়া। অত্র আয়াতে তাদের আর একটি দোষের কথা উল্লেখ করত তা থেকে বিরত হওয়ার উপদেশ উল্লেখিত হয়েছে। তারা রাস্তা ঘাটে ওঁৎ পেতে বসে থাকত এবং পথিকদেরকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে তাদের ধন-সম্পদ লুটে নিত এবং হযরত শুআয়ব (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনতে বাঁধা দিত। আল্লামা কুরতুবী বলেন, যারা পথে বসে শরীয়ত বিরোধী অবৈধ ট্যাক্স আদায় করে তাঁরাও হযরত শুআয়ব (আ.)-এর কওমের ন্যায় অপরাধী। বরং তাদের চেয়েও অধিক অত্যাচারী ও দুষ্কৃতিকারী। (মাআরিফুল কুরআন)

২. আয়াতের শেষে "ফ্যাসাদের পরিণাম কিরূপ ছিল?" বলে ফ্যাসাদ করা থেকে মানুষকে হুশিয়ার করে দেয়া হয়েছে।

● ৮৭ নং আয়াত:

আয়াতে একটি সন্দেহের জওয়াব দেয়া হয়েছে। হযরত শুআইব (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী এবং কাফের উভয় দলই বাহ্যিকভাবে একই রকম আরাম-আয়েশে থাকায় কাফেরদের সন্দেহ হয়েছিল যে, কাফের হওয়া অপরাধ হলে তাদের তো শাস্তি হত। আল্লাহ বলেছেন, তোমরা একটু সবুর কর; এখন অপরাধীদেরকে অবকাশ দেয়া হচ্ছে, তাদের অপরাধ চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেলেই চূড়ান্তভাবে তাদের উপর আযাব নাযেল হবে এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মীমাংসা হয়ে যাবে। (মাআরিফুল কুরআন অবলম্বনে)

৮ নং পারা সমাপ্ত

পারা-৯

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ﴿۸۸﴾	(৮৮) তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দাররা বলল, হে শুআইব! আমরা অবশ্যই তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মে ফিরে আসতে হবেই। সে বলল, তবে কি আমরা তা অপছন্দ করলেও?[১]
قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ﴿۸۹﴾	(৮৯) আমরা তো আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হয়ে যাব, যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই, আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দেয়ার পর তাতে ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, যদি না আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে ফয়সালা করে দিন। আর আপনিই তো শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী।[২]
وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿۹۰﴾	(৯০) এবং তার সম্প্রদায়ের কাফের সর্দাররা বলল, তোমরা যদি শুআইবের অনুসরণ করই তবে তো তোমরা নিশ্চিতই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৩]
فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿۹۱﴾	(৯১) অতঃপর তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করল। ফলে নিজ নিজ গৃহের মধ্যে অধঃমুখে পতিত অবস্থায় তাদের সকাল হল।[৪]
اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۚ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۹۲﴾	(৯২) যারা শুআইবের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল তারা যেন কোনদিন সেখানে বসবাসই করেনি। যারা শুআইবের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল।[৫]

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৯৩) তখন সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে চলল এবং বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার প্রতিপালকের পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিয়েছি। সুতরাং আমি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য কী করে আক্ষেপ করি।[৬]	فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٩٣﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত শুআইব (আ.) কে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছিল, আপনি যদি সত্যপন্থী হতেন, তবে আপনার অনুসারীরা সমৃদ্ধ হত এবং অমান্যকারীদের উপর আযাব আসত। অথচ উভয় দল সমভাবে আরামে জীবন যাপন করছে। সুতরাং আমরা কিভাবে আপনাকে সত্যপন্থী বলতে পারি? উত্তরে হযরত শুআইব (আ.) বললেন, তাড়াহুড়া কিসের? অতিসত্তর আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন। তখন তাঁর সম্প্রদায়ের অহংকারী লোকেরা বলল, হে শুআইব হয় তুমি ও তোমার অনুসারীরা (মু'মিনরা) আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে, না হয় আমরা তোমাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে তাড়িয়ে দেব।

তাদের ধর্মে ফিরে আসা কথাটা মু'মিনদের ক্ষেত্রে যথার্থই প্রযোজ্য। কারণ, তারা পূর্বে তাদের ধর্মেই ছিল পরে হযরত শুআইব (আ.)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু হযরত শুআইব (আ.) কখনো তাদের মিথ্যা ধর্মের অনুসারী ছিলেন না। এমতাবস্থায় তাঁকে তাদের ধর্মে ফিরে যাওয়ার কথা সম্ভবতঃ এ কারণে বলা হয়েছে যে, নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে হযরত শুআইব (আ.) তাদের বাতিল কথাবার্তা দেখে চুপ থাকতেন। ফলে তার সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল যে, তিনিও তাদেরই ধর্মের অনুসারী। ঈমানের দাওয়াত দেয়ার পর তারা জানতে পারল যে, তিনি তাদের ধর্মের অনুসারী নন অথবা তিনি তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছেন। হযরত শুআইব (আ.) তাদের এ ধমকের উত্তরে বললেন, তোমাদের ধর্মাদর্শ যদি আমাদের অপছন্দ হয় তবুও কি আমাদেরকে তোমাদের ধর্মে ফিরে যেতে হবে? এটা কখনো হতে পারে না। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) হযরত শুআইব (আ.) তো প্রথম থেকেই তাদের মিথ্যা ধর্মের অনুসারী ছিলেন না। আল্লাহ তা'আলা তাকে এ থেকে প্রথমেই রক্ষা করেছেন। তা ছাড়া অন্যান্য মু'মিনগণ প্রথমে তাদের ধর্মের অনুসারী থাকলেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও এ থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। এরপরও মিথ্যা ধর্মকে সত্য বলে গ্রহণ করে নেয়াই আল্লাহর উপর এই অপবাদ দেয়া যে, তিনিই বুঝি এ মিথ্যা ধর্ম অবতীর্ণ করেছেন। আসলে তা নয়; সুতরাং হযরত শুআইব (আ.) বললেন যে, আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, হাঁ আল্লাহ তা'আলা যদি কাউকে ধর্মান্তরিত করে ফেলেন, তার প্রকৃত হেকমত ও তাৎপর্য তাঁরই জানা রয়েছে। তোমাদের ধর্মতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমরা আল্লাহ তা'আলার উপরই ভরসা করি এবং আমরা এই দুআ করি যেন আল্লাহ তা'আলা আমাদের মাঝে ন্যায্য ফয়সালা করে দেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, তোমরা পূর্ব পুরুষদের ধর্ম ছেড়ে ধর্মীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তার কথামত ব্যবসায় পূর্ণ মাপ-ঝোঁক দিয়ে বৈষয়িক দিক থেকেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) বিভিন্ন আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, তাদের উপর তিন ধরনের আযাব এসেছিল, বজ্রাগ্নিময় মেঘমালা, বজ্রধ্বনি ও ভূমিকম্প। প্রথমে মেঘমালা থেকে বজ্রাগ্নি বর্ষিত হয়, তার সাথে ছিল বিকট বজ্রধ্বনি এবং ভূমি থেকে শুরু হয় ভূমিকম্প। ফলে তারা সবাই নেস্তনাবূদ হয়ে যায়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, যারা হযরত শুআইব (আ.) ও তার অনুসারীদেরকে জনপদ থেকে বের করে দেয়ার জন্য ধমক দিয়েছিল তারাই নির্মূল হয়ে গেল। যারা বলেছিল যে, হযরত শুআইব (আ.)-এর অনুসারী-রা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তারাই পরে ক্ষতিগ্রস্ত হল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) অর্থাৎ, যাদেরকে আমি বিভিন্নভাবে বুঝিয়েছি, উপদেশ দিয়েছি এবং বিভীষিকাময় পরিণাম সম্পর্কে ভয় দেখিয়েছি, কিন্তু তারা কোন রকম কর্ণপাত করেনি, অধিকন্তু নিষ্ঠাবান শুভানুধ্যায়ীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের ধ্বংসের জন্য দুঃখ করে কী লাভ? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৮ নং আয়াত:

১. মানুষের চিরাচরিত ধর্ম হচ্ছে, জালেম ও অহংকারী লোকেরা তাদের অসার কথাবার্তা নিয়ে সত্যের মুখোমুখি সংঘাতে অবতীর্ণ হয়। যখন তারা সত্যের সম্মুখে পরাজিত হয় তখন তারা সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে সত্যের সামনে আত্মসমর্পন করা ও সত্যকে গ্রহণ করার পরিবর্তে সত্যপন্থীদের উপর শক্তি প্রয়োগ করে এবং তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা ও নানারকম অত্যাচার করে তাদেরকে অসত্য গ্রহণে বাধ্য করার জন্য চেষ্টা চালায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. সত্যপন্থীদের পক্ষে উচিত নয় যে, বাতিল ও অসত্যকে চেনার পর যখন সেই বাতিল ও অসত্যের প্রতি আহবান করা হয় তখন তার সাথে আপোস করা এবং সত্য পরিত্যাগ করে অসত্যকে গ্রহণ করে বসা। (প্রাগুক্ত)

● ৮৯ নং আয়াত:

১. আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত। সেমতে আল্লাহ তা'আলা যদি কাউকে ধর্মান্তরিত করে ফেলেন, তার প্রকৃত হেকমত ও তাৎপর্য তাঁরই জানা রয়েছে।

২. শত্রু কর্তৃক ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হলেও আল্লাহর উপর ভরসা করা ও সত্যের উপর অবিচল থাকা ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. হক ও বাতিলের মাঝে ফয়সালার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করার বিধিবদ্ধতা প্রমাণিত। (প্রাগুক্ত)

● ৯০ নং আয়াত:

দ্বীনের জ্ঞান ও হেদায়াত না থাকলে তখন মানুষ সঠিক পথের অনুসরণকে ক্ষতির কারণ মনে করে।

● ৯১-৯২ নং আয়াতদ্বয়:

১. কওমে শুআইবের ধ্বংস হওয়ার বর্ণনা।

২. জুলুম, হঠকারিতা ও দ্বীনের সাথে সংঘাতে অবতীর্ণ হওয়ার পরিণাম হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ৯৩ নং আয়াত:

১. জুলুম ও অপরাধের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্তদের জন্য কোন রকম দুঃখ ও আক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. জালেম সম্প্রদায়ের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পরও তাদেরকে শাসানো যায়, যেমন হযরত শুআইব (আ.) করেছেন। বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের সাথেও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ করেছিলেন। (প্রাগুক্ত)

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ﴿٩٤﴾

(৯৪) আর আমি যে জনপদেই কোন নবী পাঠিয়েছি তার অধিবাসীদেরকে অভাব অনটন ও রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত করেছি, যাতে তারা নতি স্বীকার করে।[১]

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩٥﴾

(৯৫) অতঃপর দূরাবস্থার স্থলে সুঅবস্থার পরিবর্তন করে দিয়েছি। অবশেষে তারা (ধনে-জনে) সমৃদ্ধ হয়েছে এবং বলতে শুরু করেছে, আমাদের পূর্ব পরুষদের উপরও তো এমন সুখ দুঃখ এসেছে। এরপর আমি তাদেরকে অকস্মাৎ পাকড়াও করেছি; অথচ তারা টের পাচ্ছিল না।[২]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১, ২) নবীগণের আবির্ভাবের সময় সাধারণত লোকেরা যখন তাদের অস্বীকার করা ও বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয় তখন আল্লাহ তাআলা সতর্কীকরণের জন্য প্রথমে তাদের অভাব-অসুস্থতা ও নানা রকম কষ্ট-ক্লেশে আক্রান্ত করেন, যাতে তারা বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত হয়ে আল্লাহর পথে ধাবিত হয়। কিন্তু এতে তাদের সংশোধন না হলে তখন তাদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেয়া হয়, যাতে তারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়ে আল্লাহর পথে এগিয়ে আসে অথবা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মোহে আরো গাফেল হয়ে উঠে। যখন তারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েও আল্লাহর পথে এগিয়ে না এসে আরো অহংকারী হয়ে উঠে তখন আকস্মিকভাবে তাদের উপর আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হয়। পূর্ববর্তী অনেক উম্মতের সাথেও এই একই ব্যবহার হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৪–৯৫ নং আয়াতদ্বয়:

১. পূর্ববর্তী জাতিসমূহ সত্যের বিরুদ্ধাচরণ ও কুফরীর উপর অটল থাকার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর যে আযাব অবতীর্ণ করেছেন, তা বর্ণনা করে কাফেরদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ তা'আলা সতর্কীকরণের জন্য অভাব-অসুস্থতা ও নানা রকম কষ্ট-ক্লেশে আক্রান্ত করে থাকেন।

৩. সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েও আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করে থাকেন।

৪. পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস বর্ণনা করে তাদের ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ সমূহ তুলে ধরা হয়েছে, যাতে জ্ঞানী সম্প্রদায় সে সব বিষয় থেকে বিরত থাকতে পারে। (প্রাগুক্ত)

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٦﴾

(৯৬) আর যদি সেসব জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেযগারী অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিন থেকে বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা আরোপ করেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে তারা যা উপার্জন করত তার কারণে পাকড়াও করেছি।[১]

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿٩٧﴾

(৯৭) তবুও কি সেসব জনপদের অধিবাসীরা এ ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে গেছে যে, আমার আযাব তাদের উপর এসে পড়বে রাত্রি বেলায়, যখন তারা থাকবে নিদ্রামগ্ন?[২]

اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٩٨﴾

(৯৮) অথবা সেসব জনপদের অধিবাসীরা নির্ভয় হয়ে গেছে যে, আমার আযাব তাদের উপর এসে পড়বে পূর্বাহ্নে, যখন তারা থাকবে খেলায় মশগুল।[৩]

اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩٩﴾

(৯৯) তবুও কি তারা আল্লাহর চক্রান্তের[৪] ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে গেছে? বস্তুত যে সম্প্রদায়ের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আছে তারা ব্যতীত কেউই আল্লাহর চক্রান্ত থেকে ভয়মুক্ত হতে পারে না।[৫]

اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَآ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾

(১০০) এবং যারা ঐ ভূখণ্ডের উত্তরাধিকারী হয় তার অধিবাসীদের (বিগত হয়ে যাওয়ার) পর, উপরোক্ত ঘটনাবলী কি তাদেরকে এই দিকনির্দেশনা দেয় না যে, আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে তাদের পাপের দরুণ তাদের বিপদ ঘটাতাম? আর আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর এঁটে দেই, ফলে তারা শুনতে পায় না।[৬]

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, বান্দার সাথে আমার শত্রুতা নেই। যারা আযাবে আক্রান্ত হয়, তারা তাদেরই কৃতকর্মের দোষে আক্রান্ত হয়। তারা যদি আমার নবীদের কথা মানত, সত্যের সামনে মাথা নত করত এবং কুফ্‌রী ও সত্য প্রত্যাখ্যান থেকে বিরত থেকে পরহেযগারীর পথ অবলম্বন করত, তবে আমি তাদেরকে আসমানী ও পার্থিব যাবতীয় বরকতে সমৃদ্ধ করে দিতাম। ইমাম রাযীর মতে বরকতের দুটো অর্থঃ স্থায়ী কল্যাণ ও প্রাচুর্য। সুতরাং আয়াতের অর্থ এই যে, যদি তারা ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বন করত তবে আমি তাদের জন্য এমন আসমানী ও পার্থিব নেয়ামতসমূহের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম, যা নিরবচ্ছিন্ন, স্থায়ী ও প্রচুর। কাফেরদের মত ক্ষণস্থায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নয়, যা দুনিয়াতে বা আখেরাতে বিপদের কারণ হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২, ৩, ৫) অর্থাৎ, তারা কি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, যখন তারা ঘুমে অচেতন থাকবে অথবা দুনিয়াবী কাজ-কারবার ও খেলাধুলায় মত্ত থাকবে, তখন তাদের উপর আমার কোন আযাব আসবে না? অথচ যেসব অপরাধের কারণে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর আযাব এসেছিল সেসব অপরাধে এরাও অপরাধী। অর্থাৎ, এরাও পূর্ববর্তীদের মত কুফ্‌রী ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধাচরণ করে। অতএব তাদের নিশ্চিন্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। বস্তুতঃ আল্লাহর পাকড়াওয়ের ব্যাপারে তারাই নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে, যাদের ভাগ্যে বিপর্যয় অবধারিত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) এখানে আল্লাহর "চক্রান্ত" বলে আল্লাহর পাকড়াও তথা তাদের অজান্তে আসা আযাবকে বোঝানো হয়েছে। (আবুস-সুউদ)

(৬) অর্থাৎ, ঐসব ভূখণ্ডের অধিবাসীদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর যারা সেই ভূখণ্ডের উত্তরাধিকারী হয় তাদের কি এখনও একথা বুঝে আসেনি যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদের পাপের দরুণ তাদেরকে শাস্তি দিতাম এবং পূর্ববর্তীদের যেভাবে পাকড়াও করেছি তাদেরকেও সেভাবে পাকড়াও করতাম? অর্থাৎ, তাদের উচিত ছিল শিক্ষা গ্রহণ করা; কিন্তু যেহেতু তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে তাই তারা শুনতে পায় না। এটাও তাদেরই কর্ম দোষের ফল।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৬ নং আয়াতঃ

১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর আপন রহমত বিস্তৃত করে দেন, অথচ তাদের কাছে ঈমান ও তাকওয়ার চেয়ে বেশি কিছু চান না। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. মানুষ তার কর্ম দোষেই আযাবে পতিত হয়। সুতরাং সে নিজেই এ জন্য দায়ী। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

● ৯৭-৯৯ নং আয়াতসমূহঃ

১. আল্লাহ তা'আলার আযাব ও পাকড়াওয়ের ব্যাপারে উদাসীন ও নিশ্চিন্ত হওয়া অনুচিত এবং সর্বদা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ করা ও সতর্ক থাকা কর্তব্য। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. মানুষ যখন আল্লাহর পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যায় তখন তার ধ্বংস ও বিপর্যয় অনিবার্য। (প্রাগুক্ত)

● ১০০ নং আয়াতঃ

১. আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের উপর নিপতিত আল্লাহ তা'আলার আযাব-গযব ও ধ্বংসের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য। এ শিক্ষা গ্রহণের পন্থা হচ্ছে, যে সব অপরাধের কারণে তাদের বিপর্যয় এসেছে সেসব অপরাধ থেকে বেঁচে থাকা। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. নিজ কর্মদোষের ফলে আল্লাহ তা'আলা কারও অন্তরে মোহর মেরে দিলে সেই অন্তর দ্বারা তার আর উপদেশ গ্রহণ করা হয়ে ওঠে না।

تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ۝١٠١

(১০১) এসব জনপদের কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমার কাছে বিবৃত করছি। আর তাদের কাছে তো তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহকারে এসেছিলো, কিন্তু যা তারা ইতিপূর্বে অস্বীকার করেছিল তাতে তারা ঈমান আনার ছিল না। এভাবে আল্লাহ কাফেরদের অন্তরসমূহে মোহর এঁটে দেন।[১]

وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَاِنْ وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ۝١٠٢

(১০২) আর আমি তাদের অধিকাংশের (মাঝে) প্রতিশ্রুতি পালন দেখতে পাইনি;[২] বরং আমি তাদের অধিকাংশকে তো হুকুম লংঘনকারীই পেয়েছি।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যা তারা একবার অস্বীকার করে বসেছে তা যদি দুনিয়া উল্টেও যায় এবং হাজারো নিদর্শন তারা প্রত্যক্ষ করে তবুও তারা স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নয়। যে সম্প্রদায় আল্লাহ তা'আলার সাথে এরূপ হঠকারিতা প্রদর্শন করে, তাদের সংশোধন হওয়ার ও সত্যকে গ্রহণ করার সম্ভাবনা থাকে না। এটাই হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে মোহর এঁটে দেয়ার অর্থ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) এখানে "প্রতিশ্রুতি" শব্দ দ্বারা যে কোন সাধারণ প্রতিশ্রুতি অথবা রূহের জগতে আল্লাহ তা'আলার রুবূবিয়াতের প্রতিশ্রুতি আদায় কিংবা বিপদাপদের সময় কৃত প্রতিশ্রুতি উদ্দেশ্য হতে পারে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০১ নং আয়াতঃ

১. ওহী ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়ত প্রমাণিত করা হয়েছে। কেননা, ওহীর মাধ্যম ব্যতীত পূর্ববর্তী জাতিসমূহের বৃত্তান্ত বর্ণনা করা সম্ভব নয় এবং ওহী লাভ করেন একমাত্র আল্লাহর রসূল। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী যত শক্তিশালীই হোক না কেন, যাকে হেদায়াত দেয়ার ইচ্ছা আল্লাহর নেই তার জন্য তার কোনটাই যথেষ্ট নয়। (প্রাগুক্ত)

www.maktabatulabrar.com
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ১০২ নং আয়াত:

কাফেরদের অন্তরে মোহর এঁটে দেয়ার কারণ হচ্ছে তাদের কুফরী ও অন্যায়-অপকর্মকে গ্রহণ করা এবং এসব কাজে অবিচল থাকা। (প্রাগুক্ত)

(১০৩) অনন্তর আমি তাদের পরে মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী সহকারে ফেরআউন ও তার সভাসদদের কাছে পাঠিয়েছি[১]; কিন্তু তারা সেসব নিদর্শনাবলীর সাথে অবিচার করেছে। সুতরাং চেয়ে দেখ, কেমন হয়েছিল অনর্থসৃষ্টিকারীদের পরিণতি।[২]	ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٠٣﴾
(১০৪) আর মূসা বলল, হে ফেরআউন! আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (প্রেরিত) রসূল।[৩]	وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾
(১০৫) এটা স্থির নিশ্চিত যে, আমি সত্য ব্যতীত কোন কিছুই আল্লাহর প্রতি আরোপ করব না। আমি তো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি[৪]; সুতরাং বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে যেতে দাও।[৫]	حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٠٥﴾
(১০৬) সে (ফেরআউন) বলল, যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাক, তবে তা পেশ কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও।[৬]	قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٠٦﴾
(১০৭) তখন সে তার লাঠিটি নিক্ষেপ করল, ব্যস তৎক্ষণাৎ তা এক সাক্ষাৎ অজগর।[৭]	فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٠٧﴾
(১০৮) এবং সে তাঁর হাতটি টেনে বের করল, ব্যস তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে ধবধবে উজ্জ্বল।[৮]	وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿١٠٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ইতিপূর্বে যেসব নবীদের আলোচনা করা হয়েছে (অর্থাৎ, হযরত নূহ, হুদ, সালেহ, লূত ও শুআইব [আ.]) তাদের সবার পর হযরত মূসা (আ.)-এর আবির্ভাবের দীর্ঘ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) যারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত শান্তির দূতদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তাঁর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে, তাঁর অধিকার ক্ষুন্ন করে এবং মানুষের কাছ থেকে অর্ঘ-আরাধনা গ্রহণ করে তাদের চেয়ে বড় অনর্থ সৃষ্টিকারী আর কারা হবে? (প্রাগুক্ত)

(৩, ৪, ৫) অর্থাৎ, আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার রসূল। সুতরাং আমার পদমর্যাদার দাবী হচ্ছে, আমার পক্ষ থেকে সত্য ব্যতীত কোন কিছু আল্লাহর প্রতি আরোপ না করা। কেননা, নবীদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সত্যের যে পয়গাম দান করা হয়, তা তাদের কাছে আল্লাহর আমানত। নিজের পক্ষ থেকে তাতে কোন রকম পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা সম্পূর্ণ আমানতের খেয়ানত। বলা বাহুল্য যে, নবী-রসূলগণ হলেন খেয়ানত ও যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও নিষ্পাপ। কাজেই আমি কখনো মিথ্যা বলি না এবং বলতে পারিও না। তাছাড়া আমি আমার নবুয়তের মু'জিযাসমূহ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। অতএব তোমরা আমার কথা শোন ও আমার কথা গ্রহণ কর এবং বনী ইসরাঈলকে অন্যায় দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে তাদেরকে আমার সাথে যেতে দাও। যাতে তারা নিজেদের দেশে গিয়ে স্বাধীনভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে পারে। উল্লেখ্য যে, বনী ইসরাঈলের আদিবাস ছিল শামে। সেখান থেকে তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কারণে মিসরে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীতে মিসরের আদিবাসী কিবতীরা তাদেরকে গোলামে পরিণত করে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন)

(৬, ৭, ৮) ফেরআউন হযরত মূসা (আ.)-এর দাবী ও বক্তব্যকে প্রমাণ ব্যতিরেকে গ্রহণ করতে চাইল না। তখন হযরত মূসা (আ.) প্রমাণস্বরূপ দুটি মু'জিযা পেশ করলেন। প্রথমে হাতের লাঠি হাত থেকে ফেলে দিলেন। লাঠিটি তৎক্ষণাৎ অজগরে পরিণত হয়ে ফেরআউনের প্রতি মুখ বাড়ালে ফেরআউন হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে আশ্রয়ের আবেদন জানাল। হযরত মূসা (আ.) ধরা মাত্র অজগরটি আবার লাঠিতে পরিণত হয়ে গেল। এরপর তিনি তার একটি হাত জামার গিরিবান দিয়ে বগলে দাবিয়ে বের করে দেখালেন। দেখা গেল যে, তখনই তার হাতখানি প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০৩ নং আয়াত:

আয়াতে যারা শিরক ও পাপাচারের মাধ্যমে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে থাকে তাদের অশুভ পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১০৪ নং আয়াত:

আয়াতে হযরত মূসা (আ.) ফেরআউনকে অতি সূক্ষ্মভাবে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রতিপালক নেই, যিনি মূসা (আ.) ও হারূন (আ.) সহ সবার প্রতিপালক। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১০৫ নং আয়াত:

১. নবীগণ সত্যবাদী হয়ে থাকেন।

২. হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'জিযা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ১০৬-১০৮ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহে ফেরআউন কর্তৃক মু'জিযার দাবী ও হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক দুটি মু'জিযা পেশ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। মু'জিযা দুটি হল- লাঠি অজগরে পরিণত হওয়া এবং হাত প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠা। (আইছারুত্তাফাসীর)

(১০৯) ফেরআউনী সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল, নিশ্চয় এলোক একজন বিজ্ঞ যাদুকর।[১]	قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾
(১১০) সে তোমাদের দেশ থেকে তোমাদেরকে বের করে দিতে চায়; সুতরাং তোমরা কি পরামর্শ দাও?[২]	يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾
(১১১) তারা বলল, আপনি তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দিন এবং শহরগুলোতে সংগ্রাহকদেরকে পাঠিয়ে দিন।	قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١١﴾
(১১২) যাতে তারা বিজ্ঞ সব যাদুকরদেরকে আপনার কাছে নিয়ে আসে।[৩]	يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾
(১১৩) এবং যাদুকরেরা ফেরআউনের কাছে এল; তারা বলল, আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য বড় রকমের বিনিময় থাকবে তো?[৪]	وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٣﴾
(১১৪) সে বলল, হ্যাঁ আর নিশ্চয়ই তোমরা আমার সান্নিধ্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৫]	قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾
(১১৫) তারা বলল, হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ করবে অথবা আমরা হই নিক্ষেপকারী।[৬]	قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾
(১১৬) সে (মূসা) বলল, তোমরাই নিক্ষেপ কর।[৭] অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন তারা মানুষের চোখে ভেল্কি লাগিয়ে দিল এবং তাদেরকে আতংকিত করে তুলল। আর তারা এক মহা যাদু প্রদর্শন করল।	قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হযরত মূসা (আ.)-এর মুজিযা দেখে ফেরআউনের সম্প্রদায়ও এটাকে তাদের যাদুর কার্যকলাপ থেকে কিছু ভিন্ন মনে করেছিল, তাই তারা বলেছিল যে, এতো বড় বিজ্ঞ যাদুকর, সাধারণ যাদুকরেরা যে এমন কাজ দেখাতে পারে না! (মাআরিফুল কুরআন)

(২) বোঝা যায় যে, ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযায় ভীত হয়ে জনগণকে একত্র করে প্রথমে নিজে (দ্র. সূরা শুআরা. ৩৪,৩৫) তারপর তার পক্ষ থেকে বড় বড় পরিষদবর্গ একথা জানাল যে, এ তো একজন বিজ্ঞ যাদুকর, সে এদেশে তার প্রভাব বিস্তার করে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে চায়। সুতরাং তোমাদের পরামর্শ কি বল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) তারা পরামর্শ দিল যে, তাদের উভয়ের ব্যাপারে তড়িঘড়ি কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে তাদেরকে অবকাশ দেয়া হোক এবং তার মোকাবিলার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিজ্ঞ যাদুকরদেরকে সমবেত করা হোক। পরামর্শমতে তাই করা হল। (প্রাগুক্ত)

(৪) যাদুকরেরা প্রথমেই বিনিময় চাইল, অথচ নবী-রসূলগণ কোন মানুষের কাছে বিনিময় চান না। এতে বুঝা গেল যে, নবীগণ পেশাধারী লোক নন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, পুরস্কার তো পাবেই, উপরন্তু আমার পরিষদবর্গের মধ্যেও স্থান পাবে। (প্রাগুক্ত)

(৬) হযরত মূসা (আ.) যেহেতু এর আগে হাতের লাঠি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর নির্দেশে অজগরে পরিণত করেছেন সে কারণেই সম্ভবতঃ তারা এ প্রস্তাব রেখেছিল। (প্রাগুক্ত)

(৭) এটা তিনি যাদুর সাথে মু'জিযার মোকাবিলার জন্য বলেননি; বরং এর উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি পন্থা উদ্ভাবন করা, যা বাতিলকে পরাস্ত করা ও সত্যকে বিজয়ী করার পক্ষে কার্যকরী হয়। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০৯-১১০ নং আয়াতদ্বয়:

১. আয়াতদ্বয়ে ফেরআউনী সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের মূর্খতা প্রতীয়মান হল। কারণ, তারা মু'জিযা ও যাদুকে পার্থক্য করতে পারেনি। তাই তারা মূসা (আ.) কে "বিজ্ঞ যাদুকর" আখ্যা দিয়েছে।

২. ফেরআউনের লাঞ্ছনার বিবরণ ফুটে উঠেছে; কেননা সে তার রব হওয়ার দাবি ভুলে জনগণের কাছে পরামর্শ চেয়েছে। অথচ প্রকৃত রব আল্লাহ কখনো বান্দার কাছে পরামর্শ চান না। কারণ, তিনি ভবিষ্যত সম্পর্কে অবগত। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১১১-১১২ নং আয়াতদ্বয়:

১. মূসা (আ.)-এর সাথে মোকাবেলার জন্য যাদুকরদেরকে সংগ্রহের কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. যাদু একটি শিল্প। এতে সাধনার দ্বারা একে অপরের চেয়ে অভিজ্ঞ হতে পারে। তবে যাদু চর্চা হারাম এবং যে যাদু চর্চা করে তাকে শাস্তি দেয়া ওয়াজিব। (প্রাগুক্ত)

● ১১৩-১১৫ নং আয়াতসমূহ:

১. যাদুকরদের ফেরআউনের কাছে বিনিময় দাবী ও ফেরআউন কর্তৃক তাদেরকে বিনিময় প্রদানের প্রতিশ্রুতি সহ অতিরিক্ত প্রলোভন প্রদানের কথা বর্ণিত হয়েছে। ফেরআউন তাদেরকে অতিরিক্ত প্রলোভন দিয়ে বলেছিল, বিনিময়তো পাবেই, উপরন্তু পুরস্কারস্বরূপ আমার পরিষদবর্গের মধ্যেও স্থান পাবে।

২. মোকাবেলার প্রাক্কালে যাদুকরগণ কর্তৃক হযরত মূসা (আ.) কে প্রথমে লাঠি নিক্ষেপ করার প্রস্তাবের কথা বর্ণিত হয়েছে।

● ১১৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, যাদু মানুষের এমন দৃষ্টিভ্রম ঘটাতে পারে, যদ্বারা মানুষ কোন বস্তুকে তার প্রকৃত অবস্থার বিপরীতধর্মী দেখে। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿١١٧﴾

(১১৭) আর আমি মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম যে, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর; ব্যস (নিক্ষেপ করতেই) তৎক্ষণাৎ তা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল।

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٨﴾

(১১৮) ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তারা যা করছিল তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হল।

فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾

(১১৯) সুতরাং তারা সেখানে পরাজিত হল এবং লাঞ্ছিত হল।[১]

وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿١٢٠﴾

(১২০) এবং যাদুকরেরা সাজদায় পড়ে গেল।[২]

قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢١﴾

(১২১) তারা বলল, আমরা ঈমান আনলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি।

رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

(১২২) যিনি মূসা ও হারূনের(-ও) প্রতিপালক।[৩]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) انقلبوا صغرين –এর অর্থ এরূপও হতে পারে– তারা লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে গেল।

(২) বর্ণিত আছে যে, সত্যের বিজয়ে হযরত মূসা ও হারূন (আ.) সাজদায়ে শোকর আদায় করলেন। তখন যাদুকরেরাও সাজদাবনত হয়ে পড়ল। والقى السحرة (এর শাব্দিক অর্থ হল– যাদুকরদেরকে সাজদায় ফেলানো হল) কথা থেকে বোঝা যায় যে, তাদের এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে, অবনত হওয়া ও নতি স্বীকার করা ব্যতীত তাদের কোন উপায় ছিল না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) ফেরআউন যেহেতু নিজেকে রব বলে দাবী করত, তাই সে ভ্রম দূর করার জন্যই সম্ভবত "বিশ্বজগতের প্রতিপালক" শব্দের পর আবার "মূসা ও হারূন (আ.)-এর প্রতিপালক" কথাটি বলার প্রয়োজন হয়েছে। এতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে রব হওয়ার উপযুক্ত তিনিই, যিনি হযরত মূসা ও হারূন (আ.) কে কোন বাহ্যিক শক্তি সামর্থ্য ব্যতিরেকে দুনিয়ার দাম্ভিকদের উপর বিজয় দান করেছেন। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১৭–১২২ নং আয়াতসমূহ:

১. হযরত মূসা (আ.)–এর লাঠি কর্তৃক তাদের নিক্ষেপকৃত রশি ইত্যাদিকে গিলে ফেলার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত মূসা (আ.)–এর লাঠির অজগর হয়ে যাওয়া কোন যাদু ছিল না বরং এটা ছিল মু'জিযা। কেননা যাদুর সাপ বাস্তবেই কোন কিছুকে ভক্ষণ করতে সক্ষম নয়।

২. হক ও বাতিলের সংঘাতে হকের বিজয় অনিবার্য এবং বাতিলের পরাজয় নিশ্চিত।

৩. যাদুকরদের পরাজিত হওয়ার বর্ণনা।

৪. ইলম একটি অতি মহিমাপূর্ণ গুণ। কেননা, যাদুকরেরা ইলমের উসিলায় যাদু ও মু'জিযার মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়েছে।

৫. আল্লাহ তা'আলার একটি কুদরত প্রকাশ পেয়েছে যে, যে যাদুকররা সকাল বেলায় কাফের ছিল, তারা বিকাল বেলায় মুসলমানে পরিণত হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢٣﴾

(১২৩) ফেরআউন বলল, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই কি তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয় এটা এক চক্রান্ত, তোমরা এ নগরীতে এ চক্রান্ত করেছ এর অধিবাসী-দেরকে এখান থেকে বের করে দেয়ার জন্য। সুতরাং শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।[১]

لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٢٤﴾

(১২৪) আমি অবশ্যই তোমাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেব। তারপর অবশ্যই তোমাদের সবাইকে শুলীতে চড়াব।[২]

قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٢٥﴾

(১২৫) তারা বলল, আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের কাছেই প্রত্যাবর্তন করব।[৩]

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۭ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿١٢٦﴾

(১২৬) তুমি তো আমাদেরকে কেবল এজন্য শাস্তি দিচ্ছ যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস করেছি, যখন তা আমাদের নিকট এসেছে। হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের উপর ধৈর্য ঢেলে দিন এবং মুসলম-ানরূপে আমাদের মৃত্যু ঘটান।[৪]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১, ২) ফেরআউন তার শোচনীয় পরাজয়কে ধামাচাপা দেয়ার জন্য বলে উঠল যে, তোমরা যেহেতু আমার অনুমতির পূর্বেই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে সুতরাং বোঝা গেল যে, এটা তোমাদের যাদুকরদের একটি সম্মিলিত ষড়যন্ত্র। সম্ভবত মূসা তোমাদের বড় গুরু। তাকে তোমরা প্রথমে পাঠিয়ে দিয়েছ এবং পরে তোমরা সবাই তার সামনে নিজেদের পরাজয় স্বীকার করলে। তোমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মিসরবাসীদেরকে মিসর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে মিসর দখল করা। কাজেই তোমাদের ষড়যন্ত্রের পরিণতি তোমরা অনতিবিলম্বেই জানতে পারবে। এ বলে তাদের সামনে দুটো শাস্তির কথা উল্লেখ করল। এক. তোমাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে (ডান হাত বাম পা) কেটে দেব। দুই. তোমাদের শুলীতে চড়িয়ে মারব। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

(৩) যাদুকরেরা তাওহীদ ও রেসালাতের প্রতি ঈমান আনার পর মুহূর্তের মধ্যেই আল্লাহ তাআলার দীদার লাভের জন্য এতই পাগলপারা হয়ে উঠেছিল যে, এত ধমকের পরও তারা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উত্তর

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দিল যে, তোমার যা ইচ্ছা করতে পার, আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের কাছেই যাব। সেখানে রয়েছে অনন্ত কালের শান্তি। দুনিয়ার এসব কষ্ট সহ্য করা আমাদের জন্য সাধারণ ব্যাপার। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, যে রবের প্রতি বিশ্বাস করার কারণে আমরা তোমার কাছে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছি, তারই কাছে আমাদের এই দুআ যে, তিনি যেন আমাদেরকে তোমার এসব অত্যাচার-অবিচারের মোকাবিলায় ধৈর্য দান করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল-অবিচল রাখেন। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২৩-১২৪ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে বোঝা গেল যে, কুফ্‌রী ও পাপাচারে যাদের অন্তর অন্ধকার হয়ে আছে তারা মিথ্যা কথা বলতে ও নিরাপরাধ লোকদের উপর কোন অপবাদ চাপিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হয় না। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১২৫ নং আয়াত:

বিপদ-আপদের সময় اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ (আমরা তো আল্লাহর। আমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করব) পড়া উচিত। কেননা, যাদুকরেরা ফেরআউনের ধমক শুনে বলেছিল اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ "আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের কাছেই প্রত্যাবর্তন করব।" (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১২৬ নং আয়াত:

১. বিপদাপদের সময় ঈমানের উপর অবিচল থাকার জন্য ধৈর্যের দুআ করা উচিত।

২. ইসলামের উপর মৃত্যু নসীব হওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার এবং মু'মিনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ জন্য দুআ করা চাই।

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ؕ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

(১২৭) এবং ফেরাউন সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল, আপনি কি মূসাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেশময় অনর্থ সৃষ্টি করতে[১] এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাদেরকে[২] বর্জন করতে ছেড়ে দিবেন? সে বলল, আমরা এখনি তাদের ছেলেদেরকে হত্যা করব এবং তাদের মেয়েদেরকে জীবিত রাখব। আর আমরা তো তাদের উপর প্রবল।[৩]

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٨﴾

(১২৮) মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় এ পৃথিবী আল্লাহরই, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।[৪]

قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ؕ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٩﴾

(১২৯) তারা বলল, আমাদের নিকট আপনার আসার পূর্বে আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং আপনার আসার পরেও।[৫] সে বলল, শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দিবেন এবং তিনি তোমাদেরকে এদেশে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন আমল কর।[৬]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সত্যের নিদর্শন দেখে যাদুকরেরা সাজদায় লুটিয়ে পড়ে। এতে বনী ইসরাঈলের লোকেরাও হযরত মূসা (আ.) কে সমর্থন করতে শুরু করে। কিছু কিছু মিসরের আদিবাসী কিবতীও তাঁর প্রতি ঝুঁকতে থাকে। এতে ফেরআউনী সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ ফেরআউনকে বলল, এভাবে যদি তাদেরকে দলভারী করার সুযোগ দেয়া হয় তবে আপনার ও আপনার দেবতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় আপনি কি তাদেরকে এভাবে ছেড়ে দিবেন? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) ফেরআউন যেহেতু নিজেকে "বড় রব" বলে দাবী করত, সে কারণে হয়ত কিছু ছোট ছোট "রব"ও স্থির করে রেখেছিল, সেগুলোকে এখানে "আপনার দেবতা" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(৩) হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের পূর্বে ফেরআউন বনী ইসরাঈলের ছেলেদেরকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে এবং তা নির্দয়ভাবে কার্যকরও করে, যাতে গনকদের ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ করা সেই ইসরাঈলী সন্তান এসে না পড়ে, যার হাতে তার পতনের আশংকা রয়েছে। পরবর্তীতে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রভাব ও তাঁর মু'জিযা দেখে তার সে আশংকা আরো বেড়ে যায়। এ করণেই সে পূর্বেকার সেই পুরোনো পরিকল্পনা নতুনভাবে কার্যকর করার প্রয়াস চালায়। (প্রাগুক্ত)

(৪) অর্থাৎ, ভয়ের কোন কারণ নেই। আল্লাহর সামনে কারও জোর চলে না। পৃথিবীর মালিক তিনিই। সুতরাং তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান করতে পারেন। জালেমের মোকাবিলায় তারই কাছে সাহায্য কামনা কর। তারই সাহায্যের প্রতি দৃষ্টি রাখ, ধৈর্য ও তাকওয়ার পথ অবলম্বন কর এবং এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, পরিণামের সফলতা মুত্তাকীদের জন্যই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, আমরা তো সব সময়ই বিপদ মুসীবতে আক্রান্ত হয়ে আছি। আপনার আগমনের পূর্বে আমাদেরকে দাস বানিয়ে বেকার খাটানো হত। আমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করা হত। এখন আপনার আসার পরও নানা রকম নির্যাতন চলছে। আবার আমাদের ছেলেদের হত্যা করার পরামর্শ হচ্ছে। আমাদের এ মুসীবতের শেষ কবে হবে? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন যে, এত ঘাবড়ে যেও না, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই। তোমরা দেখতে পাবে যে, তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে এবং

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও দেশের মালিক বানিয়ে দেয়া হবে। এখন যেমন কষ্ট দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে তেমনি তখন তোমাদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে পরীক্ষা করা হবে যে, তোমরা তাঁর নেয়ামতসমূহের কতটুকু শোকর আদায় কর।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২৭ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, অসৎ সহচরেরা মানুষকে অসৎ পরামর্শ দিয়ে অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করে থাকে, যেমন ফেরআউনের পরিষদবর্গ তাকে বনী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে দমন নীতি গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১২৮ নং আয়াত:

১. ধৈর্য ও তাকওয়া এমন মহৎ গুণ, যা আল্লাহর সাহায্য লাভের চাবিকাঠি এবং মানবীয় পূর্ণতা অর্জনের জন্য এক অব্যর্থ উপায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা তার অধিকারী বানান।

● ১২৯ নং আয়াত:

১. বনী ইসরাঈলের নির্যাতিত হওয়ার বিবরণ।

২. হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক বনী ইসরাঈলের শত্রুদের ধ্বংস হওয়ার আশা ব্যাক্তকরণ। তাঁর এ আশা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়।

وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٣٠﴾

(১৩০) আর আমি অবশ্যই ফেরআউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতির দ্বারা পাকড়াও করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣١﴾

(১৩১) অতঃপর যখন তাদের কাছে কল্যাণ আসত তখন তারা বলত, এতো আমাদের-ই প্রাপ্য।[১] আর তাদের কোন অকল্যাণ হলে (সেটাকে) মূসা এবং তাঁর সহচরদের অলক্ষণ বলে অভিহিত করত। জেনে রাখ তাদের অলক্ষণ (এর কারণ) একমাত্র আল্লাহর-ই ইল্‌মে[২] রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ অবগত নয়।

وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾

(১৩২) তারা আরও বলল, তুমি আমাদের কাছে যত নিদর্শন আনয়ন কর তা দ্বারা আমাদেরকে যাদু করার জন্য আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসী হব না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ প্রদত্ত কল্যাণের বিনিময়ে তারা শোকর আদায় করত না বরং এটাকে নিজেদের হক বলে দাবী করত। (জালালাইন)

(২) বায়যাবী প্রমুখ বিশিষ্ট মুফাসসিরগণ عند الله শব্দের অর্থ করেছেন "আল্লাহর ইল্‌মে"। অর্থাৎ, অকল্যাণের জন্য মূসা এবং তাঁর সাথীগণ দায়ী নয়। বরং এর প্রকৃত কারণ আল্লাহর-ই ইল্‌মে রয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩০ নং আয়াত:

আয়াতে অভাব-অনটন ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা গ্রহণের কথা বর্ণিত হয়েছে।

● ১৩১ নং আয়াত:

আয়াতে ফেরআউন এবং তাঁর সম্প্রদায়ের একটি অন্যায় আচরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা হল, কোন কল্যাণ অর্জিত হলে নিজেদের কৃতিত্ব বলে প্রচার করা আর নিজেদের অপরাধের দরুণ শাস্তি এলে সেটাকে মূসা (আ.)-এর অশুভতা বলে উল্লেখ করা। বর্তমান সময়েও আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি এরূপ দোষারোপ করতে দেখা যায়। এটা ফেরআউনী আদর্শ ছাড়া আর কি হতে পারে?

● ১৩২নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যাদের ভাগ্যে হেদায়াত নেই তাদের কাছে যতই মু'জিযা এবং সত্যের স্বপক্ষে দলীল পেশ করা হোক না কেন তারা কখনোই হেদায়াত কবূল করবে না।

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿١٣٣﴾

(১৩৩) অতঃপর আমি তাদের উপর সুস্পষ্ট[১] নিদর্শনরূপে পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ, ও রক্ত।[২] এরপরও তারা অহংকার করল। আর তারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়।

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٣٤﴾

(১৩৪) আর যখন তাদের উপর শাস্তি আসত[৩] তারা বলত, হে মূসা, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের কাছে সে বিষয়ে দুআ কর যা তিনি তোমার সাথে প্রতিশ্রুতি[৪] দিয়েছেন। শপথ করছি[৫] যদি তুমি আমাদের থেকে এ শাস্তি সরিয়ে দাও, তবে অবশ্যই আমরা তোমার উপর ঈমান আনব এবং অবশ্যই বনী ইসরাঈলকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দেব।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿١٣٥﴾

(১৩৫) অতঃপর যখন আমি তাদের থেকে শাস্তি তুলে নিতাম একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য –যে সময় পর্যন্ত তারা পৌছবে–[৬] তখন সাথে সাথে তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করত।

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾

(১৩৬) এরপর আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম অর্থাৎ[৭] তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিলাম।[৮] কারণ, তারা আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং এ বিষয়ে অমনোযোগী হয়েছিল।

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ بِمَا صَبَرُوْا ؕ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ﴿١٣٧﴾

(১৩৭) আর যে সম্প্রদায়কে দুর্বল মনে করা হত[৯] তাদেরকে আমি উত্তরাধিকারী করলাম এ ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম দিকসমূহের[১০] যেখানে আমি বরকত[১১] দান করেছি এবং বনী ইসরাঈল সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী (ওয়াদা) পূর্ণ হল[১২] যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ[১৩] করেছিল। আর ফেরআউন ও তার সম্প্রদায় যা (শিল্প) নির্মাণ করত এবং যেসব সুউচ্চ ইমারত তারা বানাত তা আমি ধ্বংস করে দিলাম।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) مفصلت শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট। (জালালাইন)

(২) আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ.) কে নয়টি মু'জিযা দান করেছিলেন, যা পর্যায়ক্রমে ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল। তার মধ্যে পাঁচটি ১৩৩ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। একটি ১৩৪ নং আয়াতে এবং বাকী তিনটি অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। মু'জিযা নয়টি নিম্নরূপ:

(এক) লাঠি সাপে পরিণত হওয়া। (দুই) হাত উজ্জ্বল হওয়া। (তিন) প্রবল তুফান। (চার) পঙ্গপালের দল এসে সকল ফসল বিনষ্ট করা। (পাঁচ) উকুনের ছড়াছড়ি। (ছয়) খাদ্য দ্রব্য এবং সর্বত্র ব্যাঙের ছড়াছড়ি। (সাত) পানি মুখে নেয়া মাত্র রক্তে পরিণত হওয়া। (আট) পেগ রোগ। (নয়) দুর্ভিক্ষ।

(৩) এখানে "শাস্তি" বলে পেগ রোগকে বোঝানো হয়েছে। কারণ শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পেগ বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য যে, ফেরআউন সম্প্রদায়ের উপর পেগ চাপিয়ে দেয়ার ফলে তাদের সত্তর হাজার লোক নিহত হয়। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা নবীগণের মাধ্যমে উম্মতদের সাথে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তারা যদি

কুফর থেকে বিরত থাকে এবং তওবা করে তবে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং শাস্তি উঠিয়ে নিবেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) এখানে لام বর্ণটি শপথ বোঝানোর জন্য এসেছে। (জালালাইন)

(৬) অর্থাৎ, দ্বিতীয় শাস্তি শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। (বয়ানুল কুরআন)

(৭) فاغرقنهم শব্দে ف বর্ণটি ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য এসেছে। এ জন্যই তরজমায় "অর্থাৎ" শব্দ যোগ করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৮) এখানে ফেরআউন এবং তার সম্প্রদায়কে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে মারার ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(৯) এখানে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। কারণ, তারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের তুলনায় দুর্বল ছিল।

(১০) مشارق এবং مغارب শব্দ দুটো যথাক্রমে مشرق এবং مغرب এর বহুবচন। বিভিন্ন ঋতুতে যেহেতু উদয়াস্ত পরিবর্তিত হয়ে থাকে সেহেতু এখানে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর "ভূখণ্ড" বলতে এক্ষেত্রে শাম এবং মিসরকে বোঝানো হয়েছে। সেখানে তিনি কওমে ফেরআউন এবং কওমে আমালেকাকে ধ্বংস করে বনী ইসরাঈলকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। (মাআরিফুল কুরআন)

(১১) শাম ভূমিতে আল্লাহ প্রদত্ত বাহ্যিক "বরকত" হল শস্য শ্যামল এবং উর্বর হওয়া। আর বাতেনী বরকত হল এখানে বহু নবীর বসবাস ও কবর থাকা। আর মিসরের বাহ্যিক বরকত তো স্পষ্ট। সেখানে বাতেনী বরকত হল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কবর সে ভূমিতেই আছে। হযরত ইয়াকূব (আ.) সেখানে আগমন করেছিলেন এবং হযরত মূসা (আ.) দীর্ঘদিন এখানেই অবস্থান করেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(১২) আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এ মর্মে যে, "যাদেরকে পৃথিবীতে দুর্বল মনে করা হয় তাদেরকে আমি অনুগ্রহ করব এবং তাদেরকে নেতা এবং উত্তরাধিকারী বানাব"। এখানে এ ওয়াদা পূরণ করার কথাই বলা হয়েছে। (জালালাইন)

(১৩) এখানে বলা হয়েছে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় ধৈর্য ধারণ করেছিল। অথচ এ সূরার ১২৮ নং আয়াতে আছে যে, বনী ইসরাইল হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে বলেছিল "আপনি আমাদের কাছে আসার পূর্বে আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং আপনি আসার পরও"। এরূপ অভিযোগ করার পরও তাদের ধৈর্য প্রমাণিত হয় কিরূপে? উত্তর হল, ১২৮ নং আয়াতে যা বর্ণিত আছে তা তাদের অভিযোগ নয় বরং নিজেদের দুঃখ এবং অশান্তির কথা ব্যক্ত করা। এরূপ করা "সবর" এর বিপরীত নয়। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩৩ নং আয়াত:

১. আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর কয়েকটি মু'জিযার কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. এতসব মু'জিযা দেখেও ফেরআউনী সম্প্রদায়ের না মানা থেকে প্রমাণিত হয় যাদের মনে অবাধ্যতা দৃঢ়মূল হয়ে যায় কোন দলীল প্রমাণ-ই তাদের উপকারে আসে না।

● ১৩৪–১৩৫ নং আয়াতদ্বয়:

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

১. আয়াতদ্বয়ে বর্ণিত ফেরআউন এবং তার সম্প্রদায় কর্তৃক হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে দুআ প্রার্থনার ধরন দেখে প্রতীয়মান হয় যে, তারা আল্লাহর অস্তিত্ব এবং হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে অবহিত ছিল। কিন্তু বিদ্বেষবশত মেনে নেয়নি।

২. আয়াতদ্বয়ে খোদাদ্রোহীদের একটি চরিত্র ধরা পড়ে। তাহল ওয়াদা খেলাফ করা।

● ১৩৬ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয়, গোনাহের কারণে অনেক সময় দুনিয়াতেই শাস্তি এসে যায়। আর পরকালের শাস্তি তো অনেক বেশী। (বয়ানুল কুরআন)

● ১৩৭ নং আয়াত:

১. বনী ইসরাঈলের সাথে কৃত আল্লাহর ওয়াদা (শাম/মিসরের উত্তরাধিকারী বানানোর ওয়াদা) পূর্ণ করার বিবরণ।

২. "যেখানে আমি বরকত দান করেছি" কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্থানও বরকতময় হয়ে থাকে।

وَجٰوَزْنَا بِبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰی قَوْمٍ یَّعْكُفُوْنَ عَلٰۤی اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا یٰمُوْسَی اجْعَلْ لَّنَاۤ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿۱۳۸﴾

(১৩৮) এবং বনী ইসরাঈলকে আমি সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম। অনন্তর তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে এসে উপস্থিত হল যারা নিজেদের (নির্মিত) মূর্তিসমূহের পূজায় রত।[১] তারা বললঃ হে মূসা, তাদের দেবতাসমূহের ন্যায় আমাদের জন্যও এক দেবতা বানিয়ে দাও। সে বললঃ তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়।[২]

اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِیْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۹﴾

(১৩৯) এসব লোক যাতে[৩] লিপ্ত রয়েছে তাতো ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং তারা যা করে আসছে তা ভিত্তিহীন।

قَالَ اَغَیْرَ اللّٰهِ اَبْغِیْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۴۰﴾

(১৪০) সে আরও বলল, আমি কি তোমাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ অনুসন্ধান করব? অথচ তিনি তোমাদেরকে সারা জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।[৪]

وَاِذْ اَنْجَیْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ یَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ یُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَیَسْتَحْیُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِیْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِیْمٌ ﴿۱۴۱﴾

(১৪১) আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদেরকে ফেরআউনী সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিয়েছি। তারা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাত, তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে খুব হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েদেরকে জীবিত রাখত।[৫] এতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক বিরাট পরীক্ষা।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সম্প্রদায়ের নাম "আমালেকা" বলে মনে করা হয় এবং উল্লেখ করা হয় যে, তাদের নির্মিত মূর্তিটি ছিল গাভীর আকারের। (ফাওয়ায়েদে উছমানী) মতান্তরে তারা ছিল লাখ্‌ম সম্প্রদায়। (আবুস-সুউদ)

(২) অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম এবং পবিত্রতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অন্যথায় এরূপ আবেদন করতে পারতে না।

(৩) অর্থাৎ, মূর্তি পূজায়।

(৪) এখানে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব বলতে তাদের সময়কালীন সারা মানব গোষ্ঠির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানো হয়েছে। (জালালাইন)

(৫) দাসী বানানোর উদ্দেশ্যে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩৮ নং আয়াত:

১. আয়াতে মূর্তি পূজার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করার কারণে বনী ইসরাঈলকে "মূর্খ" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয়, মূর্খতা এবং অজ্ঞতার ফলেই মানুষ মূর্তি পূজার মত অযৌক্তিক কাজে লিপ্ত হয়।

২. আয়াতের দ্বারা ভিন্ন জাতির অনুকরণের কুফল প্রমাণিত হয়। কারণ, বনী ইসরাঈল ভিন্ন জাতির অনুকরণ করতে গিয়েই হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে মূর্তি নির্মানের আবেদন করে গোমরাহ হয়েছিল।

● ১৩৯-১৪০ নং আয়াতদ্বয়:

১. মূর্তি পূজার ভ্রান্তি বর্ণিত হয়েছে।

২. মানবজাতির বিশেষ করে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের চরম অকৃতজ্ঞতা এবং বিস্মৃতি পরায়নতার বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

● ১৪১ নং আয়াত:

১. ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে নসীহত করা উত্তম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণের বর্ণনা।

৩. ফেরআউন কর্তৃক বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা এবং মেয়েদেরকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে বাহ্যিকভাবে মেয়েদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পেলেও তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল আজীবন মেয়েদেরকে সেবাদাসী বানিয়ে রাখা। বর্তমান সময়েও এক শ্রেণীর লোক "নারী স্বাধীনতা"র জন্য চিৎকার করছে। এদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীদেরকে সস্তা শ্লোগানের মাধ্যমে উত্তেজিত করে রাস্তায় নামিয়ে আনা এবং ভোগের জন্য সহজলভ্য করে তোলা। কিন্তু নারী সমাজের অনেকেই বিষয়টি বিবেচনায় আনছে না।

৪. ফেরআউন কর্তৃক বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা এবং মেয়েদেরকে বাঁচিয়ে রাখা ছিল তাদের জন্য এক মহা পরীক্ষা।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٤٢﴾

(১৪২) আর আমি মূসার সাথে ওয়াদা পূরণের জন্য ত্রিশ রাত সময় নির্ধারিত করি[১] এবং আরো দশ দ্বারা তা পূর্ণ করি। ফলে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হয়।[২] আর মূসা তাঁর ভাই হারূনকে বলল, আমার সম্প্রদায়ে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করতে থাক, সংশোধন করতে থাক এবং ফ্যাসাদকারীদের পথ অনুসরণ কর না।

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٤٣﴾

(১৪৩) আর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময় অনুযায়ী[৩] এসে উপস্থিত হল এবং তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন[৪] তখন সে বলল, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে দর্শন দাও, তোমাকে আমি এক নজর দেখব। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কখনোই দেখতে পাবে না।[৫] তুমি বরং ঐ পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর। অনন্তর যদি সেটা নিজ স্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। অতঃপর যখন তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ের উপর জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন সে জ্যোতি সেটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল আর মূসা বেহুশ হয়ে পড়ে গেল। পরে যখন সে হুশে এল তখন বলল, মহিমাময় তুমি, আমি তোমার কাছে তওবা করছি[৬] এবং আমিই সর্ব প্রথম বিশ্বাসী।[৭]

قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِيْ وَبِكَلَامِيْ ۖ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾

(১৪৪) তিনি বললেন, হে মূসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে আমার রেছালাত দ্বারা এবং আমার সাথে কথা বলার দ্বারা মানুষের মধ্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছি।[৮] অতএব, তোমাকে আমি যা দান করেছি তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও।

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ؕ سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٤٥﴾

(১৪৫) আমি তার জন্য ফলকসমূহে[৯] লিখে দিলাম (প্রয়োজনীয়) সব বিষয় তথা উপদেশ এবং সব বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ।[১০] অতঃপর বললাম[১১] তুমি এগুলোকে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর এবং তোমার সম্প্রদায়কে নির্দেশ দাও যেন তারা এর উত্তম বিষয়কে[১২] গ্রহণ করে। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে দেখাব নাফরমানদের বাসস্থান।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) واعد ক্রিয়ার সম্পর্ক "সময়"-এর সাথে হলে তার অর্থ হয় ওয়াদা পূরণ করার জন্য সময় নির্ধারণ করা। (আল-মুনজিদ)

(২) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) কে তাওরাত দেয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে তূর পর্বতে ত্রিশ রাত্রি এ'তেকাফ করার নির্দেশ দেন এবং পরবর্তিতে আরো দশদিন বাড়িয়ে চল্লিশ দিন পূর্ণ করেন।

(৩) অর্থাৎ, চল্লিশ রাত এ'তেকাফের পর আল্লাহর সাথে কথা বলার যে সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল সে সময় অনুযায়ী। (জালালাইন)

(৪) হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার সাথে সরাসরি কথা বলেছিলেন, তবে তার ধরন কেমন হয়েছিল তা একমাত্র আল্লাহ-ই ভাল জানেন। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, এ পৃথিবীতে দেখতে পাবে না। কারণ, তুমি আমার জ্যোতি বরদাশত করতে পারবে না। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) অর্থাৎ, তোমার আদেশ কিংবা অনুমতি ছাড়া তোমাকে দেখতে চেয়ে যে অন্যায় করেছি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (জালালাইন)

(৭) অর্থাৎ, আমার নবুয়তের জমানায় আমিই প্রথম মু'মিন-বিশ্বাসী। কেননা, প্রত্যেক নবী-ই নিজ নবুয়তের জমানার প্রথম মু'মিন হয়ে থাকেন। কিংবা এ বাক্যের অর্থ হল, তোমার দর্শন লাভ যে পৃথিবী-তে সম্ভব নয় এ ব্যাপারে আমিই প্রথম জানতে পারলাম এবং পৃথিবীতে আমিই সর্ব প্রথম এ ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। (জালালাইন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৮) অর্থাৎ, তোমার সমকালীন বিশ্বের সব মানুষের উপর তোমাকে মনোনীত করেছি তথা রসূল বানিয়েছি। (জালালাইন)

(৯) অর্থাৎ, যাতে তওরাত লিপিবদ্ধ ছিল। ফলকের সংখ্যা ছিল কারো মতে দশটি, কারো মতে সত্তরটি এবং এই ফলক গুলো জান্নাতের পাতার কিংবা "জবরযদ" পাথরের ছিল বলে বর্ণনায় পাওয়া যায়। (জালালাইন)

(১০) এখানে من كل شيء বাক্যাংশ থেকে পরবর্তী বাক্যাংশ بدل হয়েছে। (জালালাইন-এর টীকা)

(১১) "বললাম" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(১২) এখানে তওরাতের "উত্তম বিষয়" বলে পুরো তাওরাতকে গ্রহণ করার-ই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, পুরো তাওরাত-ই তো উত্তম। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪২ নং আয়াত:

১. প্রথমে ত্রিশরাত এবং পরবর্তিতে আরো দশরাত বৃদ্ধির একটি তাৎপর্য্য হল ক্রমধারা সৃষ্টি করা। অর্থাৎ, কারো দায়িত্বে কোন কাজ অর্পন করতে হলে প্রথমেই তার উপর সম্পূর্ণ কাজের চাপ সৃষ্টি না করা বরং ধাপে ধাপে বাড়ানো, যাতে সে তা পালন করতে সহজবোধ করে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. আয়াতের ইঙ্গিতে বোঝা যায়– নফ্স তথা আভ্যন্তরীণ অবস্থার সংশোধনে ৪০ দিনের একটি বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. "৩০ দিন" না বলে "ত্রিশরাত" বলা হয়েছে। আর চান্দ্রমাস শুরু হয় রাত থেকে। এতে প্রমাণিত হয়, নবী–রসূলগণের শরীয়তে তারিখের হিসেব ধরা হতো রাত থেকে অর্থাৎ, চান্দ্রমাস অনুসারে এবং ইবাদত চান্দ্রমাস অনুসারেই হয়ে থাকে।

৪. আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) তাঁর খলীফা নিযুক্ত করেন হযরত হারূন (আ.) কে। এতে প্রমাণিত হয়, কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি প্রয়োজন বোধে কোথাও যেতে হলে তার কাজের ব্যবস্থাপনার জন্য লোক নিয়োগ করে যাওয়া কর্তব্য।

৫. খলীফাকে প্রয়োজনীয় ওসিয়ত বা দিক নির্দেশনা প্রদান করার নীতি প্রমাণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৪৩ নং আয়াত:

১. পৃথিবীতে আল্লাহর দীদার বা দর্শন লাভ যুক্তিগতভাবে সম্ভব হলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্ভব নয়। তবে মিরাজের রাত্রিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আল্লাহর দর্শন লাভ স্বাভাবিকতার ব্যতিক্রম ঘটনা। আর পরকালে আল্লাহর দীদার সম্ভব এতে কোন সন্দেহ নেই। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার সাথে সরাসরি বাক্য বিনিময় করেছেন।

৩. হযরত মূসা (আ.) ছিলেন তাঁর নবুয়তের জমানার সর্ব প্রথম বিশ্বাসী কিংবা দুনিয়াতে আল্লাহর দর্শন লাভ অসম্ভব হওয়ার ব্যাপারে সর্ব প্রথম বিশ্বাসী। (৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

● ১৪৪ নং আয়াত:

১. হযরত মূসা (আ.)-এর আল্লাহ তা'আলাকে দর্শনের আকাঙ্খা পূরণ না হওয়ার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এই বলে যে, তোমাকে আমি রসূল বানিয়েছি এবং সরাসরি তোমার সাথে কথা বলেছি, এটা কম বড় নেয়ামত নয়। সুতরাং তুমি তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও। এতে একদিকে আশাহত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেয়ার রীতি প্রমাণিত হয়, অপরদিকে প্রমাণিত হয় যে, কেউ কোন এক নেয়ামত অর্জনে ব্যর্থ হলেও অন্যান্য নেয়ামতের কারণে তার শোকর আদায় করা উচিত।

২. হযরত মূসা (আ.) তাঁর সমকালীন বিশ্বের সব মানুষের জন্য রসূল ছিলেন।

● ১৪৫ নং আয়াত:

১. পূর্ব থেকে লেখা তাওরাতের পাতা বা তখতী হযরত মূসা (আ.) কে অর্পন করা হয়েছিল, আর এগুলোর নাম-ই হল তাওরাত। (মাআরিফুল কুরআন)

২. আয়াতের দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে, মু'মিনদের দায়িত্ব হল প্রথমে নিজে দ্বীনকে আঁকড়ে ধরা এবং পরবর্তীতে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে তা পৌছানো।

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ وَ اِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَ اِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ؕ وَ اِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ كَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿۱۴۶﴾

(১৪৬) যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার[১] করে বেড়ায়, আমি শীঘ্রই তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী থেকে বিমুখ করে দেব, আর যদি তারা সমস্ত নিদর্শনও দেখে নেয় তবুও তাতে বিশ্বাস করবে না, তারা হেদায়াতের পথ দেখলেও সেটাকে (নিজেদের) পথ বানাবে না, আর গোমরাহীর পথ দেখলে সেটাকে (নিজেদের) পথ বানাবে। এটা এ কারণে যে, তারা আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি মিথ্যারোপ করেছে এবং তারা এ বিষয়ে ছিল গাফেল।

وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ لِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۷﴾

(১৪৭) যারা আমার আয়াতসমূহ এবং আখেরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যা আখ্যায়িত করেছে, তাদের যাবতীয় আমল[২] নিস্ফল হয়ে গেছে। তারা যে আমল করত[৩] সে অনুযায়ী-ই তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে "অহংকারের" সাথে "অন্যায়" শব্দ আনার কারণ হল, মানুষের অহংকার অবশ্যই অন্যায় কাজ। কেননা, প্রকৃত অর্থে যে বড় সেই কেবল অহংকারের অধিকার রাখে। তিনি হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা; মানুষ নয়। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, দান–সদকা, সেবা, আত্মীয়তা ইত্যাদি দুনিয়াতে কৃত সব ধরনের নেক আমলকে বুঝানো হয়েছে। (জালালাইন)

(৩) অর্থাৎ, কুফ্রী।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪৬ নং আয়াত:

১. অহংকার করা অন্যায়।

২. আল্লাহ তাআলা অহংকারী ব্যক্তিদের অন্তরকে হেদায়াত কবূলের অযোগ্য করে দেন। ফলে তারা অজস্র নিদর্শনাবলী দেখার পরও হেদায়াত লাভ করতে সক্ষম হয় না।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

৩. আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি মিথ্যারোপ করা এবং এ বিষয়ে গাফেল থাকা সব গোমরাহী এবং ফ্যাসাদের মূল। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৪৭ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয়, আখেরাতে পার্থিব জীবনে কৃত ভালো কাজসমূহের উত্তম প্রতিদান লাভ করার পূর্বশর্ত হল, আল্লাহ, রসূল, কেয়ামত ইত্যাদি মৌলিক আকীদাসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করা। সুতরাং কাফের এবং মুশরিকরা পৃথিবীতে যেসব ভালো কর্ম সম্পাদন করে তার বিনিময়ে তারা পরকালে কোন সুফল অর্জন করবে না।

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ؕ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۸﴾

(১৪৮) আর মূসার সম্প্রদায় তার (তাওরাত আনতে যাওয়ার) পরে নিজেদের অলংকারাদির দ্বারা বানিয়ে নিল একটি বাছুর–একটি দেহ, যার "হাম্বা" রব ছিল।[১] তারা কি দেখল না যে, সেটা তাদের সাথে কথা বলে না এবং তাদেরকে কোন পথও দেখায় না? তারা সেটিকে (মাবূদরূপে) গ্রহণ করল এবং তারা ছিল জালেম।

وَلَمَّا سُقِطَ فِيْٓ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۱۴۹﴾

(১৪৯) আর যখন তারা অনুতপ্ত হল[২] এবং বুঝতে পারল যে, তারা তো নিশ্চিতরূপে গোমরাহ হয়ে গেছে, তখন বলল, আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন এবং আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তবে তো আমরা নিশ্চিতরূপে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ ঘটনাটি সূরা "ত্বহা"তে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ আছে।

(২) سقط فى ايديهم বাক্যাংশের শাব্দিক অর্থ হল "তাদের হাতে ফেলানো হল" অর্থাৎ, কামড় ফেলানো হল। মানুষ কোন বিষয়ে লজ্জিত হলে দাঁত দ্বারা হাত কাটে। তাই পরিভাষায় এ বাক্যাংশের দ্বারা অনুতপ্ত হওয়া কিংবা লজ্জিত হওয়া বোঝানো হয়ে থাকে। (আবুস-সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৪৮ নং আয়াত:

১. অস্বাভাবিক কোন ঘটনা শরীয়তের বিরুদ্ধে দলীল হতে পারে না; বরং এ ক্ষেত্রে শরীয়তকেই প্রাধান্য দিতে হবে। (বয়ানুল কুরআন)

২. "তারা কি দেখল না যে, সেটা তাদের সাথে কথা বলে না এবং তাদেরকে কোন পথও দেখায় না?"– এ দ্বারা বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগ না করার নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

● ১৪৯ নং আয়াত:

১. আয়াতে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের বাছুর পূজা বিষয়ক অপরাধ সংঘটনের পর তাদের তওবা এবং অনুতপ্ত হওয়ার বিষয়টি জানা যায়।

২. আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা না পাওয়া এক বিরাট ক্ষতি। বরং এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর নেই। সুতরাং আল্লাহর রহমত ও দয়া লাভের জন্য যত্নবান হওয়া চাই।

وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْۢ بَعْدِيْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ ؕ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ ۖ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۵۰﴾

(১৫০) আর মূসা যখন রাগান্বিত, অনুতপ্ত[১] অবস্থায় নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এল, তখন বলল, আমার (তাওরাত আনতে যাওয়ার) পরে তোমরা আমার কী নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব-ই না করেছ! তোমরা কি তোমাদের প্রতিপালকের নির্দেশের পূর্বেই তাড়াহুড়ো করে ফেললে?[২] এবং ফলকগুলো সে ফেলে দিল[৩] আর নিজের ভাই এর চুল ধরে নিজের দিকে টানতে লাগল। সে (হারূন) বলল, হে আমার মায়ের পুত্র![৪] এ সম্প্রদায় তো আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। সুতরাং আমার উপর দুশমনদেরকে হাসাবেন না। আর আমাকে জালেম সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্য করবেন না।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ۖ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿۱۵۱﴾

(১৫১) সে (মূসা) বলল, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে এবং আমার ভাইকে ক্ষমা কর[৫] এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে শামিল কর। আর তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ ﴿۱۵۲﴾

(১৫২) যারা বাছুরকে (মা'বূদ) বানিয়েছে (এবং এখনও তওবা করেনি) তাদের উপর খুব শীঘ্রই এ পার্থিব জীবনেই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শাস্তি এবং লাঞ্ছনা এসে পড়বে।[৬] এমনিভাবে আমি মিথ্যারোপকারীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٥٣﴾

(১৫৩) যারা পাপ কাজ করে অনন্তর তারা সে কাজের পরে তওবা করে নেয় এবং (সেই কুফর ছেড়ে) ঈমান আনয়ন করে তোমার প্রতিপালক তো নিশ্চয় এরপর (তওবার পর) পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ۖ وَفِيْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ ﴿١٥٤﴾

(১৫৪) তারপর মূসার রাগ যখন প্রশমিত হল, তখন সে ফলকগুলো তুলে নিল। আর তার নুসখাতে[৭] ছিল হেদায়াত এবং রহমত সেসব লোকদের জন্য যারা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) রাগান্বিত হওয়ার কারণ হল তিনি তূর পর্বতে থাকাকালীন সময়েই ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, বনী ইসরাঈল বাছুর পূজায় লিপ্ত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিপালক তো তোমাদেরকে বিধান দেয়ার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সেই নির্দিষ্ট সময় আসার পূর্বেই তোমরা তাড়াহুড়ো করে কেন বাছুরকে মাবূদ বানিয়ে নিলে।

(৩) এখানে "ফেলে দিল" অর্থাৎ, দ্রুততার সাথে ফলকগুলো এক পাশে সরিয়ে রাখল। আর যদি "নিক্ষেপ করল" অর্থ করা হয় তবুও এটা তাঁর অন্যায় হবে না। কেননা দ্বীনী বিষয়ে ত্রুটি করার কারণে রাগান্বিত হয়ে অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও এরূপ করে ফেলেছিলেন ইচ্ছাকৃতভাবে নয়। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) এখানে হযরত মূসা (আ.)-এর রাগকে প্রশমিত করার জন্য এবং তার মনে দয়ার উদ্রেক করার জন্য তাঁকে "মায়ের পুত্র" বলে সম্বোধন করেছিলেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, অধিক রাগান্বিত হওয়ার ফলে অনিচ্ছাকৃত যে ত্রুটি আমার হয়ে গেছে তা ক্ষমা কর এবং কওমকে সংশোধনের ক্ষেত্রে আমার ভাই হারুন থেকে যদি কোন অবহেলা প্রকাশ পেয়ে থাকে তবে তুমি তা-ও ক্ষমা কর। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) এ বাছুর পূজা করার ফলে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের উপর যে শাস্তি এসেছিল তা ছিল তওবার বিধান। আর এ তওবার পদ্ধতি ছিল নিজেদের মধ্যে একে অপরকে হত্যা করা। আর বাছুরের নির্মাতা "সামেরী"কে এক অভিনব শাস্তি দেয়া হয়েছিল যেন সে মানব সমাজে বসবাস করতে না পেরে পশুদের সাথে থাকতে বাধ্য হয়। তা হল, কেউ তাকে স্পর্শ করলে উভয়ের কঠিন জ্বর এসে যেত। (মাআরিফুল কুরআন)

(৭) "নোসখা" বলা হয় সে লেখাকে যা কোন গ্রন্থরাজি থেকে উদ্ধৃত করা হয়। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) রাগের মাথায় যখন তাওরাতের ফলকগুলো তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখেন, তখন সেগুলো ভেঙ্গে গিয়েছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলা পরে অন্য কিছুতে লেখা তাওরাত দান করেছিলেন। তাকেই "নোসখা" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫০ নং আয়াত:

১. যারা উম্মতের পথ প্রদর্শক, তাদের কর্তব্য হল উম্মতের দ্বীনী অবস্থার পূর্ণ তত্ত্বাবধান করা এবং প্রয়োজনে কঠোরতা অবলম্বন করা।

২. আয়াতে হযরত হারূন (আ.)-এর ওজর পেশ করা থেকে প্রতীয়মান হয়, নিজে নির্দোষ হলে তা প্রমাণের চেষ্টা করা এবং প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে সন্দেহের নিরসন করা জায়েয আছে। এটা অন্যায় কিছু নয়।

৩. আয়াতে বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া স্বত্ত্বেও হযরত হারূন (আ.) কে চুল ধরে টানা এবং তাওরাতকে পাশে ফেলে রাখা বাহ্যিক দৃষ্টিতে দৃষ্টিকটু এবং অন্যায় মনে হলেও এটা হযরত মূসা (আ.)-এর কোন অপরাধ নয়। কারণ দ্বীনী ক্ষেত্রে ত্রুটি অবলোকন করে তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন এবং রাগান্বিত হয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করেছিলেন। এ ঘটনা থেকে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী প্রমাণিত হয়।

৪. মানুষ তার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য পরকালে দায়ী হবে না।

৫. সাধারণ মানুষতো বটেই, নবীগণ থেকেও "ইজতিহাদী ভুল" হতে পারে। কেননা তিনি হযরত হারূন (আ.) কে দোষী মনে করে চুল ধরেছিলেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে হযরত হারূন (আ.) দোষী ছিলেন না। এটা ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর ইজতিহাদী ভুল। (সংক্ষেপিত, বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

● ১৫১ নং আয়াত:

১. আয়াতের দ্বারা নবীগণের মহৎ চরিত্র এবং নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। কারণ, তাঁদের দ্বারা কোন গোনাহ তো সংঘটিত হয়-ই নি। বরং বাহ্যিক দৃষ্টিকটু কিছু হলেও তারা সাথে সাথে দরবারে ইলাহীতে ক্ষমা চেয়ে নিতেন।

২. হযরত মূসা (আ.) নিজের জন্য ক্ষমার দুআ করার সাথে সাথে হযরত হারূণ (আ.)-এর জন্যও ক্ষমার দুআ করেন। এ থেকে অন্যের জন্যও ক্ষমার দুআ করার নীতি প্রমাণিত হয়।

● ১৫২ নং আয়াত:

১. বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের যেসব লোক আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তি পূজা করে মুরতাদ হয়েছিল তাদেরকে হত্যার বিধান দেয়া হয়েছিল। এতে প্রমাণিত হয়, মুরতাদের পার্থিব শাস্তি হল তাকে হত্যা করা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনা এবং বে-ইজ্জতি কখনো গোনাহের কারণে হয়ে থাকে। (বয়ানুল কুরআন)

● ১৫৩ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায়, অপরাধ যত বড়ই হোক না কেন নিজেকে সংশোধন করলে এবং রব্বুল আলামীনের দরবারে তওবা করলে তিনি ক্ষমা করে দেন। (মাআরিফুল কুরআন)

● ১৫৪ নং আয়াত:

১. তাওরাতে ছিল হেদায়াত ও রহমত।

২. আল্লাহর কিতাবের হেদায়াত ও নূর দ্বারা তারাই লাভবান হতে পারে যারা ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারী। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّاۤ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّایَ ؕ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ اِنْ هِیَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ؕ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِیْ مَنْ تَشَآءُ ؕ اَنْتَ وَلِیُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَیْرُ الْغٰفِرِیْنَ ﴿۱۵۵﴾

وَاكْتُبْ لَنَا فِیْ هٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّفِی الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَاۤ اِلَیْكَ ؕ قَالَ عَذَابِیْۤ اُصِیْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِیْ وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ ؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِیْنَ یَتَّقُوْنَ وَیُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِیْنَ هُمْ بِاٰیٰتِنَا یُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۵۶﴾

اَلَّذِیْنَ یَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِیَّ الْاُمِّیَّ الَّذِیْ یَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِیْلِ ۫ یَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَیَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبٰتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِیْ كَانَتْ عَلَیْهِمْ ؕ

(১৫৫) আর মূসা নিজ সম্প্রদায় থেকে সত্তর জন লোককে আমার নির্ধারিত সময়ের (উপস্থিত হওয়া) জন্য বেছে নিল।[১] তারপর যখন ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল তখন সে বলল, হে আমার প্রতিপালক, তুমি ইচ্ছে করলে পূর্বে তাদেরকে এবং আমাকে ধ্বংস করে দিতে পারতে।[২] আমাদের মধ্যকার নির্বোধ লোকেরা যা করেছে তার কারণে কি তুমি আমাদের (সকল)কে ধ্বংস করবে? এতো তোমার পরীক্ষা মাত্র। তুমি যাকে ইচ্ছে কর এর দ্বারা বিপথগামী কর এবং যাকে ইচ্ছে কর সঠিক পথে কায়েম রাখ। তুমিই আমাদের অভিভাবক সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। আর ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ।

(১৫৬) আর আমাদের জন্য কল্যাণ লিখে দাও এই দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। আমরা যে তোমার দিকে ধাবিত হয়েছি। তিনি (আল্লাহ) বললেন, আমার শাস্তি, তা আমি যাকে চাই তার উপর ঘটাই, আর আমার রহমত, তা সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত রয়েছে। অতএব সেই রহমত অবশ্যই[৩] তাদের জন্য লিখে দিব[৪] যারা (আমাকে) ভয় করে এবং যাকাত দান করে আর যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করে।

(১৫৭) যারা অনুসরণ করে এমন রসূলের, যিনি নবীয়ে উম্মী,[৫] যাঁকে তারা তাদের নিকটস্থ তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ পায়,[৬] সে তাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করে, মন্দ কাজ থেকে বারণ করে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তুগুলিকে হালাল বলে ও অপবিত্র বস্তুগুলিকে তাদের উপর হারাম বলে। আর তাদের উপর থেকে অপসারিত করে সেই বোঝা ও শৃঙ্খল যা তাদের উপর ছিল।[৭]

فَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِیْۤ اُنْزِلَ مَعَهٗ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

قُلْ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ جَمِیْعَا ۨ الَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ یُحْیٖ وَیُمِیْتُ ۪ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۵۸﴾

অতএব যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে, তাঁকে সম্মান করে, তাঁকে সাহায্য করে এবং যে নূর[৮] তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে, তারাই সফলকাম।

(১৫৮) তুমি বলে দাও, হে মানবসকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহর প্রেরিত রসূল, আসমান সমূহ এবং যমীনের রাজত্ব যার কর্তৃত্বাধীন। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রসূল-নবীয়ে উম্মী-র প্রতি যে (স্বয়ং) আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ করো যাতে তোমরা পথে এসে যাও।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত সংক্ষিপ্ত ঘটনা হল– হযরত মূসা (আ.) তাওরাত নিয়ে বনী ইসরাঈলের কাছে আসার পর তারা বলল, আমরা কীরূপে বুঝব যে, এটা আল্লাহর কালাম? তখন হযরত মূসা (আ.) সত্তর জনকে বাছাই করে তূর পর্বতে নিয়ে গেলেন। সেখানে তারা আল্লাহর কালাম নিজ কানে শুনতে পেল। কিন্তু এরপর তারা বলতে লাগল যে, আমরা আল্লাহকে সরাসরি না দেখলে কীভাবে বিশ্বাস করব যে, এ আওয়াজ আল্লাহর? এরপর আল্লাহ তা'আলা বজ্র এবং ভূমিকম্পের দ্বারা তাদের উপর আযাব প্রেরণ করলেন। এতে তারা বেহুশ হয়ে পড়ে গেল।

(২) অর্থাৎ, এখন যদি এদেরকে মেরে ফেল তবে বনী ইসরাঈল বলবে, এদেরকে আমি এখানে এনে মেরে ফেলেছি। এতে তারা আমার বদনাম করবে এবং আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) فساكتبها এখানে ف বর্ণটি তাগিদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, পরকালের জন্য। (জালালাইন)

(৫) "উম্মী" শব্দের অর্থ নিরক্ষর, যে লেখা-পড়া কোনটাই জানে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারও কাছ থেকে এক অক্ষরও লেখা পড়া শেখেননি বিধায় তাঁকে উম্মী বলা হয়। উম্মী হওয়া স্বত্ত্বেও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র মুখ থেকে জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার প্রকাশিত হওয়া তাঁর আল্লাহ কর্তৃক রসূল মনোনীত হওয়ার এবং কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়ারই প্রমাণ বহন করে। তাই উম্মী হওয়া রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরাট মু'জিযা।

(৬) তাওরাত এবং ইঞ্জীলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম, অবয়ব ও গুণাবলী লিপিবদ্ধ ছিল।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৭) "বোঝা" ও "শৃঙ্খল" বলে সেই সব কঠিন বিধি-বিধানকে বোঝানো হয়েছে যা শাস্তিস্বরূপ বনী ইসরাঈলের উপর আরোপ করা হয়েছিল। যেমন কাপড় পাক করার জন্য অপবিত্র স্থানটুকু কেটে ফেলা, গনীমতের মাল হালাল না হওয়া, সব ধরনের হত্যাকারীকেই হত্যা করে দেয়া- খুনের ক্ষতি পূরণের বিধান না থাকা ইত্যাদি। (আবুস-সুউদ)

(৮) এখানে "নূর" অর্থ ওহী (মাতলূ হোক বা গায়রে মাতলূ) অর্থাৎ, কুরআন ও হাদীছ। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫৫ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে ভূমিকম্পের কথা এবং অন্য আয়াতে বজ্রের কথা উল্লেখ আছে। এই দুই রকম বর্ণনার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কেননা, বজ্র এবং ভূমিকম্প উভয়টি-ই তাদেরকে আঘাত হেনেছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

২. শরীয়ত বিরোধী কাজ করা বোকামী, যারা তা করে তাদেরকে বোকা বলে আখ্যায়িত করা যায়, যেমন হযরত মূসা (আ.) করেছিলেন।

৩. হেদায়াত ও গোমরাহী আল্লাহর হাতে। অতএব আল্লাহর কাছে হেদায়াত প্রাপ্তি ও গোমরাহী থেকে মুক্তির জন্য দুআ করা চাই।

● ১৫৬ নং আয়াত:

১. দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের কল্যাণের জন্য দুআ চাওয়ার শিক্ষা পাওয়া যায়।

২. দুনিয়াতে ফরমাবরদার নাফরমান নির্বিশেষে সকলেই আল্লাহর সাধারণ রহমত পেয়ে থাকে। তবে পরকালীন রহমত ও কল্যাণ লাভের জন্য ঈমান, তাকওয়া- পরহেযগারী, যাকাত দান প্রভৃতি বিশেষ শর্তসমূহ পূরণ করতে হবে। (মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত)

● ১৫৭ নং আয়াত:

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "উম্মী" ছিলেন। তিনি কারও কাছ থেকে এক অক্ষরও লেখা পড়া শেখেননি।

২. তাওরাত ও ইঞ্জীলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে বর্ণনা ছিল। (বর্তমানে তাওরাত ও ইঞ্জীলে এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বর্ণনার অনুপস্থিতি উক্ত কিতাবদ্বয়ের বিকৃতির প্রমাণ বহন করে।)

৩. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কয়েকটি গুণের বর্ণনা রয়েছে।

৪. কল্যাণ লাভের জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য এবং কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

৫. একমাত্র এই উম্মতই আল্লাহর রহমত ও কল্যাণ প্রাপ্ত হবে। ইয়াহুদী খৃষ্টান প্রভৃতি যারা এই নবী ও কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করে না তারা তা থেকে বঞ্চিত হবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

৬. ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (প্রাগুক্ত)

৭. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জরুরী এবং শ্রদ্ধা, সহযোগিতা ও ভালবাসার মনোভাব নিয়ে তাঁর আনুগত্য করতে হবে। (আইছারুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন)

● ১৫৮ নং আয়াত:

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বজনীন নবী। আরব-অনারব, সাদা-কালো সকলের কাছেই তিনিই রসূলরূপে প্রেরিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "উম্মী" ছিলেন। অর্থাৎ, তিনি কারও কাছ থেকে এক অক্ষরও লেখা পড়া শেখেননি।

৩. তাওহীদ ও ঈমানের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

৪. সমগ্র মানুষের (ব্যক্তি হোক বা দল হোক সকলেরই) হেদায়াত বা সঠিক পথপ্রাপ্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। (প্রাগুক্ত)

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٩﴾	(১৫৯) আর মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন (ও) এক দল রয়েছে যারা সত্য (ধর্ম) অনুযায়ী (লোকদেরকে) হেদায়াত করে এবং সে অনুযায়ী ন্যায় বিচার করে।
وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٠﴾	(১৬০) আর আমি তাদেরকে বার গোত্রে তথা দলে বিভক্ত করে দিলাম এবং মূসার প্রতি -যখন তাঁর সম্প্রদায় তাঁর নিকট পানি চাইল- ওহী পাঠালাম যে, তোমার লাঠি দ্বারা ঐ পাথরে আঘাত কর। ব্যস, তৎক্ষণাত তার থেকে বারটা ঝর্ণা ফুটে বের হল। প্রত্যেক দল নিজ নিজ পানস্থান জেনে নিল। আর আমি তাদের উপর মেঘের ছায়া দান করলাম এবং তাদের নিকট মান্ন ও সালওয়া[১] প্রেরণ করলাম। (বললাম) যে ভাল বস্তু আমি তোমাদেরকে জীবিকারূপে দিয়েছি তা থেকে তোমরা আহার করো। তারা আমার প্রতি জুলুম করেনি কিন্তু নিজেদের প্রতিই জুলুম করছিল।
وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓـٰٔتِكُمْ ؕ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٦١﴾	(১৬১) আর স্মরণ কর[২] যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল এই জনপদে[৩] বসবাস কর এবং সেখান থেকে খাও যেখানে তোমরা চাও আর বল "ক্ষমা করুন" এবং (নগর)দ্বার দিয়ে অবনত মস্তকে প্রবেশ কর, আমি তোমাদের ত্রুটিগুলি ক্ষমা করে দিব। অচিরেই আমি নেক আমলকারীদেরকে অতিরিক্ত দান করব।[৪]

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(১৬২) অনন্তর তাদের মধ্যে যারা জালেম ছিল তারা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তা ভিন্ন অন্য কথা পরিবর্তে গ্রহণ করল।[৫] এরপর তাদের উপর আমি আকাশ থেকে এক আযাব প্রেরণ করলাম তাদের অবিচার করতে থাকার কারণে।	فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٢﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "মান্ন" মধুর ন্যায় এক ধরনের হালুয়া যা গাছের পাতার উপর পড়ে থাকত। আর "সালওয়া" এক ধরনের সুস্বাদু পাখি। (আইছারুত্তাফাসীর)

(২) "স্মরণ কর" কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।

(৩) অধিকাংশের মতে এই জনপদটি হল ফিলিস্তীনের মৃত সাগরের কিছু উত্তরে অবস্থিত আরীহা নামক একটি ক্ষুদ্র শহর। অনেকের মতে ফিলিস্তীন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও আইছারুত্তাফাসীর)

(৪) এখন এক শহর জয় হল, ভবিষ্যতে গোটা দেশ জয় করতে পারবে। কিংবা উদ্দেশ্য এই যে, ত্রুটি ক্ষমা করতঃ নেক আমলকারীদের ছওয়াব বৃদ্ধি করে দিব। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) তাদেরকে বলা হয়েছিল, শহরটিতে প্রবেশের সময় মুখে বলবে "হিত্তাতুন" অর্থাৎ, ক্ষমা করুন। কিন্তু তারা তৎ পরিবর্তে "হিনতাতুন ফীহা শাঈরাতুন" অর্থাৎ, "গমের ভিতরে যব" বলতে বলতে প্রবেশ করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫৯ নং আয়াত:

আয়াতে বনী-ইসরাঈলের মধ্যে এক দল হকপন্থী লোক থাকার কথা উল্লেখ করতঃ ইনসাফের নীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। ঢালাওভাবে সমালোচনার নীতি ইসলামে স্বীকৃত নয়।

● ১৬০ নং আয়াত:

১. এস্তেসকা তথা পানি প্রার্থনার জন্য বিশেষ কোন নামায জরুরী নয়। শুধু দুআর উপরও নির্ভর করা চলে।

২. নবীগণের মু'জিযা প্রমাণিত। পাথর ফেটে পানি বের হওয়া ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা।

৩. বনী ইসরাঈলের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে ছায়া, মান্ন ও সালওয়া প্রেরিত হয়েছিল।

৪. আহার্য পবিত্র ও হালাল হওয়া চাই।

৫. বনী ইসরাঈল মান্ন ও সালওয়া-র ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করে নিজেদের প্রতি অবিচার করেছিল।

৬. আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করা নিজেরই প্রতি অবিচার করার নামান্তর।

● ১৬১-১৬২ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ের আহকাম ও শিক্ষার জন্য সূরা বাকারার ৫৮ ও ৫৯ নং আয়াতের আহকাম ও শিক্ষা দ্রষ্টব্য।

(১৬৩) আর তুমি তাদেরকে সেই জনপদের (অধিবাসীদের) অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর যা সাগর তীরে অবস্থিত ছিল।[১] যখন তারা শনিবার সম্বন্ধে সীমালংঘন করছিল[২] -যখন তাদের শনিবার দিন তাদের (সমুদ্রের) মৎসগুলি আত্মপ্রকাশ করে তাদের নিকট আসত। আর যেদিন শনিবার দিবস না হত[৩] তাদের নিকট আসত না। এমনিভাবে আমি তাদের পরীক্ষা নেই, যেহেতু তারা আদেশ লংঘন করত।	وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۚ كَذٰلِكَ ۚ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٣﴾
(১৬৪) আর যখন তাদের মধ্য থেকে একদল বললঃ এমন লোকদেরকে কেন সদুপদেশ দিচ্ছ, আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করবেন অথবা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন? তারা বললঃ তোমাদের প্রতিপালকের সমীপে ওজর পেশ করার জন্য, আর (এ জন্য যে,) হয়ত তারা বিরত হবে।	وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٦٤﴾
(১৬৫) অতঃপর যখন তারা ভুলে গেল যে বিষয়ে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তা, তখন যারা সেই অসৎকর্ম থেকে বারণ করত তাদেরকে রক্ষা করলাম আর জালেমদেরকে নিকৃষ্ট আযাব দ্বারা আক্রান্ত করলাম। কারণ তারা অবাধ্যতা করে আসছিল।	فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖٓ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۢ بَـِٔيْسٍۢ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٥﴾
(১৬৬) অর্থাৎ,[৪] যখন তারা সীমালংঘন করল ঐ কাজে, যা থেকে তাদেরকে বারণ করা হয়েছিল, তখন আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।[৫]	فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ﴿١٦٦﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এই জনপদটির নাম আইলা (বর্তমান নাম আকাবা)। জনপদটি লোহিত সাগরের শাখা আকাবা উপসাগরের তীরে অবস্থিত।

(২) হযরত দাউদ (আ.)-এর যুগে আইলা নামক জনপদে বসবাসকারী ইয়াহুদীদের প্রতি নির্দেশ ছিল শনিবার মৎস শিকার না করার। পরীক্ষা স্বরূপ শনিবারে সাগরে প্রচুর মাছ দেখা দিত।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অন্যান্য দিনে দেখা যেত না। শনিবারে মাছের প্রাচুর্য্য দেখে তারা লোভ সংবরণ করতে পারত না। তারা সাগর তীরে বহু হাউজ খনন করে নালী কেটে নদীর সাথে যুক্ত করে দিত এবং শনিবার মাছ তাড়িয়ে হাউযের ভিতরে এনে নালী বন্ধ করে দিত এবং পরবর্তী দিন শিকার করত। এরূপ প্রহসন মূলক ভাবে আল্লাহর বিধান লংঘন করায় তাদের উপর শাস্তি আপতিত হয়।

(৩) يوم لا يسبتون এর শাব্দিক অর্থ যেদিন তারা আরাম করত না অর্থাৎ, যেদিন গুলিতে তারা কাজ কর্মে লিপ্ত হত। আর তা হল শনিবার ছাড়া অন্যান্য দিন। শনিবার দিন ছিল তাদের সাপ্তাহিক কর্ম বিরতির দিন।

(৪) فلما عتوا এখানে ف বর্ণটি تفضيل বা ব্যাখ্যার অর্থে হওয়ায় এর অনুবাদ করা হয়েছে "অর্থাৎ"। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) শনিবার দিবসে মৎস শিকার তাদের উপর হারাম ছিল। অত্যন্ত ঔদ্ধত্বপূর্ণভাবে এই নির্দেশ অমান্য করায় শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে (শুকর ও) বানরে পরিণত করা হয় এবং এই রূপান্তরিত অবস্থায় তিন দিন থাকার পর তারা সবাই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী আমাদের যুগের বানর ও শুকরগুলো সেই রূপান্তরিত ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের বংশ নয় বরং শুকর ও বানর এ ঘটনার পূর্বেও পৃথিবীতে ছিল এবং পরেও রয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন) এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য সূরা বাকারার ৬৫ নং আয়াতের টীকা দ্রষ্টব্য।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬৩ নং আয়াত:

১. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক পূর্বের যুগের এসব কাহিনী বর্ণনা করা তাঁর নবুয়তের পক্ষে প্রমাণ।

২. পূর্ববর্তী কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিয়ে নসীহত করার নীতি স্বপ্রমাণিত।

৩. শনিবাবের ব্যাপারে তাদের সীমালংঘন ছিল বাহানা করে মাছ শিকার করা। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হারামকে বৈধ করার বাহানা গ্রহণ করাও হারাম।

৪. কোন সম্প্রদায় আল্লাহর নেয়ামত প্রাপ্তির পর না শুকরি করলে প্রথমতঃ তাদেরকে পরীক্ষায় লিপ্ত করা হয়, তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের উপর আযাব নাযেল হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৬৪–১৬৬ নং আয়াতসমূহ:

আয়াতসমূহ দ্বারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের গুরুত্ব বোঝা যায়। এখানে অসৎকাজে বারণকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা বানরে রূপান্তরিত হওয়ার শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

উক্ত জনপদবাসী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। (১) আল্লাহর নির্দেশ লংঘনপূর্বক শনিবার মৎস শিকারকারী- এদেরকে শাস্তি দেয়া হয়। (২) এই অপরাধে নিষেধ দানকারী- তারা শাস্তি থেকে রক্ষা পান। (৩) যারা অপরাধে জড়িত হননি নিষেধও করেননি- হযরত ইকরামা বলেন, এরা উক্ত অপরাধকে ঘৃণা করে, ফলে এরাও শাস্তি থেকে রক্ষা পায়। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর) এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য সূরা বাকারার ৬৫ নং আয়াতের টীকা দ্রষ্টব্য।

وَ اِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَ اِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۶۷﴾

(১৬৭) আর স্মরণ কর যখন তোমার প্রতিপালক জানিয়ে দিলেন যে, তিনি অবশ্যই তাদের উপর কেয়ামত পর্যন্ত এমন লোকদেরকে নিযুক্ত করতে থাকবেন, যারা তাদেরকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাতে থাকবে।[১] নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক শাস্তি দানে তৎপর এবং অবশ্যই তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

وَ قَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ۫ وَ بَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَ السَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۱۶۸﴾

(১৬৮) আর আমি ভূ-পৃষ্ঠে তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়েছি– তাদের কতক ভাল[২] এবং তাদের কতক অন্য রকম।[৩] আর আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি সু-অবস্থা ও দুরাবস্থাসমূহ দ্বারা, যেন তারা (নাফরমানী থেকে) ফিরে আসে।

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَ يَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَ اِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَ دَرَسُوْا مَا فِيْهِ ؕ وَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۶۹﴾

(১৬৯) তারপর তাদের পশ্চাতে এমন অযোগ্য উত্তরসূরীগণ স্থলাভিষিক্ত হল, যারা কিতাবের[৪] উত্তরাধিকারী হল। তারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী গ্রহণ করে[৫] এবং বলে, "অবশ্যই আমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে"। অথচ যদি (আবারো) তাদের সামনে অনুরূপ সামগ্রী আসে তাহলে তারা তা গ্রহণ করে। তাদের নিকট থেকে কি ঐ কিতাবে[৬] অঙ্গীকার নেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর প্রতি সত্য ভিন্ন কোন কথা আরোপ করবে না? আর তারা সেই কিতাবে যা (লিপিবদ্ধ) ছিল তা পাঠ (ও) করেছে। আর পরকালের আবাসস্থল উত্তম ঐসব লোকদের জন্য যারা পরহেয করে চলে। তবুও কি তোমরা বোঝ না?

وَ الَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿۱۷۰﴾

(১৭০) আর যারা ঐ কিতাবকে আঁকড়ে থাকে[৭] এবং নামায কায়েম করে, নিশ্চয় আমি এরূপ সংশোধনকারী লোকদের বিনিময় নষ্ট করি না।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের উপর এমন কোন না কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন যে তাদেরকে লাঞ্ছনা, অপমান ও পরাধীনতার শাস্তি দিতে থাকবে। সেমতে অদ্যাবধি ইয়াহুদীরা সব সময় এবং সর্বত্র লাঞ্ছিত, ঘৃণিত, পরাজিত এবং পরাধীন অবস্থায় রয়েছে। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর হাতে, বুখ্‌তে নাছারের দ্বারা, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে এবং হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর মাধ্যমে সব জায়গা থেকে অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে তাদের বহিষ্কৃত হওয়া একান্ত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা। বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রও প্রকৃত পক্ষে ইসলাম বিরোধী পশ্চিমা শক্তি ও রাশিয়ার একটি ঘাটি। আজও ইয়াহুদীরা তাদেরই অধীন ও আজ্ঞাবহ। এমনি-ভাবে চিরদিনই তাদেরকে কোন না কোন রাষ্ট্রের অধীন হয়ে থাকতে হচ্ছে। বস্তুতঃ ইয়াহুদীদের সম্বন্ধে এ এক জ্বলন্ত ভবিষ্যদ্বাণী।

(২) যেমন তারা তাওরাতের যুগে তাওরাতের পূর্ণ আনুগত্য ও অনুশীলন করেছে কিংবা কুরআন নাযেল হওয়ার পর তার অনুসরণ করেছে এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর ঈমান এনেছে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অন্যরকম অর্থাৎ, ভাল নয়; যেমন কাফের, ফাসেক ও দুষ্কৃতিকারী। (জালালাইন)

(৪) অর্থাৎ, তাওরাতের। (জালালাইন ও আইছারুত্তাফাসীর)

(৫) অর্থাৎ, তাওরাতের বিধি-বিধান গোপন বা বিকৃতি সাধনপূর্বক দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদ অর্জন করে।

(৬) ميثاق الكتب : এখানে اضافت টি في অর্থে হওয়ায় "কিতাবে"- এরূপ অনুবাদ করা হয়েছে। (জালালাইন)

(৭) তাওরাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশও রয়েছে। অতএব তাওরাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকার মধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনা তথা মুসলমান হওয়াও অন্তর্ভুক্ত। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৬৭ নং আয়াত:

১. আয়াতে কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য ইয়াহুদীদের লাঞ্ছনা, অপমান ও পরাধীন থাকার ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হয়েছে। (দেখুন ১ নং টীকা)

২. আল্লাহর কতিপয় গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে।

● ১৬৮ নং আয়াত:

১. ইয়াহুদীদের মধ্যে কতক ভাল লোকও ছিল, যদিও তাদের অধিকাংশই অবাধ্য ছিল। তবে ঢালাওভাবে তাদের সকলের সমালোচনা করা হয়নি। বরং যারা ভাল তাদের প্রশংসা করে বোঝানো হয়েছে যে, ঢালাওভাবে সমালোচনার নীতি ইসলামে স্বীকৃত নয়।

২. আল্লাহ সু-অবস্থা ও দুরবস্থা উভয় পন্থায়ই অবাধ্য লোকদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন। উদ্দেশ্য, কোনভাবে যদি তারা অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসে।

● ১৬৯ নং আয়াত:

১. আল্লাহর বিধি-বিধান বিক্রয়পূর্বক দুনিয়ার সম্পদ গ্রহণ নিন্দনীয় তথা হারাম।

২. ইয়াহুদীরা মনে করত আমরা আল্লাহর প্রিয় পাত্র, অতএব আমাদের অন্যায় ক্ষমা করে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা এর নিন্দা করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় অন্যায় ও পাপকর্মে হঠকারীতা করেও আল্লাহর ক্ষমা বা রহমতের ভুয়া আশায় পড়ে থাকা অন্যায়।

৩. মুত্তাকী বা পরহেযগারদের জন্য পরকালই শ্রেয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৭০ নং আয়াত:

১. "যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে"-একথা থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর কিতাবের প্রতি শুধু মৌখিক স্বীকৃতি ও যত্ন সহকারে তা নিজের কাছে রেখে দিলেই যথেষ্ট হবে না, তার বিধি-বিধানের অনুশীলনও করতে হবে।

২. লক্ষণীয় যে, তাওরাতের বহু বিধি-বিধানের মধ্যে শুধুমাত্র নামায প্রতিষ্ঠার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর বিধি-বিধানের মধ্যে নামাযই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোত্তম। (মাআরিফুল কুরআন)

وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧١﴾

(১৭১) আর স্মরণ কর যখন আমি তাদের উপর পাহাড়কে উন্মুলিত করে তুলে ধরলাম এমন অবস্থায় যে সেটা ছাদ এবং তাদের বিশ্বাস হয়ে গেল যে, অবশ্যই সেটা তাদের উপর পড়তে যাচ্ছে। তখন আমি বললাম,[১] যা[২] আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ রাখ, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۛ شَهِدْنَا ۛ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٧٢﴾

(১৭২) আর স্মরণ কর যখন তোমার প্রতিপালক আদম-সন্তানদের থেকে অর্থাৎ, তাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে[৩] বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের সম্বন্ধে সাক্ষী করলেন যে, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী রইলাম। (এই সাক্ষী গ্রহণ এজন্য যে,) কেয়ামতের দিন তোমরা যেন বলতে না পার "এ (তাওহীদ) সম্বন্ধে আমরা বে-খবর ছিলাম।"

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(১৭৩) কিংবা বলতে না পার শিরক তো আমাদের পূর্ব পুরুষেরা করেছিল আর আমরা ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি সেই ভ্রান্ত পথ আবিষ্কারকদের কৃতকর্মের দরুণ তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে?	اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿١٧٣﴾
(১৭৪) আর এভাবেই আমি আয়াতগুলিকে সবিস্তারে বর্ণনা করি (যাতে সেই অঙ্গীকারের বিষয় তাদের স্মরণ হয়ে যায়) এবং যাতে তারা ফিরে আসে।	وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٧٤﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "বললাম" কথাটি আরবীতে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(২) অর্থাৎ, তাওরাত ও তার বিধি-বিধান। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও আইছারুত্তাফাসীর)

(৩) জান্নাত থেকে হযরত আদম (আ.) পৃথিবীতে আগমনের পর আরাফাতের অন্তর্গত নু'মান নামক উপত্যকায় এই عهد الل বা আদি প্রতিশ্রুতি গ্রহণের ঘটনা ঘটে। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর পিঠে তাঁর কুদরতের হাত বুলিয়ে দেন তখন তাঁর ঔরসে যত মানুষ জন্মাবার ছিল সব বেরিয়ে আসে তারপর তাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে অন্যদেরকে। এ ধারায় পৃথিবীতে যত মানুষ জন্মাবার তাদেরকে বের করা হয় এবং তাদেরকে পিপড়ার ন্যায় ক্ষুদ্র মানবাকৃতি ও মানবোচিত জ্ঞান দান করার পর তাদের থেকে এই স্বীকারোক্তি নেয়া হয় যে, "আল্লাহ তাদের রব"। এই স্বীকারোক্তি গ্রহণের ফলে মানুষের অন্তরে ঈমানের মূল এমন ভাবে স্থাপিত হয়েছে যাতে সামান্য চিন্তা করলেই আল্লাহ তা'আলাকে রব ও পালনকর্তা হিসেবে চিনতে পারা কঠিন হয় না। অতএব কেয়ামতের দিন এই অজুহাত দেখিয়ে পরিত্রাণ লাভ করা যাবে না যে, আমাদের পূর্ব পুরুষদের দেখা দেখি আমরাও শিরক করেছি, পূর্ব পুরুষগণই আমাদেরকে এই ভ্রান্তির পথ দেখিয়েছে। কিংবা এই আপত্তিও চলবে না যে, আল্লাহ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণই বে-খবর ছিলাম।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭১ নং আয়াত:

১. আয়াত থেকে বোঝা যায় কোন ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার পর যদি সে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে ইসলাম মানার জন্য তার উপর জবরদস্তি করা যাবে, যেমন বনী ইসরাঈলের উপর পাহাড় তুলে ধরে তাদেরকে তাওরাত মানতে বাধ্য করা হয়েছিল। তবে বিধর্মী কাউকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করা যাবে না। (মাআরিফুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত)

২. কিতাবের বিধি-বিধান মান্যতার দ্বারা তাকওয়া অর্জিত হয়।

● ১৭২নং আয়াত:

আয়াতে আদি অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শিরক থেকে বিরত হওয়ার প্রতি দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

● ১৭৩ নং আয়াত:

আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণের অজুহাত দেখিয়ে পরকালে নাজাত পাওয়া যাবে না। এবং এরূপ অজুহাত অচল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী অবলম্বনে)

● ১৭৪ নং আয়াত:

"যাতে তারা ফিরে আসে" কথা থেকে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে, ইয়াহুদীরাও মুশরিকদের ন্যায় তাওহীদ থেকে সরে পড়েছে। তাই আদি অঙ্গীকারের কথা তাদেরকে শোনানো হল, যাতে তারা শিরক থেকে ফিরে আসে। (মুজিহুল কুরআন অবলম্বনে)

(১৭৫) আর তুমি তাদের নিকট ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত[১] পড়ে শোনাও, যাকে আমি প্রদান করেছিলাম আমার আয়াতসমূহ[২] অতঃপর সে তা থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে গেল। অনন্তর শয়তান তার পেছনে লেগে গেল, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿١٧٥﴾
(১৭৬) আর আমি চাইলে এ দ্বারা[৩] তাঁকে অবশ্যই উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার দিকে ঝুকে পড়ল এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। ফলে তার অবস্থা কুকুরের অবস্থার ন্যায় (হয়ে গেল) যদি তুমি তাকে তাড়া কর তবুও হাঁপাবে কিংবা যদি তাকে ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। এই অবস্থাই হল সেই লোকদের, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে। অতএব তুমি বিবৃত কর এসব কাহিনী, হয়ত তারা চিন্তা করে দেখবে।	وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٧٦﴾
(১৭৭) ঐ সম্প্রদায়ের অবস্থা নিকৃষ্ট, যারা মিথ্যা বলে আমার আয়াতসমূহকে এবং তারা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করে আসছে।	سَآءَ مَثَلًا ۨ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٧٧﴾
(১৭৮) আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন সে-ই হেদায়াত লাভকারী। আর যাদেরকে তিনি বিপথগামী করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্থ।	مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٧٨﴾

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সংশ্লিষ্ট ঘটনা : প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত অনুযায়ী বাল'আম ইবনে বাউরা নামক জনৈক বনী ইসরাঈল বংশীয় ব্যক্তি বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকট বসবাস করত। সে আসমানী কিতাবের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত ছিল। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী সে "এসমে আজম"ও জানত, যার মাধ্যমে সে যে কোন দুআ করলেই তা কবূল হত। ফেরআউনের সাগরে ডুবে মৃত্যুবরণ ও মিসর বিজয়ের পর যখন হযরত মূসা (আ.) আমালেকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেহাদের উদ্দেশ্যে ফিলিস্তীন পৌঁছেন, তখন আমালেকা সম্প্রদায় ভীত হয়ে বাল'আম ইবনে বাউরার কাছে এসে বলল, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি যেন মূসা ও তার লোকদের আমাদের দেশ থেকে বের করে দেন। সে এরূপ বদ দুআ করতে অপারগতা প্রকাশ করল। পরে তাদের পীড়াপীড়িতে এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য এস্তেখারা করল। স্বপ্নে তাকে এরূপ কাজ করতে নিষেধ করা হল। কিন্তু সমাজপতিরা তাকে বা তার স্ত্রীকে লোভনীয় উপঢৌকন প্রদান করল এবং বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগল। ফলে সে স্ত্রীর সন্তুষ্টি কামনা বা সম্পদের মোহে অন্ধ হয়ে হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে বদ দুআ করতে আরম্ভ করল। কিন্তু তার মুখ থেকে হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে নয় বরং ঐ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই বাক্য বের হচ্ছিল এবং শাস্তিস্বরূপ তার জিহবা বেরিয়ে এসে বুকের উপর লটকে গেল। সে কুকুরের ন্যায় হাঁপাতে থাকল, এসমে আজম ভুলে গেল এবং বে-ঈমান হয়ে গেল। (মাআরিফুল কুরআন ও মুজিহুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত)

(২) অর্থাৎ, বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, এ আয়াতসমূহ অনুযায়ী আমল করা দ্বারা। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭৫ নং আয়াত:

১. জ্ঞান-গরিমা ও ইবাদতের সাথে সাথে এতে দৃঢ়তার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা উচিৎ। কারণ বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা সব সময়ই বিদ্যমান।

২. ধন-সম্পদের অশুভ পরিণতির কথা স্মরণ রাখা উচিত। কারণ এটা ধর্মীয় ক্ষতি বয়ে আনতে পারে।

৩. অসৎ ও পথভ্রষ্ট লোকদের উপহার-উপঢৌকন থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।

৪. আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ নিজেও একটি আযাব এবং এর দ্বারা শয়তান তার উপর প্রবল হয়ে আরও হাজার রকম মন্দ কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। (মাআরিফুল কুরআন অবলম্বনে)

● ১৭৬নং আয়াত:

১. আল্লাহর বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করা দ্বারা মর্যাদা উঁচু হয়, মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব কুরআন অনুযায়ী আমলের মধ্যে নিহিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. দুনিয়ার প্রতি মোহ এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ গোমরাহী ডেকে আনে।

৩. আল্লাহর আয়াতসমূহ তথা কুরআনকে মিথ্যা বলার দ্বারা বক্তার অবস্থা এই হীন উপমার ন্যায় হয়ে যায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী শ্রবণ করত চিন্তা-ভাবনা এবং শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।

● ১৭৮ নং আয়াত:

১. হেদায়াত আল্লাহর হাতে। অতএব খাঁটি নিয়ত ও ইখলাসের সাথে আল্লাহর কাছে হেদায়াত কামনা করতে হবে। বস্তুতঃ যে হেদায়াত চায় আল্লাহ তাকে বঞ্চিত করেন না, আর যে তাঁর থেকে বিমুখ হয় তিনি তাকে হেদায়াত দান করেন না। (আইছারুত্তাফাসীর অবলম্বনে)

২. যারা গোমরাহ তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

(১৭৯) আর নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য[১] এমন অনেক জিন ও মানুষকে, যাদের[২] রয়েছে এক ধরনের[৩] হৃদয়, যা দ্বারা তারা কিছুই[৪] বোঝে না এবং যাদের রয়েছে এক প্রকার চোখ, যা দ্বারা তারা কিছুই দেখে না এবং যাদের রয়েছে এক ধরনের কান, যা দ্বারা তারা কিছুই শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত বরং তারা সেগুলোর চেয়ে অধিক বিপথগামী।[৫] তারাই পরিপূর্ণ[৬] গাফেল।

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

(১৮০) আর আল্লাহর জন্যই[৭] রয়েছে আসমায়ে হুসনা[৮] (সর্বোত্তম নামসমূহ)। সুতরাং সে নামেই তোমরা তাঁকে ডাক[৯] এবং সেই সব লোকদেরকে বর্জন করো, যারা তাঁর নামসমূহের ক্ষেত্রে বাঁকা পথে চলে।[১০] তারা যা করত অবশ্যই তার ফল তাদেরকে দেয়া হবে।

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾

(১৮১) আর যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এক বিরাট দল[১১] রয়েছে, যারা হকের পথ দেখায় এবং হকের দ্বারাই ফয়সালা করে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, দোযখে প্রবিষ্ট করা ও তদ্বারা শাস্তি প্রদান করার জন্য।

(২) যেহেতু لهم قلوب বাক্যটি كثيرا এর সিফাত হয়েছে, তাই অনুবাদে "যাদের" শব্দটি গ্রহণ করা হল। (রূহুল মাআনী)

(৩) এখানে قلوب এর তানবীন (تنوين) তানকীর এর জন্য। তাই অনুবাদে "এক ধরনের" কথাটি গ্রহণ করা হল। একইভাবে اعين ও اذان -এর তানবীনও। (আবুস-সুউদ)

(৪) لا يفقهون , لا يبصرون ও لا يسمعون ক্রিয়াত্রয়ের কর্ম (مفعول) কে উহ্য রাখা হয়েছে ব্যাপকতা বোঝানোর জন্য। তাই অনুবাদে "কিছুই" শব্দটি উল্লেখ করা হল।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৫) কারণ চতুষ্পদ প্রাণীও নিজের জন্য ক্ষতিকর ও উপকারী বিষয়সমূহ উপলব্ধি করতে পারে এবং যথাসাধ্য তদানুসারে চলতে পারে। কিন্তু মানুষ তার চিরস্থায়ী ক্ষতির দিকে ধাবিত হচ্ছে।

(৬) هم الغافلون উদ্দেশ্য (مبتدا) ও বিধেয় (خبر) মারিফা বা নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে حصر বা সীমাবদ্ধতার অর্থ দিয়েছে, তাই "পরিপূর্ণ" কথাটি উল্লেখ করা হল। বিঃ দ্রঃ এখানে দেখে না ও শোনে না বলে সেই দেখা ও শোনাকে না করা হয়েছে যা বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ ও জ্বিন জাতির বিশেষত্ব। জন্তু জানোয়ারের মত দেখা ও শোনাকে না করা হয়নি। (আবুস-সুউদ)

(৭) لله শব্দের লাম হরফটি اختصاص এর অর্থে। তাই অনুবাদে "জন্যই" শব্দটি গ্রহণ করা হল।

(৮) "আসমায়ে হুসনা" বলতে সেসব নামকে বোঝানো হয়েছে, যা গুণ-বৈশিষ্ট্যের সর্বোচ্চ স্তর শুধুমাত্র মহান আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট।

(৯) এখানে আরবীতে "দুআ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর দুআ শব্দটি কুরআনে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (১) আল্লাহর যিকর, প্রশংসা ও তাসবীহ-তাহলীল। (২) অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা, বিপদাপদ থেকে মুক্তি ও সকল জটিলতার নিরসন কল্পে সাহায্যের আবেদন। অত্র আয়াতে فادعوه بها উভয় অর্থেই গ্রহণ করা যায়।

(১০) অর্থাৎ অপব্যাখ্যা ও অপবিশেষণ করে। আল্লাহর নামের অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির কয়েকটি পন্থা হতে পারে (ক) তাঁর নামের জন্য এমন শব্দ ব্যবহার করা যা কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। (খ) কুরআন-হাদীছে ব্যবহৃত আল্লাহর কোন নামকে অশোভন মনে করে তা বর্জন বা পরিহার করা। (গ) আল্লাহর জন্য নির্ধারিত নাম অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা।

(১১) যেহেতু امة এর তানবীন تكثير এর জন্য, তাই "বিরাট দল" অর্থ করা হল।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭৯ নং আয়াত:

১. সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য উভয়ের লিখনকার্য পূর্বেই চূড়ান্ত হয়ে গেছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই সহজ করে দেয়া হয় যার জন্য সে সৃজিত হয়েছে।

২. মানুষ যখন তার রবকে অস্বীকার করে, হৃদয়, চোখ ও কানকে যথাযথ কাজে ব্যবহার করে না এবং কেবল পার্থিব জীবনের প্রতিই তার চিন্তা-চেতনাকে সীমিত রাখে, তখন সে জন্তু জানোয়ারের চেয়েও নিম্নস্তরে নেমে যায়।

৩. আল্লাহর আয়াতের ক্ষেত্রে গাফিলতি করা এবং তা থেকে বিমুখ হওয়াই যত বালা ও অমঙ্গলের মূল। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৮০ নং আয়াত:

১. আল্লাহকে তাঁর উত্তম নামেই ডাকতে হবে।

২. তাঁর নামের ক্ষেত্রে অপব্যাখ্যা বা বিকৃতি সম্পূর্ণ হারাম। যেমন, মুশরিকরা আল্লাহর স্থলে "আল্‌লাত" ব্যবহার করত।

● ১৮১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতবাসী তারাই যারা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা পথ নির্দেশ করে এবং এতদুভয়ের মাধ্যমেই ফয়সালা করে।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٢﴾	(১৮২) আর যারা আমার আয়াতসমূহকে[১] মিথ্যা বলে, অবশ্যই[২] তাদেরকে আমি এমনভাবে ক্রমান্বয়ে (ধ্বংসের দিকে) নিয়ে যাব যে, তারা জানতেও পারবে না।
وَاُمْلِيْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿١٨٣﴾	(১৮৩) আর আমি তাদেরকে ঢিল দিব। নিঃসন্দেহে আমার কৌশল অত্যন্ত মজবুত।
اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا ۛ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٨٤﴾	(১৮৪) তারা কি (আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে?[৩] আর) এ ব্যাপারে চিন্তাও করেনি যে, তাদের সঙ্গী লোকটির আদৌ কোন[৪] মস্তিষ্ক-বিকৃতি নেই। সে তো শুধু সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।
اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۙ وَّاَنْ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٥﴾	(১৮৫) তারা কি (আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে ? আর) লক্ষ্য করেনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বিশাল[৫] সাম্রাজ্য সম্পর্কে এবং আল্লাহ যত কিছু সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে, আর এ ব্যাপারে যে, হয়ত তাদের নির্ধারিতকাল (মৃত্যু) আসন্ন হয়েছে, সুতরাং (কুরআন অস্বীকার)এর পর তারা কোন কথায় ঈমান আনবে?
مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ؕ وَيَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١٨٦﴾	(১৮৬) যাকে আল্লাহ বিপথগামী করেন তার কোন হেদায়াতকারী নেই। আর তাদেরকে তিনি তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে ঘুরপাক খেতে ছেড়ে দেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আয়াতসমূহ বলতে কুরআনের আয়াত ও অন্যান্য নিদর্শনসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

(২) এখানে سنستدرجهم এর শুরুর "সীন" অক্ষরটি تحقيق বা নিশ্চয়তার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই অনুবাদে "অবশ্যই" কথাটি গ্রহণ করা হল। (আবুস-সুউদ)

(৩) او শব্দের হামযাটি انكار বা প্রশ্নবোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং و হরফটি عطف বা অব্যয়ের জন্য। এখানে معطوف عليه উহ্য রয়েছে অর্থাৎ, اكذبوا بها ولم يتفكروا তাই অনুবাদে উল্লেখিত বাক্য যোগ করা হল। একই ভাবে ১৮৫ নং আয়াতের প্রারম্ভেও।

(৪) যেহেতু جنة শব্দের তানবীন تقليل বা স্বল্পতা বোঝানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই অনুবাদে "আদৌ কোন" কথাটি উল্লেখ্য করা হল।

(৫) ملكوت শব্দের অর্থই বিশাল সাম্রাজ্য। (আবুস-সুউদ)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৮২ নং আয়াত:

কুরআন মাজীদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণাম খুব ভয়াবহ, মিথ্যা প্রতিপন্নকারীকে তার অজান্তেই ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৮৩ নং আয়াত:

কুফর ও গোমরাহীর ফলে তাৎক্ষণিক শাস্তি না দেখে বিভ্রান্ত না হওয়া চাই। আল্লাহ তা'আলা কাফের ও গোমরাহদেরকে অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য ও দীর্ঘ সময় দিয়ে থাকেন ঢিল স্বরূপ। চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদেরকে চরমভাবে পাকড়াও করেন।

● ১৮৪ নং আয়াত:

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যারা পাগল বলে কুরআনকে উড়িয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালাত তাদের বিবেককে জাগ্রত করার চেষ্টা চালানো হয়েছে যে, তারা কি চিন্তা-ভাবনা করে দেখে না? দেখলে তারা এরূপ ভাবতে পারত না।

২. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সতর্ককারী।

● ১৮৫ নং আয়াত:

১. আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে উপদেশ অর্জিত হয়।

২. যে ব্যক্তি কুরআন দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে না, সে অন্য কিছুর দ্বারাও উপদেশ গ্রহণ করে না। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১৮৬ নং আয়াত:

যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের হেদায়াতকে অস্বীকার করার মাধ্যমে তা থেকে বিমুখ হবে সে এমনভাবে বিপথগামী হবে যে, তার হেদায়াতের আশা আর কখনোও করা যায় না। (আইছারুত্তাফাসীর)

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ؕ ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ؕ يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

(১৮৭) তারা[১] তোমাকে জিজ্ঞেস করে কেয়ামত সম্পর্কে- কখন তার সংঘটন কাল? তুমি বলে দাও, তার জ্ঞান একমাত্র আমার প্রতিপালকের নিকটই আছে। যথাসময়ে কেবল তিনিই সেটাকে প্রতিভাত করবেন। সকল আসমান ও জমিনে সেটা অত্যন্ত কঠিন ঘটনা হবে। তোমাদের নিকট সেটা হঠাৎ করেই এসে পড়বে। তারা তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, যেন তুমি এ বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। তুমি বলে দাও, তার জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকটই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই (তা) জানে না।

قُلْ لَّاۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۛۚ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ ؕ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۱۸۸﴾

(১৮৮) বলে দাও! আমি আমার নিজের জন্য কোনরূপ কল্যাণ (সাধন) ও অকল্যাণ (ঘটানো) এর মালিক নই, তবে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। আর যদি আমি গায়েব জানতাম তাহলে অনেক কল্যাণ হাসিল করে নিতে পারতাম এবং আমাকে বিশেষ ক্ষতি[২] স্পর্শ করত না। আমি তো কেবল সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা মু'মিন লোকদের জন্য।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কুরাইশ বা ইয়াহুদীদের কতিপয় লোক ঠাট্টা-বিদ্রুপচ্ছলে কেয়ামতের সন তারিখ জানতে চেয়েছিল। (রূহুল মাআনী)

(২) এখানে السوء বলে যে কোন ক্ষতিকে বোঝানো হয়নি। বরং ال যুক্ত করে মা'রিফা বা নির্দিষ্ট বানিয়ে সেই ক্ষতিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব তা আবশ্যককারী জিনিস থেকে আত্মরক্ষার মাধ্যমে। তাই অনুবাদে ক্ষতির সাথে "বিশেষ" কথাটা যোগ করা হল। (আবুস-সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৮৭ নং আয়াত:

১ কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কিত ইল্‌ম বা জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে। তিনি ব্যতীত কোন মানুষ এমনকি নবী-রসূলগণও এর জ্ঞান রাখেন না।

২. কেয়ামত হঠাৎ করেই মানুষের সামনে হাজির হবে। বুখারী শরীফের হাদীছ দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

৩. নির্ধারিত সময়েই কেয়ামত সংঘটিত হবে।

৪. কেয়ামতের ঘটনা এক মহা ঘটনা।

● ১৮৮ নং আয়াত:

১. প্রত্যেক লাভ ক্ষতি কিংবা মঙ্গলামঙ্গলের মালিক হওয়া একমাত্র আল্লাহর গুণ, এতে কাউকে অংশীদার বানানো শেরেকী।

২. নবী যখন কোন লাভ ক্ষতির মালিক নন তখন তার চেয়ে অধঃস্তন কেউ কীভাবে লাভ ক্ষতির মালিক হবে? সুতরাং কোন পীর বুযুর্গের কাছে এ জাতীয় কিছু প্রার্থনা করা নিঃসন্দেহে গোমরাহী। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. ইল্‌মে গায়েব এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অনু-পরমাণুর ব্যাপক ইল্‌ম শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। এতে কোন সৃষ্টিকে অংশীদার সাব্যস্ত করা –তা ফেরেশতাই হোক আর নবী-রসূলই হোক– শেরেকী ও মহাপাপ। (মাআরিফুল কুরআন)

৪. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ جَعَلَ
مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْكُنَ اِلَیْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِیْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّاۤ
اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَىِٕنْ اٰتَیْتَنَا صَالِحًا
لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِیْنَ ﴿۱۸۹﴾

(১৮৯) তিনি সেই মহান সত্তা,[১] যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে; আর তার থেকেই বানিয়েছেন তার সঙ্গীনীকে, যাতে সে তার নিকট স্বস্তি লাভ করতে পারে। অতঃপর পুরুষ যখন নারীর সাথে সঙ্গমরত হয়, তখন নারী হালকা গর্ভধারণ করে অতঃপর তা নিয়েই চলাফেরা করতে থাকে। তারপর যখন সে বোঝাল গর্ভের অধিকারিণী হয়, তখন উভয়ে তাদের প্রতিপালকের নিকট দুআ করতে থাকে যে, আপনি যদি আমাদিগকে পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করেন, তাহলে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

فَلَمَّاۤ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِیْمَاۤ
اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿۱۹۰﴾

(১৯০) অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে পূর্ণাঙ্গসন্তান দেন, তখন তারা সেই সন্তান সম্বন্ধে তাঁর অংশীদার স্থির করে, যা তিনি তাদেরকে প্রদান করেন।[২] বস্তুত আল্লাহ তাদের শিরককর্ম থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।

اَیُشْرِكُوْنَ مَا لَا یَخْلُقُ شَیْـًٔا وَّهُمْ یُخْلَقُوْنَ ﴿۱۹۱﴾

(১৯১) তারা কি এমন কাউকে শরীক স্থির করে যে কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না? বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট।

وَلَا یَسْتَطِیْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَاۤ اَنْفُسَهُمْ
یَنْصُرُوْنَ ﴿۱۹۲﴾

(১৯২) আর না তারা তাদের (উপাসকদের) কোন সাহায্য করতে পারে, না নিজেদেরই সাহায্য করতে পারে।

وَ اِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا یَتَّبِعُوْكُمْ ؕ
سَوَآءٌ عَلَیْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ
صَامِتُوْنَ ﴿۱۹۳﴾

(১৯৩) আর তাদেরকে সুপথ দেখানোর উদ্দেশ্যে যদি তোমরা (হে মুশরিকগণ) তাদেরকে ডাক তবে (তাতেও) তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিবে না। তোমরা তাদেরকে ডাক, কিংবা সর্বদা[৩] নীরব থাক, তোমাদের পক্ষে উভয়টিই সমান।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) যেহেতু এখানে الذی ইসমে মাওসূলকে مبتدا বা উদ্দেশ্যের গুরুত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশের জন্য আনা হয়েছে, তাই অনুবাদে "মহান সত্তা" কথাটি উল্লেখ করা হল। (আবুস-সুউদ)

(২) মুহাক্কিক তাফসীরবিদগণের মতে ১৮৯ নং আয়াতের শুরুতে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলেও তা ছিল ভূমিকা সদৃশ। পরে সাধারণ নারী-পুরুষের কথা আলোচিত হয়েছে। আদম ও হাওয়ার প্রসঙ্গ আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তাঁর পরিপূর্ণ কুদরত দ্বারা মানুষের মধ্যে নারী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে একজন অপরজনের কাছে স্বস্তি পেতে পারে। এর জন্য উচিৎ ছিল আল্লাহর শোকর আদায় করা। কিন্তু মানুষের অবস্থা এই যে, বিপদে পড়লে তো আল্লাহকে ডাকে, কিন্তু বিপদ কেটে গেলে শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কোন কোন তাফসীরবিদ তিরমিযী (রহ.) বর্ণিত যে হাদীছ দ্বারা পরবর্তী আয়াতেও আদম ও হাওয়া (আ.) ই উদ্দেশ্য বলে মন্তব্য করেছেন, মুহাক্কিকগণ সেই হাদীছটিকে দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ আখ্যায়িত করেছেন। হাদীছটিকে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের মেনে নিলে বলা যায় এটা ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক ছিল না; বরং এ ছিল নাম রাখার ক্ষেত্রে শিরক। যা ক্ষমার্হ বটে তবে তা না করাই উত্তম।

(৩) যেহেতু انتم صامتون বাক্যটি জুমলায়ে ইসমিয়াহ। আর জুমলায়ে ইসমিয়া استمرار বা সার্বক্ষণিকতা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, তাই অনুবাদে "সর্বদা" শব্দটি যোগ করা হল। (আবুস-সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৮৯-১৯০ নং আয়াতদ্বয়:

১. মানব জাতির মূল হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)। অতএব ডারউইনের বিবর্তনবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হল। এ বিবর্তনবাদে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) কে মানব জাতির মূল হওয়াকে স্বীকার করা হয় না।

২. স্বামী ও স্ত্রী একই জাতি থেকে হওয়ার রহস্য জানা গেল। তা হল উভয়ের মধ্যে আন্তরিকতা ও স্বস্তি লাভ। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. দাম্পত্য জীবনে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে আন্তরিকতা ও মিল-মহব্বত হয়ে যাওয়া কাম্য।

৪. আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায় করা চাই।

৫. আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

● ১৯১-১৯৩ নং আয়াতসমূহ:

১. মূর্তি পূজার অসারতা তুলে ধরা হয়েছে যে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে যার কোন ক্ষমতা বা হাত নেই, যে কোন সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না, এমনকি নিজের আত্মরক্ষা করতেও সক্ষম নয়, সে কীভাবে উপাস্য হতে পারে?

২. মুশরিকদের অজ্ঞতা এবং বোকামী তুলে ধরা হয়েছে যে, তারা এমনসব মূর্তির উপাসনা করে যারা না শুনতে পায়, না দেখতে পায়, না কোন সাহায্য করতে পারে, না কোন আহবানে সাড়া দিতে পারে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(১৯৪) আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক তারা সবাই তোমাদের মতই বান্দা। তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তবে তাদেরকে ডাক তো দেখি, তারপর তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক।	اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٩٤﴾
(১৯৫) তাদের কি এমন পা আছে যদ্বারা তারা চলাফেরা করতে পারে, কিংবা তাদের কি এমন হাত আছে যদ্বারা তারা কিছু ধরতে পারে। অথবা তাদের কি এরূপ চোখ আছে, যদ্বারা তারা প্রত্যক্ষ করতে পারে, কিংবা তাদের কি এমন কান আছে যদ্বারা তারা শ্রবণ করতে পারে? তুমি বলে দাও! তোমরা যাদেরকে (আল্লাহর) শরীক করছ তাদেরকে ডাক এবং আমার বিরুদ্ধে সকলে মিলে ষড়যন্ত্র কর, তারপর আমাকে অবকাশ দিও না।	اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۭ قُلِ ادْعُوْا شُرَكَاۗءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿١٩٥﴾
(১৯৬) আমার অভিভাবক[১] তো একমাত্র আল্লাহ, যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। আর তিনিই সৎকর্মশীল(মুসলমান)দের[২] সহায়তা করে থাকেন।	اِنَّ وَلِيِّيَ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۚ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩٦﴾
(১৯৭) আর তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের উপাসনা কর, তারা না তোমাদের সাহায্য করতে পারে এবং না নিজেদের সাহায্য করতে পারে।	وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٧﴾
(১৯৮) আর যদি (তোমাদেরকে) পথ নির্দেশ করার জন্য তোমরা তাদেরকে ডাক[৩] তবে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না। তাদের দেখবে যে, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ তারা কিছুই দেখতে পায় না।	وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا ۭ وَتَرٰىهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٩٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে "ওলী" বা অভিভাবক অর্থ রক্ষাকারী, সাহায্যকারী।

(২) হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.)-এর মতে "সালিহীন" (সৎকর্মশীলদের) বলতে এখানে সে সমস্ত লোকদের বোঝানো হয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না। ১৯৬ নং আয়াতে পরবর্তী কথার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। (আবুস-সুউদ)

(৩) অধিকাংশ তাফসিরবিদ আয়াতের এ অনুবাদই গ্রহণ করেছেন।

www.maktabatulabrar.com

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯৪ নং আয়াত:

মুশরিকরা যাদেরকে ইলাহ বলে মনে করে, তারা সাধারণ মানুষের মতই; তাদের কিছু করবার ক্ষমতা নেই। অতএব তারা উপাস্য হতে পারে না।

● ১৯৫ নং আয়াত:

মুশরিকদের ইলাহ তথা এই সমস্ত প্রতিমাগুলোর চলার মত পা নেই, ধরার মত হাত নেই, দেখার মত চোখ নেই এবং শোনার মত কান নেই। তারা সাধারণ মানুষের তুলনায় আরো অসহায়। সুতরাং ওরা উপাস্য হতে পারে না, ওদের উপাসনা করে কোন লাভ নেই।

● ১৯৬ নং আয়াত:

১. রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ। তাই তিনিই একমাত্র উপাস্য হতে পারেন।

২. এই কিতাব তথা কুরআন আল্লাহ কর্তৃক নাযেলকৃত।

৩. যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না, আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করে থাকেন। অতএব আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে মজবুতভাবে বাতিলের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো চাই।

● ১৯৭–১৯৮ নং আয়াতদ্বয়:

১. আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের অসারতা তুলে ধরা হয়েছে যে, তারা উপাসকদের কোনরূপ সাহায্য-সহযোগিতা করতেও সক্ষম নয়, তাদের কোন আহবানে সাড়া দেয়ারও ক্ষমতা রাখে না, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও কর্মক্ষমতাহীন। অতএব তারা উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়।

২. বাতিল থেকে মানুষকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে সর্বতোভাবে বাতিলের অসারতা প্রমাণ করার জন্য বাতিলের বাস্তবসম্মত সমালোচনা পেশ করার নীতি প্রমাণিত হয়।

(১৯৯) (মানুষের জন্য) যা সহজসাধ্য তাই গ্রহণ কর[১] এবং ভাল কাজের নির্দেশ (শিক্ষা) দাও, আর অজ্ঞদের থেকে বিমুখ হও।[২]	خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿١٩٩﴾
(২০০) আর যদি বাস্তবিকই শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর পানাহ্ গ্রহণ করবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।	وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٠٠﴾
(২০১) নিশ্চয়ই যারা তাকওয়ার অধিকারী হয় তাদের যখন শয়তান থেকে সামান্য খেয়ালের ছোঁয়া লাগে, তখনই তারা স্মরণ করতে থাকে (আল্লাহর পানাহ্ গ্রহণ ও আযাব ইত্যাদির কথা) ফলে অমনি তারা (অন্তর)দৃষ্টিসম্পন্ন[৩] (হয়ে যায়)।	اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰۗىِٕفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ﴿٢٠١﴾
(২০২) আর তাদের (কাফেরদের) ভ্রাতৃগণ (অর্থাৎ, শয়তানরা) তাদেরকে পথভ্রষ্টতার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে থাকে। তারপর তারা আর[৪] বিরত হয় না।	وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে خذ العفو বাক্যের অর্থ এটাই। অর্থাৎ, শরীয়ত নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদনের বেলায় সাধারণ মানুষের কাছে সুউচ্চ মানের দাবী করবে না। বরং তারা সহজে যে মানের আমল করতে পারে তাই গ্রহণ করে নাও। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, আয়েশা সিদ্দীকা ও মুজাহিদ প্রমুখ আয়াতের এই তাফসীরই গ্রহণ করেছেন। সহীহ বুখারী শরীফে আব্দুল্লাহ হযরত ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর উদ্ধৃতিতে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করা হয়েছে। তাফসীরবিদদের একদল عفو শব্দটির অপর এক অর্থ "ক্ষমা করা" গ্রহণ করেছেন। ইবনে জারীর কর্তৃক বর্ণিত দুটি হাদীসে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

(২) বিমুখ হওয়ার অর্থ মন্দের প্রত্যুত্তরে মন্দ ব্যবহার না করা। এর অর্থ এই নয় যে, তাদেরকে হেদায়াত করা বর্জন করতে হবে।

(৩) অর্থাৎ, তাদের অন্তরচক্ষু খুলে যায় এবং ভুল-ভ্রান্তির প্রকৃত স্বরূপ দেখতে পেয়ে তারা সতর্ক হয়ে যায়। ফলে শয়তানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

(৪) অর্থাৎ, শয়তানরা ওদেরকে বিভ্রান্ত করা থেকে বিরত হয় না বরং সম্পূর্ণরূপে তাদেরকে গোমরাহীর অতল গহবরে নিয়ে যায়। (রূহুল মাআনী ও আবুস-সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯৯ নং আয়াত:

১. শরীয়ত নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদনের বেলায় সাধারণ মানুষের কাছে সুউচ্চ মান দাবী না করা। বরং তারা সহজে যে মানের আমল করতে পারে তাই গ্রহণ করে নেয়া। (১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।)

২. ভাল কাজের শিক্ষা দান করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৩. মন্দের প্রত্যুত্তরে মন্দ ব্যবহার না করা।

● ২০০ নং আয়াত:

১. শয়তানের কুমন্ত্রণা টের পেলে কিংবা রাগ-বিরাগের সময় আল্লাহর পানাহ গ্রহণ করা জরুরী।

২. মানুষ হিসেবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মনে জাহেলদের জাহালতের কারণে পূর্ববর্তী নির্দেশের খেলাফ কোন খেয়াল যদি পয়দা হয় তাহলে তা তাঁর নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থী হবে না। (মাআরিফুল কুরআন, ইদ্রীস কান্ধলবী)

৩. আল্লাহ তা'আলা সবকিছু শোনেন সবকিছু জানেন। সেমতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইলে তিনি তা শোনবেন এবং মন থেকে কামনা করা হল কি না মনের অবস্থাও তিনি অবগত আছেন।

● ২০১ নং আয়াত:

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর পানাহ গ্রহণ করা মুত্তাকীদের অনুসৃত পথ।

● ২০২ নং আয়াত:

শয়তানের দোসরদের কাজ হল তারা মানুষকে বিপথে টেনে নিতে কোন ত্রুটি করে না। মূল শয়তানের কাজও এটাই।

وَ اِذَا لَمْ تَاْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ؕ قُلْ اِنَّمَاۤ اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰۤى اِلَیَّ مِنْ رَّبِّیْ ۚ هٰذَا بَصَآىِٕرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۲۰۳﴾

(২০৩) আর তুমি যখন তাদের নিকট কোন আয়াত[১] নিয়ে না আস, তখন তারা বলে, তুমি কেন (নিজের থেকে) এটা জমা করলে না।[২] বলে দাও! আমার কাজ তো কেবল তার অনুসরণ করা যা আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমার কাছে ওহী করা হয়। এই কুরআন তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এবং ঈমানদার লোকদের জন্য মহা পথনির্দেশ ও অতিশয় রহমত।[৩]

وَ اِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَ اَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۲۰۴﴾

(২০৪) আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে তা শ্রবণ করবে এবং নিশ্চুপ হয়ে থাকবে।[৪] তাহলে হয়ত তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।[৫]

وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ فِیْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ﴿۲۰۵﴾

(২০৫) আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় প্রতিপালককে আপন মনে বিনীত ও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এবং অনুচ্চস্বরে[৬] সকালে ও বিকালে।[৭] আর উদাসীন হয়ো না।

اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ يُسَبِّحُوْنَهٗ وَ لَهٗ يَسْجُدُوْنَ ﴿۲۰۶﴾ سجدة

(২০৬) নিশ্চয়ই যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে[৮] আছে তারা তাঁর ইবাদতের ব্যাপারে অহংকার করে না এবং তাঁর মহিমা ঘোষণা করে। আর তাঁকেই কেবল সাজদা করে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মুজাহিদ, কাতাদা ও যাজ্জাজের মতে এখানে আয়াত বলতে কুরআনের আয়াত উদ্দেশ্য, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), জুবাঈ ও আবূ মুসলিমের মতে কোন নিদর্শন বা মু'জিযা উদ্দেশ্য।

(২) আবুস-সুউদ, আল্লামা মাহমূদ আলূসী ও রাগেব ইস্পাহানী প্রমুখ অধিকাংশই এই অনুবাদ গ্রহণ করেছেন।

(৩) মহা ও অতিশয় শব্দদ্বয় যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, رحمة ও هدى এর তানবীনদ্বয় تفخيم এর জন্য। (রূহুল মাআনী)

(৪) انصات শব্দের অর্থ এমনি চুপ থাকা নয়, বরং কারো কথার আদব ও সম্মানার্থে চুপ থাকাকে انصات বলা হয়, চাই তার কথা শোনা যাক বা না যাক।

(৫) অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে অত্র আয়াতটি ইমামের পেছনে কেরাত পড়া সম্পর্কে নাযেল হয়েছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এ ব্যাপারে সকলের ইজমা নকল করেছেন।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ইবনে জারীর, ইবনে কাছীর, ইবনে তাইমিয়াহ প্রমুখ সকলে এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হযরত ইবনে মাসউদ, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল, ইবনুল মুসাইয়্যাব, আবুল 'আলিয়া, যুহরী, যায়দ ইবনে আসলাম, শা'বী, নাখঈ, সুদ্দী, হাসান বসরী, মুজাহিদ, কাতাদা, ও যাহহাক প্রমুখ থেকে বর্ণিত যে, এই আয়াত নামায সম্পর্কে নাযেল হয়েছে।

(৬) دون الجهر কথাটি উহ্য حال (ভাব বা অবস্থাবাচক ক্রিয়া) এর مفعول এর সিফাত হয়েছে। মূল ইবারত হল ومتكلما كلا ما دون الجهر যার শাব্দিক অর্থ হল, এমন কথার কথক হয়ে যা একেবারে স্বশব্দ অপেক্ষা কম। (রূহুল মাআনী ও আবুস-সুউদ)

(৭) মূলত غدو বলা হয় ফজরের নামায ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়কে এবং اصيل (اصال বা اصل এর বহুবচন) বলা হয় আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়কে। (রূহুল মাআনী)

(৮) সান্নিধ্য বা নিকটবর্তী বলে আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টির নৈকট্য বোঝানো হয়েছে। স্থানের নৈকট্য বোঝানো হয়নি। কারণ আল্লাহ এ থেকে পূত-পবিত্র। (রূহুল মাআনী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২০৩ নং আয়াত:

১. কোন আয়াত বা মু'জিযা পেশ করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শক্তি বহির্ভূত।

২. ওহীর অনুসরণ করা কর্তব্য। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এই অনুসরণের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত নন।

৩. কুরআন একটি বড় মু'জিযা।

৪. কুরআনে রয়েছে হেদায়াত ও রহমত।

● ২০৪ নং আয়াত:

১. কুরআন তেলাওয়াতকালে তা মনোযোগ দিয়ে শোনা ও নিশ্চুপ থাকা একান্ত জরুরী। বিশেষ করে ইমামের পেছনে মুক্তাদীর জন্য কেরাত পড়া সম্পূর্ণ অনুচিত। তার কর্তব্য হল জাহরী নামাযে ইমামের কেরাতের দিকে কান লাগিয়ে দেয়া ও চুপ থাকা। আর সিরূরী নামাযে বা কেরাত না শোনা অবস্থায় আল্লাহর কালামের আদব ও সম্মানার্থে নিশ্চুপ থাকা। বহু সহীহ হাদীছেও অনুরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

২. আয়াতের শেষাংশে لعلكم ترحمون দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর রহমতের অধিকারী ও উপযুক্ত হওয়াটা উল্লেখিত আদবসমূহের অনুবর্তিতার উপর নির্ভরশীল। অপর পক্ষে কেউ যদি উল্লেখিত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে কুরআনের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে, তবে সে রহমতের পরিবর্তে আল্লাহর গযবের অধিকারী হবে। নামাযের মত ঈদ ও জুমুআর খুতবায় যে কুরআন পাঠ করা হয় তারও একই হুকুম।

● ২০৫ নং আয়াত:

১. সকাল-সন্ধা যিকির করা কর্তব্য। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আয়াতে কুরআন ব্যতীত অন্যান্য যিকিরের ৫টি আদবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথাঃ

(১) আস্তে হবে, অধিক উচ্চ শব্দে হবে না।

(২) বিনয়ের সাথে ও কাতরভাবে হবে।

(৩) ভয়-ভীতির সাথে হবে।

(৪) সকাল ও সন্ধায় বিশেষভাবে এর এহ্তেমাম করতে হবে।

(৫) কোন সময় আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল থাকবে না। (মাআরিফুল কুরআন, ইদ্রীস কান্ধলবী)

● ২০৬ নং আয়াত:

১. ফেরেশতাদের মত মানুষের কাজও সাধ্যমত আল্লাহর ইবাদত করে যাওয়া।

২. আল্লাহর দিকে এমন কথা বা কাজ আরোপ না করা, যা তাঁর শায়ানে শান নয়।

৩. একমাত্র আল্লাহকেই সাজদা করা, অন্য কাউকে নয়।

(৮) সূরা আল-আনফাল মাদানী
৭৫ আয়াত, ১০ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে।[১]

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۪ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ①

(১) তারা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে গনীমত সম্পর্কে।[১] তুমি বলে দাও! গনীমতসমূহ খালেস আল্লাহ ও রসূলের।[২] সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ②

(২) পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী তারাই, যাদের সামনে আল্লাহর নাম নেয়া হলে তাদের হৃদয় প্রকম্পিত হয়। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সেগুলো তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে দেয় এবং তারা কেবল তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা করে।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ③

(৩) যারা যথা নিয়মে নামায পড়ে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে কিছু ব্যয় করে।

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ④

(৪) তারাই হল সত্যিকার ঈমানদার। তাদেরই জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট অনেক সুউচ্চ মর্যাদা, মহা ক্ষমা[৩] এবং সম্মানজনক জীবিকা।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শানে নুযুল : বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমত সামগ্রী সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দেয়। যুবক ও সামর্থবান ব্যক্তিরা বলল, সাকুল্য গনীমত সামগ্রী আমাদের। কেননা আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি। বৃদ্ধগণ বলল, ঝাণ্ডার নীচে আমরা তোমাদের আশ্রয়স্থল এবং সহযোগী হিসেবে ছিলাম। তোমরা যদি বিশৃংখল হয়ে পড়তে ও পরাজিত হতে আমাদের নিকটই তোমাদের ফিরে আসতে হত। সুতরাং এ বিষয়ে তোমাদের প্রাধান্যমূলক কোন বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। তখন এই আয়াতগুলো নাযেল হয়। (জালালাইন)

(২) গনীমতের মাল তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের– এ কথার অর্থ হল আল্লাহ তাঁর পয়গম্বরের মাধ্যমে যেভাবে নির্দেশ দিবেন সেভাবেই তা ব্যয়-বন্টন করতে হবে।

(৩) مغفرة এর তানবীন যেহেতু تفخيم এর জন্য, তাই অনুবাদে "মহা" শব্দটি যোগ করা হল।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১ নং আয়াত:

১. গনীমতের মাল তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ তাঁর পয়গম্বরের মাধ্যমে যেভাবে নির্দেশ দিবেন সেভাবেই ব্যয়-বন্টন করতে হবে।

২. আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৩. নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব পয়দা করা। কথায় কথায় ঝগড়া বিবাদে জড়িয়ে না পড়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৪. নিজের মতামত ও জযবাকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করতে বলা হয়েছে।

● ২–৪ নং আয়াতসমূহ:

১. কামেল মু'মিনের ৫টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। যথাঃ

(১) সে আল্লাহর নাম শোনা বা স্মরণ করা মাত্রই তাঁর ভয়-ভীতিতে কম্পমান হবে।

(২) আয়াত ও আহকামে এলাহী শ্রবণ করে তাদের ঈমান ও ইয়াকীন অধিক মজবুত হতে থাকবে।

(৩) প্রত্যেক কাজে তাদের আসল ভরসা ও নির্ভরশীলতা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপরে বাকী থাকবে না।

(৪) তারা যথানিয়মে পাবন্দীর সাথে নামায আদায় করে এবং

(৫) তারা আল্লাহ প্রদত্ত মাল থেকে তাঁর পথে কিছু কিছু ব্যয় করে।

২. আনুগত্য ও ইবাদত দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. মু'মিনদের জন্য রয়েছে ক্ষমা।

৪. মু'মিনদের জন্য রয়েছে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা।

৫. মু'মিনদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক রিযিক।

كَمَآ اَخۡرَجَكَ رَبُّكَ مِنۡۢ بَيۡتِكَ بِالۡحَقِّ وَ اِنَّ فَرِيۡقًا مِّنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ لَكٰرِهُوۡنَ ۝٥

(৫) যেমনিভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে একটি হক বিষয়ের (জেহাদের) জন্য তোমার গৃহ থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন। অথচ মু'মিনদের একদল নিঃসন্দেহে (এটার) অপছন্দকারী (ছিল)।[১]

يُجَادِلُوۡنَكَ فِى الۡحَقِّ بَعۡدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوۡنَ اِلَى الۡمَوۡتِ وَهُمۡ يَنۡظُرُوۡنَ ۝٦

(৬) তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল[২] হক বিষয়ে[৩] তা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও। (মনে হচ্ছিল) যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হচ্ছে আর তারা তা প্রত্যক্ষ করছে।[৪]

وَاِذۡ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحۡدَى الطَّآئِفَتَيۡنِ اَنَّهَا لَكُمۡ وَتَوَدُّوۡنَ اَنَّ غَيۡرَ ذَاتِ الشَّوۡكَةِ تَكُوۡنُ لَكُمۡ وَيُرِيۡدُ اللّٰهُ اَنۡ يُّحِقَّ الۡحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقۡطَعَ دَابِرَ الۡكٰفِرِيۡنَ ۝٧

(৭) আর (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ তোমাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছিলেন দুটি দলের একটির ব্যাপারে যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে। আর তোমরা পছন্দ করছিলে যে, কন্টক-বিহীন দলটি তোমাদের ভাগে আসুক। অথচ আল্লাহ চাচ্ছিলেন স্বীয় কথার[৫] দ্বারা হককে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন এবং কাফেরদের শিকড় কেটে দিবেন।

لِيُحِقَّ الۡحَقَّ وَيُبۡطِلَ الۡبَاطِلَ وَلَوۡ كَرِهَ الۡمُجۡرِمُوۡنَ ۝٨

(৮) যাতে করে তিনি হক (দ্বীনে ইসলাম) কে সুপ্রতিষ্ঠিত আর বাতিল (কুফর) কে বাতিল প্রতিপন্ন করতে পারেন। যদিও তা অপরাধী (মুশরিক) গণ অপছন্দ করে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সংশ্লিষ্ট ঘটনা: ২য় হিজরী সনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলেন যে, আবূ সুফয়ানের নেতৃত্বে একটি বিরাট বাণিজ্য কাফেলা শামে গমন করেছে। কাফেলায় ৬০ জন কুরায়শী, এক হাজার উট এবং পুঁজি হিসেবে পঞ্চাশ হাজার দীনার ছিল। এই বিপুল পরিমাণ অর্থের মালসহ কাফেলা যখন প্রত্যাবর্তন করলো। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পেলেন। সহীহ মুসীলমের একটি বর্ণনানুযায়ী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের সাথে এই মর্মে পরামর্শ করলেন যে, এই কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে কি না? তাবারী (রহ.) এর বর্ণনা অনুসারে অনেকেই এতে অংশ গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়নি। কারণ তাদের বড় কোন যুদ্ধের আশংকা ছিল না। হযরত আবূ বকর, ওমর ও সা'দ ইবনে উবাদা (রা.) প্রমূখের সাহস উদ্দীপক বক্তব্যের পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনশতের কিছু অধিক লোক নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আবূ সুফয়ান টের পেয়ে মক্কায় সংবাদ পাঠালেন এবং নিজে লোহিত সাগরের তীর দিয়ে নিরাপদে পার

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হয়ে গেলেন। এদিকে মক্কা হতে এক হাজার সৈন্যের এক দল আবূ জাহলের নেতৃত্বে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রওয়ানা দিল এবং বদর প্রান্তরে এসে উপনীত হল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফরা নামক স্থানে পৌঁছে এ সংবাদ পেলেন এবং সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন। হযরত আবূ বকর, ওমর, মেকদাদ ইব্নুল আসওয়াদ ও সা'দ ইব্নে মুআয (রা.) প্রমুখের গরম ভাষণের পর যুদ্ধেরই ফয়সালা করা হয়। অধিকাংশ সাহাবী এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। কয়েকজন সাহাবী মাত্র কিছুটা দ্বিমত পোষণ করেন, তাও এজন্য যে, যেহেতু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়া হয়নি তাই এ মুহূর্তে যুদ্ধ না করাই ভাল। তাদের মত ছিল কাফেলার পশ্চাদ্ধাবন করা। যা হোক, অবশেষে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং আল্লাহর অপার অনুগ্রহে ও একান্ত নুসরতে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে। যুদ্ধলব্ধ মাল যে আল্লাহ ও রসূলের এ আয়াতে যেন তার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। তা এভাবে যে, যেহেতু মদীনা থেকে বের হয়ে বদর পর্যন্ত মুসলমানদের পৌঁছাটা একান্তই আল্লাহর ইচ্ছা ও কুদ্‌রতে এবং তাঁর মদদ ও নুসরতেই হয়েছে, তিনি সাহায্য করে মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছেন, তাই গনীমতের মালও তাঁরই মনে করতে হবে। তিনি তাঁর পয়গম্বরের মাধ্যমে যেভাবে নির্দেশ দিবেন সেভাবেই ব্যয়-বণ্টন করতে হবে।

(২) এ বিবাদ ছিল মহব্বত, ভক্তি ও ভালবাসা মিশ্রিত। অবাধ্যতা বা অমান্যতা বিজড়িত নয়।

(৩) "হক বিষয়" দ্বারা বোঝানো হয়েছে জেহাদের দ্বারা মুসলমানদের সাফল্য লাভের বিষয়কে।

(৪) সাহাবীগণ যদিও কোন রকম নির্দেশ লংঘন করেননি; বরং পরামর্শ কালে স্বীয় দুর্বলতা প্রকাশ করেছিলেন মাত্র। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীদের কাছ থেকে এহেন মত প্রকাশও তাঁদের সুউচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে আল্লাহর পছন্দ ছিল না। তাই অসন্তুষের ভাষায়ই তা বিবৃত করা হয়েছে।

(৫) অর্থাৎ, কাফেরদের সাথে স্বশস্ত্র জেহাদের নির্দেশ দ্বারা।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫ নং আয়াত:

আল্লাহ আল্লাহর রসূলের নির্দেশ পালন অপছন্দনীয় লাগলেও তার মধ্যেই কল্যাণ থাকে।

● ৬ নং আয়াত:

১. হক সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর সে ক্ষেত্রে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা বিতর্ক অনুচিত।

২. মহব্বত, ভক্তি ও ভালবাসা মিশ্রিত বিবাদ নিন্দনীয় নয়। নিন্দনীয় হল অবাধ্যতা বা অমান্যতা বিজড়িত বিবাদ।

● ৭ নং আয়াত:

১. মু'মিনদের দূর্বলতা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা কষ্টকর নয় এবং নির্ঝঞ্ঝাট এমন বিধানের প্রতিই আগ্রহী হয়ে থাকে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. সশস্ত্র জেহাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হককে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং কাফেরদের শিকড় কেটে দিতে চান।

৩. সশস্ত্র বাহিনীর সাথে মুকাবেলা সংঘটনের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। এতে বোঝা গেল কুরআন হক।

● ৮ নং আয়াত:

১. জেহাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সত্য ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত এবং বাতিল শিরককে পরাস্ত করতে চান।

২. অপরাধী মুশরিক ও কাফেররা ইসলামের প্রতিষ্ঠাকে অপছন্দ করে থাকে।

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ⑨	(৯) (স্মরণ কর) যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছিলে অতঃপর তিনি তোমাদের প্রার্থনা কবূল করলেন যে, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব, যারা একের পর এক আসবে।[১]
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ⑩	(১০) আর আল্লাহ এটা করলেন কেবল (বিজয়ের) সুসংবাদের জন্য এবং এ জন্য, যাতে এর দ্বারা তোমাদের অন্তর নিরুদ্বিগ্ন হয়। আর সাহায্য তো কেবল আল্লাহর নিকট থেকে হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অত্যন্ত পরাক্রমশীল, অতি প্রজ্ঞাময়।[২]
إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ⑪	(১১) (স্মরণ কর) যখন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি দানের জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করছেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করছেন, যেন তদ্বারা তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করে দেন, তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূরীভূত করে দেন, তোমাদের অন্তরকে দৃঢ় করে দেন, এবং তদ্বারা তোমাদের পদসমূহকে স্থির করে দেন।[৩]
إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ⑫	(১২) (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করছিলেন যে, আমি অবশ্যই তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং তোমরা মু'মিনদেরকে অবিচল রাখ।[৪] আমি সত্বরই তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিচ্ছি, যারা কুফরী করে। অতএব তোমরা (তাদের) গর্দানের উপর আঘাত কর, আর আঘাত কর তাদের আঙুলের সব অগ্রভাগে।[৫]

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾	(১৩) সেটা (উক্ত শাস্তি) এই কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, নিশ্চয় আল্লাহ (তাদেরকে) শাস্তি দানে কঠোর।[৬]
ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾	(১৪) অতএব এর আস্বাদ গ্রহণ কর, আর নিশ্চয় কাফেরদের জন্য রয়েছে আগুনের (স্থায়ী) শাস্তি।[৭]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সূরা আনফালের ৫ম আয়াত থেকে বদর যুদ্ধে প্রদত্ত আল্লাহ তা'আলার যে পাঁচটি পুরস্কারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তন্মধ্যে নবম আয়াতে বর্ণিত এটি হচ্ছে তৃতীয় পুরস্কার। অর্থাৎ, যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে শত্রু বাহিনীর মোকাবিলায় সাহায্য ও বিজয়ের জন্য দুআ করছিলে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দুআ কবুল করলেন এবং তোমাদেরকে প্রথমে এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করলেন। এরপর ফেরেশতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে তিন হাজার করে দিলেন। তারপর আরো বৃদ্ধি করে পাঁচ হাজারে উন্নীত করলেন। পরবর্তীতে দুই দফা ফেরেশতাদের সংখ্যা বৃদ্ধির বিবরণ সূরা আল ইমরানের ১২৪ ও ১২৫ নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

(২) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা কোন রকম আসবাব-উপকরণ ব্যতীতই সাহায্য করতে পারেন, তবুও তোমাদেরকে নিশ্চিত বিজয়ের সুসংবাদ দানের জন্য এবং তোমাদেরকে নিরুদ্বিগ্ন করার জন্য ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করার কথা বলেছেন এবং করেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) যুদ্ধের পূর্ব রাত্রিতে সাহাবায়ে কেরাম বললেন যে, আমরা রণাঙ্গনের যেদিকে অবস্থান নিয়েছি, সেটা বালুময়ভূমি। বালুতে পা ডুবে যায়। তাছাড়া পানিরও অভাব। কতিপয় সাহাবীর গোসলেরও প্রয়োজন দেখা দিল। তখন আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। সবাই বৃষ্টির পানিতে পাক সাফ হলেন এবং খাওয়ার পানিও জমা করে নিলেন। বালুময় ভূমি বৃষ্টিতে শক্ত হয়ে গেল। অপর দিকে কাফেররা রণাঙ্গনের যে পার্শ্বে অবস্থান নিয়েছিল তা ছিল নরম ভূমি। বৃষ্টিতে তা পঙ্কিল ও পিচ্ছিল হয়ে গেল। ফলে কাফেরদের পক্ষে চলাফেরা করা কঠিন হয়ে পড়ল। উল্লেখ্য যে, এ আয়াতে পাঁচটি পুরস্কারের ৪র্থ পুরস্কারের কথা বর্ণিত হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

(৪) এ আয়াতে পাঁচটি পুরস্কারের পঞ্চম পুরস্কারের কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, বদর যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা মুসলমানদের সাথে থাক, তাদের মনে সাহস যোগাও। শয়তান যেমন মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে পারে তেমনি আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে সে কুমন্ত্রণা দূর করার ও মু'মিনদের অন্তরে সৎসাহস সঞ্চারিত করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন। শয়তানের কুমন্ত্রণাকে "ওয়াসওয়াসা" ও ফেরেশতার ভাল কথা সঞ্চারণকে "ইলহাম" বলা হয়। (রূহুল মাআনী ও মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

(৫) কাফেরদের অন্তর ফেরেশতাদের ইলহামের যোগ্য নয়, তাই আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত করার কথা বলেছেন। কাফেরদের গর্দানের উপর আঘাত করতে বলা হয়েছে। যাতে তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে এবং আঙুলের জোড়ায় জোড়ায় আঘাত করতে বলা হয়েছে, যাতে তরবারী বা অন্য কোন অস্ত্র ধারণ করার ক্ষমতা না রাখে। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

(৬) আয়াতে কাফেরদের লাঞ্ছনা ও পরাজয়ের কারণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তারা আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করেনি, যার কিছু শাস্তি দুনিয়াতে ভোগ করেছে এবং আসল শাস্তি ভোগ করবে কেয়ামতের দিন।

(৭) গুনাহগার মু'মিনরাও পরকালে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে, কিন্তু মু'মিনদের সেই শাস্তি হবে অস্থায়ী ও সাময়িক। পক্ষান্তরে কাফেরদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি হবে চিরস্থায়ী। এ কারণে বন্ধনীতে "স্থায়ী" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯ নং আয়াত:

১. বিপদের সময় আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হয়, অন্য কারো কাছে নয়, তিনিই সাহায্য করে থাকেন।

২. বদর যুদ্ধে এক হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি বর্ণিত হয়েছে।

৩. ফেরেশতারা আল্লাহর বান্দা, তিনি তাদেরকে যে কাজে ইচ্ছা ব্যবহার করেন। যেমন, এক্ষেত্রে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করেছেন। (প্রাগুক্ত)

● ১০ নং আয়াত:

১. সাহায্যের জন্য ফেরেশতা পাঠানো শুধু মু'মিনদের মানসিক সান্ত্বনার জন্য, নতুবা সাহায্য করতে আল্লাহর কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।

২. আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমতাধর, তিনি সব রকম সাহায্য করার এবং শত্রুকে প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখেন। তবে তিনি হেকমতের অধিকারী যখন যেভাবে করা তাঁর হেকমত সম্মত সেভাবেই করে থাকেন।

● ১১নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য সাথে থাকলে কোন প্রতিকূলতাই সফলতার পথে অন্তরায় হয় না। বরং সব প্রতিকূলতাই অনুকূল হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে আল্লাহর সাহায্য সাথে না থাকলে সাফল্যের সকল অনুকূল অবস্থাই প্রতিকূলতায় প্রণিত হয়। যেমন বদরের রণাঙ্গনে আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের সকল প্রতিকূল অবস্থাকে অনুকূল অবস্থায় এবং কাফেরদের অনুকূল অবস্থাকে প্রতিকূল অবস্থায় পরিণত করেছেন।

● ১২ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, সংখ্যা বৃদ্ধিও সাহস বৃদ্ধির একটি উপায়। তাই আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ফেরেশতাদেরকে ব্যবহার করার মুখাপেক্ষী না হলেও মুসলমানদের প্রকাশ্যত মনোবল বৃদ্ধির জন্য ফেরেশতাদের ব্যবহার করেছেন।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ১৩-১৪ নং আয়াতদ্বয়:

১. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করা কুফরী। যে এ কাজ করে তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তি অবধারিত। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. কাফেরদের জন্য পরকালে জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ﴿١٥﴾

(১৫) হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা যুদ্ধে দলবদ্ধ কাফেরদের মুখোমুখি হও তখন তোমরা তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না।[১]

وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦﴾

(১৬) আর যে ব্যক্তি সে সময় যুদ্ধে পীঠতারা বদল কিংবা দলে স্থান নেওয়া (-র অবস্থা) ব্যতীত তাদেরকে তার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, সে তো আল্লাহর গযব নিয়ে ফিরে আসে এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর সেটা অতিশয় নিকৃষ্ট আবাসস্থল।

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٧﴾

(১৭) বস্তুত তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি; বরং আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করেছেন এবং যখন তুমি (মাটির মুঠি) নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করনি; বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন[২] (কাফেরদেরকে পর্যুদস্ত করার জন্য) এবং[৩] এই জন্য যাতে তিনি তাঁর পক্ষ থেকে মু'মিনদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٨﴾

(১৮) এটা তো গেল। আর (জেনে রাখ,) নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করে দেন।

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَ اِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ اِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٩﴾

(১৯) (হে কাফেরগণ,) যদি তোমরা মীমাংসা চাও তবে সে মীমাংসা তো তোমাদের কাছে এসে গেছে[৪] আর যদি তোমরা (রসূলের বিরুদ্ধাচরণ ও কুফরী থেকে[৫]) বিরত থাক, তবে সেটা তোমাদের জন্য অতি উত্তম। আর যদি তোমরা পুনরায় কর আমিও পুনরায় (শাস্তি দান) করব এবং তোমাদের দল তোমাদের কোন কাজে আসবে না, যদিও সংখ্যায় অধিক হয়। আর (বাস্তব কথা এই যে,) আল্লাহ ঈমানদারদের সাথে আছেন।

www.maktabatulabrar.com

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পূর্ববর্তী এক আয়াতে ফেরেশতাদের প্রতি এ নির্দেশ ছিল যে, তোমরা মু'মিনদের শক্তি-সাহস যোগাও। এ আয়াতে মু'মিনদের জেহাদের ময়দানে অটল-অবিচল থেকে কাফেরদের মোকাবিলা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(২) যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্র কাফেররা একযোগে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বসে। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলের নির্দেশে এক মুঠো বালু কাফেরদের প্রতি নিক্ষেপ করেন। আল্লাহর ইচ্ছায় সেই বালু প্রত্যেক কাফেরের চোখে পতিত হয়, যার ফলে তারা চোখ মলতে থাকে এবং মুসলমানদের আক্রমণে কাফেরদের ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন বন্দী হয়। যুদ্ধ শেষে মুসলমানরা পরস্পর মৃত ও মৃতদের হন্তা ও ধর্তা সম্পর্কে বলাবলি করতে থাকে। তখন এ আয়াতটি নাযেল হয়। এতে বোঝানো হয়েছে যে, কেউ নিজের চেষ্টা তদবীরের জন্য গর্ব করো না। যা কিছু ঘটেছে তা কেবল তোমাদের পরিশ্রম ও চেষ্টারই ফসল নয়, এটা আল্লাহরই একান্ত সাহায্য ও সহায়তার ফল। এমনিভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে যে, আপনার নিক্ষিপ্ত বালু প্রত্যেক কাফেরের চোখে পৌঁছে যাওয়া কেবল আপনার নিক্ষেপের কারণেই হয়নি; বরং আল্লাহর কুদরতের দ্বারাই হয়েছে।

(৩) এখানে "এবং" সংযোজক অব্যয়ের পূর্বপদ উহ্য রয়েছে, যা বন্ধনীতে দেয়া হয়েছে।

(৪) বদর যুদ্ধে যাত্রাকালে আবূ জাহল বলল, হে আল্লাহ! আমাদের দুই পক্ষের মধ্যে যে বেশী পাপাচারী ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী তাকে তুমি ধ্বংস করে দাও। আবূ জাহলের এই প্রার্থনার উত্তরে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে যে, তোমরা যে মীমাংসা কামনা ও প্রার্থনা করেছিলে তা হয়ে গেছে। অর্থাৎ, বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদেরকে বিজয়ী করেছেন এবং তোমাদের পরাজিত, লাঞ্ছিত ও ধ্বংস করে দিয়েছেন। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) এখানে "বিরত থাক" এ ক্রিয়াপদের متعلق উহ্য রয়েছে, যা বন্ধনীতে দেয়া হয়েছে। (জালালাইন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৫-১৬ নং আয়াতদ্বয়:

১. জেহাদ থেকে পলায়ন করা হারাম। তবে কাফের বাহিনী যদি মুসলিম বাহিনী অপেক্ষা দ্বিগুণের বেশী হয় তবে পলায়ন করা জায়েয। যেমন এ সূরার ৬৬ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

২. কাফের বাহিনী দ্বিগুণের চেয়ে বেশী না হলেও দুই অবস্থায় পশ্চাদপসরণের অনুমতি রয়েছে। যথা : এক. যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তনের জন্য, দুই. স্বদলের কাছে ফিরে এসে শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য। (বয়ানুল কুরআন)

৩. উপরোক্ত দুই কারণ ব্যতীত পশ্চাদপসরণ করা হারাম।

● ১৭ নং আয়াত:

১. বান্দা ও বান্দার কর্মের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা। বান্দা তার কর্মের কেবল প্রচেষ্টাকারী মাত্র, চূড়ান্ত পরিণতি দাঁড় করান আল্লাহ তা'আলা। (আইছারুত্তাফাসীর)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে উত্তম পুরস্কার দিতে চান (দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও)।

● ১৮ নং আয়াত:

কাফেরদের ষড়যন্ত্র যত কঠিনই হোক আল্লাহ তা দুর্বল করে দেন।

● ১৯ নং আয়াত:

১. দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বেঁচে থাকা নিজের জন্যই কল্যাণকর।

২. আল্লাহ তাআলা শাস্তি দিতে চাইলে দল-বল, শক্তি-সামর্থ্য কিছুই কাজে আসে না, তা যত বেশিই হোক না কেন।

৩. মু'মিনদের সাথে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য-সহযোগিতা থাকে। ফলে কেউ তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে না।

(২০) হে ঈমানদরগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা তা (আনুগত্য) থেকে বিমুখ হয়ো না, যখন তোমরা শোন।[১]	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ﴿٢٠﴾
(২১) আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বলে, আমরা শুনেছি, অথচ তারা শোনে না।[২]	وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٢١﴾
(২২) নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব সেসব বধির, মূক লোক যারা বোঝে না।	اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٢٢﴾
(২৩) আর যদি আল্লাহ তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ দেখতেন তবে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শুনবার সামর্থ্য দিতেন। আর যদি তিনি তাদেরকে শুনবার সামর্থ্য দেনও তবে তারা অবশ্যই ফিরে যাবে উপেক্ষা করে।	وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ؕ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ ঈমানদারদের সাথে আছেন। এখন এ আয়াতগুলোতে মুমিনদেরকে নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে তাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত।

(২) অর্থাৎ, ইয়াহুদী, মুশরিক ও মুনাফিকদের মত হয়ো না।

আহকাম ও শিক্ষা

● ২০ নং আয়াত:

আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদেশ ও নিষেধের আনুগত্য করা ফরয। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

● ২১ নং আয়াত:

মুশরিক, কাফের ও অন্যান্য যেকোন ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখা হারাম। (প্রাগুক্ত)

● ২২-২৩ নং আয়াতদ্বয়:

১. যারা সত্য কথা শুনেও শোনে না, মুখেও বলে না এবং যারা সত্য কথা বুঝতে চেষ্টাও করে না, যেমন কাফের ও মুশরিকরা, তারা আল্লাহর কাছে পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম জীব। (বয়ানুল কুরআন)

২. এরূপ লোকদের জন্য আল্লাহ তাআলা হেদায়াতের পথ করে দেন না। (আইছারুত্তাফাসীর)

(২৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও এবং রসূলেরও, যখন তিনি তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে আড়[১] হয়ে থাকেন এবং অব্যশই তাঁরই নিকট তোমাদের সমবেত করা হবে।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾
(২৫) আর তোমরা এমন ফিতনাকে[২] ভয় কর, যা কেবল তাদের উপরই পতিত হবে না, যারা তোমাদের মধ্যে জালেম। আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।	وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾
(২৬) আর তোমরা স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, পৃথিবীতে দুর্বল পরিগণিত; তোমরা আশংকা করতে যে, লোকেরা তোমাদেরকে ছোঁ মেরে (ধরে) নিয়ে যাবে, অনন্তর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দেন এবং তোমাদেরকে আপন সাহায্য দিয়ে শক্তিশালী করেন, আর তোমাদেরকে উত্তম বস্তুসমূহ থেকে রিযিক দান করেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[৩]	وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٦﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আড় হয়ে থাকেন অর্থাৎ, অন্তরায় হয়ে থাকেন। মু'মিনদের অন্তরে ইবাদতের বরকতে কুফর ও পাপ চিন্তা আসার ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক অন্তরায় হয়ে থাকেন। আর কাফেরদের অন্তরে তাদের বিরুদ্ধাচারিতার অশুভ পরিণতিতে ঈমান ও আনুগত্যের চিন্তা আসার ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক অন্তরায় হয়ে থাকেন। (বয়ানুল কুরআন)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(২) "ফিত্না" শব্দের বিভিন্ন আভিধানিক অর্থ রয়েছে। এখানে "ফিতনা" শব্দ দ্বারা দুনিয়াবী আযাবকে বোঝানো হয়েছে। (হাশিয়া জালালাইন) অর্থাৎ, তোমরা এমন দুনিয়াবী আযাবকে ভয় কর, যা নাযেল হলে কেবল অপরাধীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং যারা অপরাধী নয় তারাও তাতে আক্রান্ত হবে। কেননা, তারা অপরাধকে বাধা দেয়নি বা ঘৃণা করেনি।

কোন কোন তাফসীরবিদ এখানে ফিত্না শব্দের অর্থ করেছেন "পাপকার্য"। তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়- তোমরা এমন পাপকর্ম থেকে বেঁচে থাক, যার অশুভ পরিণতি কেবল পাপীদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং পাপী নয় এমন লোকও তার আযাবে পতিত হয়। আবার কেউ কেউ এমনও তরজমা করেছেন- তোমরা এমন পাপকার্য থেকে বেঁচে থাক, যার কুপ্রভাব কেবল পাপীদের মধ্যেই সীমিত থাকে না; বরং অন্যদের মধ্যেও তার বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

(৩) অর্থাৎ, নিজেদের স্বল্পতা ও দুর্বলতার কথা কল্পনা করে আল্লাহর হুকুম তথা জেহাদ থেকে বিরত থেকো না। হিজরতের পূর্বে এমনকি পরেও তোমরা সংখ্যায় ছিলে অতি সামান্য, বৈষয়িক সম্পদও তেমন ছিল না, তোমাদের দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করে শত্রুরা তোমাদেরকে চিবিয়ে খেতে চাইত, তোমাদের মনে থাকত সর্বদা হত্যা ও আক্রমণের ভয়, মহান আল্লাহ তোমাদেরকে মদীনায় স্থান দিয়েছেন, বদর যুদ্ধে সাহায্য করেছেন এবং হালাল রিযিক দান করেছেন, যেন তোমরা আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাক। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৪ নং আয়াত:

১. আদিষ্ট কাজ করা ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ডাকে সাড়া দেয়া ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. নেক কাজ করার সুযোগ আসলে সে সুযোগকে দুর্লভ মনে করে যথাশীঘ্র নেক কাজে ব্রতী হওয়া কর্তব্য। কেননা, মানসিক অবস্থা সবসময় এক রকম থাকে না। পরবর্তীতে সে কাজের সুযোগ আগ্রহ সমান নাও থাকতে পারে।

৩. হাশরের কথা বর্ণিত হয়েছে।

● ২৫ নং আয়াত:

১. সর্বগ্রাসী আযাব থেকে বেঁচে থাকার জন্য সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা চাই। অন্যথায় এমন আযাব আসবে যা ভাল খারাপ নির্বিশেষে সকলকে গ্রাস করবে।

২. আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।

● ২৬ নং আয়াত:

১. আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্যের মাধ্যমে নেয়ামতের শোকর আদায় করার উদ্দেশ্যে নেয়ামতের কথা স্মরণ করা কর্তব্য। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা, তাঁর নেয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করা এবং তাঁর মর্জি মোতাবিক চলার মাধ্যমে নেয়ামতসমূহের শোকর আদায় করা ওয়াজিব। (প্রাগুক্ত)

www.maktabatulabrar.com

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾	(২৭) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং তোমাদের (পরস্পরের) আমানতেও খেয়ানত করো না; অথচ তোমরা (আমানত ও খেয়ানতের ক্ষতি সম্পর্কে) অবগত আছ।[১]
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾	(২৮) আর তোমরা একথা জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি অবশ্যই এক পরীক্ষা এবং অবশ্যই আল্লাহরই কাছে রয়েছে মহা প্রতিদান।[২]
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾	(২৯) হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তবে তিনি তোমাদেরকে (ন্যায়-অন্যায়) পার্থক্য করার শক্তি দিবেন,[৩] আর তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।[৪]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আল্লাহ ও রসূলের সাথে খেয়ানত করার অর্থ তাঁদের হুকুম অমান্য করা, মুখে নিজেকে মুসলমান দাবী করেও কাফেরদের মত কাজ করা, আল্লাহ ও রসূলের আদিষ্ট কাজে ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়া, গনীমতের মাল চুরি করা ইত্যাদি। বর্ণিত আছে যে, কোন কোন সাহাবী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারের সংবাদ বাইরে প্রকাশ করে দিতেন এবং মুনাফেকরা এসব জানতে পেরে কাফেরদেরকে সতর্ক করে দিত। এ সম্পর্কে আয়াতটি নাযেল হয়। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) মানুষ সাধারণত সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির স্বার্থে আল্লাহ তা'আলা ও বান্দাদের সাথে খেয়ানত করে, চুরি করে। এ কারণে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, আমানতদারীর যে পুরস্কার আল্লাহ তা'আলার কাছে রয়েছে তা দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি থেকে অনেক উত্তম।

(৩) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার ফলে তিনি তোমাদের অন্তরে এক প্রকার নূর দান করবেন, যদ্বারা তোমরা তোমাদের রুচি ও উপলব্ধির আলোকে ন্যায়-অন্যায় ও ভাল-মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে সক্ষম হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, উপরোক্ত পুরস্কারসমূহ ছাড়াও পরকালে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত ও আপন সন্তুষ্টি দান করবেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৭ নং আয়াত:

খেয়ানত করা এমনিতেই হারাম। বিশেষ করে নিকৃষ্টতম খেয়ানত হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করা। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২৮ নং আয়াত:

১. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষার বস্তু। এসব কখনো মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে খেয়ানত করতে প্ররোচিত করে। সুতরাং এ ব্যাপারে ঈমানদারদের সতর্ক থাকা উচিত। (প্রাগুক্ত)

২. দুনিয়ার ধন-সম্পদের চেয়ে আল্লাহর নিকটস্থ পুরস্কার অনেক বড়। সুতরাং দুনিয়ার ধন-সম্পদের মোহে পড়ে আখেরাতের পুরস্কার নষ্ট না করা চাই।

● ২৯ নং আয়াত:

১. তাকওয়া অর্থাৎ, আল্লাহ ভীতির কয়েকটি পুরস্কারের কথা বর্ণিত হয়েছে। (এক) ন্যায়-অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য করার শক্তি অর্থাৎ, কলবের নূর, (দুই) পাপ মোচন, (তিন) পাপের ক্ষমা।

২. আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মহা অনুগ্রহশীল, কাজেই উপরোক্ত পুরস্কারসমূহ ছাড়াও পরকালে আরও অসংখ্য নেয়ামত দান করবেন।

وَ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ؕ وَ يَمْكُرُوْنَ وَ يَمْكُرُ اللّٰهُ ؕ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿۳۰﴾

(৩০) আর (স্মরণ কর) যখন কাফেররা তোমার সম্পর্কে ষড়যন্ত্র করছে তোমাকে বন্দী করার জন্য, অথবা তোমাকে হত্যা করার জন্য কিংবা তোমাকে নির্বাসিত করার জন্য। আর তারা ষড়যন্ত্র করছে এবং আল্লাহও তদবীর করছেন। আর আল্লাহই তদবীরকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।[১]

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۳۱﴾

(৩১) আর যখন তাদের সামনে আমার আয়াত-সমূহ পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা তো শুনলাম, যদি আমরা ইচ্ছা করি তবে আমরাও এ রকম অবশ্যই বলতে পারি। এতো পূর্ববর্তীদের কল্পকথা।[২]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) হিজরতের অনুমতি হওয়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে কেবল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত আলী (রা.) কে রেখে প্রায় সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম মদীনায় চলে যান। এটা দেখে কুরায়শের লোকেরা তাদের মন্ত্রণাগৃহে একত্রিত হয়। কেউ পরামর্শ দিল তাকে আঁটক রাখা হোক, কেউ বলল তাকে হত্যা করা হোক, আবার কেউ বলল তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হোক। অবশেষে আবূ জাহলের পরামর্শক্রমে এটা স্থির হয় যে, আজ রাত্রেই প্রত্যেক গোত্রের এক একজন নিয়ে একটি দল গঠিত হবে এবং তারা আজই কাজ সমাধা করবে। হযরত জিবরাঈল

(আ.) এসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সংবাদ দিলেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা.)কে তাঁর বিছানায় শুইয়ে রেখে কাফেরদের চোখে ধূলি মেরে বাইরে চলে যান এবং ছওর নামক গিরি গুহায় আশ্রয় নেন। এ ঘটনাটির প্রতি আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) এ আয়াতটি নযর ইব্নে হারেছ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। লোকটি ব্যবসার উদ্দেশ্যে পারস্যে গমন করেছিল। সেখান থেকে রুস্তুম ও ইসফেন্দিয়ার সম্পর্কে লিখিত কতকগুলো গল্পের বই নিয়ে এসে আরবের লোকদেরকে শুনাত। আর তাদেরকে বলত, মুহাম্মাদ তোমাদেরকে যেমন গল্প-কাহিনী শোনায়, আমিও তোমাদেরকে তদ্রূপ গল্প-কাহিনী শুনাই। তার কথা আর তেমন কি, আমিও ইচ্ছা করলে তার মত কথা বলতে পারি। আসলে এটা ছিল তার অসার দাবী মাত্র। কেননা, কুরআন বহুবার এ চ্যালেঞ্জ পেশ করেছে যে, যদি কেউ কুরআন পাকের মত কালাম রচনা করতে সক্ষম হও, তবে পেশ কর, কিন্তু আজ পর্যন্ত সে চ্যালেঞ্জ কেউ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩০ নং আয়াত:

১. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হিজরতের ঘটনা বর্ণনা করে বান্দাকে আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহ স্মরণ করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যাতে বান্দা স্বতস্ফূর্তভাবে শোকর আদায় করতে উদ্বুদ্ধ হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. কুরায়শদের চক্রান্তের কথা ও আল্লাহ কর্তৃক তা প্রতিরোধের উল্লেখ পূর্বক বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে নিরাপদে রাখেন, তাকে কেউ কোন ক্ষতি করতে পারে না।

● ৩১ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, মানুষ যখন কোন বিষয়ের যুক্তিসঙ্গত মোকাবিলায় ব্যর্থ হয় তখন নিজের অযোগ্যতাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য অনেক উদ্ভট ও অহেতুক কথা বলে এবং অসার দাবী ও বাগাড়ম্বরের আশ্রয় নেয়। যেমন নযর ইব্নে হারেছ নিয়েছিল।

وَ اِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۳۲﴾

(৩২) আর (স্মরণ কর) যখন তারা বলল, হে আল্লাহ! যদি এটাই (কুরআন অথবা দ্বীন) আপনার পক্ষ থেকে আগত সত্য হয় তবে আপনি আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন কিংবা আমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক কোন শাস্তি দিন।[১]

وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿۳۳﴾

(৩৩) আল্লাহ এমন নন যে, তুমি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেবেন[২] এবং আল্লাহ এমতাবস্থায়ও তাদের শাস্তিদানকারী নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনাকারী।[৩]

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ؕ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٤﴾

(৩৪) আর তাদের কী (হক) আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না, অথচ তারা (নবী ও মুসলমানদেরকে) মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয়? যদিও তারা তার তত্ত্বাবধায়ক নয়। তার তত্ত্বাবধায়ক তো আল্লাহভীরুগণ ব্যতীত কেউ নয়, কিন্তু তাদের অনেকে জানে না।[৪]

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً ؕ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

(৩৫) আর কা'বাগৃহের কাছে তাদের নামায ছিল কেবল শিস দেয়া ও করতালি দেয়া। সুতরাং তোমরা যে কুফরী করতে তজ্জন্য শাস্তি (-র স্বাদ) আস্বাদন কর।[৫]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ দুআ করা কাফেরদের চরম মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা ও বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ। এ দুআও নযর ইবনে হারেছই করেছিল। হযরত আতা বলেন, নযর ইবনে হারেছ সম্পর্কে কুরআনের দশের অধিক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার দুআ এভাবে কবূল করেছেন যে, বদর যুদ্ধে সে ধৃত হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় শিরোচ্ছেদ করে দিতে নির্দেশ দেন।

(২) আম্বিয়ায়ে কেরামকে অমান্য করার কারণে আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতির উপর আযাব অবতীর্ণ করতে ইচ্ছা করেন তখন নবীকে তাদের থেকে দূরে সরিয়ে নেন। যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কা থেকে মদীনায় সরিয়ে নেয়ার পরই মক্কাবাসীদেরকে বদরের যুদ্ধে পাকড়াও করেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) অর্থাৎ, আযাব অবতীর্ণ হওয়ার অন্তরায় দুটো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদ্যমান থাকা ও তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পাপীদের বাঁচার আশ্রয় দুটো। আমার বিদ্যমান থাকা ও তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, তাদের উপর আযাব অবতীর্ণ না হওয়ার কারণ দুটো, যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। অন্যথায় তাদের এমন কোন হক বা আবদার নেই, যার ফলে তাদের উপর আল্লাহর আযাব আসবে না। তাদের অসদাচরণ, অবিচার ও অপকর্মের কারণে তাদের উপর তৎক্ষণাৎ আযাব অবতীর্ণ হওয়ার কথা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত দুটি কারণে তাদের উপর আযাব অবতীর্ণ করেন না। এর চেয়ে বড় অবিচার আর কি হতে পারে যে, তারা নানা রকমের দুরভিসন্ধি করে মুসলমানদেরকে হারাম শরীফে আসতে ও সেখানে ইবাদত করতে বাধা দিত এবং নিজেদেরকে হারামের তত্ত্বাবধায়ক বলে ঘোষণা করত। তাদের অনেকে একথা জানত না যে, আল্লাহর ঘরের তত্ত্বাবধানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহভীরুরাই হতে পারে। পক্ষান্তরে তারা ছিল আল্লাহভীরু হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহদ্রোহী।

(৫) অর্থাৎ, যারা প্রকৃত নামাযী তাদেরকে তো মসজিদে হারামে যেতে বাধা দেয়, অথচ তাদের নামাযের ধরন হচ্ছে উলঙ্গ হয়ে কাবা গৃহ তওয়াফ করা, যিকিরের পরিবর্তে শিস দেয়া ও করতালি দেয়া। যেমন আজও অনেক সম্প্রদায় ঘন্টা ও বাঁশি ভেপু বাজানোকে ইবাদত বলে মনে করে। মোটকথা, যেমন তারা আল্লাহর ইবাদত করত না, তেমনি অন্যদেরকে ইবাদত করতে দিত না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩২ নং আয়াত:

আয়াতে সত্যের ব্যাপারে মক্কার মুশরিকদের চরম বিদ্বেষ পরায়নতার কথা বর্ণিত হয়েছে যে, এমনকি তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে আযাব নাযেলের জন্য দুআ করেছিল।

● ৩৩ নং আয়াত:

১. রসূলের সত্তা উম্মতের জন্য আযাব থেকে বাঁচার রক্ষা কবচ। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. ইসতিগফার অর্থাৎ, গোনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে যে, এর দ্বারা মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতের আযাব থেকে মুক্তি লাভ করে। (প্রাগুক্ত)

● ৩৪ নং আয়াত:

১. অপরাধী তার অপরাধের শাস্তি ভোগ করবে, এটাই যুক্তিসঙ্গত। তবে বিশেষ কোন তাৎপর্যের খাতিরে অপরাধী যদি আপাত শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যায়, তাতে অপরাধীর একথা মনে করার কোনই অবকাশ নেই যে, তার কোন অপরাধ নেই, অথবা সে বিচারের উর্ধ্বে।

২. মসজিদে হারামে ইবাদতে বাধা দেয়ার জঘন্যতা তুলে ধরা হয়েছে।

৩. পরহেযগার ব্যক্তিবর্গই মসজিদে হারামের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার হকদার। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৩৫ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, শিস দেয়া ও করতালি দেয়া মাকরূহ। আর কারও নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এরূপ করা হারাম।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ﴿٣٦﴾

(৩৬) নিশ্চয় যারা কাফের, তারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) ঠেকানোর জন্য। অতএব তারা তা ব্যয় করতেই থাকবে।[১] পরিণামে তা তাদের অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, অনন্তর তারা পরাভূত হয়ে যাবে এবং যারা কুফরী করে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে (নিয়ে যাওয়ার জন্য) একত্র করা হবে।[২]

لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِىْ جَهَنَّمَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

(৩৭) যাতে[৩] আল্লাহ অপবিত্র (লোকদের) কে পবিত্র (লোকদের) থেকে পৃথক করে দেন এবং অপবিত্রদের একজনকে অপরজনের উপর রাখেন অর্থাৎ, তাদের সবাইকে স্তূপীকৃত করেন তারপর তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন। ওরাই ক্ষতিগ্রস্ত।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বদর যুদ্ধে কুরাইশের শীর্ষ স্থানীয় বারজন নেতার প্রত্যেকে এক একদিন করে তাদের সৈন্য বাহিনীকে খাওয়াবার দায়িত্ব দেয়। সেমতে প্রত্যেকের পক্ষ থেকে প্রতিদিন দশটি করে উট যবেহ করা হত। পরাজিত হওয়ার পর তারা মক্কায় ফিরে যেয়ে আবূ সুফয়ান প্রমূখকে বলল যে, বাণিজ্যিক কাফেলা যে মাল এনেছে সেগুলো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রতিশোধ নেয়ার কাজে ব্যয় করা হোক। এ প্রস্তাবে তারা সম্মত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ ব্যয় সম্পর্কে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, যখন দুনিয়াতে পরাজিত ও লাঞ্ছিত এবং পরকালে সাজাপ্রাপ্ত হবে তখন আক্ষেপ ও অনুশোচনায় আঙ্গুল কামড়াতে থাকবে। কেননা, মালও গেল বিজয়ও লাভ হল না। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, কাফেরদেরকে একত্র করে জাহান্নামের দিকে এ উদ্দেশ্যে নেয়া হবে যে, অপবিত্র লোকেরা যেন পবিত্র লোকদের থেকে পৃথক হয়ে যায়। বলা বাহুল্য যে, জাহান্নামীদেরকে যখন জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে তখন জান্নাতীরা পৃথক থেকে যাবে। অতঃপর জহান্নামীদেরকে একই সাথে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং জান্নাতীদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। বলার অবকাশ রাখে না যে, যারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তারাই হবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত। কেননা, তারা পার্থিব ও পরকালীন উভয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৬ নং আয়াত:

১. মানুষ আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে নিবৃত্ত করার জন্য যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে তা কেয়ামতের দিন তার জন্য অতি আক্ষেপ ও অনুশোচনার কারণ হবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. কাফেরদের ঠিকানা জাহান্নাম।

● ৩৭নং আয়াত:

১. কাফের অপবিত্র ও মু'মিন পবিত্র। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. যারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে তারা দুনিয়াতেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পরকালেও জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়ে পরকালের নেয়ামতসমূহ থেকে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং তারাই উভয় দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত।

(৩৮) তুমি তাদেরকে বলে দাও যারা কুফরী করে, যদি তারা (কুফরী থেকে) বিরত হয়, তবে অতীতে যা হয়েছে তাদেরকে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে।[১] আর যদি তারা (যা করত তার) পুনরাবৃত্তি করে তবে পূর্ববর্তীদের সাথে কৃত (আমার) আচরণ তো অতিবাহিত হয়েছে।[২]	قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَ اِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾

(৩৯) আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাক যে, কোন ফিতনা থাকবে না[৩] এবং দ্বীন পুরোপুরি আল্লাহর হয়ে যাবে।[৪] সুতরাং যদি তারা (কুফরী থেকে) বিরত হয় তবে নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।[৫]	وَ قٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٣٩﴾
(৪০) আর যদি তারা বিমুখ হয় তবে জেনে রাখ যে, অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক। তিনি অতি উত্তম অভিভাবক ও অতি উত্তম সাহায্যকারী।[৬]	وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ؕ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٤٠﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, যদি এখনও কুফরী, বিরুদ্ধাচরণ ও ইসলাম বিদ্বেষ থেকে বিরত হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার অতীতের যাবতীয় গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে। হাদীছে আছে– ইসলাম গ্রহণের কারণে কুফরী অবস্থায় কৃত গোনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, ইসলাম গ্রহণের কারণে বান্দার হক মাফ হয় না, যে পর্যন্ত না তার হক আদায় করে দেয়া হয়। বান্দার হক মাফ হওয়া এর অন্তর্ভুক্ত নয়। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী যুগে নবীগণকে অস্বীকার ও অমান্য করার কারণে যেভাবে লোকেরা ধ্বংস হয়েছে, তারাও সেভাবে ধ্বংস হবে। অথবা অর্থ এই যে, বদর যুদ্ধে যেমন তাদের ভাই–বন্ধুরা সাজা পেয়েছে তারাও তেমন সাজা পাবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) কাফেরদের শক্তি খর্ব হয়ে যায় এবং কুফরীর দাপট না থাকে, যাতে মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিতে না পারে অথবা কোন মুসলমানকে মুরতাদ বানাতে না পারে। এখানে "ফিতনা" শব্দ দ্বারা কুফরীর দাপটকে বোঝানো হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ইদরীসী)

(৪) অর্থাৎ, যে পর্যন্ত না প্রকাশ্যে একমাত্র আল্লাহর হুকুম জারি হয় এবং সকল ধর্মের উপর সত্য দ্বীনের বিজয় সূচিত হয়। এটাই হচ্ছে জেহাদের সর্বশেষ লক্ষ্য। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) অর্থাৎ, যদি তারা কুফরী থেকে রিবত হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে তবে আল্লাহ তাদের কর্ম ও বিশ্বাস সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। সুতরাং তাদের তওবা ও ইসলাম গ্রহণের জন্য ছওয়াব দান করবেন। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৬) সুতরাং মুসলমানদের উচিত আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করে জেহাদ করা এবং কাফেরদের সংখ্যাধিক্য ও সরঞ্জাম দেখে ভয় না করা। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৮ নং আয়াত:

১. ইসলাম গ্রহণ দ্বারা পূর্বের সব গোনাহ মাফ হয়ে যায়।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. মানুষ যখন পূর্ব অপরাধ থেকে বিরত হয় এবং তওবা করে তবে তার ক্ষমার আশা রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি তা না করে অপরাধে অটল অবিচল থাকে তবে তার শাস্তি কঠোর হয়। ক্ষেত্র বিশেষে ধ্বংসেরও কারণ হয়।

৩. অপরাধীদের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি বর্ণিত হয়েছে যে, বিলম্বে হলেও তাদেরকে তিনি ধ্বংস করেন।

● ৩৯ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, পৃথিবীর বুকে একটি মুশরিক থাকা পর্যন্ত মুশরিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা মুসলমানদের উপর ফরয। (আইছারুত্তাফাসীর) তবে সে জন্য জেহাদের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী উপস্থিত থাকতে হবে। জেহাদের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ফেকাহর কিতাবসমূহে দ্রষ্টব্য।

● ৪০ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ যার তত্ত্বাবধান করেন তার জন্য উত্তম অভিভাবক এবং যার সাহায্য করেন তার জন্য উত্তম সাহায্যকারী। (আইছারুত্তাফাসীর)

৯ নং পারা সমাপ্ত

পারা-১০

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَ لِلرَّسُوْلِ وَلِذِی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰكِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعٰنِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۴۱﴾

(৪১) আর জেনে নাও যে, যা কিছু গনীমত[১] হিসেবে তোমাদের হস্তগত হয় তার বিধান[২] হল (সম্পূর্ণ মালের) এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের[৩] জন্য এবং (রসূলের) আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীমদের, দরিদ্রদের এবং মুসাফিরদের জন্য, যদি তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখ আল্লাহর প্রতি ও সে বিষয়ের[৪] প্রতি যা আমি আমার বিশিষ্ট বান্দার উপর নাযেল করেছিলাম মীমাংসার[৫] দিন অর্থাৎ, যে দিন উভয় দল পরস্পরে সম্মুখীন হয়েছিল। আর আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْیَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰی وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ؕ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِی الْمِیْعٰدِ ۙ وَلٰكِنْ لِّیَقْضِیَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ لِّیَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَیِّنَةٍ وَّیَحْیٰی مَنْ حَیَّ عَنْۢ بَیِّنَةٍ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ﴿۴۲﴾

(৪২) এটা সে সময়[৬] ছিল যখন তোমরা ছিলে (মদীনার) নিকটবর্তী[৭] প্রান্তে এবং তারা ছিল (মদীনা থেকে) দূরবর্তী প্রান্তে, আর সে (কুরায়শদের বাণিজ্যিক) কাফেলা[৮] ছিল তোমাদের নিম্নভূমিতে। আর যদি তোমরা এবং তারা (যুদ্ধের জন্য) কোন সিদ্ধান্ত[৯] করতে, তবে অবশ্যই সে সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিত, কিন্তু (আল্লাহ যুদ্ধ ঘটিয়ে দিয়েছেন) যাতে আল্লাহ সম্পন্ন করে দেন সেই কাজ[১০] যা করার ছিল; অর্থাৎ, যাতে যে ব্যক্তি[১১] ধ্বংস হওয়ার যেন সে নিদর্শন (দেখা)-এর পর ধ্বংস হয়, আর যে ব্যক্তি জীবিত থাকার সে নিদর্শন (দেখা)-এর পর জীবিত থাকে। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

اِذْ یُرِیْكَهُمُ اللّٰهُ فِیْ مَنَامِكَ قَلِیْلًا ؕ وَلَوْ اَرٰىكَهُمْ كَثِیْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ

(৪৩) আর (স্মরণ কর), যখন আল্লাহ তোমাকে তোমার স্বপ্নে সেসব কাফেরদেরকে কম করে[১২] দেখান। আর যদি আল্লাহ তোমাকে তাদেরে বহু সংখ্যক দেখাতেন তবে অবশ্যই তোমরা সাহসহারা হয়ে পড়তে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

فِى الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٤٣﴾	এবং অবশ্যই এ বিষয়ে (অর্থাৎ, যুদ্ধের ব্যাপারে) তোমাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ঘটত, কিন্তু আল্লাহ বাঁচিয়ে[১৩] দিলেন। নিশ্চয় তিনি খুব ভালভাবে জানেন যা কিছু অন্তরে[১৪] রয়েছে।
وَ اِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِىْٓ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّ يُقَلِّلُكُمْ فِىْٓ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٤٤﴾	(৪৪) আর (স্মরণ কর,) যখন তিনি তোমাদেরকে দেখান[১৫] –যখন তোমরা মুকাবেলায় অবতীর্ণ হলে– তাদেরকে তোমাদের চোখে অল্প এবং তোমাদেরকে দেখালেন তাদের চোখে অল্প, যাতে আল্লাহ সেই কাজ সম্পন্ন করে নেন যা করার ছিল। আর সব বিষয় আল্লাহরই নিকট রুজূ করা হবে।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) জেহাদে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে অমুসলিমদের নিকট থেকে যে মালামাল অর্জিত হয় তাকে শরীয়তের পরিভাষায় গনীমত বলে।

(২) فان لله বাক্যে। مبتدء উহ্য আছে। অর্থাৎ, فالحكم ان لله (বয়ানুল কুরআন)

(৩) আল্লাহর নাম তাযীম ও বরকতের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত গনীমতের মাল প্রথমতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে চার ভাগ মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করা হবে। বাকী পঞ্চমাংশকে আবার পাঁচভাগ করে এক ভাগ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর। এক ভাগ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটাত্মীয় বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের জন্য–যারা ইসলামের খাতিরে বা কেবল আত্মীয়তার কারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সহযোগিতা দান করেছেন এবং এক ভাগ ইয়াতীমদের, এক ভাগ মিসকীনদের আরেকভাগ মুসাফিরদের জন্য। ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ বলেছেন এখন গনীমতের পঞ্চমাংশ থেকে কেবল শেষোক্ত তিন শ্রেণীকে দেয়া হবে। কারণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর তাঁর সত্তা স্বাভাবিকভাবে শেষ হয়ে যায়, তাঁকে সহযোগিতা দানের কারণে তাঁর নিকটাত্মীয় যারা যে অংশ পেত একই কারণে তাও খতম হয়ে যায়। হাঁ এখনও মিসকীনদের খাত থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটাত্মীয় মিসকীনদেরকে অন্যদের উপর আগ্রাধিকার দেয়া উচিত বলে ফকীহগণ মত প্রকাশ করেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৪) অর্থাৎ, ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বদরের যুদ্ধে যে গায়েবী মদদ প্রেরণ করেছিলেন যদি তার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস থাকে তবে এ বিধানের উপরও যথার্থ আমল কর। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) মীমাংসার দিন অর্থাৎ, বদরের যুদ্ধের দিন। কেননা এদিন হক বাতিলের মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা সূচিত হয়েছিল। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) (اشارة الى كون اذ بدلا من يوم الفرقان ـ (بيان القران)

(৭) বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণ রণাঙ্গনে মদীনার নিকটবর্তী প্রান্তে ছিল। আর মুশরিকরা মক্কার দিকে মদীনা থেকে দূর প্রান্তে ছিল।

(৮) অর্থাৎ, আবূ সুফইয়ানের নেতৃত্বে বাণিজ্যিক কাফেলা তোমাদের থেকে নিম্নভূমিতে সরে সমুদ্রের তীর ঘেষে যাচ্ছিল এবং বাণিজ্যিক কাফেলা ও মুসলমানদের মাঝখানে কুরায়শ বাহিনী অগ্রসর হচ্ছিল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৯) অর্থাৎ, যদি তোমরা এবং কুরায়শ পূর্ব থেকে কোন সময় নির্ধারণ করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে তবে মতভেদ দেখা দেয়ার প্রবল সম্ভাবনা ছিল। বা কোন একদল সময়মত রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হতে দ্বিধা বোধ করত। কেননা মুসলমানরা কাফেরদের সংখ্যাধিক্য দেখে বাহ্যতঃ ভয় পেত। আর মুসলমানদের খোদাভীতি ন্যায় নিষ্ঠা ও অসম সাহসের সামনে কাফেররা এমনিতেই ভীত ছিল। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(১০) অর্থাৎ, কুরায়শ তাদের বাণিজ্যিক কাফেলার সাহায্যার্থে মক্কা থেকে রওয়ানা হয়। আর তোমরা সেই কাফেলার উপর হামলা করার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে অগ্রসর হলে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। সেমতে কাফেলা তোমাদের নাগালের বাইরে চলে গেল। আর দু'বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে মুখোমুখী হল। বস্তুতঃ এটা ছিল আল্লাহর অবধারিত পরিকল্পনা। তোমরা নিজেরা ইচ্ছা মাফিক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এমন সময়মত ঠিক মুহূর্তে উপস্থিত হতে পারতে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(১১) আল্লাহর ইচ্ছা ছিল যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া, সকলের সামনে ইসলামের সত্যতা উদ্ভাসিত হওয়া। অল্পসংখ্যক নিরস্ত্র মুসলমানের এ অলৌকিক বিজয় নিঃসন্দেহে ইসলামের হক্কানিয়াতের দলীল। সুতরাং এখন যে গুমরাহ হবে জেনে শুনে গুমরাহ হবে। তার জন্য ওযর-আপত্তির আর কোন সুযোগ থাকবে না। আর যে ইসলাম গ্রহণ করবে সেও নিশ্চিত হক জেনে তা গ্রহণ করবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(১২) এ স্বপ্ন দেখার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনালে তাঁদের সাহস দ্বিগুণ বেড়ে যায়। (বয়ানুল কুরআন)

(১৩) অর্থাৎ, হতবল হওয়া ও বিবাদ থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(১৪) অর্থাৎ, তিনি জানতেন কিসে তোমাদের মনোবল বাড়বে, কিসে তোমরা হতবল হবে। তাই তিনি এ কৌশল করেন। (বয়ানুল কুরআন)

(১৫) আল্লাহ কেবল স্বপ্নযোগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফেরদের সংখ্যা কম দেখিয়ে ক্ষান্ত হননি বরং ঠিক মুকাবেলার শুরু লগ্নে কাফেরদের চোখে মুসলমানদেরকে কম করে দেখান, যাতে উভয় দল অগ্রসর হয় এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। অবশ্য পরে যখন ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয় এবং মুসলমানদের সাহায্যে ফেরেশতা অবতরণ করে তখন কাফেররা মুসলমানদেরকে তাদের দ্বিগুণ দেখে। যেমন সূরা আলে ইমরানে ইরশাদ হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪১ নং আয়াত:

১. গনীমতের বণ্টন ব্যবস্থা তা–ই রাখা হয়েছে যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. ইসলাম গরীব–মিসকীন ও ইয়াতীমদের হক নিশ্চিত করেছে এবং এটা তাদের প্রতি কারও অনুগ্রহ নয় বরং তাদের অধিকার ও পাওনা।

৩. ইসলাম অর্থ বণ্টনের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে যেন সম্পদ গুটি কতকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে না থাকে, যাতে সম্পদের সুষ্ঠু প্রবাহ ব্যাহত হয় এবং হকদাররা অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

● ৪২ নং আয়াত:

১. নিজেদের মতে কাজ করতে গেলে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। পক্ষান্তরে সেই মতভেদ এড়াতে চাইলে আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসতে হবে।

২. আল্লাহ যা করতে চান সেভাবেই তার আসবাব-উপকরণ ঘটিয়ে দেন।

● ৪৩ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের বিজয় ও শত্রুদের পরাজয়ের ব্যবস্থা করে দেন।

২. বদর যুদ্ধের ফযীলত প্রমাণিত হয়।

৩. কাফেরদের সংখ্যাধিক্য ও অস্ত্র-শস্ত্র দেখে ভীত না হওয়া। বরং মুসলমানদের উচিত সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা এবং তাঁর গায়েবী মদদের উপর নির্ভর করা। যেমন আল্লাহ তাআলা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছেন।

● ৪৪ নং আয়াত:

আয়াতে স্বপ্নযোগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফেরদের সংখ্যা কম দেখানো এবং মুকাবেলার শুরু লগ্নে কাফেরদের চোখে মুসলমানদেরকে কম করে দেখানোর বর্ণনা রয়েছে। যাতে উভয় দল অগ্রসর হয় এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٤٥﴾	(৪৫) হে মুমিনগণ, যখন তোমরা (জেহাদে) কোন বাহিনীর সম্মুখীন হও, তখন দৃঢ়পদ[১] থাকবে এবং আল্লাহকে খুব বেশী পরিমাণ স্মরণ করবে, তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।
وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٤٦﴾	(৪৬) আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে থাকবে এবং পরস্পরে[২] বিবাদ করবে না, অন্যথায় সাহসহারা হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর ধৈর্যধারণ করবে, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সংগে আছেন।
وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٤٧﴾	(৪৭) আর সে সকল লোকের ন্যায় হয়ো না যারা নিজেদের গৃহসমূহ থেকে সদর্পে[৩] এবং লোকদেরকে (স্বীয় শক্তি) প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল এবং আল্লাহর পথে তারা বাধা দান করত। আর তারা যা করে আল্লাহ (স্বীয় ইলম দ্বারা) তা বেষ্টন করে আছেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) উক্ত আয়াতে জেহাদে সফলতা লাভের জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াত প্রদান করা হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবায়ে কেরামের বিস্ময়কর সফলতার প্রকৃত রহস্যও এতেই নিহিত ছিল। প্রথমতঃ দৃঢ়তা। মনের দৃঢ়তা এবং সংকল্পের অটলতা উভয়টি এর অন্তর্ভক্ত। একথা সর্ববাদী সত্য যে, সমর ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ও সর্বোচ্চ কার্যকর অস্ত্রই হচ্ছে মন ও পদক্ষেপের দৃঢ়তা। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর যিক্‌র। এটা সে বিশেষ ধরনের আধ্যাত্মিক উপকরণ যা যাবতীয় সাফল্যের চাবিকাঠি। প্রকৃত মুসলমান ছাড়া অন্যরা এ বিশেষ উপকরণ থেকে গাফেল। তারা কেবল বাহ্যিক উপায় উপকরণ, অস্ত্রশস্ত্র ও আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহে লিপ্ত। সে কারণেই মু'মিনদের প্রতি এ বিশেষ হেদায়াতনামা। এ হেদায়াতনামা মুতাবেক যেকোন অঙ্গনে যেকোন জাতির সাথে মুসলমানদের মুকাবেলা হয়েছে শত্রু পক্ষের সকল শক্তি ও চেষ্টা-তদবীর নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়েছে। আল্লাহর যিক্‌রে নিজস্বভাবে যে বরকত ও কল্যাণ আছে তাতো যথাস্থানে আছেই, তদুপরি এটাও বাস্তব সত্য যে, দৃঢ়তা ও মনোবলের জন্যও এর চেয়ে পরীক্ষিত কোন ব্যবস্থা নেই। আল্লাহকে স্মরণ রাখা ও তার বিশ্বাস রাখা এমন এক বিদ্যুৎ শক্তি, যা দুর্বলতর মানুষকেও পাহাড়ের সাথে মুকাবেলা করতে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। মুখে আল্লাহর স্মরণ, তাঁর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা এবং অন্তরে তাঁর প্রতি রুজু হওয়া ইত্যাদি যিকরের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়তঃ আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য। কারণ আল্লাহর মদদ ও সাহায্য শুধুমাত্র তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। আর মু'মিনের বিজয় আল্লাহর মদদের উপর নির্ভর করে।

(২) এ আয়াতে জেহাদের ময়দানের ক্ষতিকর দিকগুলোর প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হবে না, কারণ এতে হীনবল হয়ে পড়বে, তোমাদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে, শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের প্রভাব বিনষ্ট হয়ে যাবে। অতঃপর ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বস্তুত এতে বিবাদ বিসংবাদ থেকে রক্ষা পাওয়ার কার্যকর ব্যবস্থা বাতলে দেয়া হয়েছে। কেননা, কোন দলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে যতই ঐক্য থাকুক না কেন প্রত্যেক মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হয়ে থাকে। তাছাড়া কোন উদ্দেশ্য লাভের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞজনদের মত পার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই অন্যের সাথে চলতে গিয়ে অন্যকে সংগে রাখতে গিয়ে মানুষকে স্বভাব বিরুদ্ধ বিষয়েও ধৈর্য ধারণ ও সহনশীলতার মনোভাব গড়ে তোলা এবং নিজের মতের উপর এত অধিক দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা না থাকা উচিত যে তা গৃহীত না হলে খেপে যায়। সুতরাং সবাই ধৈর্যধারণ করলে আর বিবাদ বিসংবাদ সৃষ্টির আশংকা থাকে না। পরিশেষে বলা হয়েছে ধৈর্যশীলদের সংগে আল্লাহ রয়েছেন। মু'মিনদের জন্য এটাই বড় সম্পদ। যার মুকাবেলায় সব কিছু তুচ্ছ। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) আবূ জাহেলের নেতৃত্বে মক্কা থেকে মহাসমারোহে যাত্রা করে অস্ত্র সজ্জিত এক বিরাট বাহিনী। পথিমধ্যে আবূ জাহল আবূ সুফইয়ানের পয়গাম পেল যে, আমরা শংকামুক্ত, তোমরা মক্কায় ফিরে যাও। কিন্তু না, শক্তি মদ মত্ত অধিনায়কের দম্ভোক্তি –আমরা বদরে গিয়ে বিনোদন করব, সেখানে মদের আসর জমবে, সুন্দরীরা গান গাইবে। তিন দিন যাবত আমরা সেখানে আরব কবীলাদের যিয়াফত করব। যেন এদিনটি আরবের ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকে। এ মুষ্টিমেয় মুসলমানেরা যেন আর সাহস না করে আমাদের দিকে চোখে তুলে তাকাবার। কিন্তু আল্লাহ দাম্ভিকদের ভালবাসেন

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

না। হল তাই যা ছিল তাঁর পরিকল্পনায়। শরাবের পেয়ালা নয় বরং তারা পান করল মৃত্যুর পেয়ালা। প্রমোদ আসর নয় বরং মক্কার ঘরে ঘরে নামল শোকের ছায়া। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৫ নং আয়াত:

১. যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়পদ থাকার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

২. যুদ্ধের ময়দানে কামিয়াবীর জন্য শুধু বাহ্যিক শক্তির উপর নির্ভরতা নয় বরং আল্লাহর যিকির তথা আল্লাহকে স্মরণ করতে এবং তার উপর ভরসা রাখতে বলা হয়েছে।

● ৪৬ নং আয়াত:

১. যুদ্ধে সফলতা লাভের জন্য আল্লাহ আল্লাহর রসূলের আনুগত্য, মতবিরোধ না করা এবং সবর তথা অটল থাকার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৩. মতবিরোধ দ্বারা সম্মিলিত শক্তিতে ফাটল ধরে।

● ৪৭ নং আয়াত:

১. এ আয়াতে মুসলমানদেরকে এই মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, জেহাদ কেবল রক্তপাতের নাম নয় বরং একটি মহৎ ইবাদত। অহংকার ও লোক দেখানো উদ্দেশ্য হলে আল্লাহর কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

২. মুসলমানদেরকে কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَاۤءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

(৪৮) আর (স্মরণ কর,) যখন শয়তান সুশোভন[১] করেছিল তাদের দৃষ্টিতে তাদের কাজসমূহ এবং বলেছিল, আজ কোন মানুষই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না, আর আমি তো তোমাদের সহায়ক আছি। অতঃপর যখন উভয়দল সামনাসামনি হল, তখন সে পশ্চাৎপদ হয়ে পলায়ন করল এবং বলল যে, নিশ্চিতই তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি অবশ্যই দেখছি যা তোমরা দেখছ না; আমার তো আল্লাহর ভয় হচ্ছে। আর আল্লাহ কঠোর শাস্তি দানকারী।

اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٤٩﴾

(৪৯) (সে সময়টিও স্মরণীয়) যখন মুনাফেকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল তারা বলছে যে, এসব লোককে তাদের ধর্ম ধোঁকার[২] মাঝে ফেলে রেখেছে। আর কেউ আল্লাহর উপর নির্ভর করলে নিশ্চয় আল্লাহ অতি পরাক্রমশালী, হেকমতের অধিকারী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মক্কার কুরায়শ বাহিনী যখন মুসলমানদের সাথে মুকাবেলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তখন তাদের মনে এ আশংকা চেপে বসেছিল যে, আমাদের প্রতিবেশী বনূ বকর গোত্রও আমাদের শত্রু। আমরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে চলে গেলে সে সুযোগে এই শত্রু গোত্র না আবার আমাদের বাড়ী ঘর, নারী শিশুদের উপর হামলা করে বসে। এমনি সময় শয়তান কেনানা গোত্রের বড় সর্দার সুরাকা ইবনে মালেকের রূপ ধরে তার এক বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হল এবং এগিয়ে গিয়ে কুরায়শ জওয়ানদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দিল এবং দুই ভাবে তাদেরকে প্রতারিত করল। প্রথমতঃ সে বলল আজকের দিনে এমন কেউ নেই যে, তোমাদের উপর জয়ী হবে। দ্বিতীয়তঃ বনূ বকরের ব্যাপারে যদি তোমাদের আশংকা হয়ে থাকে তবে তার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। আমি তোমাদের সমর্থক ও সহায়ক রয়েছি। এ দ্বিবিধ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে নিজেদের বধ্যভূমির দিকে হাঁকিয়ে দিল। কিন্তু যখন ভিষণ যুদ্ধ শুরু হল তখন শয়তান হযরত জিবরাঈল (আ.) সহ ফেরেশতাদের বাহিনী দেখে আতংকিত হয়ে পড়ল। সে সময় তার হাত এক কুরায়শ যুবক হারিছ ইবনে হিশামের হাতে ধরা ছিল। শয়তান সংগে সংগে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে চাইল। হারিছ তিরস্কার করে বলল, এ কী করছ? তখন সে বুকের উপর এক প্রবল ঘা মেরে হারিছকে ফেলে দিল এবং নিজের বাহিনী নিয়ে পালিয়ে গেল। হারিছ তখন সুরাকা মনে করে শয়তানকে বলল, হে আরব সর্দার, তুমি না বলেছিলে আমি তোমাদের সমর্থনে রয়েছি। অথচ ঠিক যুদ্ধের ময়দানে এমন আচরণ করছ! তখন শয়তান সুরাকার বেশেই উত্তর দিল, আমি তোমাদের সথে কৃত চুক্তি হতে মুক্ত হয়ে যাচ্ছি। কারণ আমি যা দেখছি তোমরা তা দেখছ না। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) এ আয়াতে মুসলমানদের ব্যাপারে মদীনার মুনাফেক ও মক্কার মুশরিকদের একটি যৌথ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। যা তাদের জন্য দুঃখ করে যেন বলা হয়েছিল। তাহল বদরের ময়দানে মুষ্টিমেয় এই মুসলমানেরা এহেন বিরাট শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে এসেছে। এ বেচারাদের দ্বীন তাদেরকে প্রতারণায় ফেলে মৃত্যুর মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের উত্তরে বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল করে সে বিজয়ী হয়েই থাকে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী। তিনিই কাফেরদেরকে পর্যুদস্ত করেন এবং তাদের উপর ভরসাকারীদেরকে বিজয়ী করেন। তবে কখনও কখনও ভরসাকারীগণও পরাজিত হন। সেক্ষেত্রে আল্লাহর হেকমত কার্যকরী থাকে। তিনি হেকমতের অধিকারী।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৮ নং আয়াত:

১. শয়তান কাফেরদের নিকট তাদের কাজকে সুশোভিত করে দেখায়। মুসলমানদের রিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিষয়টিও এই পর্যায়ের।

২. শয়তান ফেরেশতাদেরকে দেখতে পায়।

৩. ঈমান ও আমল ছাড়া শুধু তবয়ী (স্বভাবগত) ভয় কোন কাজে আসবে না। যেমন শয়তান বলেছিল, আমি আল্লাহকে ভয় করছি। কিন্তু তার এ ভয়ে তার কোন লাভ নেই। (বয়ানুল কুরআন)

● ৪৯ নং আয়াত:

১. যুদ্ধের সময় মুনাফেকদের উক্তি স্মরণ করিয়ে দিয়ে সে ধরনের উক্তি করার ব্যাপারে মুসলমানদেরকে সাবধান করা হয়েছে। শত্রুপক্ষের শক্তি এবং সংখ্যা বেশী থাকা অবস্থায় আল্লাহর সাহায্যের

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

উপর ভরসা করে জেহাদে লিপ্ত হওয়া মুসলমানদের সমালোচনা সাধারণত মুনাফেকরাই করে থাকে।

২. সাধ্য অনুযায়ী আসবাব গ্রহণের পর আল্লাহর উপর ভরসা করে জেহাদে অবতীর্ণ হলে আল্লাহ মুসলমানদের শত্রুদের পরাজিত করে দেন। তবে তিনি হেকমতের অধিকারী; কখনও তিনি তাঁর হেকমতের ভিত্তিতে মুসলমানদেরকে বিজয় দান নাও করতে পারেন।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٥٠﴾	(৫০) আর যদি তুমি দেখতে[১] যখন ফেরেশতাগণ কাফেরদের রূহ কবয করছে তাদের চেহারা ও তাদের পিঠে প্রহার করে এবং (বলছে যে,) আগুনের শাস্তি আস্বাদন কর।
ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٥١﴾	(৫১) এ শাস্তি সে সকল কর্মের দরুণ যা তোমরা অগ্রে পাঠিয়েছ স্বহস্তে, আর এটা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর মোটেই অত্যাচারী নন।
كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾	(৫২) (তাদের অবস্থা) ফেরআউনী সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থার মত যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করল তাই আল্লাহ তাদেরকে তাদের পাপের দরুণ পাকড়াও করলেন। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, কঠোর শাস্তি প্রদানকারী।
ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٣﴾	(৫৩) এটা একারণে যে, আল্লাহ এমন কোন নেয়ামত[২] যা কোন জাতিকে দিয়েছেন পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের কার্যকলাপকে পরিবর্তন করে ফেলে। আর (একথা স্থির) নিশ্চিত যে, আল্লাহ খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।
كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥٤﴾	(৫৪) (তাদের অবস্থা) ফেরআউনী সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার ন্যায়, তারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতগুলোকে মিথ্যা আখ্যা দিয়েছিল। সুতরাং আমি তাদেরকে তাদের পাপসমূহের কারণে ধ্বংস করে দিলাম এবং ফেরআউনী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করে দিলাম। আর তারা সকলেই ছিল জালেম।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ আয়াত থেকে কবর আযাবের সত্যতা প্রমাণিত হয়। মৃত্যুর পর থেকে কেয়ামতের বিচার পর্যন্ত সময়েও কাফেরদের আযাব হয়ে থাকে। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে নেয়ামত দান করার জন্য কোন বিধান বর্ণনা করেননি এবং তিনি নেয়ামত দানের জন্য কোন বাধ্যবাধকতা বা শর্তারোপও করেননি। নেয়ামত দানকে তিনি সৎকর্মের উপরও নির্ভরশীল করেননি। কারণ তাঁর দান ও করুণা তাঁর রহমান গুণেরই প্রকৃতিগত ফসল। তবে হাঁ এ আয়াতে দানকৃত নেয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য একটি মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। তাহল যে জাতিকে আল্লাহ কোন নেয়ামত দান করেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন না যে পর্যন্ত না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থা ও কার্যকলাপ পরিবর্তন করে। অর্থাৎ, ভাল ও সৎ অবস্থার পরিবর্তে মন্দ অবস্থা ও মন্দ কার্যকলাপ অবলম্বন খোদার আযাবকে আমন্ত্রণ জানায়। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫০-৫১ নং আয়াতদ্বয়:

১. কাফেরদের রূহ কবজ করা হয় শাস্তির সাথে অত্যন্ত কঠিনভাবে।

২. মৃত্যুর সময় আযাবের বর্ণনা দ্বারা কবরের আযাব প্রমাণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. মানুষের কৃতকর্মের দরুণই তার শাস্তি হবে।

৪. আল্লাহ পাক কারও প্রতি জুলুম বা অবিচার করেন না।

● ৫২-৫৪ আয়াতসমূহ:

১. কুফরীর কারণে দুনিয়াতেও অনেক সময় শাস্তি এসে যায়। যেমন ফেরআউনী সম্প্রদায় ও আরও অনেককে দুনিয়াতেই শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

২. আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত শক্তিধর এবং তাঁর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। দুনিয়াতে যে যত বড় শক্তিধরই হোক না কেন আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি দিতে সক্ষম। কোন শক্তিধরই আল্লাহর শাস্তিকে উতরে যেতে সক্ষম হবে না।

৩. যে জাতিকে আল্লাহ কোন নেয়ামত দান করেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন না যে পর্যন্ত না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থা ও কার্যকলাপ পরিবর্তন করে।

৪. আল্লাহর নেয়ামতের অবমাননা আল্লাহর শাস্তিকে অবধারিত করে তোলে।

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٥﴾ صلح ج	(৫৫) নিশ্চয় (সৃষ্টির) নিকৃষ্টতম জীব হল আল্লাহর নিকট এ কাফেররা, অতএব তারা ঈমান[১] আনবে না।
اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٦﴾	(৫৬) যাদের অবস্থা হল তুমি তাদের থেকে (কয়েকবার) অঙ্গীকার[২] নিয়েছ, (কিন্তু) তারপর(ও) তারা প্রত্যেক বার নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে আর তারা (অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে) ভয় করে না।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৫৭) সুতরাং তুমি যদি তাদেরকে যুদ্ধে নাগালে পাও, তাহলে তাদের মাধ্যমে যারা তাদের পশ্চাতে রয়েছে তাদেরকে ছিন্ন করে দাও, যেন তাদের(ও) শিক্ষা হয়।[৩]	فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾
(৫৮) আর যদি কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে তোমার আশংকা[৪] হয় বিশ্বাস ঘাতকতার, তবে তুমি (সে চুক্তি) তাদের নিকট এভাবে ফিরিয়ে দাও যেন তারা এবং তুমি (সন্ধি রহিত হওয়ার অবগতি সম্পর্কে) সমান হয়ে যাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না।	وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ﴿٥٨﴾
(৫৯) আর কাফেররা যেন আদৌ নিজেদের ব্যাপারে এরূপ ধারণা না করে যে, তারা পার পেয়ে গেছে[৫]। কিছুতেই তারা (আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারবে না।	وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ؕ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ﴿٥٩﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যেসব যোগ্যতা দান করেছিলেন তারা সে সবই বিনষ্ট করেছে এবং চতুষ্পদ জানোয়ারের মত পানাহার ও নিদ্রা জাগরণকেই জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছে। কাজেই ঈমান পর্যন্ত তাদের পৌছা হবে না। (মাআরিফুল কুরআন)

(২) এ আয়াতটি মদীনার ইয়াহুদী গোত্র-বনূ কুরায়যা ও বনূ নাযীর সম্পর্কে নাযেল হয়েছে। এরা ছিল মুসলমানদের জন্য আস্তিনের সাপ। এক দিকে তারা মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বের দাবীদার ছিল অপর দিকে মক্কার মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত। মদীনায় হিজরত করার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার ইয়াহুদীদের সাথে ইতিহাস খ্যাত মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এ চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ দফা ছিল মদীনার ইয়াহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন শত্রুকে প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে কোনরূপ সাহায্য করবে না। কিন্তু তারা চুক্তি লংঘন করে বদরের যুদ্ধের সময় মক্কার মুশরিকদেরকে সাহায্য করে। তবে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরাট বিজয়ের পর তারা ভীত হয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভবিষ্যতে আর চুক্তি লংঘন করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয়ের পর ইয়াহুদী সর্দার কা'ব ইবনে আশরাফ মক্কায় গিয়ে মুশরিকদেরকে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। আলোচ্য আয়াতে তাদের এসব চুক্তি লংঘনের কথা বলা হয়েছে।

(৩) অর্থাৎ, তাদেরকে এমন শাস্তি দাও যা দেখে মক্কার মুশরিক ও অন্যান্য শত্রু সম্প্রদায়গুলোও প্রভাবিত হয়ে অঙ্গীকার ভঙ্গ করার সাহস না পায় এবং ভবিষ্যতে মুসলমানদের মুকাবেলা করার সাহস না পায়।

(৪) এ আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যুদ্ধ ও সন্ধি সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান বলে দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, যদি চুক্তির দ্বিতীয় পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা বা চুক্তি লংঘনের আশংকা সৃষ্টি হয় তবে চুক্তির বাধ্যবাধকতা অক্ষুন্ন রাখা অপরিহার্য নয়। কিন্তু চুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেয়ার পূর্বে তাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণও জায়েয নেই। বরং আয়াতে এর বিশুদ্ধ পন্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, প্রতিপক্ষকে শান্ত পরিস্থিতিতে এ ব্যাপারে অবহিত করে দিতে হবে যে, তোমাদের কুটিলতা ও বিরুদ্ধাচরণের বিষয়টি আমাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়েছে কিংবা তোমাদের আচরণ আমাদের সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে, তাই আগামীতে আমরা এ চুক্তি পালনে বাধ্য থাকব না। তোমাদেরও সব অধিকার থাকবে আমাদের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা করতে পার। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) এ আয়াতে সেসব কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি বা অংশ নিয়েও পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছে। এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা যেন মনে না করে যে, আমরা পার পেয়ে গেছি। বলা হয়েছে, এরা আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না। তিনি যখনই তাদেরকে ধরতে চাইবেন তখন এক পাও সরতে পারবে না। হয়তবা পৃথিবীতে এরা ধরা পড়ে যেতে পারে না হয় আখেরাতে তো এদের ধরা পড়া অবধারিত। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৫ নং আয়াত:

১. আহলে কিতাব ও মুশরিক কাফেররা নিকৃষ্টতম প্রাণী।

২. "অতএব তারা ঈমান আনবে না" বলে বোঝানো হয়েছে যারা কুফরীতে হটকারিতা করে ঈমান আনার যোগ্যতা নষ্ট করে ফেলে স্বাভাবিকভাবে তাদের ঈমান আনা ভাগ্যে জোটে না।

● ৫৬ নং আয়াত:

আয়াতে মদীনার ইয়াহুদী গোত্র-বনূ কুরায়যা ও বনূ নাযীরের বারবার চুক্তি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকার বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

● ৫৭ নং আয়াত:

যুদ্ধনীতিতে মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের কর্তব্য শত্রুকে এমনভাবে আঘাত করা যা দেখে অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ করে।

● ৫৮ নং আয়াত:

১. বিশ্বাসঘাতকতা করা হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. চুক্তির দ্বিতীয় পক্ষের থেকে বিশ্বাসঘাতকতা বা চুক্তি লংঘনের আশংকা সৃষ্টি হলে চুক্তির বাধ্যবাধকতা অক্ষুন্ন রাখা অপরিহার্য নয়।

৩. কিন্তু চুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেয়ার পূর্বে তাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণও জায়েয নেই। বরং প্রতিপক্ষকে এ ব্যাপারে অবহিত করে দিতে হবে যে, তোমাদের কুটিলতা ও বিরুদ্ধাচরণের প্রেক্ষিতে আগামীতে আমরা এ চুক্তি পালনে বাধ্য থাকব না।

● ৫৯ নং আয়াত:

কাফের মুনাফেকরা আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই পাবে না, হয় দুনিয়াতেই ধরা পড়বে, না হয় আখেরাতের পাকড়াও তো রয়েছেই।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ۝٦٠

(৬০) আর প্রস্তুত করো তাদের (সাথে সাথে মোকাবেলার) জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে[১] পার শক্তি[২] থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যদ্বারা তোমরা প্রভাব বিস্তার[৩] করে রাখতে পার সেসব লোকদের উপর যারা আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদেরও শত্রু এবং এদের ব্যতীত অন্যান্য লোকদের উপরও, যাদেরকে[৪] তোমরা জান না, আল্লাহই জানেন তাদেরকে। আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যা কিছু ব্যয় করবে তা (-র ছওয়াব) তোমাদেরকে পুরোপুরি দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٦١

(৬১) আর যদি তারা সন্ধির দিকে ঝুঁকে[৫], তবে তুমিও সেদিকে ঝুঁকবে এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে। নিশ্চয় তিনিই খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝٦٢

(৬২) আর যদি তারা তোমাকে ধোঁকা[৬] দিতে চায়, তবে অবশ্যই আল্লাহ তোমার জন্য যথেষ্ট; তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাকে নিজের সাহায্য দ্বারা এবং মুসলমানদের দ্বারা শক্তি দান করেছেন।

وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝٦٣

(৬৩) আর সম্প্রীতি[৭] সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরসমূহে, যদি তুমি দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ ব্যয় করতে, তবুও তাদের অন্তরসমূহে সম্প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহই তাদের মধ্যে পরস্পর প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিশ্চয় তিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এ আয়াতে কাফেরদের মুকাবেলায় যুদ্ধ উপকরণ তৈরীর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং নির্দেশের সাথে 'সাধ্যানুসারে' শর্তারোপ করে এদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, মুসলমানদের সফলতার জন্য এটা অপরিহার্য নয় যে, শত্রু পক্ষের কাছে যে ধরনের ও যে পরিমাণ উপকরণ রয়েছে মুসলমানদেরও সে পরিমাণ অর্জন করতে হবে। বরং সামর্থানুযায়ী যে পরিমাণ সম্ভব জোগাড় করা আবশ্যক। কারণ মুসলমানদের জয়-পরাজয় মূলত সংখ্যা ও অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল নয় বরং

আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। আর কাংখিত গুণাবলী থাকলে আল্লাহর মদদ মুসলমানদের সাথে থাকবে।

(২) কুরআনে কারীমে এখানে তৎকালীন প্রচলিত কোন অস্ত্র শস্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়নি। বরং ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ قوة (শক্তি) ব্যবহার করে ইংগিত করা হয়েছে যে, 'শক্তি' প্রত্যেক যুগে দেশ ও স্থান হিসেবে বিভিন্ন রকম হতে পারে। সুতরাং জেহাদের উদ্দেশ্যে আধুনিক সমরাস্ত্র, যুদ্ধযান, সমরবিদ্যা, শরীর চর্চা ইত্যাদি অর্জন করা এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৩) এসব শত্রুর উপর প্রভাব বিস্তার করার বাহ্যিক উপায়-উপকরণ মাত্র। বাকী বিজয়ের মূল কারণ হল আল্লাহর মদদ। যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

(৪) 'যাদেরকে তোমরা জান না' দ্বারা মুনাফেক, বা বনূ কুরায়যা কিংবা রূম, পারস্যের কাফেরদের বোঝানো হয়েছে। যারা এখনও মুসলমানদের মুকাবেলায় আসেনি, ভবিষ্যতে আসবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৫) আয়াত থেকে বোঝা যায় কাফেরদের সাথে সন্ধি তখনই করা যেতে পারে যখন কাফেরদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশ পায়। কারণ অন্যথায় মুসলমানদের দূর্বলতা প্রকাশ পাবে। তবে যদি এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, মুসলমানগণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং নিজেদের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য একমাত্র সন্ধি ছাড়া অন্য পন্থা দেখা না যায় তবে সে ক্ষেত্রে ফেকাহ শাস্ত্রবিদদের মতে সন্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করাও জায়েয। (মাআরিফুল কুরআন)

(৬) সন্ধি করতে গিয়ে কাফেরদের নিয়ত যদি খারাপ থাকে এবং তোমাকে এভাবে ধোঁকা দিতে চায় তবুও তুমি কোন পরওয়া করবেন না। আল্লাহই তোমার জন্য যথেষ্ট। পূর্বেও আল্লাহর সাহায্য এবং মদদেই তোমার ও মুমিনদের কার্যসিদ্ধ হয়েছে। এটাই ছিল তোমার বিজয়ের প্রকৃত কারণ। আবার সাহাবায়ে কেরামের জামাআতকে তোমার সাহায্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যা ছিল বাহ্যিক উপকরণ। সুতরাং তিনি আজও শত্রুর ধোঁকা ও প্রতারণার ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করবেন।

(৭) মানুষের অন্তরে পরস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হওয়া আল্লাহর দান। আরো প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর নাফরমানীর মাধ্যমে তাঁর দান অর্জন করা সম্ভব নয়। বরং তাঁর দান লাভের জন্য তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা একান্ত শর্ত। কুরআন কারীমের অন্য আয়াতে অনৈক্য থেকে বাঁচার পন্থা নির্দেশ করে ইরশাদ হয়েছে- আল্লাহর রজ্জু তথা কুরআন ও ইসলামী শরীয়তকে মজবতভাবে আঁকড়ে থাক। তাহলে সবাই আপনা থেকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। পরস্পর সম্প্রীতি সৃষ্টি হবে।

আহকাম ও শিক্ষা

- ৬০ নং আয়াত:

১. জেহাদের উদ্দেশ্যে সাধ্যানুযায়ী যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করা ফরয। (মাআরিফুল কুরআন)

২. যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহে কৃত ব্যয়েরও ছওয়াব পাওয়া যাবে।

- ৬১-৬২ নং আয়াতদ্বয়:

১. কাফেরদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশ করা হলে (ক্ষেত্র বিশেষে) তাদের সাথে সন্ধি করা যেতে পারে। (দেখুন টীকা নং ৫)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(২) এ আয়াতে মুসলমানদেরকে জেহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং সুসংবাদের ভঙ্গিতে দশগুণ শত্রুর মুকাবেলায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে অটল থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ মু'মিন জেহাদ করে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। শাহাদাতের মৃত্যু তার পরম কাম্য। তার দৃঢ় বিশ্বাস শাহাদাত মৃত্যু নয়, প্রকৃত জীবন। এ মনোভাব নিয়ে যখন মু'মিন জেহাদ করে তখন আল্লাহর মদদ অবতীর্ণ হয় এবং বিজয় তার পদচুম্বন করে। পরবর্তীতে আরো হালকা হুকুম নাযেল হয় তথা দ্বিগুণ শত্রুর মুকাবেলায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে অটল থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মুজাহিদদের সংখ্যা কম থাকার কারণে ইসলাম ও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে প্রত্যেকের মনে উৎসাহের প্রাবল্য ছিল। কারণ কোন কাজ যখন অত্যাবশ্যকীয় হয়, আবার লোক সংখ্যা কম হয়, তখন স্বভাবত হিম্মত অনেক বেশী থাকে। পরে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে স্বাভাবিকভাবে হিম্মত ও সাহসের প্রাবল্য বিদ্যমান থাকেনি। এটা ছিল একটি স্বভাবগত ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) সুতরাং যদি কোন হেকমতে আল্লাহর হুকুম না হয় তবে বিজয়ও হবে না। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৪ নং আয়াত:

১. আয়াতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জেহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

২. আল্লাহ তা'আলাই সবকিছুর জন্য যথেষ্ট। অতএব কেন মুসলমানরা তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ করবে না যখন আল্লাহ তাদের সাহায্যে রয়েছেন!

● ৬৫–৬৬ নং আয়াতদ্বয়:

১. আয়াতে জেহাদের জন্য মু'মিনদেরকে উদ্বুদ্ধ করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

২. শত্রু সংখ্যা দ্বিগুণের বেশী না হলে জেহাদের ময়দানে অটল থাকা ওয়াজিব এবং পলায়ন করা হারাম। (বয়ানুল কুরআন)

৩. জেহাদের ময়দানে অটল থাকলে আল্লাহর নুসরত লাভ হয়।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ؕ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٧﴾

(৬৭) নবীর পক্ষে[১] শোভনীয়[২] নয় যে, তাঁর বন্দী (জীবিত) থাকবে (বরং তাদেরকে হত্যা করে ফেলা উচিৎ) যে পর্যন্ত সে ভূপৃষ্ঠে (কাফেরদের) প্রচুর রক্তপাত না ঘটায়। তোমরা[৩] দুনিয়ার ধন[৪] সম্পদ চাও, আর আল্লাহ চান পরকাল। আর আল্লাহ অতি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٦٨﴾

(৬৮) যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নির্ধারিত লেখন পূর্বে হয়ে না থাকত, তাহলে তোমরা যা (ফিদয়া তথা মুক্তিপণ) গ্রহণ করেছ তাতে তোমাদের উপর কোন বড় আযাব এসে পড়ত।[৫]

২. সন্ধির ক্ষেত্রে কাফেরদের উদ্দেশ্য যদি থাকে ধোঁকা দেয়া, তাহলে আল্লাহই যথেষ্ট। সবসময় আল্লাহর মদদেই মুমিনদের কার্য সিদ্ধি হয়ে থাকে।

● ৬৩ নং আয়াত:

১. মুসলমানদেরকে পরস্পরিক মহব্বত, সম্প্রীতি ও ঐক্য সৃষ্টি করে দেন আল্লাহ তা'আলা। আর তিনি তা করেন তার হুকুম মোতাবেক চলার মাধ্যমে। অতএব ইসলামী শরীয়তের উপর পুরোপুরি আমল করা ব্যতীত নিছক শ্লোগান বা বাহ্যিক চেষ্টার দ্বারা সত্যিকার ঐক্য ও সম্প্রীতি অর্জন হতে পারে না।

২. অর্থকড়ি বা বৈষয়িক ভিত্তির উপর যে সম্প্রীতি বা ঐক্য গড়ে ওঠে তা আদৌ কোন সম্প্রীতি বা ঐক্য নয়।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٤﴾

(৬৪) হে নবী, তোমার জন্য (প্রকৃতভাবে) যথেষ্ট আল্লাহ এবং যে মুমিনগণ[১] তোমার অনুসরণ করেছে (বাহ্যতঃ যথেষ্ট) তারা।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ؕ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾

(৬৫) হে নবী, তুমি মু'মিনদেরকে জেহাদের জন্য উৎসাহ[২] দান কর, যদি তোমাদের মধ্যকার দৃঢ়পদ বিশ বা ব্যক্তি থাকে, তবে তারা দু'শতের উপর জয়লাভ করবে। আর যদি তোমাদের মধ্যকার (অনুরূপ) একশত ব্যক্তি থাকে, তবে এক হাজার কাফেরের উপর জয়লাভ করবে, এ কারণে যে, তারা এমন সম্প্রদায় যারা (ধর্মের কিছু) বোঝে না।

اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ؕ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٦٦﴾

(৬৬) এখন আল্লাহ তোমাদের থেকে (ভার) লঘু[৩] করে দিলেন এবং জেনে নিলেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে, অতএব যদি তোমাদের মধ্যকার দৃঢ়পদ একশত জন থাকে, তবে তারা দুই শতের উপর জয়লাভ করবে, আর যদি তোমাদের মধ্যকার এক হাজার (অনুরূপ) লোক হয় তবে তারা আল্লাহর হুকুমে[৪] দুই হাজারের উপর বিজয়ী হবে। আর আল্লাহ অটল লোকদের সাথে আছেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, হে নবী, বস্তুত আপনার জন্য একা আল্লাহই যথেষ্ট। আর বাহ্যিক উপকরণ হিসেবে সাহাবীদের এ নিষ্ঠাবান জামাআত যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন আপনার জন্য যথেষ্ট। যেমন ৬২ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৬৯) অতএব তোমরা যা গনীমত অর্জন কর[৬] তা হালাল পবিত্র হিসেবে খাও, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়াময়।	فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শানে নুযূল: বদরের যুদ্ধে সত্তর জন কাফের বন্দী হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের কাছে তাদের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে হযরত ওমর (রা.) ও হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রা.) প্রমুখ তাদেরকে হত্যা করার পরামর্শ দেন। আবার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সহ অধিকাংশ সাহাবী মুক্তিপণ গ্রহণ করে ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত দেন। এ ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর ওহী নাযেল হয় যে, আপনি সাহাবীদের বলুন, তোমাদেরকে ইখতিয়ার দেয়া হল যে, ইচ্ছা করলে তোমরা তাদেরকে হত্যা করতে পার বা চাইলে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়েও দিতে পার। তবে দ্বিতীয় অবস্থায় আগামী বছর তোমাদের সত্তর জন শহীদ হবে। সুতরাং এই ইখতিয়ারের প্রেক্ষিতে অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম ফিদয়া (মুক্তিপণ) নিয়ে ছেড়ে দেয়ার পক্ষে রায় দেন। তাদের যুক্তি ছিল এদের কারো ভাগ্যে ঈমানও নসীব হতে পারে। আর এতে আপততঃ মুসলমানদের কিছু আর্থিক সুবিধাও হবে যাতে সামনে জেহাদের জন্য আরো প্রস্তুতি নেয়া যাবে। বাকী এর পরিবর্তে আগামী বছর সত্তর জন মুসলমানের শাহাদাত সে তো মু'মিনের পরম কাম্য। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও রহমাতুললিল আলামীন হিসেবে এমত গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে আয়াতটি নাযেল হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, হে মুসলমানগণ, তোমরা নবীকে মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার যে পরামর্শ দিয়েছ তা ঠিক ছিল না। কেননা নবীর শান নয় যে, তিনি বন্দী জীবিত রাখবেন। কারণ জেহাদের আসল উদ্দেশ্য হল ফ্যাসাদ দূর করা। আর কুফরের শক্তি চূর্ণ করা ছাড়া ফ্যাসাদ প্রতিহত করা সম্ভব নয়। সুতরাং এ অবস্থার পূর্বে বন্দীদেরকে জীবিত ছেড়ে দেয়া শোভনীয় নয়। (প্রাগুক্ত)

(৩) সাহাবায়ে কেরামকে উক্ত দু'বিষয়ের যে কোন একটির ইখতিয়ার দেয়ার পর ভর্ৎসনা করার হেতু এই যে, উক্ত হাদীস থেকে যদিও বাহ্যতঃ যে কোন একটির ইখতিয়ার দেয়া বুঝে আসে কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় সত্তর জন সাহাবীর শাহাদাতের ফয়সালা উল্লেখ করার মাঝে অবশ্য এ ইংগিত বিদ্যমান ছিল যে, দ্বিতীয় সুরতটি আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়। অন্যথায় সত্তর জন সাহাবীর শাহাদাতের ফয়সালার কথা বলা হত না। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম বিষয়টি ভালভাবে চিন্তা না করে তড়িৎ পদক্ষেপ নেয়ার কারণে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(৪) যে সব সাহাবী মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন, তাদের সামনে যদিও একটি নির্ভেজাল দ্বীনী প্রেরণাও ছিল, (কেননা তারা ভাবছিলেন এভাবে বন্দীরা মুক্তি পাওয়ার পর মুসলমান হয়ে যেতে পারে।) তথাপি কিছু অর্থ সম্পদ হস্তগত হওয়ার দিকটাও ছিল। এ কারণে সাহাবায়ে কেরামকে ভর্ৎসনা করে বলা হয়েছে তোমরা দুনিয়া চাও। অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরামের সুউচ্চ

মর্যাদা হিসেবে এদিকে তাদের দৃষ্টি যাওয়া আল্লাহর পছন্দ হয়নি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদিও সাহাবীদের এমত সমর্থন করেছিলেন তবুও ভর্ৎসনার ক্ষেত্রে কেবল সাহাবীদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে 'তোমরা দুনিয়া চাও' কেননা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ সমর্থন ছিল কেবল রহমতের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ। তাঁর সামনে মালের দিকটা থাকলেও তা মোটেও তাঁর নিজের জন্য ছিল না। বরং কেবল সাহাবায়ে কেরামের জন্য ছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) অর্থাৎ, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে লওহে মাহফূজে এরূপ লিখিত হয়ে না থাকত যে, ইজতিহাদে ভুল করলে তাতে পাকড়াও হবে না কিংবা বদরী সাহাবীদের পাকড়াও হবে না বা স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা না আসা পর্যন্ত কোন ব্যাপারে পাকড়াও হবে না, তাহলে (বদর যুদ্ধে বন্দীদের থেকে) এই মুক্তিপণ নেয়ার মাধ্যমে তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার কারণে তোমাদের উপর পাকড়াও আসত। (আবুস-সুউদ)

(৬) فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا বাক্যের তর্জমা এরূপও হতে পারে– তোমরা যা কিছু (ফিদয়া স্বরূপ) নিয়েছ তা হালাল পবিত্র হিসেবে খাও। (বয়ানুল কুরআনে এরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।) তাহলে পূর্বাপর সম্পর্ক হবে এভাবে– আগের আয়াতে মুসলমানদেরকে ফিদয়া গ্রহণ করার ব্যাপারে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতের ব্যাপারে কোন্ পন্থা অবলম্বন করা হবে তা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি। তাই এ আয়াতে বিষয়টি পরিস্কার করে দেয়া হয়েছে যে, ফিদয়া তথা মুক্তিপণ যা তোমরা গ্রহণ করেছ তা হালাল ও পবিত্র। তবে আবুস-সুউদে এই দ্বিতীয় তর্জমার বিপক্ষে বক্তব্য রাখা হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৭ নং আয়াত:

১. আয়াতে জেহাদের নেতৃত্বকে এই দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যে, কুফরের শক্তি চূর্ণ করার পূর্ব পর্যন্ত বন্দীদেরকে জীবিত ছেড়ে দেয়া শোভনীয় নয়। কাফেরদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি হওয়ার পর মুক্তিপণ নিয়ে বা অনুগ্রহ করে জীবিত ছেড়ে দেয়া যেতে পারে, এরপূর্বে নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. পার্থিব সম্পদের প্রতি অনুৎসাহিত এবং পরকালের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

৩. আল্লাহ তা'আলার পরাক্রমশালীতা ও প্রজ্ঞার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

● ৬৮ নং আয়াত:

আয়াতে মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে দুনিয়ার স্বার্থ কামনা করার জন্য সাহাবায়ে কেরামকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। (দেখুন ৪ নং টীকা।)

● ৬৯ নং আয়াত:

১. গনীমতের বৈধতা প্রমাণিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ, আল্লাহর রসূলের বিধি-নিষেধ মান্যতার মাধ্যমে তাকওয়া অবলম্বন করা ওয়াজিব। (প্রাগুক্ত)

৩. আল্লাহর তা'আলার ক্ষমা ও দয়াগুণ বর্ণিত হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٧٠ وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٧١

(৭০) হে নবী, তোমাদের হাতে যে সকল যুদ্ধ বন্দী রয়েছে তাদেরকে বল, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে ভাল কিছু দেখেন, তবে তোমাদের নিকট থেকে যা নেয়া হচ্ছে তার চেয়ে উত্তম কিছু তিনি তোমাদেরকে দান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(৭১) আর যদি তারা তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায়, তবে (চিন্তার কিছু নেই।) তারা তো ইতিপূর্বে আল্লাহর সাথে (ও) বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। অতঃপর তিনি তাদের উপর তোমাকে ক্ষমতা দান করেছেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

৭০ ও ৭১ নং আয়াত দুটি হযরত আব্বাস (রা.) সম্পর্কে নাযেল হয়। তিনি বদরের যুদ্ধে বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথারীতি তাঁর ও তাঁর দুই ভ্রাতুস্পুত্র আকীল ও নাওফেলের মুক্তিপণ আদায়ের ভার তাঁর উপর অর্পন করলেন। তিনি অপারগতা প্রকাশ করে বললেন, আমাকে তাহলে বাকী জীবন কুরায়শদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ফিরতে হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কেন, সে স্বর্ণগুলো কোথায় যা আপনি মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় আপনার স্ত্রী উম্মুল ফজল এর নিকট রেখে এসেছেন? হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, সে কথা আপনি কি করে জানলেন? আমি যে রাতের অন্ধকারে একান্ত গোপনে তা রেখে এসেছি। তৃতীয় কোন ব্যক্তি তো সেখানে ছিল না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহই আমাকে এবিষয় অবহিত করেছেন। হযরত আব্বাস (রা.) একথা শুনে নিজেও মুসলমান হলেন এবং ভ্রাতুস্পুত্রদ্বয়কেও মুসলমান হতে বললেন। তারাও ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর অত্র আয়াতদ্বয় নাযেল হয়। (আবুস-সুউদ)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭০ নং আয়াত:

১. আয়াত দ্বারা হযরত আব্বাস (রা.)-এর ফযীলত প্রমাণিত হয়। কেননা আয়াতটি খাস করে তাঁর শানেই নাযেল হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. যুদ্ধবন্দী যদি স্বীয় ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করে তথাপি তার উপর আরোপিত মুক্তিপণ বহাল থাকবে।

৩. অন্তরে ভাল নিয়ত রাখার মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

৪. কেউ আল্লাহর জন্য কোন জিনিস ত্যাগ করলে আল্লাহ তাকে তার চেয়ে উত্তম বদলা দান করেন। (প্রাগুক্ত)

● ৭১ নং আয়াত:

১. আয়াতে খেয়ানতের ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে।

২. আল্লাহর উপর কেউ প্রবল হতে পারে না, তিনি সকলের উপর প্রবল। অতএব তাকে ভয় করা চাই।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰۗىِٕكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۗءُ بَعْضٍ ۭ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰي قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٧٢

(৭২) নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, নিজেদের জান-প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে এবং যারা (তাদেরকে) আশ্রয় দিয়েছে ও সহযোগিতা করেছে, তারা একে অপরের উত্তরাধিকারী।[১] আর যারা ঈমান এনেছে অথচ হিজরত করেনি, তারা হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের উত্তরাধিকারের কোন কিছুই তোমাদের জন্য নেই। আর যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের নিকট সাহায্য চায় তবে তোমাদের কর্তব্য সাহায্য করা। কিন্তু এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়, যাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে রয়েছে দৃঢ় চুক্তি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۗءُ بَعْضٍ ۭ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ۝٧٣

(৭৩) আর যারা কাফের, তারা একে অপরের উত্তরাধিকারী। তোমরা যদি এমনটি[২] না কর, তাহলে পৃথিবীতে ব্যাপক[৩] ফিৎনা ও মহা ফ্যাসাদ সংঘটিত হবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۭ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝٧٤

(৭৪) আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারাই হল প্রকৃত মু'মিন; তাদেরই[৪] জন্য রয়েছে মহা ক্ষমা[৫] ও সম্মানজনক জীবিকা।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰۗىِٕكَ مِنْكُمْ ۭ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝٧٥

(৭৫) আর যারা পরবর্তীতে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তোমাদের সঙ্গে থেকে জেহাদ করেছে তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত। আর নিকটাত্মীয়তার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর বিধান মতে পরস্পর পরস্পরের অধিক হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে ولى ও ولايت শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রকৃত অর্থ বন্ধুত্ব। হযরত ইব্নে আব্বাস, হাসান বাসরী, কাতাদা ও মুজাহিদ প্রমুখ তাফসীর শাস্ত্রের ইমামগণ এখানে ولايت অর্থ উত্তরাধিকার ও ولى অর্থ উত্তরাধিকারী" গ্রহণ করেছেন।

(২) অর্থাৎ, পরস্পরে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব রাখা এমনকি একে অপরের উত্তরাধিকারী হওয়া এবং কাফেরের সাথে সার্বিক সম্পর্ক ছিন্ন করা। (আবুস-সুউদ)

(৩) فتنة এর তানবীনটি যেহেতু تعظيم এর জন্য, তাই অনুবাদে "ব্যাপক" কথাটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। (দ্রঃ আবুস-সুউদ) এখানে ব্যাপক ফিৎনা বলে কুফ্রের শক্তি বৃদ্ধি ও ঈমানের দুর্বলতার কথা বোঝানো হয়েছে।

(৪) هم শব্দটিকে এখানে অগ্রে উল্লেখ করার কারণে حصر বা বিশেষত্বের অর্থ প্রমাণ করেছে, তাই অনুবাদে "তাদেরই" শব্দটি উল্লেখ করা হল।

(৫) এখানে مغفرة এর তানবীনটি تعظيم এর জন্য হওয়ায় অনুবাদ "মহা" শব্দটি যোগ করা হল।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭২ নং আয়াত:

১. মুসলমান মুহাজির ও আনসারগণ একে অপরের ওয়ারিছ। তাদের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক অমুসলিমদের সাথেও থাকবে না এবং সেসব মুসলমানদের সাথেও থাকবে না যারা হিজরত করেনি। ধর্মীয় বৈপরিত্যের ভিত্তিতে উত্তরাধিকারের ছিন্নতার বিষয়টি তো চিরস্থায়ী আছেই। তবে মক্কা বিজয়ের পর যখন হিজরতেরই প্রয়োজন থাকেনি তখন মুহাজির ও অমুহাজিরদের উত্তরাধিকারের বিচ্ছিন্নতার হুকুমও বলবৎ থাকেনি। এর দ্বারা কোন কোন ফেকাহবিদ প্রমাণ করেছেন যে, দ্বীনের পার্থক্য যেমন উত্তরাধিকার ছিন্ন হওয়ার কারণ, তেমনিভাবে দেশের পার্থক্যও উত্তরাধিকার ছিন্ন হওয়ার কারণ।

২. দারুল হারবে বসবাসকারী মুসলমানগণ যদি নিজেদের দ্বীনের হেফাজতের জন্য দারুল ইসলামের মুসলমানদের নিকট সাহায্য চায় তবে তাদেরকে সাহায্য করা কর্তব্য।

৩. এ সাহায্যের সময়ও লক্ষ্য রাখতে হবে এটা যেন এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে না হয় যাদের মধ্যে ও দারুল ইসলামের মুসলমানদের মধ্যে দৃঢ় চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। কারণ ইসলামে ন্যায়নীতি ও চুক্তির আনুবর্তিতা একটি ফরয।

● ৭৩ নং আয়াত:

১. কাফেররা একে অপরের বন্ধু ও উত্তরাধিকারী, উত্তরাধিকার বণ্টনের বেলায় তাদের নিজস্ব আইন-কানুন প্রয়োগ করা হবে। তাদের এতীম, অনাথ, শিশুদের ওলী ও বিবাহ শাদীর অভিভাবক তাদেরই মধ্য হতে নির্ধারিত হবে। এক কথায় সামাজিক বিষয়াদিতে তাদের নিজস্ব আইন-কানুন ইসলামী রাষ্ট্রেও সংরক্ষিত থাকবে। কোন মুসলমান তাদের ওলী (অভিভাবক) ও উত্তরাধিকারী হবে না।

২. মুহাজিরীন ও আনসারগণকে একে অপরের অভিভাবক হতে হবে, যাতে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও উত্তরাধিকারের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। মুহাজির ও অমুহাজির মুসলমানদের মধ্যে উত্তরাধিকারের সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু সাহায্য সহায়তার সম্পর্ক শর্ত মোতাবেক বলবৎ থাকা উচিত। কাফেরগণ একে অন্যের ওলী বিধায় পারস্পরিক অভিভাবকত্ব ও তাদের উত্তরাধিকার আইনের

ব্যাপারে কোন রকম হস্তক্ষেপ করা মুসলমানদের জন্য সমীচীন নয়। এ সমস্ত নির্দেশের উপর যদি আমল না করা হয়, তাহলে গোটা পৃথিবীতে মহা ফিৎনা ও ব্যাপক ফ্যাসাদ এবং দাঙ্গ-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে। উপরোক্ত কথায় এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, ফিৎনা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা রোধে এসব বিধি-বিধানের বিশেষ প্রভাব ও অবদান রয়েছে।

● ৭৪ নং আয়াত:

প্রকৃত মু'মিন কেবল তারা, যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও জেহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে বটে তবে হিজরত করেনি তারা যদিও মুসলমান, তবে তাদের ইসলাম পরিপূর্ণ নয় এবং নিশ্চিতও নয়। কারণ, তাতে এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, হয়তো বা তারা প্রকৃতপক্ষে মুনাফেক হয়ে প্রকাশ্যে ইসলামের দাবী করছে। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৭৫ নং আয়াত:

১. হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে যে সকল মুসলমান হিজরত করেছেন এবং যারা সন্ধির পর হিজরত করেছেন, তারা পরকালীন মর্যাদায় বিভিন্ন স্তরের হলেও পার্থিব বিধান মতে তাদের অবস্থা একইরূপ। তারা সবাই পরস্পরে উত্তরাধিকারী।

২. যেসব মুসলমানের মাঝে পারস্পরিক আত্মীয়তা ও নৈকট্যের সম্পর্ক বিদ্যমান, তারা উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় অগ্রবর্তী। এই আয়াতটিতে উত্তরাধিকার আইনের একটি ব্যাপক মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমেই সেই সাময়িক বিধানটি বাতিল করে দেয়া হয়েছে যেটি হিজরতের প্রথম পর্বের মুহাজির ও আনসারদের মাঝে পরস্পরিক ভ্রাতৃ-বন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে একে অপরের উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে নাযেল হয়েছিল। এ আয়াত এই মূলনীতি বাতলে দিয়েছে যে, মৃতের পরিত্যাক্ত সম্পত্তি আত্মীয়তার মান অনুসারে বণ্টন করা কর্তব্য। আর اولوا الارحام সাধারণ ভাবে সকল আত্মীয়-স্বজন অর্থেই বলা হয়। তাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আত্মীয়ের অংশ স্বয়ং কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। পরিভাষায় তাদেরকে "যাবিল ফুরূয" বলা হয়। তাদেরকে দেয়ার পর যা উদ্বৃত্ত থাকবে তা আসাবাদের মধ্যে আত্মীয়তার ক্রমমান হিসেবে বণ্টন করা হবে এবং তারপরও উদ্বৃত্ত থাকলে পারিভাষিক "যাবিল আরহাম"দের মাঝে বণ্টন করা হবে।

(৯) সূরা আত-তাওবা[১] মাদানী
১২৯ আয়াত, ১৬ রুকূ

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝١

(১) এ হল[২] পরিষ্কার[৩] সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সেই সকল মুশরিকের প্রতি, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছ।

فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ۝٢

(২) সুতরাং (হে মুশরিকরা!) তোমরা সমগ্র ভূপৃষ্ঠে চারমাস কাল[৪] নিরাপদে চলাফেরা করে নাও।[৫] আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে অবশ্যই অক্ষম করতে পারবে না[৬] এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ﴿۳﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۴﴾

(৩) আর হজ্জে আকবার[৭] দিবসে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে (সকল) মানুষের প্রতি এই[৮] ঘোষণা যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্ব মুক্ত, এবং তাঁর রসূলও। সুতরাং তোমরা যদি তওবা কর তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম, আর যদি বিমুখ হও তবে জেনে রাখ, তোমরা অবশ্যই আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর যারা কুফ্‌রী করেছে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।[৯]

(৪) তবে সে সকল মুশরিক ব্যতিক্রম যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছ, এরপর তারা তোমাদের ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি। সুতরাং তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর।[১০] নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) বিশুদ্ধ মতানুসারে সূরা তাওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ না লিখার কারণ এই যে, যেহেতু আল্লাহ পাক এর শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ নাযেল করেননি, তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এটা লিখার নির্দেশ দেননি। আল্লাহ কর্তৃক নাযেল না করার একটি হেকমত হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত মুসতাদ্‌রাকের একটি হাদীছ দ্বারা জানা যায় যে, বিস্‌মিল্লাহ হল নিরাপত্তা মূলক আয়াত, অথচ এই সূরা নাযেল হয়েছে যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে কাফেরদের নিরাপত্তা প্রত্যাহার বিষয়ে। তাই এর শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ আনা হয়নি।

(২) براءة এখানে "هذه محذوف" مبتدا শব্দটি (উহ্য উদ্দেশ্য) এর خبر বা বিধেয় হয়েছে। তাই অনুবাদে "এ হল" কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) براءة এর তানবীন যেহেতু تفخيم এর জন্য। তাই অনুবাদে "পরিষ্কার" কথাটি উল্লেখ করা হল। (আবুস-সুউদ)

(৪) এই মেয়াদের শুরু হজ্জে আকবার বা ঈদের দিন এবং শেষ দিন হচ্ছে ১০ রবিউল আউয়াল। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

(৫) এরপর হয়ত আত্মরক্ষার জন্য অন্যত্র চলে যাও, নয়ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। এই চার মাসের মেয়াদ তাদের জন্য, যাদের সাথে চুক্তিই ছিল না বা ছিল কিন্তু মেয়াদ ছিল না।

(৬) অর্থাৎ, তোমরা কোন ভাবেই তাঁর আযাব ও শাস্তি এড়াতে পারবে না।

(৭) হজ্জে আকবার সম্বন্ধে বিভিন্ন উক্তি আছে। হযরত উমর (রা.), হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.), হযরত ইব্‌নে উমর (রা.) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে যুবায়র (রা.) প্রমুখের মতে আরাফার দিনকে হজ্জে আকবার দিবস বলা হয়, আবার অনেকের মতে কুরবানীর ঈদের দিনই হল এই দিন।

(৮) ইংগিত করা হল যে, এখানে "এই" কথাটি উহ্য রয়েছে।

(৯) সূরা তাওবা নাযেল হয়েছিল তাবূক যুদ্ধের পর। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবূক অভিযানে গমন করলে মুশরিকরা তাঁর সাথে কৃত চুক্তিসমূহ একে একে ভঙ্গ করতে থাকে। তাদের ধারণা ছিল মুসলমানরা কায়সারের মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ তখন এই সূরাটি নাযেল করতঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেন তিনি যেন মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নতার ঘোষণা দিয়ে দেন এবং তাদের চুক্তিসমূহ ফিরিয়ে দেন। যাতে মুসলমানদের উপর ওয়াদা ভঙ্গের দোষ আপতিত না হয়। নবম হিজরীতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কে আমীরে হজ্জ নিযুক্ত করে মক্কায় পাঠান। তাঁরা কিছুদূর না যেতেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা.) কে সূরা তাওবার এই আয়াতগুলো দিয়ে পাঠান। হযরত আলী (রা.) কুরবানীর ঈদের দিন মীনায় কুরায়শ ও অন্যান্য সকল আরব গোত্রের সম্মুখে সূরার শুরু থেকে ولو كره المشركون পর্যন্ত আয়াতগুলো পাঠ করে শুনান এবং তিনি এও ঘোষণা দেন যে, আগামীতে কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং উলঙ্গ হয়েও কেউ হজ্জ করতে পারবে না। এই মুশরিকদের বিভিন্ন দলের সাথে অবস্থার তারতম্যের কারণে বিভিন্ন ভাবে চুক্তি ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রথম দুই আয়াতে সেই মুশরিকদেরকে চার মাসের সময় দেয়া হয়েছে, যাদের সাথে কোন চুক্তি হয়নি কিংবা চুক্তি হয়েছে তবে তা অনির্দিষ্ট কালের জন্য ছিল। তৃতীয় আয়াতে সেই মুশরিকদের সাথে দায়িত্ব মুক্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে যারা নিজেদের কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলেছে।

(১০) এই হুকুমটি বনূ কিনানার দুই শাখা গোত্র বানূ যাম্‌রা ও বনূ মুদ্‌লাজ সম্পর্কে দেয়া হয়েছে। কারণ তারা নিজেদের চুক্তি অটুট রেখেছিল। তাদের চুক্তির মেয়াদ নয় মাস বাকী ছিল। আল্লাহ তাদের এই মেয়াদ পূর্ণ করার জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেন।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১-৩ নং আয়াতসমূহ:

১. ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে শান্তি চুক্তির বৈধতা প্রমাণিত হয়।
২. কয়েক শ্রেণীর মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নতার ঘোষণা।
৩. কুফ্‌রী থেকে তওবা করা উত্তম।
৪. কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।
৫. আল্লাহকে কেউ ব্যর্থ করতে তথা আল্লাহর শাস্তিকে কেউ প্রতিহত করতে সক্ষম নয়।

● ৪ নং আয়াত:

১. প্রতিপক্ষ চুক্তি ভংগ না করলে তাদের সাথে খেয়ানত তথা চুক্তি ভঙ্গ করা হারাম, চুক্তি রক্ষা করা ওয়াজিব।
২. তাকওয়ার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥

(৫) অতঃপর যখন সম্মানিত মাসসমূহ[১] অতিবাহিত হবে, তখন তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাবে হত্যা করবে, পাকড়াও করবে এবং অবরোধ করবে। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য (ওঁৎ পেতে) বসে থাকবে। অতঃপর যদি তারা তওবা করে ও নামায আদায় করে যথানিয়মে নামাজ আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝٦

(৬) আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দিবে, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়। তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিবে। এটি এজন্যে যে, তারা তো এমন সম্প্রদায় যারা জ্ঞান রাখে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সম্মানিত মাস চারটি। যথা: যিলকদ্দ, যিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব। সম্মানিত মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম। অবশ্য অধিকাংশ তাফসীরবিদ ও ফেকাহবিদগণের মতে এই বিধান রহিত হয়ে গেছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫ নং আয়াত:

১. আয়াতে চুক্তি ভঙ্গকারী কুরায়েশদেরকে চার মাস অবকাশ দেয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

২. আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি ইসলামের কালেমা পড়ে নামায আদায় না করে কিংবা যাকাত না দেয় তবে মুসলমানগণ তাদের পথ রোধ করতে পারে কিংবা হযরত ইমাম শাফিঈ ও হযরত ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে ইসলামী হুকুমতের উপর ফরয উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা, যদি সে তওবা না করে। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে তাকে অত্যাধিক মারপিট করতঃ কয়েদ (বন্দী) করে রাখতে হবে। এ অবস্থায় তার মৃত্যু হবে অথবা সে তওবা করবে। পথ ছেড়ে দেয়া কারই মত নয়। যাকাত দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের নিকট থেকে হুকুমত জোর পূর্বক যাকাত আদায় করবে। তারা সকলে মিলে হুকুমতের (রাষ্ট্রের) বিরুদ্ধে গেলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে।

● ৬ নং আয়াত:

১. কোন বিধর্মী যদি ইসলামের সত্যতার দলীল জানতে চায় তবে প্রমাণ সহকারে তার সামনে ইসলামকে তুলে ধরা মুসলমানদের কর্তব্য।

২. কোন বিধর্মী ইসলামের সম্যক তথ্য ও তত্ত্বাবলী হাসিলের জন্যে যদি আমাদের কাছে আসে তবে এর অনুমতি প্রদান ও তার নিরাপত্তা বিধান আমাদের পক্ষে জরুরী। তাকে বিব্রত করা বা তার ক্ষতিসাধন করা অবৈধ। ইমাম কুরতুবী (রহ.) লিখেছেন, এ হুকুম কেবল তখনই প্রযোজ্য, যখন তার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর কালাম শোনা ও ইসলামের জ্ঞান লাভ করা। ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য যথাঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যদি আসতে চায়, তবে তা মুসলিম স্বার্থ ও মুসলমান শাসকদের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। সঙ্গত মনে হলে অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

৩. বিদেশী অমুসলমান যাদের সাথে আমাদের কোন চুক্তি নেই, আবশ্যক ভাবে অধিক সময় অবস্থানের অনুমতি তাদের দেয়া যাবে না। কারণ, এ আয়াতে বলা হয়েছে: حتى يسمع كلام الله অর্থাৎ, তাদের অবস্থানের এতটুকু সময় দাও, যাতে তারা আল্লাহর কালাম শুনতে পায়।

৪. মুসলিম শাসক ও রাষ্ট্রনায়কের কর্তব্য হবে কোন অমুসলমান প্রয়োজনে আমাদের অনুমতি (ভিসা) নিয়ে আমাদের দেশে আগমন করলে তার গতিবিধি লক্ষ্য রাখা এবং প্রয়োজন শেষে নিরাপদে তাকে প্রত্যার্পন করা। (মাআরিফুল কুরআন)

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝٧

(৭) কীভাবে (বলবৎ) থাকবে মুশরিকদের জন্য চুক্তি আল্লাহর নিকট এবং তাঁর রসূলের নিকট? তবে তারা ব্যতিক্রম, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ মসজিদে হারামের নিকট। তারা যতক্ষণ তোমাদের জন্য ঠিক থাকবে তোমরাও তাদের ব্যাপারে ঠিক থাক। অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।

كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝٨

(৮) কেমন করে (বলবৎ) থাকবে? অথচ তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের ব্যাপারে কোন আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের রেয়ায়েত করবে না। মুখের কথা দিয়ে তারা তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করে, অথচ তাদের হৃদয়সমূহ (তা) অস্বীকার করে। তাদের অধিকাংশই চুক্তি ভঙ্গকারী।

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٩

(৯) তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য খরিদ করেছে। অতঃপর তাঁর পথ থেকে (লোকদের) নিবৃত্ত করেছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আসছে তা অত্যন্ত মন্দ।

لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ۝١٠

(১০) কোন মু'মিনের বেলায়ই তারা রেয়ায়েত করে না কোন আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের। আর ওরাই সীমালংঘনকারী।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭ নং আয়াত:

১. প্রতিপক্ষ চুক্তিতে অটল থাকলে তাদের সাথে চুক্তিতে অটল থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

২. সর্বদা ন্যায়ের উপর অবিচল ও বাড়াবাড়ি হতে বিরত থাকতে হবে। কারণ অষ্টম আয়াতে অধিকাংশ মুশরিককেই চুক্তি ভঙ্গকারী আখ্যায়িত করা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদের সকলের সাথে একই আচরণ করতে বলেননি। বরং যারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি, তাদের ক্ষেত্রে তাদের দেয়া মেয়াদ পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

● ৮ নং আয়াত:

আয়াতে চুক্তি ভঙ্গকারী কুরায়শদের চুক্তি ভঙ্গের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের চুক্তি অন্তর থেকে ছিল না। তারা আত্মীয়তা ও অঙ্গীকার রেয়ায়েত করার লোক নয়। বরং তারা শুধু জেহাদের ভয়ে চুক্তি করেছিল।

● ৯-১০ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতে মুশরিকদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণ উল্লেখ করে তাদেরকে এ থেকে বেঁচে থাকার ইংগিত দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে মুসলমানদেরকেও হুশিয়ার করা হয়েছে যে, ওরা যে কারণে বিশ্বাসভঙ্গে লিপ্ত হয়েছে, সাবধান! তোমরা তার থেকে পূর্ণ সতর্ক থাকবে। সে কারণটি হল দুনিয়াপ্রীতি। মূলতঃ দুনিয়াবী অর্থ-সম্পদের লালসা তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছে। তাই তারা আল্লাহর আদেশাবলী ও ঈমানকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন)

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ؕ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ⑪

(১১) অতপর যদি তারা তওবা করে (মুসলমান হয়ে যায়), যথা নিয়মে নামায আদায় করে এবং যাকাত দেয়, তবে (তারা) তোমাদের দ্বীনী ভাই। আর জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি বিধান-সমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি।

وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ⑫

(১২) আর যদি তারা নিজেদের চুক্তি সম্পাদনের পর নিজেদের অঙ্গীকারসমূহ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে দোষ বের করে, তাহলে তোমরা ঐ কাফের প্রধানদের[১] বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। (কেননা, এ অবস্থায়) তাদের তো কোনই অঙ্গীকার নেই। (যুদ্ধ করবে) এই আশায় যে, তারা বিরত হবে।[২]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতানুসারে ائمة الكفر বা "কুফর প্রধান" বলতে কোন খাস জামাতকে উদ্দেশ্য করা হয়নি। বরং কেয়ামত পর্যন্ত আগত কুফর-প্রধানদের বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য হল নির্বিশেষে সকল কুফর-প্রধান ও চুক্তি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জরুরী। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

(২) এই বাক্যটির সম্পর্ক قاتلوا (যুদ্ধ কর) শব্দের সাথে। অর্থ হল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এই উদ্দেশ্যে কর যে, হয়ত তারা কুফর ও শিরক ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১ নং আয়াত:

১. কাফেররা যত শত্রুতা করুক, যত নিপীড়ন চালাক, যখন তারা মুসলমান হয়, তখন আল্লাহ যেমন তাদের কৃত অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেন তেমনি মুসলমানদেরও কর্তব্য সকল তিক্ততা ভুলে গিয়ে তাদেরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে নেয়া এবং ভ্রাতৃত্বের সকল দাবী পূরণ করা।

২. ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। **এক.** কুফর ও শিরক থেকে তওবা করা তথা তাওহীদ গ্রহণ করা, **দুই.** নামায আদায় করা, **তিন.** যাকাত আদায় করা। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি মুখে ইসলামের স্বীকৃতি প্রদান করে আর নামায ও যাকাত ইত্যাদির আবশ্যিকতাকে অস্বীকার করে, তবে সে মুসলমানদের ভাই নয়। এজন্যই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) যাকাত দানে অস্বীকারকারীদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, আল্লাহর শপথ! যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে আমি তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করব।

৩. وطعنوا فى دينكم বাক্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের ধর্মের প্রতি বিদ্রুপ করা, এতে দোষ-ত্রুটি বের করা চুক্তিভঙ্গের নামান্তর। যে ব্যক্তি ইসলাম ও ইসলামী শরীয়তকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে তাকে চুক্তি রক্ষাকারী বলা যাবে না। তবে ফকীহগণের ঐক্যমতে আলোচ্য বিদ্রুপ হল তা, যা ইসলাম ও মুসলমানদের হেয় করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যরূপে করা হয়। ইসলামী আইন-কানুনের গবেষণার উদ্দেশ্যে কৃত সমালোচনা বিদ্রুপের শামিল নয়।

৪. মুসলমানদের ধর্মের প্রতি বিদ্রুপ করা, ইসলাম ও ইসলামী শরীয়তকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা দ্বারা মানুষ মুরতাদ ও কাফের হয়ে যায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ১২ নং আয়াত:

আয়াতের শেষাংশ "যাতে তারা বিরত থাকে" দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য শত্রু নির্যাতন ও প্রতিশোধ স্পৃহা নিবারণ কিংবা নিছক দেশ দখল করা না হওয়া চাই। বরং তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য হওয়া চাই শত্রুদের মঙ্গল কামনা ও সহানুভূতি এবং বিপথ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা।

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ⑬

(১৩) তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা নিজেদের অঙ্গীকারসমূহ ভঙ্গ করেছে এবং রসূলকে বহিষ্কার করার সংকল্প করেছে[১] এবং তারাই প্রথম তোমাদের সাথে (শত্রুতা ও যুদ্ধের) সূচনা করেছে? তোমরা কি তাদেরকে ভয় পাও? বস্তুত আল্লাহ এর বেশী হকদার যে, তোমরা তাঁকে ভয় করবে, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَ يُخْزِهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٤﴾

(১৪) তাদের সাথে লড়াই করো; আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দিবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।

وَ يُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٥﴾

(১৫) আর তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ যাকে চান তার প্রতি ক্ষমা পরায়ণ হন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَ لَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لَا رَسُوْلِهٖ وَ لَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

(১৬) তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ এখনো জেনে নেননি তাদেরকে, যারা তোমাদের মধ্যে জেহাদ করেছে এবং যারা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে ভেদ-জান্তা (অন্তরঙ্গ) বন্ধরূপে গ্রহণ করেনি। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এরা কুরায়শ সম্প্রদায়। চুক্তি ভঙ্গ করে তারা মুসলমানদের সহযোগী বন্ধু খুযাআ গোত্রের বিরুদ্ধে নিজেদের বন্ধু বনূ বকরকে সাহায্য করেছে। তারাই মক্কা থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বের করার সংকল্প করেছে। মক্কার নির্দোষ মুসলমানদের উপর অত্যাচারের সূত্রপাত করেছে, হুদায়বিয়া সন্ধির পর তারাই প্রথম চুক্তি ভঙ্গ করত বনূ বকরকে সহযোগিতা করেছে এমনকি সন্ধির পরক্ষণেই মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৩ নং আয়াত:

১. মক্কার কুরায়শদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং তাদের সাথে যুদ্ধের সংগত কারণ উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, রসূলকে বহিষ্কার করার পরিকল্পনা করেছে এবং নিজেরাই যুদ্ধের সূচনা করেছে।

২. আয়াতের শেষাংশ "তোমরা কি তাদেরকে ভয় পাও? বস্তুত আল্লাহ এর বেশী হকদার যে, তোমরা তাঁকে ভয় করবে।" দ্বারা প্রমাণিত হয়, ঈমানের দাবী হল বান্দা আল্লাহর নাফরমানীকে ভয় করবে এবং সর্বদা তাঁর গজব ও ক্ষোভের ব্যাপারে প্রকম্পিত থাকবে। কারণ ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি সব কিছু কেবল তাঁরই হাতে। তাই কারো জনবল, অস্ত্রবল দেখে ভীত না হওয়াই একজন মু'মিনের কাজ। মু'মিনদের হৃদয়ে সবার উপরে আল্লাহর ভয়ই কেবল স্থান লাভ করবে। আল্লাহর ভয় যখন হৃদয়ে এসে যাবে, তখন বাকী সব ভয় অন্তর থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য।

● ১৪-১৫ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ে জেহাদ ফরয করার মূল হেকমতের প্রতি সজাগ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে অতীত জাতিসমূহের যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে প্রকাশিত হয় যে, যখন কোন জাতি কুফর, দুষ্টামি এবং নবীগণের মিথ্যা প্রতিপন্ন করণ ও শত্রুতার ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন কুদরতের পক্ষ থেকে কোন বিধ্বংসী আসমানী আযাব তাদের উপর নাযেল করা হয়। যদ্দরুণ তাদের সকল অনাচার ও কুফরীসমূহ একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কাউকে পাকড়াও করেছে বজ্র, কারো উপর বর্ষিত হয়েছে প্রস্তর-বৃষ্টি, কাউকে জমিনে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছে, আবার কাউকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করা হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আযাবের উপরোক্ত প্রকারগুলোতে আগামী বংশধরদের জন্য শিক্ষার বিষয় ছিল। কিন্তু এসব পন্থায় শাস্তি প্রাপ্তদের তওবারও যেমন কোন পথ বাকী থাকত না তেমনি থাকত না নিজেদের লাঞ্ছনা ও দুরাবস্থা নিজেদের চোখে দেখার। তাই জেহাদ ফরয করার মূল উদ্দেশ্য হল হঠকারী ও অবিশ্বাসকারীদেরকে আল্লাহ সরাসরি শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে স্বীয় একনিষ্ঠ ও ওফাদার বান্দাদের হাতে শাস্তি প্রদান করবেন। কারণ, এতে অপরাধীদের লাঞ্ছনা ও একনিষ্ঠদের মর্যাদা অধিক প্রকাশ পায়। অপরাধীদের করুণ পরিণতি দেখে মু'মিনদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করবে এবং যেসকল মজলুম ও দুর্বল মুসলমান তাদের দাপটে মনে মনে দুঃখ ও ক্ষোভ সঞ্চিত করে রেখেছিল তা দূর হয়ে যাবে। সর্বোপরি এ পন্থায় অপরাধীদের তওবা করারও সুযোগ লাভ হবে।

● ১৬ নং আয়াত:

১. আয়াতে জেহাদের একটি হেকমত ও ফায়দা বর্ণিত হয়েছে যে, এর দ্বারা কারা খাঁটি মু'মিন তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২. যারা খাঁটি মু'মিন তারা আল্লাহ, আল্লাহর রসূল ও মু'মিনদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপে গ্রহণ করে না।

৩. কেউ গোপনে অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব রাখলে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এই বলে যে, "তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত"।

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۖ وَ فِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٧﴾

(১৭) মুশরিকদের জন্য এমন হতে পারে না যে, নিজেদের ব্যাপারে কুফরের সাক্ষ্যদাতা হয়ে তারা আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ[১] করবে। তাদের আমলসমূহ বরবাদ হবে[২] এবং দোযখেই[৩] তারা চিরকাল থাকবে।

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ وَ لَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٨﴾

(১৮) আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে কেবল তারাই, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি এবং নামায কায়েম রেখেছে ও যাকাত প্রদান করেছে, আর একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করেছে। বস্তুত তারাই এমন যে, আশা করা যায়, তারা (গন্তব্যের) দিশাপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝٢٠ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ۝٢١ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝٢٢	(২০) যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের জান-প্রাণ ও ধন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে, তারা আল্লাহর নিকট মর্যাদায় অনেক বড়। আর তারাই প্রকৃত সফলকাম। (২১) তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর পক্ষ থেকে বড় রহমত ও অতি সন্তুষ্টির এবং এমন জান্নাতের, যাতে রয়েছে তাদের জন্য স্থায়ী নেয়ামত।[১] (২২) সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে রয়েছে শ্রেষ্ঠ বিনিময়।[২]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

১৯ নং আয়াতের শানে নুযুল : মক্কার মুশরিকদের খুব গর্ব ছিল যে, আমরা হাজীদের খেদমত করি, তাদের পানি সরবরাহ করি, খাদ্য-পোশাক দেই। মসজিদে হারামের মেরামত, কা'বা শরীফের গেলাফ ও বাতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করি। মুসলমানরা যদি তাদের ঈমান ও জেহাদের উপর গর্বিত হয়, তবে আমরাও এ সবের উপর গর্বিত। এককালে হযরত আব্বাস (রা.)ও হযরত আলী (রা.)-এর মুকাবেলায় এই ধরনের কথাবার্তা বলেছিলেন। এ প্রেক্ষিতেই এই আয়াতটি নাযেল হয়। আয়াতে জেহাদের সাথে ঈমানের প্রসঙ্গ এজন্যই আনা হয়েছে যে, মুশরিকদের গর্ব ও অহংকারের এতে জবাব হয়ে যাবে। কারণ, ইবাদতের প্রাণ হল ঈমান। এই প্রাণ ব্যতীত কাউকে পানি পান করানো বা মসজিদে হারামের খেদমত করা প্রাণহীন আমল বৈকি। এই প্রাণহীন আমলকে এক প্রাণবন্ত আমলের সমতুল্য কীরূপে জ্ঞান করা যায়? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(১ ও ২) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার কাছে ছওয়াব ও মর্যাদার অভাব নেই। যাকে ইচ্ছা দান করেন। পূর্ববর্তী আয়াতে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ ছিল– ঈমান, জেহাদ ও হিজরত। তিনটির বিনিময়ে সুসংবাদও তিনটি দেয়া হয়েছে– রহমত, সন্তুষ্টি ও চিরস্থায়ী জান্নাত। আবূ হায়্যান লিখেন "রহমত" ঈমানের বিনিময়ে লাভ হবে। ঈমান না থাকলে পরকালে আল্লাহ তা'আলার কোন রকম রহমত ও দয়া পাওয়া যাবে না। আল্লাহ তাআলার "সন্তুষ্টি" জেহাদের বিনিময়ে লাভ হবে। আল্লাহর পথের মুজাহিদ প্রবৃত্তির যাবতীয় বন্ধন ছিন্ন করে আল্লাহর কাছে ধন-প্রাণ উৎসর্গ করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। সুতরাং তার বিনিময়ে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে। আর "হিজরত" হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রিয় মাতৃভূমি ও বাড়ি-ঘর ত্যাগ করা। একারণে মুহাজিরদেরকে এ সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তোমার আবাসভূমির চেয়ে উত্তম আবাসভূমি এবং তোমার গৃহের চেয়ে উত্তম গৃহ তুমি পাবে। সেখানে চিরকাল অতি আরাম-আয়েশে থাকবে। সেখান থেকে আর কখনো হিজরত করার প্রয়োজন হবে না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আবাদ করার অর্থ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, তাঁর যিকর অধিক হারে করা, অনর্থক ও অপকর্ম থেকে মসজিদকে হেফাজত করা। মুশরিকরা যেহেতু মুখে ও অবস্থায় নিজেদের ব্যাপারে কুফরের সাক্ষ্য দান করছে, তাই তাদের দ্বারা আল্লাহর মসজিদসমূহ বিশেষভাবে মসজিদে হারাম আবাদ করা কীভাবে সম্ভব।

(২) অর্থাৎ, তাদের ঈমান না থাকার দরুণ ভাল কাজগুলো বরবাদ হয়ে যাবে।

(৩) এখানে "خبر في النار" বা বিধেয়কে পূর্বে উল্লেখ করার কারণে حصر -এর অর্থ পাওয়া গেছে। তাই "দোযখেই" এরূপ অনুবাদ গ্রহণ করা হয়েছে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৭ নং আয়াত:

১. কাফেররা মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক হতে পারবে না। (তবে নির্মাণ কাজে তাদের সাহায্য নিতে দোষ নেই।)

২. কাফেরদের আমল ব্যর্থ। তারা পরকালে তাদের কৃত ভাল আমলের তেমন কোন প্রতিদান পাবে না।

৩. কাফেররা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে।

● ১৮ নং আয়াত:

১. উপরোক্ত গুণাবলী সমৃদ্ধ মুসলমানই কেবল মসজিদ আবাদ করার উপযুক্ততা রাখে। এ থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি মসজিদের হেফাজত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য খেদমতে নিয়োজিত থাকে কিংবা যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকর বা দ্বীনী ইল্‌মের শিক্ষাদানে কিংবা শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাতায়াত করে, তবে তা তার কামেল মু'মিন হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. মসজিদ আবাদ করার ফযীলত প্রমাণিত হয়।

৩. হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে হলে অবশ্যই ঈমান, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা এবং আল্লাহকে ভয় করা– এই চারটি গুণে ভূষিত হতে হবে। অন্যথায় হেদায়াত প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝١٩	(১৯) তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো ও মসজিদে হারামের আবাদ করাকে সেই লোকের (আমল)সমতুল্য বানিয়েছ, যে ঈমান এনেছে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি এবং জেহাদ করেছে আল্লাহর পথে? আল্লাহর নিকট তারা সমান নয়। আর আল্লাহ জালেম লোকদেরকে বুঝ দেন না।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আহকাম ও শিক্ষা

● ১৯ নং আয়াত:

১. আয়াতে ঈমান ও জেহাদের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

২. আল্লাহ তাআলা জালেমদের পথ দেখান না। অতএব কাফেরদের মসজিদে হারামের তত্ত্বাবধান ও তাদের হাজীদের পানি পান করানোরও কোন ছওয়াব হবে না, কেননা কাফেররা জালেম।

● ২০ নং আয়াত:

১. হিজরত ও জেহাদের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

২. আল্লাহর নিকট জান্নাতীদের মর্যাদার স্তরগত পার্থক্য থাকবে, সকলে এক মর্যাদার হবেন না।

● ২১-২২নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয় থেকে বোঝা যায় যে, আমল ও ত্যাগ অনুপাতে আল্লাহ তা'আলা পরকালে পুরস্কার দান করবেন। যেমন ঈমান, জেহাদ ও হিজরতের বদলে রহমত, সন্তুষ্টি ও চিরস্থায়ী জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

(২৩) হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের মুকাবেলায় কুফরকে প্রিয় মনে করে। আর যারা তোমাদের মধ্য থেকে তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে বস্তুত তারাই জালেম।[১]

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۗؤُكُمْ وَاَبْنَاۗؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُۨ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

(২৪) তুমি বলে দাও,[২] তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোত্র, এমন ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, এমন ব্যবসা যাতে তোমরা মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং এমন ঘর-বাড়ি যা তোমরা পছন্দ কর যদি (এসব) তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আল্লাহর পথে জেহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তবে আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নির্দেশ পাঠিয়ে দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।[৩] আর আল্লাহ আদেশ অবাধ্য সম্প্রদায়কে (কল্যাণের পথ) দেখান না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি হিজরতের হুকুম হওয়ার পর কতিপয় সাহাবী স্বেচ্ছায় আনন্দের সাথে মদীনায় হিজরত করলেন, কিন্তু কেউ কেউ নিজ মাতা, স্ত্রী-পুত্র ও ধন-সম্পদের আকর্ষণে হিজরত করেননি। তাদের সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযেল হয়। পূর্ববর্তী আয়াতে জেহাদ ও হিজরতের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অনেক সময় এ দুটি কাজ করার ক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজন ও অর্থ-সম্পদ অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা ঈমানের মুকাবেলায় কুফরকে প্রিয় মনে করে তারা ঈমানদার বান্দার কাছে কখনো প্রিয় হতে পারে না। যারা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের আকর্ষণে জেহাদ ও হিজরত থেকে বিরত থাকে তারা গোনাহের কাজ করে নিজেদের উপর জুলুমই করে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

(২) পূর্ববর্তী আয়াতটি নাযেল হলে হিজরত থেকে পশ্চাৎপদ লোকেরা বলল, এখন আমরা আমাদের পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে আছি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে রত থেকে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে জীবন যাপন করছি, হিজরত করলে এসব কিছুই পরিত্যাগ করতে হবে, তখন আমরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ব। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (বয়ানুল কুরআন [হাশিয়া])

(৩) অর্থাৎ, হিজরত না করার শাস্তি সম্পর্কিত হুকুম আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৩ নং আয়াত:

১. কাফের যদি পিতা, পুত্র ও ভাইয়ের মত অতি নিকটাত্মীয়ও হয়, তবুও তাকে বন্ধু বা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. যারা আল্লাহ, রসূল ও মু'মিনদের সাথে শত্রুতা রাখে তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা নিজের উপর জঘন্য অবিচার করার শামিল। (প্রাগুক্ত)

৩. তবে যদি কোন কাফেরের ইসলাম গ্রহণের আশা থাকে এবং তাকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে তার সাথে সম্পর্ক রাখা হয়, তবে তা জায়েয হবে। (বয়ানুল কুরআন)

● ২৪ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি মহব্বত রাখা এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করা ফরয। পক্ষান্তরে এর অন্তরায় হয় এমন কোন কিছুকে ভালবাসা নিন্দনীয়। (আইছারুত্তাফাসীর ও বয়ানুল কুরআন)

২. যারা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের চেয়ে অন্য কিছুকে বেশী ভালবাসে তাদেরকে শাসানী প্রদান করা হয়েছে।

৩. আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। জেহাদকে পরিবার-পরিজন ও আপনজন থেকে অধিক ভালবাসতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, জেহাদের প্রয়োজনে পরিবার-পরিজন ও আপনজনের ভালবাসা বর্জন করতে হবে।

৪. ফাসেক বা অবাধ্য সম্প্রদায় তাদের অবাধ্যতায় বাড়াবাড়ি করলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হেদায়াত থেকে বঞ্চিত রাখেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

(২৫) অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে বহু ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন[১] এবং হুনায়নের দিনেও, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে গর্বিত করে তুলেছিল; কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল, তারপর তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।[২]

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦﴾

(২৬) তারপর আল্লাহ তাঁর রসূলের প্রতি ও (অন্য) মু'মিনদের প্রতি নিজের (পক্ষ থেকে) প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন[৩] এবং এমন সৈন্যদল অবতীর্ণ করেন যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি[৪] এবং তিনি কাফেরদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। আর এটা কাফেরদের (দুনিয়াবী) শাস্তি।[৫]

ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٧﴾

(২৭) অনন্তর এরপরে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তওবা নসীব করেন; আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৬]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) যেমন বদর, কুরায়যা, নযীর, হুদায়বিয়া ইত্যাদিতে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) মক্কা বিজয়ের পরপরই ৮ম হিজরীতে হাওয়াযিন ও ছাকীফ গোত্রদ্বয়ের সাথে হুনায়নের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১২ হাজার মুজাহিদ এ যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। শত্রু বাহিনীর লোক সংখ্যা ছিল চার হাজার। হুনায়নে পৌঁছার পর কাফেরদের সংখ্যা কম দেখে জনৈক সাহাবী বলে উঠেছিলেন যে, "আজ আমাদেরকে সংখ্যা স্বল্পতার কারণে পরাজয় বরণ করতে হবে না"। এ মন্তব্য আল্লাহ তা'আলার কাছে অপছন্দনীয় হয়। যার ফলে তারা কাফেরদের আকস্মিক আক্রমণে প্রথমে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন। কয়েকজন সাহাবী কেবল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে রণক্ষেত্রে মুকাবেলায় অনড়-অবিচল ছিলেন। পরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশে হযরত আব্বাস (রা.)-এর ডাকে মুজাহিদ বাহিনী ফিরে দাঁড়ায় এবং পুনঃআক্রমণ করেন। শেষ পর্যন্ত মুসলিম বাহিনীই আল্লাহর রহমতে বিজয়ী হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) এই প্রশান্তি নাযেল হওয়ার ফলেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথে থাকা সাহাবায়ে কেরাম জেহাদের ময়দানে অবিচল থাকেন এবং যারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন, তারা পুনরায় জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) সঠিক অভিমত অনুসারে হুনায়ন যুদ্ধে ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তারা বদর যুদ্ধের মত যুদ্ধ করেননি। কেবল মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি ও সান্ত্বনা দানের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

(৫) যার ফলে হুনায়ন যুদ্ধে হাওয়াযিন ও ছাকীফ গোত্রের কতিপয় সরদার নিহত হয় এবং কিছু পালিয়ে যায়। তাদের পরিবার পরিজন বন্দীরূপে ও তাদের মালামাল গনীমতরূপে মুসলমানদের আয়ত্তে আসে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৬) হাওয়াযিন ও ছাকীফ গোত্রের অধিকাংশ লোক তওবা করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৫ নং আয়াত:

১. আত্মগর্ববোধ করা হারাম। এ গর্ববোধই সফলতার পথে বড় অন্তরায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. যুদ্ধে সৈন্য ও শক্তির উপর নজর না রেখে আল্লাহর সাহায্যের প্রতি উন্মুখ হয়ে থাকা চাই।

● ২৬ নং আয়াত:

আয়াতে হুনায়নের যুদ্ধে মু'মিনদের প্রতি আল্লাহর রহমত ও সাহায্য অবতীর্ণ হওয়া এবং কাফেরদের প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ২৭ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, কাফেররা মুকাবেলায় পরাস্ত হয়ে গেলেও তাদের ব্যাপারে নিরাশ হওয়া ঠিক নয়। তাদেরও ঈমান ও ইসলামের তাওফীক হতে পারে। (মাআরিফুল কুরআন)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۤ اِنْ شَآءَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٨﴾

(২৮) হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো একেবারেই অপবিত্র, সুতরাং তাদের এ বছরের পর তারা যেন মসজিদে হারামের নিকটে না আসে।[১] আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর, তবে (আল্লাহর উপর ভরসা রাখ।) অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ চাহেনতো তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, অতি প্রজ্ঞাময়।[২]

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾

(২৯) তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের মধ্য থেকে ঐ সকল লোকের সাথে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং পরকালের প্রতিও নয়; আর সে সব বস্তুকে হারাম গণ্য করে না যেগুলোকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল হারাম করে দিয়েছেন এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না[৩] যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে[৪] জিযয়া প্রদান করে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজিত হওয়ার পর ৯ম হিজরীতে হজ্জের মৌসুমে এ ঘোষণা দেয়া হয় যে, কাফের-মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাস অপবিত্র। সুতরাং তারা যেন এবছরের পর মসজিদে হারামের নিকটে তথা তার সীমারেখার কাছেও আসতে না পারে। আরব ভূমিকে কাফের ও মুশরিকদের থেকে মুক্ত করা হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) হজ্জের মৌসুমে বিভিন্ন গোত্রের সমাবেশ ঘটার ফলে খাদ্যশস্যের আমদানী ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা ঘটত। মুশরিকদের হারামে প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ায় মক্কায় খাদ্যের অভাব দেখা দিবে বলে আশংকা করা হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে বিভিন্ন গোত্রের লোক দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে এবং অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র দেশের অধিবাসী মুসলমান হয়ে যায়। এরপর বিভিন্ন দেশ থেকে বাণিজ্যিক কাফেলা আসতে থাকে। ফলে তাদের অভাবের আশংকা দূর হয়ে যায়। সুতরাং বোঝা গেল যে, আল্লাহর কোন নির্দেশই তাৎপর্যহীন নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের সাথে লড়াই করে অবসর লাভ করার পর আল্লাহ তা'আলা তাকে আহ্‌লে কিতাবের সাথে জেহাদ করার জন্য নির্দেশ দেন। আরব মুশরিকদের জন্য কেবল একটি পথই খোলা ছিল, হয় তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, না হয় তাদেরকে হত্যার সম্মুখীন হতে হবে। যাতে আরব ভূখণ্ড মুশরিকমুক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আহলে কিতাবের ব্যাপারে এই নির্দেশ ছিল যে, হয় তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, নতুবা মুসলিম সরকারের অধীনতা স্বীকার করে জিযয়া দিয়ে প্রাণ রক্ষার সুযোগ পাবে এবং ইসলামী সরকার তাদের জান-মালের নিরাপত্তা দিবে। অন্যথায় তাদেরকেও সেই অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে, যার সম্মুখীন মুশরিকদের হতে হয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী ও মাআরিফুল কুরআ ইদরীস কান্ধলবী)

(৪) এখানে عن يد -এর তরজমা "স্বহস্তে" করা হয়েছে। এছাড়াও এ ব্যাপারে আরও অনেক মতামত রয়েছে। সবগুলো অভিমত গ্রহণ করা যায়। (বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্যঃ যাদুল মাসীর ও মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ২৮ নং আয়াত:

১. আকীদা-বিশ্বাসের দিক থেকে কাফের ও মুশরিকরা অপবিত্র। (আইছারুত্তাফাসীর ও বয়ানুল কুরআন)

২. দখল বা আবাস স্থাপনের উদ্দেশ্যে মসজিদে হারামে কাফেরদের প্রবেশ করা হারাম। কিন্তু বিশেষ কোন প্রয়োজনে মুসলিম সরকারের অনুমতিক্রমে মুসাফিরের মত অস্থায়ীভাবে সেখানে প্রবেশ করার অনুমতি রয়েছে। (প্রাগুক্ত) অন্যান্য মসজিদের হুকুমও এটাই। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

৩. দারিদ্র ও আহারের ভয় মু'মিন বান্দাকে আল্লাহর হুকুম পালনে বিরত রাখতে পারে না। কেননা তিনি অভাবমুক্ত করার ওয়াদা দিয়েছেন। (আইসারুত্তাফাসীর)

● ২৯ নং আয়াত:

১. আহলে কিতাবের সাথে জেহাদ করা ফরয যে পর্যন্ত না তারা ইসলাম গ্রহণ করে অথবা ইসলামী সরকারের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. ভ্রান্ত ঈমান নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয় এবং গ্রহণযোগ্য নয়। (প্রাগুক্ত)

৩. হারাম বিষয়কে হালাল জ্ঞান করা স্পষ্ট কুফ্‌রী। (প্রাগুক্ত)

৪. আহলে কিতাব ও মূর্তিপূজকদের থেকে জিয়্যা নেয়া জায়েয, কিন্তু আরব ভূখণ্ডের মুশরিকদের থেকে জিয়্যা গ্রহণ করা জায়েয নয়। তারা হয় ইসলাম গ্রহণ করবে অন্যথায় তাদেরকে হত্যার সম্মুখীন হতে হবে। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ۨ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٠﴾

(৩০) আর (কতক) ইয়াহুদী বলেছে, উযায়র আল্লাহর পুত্র[১] এবং (অধিকাংশ) নাসারারা বলেছে, মসীহ আল্লাহর পুত্র।[২] এটা তাদের মুখের কথা। তারা সেসব লোকের মত কথা বলছে যারা ইতোপূর্বে কুফ্‌রী করেছে।[৩] আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন, তারা উল্টো কোন্ দিকে যাচ্ছে।[৪]

اِتَّخَذُوْۤا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوْۤا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٣١﴾

(৩১) তারা আল্লাহর পরিবর্তে প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে[৫] তাদের পণ্ডিত ও তাদের সন্ন্যাসী-দেরকে এবং মারইয়াম তনয় মসীহকেও; অথচ তাদেরকে শুধু এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা কেবল এক মা'বূদের ইবাদত করবে। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই। তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّاۤ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٣٢﴾

(৩২) তারা তাদের মুখের (ফুৎকার) দ্বারা আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়, অথচ আল্লাহ তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করা ব্যতীত (অন্য কিছু) চান না; যদিও কাফেররা অপ্রীতি-কর মনে করে।[৬]

هُوَ الَّذِىْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾

(৩৩) তিনি ঐ সত্তা, যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন সমস্ত দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করে তোলার জন্য; যদিও মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করে।[৭]

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "হযরত উযায়র (আ.) আল্লাহর পুত্র"-এ অভিমত সকল ইয়াহুদীর ছিল না। এটা ছিল কতিপয় ইয়াহুদীর উক্তি। একারণে তরজমায় "কতক" শব্দটি বন্ধনীতে দেয়া হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) "মসীহ (আ.) আল্লাহর পুত্র" এটা ছিল অধিকাংশ নাসারার অভিমত। এজন্য বন্ধনীতে "অধিকাংশ" শব্দটি দেয়া হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) এটা তাদের মুখের অসার উক্তি মাত্র, যার বাস্তবতা ও ভিত্তি বলতে কিছু নেই। তারা আরবের মুশরিকদের মতই এসব বুলি আওড়াচ্ছে, যারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলত। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) এখানে اِنْ শব্দটিকে স্থানের জন্য ধরে তরজমা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অনেক তাফসীরবিদ اِنْ শব্দটিকে كيف অর্থে ধরেও তাফসীর করেছেন। উভয় তাফসীরের সারমর্ম একই। (দ্র. বয়ানুল কুরআন, মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী, জালালাইন, সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও আইছারুত্তাফাসীর)

(৫) ইয়াহুদীদের পণ্ডিতবর্গ এবং নাসারাদের সন্ন্যাসীগণ নিজেদের পক্ষ থেকে মনগড়াভাবে হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম বলে দিত। সাধারণ লোক নির্দ্বিধায় তা মেনে নিত। আসমানী কিতাবসমূহের কোন তোয়াক্কা করত না। তারা হালাল-হারাম বিধান দানের ক্ষমতা তাদের পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদেরকে দিয়ে রেখেছিল। অথচ এটা কেবল আল্লাহর ক্ষমতা। এ হিসেবেই এখানে বলা হয়েছে যে, তারা তাদের পণ্ডিতবর্গ ও সন্ন্যাসীদেরকে তাদের প্রভূরূপে গ্রহণ করেছে। হযরত শাহ আব্দুল কাদির (রহ.) লিখেছেন যে, আলেম যখন শরীয়ত মুতাবেক কথা বলে তখন তারা কথা জন সাধারণের জন্য গ্রহণযোগ্য। কিন্তু যদি সে নিজের পক্ষ থেকে অথবা কোন লোভের বশীভূত হয়ে বলে তখন তা গ্রহণযোগ্য নয়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) তাওহীদ ও ইসলামের সূর্য যখন উদিত হয়েছে তখন কাফেরদের মিথ্যা ও অনর্থক কথাবার্তা, নিন্দা-উপহাস, অসার বিতর্ক-প্রলাপ ও অযথা প্রশ্নবান দ্বারা তাকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। এটা কেবল ফুৎকার মেরে সূর্যের আলোকে নিভিয়ে দেয়ার মত বৃথা প্রয়াস মাত্র। স্মর্তব্য যে, তাদের মনে বিদ্বেষের জ্বালা যত বেশিই থাকুক না কেন আল্লাহ তাআলা সর্বত্র ইসলামের আলোর বিস্তার করবেনই। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৭) দলীল প্রমাণ ও যুক্তিগ্রাহ্য হওয়ার দিক থেকে ইসলাম সবকালেই সকল ধর্মের উপর বিজয়ী ছিল। মুসলমানরা যখন ইসলামের মূলনীতির পুরোপুরি অনুসারী, ঈমান ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে অবিচল ও জেহাদের ক্ষেত্রে অটল ছিল তখন তারা রাজত্ব ও ক্ষমতাও লাভ করেছিল। যখন এসব গুণাবলীতে পুনরায় গুণান্বিত হবে তখন আবারও রাজত্ব ও ক্ষমতার ক্ষেত্রেও বিজয় দেখতে পাবে। সকল ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার কাজ হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনঃ আবির্ভাবের পর সমাধিত ও সম্পন্ন হবে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩০ নং আয়াত:

১. ইয়াহুদী ও নাসারাদের শিরকপূর্ণ আকীদা উল্লেখ করে তারাও যে কাফের তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করা কুফ্‌রী।

৩. কুফ্‌রী বিশ্বাস আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার পথ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংসের অভিশাপ দিয়েছেন।

৪. শিরকী মত পোষণ করা মানেই সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে উল্টো পথে ধাবিত হওয়া।

● ৩১ নং আয়াত:

১. উলামা ও দ্বীনী ব্যক্তিত্বের এরূপ অনুসরণ করা যে, তারা যে হালালকে হারাম বলে এবং হারামকে হালাল বলে তা নির্দ্বিধায় মেনে নিবে এরূপ করা তাদেরকে খোদা সাব্যস্ত করার নামান্তর। এরূপ করা শিরক। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. নিজের পক্ষ থেকে হালালকে হারাম বলার এবং হারামকে হালাল বলার ক্ষমতা কোন আলেম, অলী-বুযুর্গ অথবা পণ্ডিতের নেই। এক্ষমতা কেবল আল্লাহর।

৩. ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ। ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার কোন শরীক নেই।

● ৩২ নং আয়াত:

১. ইয়াহুদী ও নাসারাদের ইসলাম বিদ্বেষ এবং ইসলাম ও মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার অপপ্রয়াসের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. সর্বত্র ইসলামের বিস্তারের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

● ৩৩ নং আয়াত:

আয়াতে মুসলমানদেরকে এ সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তারা একদিন সমগ্র বিশ্বের নেতৃত্ব দান করবে এবং ইসলামই একমাত্র ধর্ম হিসেবে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾

(৩৪) হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় (ইয়াহুদী ও নাসারাদের) পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে[১] এবং আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) নিবৃত্ত করে।[২] আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না[৩] তাদেরকে অতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও।[৪]

يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿٣٥﴾

(৩৫) (যা সেদিন সংঘটিত হবে,)[৫] যেদিন জাহান্নামের আগুনে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে; অতঃপর সেগুলো দ্বারা তাদের কপালে, তাদের পার্শ্বদেশে এবং তাদের পিঠে দাগ দেয়া হবে[৬] (এবং বলা হবে,) এটা সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে; সুতরাং তোমরা তার স্বাদ গ্রহণ কর, যা তোমরা জমা করে রাখতে।[৭]

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) আলোচ্য আয়াতে احبار ও رهبان শব্দ দুটি দ্বারা ইয়াহুদী ও নাসারাদের পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী-দেরকে বুঝানো হয়েছে। এ কারণে বন্ধনীতে "ইয়াহুদী ও নাসারাদের" কথাটি জুড়ে দেয়া হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) يصدون শব্দটি সমর্থক ক্রিয়াপদ হওয়ায় বন্ধনীতে কর্ম তথা "মানুষকে" শব্দটি যোগ করা হয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(৩) আল্লামা যামাখশারী বলেন, ইয়াহুদী ও নাসারাদের পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদের সাথে স্বর্ণ-রূপা তথা অর্থ-সম্পদ পুঞ্জীভূতকারীদের একত্রে উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদে উভয় সম্প্রদায় সমান। (কাশ্‌শাফ)

(৪) এখানে শাসানোর ভঙ্গিতে শাস্তির সংবাদকে "সুসংবাদ" বলা হয়েছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)। আর تنوين تعزيم -এর প্রতি লক্ষ্য রেখে "অতি যন্ত্রণাদায়ক" তরজমা করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) এখানে তরজমায় এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আয়াতে يوم একটি শব্দ উহ্য আছে, যা واقع ও তার পরবর্তী অংশ নিয়ে عذاب اليم -এর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) কেননা, তারা ভিক্ষুকদেরকে দেখে প্রথমে কপাল কুঞ্চিত করত, এরপর তাদের কাছে এলে অন্যদিকে ফিরে থাকত। এরপর কিছু চাইলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যেত। তাই তাদের এ তিন স্থানে দাগ দেয়া হবে। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

(৭) ما كنتم تكنزون -এর ما পদটিকে কোন কোন তাফসীরবিদ مصدرية ধরে তরজমা করেছেন, আবার কেউ কেউ موصولة ধরে তরজমা করেছেন। উভয় তরজমার মর্মার্থ একই। এখানে موصولة ধরে তরজমা করা হয়েছে। (দ্রঃ বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৪ নং আয়াত:

১. অন্যায় ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ ভোগ করা এবং ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রেখে আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় না করা হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আলোচ্য আয়াত ও অন্যান্য হাদীছের ভিত্তিতে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেছেন যে, স্বর্ণ-রূপার অলংকার (নেসাব পরিমাণ হলে) তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

৩. যে মালের যাকাত প্রদান করা হয় মাটিতে পুঁতে রাখলেও তা নিষিদ্ধ পুঞ্জীভূত মালের আওতায় পড়ে না। (প্রাগুক্ত)

● ৩৫ নং আয়াত:

১. আয়াতে সে সকল লোকের শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যারা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখে, কিন্তু আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করে না। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. যারা সম্পদের ওয়াজিব হক আদায় না করে কার্পণ্য করে তাদের শাস্তি অতি জঘন্য। (প্রাগুক্ত)

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

(৩৬) নিশ্চয় মাসসমূহের গণনা (যা) আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) বার মাস, আল্লাহর বিধানে, তাঁর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে রয়েছে চারটি (মাস) সম্মানিত। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং তোমরা এ (মাস) গুলোতে নিজেদের প্রতি জুলুম করো না[১] এবং এ সকল মুশরিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো,[২] যেমন তারা তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর তোমরা জেনে রাখ যে, অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।

(৩৭) এই (মাসগুলোর) পিছিয়ে দেয়া কেবল কুফরীর বৃদ্ধি করা, যদ্বারা কাফেরদেরকে পথভ্রষ্ট করা হয়। তারা এ (সম্মানিত মাস) কে কোন বছর বৈধ করে নেয় এবং কোন বছর অবৈধ করে নেয়, যাতে তারা আল্লাহ যে (মাস) গুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলোর গণনা পূর্ণ করতে পারে। অনন্তর আল্লাহ যে (মাস) গুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলোকে হালাল করে নেয়।[৩] তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের কাছে শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ এরূপ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।[৪]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শরীয়তের বিধানে সর্বদা সর্বক্ষেত্রেই বার মাসে বছর। কমও নয়, বেশীও নয়। আর ইবরাহী-মী ধর্মে যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব এ চারটি মাস ছিল সম্মানিত। সেমতে এ কয়েক মাসে সমগ্র আরব দেশে শান্তি ও নিরাপত্ত বিরাজ করত। এতে মানুষের নিরাপদে হজ্জ ওমরা পালনের সুযোগ হত। এখন অধিকাংশ আলেমের মতে এই বিধানটি রহিত হয়ে গেছে। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

(২) এখানে المشركين শব্দের الف ولام দ্বারা মক্কার মুশরিকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, তাদের উপর জিযয়ার বিধান নেই। হয় ইসলাম গ্রহণ না হয় হত্যা। এদিকে লক্ষ্য রেখেই "এ সকল মুশরিকদের" শব্দ দ্বারা তরজমা করা হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৩) আরবের কাফেররা নিজেদেরকে ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসারী বলে দাবি করত। এ কারণে তারা হারাম মাসগুলোকে মেনে চলত। কখনও যুদ্ধ করার প্রয়োজন হলে অথবা যুদ্ধ করতে করতে হারাম মাস এসে পড়লে তারা বলত, এবার এ মাসটি হারাম মাস বলে গণ্য হবে না। এরপরের মাসটি হারাম বলে গণ্য হবে। (মুযিহুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, তারা তাদের মন্দ কাজকে ভাল মনে করছে। যখন কাণ্ডজ্ঞানই পাল্টে যায়, তখন সঠিক পথ পাওয়া কীভাবে সম্ভব? (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৬ নং আয়াত:

১. আরবী বৎসরের মাস বারটি।

২. চারটি মাস সম্মানিত।

৩. সম্মানিত মাসগুলোতে গোনাহ করা অধিক খারাপ। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা সব সময়ই জায়েয। (মুযিহুল কুরআন)

৫. মুত্তাকীদের সাথেই আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য তথা সাহায্য থাকে। (আইছারুত্তাফাসীর)

৬. যেহেতু চান্দ্র মাসের সাথে ইসলামের বহু বিধান জড়িত, তাই চান্দ্র বর্ষের হিসাব সংরক্ষণ করা মুসলমানদের উপর ফরযে কেফায়া। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

● ৩৭ নং আয়াত:

১. শরীয়তের ব্যাপারে ভুল হিলাবাজী করে হারামকে হালাল করার অপপ্রয়াস চালানো সম্পূর্ণ হারাম। এতে কেবল গোনাহই বৃদ্ধি পায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. শয়তান মানুষের সামনে মন্দ কাজকে শোভনীয় করে দেখায়। (প্রাগুক্ত)

৩. কাফের ও ফাসেক সম্প্রদায় আল্লাহ তা'আলার হেদায়াত এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকে। (প্রাগুক্ত)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿٣٨﴾

(৩৮) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হল যখন তোমাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহর পথে অভিযানে (জেহাদে) বের হও, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটির দিকে নুয়ে পড়? তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবন নিয়ে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুত পার্থিব জীবনোপকরণ পরকালের তুলনায় কিছুই নয়-অতি সামান্য মাত্র।[১]

اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْـًٔا ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٩﴾

(৩৯) যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন এবং তোমরা ব্যতীত অন্য এক জাতিকে (তোমাদের) পরিবর্তে আনয়ন করবেন এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।[২]

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۚ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ؕ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٤٠﴾

(৪০) যদি তোমরা তাঁকে (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ (ই তাঁর সাহায্য করবেন[৩] যেমন তিনি তাঁর) নিশ্চিত সাহায্য করেছেন যখন কাফেররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল, যখন সে ছিল দু'জনের একজন, অর্থাৎ, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল,[৪] এ অবস্থায় যখন সে তার সাথীকে বলছে, তুমি বিষণ্ন হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি আপন প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তাঁকে শক্তিশালী করলেন এমন সৈন্য বাহিনী দিয়ে, যা তোমরা দেখতে পাওনি[৫] এবং তিনি কাফেরদের কথা নীচু (অর্থাৎ, ব্যর্থ) করে দিলেন[৬] এবং আল্লাহর কথাই সমুন্নত (রইল)। আর আল্লাহ অতি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা বিজয় ও হুনায়নের যুদ্ধ ইত্যাদি থেকে অবসর লাভ করলেন, তখন নবম হিজরীতে এসংবাদ পেলেন যে, রোমের খৃষ্টান সম্রাট মদীনার উপর আক্রমণ করার ইচ্ছা করছে। এতদুদ্দেশ্যে তারা তাবূক নামক স্থানে সমবেত হচ্ছে। তারা যাতে মদীনার উপর আক্রমণ করতে সুযোগ না পায় সে জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত মুসলমানকে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তখন তীব্র গরমের মৌসুম, আবার বালুময় পথ অতিক্রম করা, এদিকে রসদেরও অভাব এবং খেজুর গাছে খেজুরে পাক ধরছে। এমতাবস্থায় যুদ্ধযাত্রা যে কতই কষ্টকর ছিল তা সহজেই অনুমেয়। একারণে এ আয়াত থেকে যুদ্ধযাত্রার জন্য উৎসাহ প্রদান করে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) অর্থাৎ, দ্বীনের কাজ তোমাদের জন্য আঁটকে থাকবে না। তোমরা যদি অলসতা কর তবে তিনি তোমাদেরকে কঠোর আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে আরেক সম্প্রদায় সৃষ্টি করে তাদের দ্বারা কাজ নিবেন। এতে তোমরাই এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং এটা তোমাদেরই ক্ষতির কারণ হবে। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৩) এখানে সাপেক্ষিক বাক্যের দ্বিতীয় অংশ উহ্য রয়েছে। তাই বন্ধনীতে উহ্য অংশটি উল্লেখ করা হয়েছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৪) অর্থাৎ, যখন তিনি মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হন, তখন তার সফরসঙ্গী ছিল হযরত আবূ বকর (রা.)। যখন কাফেররা তাদেরকে খুঁজতে লাগল তখন তারা সওর পর্বত গুহায় আত্মগোপন করেন এবং সেখানে তিনদিন অবস্থান করেন। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(৫) অর্থাৎ, ফেরেশতাদের দ্বারা তার হেফাজতের ব্যবস্থা করেছেন। (প্রাগুক্ত)

(৬) অর্থাৎ, কাফেরদের দুরভিসন্ধি ও হত্যার পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিরাপদে মদীনায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৩৮ নং আয়াত:

১. ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান যখন জেহাদে যাওয়ার জন্য সাধারণ ঘোষণা প্রদান করেন ও ব্যাপক আহবান জানান তখন জেহাদে বের হওয়া ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. অভিযান আল্লাহর পথে হতে হবে, অন্যপথে নয়। (প্রাগুক্ত)

৩. পরকালের তুলনায় দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু অতি তুচ্ছ। (প্রাগুক্ত)

● ৩৯ নং আয়াত:

১. জেহাদে গমনের ব্যাপারে অলসতা প্রদর্শন মুসলিম জাতির জন্য ধ্বংসের কারণ।

২. কোন মানুষ যদি দ্বীনের কাজ না করে তাতে তার নিজেরই ক্ষতি, দ্বীনের কোন কাজ কারও জন্য বসে থাকে না। যে করে তার নিজেরই লাভ।

৩. কেউ আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের খেদমত না করলে তাতে আল্লাহ তা'আলার কোন ক্ষতি নেই। তিনি সকল লাভ-ক্ষতির উর্ধ্বে। কেননা, তিনি সকল বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

● ৪০ নং আয়াত:

১. উম্মতের জন্য রসূলের দ্বীনের সহযোগিতা করা ফরয।

২. হযরত আবূ বকর (রা.)-এর মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে।

৩. ইসলামের বাণীই সদা সমুন্নত, অবনমিত নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾

(৪১) তোমরা অভিযানে (জেহাদে) বের হয়ে পড় হালকা অবস্থায় (হোক) আর ভারি অবস্থায়[১] এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের জান-প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করো। এটা তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে।[২]

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّ سَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَ لٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ؕ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٤٢﴾

(৪২) যদি হত আশুলভ্য সামগ্রী এবং সহজ সফর,[৩] তাহলে অবশ্যই তারা তোমার অনুগামী হত। কিন্তু দূরত্ব তাদের কাছে দীর্ঘতর (মনে) হল (তাই তারা পিছুটান দিল)। আর এখনই তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, "পারলে তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই আমরা বের হতাম"। তারা নিজেদেরকে ধ্বংস করছে। আর আল্লাহ জানেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "হালকা অবস্থায় হোক আর ভারি অবস্থায়"-এর ব্যাখ্যায় তাফসীরবিদগণ একাধিক অভিমত পোষণ করেছেন। সবগুলো অভিমতের মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, আরোহী হও বা পদাতিক, অসুস্থ হও বা সুস্থ, যুবক হও বা বৃদ্ধ, অভাবী হও বা ধনাঢ্য, নিরস্ত্র হও বা সশস্ত্র, পরিবার-পরিজনহীন হও বা পরিবার-পরিজনের অধিকারী হও, সর্বাবস্থায় জেহাদের জন্য বের হতে হবে। যুদ্ধের সাধারণ ঘোষণার সময় কোন রকম ওজর পেশ করা যাবে না। (মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলবী)

(২) অর্থাৎ, নিজে স্বয়ং জেহাদে শরীক হও এবং অর্থ-সম্পদ দিয়ে অন্যান্য মুজাহিদদেরকে সহযোগিতা কর। কেননা এটাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম কাজ, যদি তোমরা জানতে যে, জেহাদ করায় কী ছওয়াব রয়েছে এবং না করায় কী আযাব রয়েছে। (প্রাগুক্ত)

(৩) অর্থাৎ, সফর সহজ হলে এবং আশু গনীমত লাভের সম্ভাবনা থাকলে মুনাফেকরা তোমার সঙ্গে গমন করত। কিন্তু এই তাবূক অভিযানে যাত্রাপথ সুদীর্ঘ এবং গনীমত লাভের আশু সম্ভাবনা না থাকায় তারা বিভিন্ন বাহানার আশ্রয় নিতে শুরু করেছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী অবলম্বনে)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪১ নং আয়াত:

১. ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান যখন রণপ্রস্তুতির জন্য সাধারণ ঘোষণা দেন তখন জেহাদ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা হারাম এবং কেউ যুক্তিসঙ্গত কোন ওজরের কারণে সরকার পক্ষ থেকে অব্যাহতির অনুমতি লাভ ব্যতিরেকে জেহাদে শরীক না হয়ে বসে থাকতে পারবে না। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. জেহাদ যেমন আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে হয়, তেমনি ধন-সম্পদের মাধ্যমেও হয়। (প্রাগুক্ত)

৩. জেহাদ একটি উত্তম আমল।

● ৪২ নং আয়াত:

১. জেহাদের সফর কঠিন দেখলে বা আশু গনীমত লাভের সম্ভাবনা না দেখলে জেহাদে যেতে গড়িমশি করা মুনাফেকদের চরিত্র।

২. অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিথ্যা কছম খাওয়ার দ্বারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং আযাব অবধারিত হয়ে যায়। এরূপ করা নিজেই নিজের ধ্বংসের পথ রচনা করা। (আইছারুত্তাফাসীর)

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٤٣﴾

(৪৩) আল্লাহ তোমাকে মাফ[১] করে দিয়েছেন। তুমি (এত শীঘ্র) কেন তাদেরকে অনুমতি দিলে? যে পর্যন্ত না কারা সত্যবাদী তা তোমার নিকট স্পষ্ট হয় এবং কারা মিথ্যাবাদী তা তুমি জেনে নাও।

لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٤﴾

(৪৪) যারা আল্লাহ ও পরকারের প্রতি ঈমান রাখে, তারা নিজেদের ধন-সম্পদ ও নিজেদের জীবন দ্বারা জেহাদ করার ব্যাপারে তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে না। আর আল্লাহ সেই পরহেযগার লোকদের সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾

(৪৫) তোমার কাছে অব্যাহতি তো কেবল তারাই চায়, যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না। আর তাদের অন্তরসমূহ সন্দেহে পড়ে আছে, ফলে আপন সন্দেহের মধ্যে তারা ঘুরপাক খেয়ে চলছে।

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٤٦﴾

(৪৬) আর তারা বের হতে চাইলে অবশ্যই তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করত। কিন্তু আল্লাহ তাদের অভিযাত্রাকে অপছন্দ করলেন, তাই তাদেরকে নিবৃত রাখলেন[২] আর বলা হল[৩] বসা লোকদের[৪] সাথে তোমরা বসে থাক।

لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

(৪৭) যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত, তাহলে ফ্যাসাদ ছাড়া তোমাদের কিছুই বৃদ্ধি করত না এবং নিশ্চিতই তোমাদের মধ্যে তারা ছুটাছুটি করত তোমাদেরর মধ্যে ফেতনা[৫] (সৃষ্টি)-র সন্ধানে এবং তোমাদের মধ্যে তাদের প্রতি কর্ণপাতকারীগণ[৬] রয়েছে। আর আল্লাহ সেই জালেমদের সম্বন্ধে খুব অবগত।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٤٨﴾

(৪৮) তারা তো পূর্বেও ফেতনার সন্ধানে ছিল এবং তোমার কার্যসমূহ ওলট-পালট করেছিল[৭] যতক্ষণ না তাদের অপছন্দ সত্ত্বেও সত্য[৮] এসে গেল এবং আল্লাহর আদেশ[৯] বিজয়ী হল।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফেকদেরকে অব্যাহতি না দিলেও তারা থেকে যেত। তবে এমতাবস্থায় তাদের মর্মপীড়া থেকে যেত এবং সত্যিকার ওজর সম্পন্ন মু'মিনদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ্যভাবে ফুটে উঠেনি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষে এই অনুমতি দান অনুত্তম হয়েছিল। আয়াতে তৎপ্রতি ক্ষমার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন অবলম্বনে)

(২) অর্থাৎ, যুদ্ধে গমনের তাওফীক দিলেন না। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) এটা ছিল তাকবীনী ভাবে বলা। অর্থাৎ, আল্লাহ এরূপ সিদ্ধান্ত নিলেন (বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন টীকা)

(৪) অর্থাৎ, পঙ্গু, শারীরিকভাবে অক্ষম প্রভৃতি লোক।

(৫) এখানে "ফেতনা" অর্থ দাঙ্গা, বিশৃঙ্খলা।

(৬) "কর্ণপাতকারীগণ" বলতে বোঝানো হয়েছে এমন এক শ্রেণীর সরলপ্রাণ মুসলমানদের যারা মুনাফেকদের কথায় কান দিত কিংবা তাদের রটানো গুজবে কান দিয়ে যাদের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ভিন্ন মতে এরা মুনাফেকদের গুপ্তচর। এরা যুদ্ধে শরীক হয়েছিল, তবে কুচক্র-বিদ্যায় পারদর্শী ছিল না বিধায় তাদের যুদ্ধে শরীক হওয়া দ্বারা কোন ক্ষতির আশংকা ছিল না। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(৭) কার্যসমূহ ওলট-পালট করার ভাবার্থ বিভিন্ন ভাবে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের চিন্তা ভাবনা করা। প্রথম দিকে মদীনার মুনাফেক ও ইয়াহুদীরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর তাদের শক্তি ও চক্রান্তবৃত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। (জালালাইন ও আইছারুত্তাফাসীর)

(৮) অর্থাৎ, মুসলমানদের বিজয়ের সত্য প্রতিশ্রুতি। (বয়ানুল কুরআন)

(৯) আল্লাহর আদেশ অর্থাৎ, আল্লাহর দ্বীন। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৩ নং আয়াত:

১. তাবুকের যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি প্রদানের কারণে তিরস্কার বর্ণনার পূর্বেই ক্ষমার কথা উল্লেখ করত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মন খুশী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. হকপন্থী ও বাতেলপন্থীদের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশিত হয়ে যাওয়া শ্রেয়।

● ৪৪ নং আয়াত:

১. প্রকৃত মু'মিন জেহাদ থেকে গা বাঁচানোর জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে না।

২. জেহাদ জান এবং মাল উভয় দ্বারা হবে।

● ৪৫ নং আয়াত:

১. ঈমান ও আকীদা বিশ্বাসে দৃঢ়তা না থাকলে সে জেহাদ প্রভৃতি নেক কাজে অগ্রসর হতে পারে না।

২. জেহাদ থেকে অব্যাহতির বাহানা খোঁজা মুনাফেকদেরই কাজ।

৩. আকীদাগত সন্দেহ এমন ভয়াবহ জিনিস যে, তার ফলে মানুষ দ্বীনী বিষয়ে সন্দেহের আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে।

● ৪৬ নং আয়াত:

১. প্রকৃত ওজর ও বাহানার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রস্তুতি গ্রহণ করার পর হঠাৎ কোন বাঁধা উপস্থিত হওয়ায় যেতে না পারা ওজর বলে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু মূলেই যাওয়ার ইচ্ছা না থাকায় শুরু থেকে বাহানা বের করার চেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয়। শুরু থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ না করা অনিচ্ছারই লক্ষণ। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

২. নেক কাজের প্রস্তুতি শুরু করলে আল্লাহ তা পূর্ণ করার তাওফীক দেন। অন্যথায় তাদেরকে তাওফীক থেকে বঞ্চিত রাখেন।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ৪৭ নং আয়াত:

১. আয়াতে মুনাফেকদের যুদ্ধে শরীক না হওয়া উত্তম কেন ছিল তার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা ওখানে ফ্যাসাদ এবং বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করত।

২. এ আয়াত থেকে এটাও বোঝা গেল যে, মুসলমানদের কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মুনাফেকদের শরীক না রাখাই শ্রেয়। (মাআরিফুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

৩. ইসলাম ও মুসলমানদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী।

● ৪৮ নং আয়াত:

১. মুনাফেক ও ইয়াহুদীদের চক্রান্ত ইসলামের বিজয়কে প্রতিহত করতে পারে না।

৩. ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয় মুনাফেকদের খারাপ লাগে। (আইছারুত্তাফাসীর ও বয়ানুল কুরআন অবলম্বনে)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿۴۹﴾

(৪৯) আর তাদের মধ্যে এমনও কেউ আছে যে বলে আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফেতনায় ফেলবেন না।[১] জেনে রাখ- তারা ফেতনায় পড়েই গিয়েছে। আর নিশ্চিতই জাহান্নাম এই কাফেরদের বেষ্টন করে আছে।[২]

اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَاۤ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ ﴿۵۰﴾

(৫০) তোমার কোন মঙ্গল ঘটলে তা তাদেরকে পীড়া দেয় এবং তোমার কোন বিপদ ঘটলে তারা বলে, আমরা তো পূর্বেই আমাদের বিষয় গ্রহণ করেছি।[৩] আর তারা ফিরে যায় উৎফুল্ল চিত্তে।

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۱﴾

(৫১) তুমি বলে দাও, আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন তা ব্যতীত আমাদের উপর কিছু পৌছবেই না। তিনি আমাদের মওলা, আর আল্লাহর উপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিৎ।

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَاۤ اِلَّاۤ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ؕ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖۤ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۚ فَتَرَبَّصُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿۵۲﴾

(৫২) তুমি বল, তোমরা আমাদের ব্যাপারে দু'টি মঙ্গলের একটি ব্যতীত (অন্য কিছুর) প্রতীক্ষা করছ কি?[৪] আর আমরা তোমাদের ব্যাপারে প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ তোমাদের উপর কোন আযাব ঘটাবেন (সরাসরি) নিজ পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাত দ্বারা। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত (থাকলাম)।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শানে নুযূল: জাদ্দ ইবনে ক্বায়ছ নামক জনৈক মুনাফেক তাবূক যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য এই বাহানা পেশ করেছিল যে, আমি সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখলে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। শুনেছি রোমান নারীরা খুব সুন্দরী। এই যুদ্ধে গেলে ফেতনায় (অর্থাৎ, তাদের প্রেমে) পড়ে আমার ধর্ম বিপন্ন হয়ে যেতে পারে। অতএব আমাকে অব্যাহতি দিন, আমাকে ফেতনায় ফেলবেন না। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযেল হয়। এতে বলা হয়, তারা তো এক ফেতনায় পড়েই আছে তা হল রসূলের অবাধ্যতা ও জেহাদ পরিত্যাগের ফেতনা বা অপরাধ। (আসবানুযূল ও মাআরিফুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, জাহান্নামে যাওয়ার কারণসমূহ তাদেরকে ঘিরে রেখেছে। কিংবা পরকালে জাহান্নাম তাদেরকে বেষ্টন করে নিবে। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, পূর্বেই আমরা সতর্কতা অবলম্বন করেছি, তাই তো যুদ্ধে গমন করিনি। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৪) এখানে প্রশ্নটি না বোধক অর্থে। অর্থাৎ, না; বরং তোমরা আমাদের ব্যাপারে দু'টি মঙ্গলের একটিরই প্রতীক্ষা করছ। একটি বিজয় অপরটি শাহাদাত।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৪৯ নং আয়াত:

১. মুনাফেকরা তাদের কপটতা ঢাকা দেয়ার জন্য কিভাবে পরহেযগারীর লেবাস ধারণ করত তা বর্ণনা প্রসংগে জাদ্দ ইবনে ক্বায়ছের একটি ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী অবলম্বনে)

২. জাহান্নাম কাফেরদেরকে বেষ্টন করে আছে। (দেখুন ২ নং টীকা।)

● ৫০ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায় মু'মিনদের সুখে দুঃখ পাওয়া আর তাদের দুঃখে সুখ বোধ করা মুনাফেকদের মানসিকতা।

● ৫১ নং আয়াত:

১. আল্লাহর ইচ্ছা ও ফয়সালা ব্যতীত বিপদ-আপদ কিছুই ঘটে না।

২. আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা ওয়াজিব এবং তাকদীরে বিশ্বাস ও আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা সকল মু'মিনদের জন্য জরুরী। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৫২ নং আয়াত:

১. বিজয় ও সুখ যেমন মু'মিনদের জন্য মঙ্গল, তেমনি বিপদ, পরাজয় বা শাহাদাত বরণও ম'মিনদের জন্য মঙ্গল। কারণ, এতে সে পরকালে ছওয়াব লাভ করবে। অতএব মু'মিনদের জীবনে আকৃতকার্যতা বলতে কিছু নেই। এটাই হল মু'মিনদের জীবনের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। (মাআরিফুল কুরআন অবলম্বনে)

২. মুনাফেক তথা কাফেররা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে আযাব ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে। দুনিয়ার আযাব থেকে কোন প্রকারে নিষ্কৃতি পেলেও আখেরাতের আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন উপায় তাদের নেই। (প্রাগুক্ত)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৩-৫৪ নং আয়াতদ্বয়:

১. জাদ্দ ইব্ন কায়স রোমান নারীদের ফেতনায় পড়ার বাহানা তুলে বলেছিল, হযরত! আমি নিজে যুদ্ধে শরীক হতে পারছি না তবে আমি অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে পারি। এর জওয়াবে আল্লাহ পাক ৫৩ নং আয়াতে বললেন, যাদের আকীদা খারাপ তাদের অর্থব্যয় কবূল করা হবে না। পরবর্তী আয়াতে এই কবূল না হওয়ার কারণ বলা হয়েছে তাদের কুফ্‌রী। অর্থাৎ, কাফেরের কোন আমলই কবূল হয় না। আর নামাযে অলসতা ও অর্থ ব্যয়ে অসন্তুষ্টি বা মনের সংকোচ এটা মনের কুফ্‌রীর-ই বাহ্যিক আলামত। (ফাওয়ায়েদে উছমানী থেকে সংক্ষেপিত)

২. নামাযে অলসতা করা মুনাফেকদেরই চরিত্র। বস্তুতঃ নামাযে অলসতা করা হারাম। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৫৫ নং আয়াত:

১. মুনাফেক তথা কাফের ও ফাসেকদের ধন-সম্পদ ও সুখ-ঐশ্বর্যের প্রতি মুগ্ধ নয়নে তাকানো অপছন্দনীয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. কাফের ও মুনাফেকদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের জন্য দুনিয়াতে কষ্টের কারণ হয়।

৩. যারা মুনাফেকীতে লিপ্ত থাকে তাদের ঈমানী মৃত্যু নসীব হয় না। কাফের অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু হয়।

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ؕ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿۵۳﴾	(৫৩) তুমি বলে দাও, তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে অর্থ ব্যয় কর বা অসন্তুষ্ট চিত্তে, তোমাদের থেকে তা কখনো কবূল করা হবে না। তোমরা তো হলে না-ফরমান সম্প্রদায়।
وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّاۤ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَ بِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿۵۴﴾	(৫৪) আর তাদের থেকে তাদের অর্থব্যয় কবূল করাতে শুধু এ-ই প্রতিবন্ধক হয়েছে যে, তারা তো আল্লাহর সাথে ও তাঁর রসূলের সাথে কুফ্‌রী করেছে আর তারা অলস অবস্থাতেই নামাযে আসে এবং অপছন্দ (সঙ্কুচিত) মনেই ব্যয় করে।
فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۵۵﴾	(৫৫) অতএব তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্ময়ে না ফেলে। আল্লাহ তো কেবল এই চান যে, এর দ্বারা পার্থিব জীবনে তাদেরকে শাস্তি দিবেন আর কাফের অবস্থায় তাদের প্রাণ বের হবে।

وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ؕ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ﴿۵۶﴾	(৫৬) আর তারা আল্লাহর কছম করে বলে যে, তারা অবশ্যই তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[১] বরং তারা এমন সম্প্রদায় যারা ভয় করে।[২]
لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ﴿۵۷﴾	(৫৭) যদি তারা পায় কোন আশ্রয়স্থল কিংবা কোন গিরিগুহা অথবা কোন প্রবেশস্থল, তাহলে অবশ্যই সেদিকে ধাবিত হবে দ্রুত গতিতে।
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَاۤ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ﴿۵۸﴾	(৫৮) আর তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে সদকা[৩] (বণ্টন) সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে।[৪] বস্তুত তা থেকে তাদেরকে (তাদের চাহিদা মোতাবেক) দেয়া হলে তারা সন্তুষ্ট হয়, আর যদি তা থেকে তাদেরকে (তাদের চাহিদা মোতাবেক) না দেয়া হয়, তখনই তারা অসন্তুষ্ট হয়ে যায়।
وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۙ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ﴿۵۹﴾	(৫৯) আর তাদের জন্য ভাল হত[৫] যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট হত এবং বলত, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। ভবিষ্যতে আল্লাহ আমাদের (আরও) দিবেন নিজের করুণায় এবং তাঁর রসূলও। আমরা তো আল্লাহরই প্রতি আগ্রহান্বিত (রইলাম)।
اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۶۰﴾	(৬০) সদকা তো কেবল ফকীর, মিসকীন[৬] ছদকা (আদায়ে)-র উপর নিযুক্ত কর্মচারীদের[৭] এবং যাদের মন রক্ষা করতে (অভিপ্রায়) হয় তাদের জন্য আর গোলামদের আযাদ করার কার্যে ও ঋণগ্রস্তদের (ঋণ পরিশোধ) এবং আল্লাহর পথে (জেহাদ কারীদের) ও মুসাফিরদের[৮] (জন্য)। (এই হুকুম) আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অত্যন্ত হেকমতের অধিকারী।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কারণ মুখে তারা ইসলাম প্রকাশ করলেও তাদের অন্তর কাফেরদের সাথে রয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

(২) মুনাফেকগণ সর্বদা এই ভয়ে থাকত যে, কখন যেন মুসলমানরা তাদের সাথে অন্য কাফেরদের মত আচরণ করে। তাই তারা আত্মরক্ষার জন্য কছম খেয়ে নিজেদেরকে মুসলমান বলে জাহির করত। (জালালাইন)

৩) "সদকা" বলে ফরয সদকা অর্থাৎ, যাকাতও উদ্দেশ্যে হতে পারে। আবার নফল সদকা বা গণীমতের মালও হতে পারে।

(৪) অর্থাৎ, চাহিদা মোতাবেক না পাওয়ায় তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলে যে, তিনি ইনসাফের সাথে বণ্টন করছেন না। (নাউযুবিল্লাহ)।

(৫) "তাদের জন্য ভাল হত" কথাটি উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৬) ফকীর হল যার কিছুই নেই, আর মিসকীন হল যে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। তবে যাকাতের হুকুমে সবাই সমান। (মাআরিফুল কুরআন)

(৭) العاملين عليها - যাকাত উসূল করার দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মচারীদেরকে "আমিলীন" বলা হয়।

(৮) মুসাফির যদি সফরে থাকাকালীন অবস্থায় অভাবগ্রস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে তাকে যাকাত দেয়া যায়।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৫৬ নং আয়াত:

১. মিথ্যা কছম খাওয়া মুনাফেকদের চরিত্র। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. নেফাক (কপটতা) ও কুফ্‌রীর কারণে কাপুরুষতা ও মনের ভয় এবং দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। (প্রাগুক্ত)

● ৫৭ নং আয়াত:

আয়াতে বোঝানো হয়েছে, কোন উপায় অবলম্বন না থাকার কারণেই মুনাফেকরা ঈমানের ভান করছে। কোন উপায় অবলম্বন থাকলে আর ঈমানের ভান করত না, প্রকাশ্যেই কুফ্‌রের দিকে চলে যেত। (বয়ানুল কুরআন)

● ৫৮–৫৯ নং আয়াতদ্বয়:

১. মুনাফেকদের একটি চরিত্রের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও তারা দোষারোপ করত। বস্তুত নেককার লোকদের দোষান্বেষণ নিজের মনে গলদ থাকার কারণেই হয়ে থাকে। (আইছারুত্তাফাসীর অবলম্বনে)

২. এরূপ ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

● ৬০ নং আয়াত:

১. আয়াতে সদকা অর্থাৎ, যাকাতের খাতসমূহের বিবরণ দেয়া হয়েছে। সর্বমোট খাত আটটি। যথা: (১) ফকীর (২) মিসকীন (৩) যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারী (৪) যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য হয়। ইসলামের প্রথম যুগে যে অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণ করার আশা করা হত কিংবা তার থেকে

ক্ষতির আশংকা বোধ করা হত তার মন জয় করার জন্য তাকে অথবা যে মুসলিমকে দিলে তার ইসলামের প্রতি বিশ্বাস আরও দৃঢ় হওয়ার আশা করা হত তাকে যাকাত দেয়া হত। সাহাবাদের যুগে এই খাতটি রহিত হওয়ার ব্যাপারে ইজমা বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়। (৫) গোলামদের আযাদ করার কাজে অর্থাৎ, কোন গোলামকে তার মালিক নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে আযাদ করার শর্ত আরোপ করলে উক্ত গোলামকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা। (৬) ঋণগ্রস্থ লোক- অর্থাৎ, এমন ঋণগ্রস্ত যার কাছে এই পরিমাণ সম্পদ নেই যাতে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে। (৭) যারা আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে অর্থাৎ, গাজী ও মুজাহিদ, যাদের অস্ত্র ও জেহাদের উপকরণ ক্রয় করার ক্ষমতা নেই। ফেকাহবিদগণ তালিবে ইলমকেও এর মধ্যে শামিল করেছেন। (৮) মুসাফির। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

বিঃ দ্রঃ উল্লেখিত বিষয় সংক্রান্ত বিস্তারিত মাসলা–মাসায়েলের জন্য ফেকাহর কিতাব দ্রষ্টব্য।

২. আয়াতের শেষে বলা হয়েছে "আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অত্যন্ত হেকমতের অধিকারী" এতে বোঝানা হয়েছে তিনি তাঁর মহাজ্ঞান ও হেকমতের আলোকে উপরোক্ত খাতগুলো নির্ধারণ করেছেন, অতএব এতে রাজি থাকা চাই।

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ؕ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦١﴾

(৬১) আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, সে তো কান (নির্ভর)।[১] তুমি বলে দাও, সে তোমাদের জন্য যা কল্যাণ তার কান।[২] সে ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি এবং বিশ্বাস করে মু'মিনদেরকে আর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য সে রহমত। আর যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾

(৬২) তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের সামনে আল্লাহর কছম খায় অথচ আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক হকদার (এবিষয়ে) যে, তারা মু'মিন হয়ে থাকলে তাঁকেই তারা সন্তুষ্ট করবে।

اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٣﴾

(৬৩) তারা কি জানেনি যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা যে করে, তার জন্য নিশ্চিতই জাহান্নামের আগুন রয়েছে, যাতে সে অনন্তকাল থাকবে। ওটাই মহা লাঞ্ছনা।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শানে নুযূল: কতিপয় মুনাফেক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে অশোভন উক্তি করলে অন্য এক মুনাফিক বলল, সাবধান মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানতে পারলে বিপদ হবে। প্রথম ব্যক্তি বলল, চিন্তা নেই, তিনি "কান নির্ভর" অর্থাৎ, সব কথাতেই কর্ণপাত করেন, যা বলা হয় তা-ই বিশ্বাস করেন। আমাদের সম্পর্কে কোন রিপোর্ট তার কাছে গেলে আমরা উপস্থিত হয়ে মিথ্যা সাফাই পেশ করে, ধোঁকা দিয়ে পার হয়ে যাব। তিনি সকলের কথাতেই ধোঁকায় পড়ে যান, তাহকীক ও যাচাই-বাছাই করা তার অভ্যাস নয়। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযেল হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, তোমাদের জন্য যা কল্যাণকর তাই সে শোনে এবং সেটা গ্রহণ ও সে অনুযায়ী আমল করে আর অকল্যাণকরটা শুনলেও সেটা গ্রহণ করে না এবং সে অনুযায়ী আমল করে না। (আইছারুত্তাফাসীর ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬১ নং আয়াত:

১. যেকোন ভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়া হারাম।

২. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'মিনদের জন্য রহমত।

৩. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যারা কষ্ট দেয় তারা জাহান্নামী। এরূপ লোকদের জাহান্নামী হওয়া থেকে বোঝা যায় রসূলকে কষ্ট দেয়া কুফ্‌রী।

● ৬২ নং আয়াত:

১. আয়াতে মুনাফেকদের মিথ্যা শপথ করার কথা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, যাতে তাদের কার্যের জঘন্যতা প্রকট হয়ে ওঠে।

২. সত্যিকার মু'মিনদের কর্তব্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সন্তুষ্ট করা।

● ৬৩ নং আয়াত:

১. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতাকারীদের জন্য অনন্ত দোযখ বাসের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

২. উপরোক্ত ঘোষণা থেকে বোঝা যায় আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের বিরোধিতা করা কুফ্‌রী।

(৬৪) মুনাফেকরা আশংকা করে যে, তাদের (মুসলমানদের) প্রতি না এমন কোন সূরা নাযেল করা হয় যা তাদেরকে ওদের (মুনাফেকদের) অন্তরের বিষয়ে অবহিত করে দেয়। তুমি বলে দাও, তোমরা বিদ্রূপ করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিবেন যা তোমরা আশংকা করছ।[১]	يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ﴿٦٤﴾

(৬৫) আর যদি সত্যিই তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর[২] তাহলে নিশ্চিত যে, তারা বলবেঃ আমরা তো কেবল কথার কথা বলছিলাম এবং ক্রিড়া-কৌতুক করছিলাম। তুমি বলঃ তবে কি তোমরা আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রসূলকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছিলে?	وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ؕ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٥﴾
(৬৬) তোমরা ওজর পেশ করো না,[৩] তোমরা তো নিজেদের ঈমান (প্রকাশ)-এর পর কুফ্‌রী করেছ। তোমাদের এক দলকে[৪] মাফ করে দিলেও (অপর) এক দলকে[৫] শাস্তি দিব, কারণ, তারা হল নিশ্চিত অপরাধী।	لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً ۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٦٦﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শানে নুযূল: মুনাফেকরা নিজেদের মধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে উপহাস-বিদ্রূপ করত, আবার এই আশংকাও তাদের ছিল যে, পাছে আবার না এ ব্যাপারে কোন সূরা নাযেল হয় এবং রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ বিষয়টি জানতে পারেন। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযেল হয়। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, আমার ব্যাপারে উপহাস বিদ্রূপ করেছ কেন?

(৩) অর্থাৎ, দোষ এড়ানোর জন্য বাহানা পেশ কর না। এই বাহানা গ্রহণযোগ্য নয়।

(৪) যারা মুসলমান হয়ে যাবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৫) আল্লাহর দরবারে যাদের মুসলমান না হওয়ার ফয়সালা রয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৪ নং আয়াত:

১. মুনাফেকদের অন্তরের ভীতির কথা প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে।

২. আল্লাহ, আল্লাহর রসূল ও কুরআনকে নিয়ে উপহাস করার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে।

● ৬৫ নং আয়াত:

১. আল্লাহ, আল্লাহর রসূল ও কুরআনকে নিয়ে উপহাস করা মুনাফেকদের চরিত্র।

২. আয়াত থেকে বোঝা যায়- কথায় কথায় হোক, কৌতুকচ্ছলে হোক বা অন্য উদ্দেশ্যে হোক আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও রসূলকে নিয়ে উপহাস করার অনুমতি নেই। (বয়ানুল কুরআন)

● ৬৬ নং আয়াত:

"তোমরা ঈমান প্রকাশ করার পর কুফ্‌রী করেছ" কথা থেকে বোঝা যায় আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও রসূলকে নিয়ে উপহাস করা কুফ্‌রী। আর কুফ্‌রীর পর কোন ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। এখন হয় তওবা কিংবা তলোয়ার। (আইছারুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٦٧﴾

(৬৭) মুনাফেক পুরুষগণ ও মুনাফেক নারীগণ, তাদের একে অপরের অন্তর্গত।[১] তারা মন্দের নির্দেশ দেয় আর ভাল থেকে বারণ করে। আর নিজেদের হাতগুলোকে বদ্ধ করে রাখে।[২] তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, কাজেই তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা বড়ই না-ফরমান।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِىَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٦٨﴾

(৬৮) মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারীদের এবং কাফেরদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করে রেখেছেন জাহান্নামের আগুনের। যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে। এটা তাদের (শাস্তির) জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِىْ خَاضُوْا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٩﴾

(৬৯) তোমাদের অবস্থা[৩] তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত, যারা তোমাদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী এবং অধিক ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততির অধিকারী ছিল। অনন্তর তারা নিজেদের অংশ[৪] দ্বারা যথেষ্ট ফলভোগ করেছে। অতঃপর তোমরাও তোমাদের অংশ দ্বারা খুব ফলভোগ করছ যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীরা নিজেদের অংশ দ্বারা খুব ফলভোগ করেছে এবং তোমরাও অনর্থক আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হয়েছ, যেভাবে তারা অনর্থক আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হয়েছিল। তারাই এমন লোক যাদের আমলসমূহ দুনিয়া এবং আখেরাতে ব্যর্থ হয়ে গেছে এবং তারাই হল ক্ষতিগ্রস্থ।

اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۙ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٧٠﴾

(৭০) তাদের পূর্ববর্তী নূহ, আদ ও ছামূদ সম্প্রদায়, ইবরাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদইয়ান ও উল্টানো জনপদসমূহের[৫] অধিবাসীদের সংবাদ কি তাদের কাছে পৌঁছেনি?[৬] তাদের রসূলগণ তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিল। বস্তুত আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করার নন বরং তারাই নিজেদের জানের উপর জুলুম করত।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "একে অপরের অন্তর্গত" অর্থাৎ, কুফর, ইসলাম-বিরোধিতা প্রভৃতি দুষ্কার্যে সকলেই এক রকম। بعضهم من بعض কথাটিতে من বর্ণটি اتصالية হওয়ায় এরূপ অনুবাদ করা হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) অর্থাৎ, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো না। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) এখানে "তোমাদের অবস্থা" কথাটি উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) এখানে "নিজেদের অংশ" বলে তাদের দুনিয়ার সহায়-সম্পত্তি, শক্তি-সামর্থ, জনবল ইত্যাদি বিষয়কে বোঝানো হয়েছে।

(৫) "উল্টানো জনপদ" বলে হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সমকামিতা এবং অন্যান্য অপরাধের দরুণ এ সম্প্রদায়ের গোটা এলাকাকে উল্টিয়ে দেয়া হয়েছিল।

(৬) হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় তুফানে, আদ-সম্প্রদায় ঝড়ে, ছামূদ-সম্প্রদায় ভূমিকম্পে, হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায় জমিন উল্টিয়ে এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্প্রদায় তথা নমরূদ মশার আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৬৭ নং আয়াত:

১. আয়াত থেকে বোঝা যায় মন্দের নির্দেশ বা মন্দ শিক্ষা দেয়া এবং ভাল বিষয় থেকে বারণ করা মুনাফেক হওয়ার লক্ষণ। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. মুনাফেকদের সাথে মুনাফেকদের বন্ধুত্ব হয়ে থাকে।

৩. কেউ আল্লাহকে ভুলে গেলে আল্লাহ পাকও তাকে ভুলে যান অর্থাৎ, তার প্রতি রহমত করা পরিত্যাগ করেন।

৪. মুনাফেকরাও কাফেরদের হুকুম রাখে।

● ৬৮ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায় মুনাফেকরাও কাফেরদের হুকুম রাখে এবং কাফেরদের ন্যায় তাদের জন্যেও জাহান্নামের অনন্তবাস রয়েছে।

● ৬৯ নং আয়াত:

১. দুনিয়ার শক্তি, ধন-সম্পদ, জনবল ইত্যাদির গর্বে আল্লাহর অবাধ্যতা করা বোকামী। কারণ, এসব ক্ষণস্থায়ী।

২. কাফের মুনাফেকদের আমল ব্যর্থ; তা দ্বারা পরকালে নাজাত লাভের কোনই উপায় নেই।

● ৭০ নং আয়াত:

১. আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তা'আলার কুদরত সম্পর্কে সম্যক অনুধাবনের জন্য ইতিহাস অধ্যয়ন তথা অতীত সময়ের বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস জানা উচিত।

২. আয়াতের শেষাংশ থেকে প্রমাণিত হয়, কাউকে বিনা কারণে অযথাই শাস্তি দেয়া আল্লাহ তা'আলার নীতি নয়। বরং মানুষের অন্যায়ের ফলে শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾

(৭১) আর ঈমানদার পুরুষগণ ও ঈমানদার নারীগণ হল একে অপরের বন্ধু (সহায়ক)। তারা নেক কাজের নির্দেশ দেয় এবং অন্যায় কাজ থেকে বারণ করে। নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে চলে। তাদের উপর আল্লাহ অবশ্যই রহমত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহা ক্ষমতাশালী, প্রজ্ঞাবান।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٧٢﴾

(৭২) আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে এমন জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। আরও (ওয়াদা করেছেন) এমন উত্তম বাসস্থানসমূহের[১] যা স্থায়ী জান্নাতে অবস্থিত। আর আল্লাহর সামান্যতম[২] সন্তুষ্টিও (এসবের চেয়ে) অনেক বড়। সেটাই মহা সাফল্য।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) একটি রেওয়ায়েতে এর কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। তাহল, জান্নাতে থাকবে লু'লু' পাথরের এক বিশাল অট্টালিকা, সে অট্টালিকার ভেতরে থাকবে রক্তবর্ণ ইয়াকূতের নির্মিত সত্তরটি বাড়ী এবং প্রতিটি বাড়ীতে সবুজ যমরুদ পাথরের সত্তরটি কুঠুরী। প্রতিটি কুঠুরীতে সত্তরটি পালং থাকবে এবং প্রতিটি পালংকে থাকবে বিভিন্ন বর্ণের সত্তরটি করে গালিচা। আর প্রতিটি গালিচায় অবস্থান করবে ডাগর চোখ বিশিষ্ট একজন করে হুর বা পবিত্র সঙ্গিনী। (সাবী, জালালাইন-এর টীকা)

(২) এখানে "সামান্যতম! যোগ করার কারণ হল, رضوان শব্দের মধ্যে তানবীনটি تقليل বা সামান্যতা বোঝানোর জন্য এসেছে। অর্থাৎ, জান্নাতের মধ্যে মু'মিনগণ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের যে সন্তুষ্টি অর্জন করবে তার সামান্য অংশও জান্নাতের অন্যান্য নেয়ামতের চেয়ে অনেক বড় বলে বিবেচিত হবে। (জালালাইন, টীকা)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭১ নং আয়াত:

আয়াতে মু'মিন নর-নারীদের পাঁচটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার দ্বারা মুনাফেক এবং মু'মিনদের মাঝে পার্থক্য ধরা পড়ে। মু'মিনের উক্ত পাঁচটি গুণ হল–

১. তারা নেক কাজের আদেশ দেয়।

২. অন্যায় থেকে বিরত রাখে।

৩. যথাযথভাবে নামায আদায় করে।

৪. যাকাত দেয়।

৫. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। পক্ষান্তরে এর সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ হল মুনাফেকদের, যা এ সূরার ৬৭ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। (সংক্ষেপিত, সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

● ৭২ নং আয়াত:

১. মুমিনদের জন্য চিরস্থায়ী জান্নাত রয়েছে।

২. ইহকালে এবং পরকালে মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত হল আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সন্তোষ অর্জন।

৩. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারা সবচেয়ে বড় সাফল্য।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٧٣﴾

(৭৩) হে নবী, কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ[১] কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। আর তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম এবং তা অতি নিকৃষ্ট ঠিকানা।

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ؕ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٧٤﴾

(৭৪) তারা আল্লাহর শপথ করে যে, "তারা বলেনি।"[২] অথচ তারা তো অবশ্যই বলেছে কুফরীর কথা এবং তারা কাফের হয়েছে তাদের ইসলাম গ্রহণের পর।[৩] তারা এমন বিষয়ের সংকল্প করেছিল যা তারা পায়নি (অর্থাৎ, কার্যকর করতে পারেনি)।[৪] আল্লাহ ও তাঁর রসূল নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করার-ই প্রতিদান তারা দিয়েছিল। তবে তারা তওবা করলে তাদের জন্য মঙ্গল হবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে বেদনাদায়ক কঠোর শাস্তি দিবেন। আর পৃথিবীতে(ও) তাদের না আছে কোন বন্ধু, না আছে কোন সাহায্যকারী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) জেহাদের অর্থ হল, কোন অন্যায়কে প্রতিহত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা এবং সব রকমের প্রচেষ্টা চালানো। এ প্রচেষ্টা অস্ত্র, লেখা, বক্তৃতা ইত্যাদি বিভিন্ন পন্থায় হতে পারে। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(২) শানে নুযূল: তাবূক হতে ফেরার পথে কয়েকজন মুনাফেক পরামর্শ করল যে, তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করবে। তিনি ওহীর মাধ্যমে একথা জানতে পেরে তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। তারা কসম খেয়ে অস্বীকার করল। এদের অনেককে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাই-

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হি ওয়া সাল্লাম আর্থিক ভাবে সাহায্য করেছিলেন। তবুও এরা ষড়যন্ত্র করেছিল। এ সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (সংক্ষেপিত, বয়ানুল কুরআন)

(৩) অর্থাৎ, তারা প্রথমে ইসলাম জাহির করার পর কুফরীকে জাহির করেছিল। কারণ, তারা তো প্রকৃত পক্ষে কখনোই ইসলাম গ্রহণ করেনি। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর, জালালাইন-এর টীকা)

(৪) অর্থাৎ, তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার সংকল্প করেছিল।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৩ নং আয়াত:

১. কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদের কথা বলা হয়েছে। যারা প্রকাশ্য কাফের তাদের বিরুদ্ধ জেহাদের বিষয়টি তো সুস্পষ্ট। তবে মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদের পদ্ধতি হল মৌখিকভাবে। অর্থাৎ, তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে হবে যেন, তারা ইসলামে নিষ্ঠাবান হতে পারে। তাদের বিরুদ্ধে জেহাদের মর্ম হল এ-ই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কর্মধারায় এরূপ-ই প্রমাণিত হয়েছে। তবে কিছু সংখ্যক উলামায়ে কেরামের মতানুসারে যারা প্রকাশ্য মুনাফেক তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জেহাদ করা যাবে। (মাআরিফুল কুরআন, ফাওয়ায়েদে উছমানী ও জালালাইন)

২. কাফের ও মুনাফেকদের প্রতি কঠোর হতে বলা হয়েছে। এ কঠোরতার অর্থ হল, শরীয়তের হুকুম জারী করতে গিয়ে তাদের প্রতি কোমল না হওয়া। মুখে কটুবাক্য বা গালাগালি করা নয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কারও সাথে দুর্ব্যবহার করেননি বরং তিনি ইরশাদ করেছেন, যদি তোমাদের কোন ক্রীতাদাসীও যেনায় লিপ্ত হয় তবে শরীয়ত অনুযায়ী তার বিচার কর, কিন্তু কটুবাক্য ব্যবহার করো না। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৭৪ নং আয়াত:

১. আয়াতে মুনাফেকদের বিভিন্ন চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমতঃ তারা মিথ্যা বলতে পারদর্শী। দ্বিতীয়তঃ তাদের প্রতি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদের বিপুল অনুগ্রহ করার প্রতিবদলে তারা হত্যা ও ধ্বংসের ষড়যন্ত্রই মুসলমানদেরকে উপহার দিয়েছিল।

২. গোনাহ যত বড়ই হোক না কেন তওবার মাধ্যমে তা থেকে মাফ পাওয়া সম্ভব।

৩. মুনাফেকরা তওবা না করলে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে কঠিন শাস্তি রয়েছে। দুনিয়াতে রয়েছে লাঞ্ছনা আর আখেরাতে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।

(৭৫) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিল যে,[১] যদি তিনি আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেন তবে অবশ্যই আমরা সদকা দিব এবং সত্যি সত্যিই নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হব।	وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾
(৭৬) অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ দান করলেন তখন তারা এতে কৃপণতা করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। আর তারা (তো) মুখ ফিরিয়ে নেয়ায় অভ্যস্ত।	فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾

(৭৭) পরিণামে তিনি তাদেরকে (শাস্তিস্বরূপ) তাদের অন্তরসমূহে "নিফাক" দিয়ে দিলেন সেদিন পর্যন্ত যেদিন তারা সাক্ষাৎ করবে তাঁর সাথে।[২] (এটা) এ কারণে যে, তারা[৩] আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা লংঘন করেছে এবং এ কারণে যে, তারা মিথ্যা কথা বলত।	فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾
(৭৮) তারা কি জেনে নেয়নি যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদের অন্তরের গোপন বিষয় এবং তাদের গোপন সলা-পরামর্শ সম্পর্কে জানেন[৪] এবং নিশ্চয় আল্লাহ গায়েবের সমস্ত বিষয় খুব ভালো জানেন।	اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٧٨﴾

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শানে নুযূল: ছা'লাবা নামক এক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে আবেদন করেছিল যে, হুজুর, আপনি দুআ করুন, আমি মালদার হলে অনেক দান-সদকা করব। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা সত্ত্বেও বারবার সে আবেদন করায় তিনি তার জন্য দুআ করলেন। ফলে সে প্রচুর বকরীর মালিক হল এবং মদীনাতে সংকুলান না হওয়ায় সে শহরের বাইরে অবস্থান করতে লাগল। এ কারণে সে নামাযের জামাতে হাজির হতে পারতো না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাত আদায়ের জন্য তার কাছে লোক পাঠালে সে যাকাতকে "কাফেরদের জিযিয়া কর" আখ্যায়িত করে যাকাত দিতে অস্বীকার করল। এ সংবাদ শুনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য খুব আফসোস করলেন। এ প্রসঙ্গেই আয়াত দু'টি অবতীর্ণ হয়। (সংক্ষেপিত, মাআরিফুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(২) অর্থাৎ, কেয়ামত পর্যন্ত। (জালালাইন)

(৩) আয়াতটি এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে নাযেল হয়েছে। কিন্তু সব মুনাফেকদের অবস্থা এক রকম হওয়ার ফলে এখানে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ছা'লাবা নামক লোকটি এ আয়াত নাযেল হওয়ার সংবাদ শুনে ঘাবড়ে গেল এবং যাকাতের মাল নিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাজির হল। কিন্তু তিনি তা কবূল করলেন না। পরবর্তীতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, হযরত ওমর এবং হযরত ওসমান (রা.)-এর খেলাফতকালেও সে যাকাতের মাল নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তাঁরাও তা কবূল করেননি। পরিশেষে সে হযরত ওসমান (রা.)-এর খেলাফত আমলে মৃত্যুবরণ করে। (মাআরিফুল কুরআন, বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন)

(৪) অর্থাৎ, মুনাফেকদের মিথ্যা ওজর পেশ করা, মিথ্যা ওয়াদা করা এবং একান্ত বাধ্য হয়ে যাকাতের মাল পেশ করা ইত্যাদি সম্পর্কে আল্লাহ অবশ্যই অবগত আছেন। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৫-৭৬ নং আয়াতদ্বয়:

১. আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয়, পৃথিবীর ধন-সম্পদ কোন কোন ক্ষেত্রে পরকাল বরবাদীর কারণ হয়।

২. আয়াতদ্বয়ে এ কথার প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে যে, যাদের অন্তরে দ্বীনের প্রকৃত মহব্বত নেই তারা কোন কোন ক্ষেত্রে নফসের তাড়নায় দ্বীনের কল্যাণের নামে অনেক কিছু কামনা করে। কিন্তু যখন তাদরেকে তাদের কাম্য বস্তু প্রদান করা হয়, তখন তারা প্রতিশ্রুতি পূরণ করে না।

● ৭৭ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহর রীতি হল, কেউ যদি অপকর্ম এবং খারাপ অভ্যাসকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নেয় তখন ক্রমান্বয়ে এটি তার অবিচ্ছেদ্য চরিত্রে পরিণত হয় এবং "নিফাক" কে আল্লাহ তার অন্তরে দৃঢ়মূল করে দেন। অন্য আয়াতে এটাকে خاتم طبع তথা মোহর মারা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

● ৭৮ নং আয়াত:

আয়াতের শিক্ষণীয় বিষয় হল, মানুষের জন্য প্রকাশ্যে এবং গোপনে সর্বাবস্থায় নাফরমানী থেকে পরহেয করা উচিত। কারণ আল্লাহ রব্বুল আলামীন আলিমুল গায়ব সবকিছু দেখেন, সবকিছু জানেন।

الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٩﴾

(৭৯) এরা[১] এমন লোক যে, নফল সদকা দানকারী মু'মিনদের প্রতি এবং যারা নিজেদের পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই পায় না তাদের প্রতি দোষারোপ করে[২] অর্থাৎ,[৩] তাদের প্রতি বিদ্রুপ করে। আল্লাহ তাদের বিদ্রুপের বদলা দিয়েছেন[৪] এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[৫]

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٨٠﴾

(৮০) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর (উভয়ই সমান)। তুমি যদি তাদের জন্য সত্তরবারও[৬] ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবুও কখনোই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। সেটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফ্‌রী করেছে। আর আল্লাহ (এ ধরনের) নাফরমান সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে "এরা" শব্দটি উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) শানে নুযূলঃ সদকা সম্পর্কিত আয়াত নাযেল হওয়ার পর হযরত আব্দুর রহমান ইব্‌নে আউফ (রা.) চার হাজার দিরহাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এনে সদকা করেন। এটা দেখে মুনাফেকরা বলাবলি করতে থাকে যে, সে লোক দেখানোর জন্য এ সদকা করেছে। পক্ষান্তরে আবূ আকীল আনসারী নামক একজন দরীদ্র সাহাবী এক সা' খেজুর সদকা করেন। তখন মুনাফেকরা বিদ্রুপ করে বলতে থাকে, "আল্লাহ এক সা" খেজুরের মুখাপেক্ষী নন। এ সব মুনাফেকদের প্রসঙ্গেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (জালালাইন- টীকা, আবুস-সউদ)

(৩) তরজমায় "অর্থাৎ" যোগ করার কারণ হল, এখানে فاء বর্ণটি ব্যাখ্যামূলক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) এখানে শাব্দিক অর্থ যদিও "আল্লাহ তাদের প্রতি বিদ্রুপ করেছেন", এরপরও উল্লেখিত তর্জমা করার কারণ হল, আরবী অলংকার শাস্ত্রে এ ধরনের বাক্য রীতিকে مشاكلة (যুগ্ম অলংকার) বলা হয়। অর্থাৎ, দুটি বাক্যের শব্দ অভিন্ন কিন্তু অর্থ ভিন্ন। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৫) অর্থাৎ, পরকালের শাস্তি। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৬) এখানে "সত্তরবার" বলে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা বোঝানো হয়নি। বরং "অধিক" বোঝানোই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, তুমি মুনাফেকদের জন্য যতই ক্ষমা প্রার্থনা কর না কেন তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না। কারণ, তারা (প্রকৃত) ঈমান গ্রহণ করেনি। (জালালাইন-টীকা, সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৭৯ নং আয়াত

১. মু'মিনদের আমল নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হারাম।

২. মু'মিনদের আমল নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা মুনাফেকদের চরিত্র। এরূপ করা কোন মু'মিনের কাজ নয়।

৩. অনেক কষ্টে উপার্জন করলেও তা থেকে যথাসাধ্য ব্যয় করা প্রশংসনীয়।

৪. আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের নিয়ে ঘাটাঘাটি করলে আল্লাহর রোষ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। সেমতে মুমিনদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করলে আল্লাহ তার বদলা গ্রহণ করেন।

৫. মুনাফেকদের জন্য জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

● ৮০ নং আয়াত:

১. যারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাদের ক্ষমা লাভের কোনই সম্ভাবনা নেই। এমন কি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ক্ষমা প্রার্থনাও এ ক্ষেত্রে কবুল করা হবে না। কয়েক আয়াত পরে এ ধরনের লোকদের জন্য দুআ করতেও নিষেধ করা হয়েছে।

২. "আর আল্লাহ (এ ধরনের) নাফরমান সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।" এ থেকে বোঝা যায় কুফ্‌র, ফাসেকী ও জুলুমে যারা চরম বাড়াবাড়ির স্তরে উপনীত হয় তারা হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ؕ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨١﴾

(৮১) এসব[১] পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রসূলের (গমনের) পর নিজেদের বসে থাকাতে আনন্দ লাভ করল।[২] এবং তারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন-প্রাণ দিয়ে জেহাদ করাকে অপছন্দ করল আর বললঃ "তোমরা গরমের মধ্যে যুদ্ধে বের হয়ো না।"[৩] তুমি বলে দাও, জাহান্নামের আগুন অধিক গরম। যদি তারা বুঝত।[৪]

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾

(৮২) ফলে তারা হাসবে অল্প[৫] আর কাঁদবে বেশী[৬] তারা যা (পাপ) অর্জন করে চলেছে তার শাস্তির জন্য।

فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا ؕ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ﴿٨٣﴾

(৮৩) অনন্তর আল্লাহ যদি তোমাকে তাদের কোন দলের কাছে[৭] ফেরত আনেন এবং তারা তোমার কাছে জেহাদে বেরোবার অনুমতি চায় তাহলে তুমি বলো যেঃ তোমরা তো কখনোই আমার সাথে বেরোবে না এবং আমার সাথে থেকে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। তোমরা তো প্রথমবার বসে থাকাকে পছন্দ করেছ। সুতরাং যারা পেছনে থাকে তাদের সাথে বসে থাক।[৮]

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٤﴾

(৮৪) আর তাদের মধ্য হতে কেউ মরে গেলে তার উপর কখনো (জানাযার) নামায পড়বে না[৯] এবং তার কবরের কাছেও দাঁড়াবে না।[১০] তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফ্‌রী করেছে এবং নাফরমান (কাফের) অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾

(৮৫) আর তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে; আল্লাহ তো এর কারণে তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তিতে রাখতে চান[১১] এবং যেন কাফের অবস্থায় তাদের প্রাণ বের হয়।[১২]

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে তরজমায় "এসব" শব্দ যোগ করার কারণ হল, المخلفون শব্দের الف ولام এখানে عهد বা নির্দিষ্টতা বোঝানোর জন্য এসেছে। (বয়ানুল কুরআন)

(২) তাবূকের যুদ্ধে প্রায় বারজন মুনাফেক আল্লাহর রসূলের কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে জেহাদে গমন থেকে বিরত রইল এবং এতে তারা খুব আনন্দ বোধ করল। তাদের কথাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে। (জালালাইন-টীকা)

(৩) তাবূকের যুদ্ধ প্রচন্ড গরমের মৌসুমে সংঘটিত হয়েছিল। একজন্যই মুনাফেকরা গরমের ভয় দেখিয়ে লোকদেরকে জেহাদে গমন থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছিল।

(৪) لو كانوا يفقهون – এখানে لو বর্ণটি تمنى অর্থেও হতে পারে। সেমতে অর্থ হবে এরূপ– কত ভাল হত যদি তারা বুঝত! (আবুস-সুউদ)

(৫) এখানে فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا বাক্যের শাব্দিক অর্থ হল, তারা যেন হাসে কম কাঁদে বেশী। অর্থাৎ, বাক্যটি নির্দেশবাচক। তবে মুফাসসিরগণ বাক্যটিকে এখানে "সংবাদ বাচক" সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, এরূপ ঘটা নিশ্চিত এবং অবধারিত। (মাআরিফুল কুরআন)

(৬) অর্থাৎ, তারা দুনিয়াতে অল্প ক'দিন হাসি-আনন্দ করবে, এরপর আখেরাতে অনন্তকাল কাঁদবে এবং শাস্তি ভোগ করবে।

(৭) এখানে "কোন দলের কাছে" বলার কারণ হল, হতে পারে যে, মদীনায় অবস্থানরত মুনাফেকদের কেউ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তাবূক থেকে ফিরে আসার পূর্বে মারা গেছে বা অন্য কোথাও চলে গেছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৮) অর্থাৎ, যারা বাড়ীতে অবস্থান করে যেমনঃ নারী, অসুস্থ ইত্যাদি জেহাদে অক্ষম ব্যক্তি তাদের সাথে তোমরাও গৃহ কোণে বসে থাক। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৯) শানে নুযূল : আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উবাই নামক মুনাফেক সর্দারের মৃত্যুর পর তার পুত্র আব্দুল্লাহ (যিনি খাঁটি মুসলমান) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এসে বলল, "আপনার একটি জামা আমার পিতার কাফনের জন্য দান করুন এবং আপনি স্বয়ং তার জানাযার ইমামত করুন। এতে তার মঙ্গল হবে।" রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিজের জামা দিলেন এবং তার জানাযা পড়ালেন। যদিও হযরত ওমর (রা.) এ সূরার ৮০ নং আয়াতের ভিত্তিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উক্ত মুনাফেকের জানাযা পড়তে বাঁধা দিয়েছিলেন। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হেকমতের কারণে এরূপ করেছিলেন। যা হোক, এ প্রসঙ্গেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এরপর তিনি আর কখনো কোন মুনাফেকের জানাযায় শরীক হননি। (মাআরিফুল কুরআন ও তাফসীরে আশরাফী)

(১০) অর্থাৎ, দাফনের জন্য বা যিয়ারত কিংবা দুআর জন্য তাদের কবরের কাছে যাওয়া যাবে না। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(১১) অর্থাৎ, সম্পদের দ্বারা তাদেরকে সুখী করা কিংবা শান্তিতে রাখা উদ্দেশ্য নয়। বরং সম্পদের দ্বারা তাদেরকে পেরেশানী এবং আতঙ্কের মধ্যে রাখাই উদ্দেশ্য। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(১২) অর্থাৎ, কাফেরদের দুনিয়াতে অধিক সম্পদ এবং জনবল থাকার ফলে তারা পরকাল সম্পর্কে গাফেল হয়ে পড়ে এবং পরিশেষে কাফের অবস্থায়-ই মৃত্যুবরণ করে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮১ নং আয়াত:

১. আয়াতে মুনাফেক-জীবনের তিনটি বিশেষ আচরণ উল্লেখিত হয়েছে। যথা:-

(১) জেহাদ থেকে বিরত থাকতে পেরে খুশী হওয়া।

(২) জেহাদকে অপছন্দ করা।

(৩) অপরকে জেহাদে যেতে নিরুৎসাহিত করা। নিঃসন্দেহে এগুলো মুনাফেকী আচরণ। খাঁটি মু'মিন কখনোই প্রকৃত জেহাদ সম্পর্কে এরূপ আচরণ করতে পারে না। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

২. মুনাফেকদেরকে জাহান্নামের আযাবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে উপরোক্ত কার্যাবলী থেকে বিরত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

● ৮২ নং আয়াত:

১. অধিক হাসা ভাল নয়।

২. মুনাফেকদের জেহাদ থেকে বিরত থেকে পার্থিব জীবনে কয়েক দিন আনন্দ ভোগ করার পরকালীন পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক বাণী রয়েছে।

● ৮৩ নং আয়াত:

১. আয়াতে যেসব মুনাফেক একবার বিনা ওজরে জেহাদ থেকে বিরত রয়েছে তাদেরকে জেহাদের অনুমতি দিতে বারণ করা হয়েছে। কারণ, তারা পূর্ব অপরাধ খণ্ডনের জন্যই জেহাদে যেতে চাইবে, সত্যিকার অর্থে জেহাদের জন্য নয়। এতে প্রমাণিত হয়, দ্বীনি কাজের ক্ষেত্রে মুনাফেক বা দোদুল্যমান হৃদয়ের লোকজন দিয়ে দলভারী করা অনুচিত এবং অর্থহীন। কারণ, এতে লাভের চেয়ে ক্ষতির আশংকাই বেশী।

২. কখনও কখনও কোন ইবাদত ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা সে ইবাদত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। (আইছারুত্তাফাসীর)

● ৮৪ নং আয়াত:

১. কাফের কিংবা প্রকাশ্য মুনাফেকের জন্য জানাযা পড়া কিংবা ইস্তেগফার করা বৈধ নয়। (বয়ানুল কুরআন)

২. কোন কাফেরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য তার সমাধিতে দাঁড়ানো কিংবা তার যিয়ারতে যাওয়া জায়েয নয়। অবশ্য শিক্ষা গ্রহণের জন্য কিংবা কোন বাধ্য-বাধকতার কারণে হলে এর পরিপন্থী নয়। (মাআরিফুল কুরআন)

● ৮৫ নং আয়াত:

১. কাফেরদের জাগতিক সম্পদ দেখে মুগ্ধ হওয়া নিষেধ। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. কাফেরদের ধন-সম্পদ এবং প্রাচুর্য্য তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহ নয়। বরং এগুলো তাদের ইহকাল ও পরকালে শাস্তি ভোগের-ই অবলম্বন মাত্র।

وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَجَٰهِدُوا۟ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَـْٔذَنَكَ أُو۟لُوا۟ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا۟ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَٰعِدِينَ ﴿٨٦﴾

(৮৬) আর যখনই কুরআনের কোন অংশ[১] এ মর্মে নাযেল করা হয় যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর রসূলের সঙ্গী হয়ে জেহাদ কর, তখন তাদের সামর্থ্যবান[২] লোকেরা তোমার কাছে অব্যাহতি চায় এবং বলেঃ আমাদেরকে রেহাই দিন, যারা বসে থাকে তাদের সাথে আমরাও থাকব।

رَضُوا۟ بِأَن يَكُونُوا۟ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾

(৮৭) তারা গৃহে অবস্থানকারিণী নারীদের[৩] সাথে থাকা (কে-ই) পছন্দ করল। আর তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে। ফলে তারা বোঝে না।

لَٰكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ جَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَٰتُ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾

(৮৮) কিন্তু রসূল এবং তাঁর সাথে যারা মু'মিন হয়েছে তারা নিজেদের ধন-সম্পদ এবং নিজেদের জীবন প্রাণ দিয়ে জেহাদ করেছে। আর তাদেরই জন্য রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ।[৪] এবং তারাই সফলকাম।

أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾

(৮৯) আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত; যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। সেটাই মহা সাফল্য।

وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾

(৯০) আর পল্লিবাসীদের মধ্য হতে কিছু অজুহাত পেশকারী লোক এল যেন তাদেরকে অনুমতি (অব্যাহতি) দেয়া হয়[৫] আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে (সম্পূর্ণ) মিথ্যা বলেছিল তারা বসে রইল।[৬] তাদের মধ্যে যারা কাফের থাকবে[৭] তাদের কাছে অচিরেই পৌঁছবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে "সূরা" শব্দের দ্বারা পূর্ণাঙ্গ কোন সূরা বোঝানো হয়নি। বরং শাব্দিক অর্থে তথা কুরআনের যে কোন অংশ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, জেহাদের মর্মে কোন পূর্ণাঙ্গ সূরা অবতীর্ণ হয়নি বরং সূরার অংশ বা আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

(২) এখানে اولوالطول শুধুমাত্র সামর্থ্যবান লোকদেরকে নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়নি। বরং এর দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য হল যে, মুনাফেকদের মধ্যে যারা দরীদ্র তাদের তো ওজর পেশ করার একটা সুযোগ ছিল। কিন্তু যারা ধনী এবং সামর্থবান তারাও জেহাদ থেকে বিরত থাকার জন্য ওজর পেশ করতে লাগল।

(৩) الخوالف শব্দটি خالفة এবং বহুবচন। অর্থঃ গৃহে অবস্থানকারীনী মহিলা। (জালালাইন)

(৪) যাবতীয় কল্যাণ অর্থ হল দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের কল্যাণ। দুনিয়াতে হল, আল্লাহর সাহায্য এবং গনীমত প্রাপ্তি আর আখেরাতে হল জান্নাত এবং মর্যাদা। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৫) মদীনার মুনাফেকদের সম্পর্কে আলোচনার পর পল্লিবাসী মুনাফেকদের আলোচনা এখানে করা হচ্ছে। এসব মুনাফেকদেরকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা হচ্ছে। প্রথম শ্রেণীতে হল ঐসব মুনাফেক যারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এসে বিভিন্ন রকম মিথ্যা ওজর পেশ করে জেহাদে গমন থেকে অব্যাহতি পেতে চাইল। (মাআরিফুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

(৬) এরা হল দ্বিতীয় শ্রেণী। এরা কোনরূপ ওজর পেশ করার প্রয়োজন অনুভব করল না। বরং উদ্ধত হয়ে এমনিই জেহাদ থেকে বিরত রইল। এরা প্রথম শ্রেণীর চেয়েও জঘন্য। তারা নিজেদেরকে মু'মিন বলে যে দাবী করে তা সম্পূর্ণ-ই মিথ্যা।

(৭) অর্থাৎ, যদি তারা শেষ পর্যন্ত তওবা না করে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৮৬ নং আয়াত:

১. কুরআন শরয়ী বিধি-বিধানের উৎস।

২. আয়াতে মুনাফেকদের জেহাদ বিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এবং প্রমাণিত হয় যে, দ্বীনের কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামনে এলে বিভিন্ন ওজর পেশ করে তা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করা মুনাফেকদের স্বভাব। আর "সামর্থ্যবান" মুনাফেকদের ওজর পেশ করার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেউ কোন কাজ করতে না চাইলে তার ওজরের অভাব হয় না।

৩. অনন্যোপায় অবস্থায় জেহাদ থেকে অব্যাহতির অনুমতি প্রার্থনা করাতে কোন ক্ষতি নেই।

৪. ইমামের অনুমতি ব্যতীত জেহাদ থেকে বিরত থাকা জায়েয নয়।

● ৮৭-৮৮ নং আয়াতদ্বয়:

১. আয়াতদ্বয়ে একদিকে মুনাফেকদের জেহাদ বিরোধিতা অপরদিকে পাশাপাশি নবী ও মু'মিনদের জান-মাল ব্যয় করে জেহাদ করার বিবরণ এসেছে। এর দ্বারা জেহাদের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব-ই প্রমাণিত হয়।

২. জেহাদের বিনিময়ে শুধু পরকালে জান্নাত-ই লাভ হবে না, দুনিয়ার কল্যাণও অর্জিত হবে।

● ৮৯ নং আয়াত:

আয়াতে মুজাহিদদের চিরস্থায়ী জান্নাত লাভের কথা বর্ণিত হয়েছে।

● ৯০ নং আয়াত:

আয়াতে মুনাফেকদের শ্রেণী বিন্যাসের দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, উভয় শ্রেণীর মুনাফেক হলেও দ্বিতীয় শ্রেণী অধিক জঘন্য। কারণ, তারা উদ্ধত এবং অহংকারী। আর আল্লাহ অহংকারীদেরকে ভীষণ অপছন্দ করেন। পক্ষান্তরে প্রথম শ্রেণীর মধ্যে কিছুটা নমনীয়তার আভাস পাওয়া যায়।

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى
الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا
لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ
سَبِيْلٍ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩١﴾
وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَاۤ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ
قُلْتَ لَاۤ اَجِدُ مَاۤ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۖ تَوَلَّوْا
وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا
مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿٩٢﴾
اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ
اَغْنِيَآءُ ۚ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ
وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٣﴾

(৯১) দুর্বল লোকদের কোন গোনাহ নেই এবং না রুগ্নদের[১] আর না সেসব লোকদের, যারা ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ যখন তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি নিষ্ঠা রাখে। (এসব) নেককারদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার (অভিযোগের) পথ নেই। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(৯২) আর সেসব লোকদেরও[২] (কোন গোনাহ) নেই যখন তারা তোমার কাছে এসেছে যেন তুমি তাদেরকে বাহন দান কর (আর) (তোমার অবস্থা এই যে,) তুমি বলেছ, এমন কিছু আমি পাচ্ছি না যার উপর তোমাদেরকে সওয়ার করাব। তখন তারা ফিরে যায় এমন অবস্থায় যে, তারা ব্যয় করবে এমন কিছু না পাওয়ার দুঃখে তাদের চোখ অঝোরে অশ্রু প্রবাহিত করছে।

(৯৩) (অভিযোগের) পথ তো তাদের বিরুদ্ধে, যারা স্বচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও তোমার কাছে অনুমতি (অব্যাহতি) চায়।[৩] তারা গৃহে অবস্থানকারিণী নারীদের সাথে থাকাই পছন্দ করেছে। আর আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহে মোহর এঁটে দিয়েছেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) দুর্বল তথা বৃদ্ধ এবং রুগ্ন তথা অন্ধ বা মারাত্মকভাবে অসুস্থ ইত্যাদি ব্যক্তিদের জেহাদে গমন না করাতে কোন গোনাহ নেই। (জালালাইন)

(২) সাতজন আনসারী সাহাবী যাদের জেহাদে যাওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সওয়ারী না থাকার দরুন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এসে সওয়ারী চাইলে তিনিও দিতে সমর্থ হননি। ফলে তারা জেহাদে যেতে না পারার দুঃখে কাঁদতে থাকে। এদের প্রসঙ্গেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (জালালাইন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৩) অর্থাৎ, জেহাদে গমনের পূর্ণ সামর্থ থাকা সত্ত্বেও মিথ্যা ওজর পেশ করে জেহাদ থেকে বিরত থাকে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯১ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি বাস্তব ওজরের কারণে কোন নেক কাজ করতে অক্ষম হয় কিন্তু তার মানসিক অবস্থা হল, যদি সে সামর্থবান হত তবে অবশ্যই উক্ত নেক আমল করত। তাহলে সে উক্ত কাজের বরকত থেকে বঞ্চিত হবে না। (বয়ানুল কুরআন)

● ৯২ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের অবিস্মরণীয় আল্লাহ, রসূল এবং ইসলাম প্রেমের নযির পাওয়া যায়। আশ্চর্য্য যে, সামর্থবান সাহাবাগণ তো নিজের জান-মাল সবকিছু কোরবান করে জেহাদে শরীক হয়েছেনই। যাদের নেই তারাও কেঁদে কেঁদে বিলাপ করছেন যে, আমরা কেন আল্লাহর সামনে নিজেকে কুরবানী করতে পারলাম না। (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

● ৯৩ নং আয়াত:

আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয়, অবাস্তব ওজর পেশ করার মাধ্যমে নেককাজ থেকে বিরত থাকা অতি জঘন্য অপরাধ। এর ফলে অন্তরে মোহর পড়ে যায়। ফলে নেকী-বদীকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা আর অবশিষ্ট থাকে না।

১০ নং পারা সমাপ্ত

পারা-১১

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ؕ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ؕ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٤﴾

(৯৪) তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে যাবে, তখন তারা তোমাদের কাছে ওজর পেশ করবে। তুমি বলে দিওঃ ওজর পেশ করো না। আমরা আদৌ তোমাদেরকে বিশ্বাস করব না। আল্লাহ তো আমাদেরকে তোমাদের কিছু বৃত্তান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। আর ভবিষ্যতে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদের আমল পর্যবেক্ষণ করবেন[১]। তারপর তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে এমন সত্তার কাছে যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে অবগত। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা তোমরা করতে।

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ اِنَّهُمْ رِجْسٌ ۙ وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٥﴾

(৯৫) তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে যাবে, তখন অবশ্যই তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর শপথ করবে- যেন তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর।[২] সুতরাং ওদেরকে তোমরা উপেক্ষা কর। (কেননা) ওরা তো অপবিত্র এবং ওরা যা অর্জন করে আসছে তার বদলাস্বরূপ ওদের ঠিকানা হল জাহান্নাম।

يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٩٦﴾

(৯৬) তারা তোমাদের কাছে শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। বস্তুত তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ তো এরূপ ফাসেক সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হন না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, ভবিষ্যতে তোমরা ভাল আমল করলে আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিবেন।

(২) অর্থাৎ, যেন তোমরা তাদেরকে তিরস্কার না কর। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৪ নং আয়াত:

১. আয়াতে মুনাফেকদের ওজর পেশ করা সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, যা সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। এটা কুরআন সত্য হওয়ার একটা দলীল।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

২. কোন বিষয়ে ওজর পেশ করার বিধিবদ্ধতা প্রমাণিত হয়। তবে শর্ত হল, ওজর সত্য হতে হবে, মিথ্যা নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. মুনাফেকদেরকে পরকালের আযাবের ব্যাপারে হুশিয়ার করা হয়েছে।

৪. আল্লাহ তা'আলা দৃশ্য-অদৃশ্য সব বিষয়ের জান্তা।

● ৯৫ নং আয়াত:

১. পুনরায় মুনাফেকদের ওজর পেশ করা সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

২. আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, মুনাফেকরাও মুশরিকদের মতই নাপাক এবং অপবিত্র। কাজেই তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে কোনই লাভ নেই। (প্রাগুক্ত)

৩. মুনাফেকদের পরিণাম হল জাহান্নাম।

● ৯৬ নং আয়াত:

১. যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে নাফরমানী করে এবং ফাসেক তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা হারাম। (প্রাগুক্ত)

২. কারো প্রতি মু'মিনদের সন্তুষ্টি-ই একথার প্রমাণ বহন করে না যে, তার প্রতি আল্লাহ তা'আলাও সন্তুষ্ট। (জালালাইন-এর টীকা)

৩. আল্লাহ তা'আলা অবাধ্য সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট নন।

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّ نِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٩٧﴾

(৯৭) পল্লিবাসী লোকেরা কুফর ও মুনাফেকীতে বেশী কঠোর।[১] এবং আল্লাহ তাঁর রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তার সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার তারাই অধিক যোগ্য।[২] আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٩٨﴾

(৯৮) আর ঐ পল্লিবাসীদের মধ্যে কিছুলোক এমন আছে, যারা আল্লাহর পথে যা ব্যয় করে[৩] তাকে জরিমানা বলে গণ্য করে এবং তোমাদের জন্য (কালের) আবর্তনসমূহের (অর্থাৎ, দুর্দিনের) প্রতীক্ষায় থাকে। তাদের-ই উপর হোক অশুভ আবর্তন! আর আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন।

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٩﴾

(৯৯) এবং পল্লিবাসীদের মধ্যে কিছুলোক এমনও আছে, যারা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং তারা যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহর নৈকট্য ও রসূলের দুআ লাভের মাধ্যম বলে গণ্য করে। জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে এ কাজ তাদের জন্য (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের মাধ্যম। অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহের মধ্যে[৪] দাখিল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) এখানে গ্রাম্য মুনাফেকদের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, গ্রাম্য মুনাফেকরা শহরের মুনাফেকদের তুলনায় বেশী কুফর ও মুনাফেকীতে লিপ্ত। এর কারণ হল তাদের অন্তর অত্যাধিক কঠিন হয়ে থাকে।

(২) এর কারণ হল, তারা আলেমগণের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত থাকে। (বয়ানুল কুরআন)

(৩) "আল্লাহর পথে" কথাটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৪) অর্থাৎ, "জান্নাতের" মধ্যে। (প্রাগুক্ত)

আহকাম ও শিক্ষা

● ৯৭ নং আয়াত:

১. শহর ও পাড়াগাঁ সব স্থানে ভাল-মন্দ কাফের মুনাফেক সব ধরনের লোক বিদ্যমান থাকে, তবে পাড়াগাঁয়ে মন্দের মাত্রা বেশী হয়।

২. আয়াতের দ্বারা বোঝা যায়, পাড়াগাঁয়ে বসবাস করা উত্তম নয়। কেননা, পাড়াগাঁয়ের লোকেরা উন্নত শিক্ষা, সভ্যতা, আচরণ এবং অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের ইল্‌ম থেকে অজ্ঞ থেকে যায়। তবে ফেতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গ্রামে চলে যাওয়া দূষণীয় নয় বরং উত্তম। (আইছারুত্তাফাসীর)

৩. আয়াতের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জানা যায় যে, উলামা এবং নেককার লোকদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকলে অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এজন্য তাদের সংস্পর্শ অবলম্বন করা উচিত। (বয়ানুল কুরআন)

৪. আল্লাহ তা'আলার দুটি গুণের কথা বর্ণিত হয়েছে।

● ৯৮ নং আয়াত:

১. আয়াত থেকে শিক্ষণীয় হল, মানুষ যখন নিজেকে তার সম্পত্তির প্রকৃত মালিক মনে করবে তখন আল্লাহর পথে ব্যয় করা তার কাছে জরিমানার মত মনে হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহকে সবকিছুর মালিক বিশ্বাস করলে দান-সদকা করতে পারাকে মানুষ গনীমত মনে করবে। (প্রাগুক্ত)

২. মুনাফেকরা মু'মিনদের সম্পর্কে যা কিছু বলে আল্লাহ তা'আলা তা সব শোনেন ও জানেন।

● ৯৯ নং আয়াত:

১. পাড়াগাঁয়ে মু'মিন মুত্তাকী লোকদেরও বসবাস রয়েছে। অতএব ঢালাওভাবে পাড়াগাঁয়ের লোকদেরকে মন্দ ভাবা উচিত নয়।

২. দান করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। দান করা দ্বারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জিত হয়।

৩. দান করা দ্বারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুআ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দানকারীর জন্য দুআ করে দিতেন। এ থেকে বোঝা যায়, এখনও কারও সামনে কেউ দান করলে তার জন্য দুআ করা চাই।

৪. মু'মিন মুত্তাকী ও দানকারীদের জন্য জান্নাতের সু-সংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

৫. "নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" বলে দানকারীদের জন্য ক্ষমা লাভপূর্বক আল্লাহর রহমতে জান্নাত লাভ করার বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٠٠﴾

(১০০) আর যেসব মুহাজির ও আনসারগণ অগ্রগামী (এবং) প্রথম[১]এবং যারা ইখলাসের সাথে তাদের অনুসরণ করে[২] তাদের (সকলের) প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তারাও সন্তুষ্ট তাঁর প্রতি। আর আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত সমূহ, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। এটা বিরাট সফলতা।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۛ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛ مَرَدُوْا عَلَي النِّفَاقِ ڰ لَا تَعْلَمُهُمْ ۭ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۭ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠١﴾

(১০১) তোমাদের পার্শ্ববর্তী পলিবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ আছে এমন মুনাফেক যে, তারা মুনাফেকীর ক্ষেত্রে এমন চরমে পৌঁছেছে[৩] যে, তুমি তাদেরকে জান না, আমিই তাদেরকে জানি। অবশ্যই আমি তাদেরকে শাস্তি দিব দু'বার।[৪] পরে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে মহা শাস্তির দিকে।

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ۭ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٠٢﴾

(১০২) এবং অপর কিছু লোক রয়েছে যারা নিজেদের ভুল-বিচ্যুতি স্বীকার করেছে[৫]। যারা মিশ্রিত করেছে (কিছু) নেক কাজ ও (কিছু) মন্দ কাজ[৬]। আশা রয়েছে যে, আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতানুসারে "সাবিকীন আওয়ালীন" দ্বারা উদ্দেশ্যে হল, সেসব সাহাবায়ে কেরাম যারা কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে ঈমান আনয়ন করেছিলেন অথবা মতান্তরে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন কিংবা "বাইয়াতে রিদওয়ানে" অংশ নিয়েছিলেন। আর কতিপয় মুফাসসিরের মতে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম হলেন "সাবিকীন আওয়ালীন" পরবর্তী সমস্ত উম্মতের তুলনায়। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(২) এ বাক্যের দ্বারা তাবেঈন এবং পরবর্তী সমস্ত উম্মত যারা সাহাবায়ে কেরামের যথার্থ অনুসরণ করে তারাই উদ্দেশ্য।

(৩) "চরমে পৌঁছেছে" একথা বলার কারণ হল, এসব মুনাফেকরা মুনাফেকীতে এতই পটু ছিল যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূক্ষ্মদর্শীতায় জগতশ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাদের মুনাফেকী বুঝতে পারেন নি। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) দু'বার শাস্তি হল এই- (ক) দুনিয়াতে তাদের মুনাফেকী প্রকাশিত হওয়ার ফলে লাঞ্ছনা (খ) আখেরাতের শাস্তি। (আইছারুত্তাফাসীর)

(৫) মুসলমানদের মধ্যে দশ ব্যক্তি বিনা ওজরে তাবূক-যুদ্ধে গমন থেকে বিরত থেকেছিল। এদের মধ্যে সাতজন মসজিদে এসে নিজেদের ভুল-বিচ্যুতি স্বীকার করে মসজিদের খুটির সাথে নিজেদেরকে বেঁধে ফেললেন এবং কসম করলেন যে, আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কেউ যেন আমাদেরকে না খোলে। এ প্রসঙ্গেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(৬) তাদের নেক কাজসমূহ হল, ঈমান আনয়ন করা এবং পূর্ববর্তী অন্যান্য জেহাদে শরীক হওয়া। আর মন্দ কাজ হল, বিনা ওজরে তাবূকের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও আইছারুত্তাফাসীর)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০০ নং আয়াত:

১. সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সকলেই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত এবং জান্নাতী, যদিও তাঁদের থেকে কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম থেকে সংঘটিত কোন বিষয় বাহ্যিকভাবে ত্রুটি-বিচ্যুতি বলে মনে হলেও সে কারণে তাঁদের সমালোচনা করা অনুচিত।

২. যারা সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করবে তারাও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হবে।

৩. "আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত" এ থেকে বোঝা যায় জান্নাত পূর্বাহ্নেই তৈরি অবস্থায় রয়েছে। এমন নয় যে, পরে তৈরি করা হবে।

৪. জান্নাত লাভ করতে পারা হচ্ছে মহা সফলতা।

● ১০১ নং আয়াত:

১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আশপাশে মুনাফেক থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন "তুমি তাদেরকে জান না।" এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, গায়েব এর ইল্‌ম একমাত্র আল্লাহর-ই রয়েছে। অন্য কোন ব্যক্তি তো দূরের কথা স্বয়ং রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এরও গায়েব-এর ইল্‌ম ছিল না। (বয়ানুল কুরআন ও আইছারুত্তাফাসীর)

৩. মুনাফেকদের দুনিয়াতেই দ্বিগুণ শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। তার একটা হল তাদের লাঞ্ছিত হওয়া। আর একটা হল কবরের শাস্তি। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. পরকালে মুনাফেকদেরকে মহা শাস্তি ভোগ করতে হবে।

● ১০২ নং আয়াত:

১. আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, যেসব মুসলমান নেক আমলের সাথে বদ আমলও করেছে, তারা যদি আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে আশা করা যায় যে, তিনি ক্ষমা করে দিবেন। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ তা'আলার দুটি গুণের কথা বর্ণিত হয়েছে। তা হল আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। অতএব তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি নিজ ক্ষমা ও দয়াগুণে তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٣﴾

(১০৩) তাদের ধন-সম্পদ থেকে তুমি সদকা গ্রহণ কর[১]। যার দ্বারা তাদেরকে তুমি পাক-পবিত্র করে দিবে এবং তাদের জন্য দুআ কর। নিশ্চয়, তোমার দুআ তাদের জন্য (হৃদয়ের) প্রশান্তি। আর আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾

(১০৪) তারা কি অবগত হয়নি যে, আল্লাহ-ই তো নিজ বান্দাদের তওবা কবূল করেন, সদকাসমূহ গ্রহণ (কবূল) করেন আর এই যে, আল্লাহ-ই তো খুব তওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু।

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٥﴾

(১০৫) আর তুমি বলে দাও, তোমরা আমল করতে থাক। এর পরবর্তীতে অবশ্যই আল্লাহ লক্ষ্য করবেন তোমাদের আমল এবং তাঁর রসূল ও মু'মিনগণও (লক্ষ্য করবে)। আর অবশ্যই তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে এমন সত্তার কাছে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য (সবকিছু) অবগত। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন তোমরা যা করতে।

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠٦﴾

(১০৬) আর অপর কিছু লোক আছে, যাদের ব্যাপার স্থগিত আছে আল্লাহর নির্দেশের জন্য[২]। তিনি হয়ত তাদেরকে শাস্তি দিবেন অথবা তাদের তওবা কবূল করবেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অত্যন্ত হেকমতওয়ালা।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) ১০২ নং আয়াত নাযেল হওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত সাতজনের বাঁধন খুলে দিলেন। তারা নিজেদের ধন-সম্পদ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে পেশ করে বললেন, এগুলোই সব অনর্থের কারণ। আপনি এগুলো সদকা করে দিন। তিনি বললেন, আল্লাহর আদেশ ছাড়া আমি তা করব না। তখনি আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(২) পূর্বোক্ত দশজনের বাকী তিনজন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এসে অপরাধ স্বীকার করলেন। তারা হলেন, কা'ব ইব্নে মালিক, মুরারা ইব্নে রবী' এবং হিলাল ইব্নে উমাইয়া। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে তাদের সাথে মেলামেশা করতে নিষেধ করে দিলেন। এ প্রসঙ্গেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০৩ নং আয়াত:

১. আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, সদকার ফলে মানুষের গোনাহ মাফ হয় এবং অন্তর পবিত্র হয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, কারো থেকে সদকা গ্রহণের পর তার জন্য দুআ করা উত্তম। (প্রাগুক্ত)

৩. আয়াতের শেষে "আল্লাহ সব জানেন" বলে ইংগিত করা হয়েছে যে, দান-সদকা প্রদানের ক্ষেত্রে মনের নিয়ত যেন সহীহ থাকে, আল্লাহ তা'আলা মনের নিয়ত সম্পর্কেও অবহিত আছেন।

● ১০৪ নং আয়াত:

১. বান্দা যত গোনাহ-ই করুক না কেন আল্লাহ তার তওবাকে কবূল করেন। কাজেই মানুষের উচিত বেশী বেশী তওবা করা।

২. আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান-সদকা করলে আল্লাহ তা কবূল করেন।

৩. আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত তওবা কবূলকারী ও অতি দয়ালু।

● ১০৫ নং আয়াত:

১. আল্লাহ তা'আলা বান্দার আমল দেখেন ও সেমতে তাকে পুরস্কার দান করবেন।

২. পুনরুত্থানের কথা বর্ণিত হয়েছে।

৩. আল্লাহ তা'আলা গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে (সবকিছু) অবগত। সেমতে ভাল-মন্দ যা কিছুই গোপনে করা হোক বা প্রকাশ্যে তিনি তার বদলা দান করবেন।

● ১০৬ নং আয়াত:

১. আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে (তিন ব্যক্তিকে) শাস্তির ভয় এবং তওবা কবূলের আশা উভয়ের মধ্যে দোদুল্যমান রেখেছেন। এরূপ করার উপকারীতা হল, আল্লাহর ভয় গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। আর আশা নেক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আল্লাহ তা'আলার সব কাজের মধ্যে হেকমত থাকে। তিনি অত্যন্ত হেকমতওয়ালা। উপরোক্ত তিন সাহাবীর ব্যাপারে যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল, তার মধ্যেও আল্লাহ পাকের হেকমত নিহিত রয়েছে।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا ۢ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٧﴾

(১০৭) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে[১] যারা মসজিদ বানিয়েছে ক্ষতিসাধন, কুফরী এবং মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে[২] এবং ঐ লোকের জন্য ঘাঁটি বানানোর উদ্দেশ্যে, যে ইতিপূর্বেই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে[৩]। আর তারা অবশ্যই শপথ করে বলবে, "আমরা তো কল্যাণ-ই চেয়েছি।" পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى
التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ
فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ
الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿١٠٨﴾

(১০৮) তুমি কখনো সেখানে (নামাযের জন্য) দাঁড়াবে না। অবশ্য যেই মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার উপর, সেটিই তোমার নামাযে দাঁড়ানোর অধিক যোগ্য[৪]। সেখানে এমন অনেক লোক আছে যারা উত্তমরূপে পবিত্র হওয়াকে পছন্দ করে[৫]। আর আল্লাহ উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জনকারী-দেরকে ভালবাসেন।

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ
خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ
فَانْهَارَ بِهٖ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

(১০৯) তবে কি যে ব্যক্তি নিজ গৃহের ভিত্তি রেখেছে আল্লাহর ভয় ও সন্তুষ্টির উপর, সে অধিক উত্তম না-কি যে ব্যক্তি নিজ গৃহের ভিত্তি রাখে এমন কোন গর্তের কিনারায় যা ধ্বসে পড়ার নিকটবর্তী। তারপর তাকে নিয়ে তা জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়[৬]। আর আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِىْ بَنَوْا رِيْبَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ
اِلَّاۤ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١١٠﴾

(১১০) তাদের ইমারত –যা তারা বানিয়েছে– তাদের অন্তরে সর্বদা সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে[৭] (হাঁ) তাদের অন্তর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে ব্যতিক্রম[৮]। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী মহা হেকমতওয়ালা।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) "তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন)

(২) বারোজন মুনাফেক মিলে ইসলামের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে আবূ আমের নামক এক পাদ্রীর নির্দেশে মদীনার কাছেই একটি মসজিদ বানিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেখানে নামায আদায়ের জন্য আবেদন করল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবূক থেকে ফিরে এসে নামায আদায় করবেন বলে কথা দিলেন। তাবূক থেকে ফেরার পথে মুনাফেকদের চক্রান্ত ফাঁস করে দিয়ে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন উক্ত মসজিদ জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। (সংক্ষেপিত, জালালাইন, মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

(৩) এ লোকটি হল ইয়াহুদী পাদ্রী আবূ আমের । সে ইতিপূর্বে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত ছিল এবং ঘোষণা করেছিল যে, হে মুহাম্মাদ! তোমার বিরুদ্ধে যারাই যুদ্ধে লিপ্ত হবে তাদের সাথে মিশে আমিও তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। তার পরামর্শেই উক্ত মসজিদ বানানো হয়।

(৪) এখানে "মসজিদে কুবা" কে বোঝানো হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হিজরতের পর মদীনায় গমন করে যেখানে তিনি নামায আদায় করতেন।

(৫) অর্থাৎ, তারা বাহ্যিক নাপাকী থেকে উত্তমরূপে পবিত্রতা হাসিল করে অথবা গোনাহ থেকে পবিত্র থাকে। এখানে মদীনার সাহাবীদের প্রশংসা করা হয়েছে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর ও মাআরিফুল কুরআন)

(৬) এখানে উপমার দ্বারা "মসজিদে জিরার"কে বোঝানো হয়েছে। কেননা, সেটি কুফ্‌রীর নিয়তে নির্মাণ করা হয়েছিল। কাজেই এটি তাদেরকে নিয়ে জাহান্নামেই পতিত হবে।

(৭) কারণ, তারা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এটি বানিয়েছিল তা পূরণ হয়নি। তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেছে এবং সেই গৃহকেও জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে এই ব্যর্থতার দরুণ তারা চিরকাল-ই আফসোস করবে। (বয়ানুল কুরআন)

(৮) অর্থাৎ, তাদের অন্তর যদি উপলব্ধির যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলে তাহলে ভিন্ন কথা। তাহলে তাদের অন্তর সন্দেহমুক্ত ও প্রশান্ত হতে পারে। (আবুস-সুউদ) এ বাক্যের দ্বারা উদ্দেশ্য হল তারা চিরকাল আফসোস করবে।

আহকাম ও শিক্ষা

● ১০৭ নং আয়াত:

১. মুসলমানদের ক্ষতিসাধন এবং মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা অতি জঘন্য অপরাধ।

২. যারা আল্লাহ, আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে তথা দ্বীনের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তাদেরকে ঘাটি প্রদান করা, তাদেরকে আশ্রয় প্রদান করা জঘন্য অপরাধ।

৩. আয়াত থেকে বোঝা যায়, অনেক সময় ভাল কাজ মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়। এ ধরনের কাজে ছওয়াবের কোনই আশা নেই।

৪. আয়াতের দ্বারা আরও বোঝা যায়, বর্তমান যুগে কোন মসজিদের কাছাকাছি অন্য মসজিদ যদি নির্মাণ করা হয় মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, তবে ছওয়াবের পরিবর্তে গোনাহ হবে। তবে উক্ত মসজিদের আদব রক্ষা করতে হবে এবং তাতে নামায আদায় করলে নামায শুদ্ধ হবে। তাকে "মসজিদে জিরার" বলে আখ্যায়িত করা সহীহ হবে না। কারণ মসজিদে জিরার প্রকৃত পক্ষে মসজিদ-ই ছিল না। পক্ষান্তরে এটি তো মসজিদ। (মাআরিফুল কুরআন ও বয়ানুল কুরআন)

৫. কসম করেও মানুষ মিথ্যা বলতে পারে। অতএব কারও কসম শুনেই তাকেই সত্যবাদী সাব্যস্ত করা যাবে না।

● ১০৮ নং আয়াত:

১. আয়াতে "মসজিদে জিরারে" নামায আদায় থেকে বিরত থাকতে বলার কারণ হল, এর দ্বারা মুনাফেকদের অবস্থান শক্তিশালী হবে। এতে প্রমাণিত হয়, ইসলামের শত্রুদের শক্তি অর্জিত হয় এমন কিছু করা যাবে না। (বয়ানুল কুরআন)

২. আয়াতের দ্বারা নেক লোকদের পরিবেশে থাকার গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

৩. আয়াতে দৈহিক এবং আত্মিক উভয় প্রকারের পবিত্রতা অর্জনকে উৎসাহিত করা হয়েছে। (আইছারুত্তাফাসীর)

৪. দৈহিক এবং আত্মিক উভয় ধরনের পবিত্রতাকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

● ১০৯-১১০ নং আয়াতদ্বয়:

আয়াতদ্বয়ে জালেম এবং খোদাদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। তারা হেদায়াত থেকে বঞ্চিত থাকবে, তাদের কর্ম তাদের জন্য মর্ম যন্ত্রণার কারণ হবে এবং তারা জাহান্নামে যাবে। এভাবে তারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ؕ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١١١﴾

(১১১) নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জান-প্রাণ এবং তাদের ধন-সম্পদকে ক্রয় করে নিয়েছেন এর বিনিময়ে যে, তাদের জন্য অবশ্যই জান্নাত রয়েছে[১]। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। অতঃপর তারা মারে এবং মরে[২]। এ ব্যাপারে (তিনি) সত্য ওয়াদা করে রেখেছেন[৩] তাওরাত, ইঞ্জীল এবং কুরআনে। আর আল্লাহ অপেক্ষা নিজ ওয়াদা অধিক পালনকারী কে আছে? অতএব তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর সেই ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে যা তোমরা তাঁর সাথে সম্পাদন করেছ। এবং এটাই মহা সফলতা।

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾

(১১২) তারা[৪] তওবাকারী, ইবাদতকারী, (নেয়ামতের) প্রশংসাকারী, রোযা পালনকারী[৫] রুকু আদায়কারী, সাজদাকারী, নেককাজের নির্দেশ দানকারী, পাপ কাজ থেকে নিষেধকারী এবং আল্লাহর সীমারেখাগুলোর হেফাজতকারী। আর এই মু'মিনদেরকে তুমি শুভ সংবাদ (শুনিয়ে) দাও।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শানে নুযূল: হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় থাকাকালীন মদীনার লোকেরা মোট তিনবার মক্কায় এসে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-র কাছে বায়আত করে। শেষবারে মোট ৭৫ ব্যাক্তি বায়আত করতে এলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ইবাদত করার এবং মদীনায় গেলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হেফাজতের দায়িত্ব নেয়ার উপদেশ দেন। উত্তরে তারা বলল, আমরা-এর বিনিময়ে কী পাব? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জান্নাত। এ প্রসঙ্গেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(২) জেহাদ সম্পর্কিত এটিই প্রথম আয়াত, যা মক্কায় অবতীর্ণ হয়। যদিও এটি কার্যকরী হয় মদীনা গমনের পর। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) "তিনি করে রেখেছেন" কথাটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

(৪) "তারা" এখানে উহ্য আছে। এ আয়াতের দ্বারা পূর্বোক্ত আয়াতে উল্লেখিত মু'মিন মুজাহিদগণের নয়টি বিশেষ গুণ বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। (মাআরিফুল কুরআন)। কেউ কেউ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এই নয়টি গুণ কারো মধ্যে থাকলে সে-ও জান্নাতী হবে যেভাবে মুজাহিদরা জান্নাতী। যদিও সে জেহাদ না করে। (সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৫) কারো কারো মতে السائحون দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইল্‌মে দ্বীনের ছাত্র। তবে অধিকাংশের মতে রোযাদার-ই উদ্দেশ্য। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১১ নং আয়াত:

১. ইসলামে জেহাদের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে জানা গেল। তাহলো, জেহাদের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা জান্নাত রেখেছেন।

২. জেহাদের হুকুম পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্যও ছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

৩. আয়াতে বান্দার উপর আল্লাহর অপূর্ব অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে। তারই দেয়া জীবন-সম্পদের মোকাবেলায় তিনি বান্দাকে জান্নাত দান করেন।

৪. আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন।

৫. জেহাদের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করতে পারা মহা সাফল্য। যদিও জীবন চলে যাওয়ায় ব্যর্থতা অনুমিত হতে পারে কিন্তু তার বিনিময়ে জান্নাত লাভ এটা বড়ই সাফল্য।

● ১১২ নং আয়াত:

১. আয়াতে জান্নাতী মু'মিনগণের নয়টি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই জান্নাতের আশা পোষণকারী প্রত্যেক মু'মিনের জন্য উচিত উপরোক্ত গুণাবলী অর্জন করা। সেগুণাবলী হল- তওবা করা, ইবাদত করা, শোকর আদায় করা, রোযা পালন করা, রুকু করা, সাজদা করা, নেককাজের নির্দেশ দান, পাপ কাজ থেকে নিষেধ করা এবং আল্লাহর সীমারেখাগুলোর হেফাজত করা।

২. উপরোক্ত গুণাবলীর ভিত্তিতে জান্নাতের সু-সংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِىْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١١٣﴾

(১১৩) মুশরিকদের জন্য মাগফেরাত কামনা করা নবী এবং মু'মিনদের উচিত নয়[১] যদিও তারা আত্মীয় হয়, তাদের (নবী ও মু'মিনের) কাছে একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা অবশ্যই জাহান্নামী[২]।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ﴿١١٤﴾

(১১৪) আর ইবরাহীমের[৩] নিজ পিতার জন্য মাগফেরাত কামনা ছিল কেবল সেই ওয়াদার কারণে যা সে তার সাথে করে রেখেছিল[৪]। অতঃপর যখন তাঁর কাছে সুস্পষ্ট হল যে, সে-তো আল্লাহর দুশমন, তখন তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিল। নিঃসন্দেহে ইবরাহীম (ছিলো) বড় কোমল হৃদয়ের অধিকারী, সহিষ্ণু।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا ۢ بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾

(১১৫) আর আল্লাহ এমন নন যে, কোন সম্প্রদায়কে গোমরাহ করবেন তাদেরকে হেদায়াত দানের পর যতক্ষণ না তাদেরকে স্পষ্ট করে বলে দেন সেসব বিষয় যা থেকে তারা বেঁচে থাকবে[৫]। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١١٦﴾

(১১৬) নিশ্চয়, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। এবং তোমাদের জন্য নেই আল্লাহ ছাড়া কোন বন্ধু, আর না কোন সাহায্যকারী।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) শানে নুযূল: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আন্তরিক চেষ্টার পরও আবু তালিব কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণের পর তিনি বলেছিলেন, নিষেধাজ্ঞা আসার পূর্ব পর্যন্ত আমি তার জন্য দুআ করতে থাকব। তখন অন্যান্য সাহাবীগণও নিজ মৃত কাফের আত্মীয়-স্বজনের জন্য দুআ করতে লাগলেন। এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন-টীকা)

(২) অর্থাৎ, কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার দ্বারাই সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা জাহান্নামী। কারণ, এরপর ঈমান আনয়নের আর কোন সুযোগ নেই।

(৩) ১১৩ নং আয়াত নাযেল হওয়ার পর অনেকের মনে সন্দেহ হল যে, এরূপ দুআ করা নিষিদ্ধ হলে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর মুশরিক পিতার জন্য কেন দুআ করেছিলেন? এর উত্তরে-ই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর মুশরিক পিতা আযরকে বলেছিলেন যে, "আমি আপন প্রতিপালকের কাছে আপনার জন্য মাগফেরাত কামনা করব" (১৯ঃ ৪৭) আয়াতে সে ওয়াদার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(৫) শানে নুযূল: যেসব সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের মৃত মুশরিক আত্মীয়দের জন্য মাগফেরাত কামনা করেছিলেন তারা উপরোক্ত আয়াত দুটি নাযেল হওয়ার পর আশঙ্কা করছিলেন যে, হয়ত এর কারণে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহী করতে হবে। তাঁদের এই আশঙ্কা দূর করার জন্য আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় যে, কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আসার পূর্বে সে বিষয়ে ধর-পাকড় হয় না। (জালালাইন এর টীকা)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১৩ নং আয়াত:

১. যারা কাফের এবং মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাদের মাগফেরাতের জন্য দুআ করা জায়েয নয়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. ঈমান আনয়ন ছাড়া শুধুমাত্র ভাল লোকের সাথে সুসম্পর্ক দ্বারা নাজাত হবে না। এমনকি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও ঈমান ছাড়া তাদের নাজাত হয়নি। অতএব যারা মনে করে কোন পীর মুরশিদের সাথে সম্পর্ক রাখলেই তাদের নাজাত হয়ে যাবে তারা বড়ই ভুলের মধ্যে রয়েছে।

● ১১৪ নং আয়াত:

১. আয়াত দ্বারা ওয়াদা পূরণ করার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, নবীগণ কোন অন্যায় করতে পারেন না। হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্বন্ধে এ ধরনের একটি সন্দেহ উদয় হওয়া মাত্রই আল্লাহ তা'আলা তা খণ্ডন করে দেন।

৩. আল্লাহর দুশমনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন তথা আল্লাহর দুশমনদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়।

৪. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিশেষ দুটি গুণের কথা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী, সহিষ্ণু।

● ১১৫ নং আয়াত:

১. আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে প্রথমে বিধান দেন পরবর্তীতে সে অনুযায়ী আমল না করলে তাকে গোমরাহ করেন। বিধান দেয়ার পূর্বে মানুষের জন্য কোন শাস্তি বা জবাবদিহিতা নেই।

২. আল্লাহ চান যে, মানুষ গোনাহ থেকে পরহেয করুক।

৩. আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত। সেমতে কে তাঁর বিধান অনুযায়ী আমল করে না তা তিনি ভালভাবেই জানেন।

● ১১৬ নং আয়াত:

১. আসমানসমূহ এবং পৃথিবীর রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর। অতএব বিধান দেয়ার অধিকারও একমাত্র তাঁরই। জীবন-এরণও তাঁরই হাতে। জীবন তাঁরই দান। অতএব এই জীবন তাঁরই উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা চাই।

২. আল্লাহ ছাড়া মানুষের কোন প্রকৃত বন্ধু এবং সাহায্যকারী নেই। সুতরাং সর্বাবস্থায় আল্লাহর-ই অনুগত থাকা মানুষের কর্তব্য।

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٧﴾

(১১৭) নিশ্চয় আল্লাহ অনুগ্রহপরায়ণ হয়েছেন নবী, মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা তাঁর অনুসরণ করেছে কঠিন মুহূর্তে[৬] তাঁদের এক দলের অন্তর বিচ্যুত হবার উপক্রম হওয়ার পরও[৭]। অতঃপর তিনি তাদের প্রতিও অনুগ্রহ-পরায়ণ হলেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি পরম দয়ার্দ্র, অতি করুণাময়।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١١٨﴾

(১১৮) এবং সেই তিনব্যক্তির প্রতিও (অনুগ্রহ পরায়ণ হলেন) যাদের ব্যাপার স্থগিত[৩] ছিল এমনকি যখন পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে গেল[৪] আর তারা বুঝতে পারল আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে কোন আশ্রয় স্থল নেই। একমাত্র তার দিকে ফিরে যাওয়া ছাড়া। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ হলেন যেন তারা তওবা করে। নিশ্চয়, আল্লাহ-ই হলেন অত্যন্ত তওবা কবূলকারী, অতি করুণাময়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

(১১৯) হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যপন্থীদের[৫] সাথে থাক।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) কঠিন মুহূর্ত বলার কারণ হল, তাবূক যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিল তীব্র গরমের মৌসুমে এবং তখন খাদ্য সংকট এ পর্যায়ে ছিল যে, একটি খেজুর দু'জন ভাগ করে খেতেন এবং একটি উটের উপর দশজন সাহাবী পালাক্রমে আরোহণ করতেন। (জালালাইন)

(২) এখানে "ফিরে যাওয়া" অর্থ ধর্মান্তর নয় বরং তীব্র সংকটের ফলে কিছু সাহাবী সাহস হারিয়ে ফেলছিলেন। পরে তারা তওবা করেন এবং আল্লাহ তওবা কবূল করেন। (মাআরিফুল কুরআন)

(৩) خلفوا -এর শাব্দিক অর্থ যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছে। ভাবার্থ হল যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্থগিত ছিল। (মাআরিফুল কুরআন)

(৪) আয়াতে উল্লেখিত তিনজন সাহাবী হলেন হযরত কা'ব ইবনে মালেক, মুরারা ইব্নে রবী' এবং হেলাল ইব্নে উমাইয়া (রা.)। তাঁরা খাঁটি মুসলমান ছিলেন এবং তাবূকের যুদ্ধে শরীক হওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সামান্য অলসতার দরুণ শরীক হতে পারেননি। তাঁরা অপরাধ স্বীকারের পর শাস্তি স্বরূপ সমস্ত মুসলমানদের সাথে তাঁদের কথা-বার্তা ও চলাফেরা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। অতঃপর পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হলে তাঁদের ক্ষমা ঘোষণা করে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(৫) অর্থাৎ, যারা কথায়, কাজে, নিয়তে, ইচ্ছায়, ভেতরে এবং বাইরে সমান সত্য হয় তাদের সাথে উঠাবসা কর। (মাআরিফুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১১৭ নং আয়াত:

১. আয়াত দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁদের প্রশংসা করেছেন।

২. তাবূক-যুদ্ধকালীন তীব্র সংকটের ফলে কতিপয় সাহাবীর সাহস হারিয়ে ফেলা এবং পরে তাঁদের তওবা করার কথা এবং আল্লাহ কর্তৃক তাঁদের তওবা কবূল হওয়ার বর্ণনা রয়েছে।

৩. সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আল্লাহ তা'আলার দয়া ও করুণা ছিল।

● ১১৮ নং আয়াত:

১. তিনজন সাহাবীর মর্যাদা প্রমাণিত হয় যে, শেষ পর্যন্ত তাঁদের সবর, সততা ও আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণের ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন।

২. আল্লাহ তা'আলার নীতি হল, তাঁর কোন প্রিয় বান্দা থেকে তাঁর শানের খেলাফ কোন কাজ হয়ে গেলে তিনি তাকে কিছুদিন বিচ্ছেদের জ্বালা দিয়ে শিক্ষা দেন। অতঃপর তার প্রতি দয়া এবং করুণা বর্ষণ করেন। (বয়ানুল কুরআন)

৩. আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, শিক্ষক এবং মুর্শিদ শাগরেদের উপর অবস্থা ভেদে কঠোরতা অবলম্বন করতে পারেন তার সংশোধনের উদ্দেশ্যে।

৪. সত্যের ফলাফল আপাতত কঠিন হলেও পরিশেষে এতেই মুক্তি সম্ভব। অপরপক্ষে মিথ্যা বলে আপাতত গা বাঁচানো গেলেও পরিণতিতে লাঞ্ছনা-ই ভোগ করতে হয়।

৫. আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত তওবা কবূলকারী, অতি দয়ালু।

● ১১৯ নং আয়াত:

১. তাকওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

২. সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বনের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

৩. তাকওয়ার নির্দেশের পর সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বনের নির্দেশ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সত্যবাদীদের সাহচর্য এবং তাদের অনুরূপ আমলের দ্বারাই তাকওয়া লাভ হয়।

৪. আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইজ্মা শরীয়তের দলীল। কেননা, এখানে সত্যবাদীদের সাথে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই তাদের কথা মান্য করাও নিঃসন্দেহে জরুরী হবে। আর এর-ই অপর নাম হল ইজ্মা মান্য করা। (জালালাইন-এর টীকা)

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَئُوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾

(১২০) মদীনাবাসী এবং তাদের আশে পাশে যেসব পল্লীবাসীরা রয়েছে তাদের জন্য উচিত হয়নি আল্লাহর রসূল (-এর সহগামী হওয়া) থেকে পেছনে রয়ে যাওয়া আর না (উচিত হয়েছে) তাঁর জীবন অপেক্ষা নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করা। এটি এজন্য[১] যে, আল্লাহর পথে যে পিপাসা, ক্লান্তি ও ক্ষুধাই তাদের লাগে এবং যে পদক্ষেপই তারা নেয় –যা কাফেরদেরকে রাগান্বিত করে– এবং দুশমনদের থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়[২] নিঃসন্দেহে এর (প্রত্যেকটির) বিনিময়ে তাদের জন্য লিখিত হয় একটি নেক আমল। নিশ্চয়, আল্লাহ নেককার লোকদের বিনিময় নষ্ট করেন না।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢١﴾

(১২১) আর তারা ছোট বড় যা ব্যয় করে এবং যত ময়দান তারা অতিক্রম করে সবই তাদের জন্য লিখিত হয় এ উদ্দেশ্যে যে, তাদেরকে আল্লাহ তাদের কৃত আমলসমূহের অতি উত্তম বিনিময় দান করবেন।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

(১২২) আর মু'মিনদের উচিত নয় যে, তারা সকলেই জেহাদে বের হয়ে পড়বে। কাজেই তাদের প্রত্যেক বড় দল থেকে একটি ছোট দল[৩] কেন জেহাদে বের হয় না, যাতে তারা (অবশিষ্টরা) দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে থাকে এবং যখন তারা (জেহাদে গমনকারীরা) তাদের মধ্যে ফিরে আসে[৪] তখন তারা নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে যাতে তারা সাবধান হয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٣﴾

(১২৩) হে মু'মিনগণ, যেসব কাফের তোমাদের আশেপাশে থাকে[৫] তাদের সাথে যুদ্ধ করো এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা পায়[৬]। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহগামী না হওয়া অনুচিত হওয়ার কারণ হল–

(২) অর্থাৎ, কাফেরদের থেকে গনীমতের মাল লাভ করা কিংবা তাদেরকে হত্যা অথবা বন্দী করা। (জালালাইন ও আইছারুত্তাফাসীর)

(৩) এখানে تنوين ছোট বা কম বোঝানোর জন্য এসেছে। (বয়ানুল কুরআন)

(৪) অর্থাৎ, যারা জেহাদে গিয়েছিল তারা ফিরে আসার পর বাড়ীতে থেকে যারা ইল্‌ম অর্জন করেছে তারা তাদেরকে ইল্‌ম শিক্ষা দিবে।

(৫) অর্থাৎ, আশ-পাশের কাফেরদের সাথে প্রথমে যুদ্ধ কর। পরে দূরবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করবে। এখানে জেহাদের নীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কাজেই অন্য আয়াতে যে বলা হয়েছে "তোমরা সকল কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর" তার সাথে এ আয়াতের কোন দ্বন্দ্ব নেই। (জালালাইন-টীকা)

(৬) অর্থাৎ, যুদ্ধের ময়দানে এবং সন্ধি-স্থাপনকালে তোমাদের মধ্যে যেন কোনরূপ দুর্বলতার প্রকাশ না ঘটে। (বয়ানুল কুরআন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২০ নং আয়াত:

১. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজেদের জীবনের চেয়ে প্রাধান্য দেয়া ওয়াজিব। (আইছারুত্তাফাসীর)

২. আয়াত থেকে জেহাদের সীমাহীন ফযীলতের কথা জানা যায়। জেহাদের সব রকম কষ্টের ছওয়াব পাওয়া যায়।

৩. আল্লাহ তা'আলা নেক আমলকারীদের পুরস্কার নষ্ট করেন না।

● ১২১ নং আয়াত:

১. আয়াতে জেহাদে ব্যয়ের ফযীলত আলোচিত হয়েছে। জেহাদে ছোট-বড় যেরকম ব্যয়ই করা হোক না কেন তার ছওয়াব পাওয়া যায়।

২. জেহাদে পথ চলা এবং গতিবিধিরও ছওয়াব পাওয়া যায়।

৩. জেহাদে গমন করলে জেহাদে না যেয়ে যেসব নেক আমল করত, তার চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করা হয়।

● ১২২ নং আয়াত:

১. আয়াতে ইল্‌ম অর্জনের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। মূলতঃ ইল্‌ম অর্জন করা সকলের জন্য ফরয। তবে যেসব বিষয় ঈমান ও ইসলামের জন্য জরুরী। যেমন ফরয, ওয়াজিব এবং হারাম হালাল সংক্রান্ত মাসায়েল, এগুলো শিক্ষা করা ফরযে আইন। আর কুরআন হাদীছ ও শরীয়তের আইন কানুন সম্বন্ধে সুদক্ষ আলেম হওয়া ফরযে কেফায়া। একটি এলাকার মধ্যে এ ধরনের আলেম একজনও না থাকলে সবাই গোনাহগার হবে। (মাআরিফুল কুরআন)

২. আয়াতে দ্বীনি ইল্‌মের সিলেবাস বলে দেয়া হয়েছে। আর তাহল تفقه فى الدين বা দ্বীনের গভীর জ্ঞান এবং গভীর উপলব্ধি অর্জন করা। শুধু কয়েকটি কিতাব পাঠ করা নয়।

৩. আয়াতে আলেমদের দায়িত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে। আর তাহল, মানুষকে আল্লাহর আযাব থেকে সতর্ক করা। অবশ্য অন্য আয়াতে "সুসংবাদ" দেয়ার কথাও উল্লেখ আছে।

● ১২৩ নং আয়াত:

১. আয়াত থেকে জানা যায়, আশে-পাশের কাফেরদের সাথে সর্বপ্রথম জেহাদ শুরু করতে হবে। পরে দুরবর্তীদের সাথে। তবে আশে-পাশের কাফেররা ঈমান আনলে কিংবা চুক্তিবদ্ধ হলে অথবা কর দিয়ে থাকলে ভিন্ন কথা।

২. আয়াতের আলোকে সূফীগণ বলেন যে, সর্বপ্রথম নফ্‌স বা আত্মার খাহেশাতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। কারণ সে-ই হল সবচেয়ে কাছের শত্রু। (বয়ানুল কুরআন)

৩. কাফেরদের সাথে যুদ্ধের প্রাক্কালে বা তাদের সাথে সন্ধির প্রাক্কালে মুসলমানদের মধ্যে কোন রকম দুর্বলতার প্রকাশ না ঘটা চাই।

৪. মুত্তাকী তথা তাকওয়ার অধিকারীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সাহায্য-সহায়তার প্রতিশ্রুতি বর্ণিত হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿١٢٤﴾

(১২৪) আর যখন কোন সূরা নাযেল করা হয় তখন তাদের (মুনাফেকদের) কেউ কেউ বলে, এটি তোমাদের মধ্যে কার ঈমানকে বাড়িয়ে দিল[১]? বস্তুত যারা ঈমান এনেছে এই (সূরা) তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হচ্ছে।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٢٥﴾

(১২৫) আর যাদের অন্তরে রোগ[২] রয়েছে এই সূরা তাদের নাপাকীর সাথে আরও নাপাকী বৃদ্ধি করেছে[৩] এবং তারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِىْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾

(১২৬) আর তারা কি লক্ষ্য করে না যে, তারা তো প্রতি বছরই একবার বা দু'বার বিপদে পড়ছে[৪]? এরপরও না তারা তওবা করছে, আর না উপদেশ গ্রহণ করছে।

وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ؕ هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا ؕ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿١٢٧﴾

(১২৭) এবং যখন কোন সূরা নাযেল করা হয় তখন তাদের একজন অপর জনের দিকে তাকায় (এবং ইশারায় বলে[৫]) "তোমাদেরকে কেউ দেখছে কি[৬]"? অতঃপর সরে পড়ে। আল্লাহ তাদের অন্তরকে সরিয়ে দিয়েছেন সত্য থেকে[৭]। কারণ, তারা তো এমন সম্প্রদায় যারা উপলব্ধি করে না।

টীকা ও আনুষঙ্গিক বিষয়

(১) মুনাফেকরা বিদ্রূপ করার জন্য এরূপ কথা বলতো। (জালালাইন)

(২) অর্থাৎ, যাদের মনে নিফাক (মুনাফেকী) এবং সন্দেহের রোগ রয়েছে। (জালালাইন-টীকা)

(৩) তাদের এক নাপাকী তো হল পূর্বের সূরাসমূহকে অস্বীকার করা আর নূতন সূরাকে অস্বীকারের ফলে কুফরীর নাপাকী আরও বৃদ্ধি পেল। প্রকৃতপক্ষে অবতীর্ণ সূরা তাদের নাপাকী বৃদ্ধি করেনি। বরং তাদের অস্বীকার-ই নাপাকী বৃদ্ধি করেছে। আয়াতে বাক্যটি রূপক অর্থে এসেছে। (বয়ানুল কুরআন ও সাফওয়াতুত্তাফাসীর)

(৪) যেমন, বিভিন্ন রোগ, দুর্ভিক্ষ এবং পরাজয় ও মুনাফেকী ফাঁস হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এখানে একবার বা দু'বার বলতে কোন বিশেষ সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়। বরং বলা হচ্ছে যে, তাদের এই দুর্ভোগের পালা শেষ হওয়ার মত নয়। এরপরও কি তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (মাআরিফুল কুরআন)

(৫) "এবং ইশারায় বলে" কথাটি এখানে উহ্য আছে। (বয়ানুল কুরআন ও জালালাইন)

(৬) অর্থাৎ, তাদেরকে কেউ দেখছে কি-না লক্ষ্য করে চুপে চুপে চলে যায়।

(৭) "হেদায়াত থেকে" বাক্যটি এখানে উহ্য আছে। (জালালাইন)

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২৪ নং আয়াত:

১. আয়াত থেকে বোঝা যায়, কুরআন এবং দ্বীন নিয়ে মুনাফেক এবং কাফের সম্প্রদায়-ই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে থাকে।

২. আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, কুরআনের তেলাওয়াত, চিন্তা-ভাবনা এবং সে অনুযায়ী আমল করার ফলে ঈমান বৃদ্ধি পায় তথা ঈমানের উন্নতি হয় এবং নূর বৃদ্ধি পায়।

৩. কুরআনের প্রতি খুশী থাকা মু'মিনগণের বৈশিষ্ট্য।

● ১২৫ নং আয়াত:

১. কুরআনের মত হেদায়াতের কিতাবও যাদের অন্তরে ব্যধি আছে তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি না করে কুফরীকে বৃদ্ধি করে। এতে বোঝা যায়, মানুষের অন্তর সত্যকে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত না হলে কোন মূল্যবান ওয়াজ-নসীহতই উপকারে আসার মত নয়।

● ১২৬ নং আয়াত:

আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপর যে বিপদ-আপদ পাঠান তার উদ্দেশ্য হল, মানুষ যেন তওবা করে এবং উপদেশ গ্রহণ করে। (বয়ানুল কুরআন)

● ১২৭ নং আয়াত:

১. আয়াত থেকে বোঝা যায়, কেউ হেদায়াত কবুল করতে ইচ্ছুক না হলে আল্লাহ তা'আলা তাকে হেদায়াত থেকে বঞ্চিত রাখেন। তিনি কাউকে জোরপূর্বক হেদায়াত দেন না।

২. কুরআনের হেদায়াতকে অন্তর থেকে উপলব্ধি না করা হেদায়াত থেকে বঞ্চনার কারণ হয়।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٨﴾

(১২৮) নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকে এমন একজন রসূল, তোমরা যাতে কষ্ট পাও তাঁর কাছে তা অতি কষ্টদায়ক (হয়)। যে, তোমাদের অতিশয় হিতাকাঙ্খী। যে মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿١٢٩﴾

(১২৯) এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে থাকে, তবে তুমি বলে দিও, আমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁর উপরই ভরসা করেছি। আর তিনি মহা আরশের মালিক।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আহকাম ও শিক্ষা

● ১২৮ নং আয়াত:

১. আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব জাতির-ই অন্তর্ভুক্ত।

২. আয়াত থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কতিপয় উন্নত আখলাকের কথা জানা যায়। কাজেই উম্মতের এসব আখলাক অর্জনে সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য।

● ১২৯ নং আয়াত:

১. আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হল, মু'মিনদের সব বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত। আর সকলের জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট।

২. আল্লাহ তা'আলার আরশ থাকার বিষয় প্রমাণিত।

৩. আল্লাহ তা'আলার আরশ বড় হওয়ার বিষয়টিও প্রমাণিত।

الحمد لله

১ম খণ্ড সমাপ্ত

গ্রন্থপঞ্জী

اسماء الكتب	اسماء المصنفين
❑ احكام القرآن	ابو بكر الجصاص
❑ احكام القرآن	ظفر احمد العثمانى
❑ المفردات فى غريب القران	راغب الاصفهانى
❑ تفسير الجلالين	جلال الدين السيوطى والمحلى
❑ تفسير الكشاف	العلامة الزمخشرى
❑ تفسير ابى السعود	ابو السعود العمادى الحنفى
❑ التفسير الكبير	العلامة الرازى
❑ تفسير روح المعانى	السيد محمود الآلوسى
❑ ايسر التفاسير	ابو بكر جابر الجزائرى
❑ صفوة التفاسير	محمد على الصابونى
❑ روائع البيان	محمد على الصابونى
❑ تفسير مظهرى	ثناء الله پانى پتى
❑ بيان القرآن	اشرف على تهانوى
❑ معارف القران	مفتى محمد شفيع
❑ معارف القرآن	ادريس كاندهلوى
❑ ترجمۂ احمد على لاهورى	احمد على لاهورى
❑ موضح القرآن	شاه عبد القادر دهلوى
❑ ترجمۂ شيخ الهند	شيخ الهند محمود الحسن
❑ تفسير عثمانى	شبير احمد عثمانى
❑ تفسير القرآن العظيم	ابن كثير
❑ التفسير المفسرون	محمد حسين الذهبى
❑ الاتقان فى علوم القرآن	جلال الدين السيوطى
❑ البرهان فى علوم القرآن	بدر الدين الزركشى
❑ البيان فى علوم القرآن	سليمان بن صالح القرعاوى
❑ علوم القرآن	تقى عثمانى
❑ التبيان فى آداب حملة القرآن	الامام النووى
❑ مناهل العرفان	محمد عبد العظيم الزرقانى
❑ كتاب الاذكار	الامام النووى

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.